তিরমিযী শরীফ
ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযীর
চতুর্থ খণ্ড

তিরমিযী শরীফ

চতুর্থ খণ্ড

সংকলক

ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র)

মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ
অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

তিরমিযী শরীফ
চতুর্থ খণ্ড
সংকলক ঃ ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী (র)
অনুবাদক ঃ মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ
সিহাহ্ সিত্তাহ প্রকল্প (উন্নয়ন)

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১৪৫
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৮৮৭
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২৪৪
ISBN : 984—06—0392—2

প্রকাশকাল
জ্যৈষ্ঠ ঃ ১৩৯৯
জিলহাজ্জ ঃ ১৪১২
জুন ঃ ১৯৯২

প্রকাশক
পরিচালক,
অনুবাদ সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

মুদ্রণ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা—১০০০

বাঁধাইয়ে
মেসার্স হুর এণ্ড কোং
২১, বসু বাজার লেন নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ অংকণে
কাজী শামসুল আহসান

মূল্য- ৬০০.০০ (ছয়শত) টাকা মাত্র

TIRMIDHI SHARIF (4rth Volume) Arabic Compilation by Imam Abu Esha Muhammad Ibn Esha At-Tirmidhi (Rh.), translated by Moulana Farid Uddin Masud, edited by the Sihah Sittah Editorial Board and published by Director, Translation and Compilation Dept. Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka.

মহাপরিচালকের কথা

মহান আল্লাহ্ জাল্লা শা'নুহুর দরবারে লাখো কোটি শোক্র। তিনি পরম দয়াভরে আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠ উম্মত করে পয়দা করেছেন। মহান প্রভু আল্লাহ্কে মানার পূর্ব শর্ত হচ্ছে নবী করীম (সা)-এর অনুসরণ। আর তাঁর অনুসরণের পথ আল্লাহ্ এ ভাবে বাত্লে দিয়েছেন,— "রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।" রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদেশ-নিষেধ, সন্তুষ্টি, ইবাদত-বন্দেগীর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে তাঁর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, আর তাঁর কার্যাবলীর মাঝে। যুগ যুগ ধরে আল্লাহ্র সৌভাগ্যবান বান্দারা প্রিয় নবীর হাদীসসমূহ অপরের কাছে পৌঁছে দেয়ার মহান দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ তাকিদে সংকলিত হয়েছে হাদীসের বিরাট বিরাট গ্রন্থ।

মুসলিম জাহানের সর্বাধিক পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য হচ্ছে সিহাহ্ সিত্তাহ্ (বিশুদ্ধ ছয়টি) হাদীস গ্রন্থ। এরই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে হাফিয-আল-হুজ্জা আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন সাওরা আত্-তিরমিযী সংকলিত 'জামি তিরমিযী'। এই কিতাবখানিতে ফকীহগণের মতামত তুলে ধরা ছাড়াও বিভিন্ন মাযহাবের দলীল-প্রমাণসমূহের বিশ্লেষণ রয়েছে। শায়খুল ইসলাম হাফিয ইমাম আবূ ইসমাঈল আবদুল্লাহ আনসারী. তিরমিযী শরীফ সম্পর্কে বলেন. "আমার দৃষ্টিতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ গ্রন্থদ্বয় অপেক্ষা তিরমিযী শরীফ অধিক ব্যবহারোপযোগী। কেননা, বুখারী ও মুসলিম এমন হাদীস গ্রন্থ যে, কেবলমাত্র বিশেষ পারদর্শী আলিম ভিন্ন তা থেকে ফায়দা লাভ করতে সমর্থ হওয়া কঠিন। কিন্তু ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র)-এর গ্রন্থ থেকে যে কেউ ফায়দা লাভ করতে পারে।"

ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে হাদীসের এরূপ একখানা মূল্যবান গ্রন্থের তরজমা বাংলাভাষী ভাই-বোনদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা মহান রব আল্লাহ্র দরবারে শোকর আদায় করি। আর সাথে সাথে এর অনুবাদ, সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের সবাইকে জানাই শুকরিয়া। আল্লাহ্ সবার খিদমত কবূল করুন। পরিশেষে ইমাম তিরমিযী (র)-এর রূহের বুলন্দী কামনা করি। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

প্রকাশকের কথা

আল হামদুলিল্লাহ! হাফিজ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইব্‌ন সাওরা আত-তিরমিযী (র) কর্তৃক সংকলিত জামি' আত-তিরমিযী বা তিরমিযী শরীফ-এর চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ করতে পারায় আমরা আনন্দ অনুভব করছি। সাথে সাথে আল্লাহ্‌র দরবারে অশেষ শোকর আদায় করছি।

বুখারী শরীফ অথবা মুসলিম শরীফ অপেক্ষা তিরমিযী শরীফ আকারে ছোট। হাদীস সংখ্যা ৩৮১২। এতে পুনরুক্ত হাদীস নেই বললেই চলে। মাত্র ৮০টি হাদীস পুনরুক্ত হয়েছে।

তিরমিযী শরীফের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে প্রতিটি হাদীসের সনদের বর্ণনায় বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য রয়েছে এবং প্রতিটি হাদীসের বর্ণনার শেষে বিভিন্ন মাযহাবের মতানৈক্য এবং সংশ্লিষ্ট সবার যুক্তি প্রমাণের উল্লেখ করা হয়েছে। তিরমিযী শরীফের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে হাদীসের প্রকারভেদ অর্থাৎ সাহীহ্, হাসান, যঈফ, গারীব, মু'আল্লাল প্রভৃতি যথাস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। রাবীদের নাম, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি মূল্যবান তথ্যসহ হাদীস-জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় পূর্ণাংগরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। বর্তমান খণ্ডখানি তরজমা করেছেন বিশিষ্ট আলিম ও অনুবাদক মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ। খ্যাতিসম্পন্ন উলামায়ে কিরাম-এর সমন্বয়ে গঠিত একটি সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক ইহা সম্পাদিত।

আমরা তাঁদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। সেই সংগে এই খণ্ডখানি প্রকাশে যারা আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি।
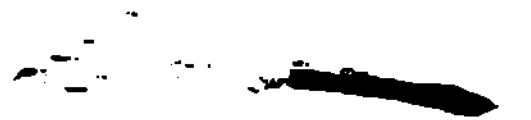
নির্ভুলভাবে কিতাবখানি প্রকাশ করার সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও এতে ভুল থাকা অস্বাভাবিক নয়। এ রকম কোন ত্রুটি সুধী পাঠক আমাদের জানালে আমরা ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেব।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে কুরআন বুঝা ও তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন। আমীন ! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

সম্পাদনা পরিষদ

১.	মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
৩.	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম	"
৪.	ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ	"
৫.	মাওলানা রূহুল আমীন খান	"
৬.	মাওলানা এ. কে. এম আবদুস সালাম	"
৭.	মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ	"
৮.	মুহাম্মদ লুতফুল হক	সদস্য-সচিব

সূচীপত্র

শিরোনাম

চিকিৎসা অধ্যায় —৪২৫

ফিতনা অধ্যায় —৫০৭

الجامع للترمذى

তিরমিযী শরীফ

(চতুর্থ খণ্ড)

أبواب الأحكام

বিধি—বিধান ও বিচার অধ্যায়

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَابُ الْأَحْكَامِ

বিধি-বিধান ও বিচার অধ্যায়

بَابُ مَاجَاءَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْقَاضِىْ

অনুচ্ছেদ ঃ কাযী প্রসঙ্গে।

١٣٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِىُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ أَوَ تُعَافِيْنِىْ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! قَالَ فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذٰلِكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوْكَ يَقْضِىْ ؟ قَالَ إِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضٰى بِالْعَدْلِ، فَبِالْحَرِىِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا . فَمَا أَرْجُوْ بَعْدَ ذٰلِكَ ؟

وَفِى الْحَدِيْثِ، قَالَ قِصَّةٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ عِنْدِىْ بِمُتَّصِلٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الَّذِىْ رَوٰى عَنْهُ الْمُعْتَمِرُ هٰذَا هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِىْ جَمِيْلَةَ .

১৩২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাওহিব (র.) থেকে বর্ণিত যে, উছমান (রা.) ইব্‌ন উমার (রা.)-কে বললেন, যাও, মানুষের মাঝে বিচার কার্য সম্পাদন কর।

তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনি কি আমাকে এই বিষয়ে ক্ষমা করবেন ?

উছমান (রা.) বললেন, তুমি এটা না পসন্দ করছ কেন ? অথচ তোমার পিত (উমার) তো বিচার করতেন।

ইব্‌ন উমার বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কেউ যদি বিচারক হিসাবে নিযুক্ত হয় আর সে যদি ন্যায় ভাবেও বিচার কার্য সম্পাদন করে তবে সে বরাবর আমল নিয়ে ফিরে আসবে এটা তার জন্য

একটি কঠিন ব্যাপার। সুতরাং এরপর আর অমি কি আশা করতে পারি ? এই হাদীছে একটি কাহিনীও রয়েছে।[১]

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি গারীব। সনদটি আমার মতে মুত্তাসিল নয়। কেননা যে আবদুল মালিক (র.) থেকে এখানে মু'তামির (র.) রিওয়ায়াত করেছেন তিনি হলেন, আবদুল মালিক ইব্ন আবূ জামীলা।

١٣٢٦م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِى الْحُسَيْنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَهْلِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ قَاضِيَانِ فِى النَّارِ وَقَاضٍ فِى الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ ، فَذَاكَ فِى النَّارِ ، وَقَاضٍ لاَ يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِى النَّارِ ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِى الْجَنَّةِ .

১৩২৬. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র.)......বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, কাযীগণ তিন ধরণের। দুই ধরণের কাযী জাহান্নামে যাবে আর এক ধরণের কাযী যাবে জান্নাতে। যে ব্যক্তি জেনে শুনে নাহক ফয়সালা করে সে জাহান্নামে যাবে। আর যে কাযী না জেনে মানুষের হক নষ্ট করে ফেলে সেও জাহান্নামী হবে। আর এক ধরণের কাযী হল, যে ন্যায়ভবে ফয়সালা করে সে জান্নাতে যাবে।

١٣٢٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ بِلاَلِ بْنِ أَبِى مُوسَى ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ يُنْزِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا فَيُسَدِّدُهُ .

১৩২৭. হান্নাদ (র.)......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বিচারকের পদ চেয়ে নেয় এতে এর দায়ভার তার নিজের উপরই ন্যস্ত করে দেওয়া হয় আর যাকে এই কাজে বাধ্য করা হয় তার প্রতি আল্লাহ্ একজন ফিরিশ্তা নাযিল করেন যিনি তাকে সঠিক পথে অনুপ্রাণিত রাখেন।

١٣٢٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِى عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى الثَّعْلَبِىِّ ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ مِرْدَاسٍ الْفَزَارِىِّ ، عَنْ خَيْثَمَةَ (وَهُوَ الْبَصْرِىُّ) عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ ، وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ ، أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى .

১৩২৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্দুর রহমান (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সুপারিশ ধরে বিচারকের পদ চেয়ে নেয় এর দায়ভার তার নিজের উপরই ন্যস্ত করা হয়। আর যাকে এ কাজে বাধ্য করা হয় তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফিরিশ্তা নাযিল করেন। যিনি তাকে সঠিক পথে অনুপ্রাণিত রাখেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-গারীব। এটি ইসরাঈল-আবদুল আ'লা সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি (১৩২৭ নং) থেকে অধিকতর সাহীহ্।

১. আত-তারগীব-এ সেটির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

١٣٢٩. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ ، أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৩২৯. নাসর ইব্‌ন আলী আল–জাহযামী (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যাকে লোকদের মাঝে বিচারক নিযুক্ত করা হল তাকে ছুরি ছাড়াই যবাই করে দেওয়া হল।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি এই সূত্রে হাসান–গারীব। অন্য সনদেও এটি আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي يُصِيبُ وَيُخْطِئُ

অনুচ্ছেদ ঃ কাযী বা বিচারক ঠিকও করতে পারেন ভুলও করতে পারেন।

١٣٣٠. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ . وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ .

১৩৩০. হুসাইন ইব্‌ন মাহদী (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন বিচারক যখন বিচার কার্য করে এবং এই বিষয়ে সে চূড়ান্ত প্রয়াস পায় আর এতে যদি তার রায় সঠিক হয় তবে তার জন্য হল দুইটি ছওয়াব। আর যদি সে বিচারে ভুল করে তবে তার জন্য হল একটি ছওয়াব।

এই বিষয়ে আমর ইবনুল আস, উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি এই সূত্রে হাসান–গারীব। আবদুর রায্‌যাক – মা'মার (র.) সূত্র ছাড়া সুফইয়ান ছাওরী – ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র.)–এর রিওয়ায়াত হিসাবে আমরা এটি সম্পর্কে পরিচিত নই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي كَيْفَ يَقْضِي

অনুচ্ছেদ ঃ কাযী কিভাবে বিচার করবেন ?

١٣٣١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيْ عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ عَنِ الْحٰرِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِيْ؟ فَقَالَ أَقْضِيْ بِمَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ . قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ ؟ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِيْ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৩৩১. হান্নাদ (র.).......মুআয (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুআযকে প্রশাসক হিসাবে ইয়ামান পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি কিভাবে ফায়সালা দিবে। মুআয বললেন, আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে ফয়সালা দিব। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কিতাবে (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে) যদি কিছু না থাকে ? মুআয বললেন, রাসূলুল্লাহ্র সুন্নাহ্ অনুসারে ফয়সালা করব। তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাসূলের সুন্নাহ্-এও যদি কিছু না থাকে ? মুআয বললেন, আমি আমার বিবেক খাটিয়ে ইজতিহাদ করব। তিনি বললেন, ঐ আল্লাহ্রই সমস্ত প্রশংসা যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে এই ধরণের তওফীক দিয়েছেন।

١٣٣٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أَخٍ لِلْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ عِنْدِيْ بِمُتَّصِلٍ . وَأَبُوْ عَوْنٍ الثَّقَفِيُّ اِسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ .

১৩৩২. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).......মুআয (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই সূত্র ছাড়া হাদীছটি সম্পর্কে আমরা পরিচিত নই। আমার মতে এর সনদ মুত্তাসিল নয়। আবূ আওন ছাকাফীর নাম হল মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ الْعَادِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ন্যায়বান ইমাম ও শাসক।

١٣٣٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا ، إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللّٰهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفٰى . قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

১৩৩৩. আলী ইব্ন মুনযির কূফী (র.).......আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং সবচে নিকটে উপবেশনকারী মানুষ হল ন্যায়নিষ্ঠ শাসক। আর সবচে' ঘৃণ্য ও দূরের হল অত্যাচারী শাসক।

এই বিষয়ে ইব্‌ন আবূ আওফা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হাযিম (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা জানিনা।

١٣٣٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَبُوْ بَكْرٍ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ الشَّيْبَانِىِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْقَاضِىْ مَالَمْ يَجُرْ. فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ .

১৩৩৪. আবদুল কুদ্দুস ইব্‌ন মুহাম্মদ আবূ বাকর আত্তার (র.)......ইব্‌ন আবূ আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যতক্ষণ যুলমে লিপ্ত না হবে ততক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা বিচারকের সঙ্গে থাকেন। যখন সে যুলমে লিপ্ত হয় তখন তিনি তাকে ছেড়ে চলে যান আর শয়তান তাকে চিমটে ধরে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব। ইমরান কাত্তান (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা জানিনা।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْقَاضِىْ لاَيَقْضِىْ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلاَمَهُمَا

অনুচ্ছেদ ঃ বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের কথা না শুনে কাযী ফায়সালা দিবেন না।

١٣٣٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِىُّ عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ عَلِىٍّ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلاَنِ ، فَلاَ تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتّٰى تَسْمَعَ كَلاَمَ الْآخَرِ . فَسَوْفَ تَدْرِىْ كَيْفَ تَقْضِىْ .

قَالَ عَلِىٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১৩৩৫. হান্নাদ (র.).......আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমার কাছে যখন দুই ব্যক্তি বিচার প্রার্থনা করে তখন অপরজনের কথা না শোনা পর্যন্ত প্রথম জনের কথার উপর ফায়সালা দিবে না। তাহলে অচিরেই জানতে পারবে কিভাবে তুমি বিচার করবে।

আলী (রা.) বলেন, এর পর থেকে আমি কাযী হিসাবে থেকেছি। এই হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ إِمَامِ الرَّعِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রজাবর্গের ইমাম।

١٣٣٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ، حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنِىْ أَبُوالْحَسَنِ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ لِمُعَاوِيَةَ إِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُوْنَ ذَوِى الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ ، إِلاَّ أَغْلَقَ اللّٰهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُوْنَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ .

فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ ·

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ · قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ · وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ الْجُهَنِيُّ ، يُكْنَى أَبَا مَرْيَمَ ·

১৩৩৬. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.)......আবুল হাসান (র.) থেকে বর্ণিত যে, আমর ইব্‌ন মুররা (রা.) মুআবিয়া (রা.)-কে বলছিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ইমাম ও শাসক অভাবী, প্রার্থী ও দরিদ্রদের থেকে দ্বার রুদ্ধ করে রাখে আল্লাহ্ তার প্রয়োজন, অভাব ও দারিদ্রের সময় আকাশের দ্বার রুদ্ধ করে রাখবেন। অনন্তর মুআবিয়া (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন।

এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আমর ইব্‌ন মুররা জুহানী (রা.)-এর কুনিয়াত বা উপনাম হল আবূ মারয়াম।

١٣٣٧ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ ، عَنْ أَبِيْ مَرْيَمَ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، نَحْوَ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَمَعْنَاهُ ·

وَيَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ شَامِيٌّ وَبُرَيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ ، كُوْفِيٌّ وَأَبُوْ مَرْيَمَ هُوَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ الْجُهَنِيُّ ·

১৩৩৭. আলী ইব্‌ন হুজর (র.)......নবী ﷺ -এর সাহাবী আবূ মারয়াম (রা.) থেকে উক্ত মর্মের অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম হলেন সিরিয়ার অধিবাসী, বুরায়দ ইব্‌ন আবূ মারয়াম হলেন কূফার অধিবাসী, আর আবূ মারয়াম-এর নাম হল, আমর ইব্‌ন মুররা আল জুহানী (রা.)।

بَابُ مَا جَاءَ لَا يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্রোধান্বিত অবস্থায় কাযী বিচার করবেন না।

١٣٣٨ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ ، قَالَ كَتَبَ أَبِيْ إِلَى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ ، أَنْ لَا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ · فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ ·

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَأَبُوْ بَكْرَةَ اِسْمُهُ نُفَيْعٌ ·

১৩৩৮. কুতায়বা (র.)......আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাকরা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা বিচারপতি উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বাকরা-কে লিখেছিলেন, দুই ব্যক্তির মাঝে ক্রোধান্বিত অবস্থায় ফায়সালা করবে না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, ক্রোধান্বিত অবস্থায় কোন বিচারক যেন দুই ব্যক্তির মাঝে বিচার না করে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। আবূ বাকরা (রা.)-এর নাম হল নুফায়'।

بَابُ مَا جَاءَ فِي هَدَايَا الْأُمَرَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রশাসককুলের হাদিয়া গ্রহণ।

١٣٣٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيْدَ الْأَوْدِيِّ ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ . فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِيْ أَثَرِيْ . فَرُدِدْتُ فَقَالَ أَتَدْرِيْ لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ ؟ لاَ تُصِيْبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِيْ فَإِنَّهُ غُلُوْلٌ . وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . لِهٰذَا دَعَوْتُكَ ، فَامْضِ لِعَمَلِكَ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيْرَةَ وَبُرَيْدَةَ وَالْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ وَأَبِيْ حُمَيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ مُعَاذٍ ، حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ أُسَامَةَ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ .

১৩৩৯. আবূ কুরায়ব (র.)......মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ইয়ামান পাঠিয়েছিলেন। আমি যখন রওয়ানা করলাম আমার পিছনে একজনকে [আমাকে ডেকে আনার জন্য] পাঠালেন। আমি ফিরে এলাম। তিনি বললেন, কেনএকজনকে তোমার কাছে পাঠালাম তা বুঝতে পেরেছ কি ? তিনি বললেন, আমার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন জিনিষ নিবে না। কারণ, এ-ও খিয়ানত। যে ব্যক্তি খিয়ানত করবে কিয়ামতের দিন তাকে অবশ্য যে বস্তু খিয়ানত করেছিল তা নিয়ে আসতে হবে। এর জন্যই তোমাকে ডেকেছিলাম। এখন তোমার কাজে যাও।

এই বিষয়ে আদী ইব্‌ন আমীরা, বুরায়দা, মুসতাওরিদ ইব্‌ন শদ্দাদ, আবূ হুমায়দ ও ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, মুআয (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব। আবূ উসামা – দাউদ আওদী (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা জানিনা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ فِي الْحُكْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিচার ক্ষেত্রে ঘুষখোর এবং ঘুষদাতা।

١٣٤٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَابْنِ حَدِيْدَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرُوِيَ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ يَصِحُّ .

قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ حَدِيْثُ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَحْسَنُ شَيْءٍ فِيْ هٰذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ ·

১৩৪০. কুতায়বা (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিচার ক্ষেত্রে ঘুষখোর ও ঘুষদাতাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লা' নত করেছেন।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র, আয়েশা, ইব্‌ন হাদীদা ও উম্মু সালামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। এই হাদীছটি আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা.) সূত্রেও বর্ণিত আছে। আবূ সালামা – তার পিতা আবদুর রহমান সূত্রে নবী ﷺ থেকেও এটি বর্ণিত আছে। তবে এটি সাহীহ্ নয়।

আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমানকে বলতে শুনেছি যে, আবূ সালামা – আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি এই বিষয়ে বর্ণিত রিওয়ায়াত সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক সাহীহ্।

١٣٤١. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى · حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৩৪১. আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র.).......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুষখোর এবং ঘুষদাতার উপর লা' নত করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَبُوْلِ الْهَدِيَّةِ وَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাদিয়া এবং দাওয়াত গ্রহণ করা।

١٣٤٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ · وَلَوْ دُعِيْتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ ·

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَسَلْمَانَ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَلْقَمَةَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ أَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৩৪২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন বাযী' (র.).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাকে যদি বকরীর পায়ের একটি খুরও হাদিয়া দেওয়া হয় তবুও অবশ্য তা গ্রহণ করব। তা আহারেরও যদি আমাকে দাওয়াত দেওয়া হয় তবুও তাতে আমি সাড়া দিব।

এই বিষয়ে আলী, আইশা, মুগীরা ইব্‌ন শু'বা, সালমান, মুআবিয়া ইব্‌ন হায়দা ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আলকামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيْدِ عَلَى مَنْ يُقْضَى لَهُ بِشَيْءٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কারো স্বপক্ষে যদি এমন বস্তুর রায় দেওয়া হয় যা তার জন্য গ্রহণ করা উচিত নয় এতদসম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী।

١٣٤٣. حَدَّثَنَا هَرُوْنُ بْنُ إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِنْ قَضَيْتُ لِاَحَدٍ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৩৪৩. হারূণ ইব্‌ন ইসহাক হামদানী (র.).......উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা আমার কাছে নানা বিষয়ে বিবাদ-মীমাংসার জন্য এসে থাক। আমিওতো একজন মানুষ। হয়তো তোমাদের একজন প্রমান উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তার প্রতিপক্ষের তুলনায় অধিক কৌশলী। সুতরাং আমি যদি তোমাদের কারো জন্য এমন কোন বিষয়ের ফায়সালা দিয়ে দেই যা (প্রকৃতপক্ষে) তার প্রতিপক্ষ ভাইয়ের হক তবে সেই বস্তু তার জন্য জহান্নামাগ্নির টুকরা বলে গণ্য হবে। অতএব সে যেন (প্রকৃত অবস্থা জানা সত্ত্বেও) তা গ্রহণ না করে।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, উম্মু সালামা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ বাদীর দায়িত্ব হল সাক্ষী পেশ করা এবং বিবাদীর দায়িত্ব হল কসম করা।

١٣٤٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنَّ هٰذَا غَلَبَنِيْ عَلَى أَرْضٍ لِيْ . فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِيْ وَفِيْ يَدِيْ لَيْسَ لَهُ فِيْهَا حَقٌّ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَلَكَ يَمِيْنُهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لاَيُبَالِيْ عَلَى مَاحَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذٰلِكَ .

قَالَ ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ لِيَحْلِفَ لَهُ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِكَ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا ، لَيَلْقَيَنَّ اللّٰهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَالْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ·
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ · حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৩৪৪. কুতায়বা (র.)......আলকামা ইব্ন ওয়াইল তৎপিতা ওয়াইল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাযরামওতের এক ব্যক্তি এবং কিনদার আরেক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এল। হাযরা- মওতের লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই লোকটি আমার একটি যমীনের বিষয়ে আমার উপর প্রবল হয়ে গেছে (এবং তা দখল করে নিয়ে গেছে)। কিন্‌দার লোকটি বলল, এতো আমার সম্পত্তি আমার দখলে আছে। এতে তার কোন হক নাই। নবী ﷺ তখন হাযরামী লোকটিকে বললেন, তোমার কি কোন সাক্ষী আছে ?

সে বলল, জি না।

তিনি তখন বললেন, তা হলে তো তুমি তার (বিবাদীর) কসম নিতে পারবে।

লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই লোকটি তো ফাসিক। কিসের উপর কসম করছে তাতে সে কোন পরওয়াই করবে না। সে তো বিন্দুমাত্র পরহেযগারী অবলম্বন করবে না।

তিনি বললেন, এ ছাড়া তো তুমি তার থেকে আর কিছু পেতে পার না।

ওয়াইল (রা.) বলেন, লোকটি তার প্রতিপক্ষের কসম নিতে অগ্রসর হল। সে যখন পিছন ফিরল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই ব্যক্তি যদি অন্যায়ভাবে তোমার সম্পদ গ্রাস করার জন্য কসম খায় তবে সে এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র মুলাকাত করবে যে, তিনি তার থেকে (ক্রোধ ভরে) ফিরে থাকবেন।

এই বিষয়ে উমার, ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইব্ন আম্‌র এবং আশআছ ইব্ন কায়স (রা.) থেকেও হাদীছটি বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ওয়াইল ইব্ন হুজর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٣٤٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ · وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ · هٰذَا حَدِيْثٌ فِيْ إِسْنَادِهِ مَقَالٌ · وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَرْزَمِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ · ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ ·

১৩৪৫. আলী ইব্ন হুজর (র.)......আমর ইব্ন শুআয়ব তৎপিতা তৎপিতামহ আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর খুত্‌বায় বলেছিলেন, সাক্ষী পেশ করার দায়িত্ব হল বাদীর আর কসমের দায়িত্ব হল বিবাদীর।

হাদীছটির সনদ সমালোচিত। রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন উবয়দুল্লাহ্ আরযামী স্মরণ শক্তির দিক দিয়ে হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ। ইব্ন মুবরক (র.) প্রমুখ হাদীছ বিশারদ তাঁকে যঈফ বলেছেন।

١٣٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ · حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ · وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ

أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيْ ، وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .

১৩৪৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন আসকার আল বাগদাদী (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই মর্মে ফায়সালা দিয়েছেন, কসম হবে বিবাদীর উপর।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ এতদনুসারে আমলের অভিমত দিয়েছেন যে, সাক্ষী পেশের দায়িত্ব হল বাদীর উপর আর কসমের দায়িত্ব হল বিবাদীর উপর।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাক্ষীর সঙ্গে কসমও গ্রহণ করা।

١٣٤٧. حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَبِيْعَةُ بْنُ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ .

قَالَ رَبِيْعَةُ وَأَخْبَرَنِي ابْنٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسُرَّقَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ ، حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

১৩৪৭. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন সাক্ষ্য ও কসম নিয়ে ফায়সালা দিয়েছেন।

রাবীআ (র.) বলেন, সাদ ইব্‌ন উবাদা (রা.)-এর জনৈক পুত্র আমাকে বলেছেন, আমরা সা'দের একটি কিতাবে পেয়েছি যে, নবী ﷺ একজন সাক্ষী ও কসমের মাধ্যমে ফায়সালা দিয়েছেন। এই বিষয়ে আলী, জাবির, ইব্‌ন আব্বাস ও সুররাক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, নবী ﷺ একজন সাক্ষী ও কসমের মাধ্যমে ফায়সালা দিয়েছেন,-এই মর্মে আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব।

١٣٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ .

১৩৪৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্শার ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্বান (র.).......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ. একজন সাক্ষী ও কসমের মাধ্যমে ফায়সালা দিয়েছেন।

١٣٤٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ . قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ قَالَ وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ فِيْكُمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى وَهٰذَا أَصَحُّ . وَهٰكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

مُرْسَلاً . وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . رَأَوْا أَنَّ الْيَمِيْنَ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ جَائِزٌ فِي الْحُقُوْقِ وَالْأَمْوَالِ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَقَالُوْا لَا يُقْضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِلاَّ فِي الْحُقُوْقِ وَالْأَمْوَالِ وَلَمْ يَرَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يُقْضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ .

১৩৪৯. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.).......জা'ফার ইব্‌ন মুহাম্মাদ তৎ পিতা মুহাম্মাদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একজন সাক্ষী ও কসমের মাধ্যমে ফায়সালা দিয়েছেন। তিনি বলেন, আর আলী (রা.)ও তোমাদের মাঝে এরূপ ফায়সালা দিয়েছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এটি অধিকতর সাহীহ্‌। সুফইয়ান ছাওরী (র.)ও এটিকে জা'ফার ইব্‌ন মুহাম্মাদ – তৎপিতা মুহাম্মাদ সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। আবদুল আযীয ইব্‌ন আবূ সালামা ও ইয়াহইয়া ইব্‌ন সুলায়ম (র.)–ও এই হাদীছটি জা'ফার ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র.) – তৎপিতা মুহাম্মাদ – আলী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

সাহাবী ও অপরাপর আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। অধিকার ও সম্পদ জাতীয় বিষয়ে একজন সাক্ষী সহ কসমের মাধ্যমে ফায়সালা প্রদান জায়েয বলে তাঁরা মনে করেন। এ হল ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত। তাঁরা বলেন, অধিকার ও ধন–সম্পদ জাতীয় বিষয় ছাড়া একজন সাক্ষী ও কসমের মাধ্যমে ফায়সালা প্রদান করা যাবে না।

কূফাবাসী কিছু সংখ্যক আলিম (ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাদের অন্তর্ভুক্ত) এবং অপরাপর কতক আলিম কোন ক্ষেত্রেই একজন সাক্ষী ও কসমের মাধ্যমে ফায়সালা প্রদান জায়েয বলে মনে করেন না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَكُوْنُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই শরীকের মলিকানাভুক্ত একটি গোলামকে এক শরীক তার হিস্যা আযাদ করে দিলে।

١٣٥٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا أَوْ قَالَ شِقْصًا أَوْ قَالَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيْمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيْقٌ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ .

قَالَ أَيُّوْبُ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ يَعْنِيْ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ سَالِمٌ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১৩৫০. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.).......ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কেউ যদি কোন গোলামের স্বীয় হিস্যা আযাদ করে দেয়। আর তার যদি ঐ গোলামের ন্যায়ত মূল্যের সমপরিমাণ মাল থাকে তবে গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে। আর তা না হলে সে যতটুকু হিস্যা আযাদ করেছে ততটুকুই আযাদ হবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। সালিম (র.)ও এটিকে তৎপিতা ইব্ন উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٣٥١. حَدَّثَنَا بِذَٰلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَايَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ.

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

১৩৫১. হাসান ইব্ন আলী আল-খাল্লাল (র.)......সালিম তৎপিতা ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, কোন গোলামের স্বীয় হিস্যা যদি কেউ আযাদ করে দেয় আর যদি তার কাছে গোলামটির মূল্য পরিমাণ সম্পদ থাকে তবে গোলামটি তার সম্পদ থেকে আযাদ হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٣٥٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ قَالَ شِقْصًا فِيْ مَمْلُوْكٍ فَخَلاَصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيْ نَصِيبِ الَّذِيْ لَمْ يُعْتَقْ، غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ.

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ نَحْوَهُ. وَقَالَ شَقِيْصًا.

قَالَ أَبُوْ عِيسَى وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهٰكَذَا رَوَى أَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ رِوَايَةِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ. وَرَوَى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ أَمْرَ السِّعَايَةِ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السِّعَايَةِ. فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ السِّعَايَةَ فِيْ هٰذَا. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ وَبِهِ يَقُوْلُ إِسْحٰقُ.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، غَرِمَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ وَعَتَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ، عَتَقَ مِنَ الْعَبْدِ مَاعَتَقَ، وَلاَ يُسْتَسْعَى. وَقَالُوْا بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَهٰذَا قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ. وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ.

১৩৫২. আলী ইব্ন খাশরাম (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেউ যদি কোন গোলামের স্বীয় হিস্যা আযাদ করে দেয় তবে তার সম্পদ থাকলে তার মাল থেকেই গোলামটি মুক্ত হবে। আর যদি তার মাল না থাকে তবে ন্যায় ভিত্তিতে গোলামটির মূল্য নিরূপণ করা হবে পরে যতটুকু হিস্যাতে সে আযাদ হয়নি ততটুকু পরিমাণের মূল্য সহজভাবে পরিশোধের সে প্রয়াস চালাবে।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......সাঈদ ইব্ন আবী আরূবা (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। আব্বান ইব্ন ইয়াযীদ (র.) ও এটিকে কাতাদা (র.) থেকে সাঈদ ইব্ন আবী আরূবা (র.)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শু'বা (র.)ও হাদীছটিকে কাতাদা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাঁর বর্ণনায় সি'আয়া বা আযাদ কর্তার মাল না থাকা অবস্থায় গোলাম কর্তৃক স্বীয় মূল্য পরিশোধের প্রয়াস পাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন নি। সি'আয়া বা গোলাম কর্তৃক স্বীয় মূল্য পরিশোধের প্রয়াস পাওয়া-এর বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। কতক আলিম এই ক্ষেত্রে "সি'আয়া" -এর বিধান দেন। এ হল ইমাম সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত। ইসহাক (র.)-এর বক্তব্যও এ-ই বলা হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَى

অনুচ্ছেদ ঃ উম্রা বা আজীবনের জন্য কিছু দান করা।

١٣٥٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا ، أَوْ مِيْرَاثٌ لأَهْلِهَا .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَمُعَاوِيَةَ .

১৩৫৩. মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র.)......সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, উমরা বা আজীবনের জন্য কিছু দান [১] যাকে দেওয়া হয় তার জন্য জায়েয। বা তিনি বলেছেন, তা তার অধিকারীর মীরাছ বলে গণ্য।

এই বিষয়ে যায়দ ইব্ন ছাবিত, জাবির, আবূ হুরায়রা, আইশা, ইবনুয্ যুবায়র ও মুআবিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٣٥٤. حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَـهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِيْ يُعْطَاهَا ، لاَتَرْجِعُ إِلَى الَّذِيْ أَعْطَاهَا لأَنَّـهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَهٰكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ رِوَايَةِ مَالِكٍ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ وَلِعَقِبِهِ . وَرُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا وَلَيْسَ فِيْهَا لِعَقِبِهِ .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْمِرَهَا لاَتَرْجِعُ إِلَى الأَوَّلِ وَإِذَا لَمْ يَقُلْ (لِعَقِبِكَ) فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى الأَوَّلِ إِذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ .

وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا إِذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ . وَإِنْ لَمْ تُجْعَلْ لِعَقِبِهِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

---

১. উমরা হল কোন ব্যক্তি কাউকে বলল, এই বস্তুটি তোমাকে আমার জীবৎকালের জন্য দান করলাম বা বলল, তোমার জীবনকাল পর্যন্ত তোমাকে দেওয়া হল। এমতাবস্থায় হানাফী আলিমগণের মত হল, যাকে দান করা হবে সে এটির পূর্ণ মালিক হবে এবং তার মৃত্যুর পর তা ওয়ারীছানের জন্য হবে।

১৩৫৪. আল আনসারী (র.)......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কাউকে "উমরা" হিসাবে কোন বস্তু দেয়া হলে তা তার এবং তার উত্তরাধিকারীদের জন্য। তা তার জন্যই হবে যাকে তা দেওয়া হয়েছে, যে দান করেছে তা আর তার কাছে প্রত্যার্পিত হবে না। কেননা সে এমন দান করেছে যাতে গ্রহিতার উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

মা'মার (র.) প্রমুখ এটিকে যুহরী (র.) থেকে মালিক (র.)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর কেউ কেউ এটিকে যুহরী (র.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এতে وَلِعَقِبِهِ (তার উত্তরধিকারীদের জন্য) শব্দটির উল্লেখ করেন নি।

কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেন, যদি বলে, "এই বস্তুটি তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য এবং তোমার উত্তরাধিকারীদের জন্য তবে তা যাকে প্রদত্ত হয়েছে তার জন্যই হবে, প্রথম জন অর্থাৎ দাতার কাছে আর প্রত্যার্পিত হবে না। আর যদি وَلِعَقِبِكَ "তোমার উত্তরাধিকারীদের জন্য" - কথাটি না বলে তবে "উমরা" হিসাবে যাকে দেওয়া হয়েছে তার মৃত্যুর পর বস্তুটি প্রথম জন অর্থাৎ দাতার কাছে প্রত্যার্পিত হবে। এ হল মালিক ইব্ন আনাস ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

একাধিক সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন, উমরা তার অধিকারীর জন্য জায়েয। কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেন, যাকে উমরা হিসাবে দান করা হয় সে মারা গেলে তা তার ওয়ারিছের জন্য, যদিও সে "তার ওয়ারিছানের জন্য" না বলে থাকে। এ হল ইমাম [আবূ হানীফা (র.)], সুফইয়ান ছাওরী, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقْبَى

অনুচ্ছেদ ঃ রুক্‌বা প্রসঙ্গ।

١٣٥٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا وَلَمْ يَرْفَعْهُ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرُّقْبَى جَائِزَةٌ مِثْلَ الْعُمْرَى . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَفَرَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ وَغَيْرِهِمْ بَيْنَ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى . فَأَجَازُوا الْعُمْرَى وَلَمْ يُجِيْزُوا الرُّقْبَى .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى وَتَفْسِيْرُ الرُّقْبَى أَنْ يَقُوْلَ هٰذَا الشَّيْئُ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنْ مِتَّ قَبْلِيْ فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَيَّ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ الرُّقْبَى مِثْلُ الْعُمْرَى وَهِيَ لِمَنْ أُعْطِيَهَا . وَلاَ تَرْجِعُ إِلَى الأَوَّلِ .

১৩৫৫. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "উমরা" তার অধিকারীর জন্য জায়েয এবং "রুক্বা" তার অধিকারীর জন্য জায়েয।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। কোন কোন রাবী এটিকে আবূ যুবায়র (র.)......জাবির (রা.) সূত্রে মাওকূফ রূপে বর্ণনা করেছেন। কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন, "উমরা"-এর মত "রুক্বা"-ও জাইয। এ হল ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

কূফাবাসী কতক আলিম উমরা ও রুক্বা-এর মধ্যে পার্থক্য করেন। তারা "উমরা" জায়েয রেখেছেন কিন্তু রুক্বা জায়েয রাখেন নি।

'রুক্বা'-এর ব্যাখ্যা হল, কেউ কাউকে বলল, এই বস্তুটি তোমার, যতদিন তুমি জীবিত থাকবে। তুমি যদি আমার পূর্বে মারা যাও তবে তা আমার কাছে প্রত্যার্পিত হবে। (আর আমি যদি তোমার পূর্বে মারা যাই তবে তা তোমার।)

ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.) বলেন, "রুক্বা" হল উমরা-এর মত। যাকে রুক্বা হিসাবে বস্তুটি প্রদান করা হবে সেটি তারই হয়ে যাবে। প্রথম জন অর্থাৎ দাতার কাছে আর তা প্রত্যার্পিত হবে না।

بَابُ مَاذُكِرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের মাঝে আপোষ-মীমাংসা করে দেওয়া

١٣٥٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ . إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا . وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৩৫৬. হাসান ইব্ন আলী আল-খাল্লাল (র.)......আম্র ইব্ন আওফ আল-মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে সুলহ ও সন্ধি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালালে পরিণত করে তা ছাড়া মানুষের মাঝে সন্ধি স্থাপন জায়েয। যে শর্ত হালালকে হারাম বা হারামকে হালালে পরিণত করে সে শর্ত ছাড়া মুসলিমগণ তাদের শর্তের উপরই কায়েম থাকবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يَضَعُ عَلٰى حَائِطِ جَارِهِ خَشَبًا

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি প্রতিবেশীর দেয়ালে তার ঘরের কড়িকাঠ স্থাপন করলে

١٣٥٧. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِىْ جِدَارِهِ ، فَلاَ

يَمْنَعْهُ . فَلَمَّا حَدَّثَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ طَأْطَؤُا رُؤُوْسَهُمْ فَقَالَ مَالِيْ أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ؟ وَاللّٰهِ ! لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالُوْا لَهُ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِيْ جِدَارِهِ . وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .

১৩৫৭. সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কারো প্রতিবেশী যদি তার ঘরের কড়িকাঠ তোমাদের কারো দেয়ালে স্থাপন করার অনুমতি চায় তবে সে যেন তাকে নিষেধ না করে। আবূ হুরায়রা (রা.) হাদীছটি বর্ণনা করার সময় উপস্থিত লোকেরা তাদের মাথা নামিয়ে ফেলে। তিনি তখন বললেন, তোমাদেরকে এ থেকে বিমুখ দেখছি কেন ? আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের কাঁধের মাঝে আমি অবশ্যই তা ছুড়ে দিব।

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস ও মুজাম্মি ইব্ন জারিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। এ হল ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমত। মালিক ইব্ন আনাস (র.)-সহ কতক আলিম বলেন, যে কেউ স্বীয় দেওয়ালে কড়িকাঠ স্থাপন করতে তার প্রতিবেশীকে নিষেধ করতে পারবে। প্রথম অভিমতটি অধিকতর সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْيَمِيْنَ عَلٰى مَا يُصَدِّقُهُ صَاحِبُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কসম হবে প্রতিপক্ষের সমর্থনানুসারে।

١٣٥٨ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ (الْمَعْنٰى وَاحِدٌ) قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْيَمِيْنُ عَلٰى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ . وَقَالَ قُتَيْبَةُ عَلٰى مَاصَدَّقَكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ .

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَعَبْدُاللّٰهِ بْنُ أَبِيْ صَالِحٍ هُوَ أَخُوْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ هُشَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ . وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ . وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا ، فَالنِّيَّةُ نِيَّةُ الْحَالِفِ . وَإِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ مَظْلُوْمًا فَالنِّيَّةُ نِيَّةُ الَّذِي اسْتَحْلَفَ .

১৩৫৮. কুতায়বা ও আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কসম হবে তোমার সঙ্গী (প্রতিপক্ষ) যে বিষয়ে তোমাকে সমর্থন করে।[১]

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব। হুশায়ম-আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ সালিহ্ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের পরিচিতি নেই। এই আবদুল্লাহ্ হলেন, সুহায়ল ইব্‌ন আবূ সালিহ্-এর ভাই।

কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এরও এই অভিমত। ইবরাহীম আন-নাখঈ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, বিবাদমান বিষয়ে কসম দাতা যদি (প্রকৃত পক্ষে) যালিম হয়ে থাকে তবে কসম কর্তার নিয়্যাত গৃহিতব্য আর কসম দাতা যদি (প্রকৃতপক্ষে) মজলুম হয়ে থাকে তবে যে কসম দিতে বলে তার নিয়্যাতই হবে গৃহিতব্য।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الطَّرِيْقِ إِذَا اخْتُلِفَ فِيْهِ كَمْ يُجْعَلُ؟

অনুচ্ছেদ ঃ রাস্তার পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ হলে তা কতটুকু নির্দ্ধারণ করা হবে ?

١٣٥٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيْدٍ الضُّبَعِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اجْعَلُوا الطَّرِيْقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ .

১৩৫৯. আবূ কুরায়ব (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ. বলেছেন, রাস্তা (ন্যূনপক্ষে প্রস্থে) সাত হাত বানাবে।

١٣٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيْقِ فَاجْعَلُوْهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَرَوٰى بَعْضُهُمْ هٰذَا عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ . وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ .

১৩৬০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ. বলেছেন, তোমাদের যদি রাস্তার ব্যাপারে মতবিরোধ হয় তবে তা (ন্যূনপক্ষে) সাত হাত নির্দ্ধারণ করবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই রিওয়ায়াতটি ওয়াকী' (র.)-এর হাদীছ (১৩৫৯ নং) থেকে অধিকতর সাহীহ্।

এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

বুশায়র ইব্‌ন কা'ব আদাবী - আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি (১৩৫৯ নং) হাসান-সাহীহ্। কেউ কেউ এটিকে কাতাদা - বাশীর ইব্‌ন নাহীক - আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি মাহফূজ বা সংরক্ষিত নয়।

---

১. অর্থাৎ বিবাদমান বিষয়েই কসম করতে হবে। প্রতিপক্ষের দাবি হল এক বিষয়ের আর মনে মনে অন্য বিষয়ের নিয়্যাত করে কসম করলে তা গৃহীতব্য হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْيِيرِ الْغُلاَمِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ إِذَا افْتَرَقَا

অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতার বিচ্ছেদ ঘটলে সন্তানকে কোন একজনের সঙ্গে থাকার ইখতিয়ার প্রদান।

١٣٦١. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِيْ مَيْمُونَةَ التَّغْلَبِيِّ ، عَنْ أَبِيْ مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيَّرَ غُلاَمًا بَيْنَ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَجَدِّ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَأَبُوْ مَيْمُونَةَ اسْمُهُ سُلَيْمٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . قَالُوْا يُخَيَّرُ الْغُلاَمُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا الْمُنَازَعَةُ فِي الْوَلَدِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَقَالاَ مَا كَانَ الْوَلَدُ صَغِيْرًا فَالأُمُّ أَحَقُّ فَإِذَا بَلَغَ الْغُلاَمُ سَبْعَ سِنِيْنَ خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ . هِلاَلُ بْنُ أَبِيْ مَيْمُونَةَ هُوَ هِلاَلُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أُسَامَةَ . وَهُوَ مَدَنِيٌّ . وَقَدْ رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ .

১৩৬১. নাসর ইব্‌ন আলী (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ জনৈক সন্তানকে পিতা ও মাতার মাঝে কোন একজনের সঙ্গে থাকার ইখতিয়ার দিয়েছিলেন।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ও আবদুল হামীদ ইব্‌ন জা'ফারের পিতামহ রাফি' ইব্‌ন সিনান (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। আবূ মায়মূনা-এর নাম হল সুলায়ম।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন, সন্তানের ব্যাপারে যদি পিতা-মাতার মাঝে বিবাদ দেখা দেয় তবে সন্তানকে পিতা-মাতার মাঝে একজনের সঙ্গে অবস্থানের ইখতিয়ার প্রদান করা হবে। এ হল ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তাঁরা উভয়ে বলেন, সন্তান যতদিন শিশু থাকবে ততদিন তার ব্যাপারে মার হক বেশী। আর সাত বছর বয়সের হলে তাকে পিতা-মাতা যে কোন একজনের সঙ্গে অবস্থানের ইখতিয়ার প্রদান করা হবে।

হিলাল ইব্‌ন আবী মায়মূনা হলেন হিলাল ইব্‌ন আলী ইব্‌ন উসামা। ইনি ছিলেন মাদানী বা মদীনাবাসী। তাঁর বরাতে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবী কাছীর, মালিক ইব্‌ন আনাস ও ফুলায়হ ইব্‌ন সুলায়মান (র.)ও হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ পিতা সন্তানের অর্থ-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা নিতে পারেন।

١٣٦٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ . حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ. وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ ، عَنْ جَابِرٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَكْثَرُهُمْ قَالُوْا عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . قَالُوْا إِنَّ يَدَ الْوَالِدِ مَبْسُوْطَةٌ فِيْ مَالِ وَلَدِهِ يَأْخُذُ مَاشَاءَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَايَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ .

১৩৬২. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).......আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সবচে' পবিত্র জীবিকা হল যা তোমরা তোমাদের উপার্জন থেকে ভোগ কর। তোমাদের সন্তানরাও অবশ্যই তোমাদের উপার্জনের অন্তর্ভূক্ত।

এই বিষয়ে জাবির ও আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। কেউ কেউ হাদীছটিকে উমারা ইব্ন উমায়র - তৎমাতা - আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ রাবী তৎমাতার স্থলে তৎফুফু - আয়েশা (রা.) সূত্রের উল্লেখ করেছেন।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেন, পিতার হাত তার সন্তানের অর্থ-সম্পদের উপর সম্প্রসারিত। তিনি তা থেকে যা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন। কতক আলিম বলেন, প্রয়োজন ছাড়া পিতা সন্তানের সম্পদ থেকে কিছু নিতে পারবেন না।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ يُكْسَرُ لَهُ الشَّيْءُ مَا يُحْكَمُ لَهُ مِنْ مَالِ الْكَاسِرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কারো কোন জিনিস ভেঙ্গে ফেললে যে তা ভেঙ্গেছে তার সম্পদ থেকে কতটুকু গ্রহণের ফায়সালা দেওয়া যাবে ?

١٣٦٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فِيْ قَصْعَةٍ . فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا . فَأَلْقَتْ مَافِيْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৩৬৩. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ এর জনৈকা সহধর্মিনী একটি পেয়ালায় করে কিছু খাবার তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। আয়েশা (রা.) তখন পেয়ালাটিতে তাঁর হাত দিয়ে আঘাত করে তাতে যা আছে তা ফেলে দিলেন। নবী ﷺ বললেন, খাদ্যের বদলে খাদ্য এবং পেয়ালার বদলে একটি পেয়ালা দিতে হবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সাহীহ্।

١٣٦٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ قَصعَةً فَضَاعَت فضمنَهالَهُم .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى وَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ. وَإِنَّمَا أَرَادَ عِنْدِيْ ، سُوَيْدٌ الْحَدِيْثَ الَّذِيْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ . وَحَدِيْثُ الثَّوْرِيِّ أَصَحُّ . اِسْمُ أَبِيْ دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ .

১৩৬৪. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একটি পেয়ালা ব্যবহারের জন্য ধার হিসাবে নিয়েছিলেন। পরে সেটি হারিয়ে যায়। তখন তিনি এটির ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি মাহফূজ বা সংরক্ষিত নয়। আমার মনে হয় সুওয়ায়দ (র.) ছাওরী (র.) থেকে বর্ণিত হাদীছটিরই বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন। ছাওরী (র.) বর্ণিত রিওয়ায়াতটি (১৩৬৩ নং) অধিকতর সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي حَدِّ بُلُوْغِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ ও নারীর সাবালক হওয়ার বয়স।

١٣٦٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيْرٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عُرِضْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِيْ فَعُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِيْ جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَقَبِلَنِيْ . قَالَ نَافِعٌ وَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ هٰذَا حَدُّ مَابَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ . ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ يَبْلُغُ الْخَمْسَ عَشْرَةَ .

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . نَحْوَ هٰذَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ " أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَتَبَ أَنَّ هٰذَا حَدُّ مَابَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ" . وَذَكَرَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيْ حَدِيْثِهِ . قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْنَا بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ هٰذَا حَدُّ مَابَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ . يَرَوْنَ أَنَّ الْغُلَامَ إِذَا اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ . وَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ الْبُلُوْغُ ثَلَاثَةُ مَنَازِلَ بُلُوْغُ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْالْاِحْتِلَامُ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ سِنُّهُ وَلَا احْتِلَامُهُ فَالْإِنْبَاتُ (يَعْنِي الْعَانَةَ) .

১৩৬৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওয়াযীর আল-ওয়াসিতী (র.).......ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় অভিযানকালে আমাকে নবী ﷺ-এর সামনে পেশ করা হয়। তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ। কিন্তু তিনি

আমাকে গ্রহণ করলেন না। সামনের বছর আরেক অভিযানকালে আমাকে তাঁর সামনে পেশ করা হয়। তখন আমার বয়স পনের। এই বার তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন।

নাফি' (র.) বলেন, আমি এ হাদীছটি উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র.)-এর নিকট বর্ণনা করি। তিনি বললেন, এই বয়সটিই হল বালেগ ও না বালেগের বয়সসীমা। এরপর তিনি পনর বছর বয়সের লোকদের ভাতা নিরূপনের জন্য ফরমান লিখে জারি করে দিলেন।

ইব্ন আবী উমার (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে এরূপভাবে উমার ইব্ন আবদুল আযীযের বক্তব্যের উল্লেখ নাই। ইব্ন উয়ায়না (র.)-তার রিওয়ায়াতে উল্লেখ করেছেন যে, নাফি' (র.) বলেন, আমি এই হাদীছ উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র.)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, এ হল শিশু ও যোদ্ধা হওয়ার মাঝে বয়স সীমা।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এতদনুসারে আলিমগণ আমল করেছেন। এ হল সুফইয়ান ছাওরী, ইব্ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তাদের রায় হল, কোন বালকের বয়স পনর বছর পূর্ণ হলে তাকে পুরুষ বলে গণ্য করা হবে। আর পনর বছরের পূর্বে যদি স্বপ্নদোষ হয় তবেও তাকে পুরুষ বলে গণ্য করা হবে। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.) বলেন,সাবালকত্বের বিষয় তিনটিঃ পনর বছর বয়স হওয়া অথবা স্বপ্নদোষ হওয়া, যদি বয়স চেনা না যায় বা স্বপ্নদোষও না হয় তবে এর পরিচয় হল নাভির নিচে চুল উঠা।

بَابُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ তার পিতার স্ত্রী অর্থাৎ সৎ মাকে বিবাহ করলে।

١٣٦٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَرَّ بِيْ خَالِي أَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيْدُ ؟ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْـرَأَةَ أَبِيْهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ الْبَرَاءِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْبَرَاءِ . وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيْهِ . وَرُوِيَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ خَالِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৩৬৬. আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.)......বারা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মামা আবূ বুরদা ইব্ন নিয়ার একবার আমার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল একটা পতাকা। আমি বললাম, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করছেন ? তিনি বললেন, এক ব্যক্তি তার সৎমাকে বিয়ে করেছে। রাসূলুল্লাহ্ তার মাথা কেটে নিয়ে আসতে আমাকে পাঠিয়েছেন।

এই বিষয়ে কুররা আল–মুযানী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, বারা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–গারীব।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) হাদীছটি আদী ইব্‌ন ছাবিত – আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ – বারা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি আশআছ – আদী – বারা – তৎপিতা সূত্রে এবং আশআছ – আদী ইয়াযীদ ইব্‌ন বারা – তৎমামা সূত্রে নবী ﷺ সূত্রেও বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُوْنُ أَحَدُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْآخَرِ فِي الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই ব্যক্তির একজনের ভূমি যদি পানি সিঞ্চনের ক্ষেত্রে নিম্নের দিকে থাকে।

١٣٦٧. **حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ** حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِيْ يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ . فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبٰى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَازُبَيْرُ ! ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَازُبَيْرُ ! اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ . فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللّٰهِ ! إِنِّيْ لَأَحْسَبُ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِيْ ذٰلِكَ . " فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ " .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَرَوٰى شُعَيْبُ بْنُ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ "عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ" . وَرَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ . وَيُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ نَحْوَ الْحَدِيْثِ الْأَوَّلِ .

১৩৬৭. কুতায়বা (র.)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক আনসারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর কাছে হাররা–এর পানি প্রবাহ নিয়ে যুবায়র (রা.)–এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। এই পানি প্রবাহ থেকেও তারা খর্জুর উদ্যানে পানি সিঞ্চন করত। আনসারী বলত, পানি ছেড়ে দিন যেন তা প্রবাহিত হতে পারে কিন্তু যুবায়র (রা.) তা করতে অস্বীকার করেন। তখন তারা বিবাদ মীমাংসার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর কাছে গেলে তিনি যুবায়রকে বললেন, যুবায়র, তোমার বাগানে পানি সেচের পর তোমার প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দিবে।

আনসারী এতে রাগান্বিত হয়ে পড়ে। সে বলল, আপনার ফুফাত ভাই বলেই তো (এমন রায় দিলেন)। এ শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর চেহারা রক্তবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, হে যুবায়র, তোমার বাগানে পানি সেচন করবে। এরপর আইলগুলো ভরাট না হওয়া পর্যন্ত পানি আটকিয়ে রাখবে। যুবায়র (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমার মনে হয় নিম্নের আয়াতটি এই প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছিল।

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُـؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُـوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُـمَّ لاَيَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِـمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْـمًا ·

কিন্তু না, তোমার রবের কসম, তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়। [৪ : ৬৫]

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

শুআয়ব ইব্ন আবূ হামযা এটিকে যুহরী – উরওয়া ইব্ন যুবায়র – যুবায়র (রা.) সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। এতে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র-এর উল্লেখ নাই। আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহব এটি লায়ছ ও ইউনুস – যুহরী – উরওয়া – আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা.) সূত্রে প্রথমোক্ত হাদীছটির অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ يُعْتِقُ مَمَالِيْكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ .

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি তার অধিকারভুক্ত গোলামদের মৃত্যুর সময় আযাদ করে দেয় এবং তা ছাড়া তার যদি অন্য কোন সম্পদ না থাকে।

١٣٦٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْـتَقَ سِتَّةَ أَعْـبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْـرُهُمْ · فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيْدًا · ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثُمَّ أَقْـرَعَ بَيْنَهُمْ · فَأَعْـتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً · وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْـرِ وَجْـهٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ·

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ · قَالَ أَبُوْ عِيْـسٰى حَدِيْثُ عِمْـرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ · وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ · وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ الْقُرْعَةِ فِيْ هٰذَا وَفِيْ غَيْرِهِ · وَأَمَّا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ وَغَيْرِهِمْ فَلَمْ يَرَوا الْقُرْعَةَ · وَقَالُوْا يُعْـتَقُ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ الثُّلُثُ · وَيُسْـتَسْـعَى فِيْ ثُلُثَيْ قِيْمَتِهِ وَأَبُو الْمُهَلَّبِ إِسْـمُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْـرٍو الْجَرْمِيُّ · وَهُوَ غَيْـرُ أَبِيْ قِلاَبَةَ · وَيُقَالُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْـرٍو · وَأَبُوْ قِلاَبَةَ الْجَرْمِيُّ اسْـمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ ·

১৩৬৮. কুতায়বা (র.)......ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক আনসারী মৃত্যুর সময় তার ছয়জন ক্রীতদাস আযাদ করে দেয়। তাছাড়া তার আর কোন সম্পদ ছিল না। বিষয়টি নবী ﷺ-এর কাছে পৌছলে তিনি তার সম্বন্ধে খুবই কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন। এরপর তিনি গোলামদের ডাকলেন এবং এদের তিন ভাগ করে তাদের মাঝে লটারী দিলেন। অনন্তর এতদনুসারে দুইজনকে আযাদ করে দিলেন এবং চারজনকে গোলাম হিসাবে বাকী রাখলেন।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.)-এর হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। এটি ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। এ হল মালিক ইব্‌ন আনাস, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। এই ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বিষয়েও তাঁরা লটারী দিয়ে বস্তু নির্বাচন জায়েয বলে মনে করেন।

কতক কুফাবাসী ও অপরাপর আলিম এই ক্ষেত্রে লটারী পদ্ধতিকে জায়েয মনে করেন না। তাঁরা বলেন, এই ক্ষেত্রে প্রতিজন গোলামেরই এক তৃতীয়াংশ আযাদ হয়ে যাবে। অপর দুই তৃতীয়াংশের মূল্য পরিশোধের জন্য প্রয়াস পাবে।

রাবী আবুল মুহাল্লাব (র.)-এর নাম হল আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর। বর্ণনান্তরে তাকে মুআবিয়া ইব্‌ন আমরও বলা হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি রেহেম সম্পর্কিত আত্মীয়ের মালিক হয়।

١٣٦٩ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى هٰذَا حَدِيثٌ لاَنَعْرِفُهُ مُسْنَدًا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ ، شَيْئًا مِنْ هٰذَا .

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيثِ عَاصِمًا الأَحْوَلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ رَوَاهُ ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَلَمْ يُتَابَعْ ضَمْرَةُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيثِ . وَهُوَ حَدِيثٌ خَطَأٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

১৩৬৯. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুআবিয়া আল জুমাহী (র.).....সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম এমন কোন আত্মীয়ের মালিক যদি কেউ হয় তবে সে আযাদ হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা ছাড়া অন্য কোন সূত্রে হাদীছটি সম্পর্কে মুসনাদরূপে রিওয়ায়াতের কোন পরিচয় আমাদের নাই।

কেউ কেউ এই হাদীছটি কাতাদা - হাসান - উমার (রা.) সূত্রে কিছুটা অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উকবা

ইব্‌ন মুকরাম আম্মী বাসরী প্রমুখ (র.).......সামুরা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম এমন কোন আত্মীয়ের মালিক যদি কেউ হয় তবে সে আযাদ হয়ে যাবে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাকর ছাড়া এই সনদে কেউ আসিম আল-আহওয়াল – হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা-এর উল্লেখ করেছেন বলে আমরা জানি না।

কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম এমন কোন আত্মীয়ের মালিক যদি কেউ হয় তবে সে আযাদ হয়ে যাবে।

দামরা ইব্‌ন রাবীআ (র.) এটিকে সুফইয়ান ছাওরী – আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার – ইব্‌ন উমার (রা.) – সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এই রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে দামরা ইব্‌ন রাবীআর কোন সহগামী নেই। হাদীছ বিশারদগণের মতে সনদটিতে ভুল রয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন সম্প্রদায়ের ভূমিতে তাদের অনুমতি ব্যাতিরেকে যদি কেউ শস্য বপন করে।

١٣٧٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ النَّخَعِيُّ ، عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ زَرَعَ فِيْ أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْئٌ ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . لاَنَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ إِسْحٰقَ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ هُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَقَالَ لاَأَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ إِسْحٰقَ إِلاَّ مِنْ رِوَايَةِ شَرِيْكٍ . قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ مَالِكٍ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১৩৭০. কুতায়বা (র.).......রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ যদি কোন সম্প্রদায়ের ভূমিতে তাদের অনুমতি ছাড়া শস্য বপন করে তবে সে এই শস্য থেকে কিছুই পাবে না। সে কেবল এর খরচা পাবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-গারীব। শারীক ইব্‌ন আবদুল্লাহ-এর রিওয়ায়াত হিসাবে বর্ণিত সূত্র ছাড়া আবূ ইসহাকের হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

কতক আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। এ হল আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

আমি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল (বুখারী)-কে হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, হাদীছটি হাসান। শারীকের রিওয়ায়াত ছাড়া আবূ ইসহাকের রিওয়ায়াত হিসাবে এটিকে আমরা চিনি না। তিনি আরো বলেন, মা'কিল ইব্‌ন মালিক বাসরী (র.) এটিকে উকবা ইবনুল আসাম- আতা – রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي النُّحْلِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْوَلَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানদের মাঝে দান ও সমতা রক্ষা।

١٣٧١. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (الْمَعْنَى الْوَاحِدُ) قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، يُحَدِّثَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ ابْنًا لَهُ غُلاَمًا . فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُشْهِدُهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَانَحَلْتَ هٰذَا ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَارْدُدْهُ . قَالَ أَبُوْ عِيسٰى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، يَسْتَحِبُّوْنَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْوَلَدِ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ يُسَوِّيْ بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقُبْلَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ فِي النُّحْلِ وَالْعَطِيَّةِ (يَعْنِي الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ) وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اَلتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْوَلَدِ ، أَنْ يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مِثْلَ قِسْمَةِ الْمِيْرَاثِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

১৩৭১. নাসর ইব্‌ন আলী ও সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান মাখযূমী (র.)....নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা তার এক পুত্রকে একটি গোলাম দান করেন। এরপর তিনি নবী ﷺ-কে এর সাক্ষী বানাবার জন্য তাঁর কাছে আসেন। তখন তিনি বললেন, একে যা দান করেছ তোমার প্রত্যেক সন্তনকেই কি তা দান করেছ? পিতা বললেন, না। তিনি বললেন, তা হলে, এটি ফিরিয়ে নাও।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান–সাহীহ্। এটি একাধিক সূত্রে নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।

কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। তারা সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করা মুস্তাহাব বলে অভিমত দিয়েছেন। এমনকি কেউ কেউ বলেছেন, চুমু খাওয়ার ক্ষেত্রে পর্যন্ত সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করতে হবে। কতক আলিম বলেন, দান ও উপহারের ক্ষেত্রে সন্তানদের মাঝে সাম্য রক্ষা করতে হবে। এই বিষয়ে ছেলে ও মেয়ে এক সমান। এ হল সুফইয়ান ছাওরীর অভিমত। কতক আলিম বলেন, সন্তানদের মাঝে সমতার অর্থ হল মীরাছের মত এক ছেলেকে দুই মেয়ের সমান দিবে। এ হল ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الشُّفْعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ শুফ'আ বা প্রিয়ামশান।

١٣٧٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الشَّرِيْدِ وَأَبِيْ رَافِعٍ وَأَنَسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ سَمُرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَرَوَى عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ . وَرُوِيَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّحِيْحُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ حَدِيْثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ . وَلاَ نَعْرِفُ حَدِيْثَ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ، إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ . وَحَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ، عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هٰذَا الْبَابِ هُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَرَوَى إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ كِلاَ الْحَدِيْثَيْنِ عِنْدِي صَحِيْحٌ .

১৩৭২. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.)......সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বাড়ীর প্রতিবেশী সেই বাড়ীর অধিক হকদার।[১]

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে শারীদ, আবূ রাফি' ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। সামুরা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

ঈসা ইব্‌ন ইউনুস (র.) এটিকে সাঈদ ইব্‌ন আবী আরূবা- কাতাদা - আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। সাঈদ ইব্‌ন আবী আরূবা কাতাদা - হাসান - সামুরা (রা.) সূত্রে - নবী ﷺ থেকেও বর্ণিত রয়েছে। আলেমদের নিকট হাসান - সামুরা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি সাহীহ। কাতাদা - আনাস (রা.) বর্ণিত রিওয়ায়াতটি সম্পর্কে ঈসা ইব্‌ন ইউনুস (র.)-এর সূত্র ছাড়া আমরা কিছু জানিনা। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান তাইফী - আমর ইব্‌ন শারীদ - তার পিতা শারীদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীছটি হাসান। ইবরাহীম ইব্‌ন মায়সারা এটিকে আমর ইব্‌ন শারীদ - আবূ রাফি' সূত্র নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আমি মুহাম্মাদ বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমার মতে দুটো রিওয়ায়াতই সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ لِلْغَائِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ অনুপস্থিত লোকের পক্ষে শুফ'আ।

١٣٧٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ . يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ غَيْرَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ . وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِيْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ . وَعَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ ثِقَةٌ مَأْمُوْنٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ . لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا تَكَلَّمَ فِيْهِ غَيْرَ شُعْبَةَ مِنْ أَجْلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ . وَقَدْ رَوَى وَكِيْعٌ عَنْ

---

১. শুফ'আ - অংশীদার বা প্রতিবেশী হওয়ার কারণে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির সময় অগ্রাধিকার লাভের যে হক তাকে শুফ'আ বলা হয়। বাড়ী বা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করলে তাতে প্রতিবেশীর হক অগ্রগণ্য। সে কিনতে অস্বীকার করলে অন্যের কাছে বিক্রি করা যায়।

شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ هٰذَا الْحَدِيْثَ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ مِيْزَانٌ . يَعْنِي فِي الْعِلْمِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . أَنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا . فَإِذَا قَدِمَ فَلَهُ الشُّفْعَةُ وَإِنْ تَطَاوَلَ ذٰلِكَ .

১৩৭৩. কুতায়বা (র.)........জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, প্রতিবেশী হল শুফ'আর বিষয়ে অধিক হকদার। সে অনুপস্থিত থাকলেও তার জন্য অপেক্ষা করা হবে যদি উভয়ের পথ হয় এক।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি গারীব। আবদুল মালিক ইব্‌ন সুলায়মানের সূত্র ছাড়া আতা-জাবির (রা.) সূত্রে এটিকে আর কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নাই। হাদীছবিদগণের মতে আবদুল মালিক (র.) একজন আস্থাভাজন এবং নিরাপদ রাবী। শু'বা এই রিওয়ায়াতের কারণে তাঁর সমালোচনা করেছেন। তবে তিনি ছাড়া আর কেউ তাঁর সমালোচনা করেছেন বলে আমাদের জানা নাই। ওয়াকী' (র.)ও হাদীছটি শু'বা - আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ সুলায়মান (র.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন মুবারক সূত্রে সুফইয়ান ছাওরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ সুলায়মান ইলমে হাদীছের ক্ষেত্রে ন্যায়দণ্ড বিশেষ।

আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। যদি অনুপস্থিত থাকে তবুও এই ব্যক্তি শুফ'আর বিষয়ে অধিকতর হকদার। সে যখনই আসবে তখনই তার শুফ'আর এই অধিকার থাকবে - তা যত দীর্ঘই হোক না কেন।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا حُدَّتِ الْحُدُوْدُ وَوَقَعَتِ السِّهَامُ فَلاَ شُفْعَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন জমীর সীমা নির্দ্ধারণ ও বন্টন কার্য সম্পাদনের পর আর শুফ'আর হক নেই।

١٣٧٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ مُرْسَلاً عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ . مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ . وَبِهِ يَقُوْلُ بَعْضُ فُقَهَاءِ التَّابِعِيْنَ . مِثْلُ عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَغَيْرِهِ . وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ . مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَرَبِيْعَةُ بْنُ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ . وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ . لاَيَرَوْنَ الشُّفْعَةَ إِلاَّ لِلْخَلِيْطِ . وَلاَ يَرَوْنَ لِلْجَارِ شُفْعَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلِيْطًا . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ . الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ . وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيْثِ الْمَرْفُوْعِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ وَقَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ .

১৩৭৪. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র.).......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সীমা নির্দ্ধারণ ও পথ পরিবর্তন সাধনের পর আর শুফ'আ-এর হক নেই।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কেউ কেউ এটিকে আবূ সালামা – নবী ﷺ সূত্রে মুরসালরূপেও বর্ণনা করেছেন।

উমার ইব্‌নুল খাত্তাব, উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.) সহ কতক সাহাবী এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয প্রমুখ কতক তাবিঈ (র.)-এরও এই অভিমত। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আনসারী, রাবীআ ইব্‌ন আবূ আবদুর রহমান, মালিক ইব্‌ন আনাস (র.) সহ মদীনাবাসী আলিম-দেরও এই অভিমত। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর বক্তব্যও এ-ই। তাঁরা মূল ভূমিতে শরীক ছাড়া কাউকে শুফ'আর অধিকার দেন না। প্রতিবেশী যদি শরীক না হয় তবে তারও শুফ'আ নাই।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম বলেন, প্রতিবেশীরও শুফ'আর হক আছে, তারা নবী ﷺ থেকে মারফূ' রূপে বর্ণিত নিম্নের হাদীছটিকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। নবী ﷺ বলেন, কোন বাড়ির প্রতিবেশী-ই বাড়িটির অধিকতর হকদার। তিনি আরো বলেন, প্রতিবেশী তার "সাকাব" অর্থাৎ শুফ'আর অধিক হকদার। এ হল ইমাম [আবূ হানীফা], ছাওরী, ইব্‌ন মুবারক ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّرِيْكَ شَفِيْعٌ

অনুচ্ছেদ ঃ শরীক ব্যক্তি শুফ'আর হকদার ।

١٣٧٥. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَـةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشَّرِيْكُ شَفِيْعٌ وَالشُّفْعَةُ فِيْ كُلِّ شَيْئٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ لاَنَعْرِفُـهُ مِثْلَ هٰذَا إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً . وَهٰذَا أَصَحُّ .

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْـعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ . وَلَيْسَ فِيْهِ "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ" وَهٰكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، مِثْلَ هٰذَا لَيْسَ فِيْهِ "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ" وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ حَمْزَةَ وَأَبُوْ حَمْزَةَ ثِقَةٌ . يُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ الْخَطَأُ مِنْ غَيْرِ أَبِيْ حَمْزَةَ .

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْـعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَـةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ أَبِيْ بَكْرِ ابْنِ عَيَّاشٍ .

وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّمَا تَكُوْنُ الشُّفْعَـةُ فِي الدُّوْرِ وَالْأَرَضِيْنَ . وَلَمْ يَرَوُا الشُّفْعَةَ فِيْ كُلِّ شَيْئٍ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الشُّفْعَةُ فِيْ كُلِّ شَيْئٍ . وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .

১৩৭৫. ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা (র.)........ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শরীক শুফ'আ-এর অধিকারী। আর প্রত্যেক বস্তুতেই শুফ'আর অধিকার রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হামযা সুক্কারী (র.)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া হাদীছটি এইরূপভাবে অন্য কোন বর্ণনায় রয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। একাধিক রাবী হাদীছটিকে আবদুল আযীয ইব্‌ন রুফায়' - ইব্‌ন আবী মুলায়কা সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। এটিই অধিকতর সাহীহ্।

হান্নাদ (র.).......ইব্‌ন আবী মুলায়কা (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই সনদে ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর উল্লেখ নেই।

আবদুল আযীয ইব্‌ন রুফায়' (র.) থেকে একাধিক রাবী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই সনদে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে একথার উল্লেখ নেই।

আবূ হামযা (র.)-এর রিওয়ায়াত (১৩৭৪ নং) থেকে এটি অধিকতর সাহীহ্। আবূ হামযা (র.) নির্ভর যোগ্য (ছিকা) রাবী। সম্ভবত আবূ হামযা (র.) ছাড়া অন্য কোন রাবী থেকে এই ভুলটা হয়েছে।

হান্নাদ (র.)......ইব্‌ন আবী মুলায়কা (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আবূ বাকর ইব্‌ন আয়্যাশ-এর (১৩৭৪ নং) অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

অধিকাংশ আলিম বলেন, শুফ'আ-এর অধিকার রয়েছে বাড়ী ও ভূমিতে (অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তিতে)। সব জিনিসেই শুফ'আ নেই। কতক আলিম বলেন, সব জিনিসেই শুফ'আ-এর অধিকার রয়েছে। প্রথমোক্ত মতটিই অধিকতর সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي اللُّقَطَةِ وَضَالَّةِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুড়ানো বস্তু ও হারানো উট ও ছাগল প্রসঙ্গে।

١٣٧٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا . فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَقَال يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! فَضَالَّةُ الإِبْلِ ؟ قَالَ فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى تَلْقَى رَبَّهَا .

حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .

১৩৭৬. কুতায়বা (র.).......যায়দ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কুড়ানো জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি বললেন, একবছর এটির ঘোষণা দিবে। এরপর থলির মুখ বাঁধার ফিতাটি, থলিটি ও চামড়ার বাক্সটি চিনে রাখবে। এরপর তা কাজে ব্যয় করে ফেলতে পারবে। পরে যদি এর মালিক আসে তবে তা তাকে দিয়ে দিবে।

৫—

লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ছাগল হারিয়ে গেলে ? তিনি বললেন, তা ধরে রাখবে। কেননা, এটি তোমার কিম্বা তোমার ভাইয়ের বা নেকড়ে বাঘের। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, হারানো উট হলে? রাবী যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা.) বলেন, এতে নবী ﷺ রাগান্বিত হন। এমন কি তাঁর গন্ডদ্বয় লাল হয়ে উঠে। বললেন, তোমার ও তার এতে কি আছে ? এর সাথে তো পদ মোড়ক ও পানি সব কিছুই রয়েছে। (সুতরাং এটি বিনষ্ট হবে না) শেষে (ঘুরতে ঘুরতে) তার মালিককে পেয়ে যাবে।

যায়দ ইব্ন খালিদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। তাঁর বরাতে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

١٣٧٧. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ . حَدَّثَنِيْ سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا . وَإِلاَّ فَاعْرِفْ وِعَاءَهَا وِعِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَالْجَارُوْدِ بْنِ الْمُعَلَّى وَعِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ وَجَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ. قَالَ أَحْمَدُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هٰذَا الْبَابِ هٰذَا الْحَدِيْثُ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . وَرَخَّصُوْا فِي اللُّقَطَةِ إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ، أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ تَصَدَّقَ بِهَا . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ ، لَمْ يَرَوْا لِصَاحِبِ اللُّقَطَةِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَنْتَفِعُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لأَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَصَابَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صُرَّةً فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ ، فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُعَرِّفَهَا ثُمَّ يَنْتَفِعَ بِهَا وَكَانَ أُبَيٌّ كَثِيْرَ الْمَالِ مِنْ مَيَاسِيْرِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْكُلَهَا ، فَلَوْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ لَمْ تَحِلَّ إِلاَّ لِمَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ ، لَمْ تَحِلَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ لأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ أَصَابَ دِيْنَارًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهِ ، وَكَانَ لاَيَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ . وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، إِذَا كَانَتِ اللُّقَطَةُ يَسِيْرَةً أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا وَلاَ يُعَرِّفَهَا . وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ دُوْنَ دِيْنَارٍ يُعَرِّفُهَا قَدْرَ جُمُعَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحٰقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ .

১৩৭৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).......যায়দ ইব্ন খালিদ আল–জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কুড়ানো মাল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, একবছর তা ঘোষণা দিবে। যদি (মালিকের) পরিচয় পাওয়া যায় তবে তাকে তা দিয়ে দিবে, তা না হলে, এর থলি, মুখ বাঁধার ফিতা ও পরিমাণ চিনে রাখবে। এরপর তা তুমি ভোগ করতে পার। পরে যদি এর প্রকৃত মালিক আসে তবে তা আদায় করে দিও।

এই বিষয়ে উবাই ইব্ন কাব, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর, জারূদ ইবনুল মুআল্লা, ইয়ায ইব্ন হিমার ও জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, যায়দ ইব্ন খালিদ–এর হাদীছটি হাসান। এই সূত্রে গারীব। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র.) বলেন, অত্র বিষয়ে এই হাদীছটি হল সবচে সাহীহ্।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। তারা কুড়ানো মাল একবছর পর্যন্ত ঘোষণা প্রদানের পরও যদি মালিক না পাওয়া যায় তবে প্রাপককে তা ভোগ করার অনুমতি প্রদান করেছেন। এ হল ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিমের অভিমত হল, একবছর এই বিষয়ে ঘোষণা প্রদান করবে। যদি প্রকৃত মালিক আসে তবেতো ভাল, আর যদি না আসে তবে সে তা সাদকা করে দিবে। এ হল ইমাম সুফইয়ান ছাওরী, আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র.) ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত। প্রাপক যদি ধনী হয় তবে তার জন্য কুড়ানো সম্পদ ভোগ করা তারা জায়েয বলে মনে করেন না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, ধনী হলেও সে তা ভোগ করতে পারবে।কেননা, উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর যুগে একটি থলি পেয়েছিলেন। এতে ছিল একশত দীনার বা স্বর্ণ মুদ্রা। নবী ﷺ তাকে এটির ঘোষণা দিতে এবং পরে (মালিক পাওয়া না গেলে নিজেই) তা ভোগ করার কথা বলেন। উবাই (রা.) প্রচুর ধন–সম্পদের মালিক ছিলেন। তিনি ছিলেন ধনাঢ্য সাহাবীদের অন্যতম। তাঁকে নবী ﷺ তা ঘোষণা দিতে নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি যখন মালিককে পেলেন না তখন নবী ﷺ তাকেই তা ভোগ করার অনুমতি দেন। সাদাকা গ্রহণ করা যাদের জন্য হালাল তাদের ছাড়া আর কারো জন্য যদি (মালিক না পাওয়া অবস্থায়ও) কুড়ানো সম্পদ হালাল না হত তবে তো তা আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.)–এর জন্যও হালাল হত না। কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর যুগে একটি দীনার পান। তিনি এতদসম্পর্কে ঘোষণা প্রদানের পরও এর প্রকৃত মালিক পাওয়া গেল না। তখন নবী ﷺ তাকে তা ভোগ করতে অনুমতি দেন। অথচ আলী (রা. হাশিমী হওয়ায়) এমন ছিলেন যে তার জন্য সাদাকা গ্রহণ হালাল ছিল না।

কতক আলিম কুড়ানো মাল যদি সামান্য হয় (যা সাধারণত মালিক আর তালাশ করে না যেমন চার আনা পয়সা ইত্যাদি) তবে তা ঘোষণা না দিয়ে প্রাপককে নিজে ভোগ করার অনুমতি দিয়েছেন। কতক আলিম বলেন, কুড়ানো সম্পদের পরিমাণ যদি এক দীনারের কম হয় তবে তা এক সপ্তাহ ঘোষণা দিবে। এ হল ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র.)–এর অভিমত।

١٣٧٨ . حَدَّثَنَا اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَيَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا

(قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا) فَأَخَذْتُهُ . قَالاَ دَعْهُ فَقُلْتُ لاَأَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ لآخُذَنَّهُ فَلأَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ . فَقَدِمْتُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ وَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيْثَ . فَقَالَ أَحْسَنْتَ وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صُرَّةً فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ ، قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِهَا . فَقَالَ لِيْ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً فَمَا أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً أُخَرَ فَعَرَّفْتُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا . فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً أُخَرَ وَقَالَ أَحْصِ عِدَّتَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَأَخْبَرَكَ بِعِدَّتِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا . قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৩৭৮. হাসান ইব্‌ন আলী আল-খাল্লাল (র.)......সুওয়ায়দ ইব্‌ন গাফালা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যায়দ ইব্‌ন সূহান ও সালমান ইব্‌ন রাবীআ-এর সঙ্গে (একস্থানে) বের হলাম। পথে একটি (চামড়ার) বেগ পেলাম। তাঁরা বললেন, রেখে দাও। আমি বললাম, এটি রেখে দিব না। কোন হিংস্র প্রাণী হয়ত তা খেয়ে ফেলবে। আমি অবশ্য এটি নিয়ে যাব এবং এটিকে আমার কাজে লাগাব। অনন্তর আমি উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.)-এর কাছে গেলাম। এই বিষয়ে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম এবং বিষয়টি তার কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, ভাল করেছ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমি একটি থলি পেয়ে-ছিলাম। তাতে একশ দীনার ছিল। তা নিয়ে আমি তাঁর কাছে এলাম। তিনি আমাকে বললেন, এটির পরিচয় দিয়ে এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দাও। আমি এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দিলাম। কিন্তু এমন কাউকে পেলাম না যে এটি (নিজের বলে) চিনতে পারে। অতঃপর পুনরায় তাঁর কাছে এলাম, তিনি বললেন, আরো একবছর ঘোষণা দাও। আমি আরো এক বছর এর ঘোষণা দিলাম। এরপর এটি নিয়ে তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন, এর সংখ্যা, থলিটি এবং থলি বাঁধার ফিতাটি চিনে রাখ। এর কোন প্রত্যাশী যদি আসে এবং তোমাকে সংখ্যা, এর থলিটি ও মুখ বাঁধার ফিতাটি সম্পর্কে ঠিক ঠিক বলতে পারে তবে এটি তাকে দিয়ে দিও। আর তা না হলে নিজেই তা ভোগ করবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابٌ فِي الْوَقْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্‌ফ প্রসংগে।

١٣٧٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَنْبَأَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ . فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَصَبْتُ مَالاً بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِيْ مِنْهُ . فَمَا تَأْمُرُنِيْ ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لاَيُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ . تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبٰى وَالرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ . قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ فَقَالَ "غَيْرَ

مُتَأَثِّلٍ مَالاً " . قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثَنِيْ بِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ أَنَّهُ قَرَأَهَا فِيْ قِطْعَةِ أَدِيْمٍ أَحْمَرَ "غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً" . قَالَ إِسْمَاعِيْلُ وَأَنَا قَرَأْتُهَا عِنْدَ ابْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَكَانَ فِيْهِ (غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً) .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ. لاَنَعْلَمُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ مِنْهُمْ فِي ذٰلِكَ إِخْتِلاَفًا فِي إِجَازَةِ وَقْفِ الْأَرْضِيْنَ . وَغَيْرِ ذٰلِكَ .

১৩৭৯. আলী ইব্ন হুজ্র (র.).......ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বারে উমার (রা.)-এর একখন্ড জমি লাভ হয়।তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, অমি খায়বারে কিছু মাল লাভ করেছি। এর চেয়ে কোন উত্তম মাল আমি কখনও পাই নি। আপনি এই বিষয়ে আমাকে কি নির্দেশ দেন ?

তিনি বললেন, ইচ্ছা করলে মূলটি ওয়াকফ করে এর উৎপাদিত ফল-ফসল সাদকা করে দিতে পার।

অনন্তর উমার (রা.) এই মর্মে তা ওয়াকফ করে দেন যে, মূল ভূমি বিক্রি করা যাবে না, হেবা করা যাবে না, ওয়ারিসদের মাঝে বন্টন করা যাবে না। তিনি তা দরিদ্র, নিকট আত্মীয়, গোলাম আযাদ করা, মুসাফির, মেহমান ও আল্লাহর পথে সাদকা করে দেন। ন্যায়ভাবে তা থেকে খেতে বা বন্ধুদের খাওয়াতে এর মুতাওয়াল্লীর জন্য কোন পাপ হবে না। তবে শর্ত হলো এ থেকে যেন সম্পদশালী হওয়ার প্রয়াস না পায়।

ইব্ন আওন (র.) বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (র.)-এর কাছে হাদীছটির আলোচনা করতে তিনি غير متمول فيه -এর স্থলে غير متاثل ما لا রিওয়ায়াত করেছেন। ইব্ন আওফন বলেন, অন্য একজনও এটিকে আমার নিকট রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি লাল চামড়ায় লেখা পড়েছেন যে, غير متاثل مالا ইসমাঈল (র.) বলেন, আমি এটিকে ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার-এর নিকট غير متاثل مالا রূপে পাঠ করেছি।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

সাহাবী ও অপরাপর আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। ভূমি ইত্যাদি ওয়াকফ করার অনুমতির বিষয়ে মুতাকাদ্দিমীন বা পূর্বসূরী আলিমগণের মাঝে কোন মতবিরোধ আছে বলে আমার জানা নেই।

١٣٨٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ . وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْلَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৩৮০. আলী ইব্ন হুজ্র (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষ যখন মারা যায় তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, সাদাকায়ে জারিয়া, উপকার লাভ করার মত ইলম, নেক সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَجْمَاءِ جُرْحُهَا جُبَارٌ

অনুচ্ছেদ ঃ অবোধ জীব জন্তুর আঘাত বাতিল।

١٣٨١ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ . وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ . وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ عَنْ مَعْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ . وَتَفْسِيرُ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ "الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ" يَقُولُ هَدَرٌ لاَ دِيَةَ فِيهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى وَمَعْنَى قَوْلِهِ (الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ) فَسَّرَ ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا الْعَجْمَاءُ الدَّابَّةُ الْمُنْفَلِتَةُ مِنْ صَاحِبِهَا . فَمَا أَصَابَتْ فِي انْفِلاَتِهَا فَلاَ غُرْمَ عَلَى صَاحِبِهَا . (وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ) يَقُولُ إِذَا احْتَفَرَ الرَّجُلُ مَعْدِنًا فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَلاَ غُرْمَ عَلَيْهِ . وَكَذَلِكَ الْبِئْرُ إِذَا احْتَفَرَهَا الرَّجُلُ لِلسَّبِيلِ فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَلاَ غُرْمَ عَلَى صَاحِبِهَا . (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) وَالرِّكَازُ مَا وُجِدَ فِي دَفْنِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ . فَمَنْ وَجَدَ رِكَازًا أَدَّى مِنْهُ الْخُمُسَ إِلَى السُّلْطَانِ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَهُ .

১৩৮১. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আবোধ জীব-জন্তুর আঘাত বাতিল, কূপে পতিত হয়ে মৃত্যু (এর ক্ষতিপূরণ) বাতিল, খনিতে পতিত হয়ে মৃত্যু (এর ক্ষতিপূরণ) বাতিল। আর ভূ গর্ভে প্রাপ্ত ধনে এক পঞ্চমাংশ ধার্য হবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে জাবির, আম্‌র ইব্‌ন আওফ মুযানী, উবাদা ইব্‌নুস সামিত (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্‌।

কুতায়বা (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

আনসারী (র.).......মা'ন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মালিক ইব্‌ন আনাস (র.) বলেছেন, নবী ﷺ-এর এই হাদীছটির ব্যাখ্যা হলো, جبار অর্থ বাতিল, যাতে কোন দিয়াত ও জরিমানা নাই। اَلْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ অবোধ জীব-যজন্তুর আঘাত বাতিল,-এই বাক্যটির মর্ম প্রসঙ্গে কতক আলিম বলেন, কোন জন্তুর মালিকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় সেটি যদি অন্যের ক্ষতিকর কিছু করে বসে তবে তার

মালিকের উপর কোন জরিমানা বা দন্ড বর্তাবে না। وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ "খনিতে পতিত হয়ে মৃত্যু বাতিল" বাক্যটির মর্ম হলো, কেউ যদি (যথাযথ অনুমোদন নিয়ে) খনি খনন করে আর তাতে কেউ পড়ে মারা গেলে এর মালিকের উপর কোন জরিমানা বা দন্ড বর্তাবে না। অনুরূপে যদি কেউ পথিকদের জন্য রাস্তার পার্শ্বে কূপ খনন করে আর তাতে পড়ে কেউ মারা যায় তবে মালিকের উপর কোন জরিমানা বা দন্ড হবে না। وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ "ভূগর্ভস্থ সম্পদে এক পঞ্চমাংশ ধার্য হবে" বাক্যটির মর্ম হলো, ركاز অর্থ অনৈসলামী যুগে ভূগর্ভে প্রোথিত গুপ্তধন। এই সম্পদ যদি কারো হস্তগত হয় তবে সে সরকারকে এর এক পঞ্চমাংশ দিবে আর বাকী অংশ হবে তার নিজের।

بَابُ مَاذُكِرَ فِى إِحْيَاءِ أَرْضِ الْمَوَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ অনাবাদী সরকারী জমি আবাদ করা।

١٣٨٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ . أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً فَهِىَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ . مُرْسَلاً .

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ قَالُوْا لَهُ أَنْ يُحْيِىَ الاَرْضَ الْمَوَاتَ بِغَيْرِ إِذْنِ السُّلْطَانِ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْيِيَهَا إِلاَّ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ . وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِىِّ جَدِّ كَثِيْرٍ وَسَمُرَةَ .

حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىَّ عَنْ قَوْلِهِ (وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) فَقَالَ الْعِرْقُ الظَّالِمُ الْغَاصِبُ الَّذِىْ يَأْخُذُ مَالَيْسَ لَهُ قُلْتُ هُوَ الرَّجُلُ الَّذِى يَغْرِسُ فِى أَرْضِ غَيْرِهِ ؟ وَقَالَ هُوَ ذٰلِكَ .

১৩৮২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, কেউ যদি অনাবাদী ভূমি আবাদ করে তবে সেটি তার। যালিম মালিকের কোন হক নেই।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-গারীব।

কেউ কেউ এটিকে হিশাম ইব্‌ন উরওয়া – তৎপিতা উরওয়া সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিমদের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তারা বলেন, সরকারের অনুমতি ছাড়াই অনাবাদী জমি আবাদ করা যাবে। কতক আলিম বলেন, সরকারের অনুমোদন ছাড়া অনাবাদী ভূমি আবাদ করা যাবে না। প্রথম মতটিই অধিকতর সাহীহ্‌।

এই বিষয়ে জাবির, কাছীরের পিতামহ আম্‌র ইব্‌ন আওফ মুযানী ও সামুরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র.) বলেন, আমি আবুল ওয়ালিদ তায়ালিসীকে وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ বাক্যটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, اَلْعِرْقُ الظَّالِمُ হলো যে সম্পদে তার হক নেই সেই সম্পদ যে ব্যক্তি জবর দখল করে। আমি বললাম, অন্যের জমিতে যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে গাছ রোপন করে একি সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এ হলো সেই ব্যক্তি।

١٣٨٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ . حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৩৮৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)........জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী ভূমি আবাদ করবে সেটি হলো তার।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَطَائِعِ

অনুচ্ছেদ ঃ জায়গীর প্রদান।

١٣٨٤ . قَالَ قُلْتُ لِقُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيُّ . حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شُرَاحِيْلَ ، عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ عَنْ سُمَيْرٍ ، عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَ لَهُ . فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَاقَطَعْتَ لَهُ ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ . قَالَ فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ قَالَ وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ ؟ قَالَ مَالَمْ تَنَلْهُ خِفَافُ الْإِبِلِ . فَأَقَرَّ بِهِ قُتَيْبَةُ وَقَالَ نَعَمْ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيُّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ . الْمَأْرِبُ نَاحِيَةٌ مِنَ الْيَمَنِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ أَبْيَضَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي الْقَطَائِعِ . يَرَوْنَ جَائِزًا أَنْ يُقْطِعَ الْإِمَامُ لِمَنْ رَأَى ذٰلِكَ .

১৩৮৪. ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, আমি কুতায়বা (র.)-কে বললাম, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন কায়স মারিবী (র.) কি তার সনদে আবয়ায ইব্‌ন হাম্মাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে গিয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর নিকট একটি লবনের খনি জায়গীর প্রার্থনা করেন। নবী ﷺ সেটি তাকে জায়গীর হিসাবে দিয়েছিলেন। আবয়ায (রা.) যখন উঠে যাচ্ছিলেন তখন

এই মজলিসের জনৈক ব্যক্তি নবীজীকে বলল, আপনি জানেন একে কি দিয়েছেন ? একে তো আপনি একটি অফুরন্ত পানির প্রবাহ দিয়েছেন। অনন্তর নবী ﷺ সেটি আবয়ায থেকে ফিরিয়ে নিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তিনি আরো জিজ্ঞাসা করলেন, "আরাক" ঘাসের ভূমি কোন সীমা থেকে আবাদ করা যায় ? তিনি বললেন, উটের পা যেখানে না পৌছে সেখান থেকে।[১] কুতায়বা তখন এটির কথা স্বীকার করলেন। বললেন, হ্যাঁ,

মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ উমর (র.)......মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কায়স মারিবী (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই বিষয়ে ওয়াইল ও আসমা বিনত আবূ বাকর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবয়ায ইব্ন হাম্মাল (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ জায়গীর প্রদান বিষয়ে এতদনুসারে আমল করেছেন। ইমাম বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান যাকে উপযুক্ত মনে করেন তাকে ইচ্ছা করলে জায়গীর প্রদনের ক্ষমতা রাখেন বলে তারা মত প্রকাশ করেছেন।

١٣٨٥. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ .

قَالَ مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةَ وَزَادَ فِيْهِ (وَبَعَثَ لَهُ مُعَاوِيَةَ لِيُقْطِعَهَا إِيَّاهُ) .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১৩৮৫. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)......ওয়াইল (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁকে হাযরা মাওত এলাকায় একটি জায়গীর প্রদান করেছিলেন।

মাহমূদ (র.) বলেন, নযর (র.) শু'বা (র.) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। এতে অতিরিক্ত আছে যে এই ভূমিটিকে জায়গীররূপে নির্দ্ধারণ করে দেওয়ার জন্য ওয়াইলের সঙ্গে মুআবিয়া ইব্ন হাকিম সুলামীকেও পাঠিয়েছিলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْغَرْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ বৃক্ষ্য রোপনের ফযীলত।

١٣٨٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ وَجَابِرٍ وَأُمِّ مُبَشِّرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ .

---

১. অর্থাৎ গ্রামবাসীর পশু চারণের কাজে যা লাগেনা সেখান থেকে তা করা যায়। আর শহর বা গ্রামের লাগোয়া ভূমিসমূহ তথাকার সাধারণ ব্যবহারের জন্য ছেড়ে রাখা হবে।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

১৩৮৬. কুতায়বা (র.)......আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কোন মুসলিম যখন বৃক্ষ রোপণ করে বা ফসল বপন করে আর তা থেকে যখন কোন মানুষ বা পাখি বা পশু খায় তখন তা তার সাদাকা হিসাবে গণ্য হয়।

এই বিষয়ে আবূ আয়্যূব, জাবির, উম্মু মুবাশ্‌শির, যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاذُكِرَ فِي الْمُزَارَعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ বর্গাচাষ।

١٣٨٧. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ٠

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرٍ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ٠ لَمْ يَرَوْا بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا عَلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ٠ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُوْنَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ ٠ وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ٠ وَلَمْ يَرَوْا بِمُسَاقَاةِ النَّخِيْلِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأْسًا ٠ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ ٠ وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَصِحَّ شَيْئٌ مِنَ الْمُزَارَعَةِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ٠

১৩৮৭. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.).......ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খায়বারবাসীদের সঙ্গে উৎপন্ন ফল বা ফসলের অর্ধাংশের ভিত্তিতে বর্গাচুক্তি করেছিলেন।

এই বিষয়ে আনাস, ইব্‌ন আব্বাস, যায়দ ইব্‌ন ছাবিত ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা অর্ধাংশ, এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ ইত্যাদি হারে বর্গাচাষ প্রদানে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না।

কেউ কেউ এই মত গ্রহণ করেছেন যে, ভূমি মালিকের পক্ষ থেকে বীজ প্রদান করতে হবে। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

কতক আলিম এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ ইত্যাদি হারে কৃষি ভূমি বর্গা প্রদান করা মাকরূহ বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তারা এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ ইত্যাদি হারে ফল বাগান বর্গা প্রদান করায় কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না। এ হলো ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

কতক আলিম স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার বিনিময় ছাড়া ভূমি কোন প্রকার বর্গা প্রদান সাহীহ্ বলে মনে করেন না।

بَابٌ مِنَ الْمُزَارَعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ বর্গাচাষের আরো কিছু কথা।

١٣٨٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ، قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَمْـرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا . إِذَا كَانَتْ لأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرَاجِهَا أَوْبِدَرَاهِمَ . وَقَالَ إِذَا كَانَتْ لأَحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْلِيَزْرَعْهَا .

১৩৮৮. হান্নাদ (র.).......রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ . আমাদেরকে এমন একটি বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন যে বিষয়ে আমাদের ফায়দা ছিল। আমাদের কারো যদি জমি থাকত সে তা উৎপন্ন ফসলের ভাগে বা দিরহামের বিনিময়ে কাউকে দিয়ে দিত। কিন্তু তিনি বললেন, তোমাদের কারো যদি জমি থাকে তবে তা যেন সে তার আরেক ভাইকে দিয়ে দেয় অথবা নিজে তা চাষ করে।

١٣٨٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى الشَّيْبَانِيُّ . أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ . وَلٰكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُـمْ بِبَعْـضٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَحَدِيْثُ رَافِعٍ فِيْـهِ اضْطِرَابٌ يُرْوَى هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ، عَنْ عُمُوْمَتِهِ . وَيُرْوَى عَنْهُ عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِـعٍ وَهُوَ أَحَـدُ عُمُوْمَتِـهِ . وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْـهُ عَلَى رِوَايَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرٍ ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا .

১৩৮৯. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযারাআ বা বর্গা চাষ হারাম করেন নাই। তবে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, একজন আরেকজনের উপর যেন দয়া প্রদর্শন করে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

রাফি' (রা.) বর্ণিত হাদীছটিতে (১৩৮৮ নং) ইযতিরাব বিদ্যমান। হাদীছটি রাফি' ইব্ন খাদীজ – তাঁর চাচাদের সূত্রে বর্ণিত আছে। রাফি' – যুহায়র ইব্ন রাফি' সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। যুহায়র (রা.) তাঁর চাচাদের একজন। রাফি' (রা.) থেকে বিভিন্নভাবে এটি বর্ণিত হয়েছে।

এই বিষয়ে যায়দ ইব্ন ছাবিত ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

كتاب الديات

রক্তপণ অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الدِّيَاتِ

রক্তপণ অধ্যায়

بَابُ مَاجَاءَ فِى الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنَ الْإِبِلِ

অনুচ্ছেদ : রক্তপণের উটের সংখ্যা।

١٣٩٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ سَعِيْدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خَشْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْخَطَاءِ عِشْرِيْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرِيْنَ بَنِيْ مَخَاضٍ ذُكُوْرًا وَعِشْرِيْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَعِشْرِيْنَ جَذَعَةً وَعِشْرِيْنَ حِقَّةً .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ وَأَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ لَانَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْقُوْفًا، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هٰذَا وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الدِّيَةَ تُؤْخَذُ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَرَأَوْا أَنَّ دِيَةَ الْخَطَاءِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الْعَاقِلَةَ قَرَابَةُ الرَّجُلِ مِنْ قِبَلِ أَبِيْهِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا الدِّيَةُ عَلَى الرِّجَالِ دُوْنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مِنَ الْعَصَبَةِ يُحَمَّلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رُبُعَ دِيْنَارٍ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى نِصْفِ دِيْنَارٍ فَإِنْ تَمَّتِ الدِّيَةُ وَإِلاَّ نُظِرَ إِلَى أَقْرَبِ الْقَبَائِلِ مِنْهُمْ فَأُلْزِمُوْا ذٰلِكَ .

১৩৯০. আলী ইব্‌ন সাঈদ কিন্‌দী কূফী (র.).......ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, ভুল বশতঃ হত্যা দিয়াতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দ্বিতীয় বর্ষে উপনীত বিশটি মাদি উট ও বিশটি নর উট এবং তৃতীয় বর্ষে উপনীত বিশটি মাদী উট, চতুর্থ বর্ষে উপনীত বিশটি মাদী উট এবং পঞ্চম বর্ষে উপনীত বিশটি মাদী উট প্রদানের ফায়ছালা দিয়েছেন।

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

১৩৯০ (ক). আবূ হিশাম রিফাঈ (র.)......ইব্‌ন আবূ জায়দা ও আবূ খালিদ আহমার সূত্রে হাজ্জাজ ইব্‌ন আরতাত (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন মাসঊদ (রা.)-এর হাদীছটি মারফূরূপে এ সূত্র ব্যতীত আমাদের জানা নেই। অবশ্য আবদুল্লাহ থেকে মাওকূফ রূপেও এটি বর্ণিত আছে।

কতক আলিম এতদনুসারে মাযহাব গ্রহণ করেছেন। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত. আলিমগণ এই বিষয়ে একমত যে, দিয়াত বা রক্তপণ তিন বছরে উসূল করা হবে। প্রতি বছর মোট পরিমাণের এক তৃতীয়াংশ। তাঁরা বলেন, ভুল বশতঃ হত্যার দিয়াত আকিলাদের উপর প্রযোজ্য। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, আকিলা হলো পিতার দিকের আত্মীয়গণ। এ হলো ইমাম মালিক ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত। আবার কেউ কেউ বলেন, কেবল পুরুষদের উপর দিয়াত প্রযোজ্য নারী ও শিশু আত্মীয়দের উপর তা বর্তাবেনা। প্রত্যেক পুরুষ এক দীনারের চতুর্থাংশ বহন করবে। আবার কেউ কেউ বলেন, অর্ধ দীনার হারে প্রত্যেকে তা বহন করবে। এতে যদি দিয়াতের পরিমাণ পূর্ণ হয়ে যায় তবে তো ভালই আর তা না হলে অধিকতর নিকটবর্তী বংশের প্রতি লক্ষ্য করা হবে এবং অবশিষ্ট পরিমাণ দিয়াত আদায় করতে তাদের বাধ্য করা হবে।

١٣٩١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلاَلٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوْلِ فَإِنْ شَاءُوْا قَتَلُوْا وَإِنْ شَاءُوْا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلاَثُوْنَ حِقَّةً وَثَلاَثُوْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً وَمَا صَالَحُوْا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذٰلِكَ لِتَشْدِيْدِ الْعَقْلِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

১৩৯১. আহমাদ ইব্‌ন সাঈদ দারিমী (র.).....আমর ইব্‌ন শুআয়ব তৎপিতা তার পিতামহ (আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর) (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কাউকে হত্যা করবে তাকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদিগের হাওয়ালা করা হবে। তারা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করতে পারবে আর ইচ্ছা করলে দিয়াত গ্রহণ করতে পারবে। দিয়াত হল, ত্রিশটি পূর্ণ তিন বছর বয়সের উট (হিক্কা), ত্রিশটি পূর্ণ চার বছর বয়সের উট (জাযআ) এবং চল্লিশটি গর্ভবতী উষ্ট্রী (খালিফা)। আর যার উপর তারা পরস্পর সমঝোতা করে নেয় তাতে তাদের অধিকার রয়েছে।

দিয়াতের কঠোরতার উদ্দেশ্যে উল্লেখিত অবস্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ أَنَّ فِي الْمُوْضِحَةِ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ ·

১৩৯৪. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র.).......আম্‌র ইব্‌ন শুআয়ব তাঁর পিতা তাঁর পিতামহ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আঘাতের চোটে হাড্ডি বের হয়ে গেলে প্রতিটি এই ধরণের আঘাতের দিয়াত পাঁচটি করে উট।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে। এ হল ইমাম [আবূ হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত যে, হাড় বের হয়ে যায় এমন আঘাতের দিয়াত পাঁচটি উট।

بَابُ مَاجَاءَ فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ

অনুচ্ছেদ ঃ অঙ্গুলীর দিয়াত।

١٣٩٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَمْرٍو النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ ·

১৩৯৫. আবূ আম্মার (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হাত ও পায়ের অঙ্গুলীর দিয়াত এক সমান। প্রতিটি অঙ্গুলীর দিয়াত দশটি উট।

এই বিষয়ে আবূ মূসা ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

কতক আলিমের এ হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। এ হল ইমাম [আবূ হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

١٣٩٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ الْإِبْهَامَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৩৯৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, এটি আর ওটি অর্থাৎ বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠ আঙ্গুল (দিয়াতের ব্যাপারে) এক সমান।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَفْوِ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্ষমা প্রসঙ্গে।

١٣٩٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحٰقَ. حَدَّثَنَا أَبُو السَّفَرِ قَالَ دَقَّ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ سِنَّ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ هٰذَا دَقَّ سِنِّي قَالَ مُعَاوِيَةُ إِنَّا سَنُرْضِيكَ ، وَأَلَحَّ الْآخَرُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَبْرَمَهُ فَلَمْ يُرْضِهِ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ شَأْنَكَ بِصَاحِبِكَ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً قَالَ الْأَنْصَارِيُّ أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي قَالَ فَإِنِّي أَذَرُهَا لَهُ . قَالَ مُعَاوِيَةُ لاَجَرَمَ لاَ أُخَيِّبُكَ ، فَأَمَرَ لَهُ بِمَالٍ .

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ، وَلاَأَعْرِفُ لِأَبِي السَّفَرِ سَمَاعًا مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبُو السَّفَرِ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ أَحْمَدَ وَيُقَالُ ابْنُ مُحَمَّدٍ الثَّوْرِيُّ .

১৩৯৭. আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র.).......আবুস সাফার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক কুরায়শী ব্যক্তি এক আনসারীর দাঁত ভেঙ্গে দেয়। মুআবিয়া (রা.)-এর কাছে তখন এই ব্যক্তি বিচার প্রার্থনা করে। সে মুআবিয়া (রা.)-কে বলল, আমীরুল মুমিনীন, এই ব্যক্তি আমার দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে। মুআবিয়া (রা.) বললেন, আমরা অবশ্যই তোমাকে সন্তুষ্ট করব।

অপর ব্যক্তিটি মুআবিয়া (রা.)-কে পীড়াপীড়ি করে অতীষ্ঠ করে তুলল। তখন তিনি আনসারীকে বললেন, তোমার অভিযুক্ত সঙ্গীকে তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম। সাহাবী আবুদ্ দারদা (রা.) এই সময় তাঁর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি যদি (কারো দ্বারা) তার শরীরে আঘাত পায় আর সে তা মাফ করে দেয় তবে এতে আল্লাহ্ তাআলা তার দরজা বুলন্দ করে দেন এবং গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন। আনসারী বলল, আপনি নিজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই কথা বলতে শুনেছেন ?

তিনি বললেন, আমার এই দু'কান তা শুনেছে এবং আমার হৃদয় তা সংরক্ষণ করেছে।

আনসারী বলল তা হলে আমি তার দাবী ছেড়ে দিলাম।

মুআবিয়া (রা.) বললেন, অবশ্যই আমি তোমাকে বঞ্চিত করব না। এরপর তিনি তাঁর জন্য কিছু মাল প্রদানের নির্দেশ দেন।

এই হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। আবুদ দারদা (রা.) থেকে আবুস সাফার কিছু শুনেছেন বলে আমার জানা নাই।

আবুস সাফারের নাম হল সাঈদ ইব্ন আহমাদ; তাকে ইব্ন মুহাম্মাদ আছ-ছাওরীও বলা হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ رُضِخَ رَأْسُهُ بِصَخْرَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ পাথর দিয়ে কারো মাথা চূর্ণ করা হলে।

١٣٩٨. **حَدَّثَنَا** عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ ، فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ فَرَضَخَ رَأْسَهَا بِحَجَرٍ وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ قَالَ فَأُدْرِكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَكِ أَفُلاَنٌ ؟ قَالَتْ بِرَأْسِهَا لاَ قَالَ فَفُلاَنٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ ، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا : أَيْ نَعَمْ قَالَ فَأُخِذَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَقَوَدَ الاَّ بِالسَّيْفِ ٠

১৩৯৮. আলী ইব্‌ন হুজর (র.)........আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একটি বালিকা ঘর থেকে বের হয়ে যায়। তার গায়ে ছিল অলংকার। অনন্তর জনৈক ইয়াহূদী তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাথর দিয়ে তার মাথা চূর্ণ করে দেয় এবং তার অলঙ্কারাদি কেড়ে নেয়। মরনোম্মুখ অবস্থায় ঐ বালিকাটিকে পাওয়া যায়। তখন তাকে নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কে হত্যা করেছে ? সে কি অমুক? বালিকাটি ইশারায় বলল না। তিনি বললেন, তবে কি অমুক ? এ ভাবে বলতে বলতে শেষে তিনি ইয়াহূদীটির নাম বললে মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল হ্যাঁ।

আনাস (রা.) বলেন, এরপর ইয়াহূদীটিকে ধরে আনা হলে সে স্বীকারোক্তি করল। তারপর রাসূল ﷺ -এর নির্দেশে দুইটি পাথরের মধ্যে রেখে তার মাথাটি চূর্ণ করে দেওয়া হল।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কতক আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। এ হল ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। আর কতক আলিম বলেন, তলওয়ার ছাড়া কিসাস নেই।(উক্ত ঘটনাটি এ বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বের।)

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَشْدِيدِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন মুমিনকে হত্যা করার বিষয়ে কঠোর সতর্কবাণী।

١٣٩٩. **حَدَّثَنَا** أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ٠

١٣٩٩. (الف) **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى ابْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَهٰـذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِيْ عَدِيٍّ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَبُرَيْدَةَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو هٰكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوٰى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ فَلَمْ يَرْفَعْهُ وَهٰكَذَا رَوٰى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ مَوْقُوْفًا وَهٰذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيْثِ الْمَرْفُوْعِ ·

১৩৯৯. আবূ সালামা ইয়াহইয়া ইব্‌ন খালাফ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাযী' (র.)....... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, কোন একজন মুসলিম ব্যক্তির হত্যার তুলনায় দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়াও আল্লাহর নিকট অধিকতর সহজ।

১৩৯৯ (ক). মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু এটি মারফূরূপে বর্ণনা করা হয়নি। এই রিওয়ায়াতটি ইব্‌ন আবী আদী (র)-এর রিওয়ায়াত (১৩৯৯ নং) থেকে অধিকতর সাহীহ্।

এই বিষয়ে সা'দ, ইব্‌ন আব্বাস, আবূ সাঈদ, আবূ হুরায়রা, উকবা ইব্‌ন আমির ও বুরায়দা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা.) এই রিওয়ায়াতটি (১৩৯৯ (ক) নং) ইব্‌ন আবী আদী (র.) ও শু'বা-ইয়া'লা ইব্‌ন আতা (র.) সূত্রে এইরূপ বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রে এটিকে মারফূরূপে বর্ণনা করা হয় নি। সুফইয়ান ছাওরীও (র.) এটিকে ইয়া'লা ইব্‌ন আতা (র.) থেকে মওকূফ রূপে রিওয়ায়াত করেছেন। এটি মারফূ' হাদীছ থেকে অধিকতর সাহীহ।

بَابُ الْحُكْمِ فِي الدِّمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ খুনের বিচার।

١٤٠٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ · وَهٰكَذَا رَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوْعًا وَرَوٰى بَعْضُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ وَلَمْ يَرْفَعُوْهُ ·

১৪০০. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) বান্দাদের মাঝে সর্বপ্রথম বিচার হবে খুনের।

আবদুল্লাহ বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্, একাধিক রাবী এটিকে আ'মাশ থেকে মারফূ' রূপে রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু কতক রাবী এটিকে মারফূ' করেন নি।

١٤٠١. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ مَايُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ .

১৪০১. আবূ কুরায়ব (র.)......আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বান্দাদের সর্বপ্রথম যে সম্বন্ধে ফয়সালা হবে তা খুনের।

١٤٠٢. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَكَمِ الْبَجَلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرَانِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوْا فِيْ دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللّٰهُ فِي النَّارِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَأَبُو الْحَكَمِ الْبَجَلِيُّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ نُعْمٍ الْكُوْفِيُّ .

১৪০২. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র.)...... আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, আকাশ ও পৃথিবীর সকল বাসিন্দা যদি একজন মু'মিনের হত্যায় শরীক থাকে তবুও আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্য তাদের জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব।

আবুল হাকাম আল বাজালী হলেন, আবদুর রাহমান ইবন আবী নু'ম আল-কূফী।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ يُقَادُ مِنْهُ أَمْ لاَ

অনুচ্ছেদ ঃ পিতা পুত্রকে হত্যা করলে কিসাস হবে কিনা

١٤٠٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقِيْدُ الْأَبَ مِنِ ابْنِهِ وَلاَ يُقِيْدُ الْابْنَ مِنْ أَبِيْهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ لاَنَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ سُرَاقَةَ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيْحٍ رَوَاهُ إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلاً ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ فِيْهِ اضْطِرَابٌ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَبَ إِذَا قَتَلَ ابْنَهُ لاَيُقْتَلُ بِهِ وَإِذَا قَذَفَ ابْنَهُ لاَيُحَدُّ .

১৪০৩. আলী ইবন হুজর (র.)........সুরাকা ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

--কে দেখেছি যে, তিনি পিতাকে হত্যার জন্য পুত্রের কিসাস নিতেন কিন্তু পুত্রকে হত্যার জন্য পিতার কিসাস নিতেন না।

এই সূত্র ছাড়া সুরাকা ইব্‌ন মালিকের রিওয়ায়াত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের জানা নাই। এটির সনদও সাহীহ নয়। ইসমাঈল ইব্‌ন আয়্যাশ এটিকে মুছান্না ইব্‌নুস সাব্বাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। মুছান্না ইব্‌নুস সাব্বাহ হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ।

আবূ খালিদ আহমার (র.) এই হাদীছটিকে হাজ্জাজ – আমর ইব্‌ন শু'আয়ব – তাঁর পিতা – তাঁর পিতামহ – উমার (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীছটি আমর ইব্‌ন শুআয়ব (র.) থেকে 'মুরসাল'-রূপেও বর্ণিত আছে। এই হাদীছটিতে 'ইযতিরাব' বিদ্যমান।

আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে যে, পিতা যদি পুত্রকে হত্যা করে তবে এর বদলায় পিতাকে হত্যা করা হবে না। এমনি ভাবে পিতা যদি পুত্রের উপর যিনার তুহমত আরোপ করে তবে তার উপর মিথ্যা তুহমতের কারণে হদ প্রয়োগ করা হবে না।

١٤٠٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَيُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ .

১৪০৪. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র.).......উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, সন্তানকে হত্যার জন্য পিতার কিসাস নেই।

١٤٠٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَتُقَامُ الْحُدُوْدُ فِى الْمَسَاجِدِ وَلاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ لاَنَعْرِفُهُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مَرْفُوْعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ وَإِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّىُّ قَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .

১৪০৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মসজিদে হদ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। আর সন্তান (হত্যার) কারণে পিতাকে হত্যা করা যাবে না।

ইসমাঈল ইব্‌ন মুসলিমের সূত্র ছাড়া হাদীছটি এই সনদে মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই। স্মরণ শক্তির বিষয়ে হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ ইসমাঈল ইব্‌ন মুসলিম আল মাক্কীর সমালোচনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ لاَيَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدٰى ثَلاَثٍ

অনুচ্ছেদ ঃ তিনটি কারণের একটি ব্যতীত কোন মুসলিমের খুন হালাল নয়

١٤٠٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلاَّ بِإِحْدٰى ثَلاَثٍ

الثَّيِّبُ الزَّانِيْ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৪০৬. হান্নাদ (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল, সেই মুসলিম ব্যক্তির খুন এই তিনটির একটি কারণ ছাড়া হালাল নয় ঃ বিবাহিত হওয়ার পর ব্যভিচারী হওয়া, প্রাণের বদলায় প্রাণ হরণ, দীন পরিত্যাগী মুসলিম জামায়াত বিচ্ছিন্ন হওয়া। এই বিষয়ে উছমান, আইশা, ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعَاهَدَةً

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যিম্মীকে হত্যা করলে

١٤٠٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْبَصْرِيُّ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللّٰهِ فَلَا يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

১৪০৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাবধান, কেউ যদি কোন চুক্তিবদ্ধ লোককে হত্যা করে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যার যিম্মা রয়েছে, তাহলে সে আল্লাহ্র যিম্মা ছিন্ন করল। সুতরাং সে জান্নাতের কোন গন্ধও পাবেনা, যদিও সত্তর বছর দূর থেকেও জান্নাতের সৌরভ পাওয়া যায়।

এই বিষয়ে আবূ বাকরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

একাধিক ভাবে আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এটি বর্ণিত আছে।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....

١٤٠٨ . حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِيْ سَعْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَدَى الْعَامِرِيَّيْنِ بِدِيَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَانَ لَهُمَا عَهْدٌ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَأَبُوْ سَعْدٍ الْبَقَّالُ اسْمُهُ سَعِيْدُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ ٠

১৪০৮. আবূ কুরায়ব (র.).......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মুসলিমদের দিয়াতের অনুরূপ আমির কবীলার দুই (অমুসলিম) ব্যক্তিরও দিয়াত দিয়েছিলেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে তাদের চুক্তি ছিল।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব।এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। রাবী আবূ সা'দ বাক্কাল (র.)–এর নাম হল সাঈদ ইবনুল মারযুবান।

بَابُ مَاجَاءَ فِي حُكْمِ وَلِيِّ الْقَتِيْلِ فِي الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিসাস গ্রহণ ও ক্ষমা প্রদানে নিহত ব্যক্তির ওলীর অধিকার

١٤٠٩. **حَدَّثَنَا** مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ وَيَحْيَى بْنُ مُوْسَى قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ حَدَّثَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ ٠

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَأَنَسٍ وَأَبِيْ شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو ٠

১৪০৯. মাহমূদ ইব্ন গায়লান ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ–কে মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের মাঝে দাঁড়ালেন ঃ প্রথমে আল্লাহ্র হাম্দ ও ছানা করে বললেনঃ কারো কেউ যদি নিহত হয় তবে তার দু'টির একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার রয়েছেঃ হয়ত (হত্যাকারীকে) মাফ করে দিবে, নয়ত হত্যা করবে।

এই বিষয়ে ওয়াইল ইব্ন হুজ্র, আনাস ও আবূ শুরায়হ খুওয়ায়লিদ ইব্ন আম্র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٤١٠. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْفِكَنَّ فِيْهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَنَّ فِيْهَا شَجَرًا ، فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ فَقَالَ أُحِلَّتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَإِنَّ اللّٰهَ أَحَلَّهَا لِيْ وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هٰذَا الرَّجُلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَإِنِّي عَاقِلُهُ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوْا أَوْيَأْخُذُوا الْعَقْلَ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَحَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔ وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِىْ كَثِيْرٍ مِثْلَ هٰذَا ۔

وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْيَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ وَذَهَبَ إِلَى هٰذَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ ۔

১৪১০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......আবূ শুরায়হ কা'বী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাআলাহ মক্কাকে 'হারাম' ঘোষণা করেছেন। কোন মানুষ একে হারামরূপে নির্দ্ধারণ করে নি। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিনে ঈমান রাখে সে যেন এতে কোন রক্ত প্রবাহিত না করে, কোন বৃক্ষ কর্তন না করে। (আমার যুদ্ধ করা দেখে) কোন সুযোগ গ্রহণকারী যদি সুযোগ গ্রহণ করতে গিয়ে বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য তো মক্কা 'হালাল' করা হয়েছিল, তবে (জেনে রাখ), আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য তা হালাল করেছিলেন, অন্যান্য লোকের জন্য হালাল করেননি। আর আমার জন্যও তা দিনের কিছুক্ষণের জন্য মাত্র হালাল করা হয়েছিল। এরপর তা কিয়ামত-দিবস পর্যন্ত হারাম।

তারপর (তিনি বললেন) হে খুযাআ সম্প্রদায়, তোমরা হুযায়ল গোত্রের এই লোকটিকে হত্যা করেছ। আমি তার দিয়াত আদায় করব। তবে আজকের পর কারো যদি কেউ নিহত হয়, তার পরিজনদের এই দু'টির মধ্যে একটির অধিকার থাকবে - হয়ত (হত্যাকারীকে) হত্যা করবে নয়ত দিয়াত গ্রহণ করবে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটিও [১৪০৯] হাসান-সাহীহ্। শায়বান (র.) এটিকে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবী কাছীর থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ শুরায়হ্ খুযাঈ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কারো যদি কেউ নিহত হয় তবে সে (কিসাসরূপে হত্যাকারীকে) হত্যা করতে পারে, অথবা কিসাস ক্ষমা করে সে দিয়াত গ্রহণ করতে পারে।

কতক আলিমের মাযহাব এ হাদীছ অনুসারে। এ হল ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

١٤١١. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدُفِعَ الْقَاتِلُ إِلَى وَلِيِّهِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَاأَرَدْتُ قَتْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَوْلُهُ صَادِقًا فَقَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ فَخَلَّى عَنْهُ الرَّجُلُ قَالَ وَكَانَ مَكْتُوْفًا بِنِسْعَةٍ قَالَ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ قَالَ فَكَانَ يُسَمَّى ذَا النِّسْعَةِ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالنِّسْعَةُ حَبْلٌ ۔

১৪১১. আবূ কুরায়ব (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে জনৈক ব্যক্তি নিহত হয়। তখন হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির ওলীগণের হাতে অর্পণ করা হয়। হত্যাকারী বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাকে হত্যা করতে চাইনি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ এ যদি তার কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকে আর এমতাবস্থায় যদি তুমি তাকে হত্যা কর তবে তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন সে লোকটি (হন্তা)-কে ছেড়ে দিল। লোকটি একটি চামড়ার রশি দিয়ে

পিছন দিকে হাত মোড়ে বাধা ছিল। সে ঐ চামড়ার রশিটি ছেঁচড়িয়ে বের হয়ে গেল। তখন থেকে তার নাম হয়ে যায় যুন্ নাস' আ বা চামড়ার রশিওয়ালা।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুছলা নিষিদ্ধ হওয়া

١٤١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا فَقَالَ اغْزُوْا بِسْمِ اللّٰهِ وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ ، اغْزُوْا وَلاَ تَغُلُّوْا وَلاَ تَغْدِرُوْا وَلاَ تُمَثِّلُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنَسٍ وَسَمُرَةَ وَالْمُغِيْرَةِ وَيَعْلَى بْنِ مُرَّةَ وَأَبِي أَيُّوبَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ بُرَيْدَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْمُثْلَةَ .

১৪১২. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).......সুলায়মান ইব্ন বুরায়দা তার পিতা বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কাউকে কোন বাহিনীর সেনাপতি বানিয়ে পাঠাতেন তখন তিনি তাকে বিশেষ করে তার নিজের ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন করতে এবং তার সঙ্গী মুসলিমদের সম্পর্কে সদাচরণের উপদেশ দিতেন। বলতেন, আল্লাহ্র নামে আল্লাহ্রই পথে জিহাদ করবে; যারা আল্লাহ্র সঙ্গে কুফরী করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। জিহাদ করবে কিন্তু গণীমতের খিয়ানত করবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। মুছলা করবে না অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির নাক কান ইত্যাদি কেটে তাকে বিকৃত করবে না, শিশুদের হত্যা করবে না।

হাদীছটিতে আরো ঘটনা বর্ণিত রয়েছে।

এই বিষয়ে ইব্ন মাসউদ, শাদ্দাদ ইব্ন আওস, সামুরা, মুগীরা, ইয়া'লা ইব্ন মুররা ও আবূ আয়্যুব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

বুরায়দা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

আলিমগণ মুছলা করাকে নাজায়েয বলে অভিমত দিয়েছেন।

١٤١٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ .

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ اسْمُهُ شُرَحْبِيلُ ابْنُ أُدَّةَ ·

১৪১৩. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)........শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক ব্যাপারে সুষ্ঠুতা আবশ্য করণীয় বলে নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা যখন কতল করবে তখন সে বিষয়েও করুণা প্রদর্শন করবে, যখন যবাহ করবে তখনও তাতে করুণা প্রদর্শন করবে। তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার ছুরি ধারাল করে নেয় এবং যবাহ-এর প্রাণীকে আরাম দেয়।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। রাবী আবুল আশআছ-এর নাম হল শুরাহবীল ইব্ন আদ্দা।

بَابُ مَاجَاءَ فِي دِيَةِ الْجَنِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভস্থ সন্তানের দিয়াত

١٤١٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ · حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ الَّذِيْ قُضِيَ عَلَيْهِ : أَيُعْطَى مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذٰلِكَ بَطَلَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ هٰذَا لَيَقُوْلُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ بَلْ فِيْهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ·

وَفِي الْبَابِ عَنْ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : اَلْغُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَوْ فَرَسٌ أَوْ بَغْلٌ ·

১৪১৪. আলী ইব্ন সাঈদ কিন্দী (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ. গর্ভস্থ সন্তান হত্যার ক্ষেত্রে গুর্‌রা অর্থাৎ একটি দাস বা দাসী দিয়াত প্রদানের ফয়ছালা দেন। তখন যার বিপক্ষে ফয়ছালা হয়েছিল সে বলল, আমরা কি মৃত্যুপণ দিব তার জন্য যে পানও করেনি, খায়ওনি, শব্দও করেনি এবং কাঁদেওনি ? এরূপ ব্যাপার তো বাতিল যোগ্য।

নবী ﷺ বললেন, এতো কবিদের মতো কথা বলে। অবশ্যই এতে গুর্‌রা অর্থাৎ একটি দাস বা দাসী ধার্য হবে।

এই বিষয়ে হামাল ইব্ন মালিক ইব্ন নাবিগা এবং মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এতদনুসারে আলিমগণর আমল রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, গুররা অর্থ হল, একটি দাস বা দাসী বা পাঁচশত দিরাহম। কেউ কেউ বলেন, অথবা একটি ঘোড়া বা একটি খচ্চর।

١٤١٥. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضِيْلَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ أَوْ عَمُوْدِ فُسْطَاطٍ فَأَلْقَتْ جَنِيْنَهَا فَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْجَنِيْنِ غُرَّةً عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ .

قَالَ الْحَسَنُ وَأَخْبَرَنَا زَيْدُبْنُ حُبَابٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَاالْحَدِيْثِ نَحْوَهُ وَقَالَ هٰذَاحَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১৪১৫. হাসান ইবন আলী খাল্লাল (র.)........মুগীরা ইবন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, দুই সতীন মহিলা ছিল। একদিন তাদের একজন অপরজনকে পাথর অথবা তাবুর খুঁটি ছুড়ে মারে। এতে দ্বিতীয় মহিলার গর্ভপাত হয়ে যায়। নবী ﷺ গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষেত্রে 'গুররা' অর্থাৎ একটি দাস বা দাসী প্রদানের ফয়ছালা দেন এবং তা (আঘাতকারী) মহিলার পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়দের উপর আরোপ করেন।

হাসান (র.) বলেন, যায়দ ইব্‌ন হুবাব (র.) এই হাদীছটিকে সুফইয়ান সূত্রে মানসূর (র.) থেকে বর্ণনা রেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ لاَيُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

অনুচ্ছেদ : অমুসলিমের বদলায় মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না

١٤١٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنَا أَبُوْ جُحَيْفَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعَلِيٍّ يَاأَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلْ عِنْدَ كُمْ سَوْدَاءُ فِي بَيْضَاءَ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ ؟ قَالَ لاَ وَالَّذِيْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عَلِمْتُهُ إِلاَّ فَهْمًا يُعْطِيْهِ اللّٰهُ رَجُلاً فِي الْقُرْاٰنِ وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ ، قُلْتُ وَمَافِي الصَّحِيْفَةِ ؟ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيْرِ وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : حَدِيْثُ عَلِيٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ قَالُوْا : لاَيُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ · يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْمُعَاهِدِ ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .

১৪১৬. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.)........আবূ জুহায়ফা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা.)-কে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার কাছে আল্লাহ্‌র কিতাব ছাড়াও সাদা পত্রে কালো কিছু লেখা আছে কি ?

তিনি বললেন, কসম ঐ সত্তার যিনি বীজ বিদীর্ণ করে চারা উদগত করেছেন এবং প্রাণের সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহ একজনকে কুরআনের বিষয়ে যে প্রজ্ঞা দিয়েছেন এবং এই সাহীফায় যা আছে তা ছাড়া আমি তো কিছুই জানি না।

আবূ জুহায়ফা বলেন যে, আমি বললাম, এই সাহীফায় কী আছে ? তিনি বললেন, এতে আছে দিয়াত ও গোলাম আযাদ করার কথা এবং এই কথা যে, অমুসলিমের কিসাসে মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কতক আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। এ হল সুফইয়ান ছাওরী, মালিক ইব্‌ন আনাস, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তারা বলেন, অমুসলিমের বদলায় মুসলিমকে কতল করা যাবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) সহ কতক আলিম বলেন, যিম্মী বা চুক্তিবদ্ধ কাফিরের বদলায় মুসলিমকে হত্যা করা যাবে। প্রথমোক্ত অভিমতটি অধিকতর সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْكُفَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ কাফেরের দিয়াত প্রসঙ্গে

١٤١٧. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : حَدِيثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فِي هٰذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيْ دِيَةِ الْيَهُوْدِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي دِيَةِ الْيَهُوْدِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَى مَارُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ دِيَةُ الْيَهُوْدِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ . وَبِهٰذَا يَقُوْلُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ دِيَةُ الْيَهُوْدِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ الاَفِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ الْمَجُوْسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبِهٰذَا يَقُوْلُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحٰقُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ دِيَةُ الْيَهُوْدِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ .

১৪১৭. ঈসা ইব্‌ন আহমাদ (র.)......আমর ইব্‌ন শুআয়ব তাঁর পিতা তাঁর পিতামহ (আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুসলিমকে অমুসলিমের বদলে হত্যা করা যাবে না।

এই সনদেই আরো বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন, কাফিরের দিয়াতের পরিমান হল মুমিনের দিয়াতের অর্ধেক।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

ইয়াহূদী ও খৃষ্টানের দিয়াতের বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। কতক আলিমের মাযহাব নবী ﷺ

থেকে বর্ণিত এই হাদীছ অনুসারে। উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র.) বলেন, ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের দিয়াত মুসলিমের দিয়াতের অর্ধেক। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র.) এ মত পোষণ করেন। উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, ইয়াহূদী ও খৃষ্টানের দিয়াত হল চার হাজার দিরহাম। অগ্নি উপাসকের দিয়াত হল আটশত দিরহাম। এ হল ইমাম মালিক, শাফিঈ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

কোন কোন আলিম বলেছেন, ইয়াহূদী ও খৃষ্টানের দিয়াত হল মুসলিমের দিয়াতের সমান। এ হল ইমাম [আবূ হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজ দাসকে হত্যা করে

١٤١٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ مِنْهُمْ إِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ إِلٰى هٰذَا وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قِصَاصٌ فِي النَّفْسِ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ النَّفْسِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا قَتَلَ عَبْدَهُ لاَيُقْتَلُ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ عَبْدَ غَيْرِهِ قُتِلَ بِهِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ .

১৪১৮. কুতায়বা (র.).......সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করে আমরা তাকে হত্যা করব; কেউ তার দাসের নাক-কান কেটে দিলে আমরা তার নাক-কান কেটে দিব।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

ইবরাহীম নাখঈসহ কতক তাবিঈর মাযহাব এ হাদীছ অনুসারে।

হাসান বসরী ও আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র.)সহ কতক আলিম বলেন, স্বাধীন ও দাসের মধ্যে কিসাস নাই। জানের বদলে এবং অঙ্গ হানীর ব্যাপারেও নয়।

কতক আলিম বলেনঃ যদি নিজ দাসকে হত্যা করে তবে এর বদলায় তাকে হত্যা করা যাবে না কিন্তু অন্যের দাসকে হত্যা করলে তাকে তার বদলে হত্যা করা যাবে। এহল সুফইয়ান ছাওরী (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ هَلْ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর দিয়াতে স্ত্রীও ওয়ারিছ হবে

١٤١٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَأَبُوْعَمَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَلاَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثْ إِمْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ·

১৪১৯. কুতায়বা, আহমাদ ইব্‌ন মানী', আবূ আম্মার প্রমু (র.)......সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (র.) থেকে বর্ণিত যে, উমার (রা)–এর অভিমত ছিল, দিয়াত হত্যাকারীর পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়দের উপর। আর স্বামীর দিয়াতের মধ্যে স্ত্রী কিছুই ওয়ারিছ হবে না। যতক্ষণ না তাঁকে যাহ্‌হাক ইব্‌ন সুফইয়ান কিলাবী (রা) অবহিত করেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তুমি আশইয়াম যুবাবী–এর স্ত্রীকে তার স্বামীর দিয়াতের ওয়ারিছ বানাবে। (এরপর তিনি তাঁর পূর্বমত পরিহার করেন।)

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্‌। এতদনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْقِصَاصِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিসাস প্রসঙ্গে

١٤٢٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَنْبَأَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفٰى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لاَدِيَةَ لَكَ ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ الْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ·

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَسَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ وَهُمَا أَخَوَانِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৪২০. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র.)......ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাত কামড়ে ধরে। তখন সে তার হাত টেনে ছাড়িয়ে নেয়। ফলে ঐ ব্যক্তির সামনের দুটো দাঁত পড়ে যায়। অনন্তর তারা উভয়েই নবী ﷺ –এর কাছে অভিযোগ নিয়ে হাযির হয়। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ তার ভাইকে উটের মত কামড়ে ধরে! তোমার (দাঁতের) কোন দিয়াত নেই। অনন্তর আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেনঃ আঘাতের জন্যও রয়েছে কিসাস.....।

এই বিষয়ে ইয়া'লা ইব্‌ন উমায়্যা, সালামা ইব্‌ন উমায়্যা (রা.) – তাঁরা দুই ভাই, থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সাহীহ্‌।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْحَبْسِ فِي التُّهْمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ অপবাদ দেওয়ার অপরাধে বন্দী করা প্রসঙ্গে

١٤٢١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ بَهْزٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رَوَى إِسْمٰعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ أَتَمَّ مِنْ هٰذَا وَأَطْوَلَ .

১৪২১. আলী ইব্ন সাঈদ কিন্দী (র.)......বাহয ইব্ন হাকীম তাঁর পিতা তাঁর পিতামহ মুআবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ অপবাদ দেওয়ার অপরাধে এক ব্যক্তিকে বন্দী করেছিলেন। পরে তিনি তাকে ছেড়ে দেন।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

বাহয – তাঁর পিতা – তাঁর পিতামহ (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম এই হাদীছটিকে বাহয ইব্ন হাকীম (র.) সূত্রে এর চাইতে আরো দীর্ঘ ও পূর্ণাঙ্গরূপে রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজ সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ

١٤٢٢. **حَدَّثَنَا** سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ وَحَاتِمُ بْنُ سِيَاءٍ الْمَرْوَزِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ .

وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৪২২. সালামা ইবন শাবীব ও হাতিম ইবন সিয়াহ মারওয়াযী প্রমুখ (র.).......সাঈদ ইবন যায়দ ইবন আমর ইব্ন নুফায়ল (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٤٢٣. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ وَلَوْ دِرْهَمَيْنِ .

১৪২৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ।

এই বিষয়ে আলী, সাঈদ ইব্‌ন যায়দ, আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন উমার, ইব্‌ন আব্বাস ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। তাঁর বরাতে এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

কতক আলিম জান ও মাল রক্ষার খাতিরে লড়াই করার অনুমতি দিয়েছেন। ইব্‌ন মুবারক (র.) বলেন, সম্পদ রক্ষার্থে লড়াই করা যাবে- যদি দুই দিরহামও হয়।

١٤٢٤. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ شَيْخٌ ثِقَةٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سُفْيَانُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ أُرِيْدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১৪২৪. হারূন ইব্‌ন ইসহাক হামদানী (র.)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কারো সম্পদ যদি কেউ অন্যায়ভাবে নিয়ে যেতে চায় তখন এর জন্য সে যদি লড়াই করে এবং নিহত হয় তবে সে শহীদ।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٤٢٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ .

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَهٰكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ نَحْوَ هٰذَا وَيَعْقُوْبُ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ .

১৪২৫. আবদ ইবন হুমায়দ (র.)........সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ; যে ব্যক্তি তার দীন রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ; যে ব্যক্তি তার জান রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ ; যে ব্যক্তি তার স্বজন রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ (র.) থেকে একাধিক রাবী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী ইয়া'কূব হলেন, ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ যুহ্‌রী (র.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কাসামা [1]

١٤٢٦ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ قَالَ يَحْيَى وَحَسِبْتُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ أَنَّهُمَا قَالاَ خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِيْ بَعْضِ مَا هُنَاكَ ثُمَّ إِنَّ مُحَيِّصَةَ وَجَدَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيْلاً قَدْ قُتِلَ فَدَفَنَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَبِّرِ لِلْكُبْرِ فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَقْتَلَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ أَتَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا فَتَسْتَحِقُّوْنَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ قَالُوْا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ ؟ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا . قَالُوْا وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَعْطَى عَقْلَهُ .

১৪২৬. কুতায়বা (র.)........সাহল ইব্‌ন আবী হাছমা ও রাফি ইব্‌ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা উভয়ে বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন যায়দ এবং মুহায়্যিসা ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন যায়দ (কাজের উদ্দেশ্যে) ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন। খায়বারে পৌছে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে যান। পরে মুহায়্যিসা (রা.) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহলকে নিহত হিসাবে দেখতে পান। অনন্তর তিনি এবং হুওয়ায়্যিসা ইব্‌ন মাসউদ ও আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলেন। এঁদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহল। তিনি তাঁর সঙ্গীদের পূর্বে কথা বলতে গেলে কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, বড়কে বড় হিসাবে মর্যাদা দাও। ফলে তিনি চুপ করলেন এবং তাঁর দুই সঙ্গী কথা বলল তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহলের [illegible] র কথা উল্লেখ করল তখন তিনি তাদের বললেন, তোমাদের পঞ্চাশ জন কি কসম [illegible] তে পারবে ? আর এর মাধ্যমে তোমরা তোমাদের (সঙ্গীর) হত্যাকারীর অধিকার পেয়ে যাবে। তারা বলল, কেমন করে আমরা

---

১. অর্থাৎ কোন মহল্লায় কাউকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে মহল্লার পঞ্চাশজন অধিবাসী এবং তাদের আশেপাশের লোকেরা শপথ করে [illegible] বে যে, তারা তাকে হত্যা করেনি এবং হত্যাকারী সম্পর্কেও তারা কিছু জানেনা। এ ধরনের কসমের পর স্থানীয় অধিবাসীরা হত্যার দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়ে যাবে।

কসম করব আমরা তো প্রত্যক্ষ করি নি ? তিনি বললেন, তা হলে ইয়াহূদীরা পঞ্চাশ জন কসম করে তোমাদের কসম করা থেকে মুক্ত করে দিবে। তারা বলল, কাফির সম্প্রদায়ের কসম আমরা কেমন করে গ্রহণ করতে পারি ? শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের থেকে তার দিয়াত দিয়ে দিলেন।

١٤٢٧. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ نَحْوَ هٰذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ ·

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْقَسَامَةِ وَقَدْ رَأَى بَعْضُ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ الْقَوَدَ بِالْقَسَامَةِ · وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ إِنَّ الْقَسَامَةَ لاَتُوجِبُ الْقَوَدَ وَإِنَّمَا تُوجِبُ الدِّيَةَ ·

১৪২৭. হাসান ইবন আলী খাল্লাল (র.)......সাহল ইবন আবী হাছমাএবং রাফি' ইবন খাদীজ (রা.) থেকে ... মর্মে বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কাসামার বিষয়ে এতদনুসারে আলেমগণের আমল রয়েছে। মদীনা শরীফের কতক ফকীহ্ কাসামার মাধ্যমে কিসাস গ্রহণের মত প্রকাশ করেছেন। কূফাবাসী এবং অপরাপর কতক আলিম বলেন, কাসামার মাধ্যমে কিসাস হয় না, এতে দিয়াত ধার্য হয়। [এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত]।

أٰخِرُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

দণ্ডবিধি অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

দণ্ডবিধি অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

অনুচ্ছেদ ঃ যার উপর দণ্ডবিধি আরোপিত হয়না

١٤٢٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنِ الْمَعْتُوْهِ حَتَّى يَعْقِلَ ·

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ عَلِيٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَلَا نَعْرِفُ لِلْحَسَنِ سَمَاعًا مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْ ظَبْيَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوْفًا وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : قَدْ كَانَ الْحَسَنُ فِيْ زَمَانِ عَلِيٍّ وَقَدْ أَدْرَكَهُ وَلٰكِنَّا لَا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْهُ وَ أَبُوْ ظَبْيَانَ اسْمُهُ حُصَيْنُ بْنُ جُنْدُبٍ ·

১৪২৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া কুতা'ঈ (র.)......আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তির উপর থেকে দণ্ডবিধি রহিত করে দেওয়া হয়েছে, ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়, শিশু যতক্ষণ না সে সাবালক হয়, বেহুঁশ ব্যক্তি যতক্ষণ না তার হুঁশ ফিরে এসেছে।

এই বিষয়ে আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-গারীব। আলী (রা.)-এর বরাতে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। কেউ কেউ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ এর স্থলে عَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ উল্লেখ করেছেন। হাসান (র.) সরাসরি আলী (রা.) থেকে কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নাই।

এই হাদীছটি আতা ইব্‌ন সাইব - আবূ যাবয়ান - আলী (রা.) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। আ'মাশ - আবু যাবয়ান - ইবন আব্বাস - আলী (রা.) সূত্রে মাওকূফরূপে এটি বর্ণিত হয়েছে। এই সূত্রে এটিকে মারফূ' করা হয়নি।

এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র) বলেন, হাসান (র) আলী (রা)-এর সময়কাল পেয়েছেন কিন্তু তিনি তাঁর কাছ থেকে কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

আবূ যাবয়ান (র.)-এর নাম হল হুসায়ন ইব্‌ন জুন্দুব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ হদ প্রতিহত করা প্রসঙ্গে

١٤٢٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُوْعَمْرٍو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ادْرَءُ وا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيْلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوْبَةِ .

১৪২৯. আবদুর রহমান ইব্‌ন আসওয়াদ ও আবূ আমর বাসরী (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যথাসম্ভব মুসলিমদের থেকে হদ প্রতিহত করতে চেষ্টা করবে। সম্ভব হলে, কোন উপায় থাকলে তাকে তার পথে ছেড়ে দিও। কারণ, ইমাম বা কর্তৃপক্ষের শাস্তি প্রদান করে ভুল করা অপেক্ষা ক্ষমা করে ভুল করা শ্রেয়।

١٤٣٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيْعَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَائِشَةَ لَانَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَرِوَايَةُ وَكِيْعٍ أَصَحُّ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هٰذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ قَالُوْا مِثْلَ ذٰلِكَ وَيَزِيْدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ ضَعِيْفٌ فِي الْحَدِيْثِ وَيَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ زِيَادٍ الْكُوْفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ هٰذَا وَأَقْدَمُ .

১৪৩০. হান্নাদ (র.)........ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ (র.) থেকে মুহাম্মাদ ইব্ন রাবীআ-এর অনুরূপ (১৪২৯ নং) হাদীছ বর্ণিত আছে। কিন্তু তিনি তা মারফূ' রূপে বর্ণনা করেন নি।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

মুহাম্মাদ ইব্ন রাবীআ - ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ আদ-দিমাশকী -যুহরী- উরওয়া - আইশা (রা.) - নবী ﷺ সূত্র ব্যতিরেকে আইশা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি (১৪২৯ নং) মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই।

ওয়াকী' (র.)ও ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ (র.)-এর বরাতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন তবে তিনি এটিকে মারফূ' হিসাবে রিওয়ায়াত করেন নি। ওয়াকী' (র.)-এর রিওয়ায়াতটিই অধিকতর সাহীহ্।

একাধিক সাহাবী (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তাঁরাও এরূপ কথা বলেছেন।

ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ দিমাশকী হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ। আর ইয়াযীদ ইব্ন আবী যিয়াদ কূফী হলেন এই ইয়াযীদের তুলনায় অধিকতর আস্থাশীল ও অগ্রগণ্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّتْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখা প্রসঙ্গে

١٤٣١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْاٰخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ عَلٰى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ .

وَ فِي الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ هٰكَذَا رَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ رِوَايَةِ أَبِيْ عَوَانَةَ وَرَوٰى أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَكَانَ هٰذَا أَصَحَّ مِنَ الْحَدِيْثِ الْأَوَّلِ ، حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ .

১৪৩১. কুতায়বা (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিম থেকে দুনিয়ার কোন একটি পেরেশানী দূর করবে আল্লাহ তা'আলা তার আখিরাতের একটি পেরেশানী দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের একটি দোষ গোপন রাখবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ ঢেকে রাখবেন। আল্লাহ্ ততক্ষণ কোন বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ সে তার এক ভাইয়ের সাহায্যে ব্যস্ত থাকে।

এই বিষয়ে উকবা ইব্ন আমির ও ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা.)-এর এই হাদীছটিকে একাধিক রাবী আ'মাশ – আবূ সালিহ – আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে নবী ﷺ থেকে আবূ আওয়ানা (র.)-এর রিওয়ায়াতের (১৪৩১ নং) অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আসবাত ইবন মুহাম্মাদ (র.)ও আমাশ (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবূ সালিহ (র.)-এর সূত্রেও আমার কাছে আবূ হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

উবায়দ ইবন আসবাত ইবন মুহাম্মাদ (র.)......আমাশ (র.) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٤٣٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ وَلَايُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

১৪৩২. কুতায়বা (র.).......সালিম তার পিতা আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুলম করেব না, তাকে ধ্বংসের জন্য সমর্পণ করবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পুরণে ব্যস্ত থাকে, আল্লাহ তাঁর প্রয়োজন পুরণে ব্যস্ত থাকেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দুঃখ দূর করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার কিয়ামতের দিনের কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন।

এই হাদীছ হাসান-সাহীহ , ইবন উমার (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছ হিসাবে গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّلْقِيْنِ فِي الْحَدِّ

অনুচ্ছেদ ঃ হদের ক্ষেত্রে বারবার বুঝানো

١٤٣٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ : أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ ؟ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّيْ ؟ قَالَ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلٰى جَارِيَةِ اٰلِ فُلَانٍ قَالَ نَعَمْ ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَبِهِ فَرُجِمَ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، وَرَوٰى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلاً وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

১৪৩৩. কুতায়বা (র.)......ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ মাইয ইবন মালিক (রা.)-কে বলেছিলেন, তোমার বিষয়ে আমার কাছে যে খবর পৌঁছেছে তা কি সত্য ? মাইয বললেন, আমার সম্পর্কে

আপনার কাছে কি খবর এসেছে ? তিনি বললেন, আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, তুমি অমুক কবীলার এক দাসীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছ ? মাইয বললেন, হ্যাঁ।

তারপর মাইয চারবার শাহাদাত সহ অপরাধের স্বীকৃতি দেন। অনন্তর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে মাইযকে 'রজম' করা হয়।

এই বিষয়ে সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। শু'বা (র.) এই হাদীছটিকে সিমাক ইব্ন হারব - সাঈদ - ইব্ন জুবায়র (র.) সূত্রে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি এতে ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর উল্লেখ করেন নি।

بَابُ مَاجَاءَ فِي دَرْءِ الْحَدِّ عَنِ الْمُعْتَرِفِ إِذَا رَجَعَ

অনুচ্ছেদ ঃ অপরাধ স্বীকারকারী যদি তার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে তবে তার উপর হদ প্রয়োগ না করা।

١٤٣٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزٌ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنٰى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّهُ قَدْ زَنٰى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّهُ قَدْ زَنٰى فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ حَتّٰى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْىُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتّٰى مَاتَ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ فَرَّ حِيْنَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلَّا تَرَكْتُمُوْهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، وَرُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا .

১৪৩৪. আবূ কুরায়ব (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাইয আসলামী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন এবং বললেন যে, তিনি যিনা করে ফেলেছেন। নবী ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনিও ঐ দিকে গিয়ে বললেন যে, তিনি যিনা করে ফেলেছেন। নবী ﷺ মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনিও সেই দিকে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এ তো যিনা করে বসেছে। চতুর্থবারে নবী ﷺ তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। অনন্তর তাকে "হার্‌রা"-এর দিকে বের করে নিয়ে যাওয়া হল এবং পাথর ছুড়ে রাজম করা (শুরু) হল। পাথরের আঘাত যখন তাকে স্পর্শ করল তিনি দৌড়ে পালাতে শুরু করলেন। এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে তিনি দৌড়ে যাচ্ছিলেন। ঐ ব্যক্তির হাতে ছিল একটি উটের চোয়াল। তা দিয়ে সে তাঁকে আঘাত করে এবং অজানা লোকেরাও তাঁকে আঘাত করেন। শেষে তিনি মারা যান।

পরে লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এই কথার আলোচনা করেন যে, পাথরের আঘাত ও মৃত্যুর স্পর্শ পেয়ে মাইয পালাতে গিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে তোমরা কেন ছেড়ে দিলে না?

১০—

এই হাদীছটি হাসান। এটি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। এই হাদীছটি আবূ সালামা -- জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٤٣٥. حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ، مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ أَعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، حَتّٰى شَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبِكَ جُنُوْنٌ ؟ قَالَ لاَ قَالَ أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَبِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلّٰى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتّٰى مَاتَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُعْتَرِفَ بِالزِّنَا إِذَا أَقَرَّ عَلٰى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أَقَرَّ عَلٰى نَفْسِهِ مَرَّةً أُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ . وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ ابْنِيْ زَنٰى بِامْرَأَةِ هٰذَا الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلٰى امْرَأَةِ هٰذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ، وَلَمْ يَقُلْ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ .

১৪৩৫. হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল (র.)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে যিনায় পতিত হওয়ার স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। পুনরায় সে তার নিজের অপরাধের স্বীকৃতি প্রকাশ করে। কিন্তু তিনি (এই বারও) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এমন কি শেষে এই লোকটি নিজের বিষয়ে চারবার শাহাদাত সহ স্বীকৃতি প্রকাশ করে। অনন্তর নবী ﷺ তাকে বললেন, তোমার মাঝে কি পাগলামী আছে ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি কি বিবাহিত ? সে বলল, হ্যাঁ। শেষে তিনি নির্দেশ দিলেন এবং এ প্রেক্ষিতে ঈদগাহে তাকে "রাজম" করা হয়। তাকে যখন পাথরের আঘাত স্পর্শ করতে লাগল তখন তিনি পালাতে চাইলেন। কিন্তু তিনি ধরা পড়লেন এবং "রাজম" প্রয়োগে মারা যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সম্পর্কে সপ্রশংস ও ভাল আলোচনা করেন। কিন্তু নিজে তাঁর সালাতুল জানাযা আদায় করেন নি।[১]

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

এতদনুসারে কতক আলিমের আমল রয়েছে যে, যিনার স্বীকৃতি দানকারী যদি চারবার শাহাদত সহ স্বীয় অপরাধ স্বীকার করে তবে তার উপর হদ প্রয়োগ করা হবে। এ হল ইমাম [আবূ হানীফা], আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।

কতক আলিম বলেন, যদি একবারও কেউ স্বীয় অপরাধ স্বীকার করে নেয় তার উপর হদ প্রয়োগ করা যাবে।

১. একাধিক সাহীহ্ রিওয়ায়াতে আছে যে, তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করেছিলেন।

এ হল ইমাম মালিক ইব্ন আনাস ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত। এই বক্তব্য প্রদানকারীগণের দলীল হল আবূ হুরায়রা ও যায়দ ইব্ন খালিদ (রা.) বর্ণিত রিওয়ায়াতটি। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে দুই ব্যক্তি অভিযোগ নিয়ে হাযির হয়। তাদের একজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার ছেলে এই ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে যিনা করে বসেছে।.......দীর্ঘ এই হাদীছে আছে যে, নবী ﷺ বললেন, "হে উনায়স, ভোরেই এই ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট যাও। সে যদি যিনার কথা স্বীকার করে তবে তাদের দুজনকে 'রজম' বিধান করবে।" –এই হাদীছে নবী ﷺ বলেননি যে, যদি সে চার বার স্বীকার করে তবে......।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَشْفَعَ فِى الْحُدُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ হদের ব্যাপারে সুপারিশ করা ঠিক নয়।

١٤٣٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ ، فَقَالُوْا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَقَالُوْا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ : اِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَأَيْمُ اللّٰهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ الْعَجْمَاءِ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَيُقَالُ مَسْعُوْدُ بْنُ الْاَعْجَمِ وَلَهُ هٰذَا الْحَدِيْثُ .

১৪৩৬. কুতায়বা (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মাখযূমী গোত্রের যে মহিলাটি চুরি করেছিল তার বিষয়টি কুরায়শদের খুবই উদ্বিগ্ন করে তোলে। তারা নিজেদের মধ্যে বলল, এর বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কথা বলবার মত কে আছে? কেউ কেউ বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একান্ত প্রিয় পাত্র উসামা ইব্ন যায়দ ব্যতীত আর কেউ সাহস পাবে না। তারপর উসামা এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কথা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি আমার কাছে আল্লাহ্র নির্দ্ধারিত হদসমূহের অন্যতম হদ সম্পর্কে সুপারিশ করছ ? এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং খুতবা দিয়ে বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এই জন্যই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের মধ্যে প্রতিপত্তিশালী ভদ্র ঘরের কেউ যদি চুরি করত তবে তারা তাকে ছেড়ে দিত আর দুর্বল কোন ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর হদ প্রয়োগ করত। আল্লাহ্র কসম, মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত তবুও আমি অবশ্যই তার হাত কাটতাম।

এই বিষয়ে মাসঊদ ইব্নুল আজমা ইনি বর্ণনান্তরে ইব্নুল আ'জাম বলে কথিত - ইব্ন উমার ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ تَحْقِيْقِ الرَّجْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'রজম'–এর প্রমাণ।

١٤٢٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، وَ رَجَمَ أَبُوْ بَكْرٍ وَ رَجَمْتُ ، وَ لَوْ لاَ أَنِّيْ أَكْرَهُ أَنْ أَزِيْدَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ لَكَتَبْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَإِنِّيْ قَدْ خَشِيْتُ أَنْ تَجِيْءَ أَقْوَامٌ فَلاَ يَجِدُوْنَهُ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَيَكْفُرُوْنَ بِهِ .

قَالَ وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُمَرَ .

১৪৩৭. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)......উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'রাজম'–এর বিধান দিয়েছেন, আবূ বাকরও 'রাজম'–এর বিধান দিয়েছেন আর আমিও 'রাজম'–এর বিধান দিয়েছি। আল্লাহ্‌র কিতাবে অতিরিক্তকরণ যদি আমি হারাম মনে না করতাম তবে অবশ্যই আমি এই বিধানটি আল্লাহ্‌র কিতাবে লিখে দিতাম। কারণ আমি আশংকা করি (ভবিষ্যতে) একদল লোক হয়ত এমন আসবে তারা যখন রাজম–এর বিধান আল্লাহ্‌র কিতাবে পাবে না তখন তা অস্বীকার করে বসবে।

এই বিষয়ে আলী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সাহীহ্। একাধিক সূত্রে এটি উমার (রা.)–এর সূত্রে বর্ণিত আছে।

١٤٢٨. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَالْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَكَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ اٰيَةُ الرَّجْمِ ، فَرَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَ إِنِّيْ خَائِفٌ أَنْ يَطُوْلَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ فَيَقُوْلَ قَائِلٌ : لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ ، فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللّٰهُ ، أَلاَ وَ إِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلٰى مَنْ زَنٰى إِذَا أَحْصَنَ ، وَ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَبَلٌ أَوِ اعْتِرَافٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ . قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ .

১৪৩৮. সালামা ইব্ন শাবীব, ইসহাক ইব্ন মানসূর, হাসান ইব্ন আলী আল খাল্লাল প্রমুখ (র.)......উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই সত্য সহ মুহাম্মাদ ﷺ–কে প্রেরণ করেছেন। তাঁর উপর নাযিল করেছেন কিতাব। তাঁর উপর তিনি যা নাযিল করেছেন তাতে "রাজম"–এর বিধান সম্বলিত আয়াত ছিল। [অনন্তর তার তিলাওয়াত বা পাঠ রহিত (মানসূখ) হয়ে যায়] রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজেও রাজম–

এর বিধান দিয়েছেন। তাঁর তিরোধানের পর আমরাও রাজম করেছি। আমার আশংকা হয় যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর কেউ হয়ত বলবে, আমরা তো আল্লাহ্‌র কিতাবে "রাজম"-এর কথা পাই না। ফলে তারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত ফরয ও অবশ্য করণীয় বিধান পরিত্যাগের কারণে গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সাবধান, কোন ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তার উপর "রাজম" শাস্তি প্রয়োগ করা হল সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান যদি সে বিবাহিত হয় এবং স্বাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় বা তার গর্ভ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে বা সে যদি অপরাধ স্বীকার করে নেয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ عَلَى الثَّيِّبِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহিত ব্যক্তির উপর 'রজম' প্রয়োগ।

١٤٢٩. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ أَنَّهُمْ كَانُوْا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فَقَامَ إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا وَقَالَ أَنْشُدُكَ اللهَ يَارَسُوْلَ اللهِ لَمَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ أَجَلْ يَارَسُوْلَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنْ لِيْ فَأَتَكَلَّمَ إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا فَزَنَا بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُوْنِيْ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَفَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ثُمَّ لَقِيْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَزَعَمُوْا أَنَّ عَلَى ابْنِيْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَاغْدُ يَاأُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا .

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ بِمَعْنَاهُ .

قَالَ وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ وَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ و هَزَّالٍ وَ بُرَيْدَةَ وَ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ وَ أَبِيْ بَرْزَةَ وَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهٰكَذَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَمَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَوْا بِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوْهَا ، فَإِنْ زَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَبِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ

وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوْا : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ. هٰكَذَا رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ الْحَدِيْثَيْنِ جَمِيْعًا عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ وَحَدِيْثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَهِمَ فِيْهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَدْخَلَ حَدِيْثًا فِيْ حَدِيْثٍ وَالصَّحِيْحُ مَارَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِيُّ وَيُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوْهَا وَالزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ شِبْلِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ الْأَوْسِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ وَهٰذَا الصَّحِيْحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَشِبْلُ بْنُ خَالِدٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا رَوَى شِبْلٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ الْأَوْسِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهٰذَا الصَّحِيْحُ وَحَدِيْثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ شِبْلُ بْنُ حَامِدٍ وَهُوَ خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ شِبْلُ بْنُ خَالِدٍ وَيُقَالُ أَيْضًا شِبْلُ بْنُ خُلَيْدٍ .

১৪৩৯. নাসর ইব্‌ন আলী প্রমুখ (র.).......আবূ হুরায়রা, যায়দ ইব্‌ন খালিদ ও শিবল (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা নবী ﷺ-এর কাছে ছিলেন। এমন সময় তাঁর নিকট দুই ব্যক্তি বিবাদ করতে করতে এল। একজন তাঁর নিকট দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব দিয়ে ফায়ছালা করে দিবেন। তার চাইতে অধিকতর বোধসম্পন্ন তার সঙ্গীটি বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারেই আমাদের মাঝে ফায়ছালা করে দিবেন। আর আমাকে কথা বলতে অনুমতি দিন। আমার ছেলে এই ব্যক্তির কাছে মজদূর হিসাবে ছিল। অনন্তর সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করে বসেছে। লোকেরা আমাকে অবহিত করল যে, আমার পুত্রের উপর 'রজম' প্রযোজ্য। ফলে আমি এর বদলে একশত বকরী ও একজন খাদিম ফিদ্‌য়া রূপে দিয়ে দেই। পরে আলেমদের মত কিছু লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। তাঁরা মত দিলেন, আমার ছেলের উপর প্রযোজ্য হল এক শত কোড়া এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দণ্ড। আর রজম হল এই ব্যক্তির স্ত্রীর উপর।

তখন নবী ﷺ বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম, অবশ্যই তোমাদের মাঝে আমি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে ফায়ছালা করব। একশত ছাগল ও খাদিম তোমার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হবে। তোমার পুত্রের উপর শাস্তি হল, একশত কোড়া ও এক বছরের জন্য নির্বাসন দণ্ড। হে উনায়স, তুমি ভোরে এর স্ত্রীর কাছে যাবে। যদি সে তার অপরাধ স্বীকার করে তবে তাকে 'রাজম' দণ্ড দেবে।

পরে তিনি ভোরে ঐ মহিলাটির কাছে গেলে সে অপরাধ স্বীকার করে। ফলে তিনি তাকে 'রজম' করেন।

ইসহাক ইব্‌ন মূসা আল-আনসারী (র.).......আবূ হুরায়রা ও যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

কুতায়বা (র.)......ইব্‌ন শিহাব (র.) থেকে মালিক (র.) সূত্রে অনুরূপ মর্মে (১৪৩৯ নং) হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই বিষয়ে আবূ বাকর, উবাদা ইব্‌নুস সামিত, আবূ হুরায়রা, আবূ সাঈদ, ইব্‌ন আব্বাস, জাবির ইব্‌ন সামুরা, হায্যাল, বুরায়দা, সালামা ইব্‌নুল মুহাব্বাক, আবূ বারযা ও ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা ও যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

মালিক ইব্‌ন আনাস, মা'মার (র.) প্রমুখ যুহরী থেকে উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ - আবূ হুরায়রা ও যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উক্ত সনদে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ দাসী যদি যিনা করে তবে তাকে দুররা মার। চতুর্থ বারও যদি সে যিনায় লিপ্ত হয় তবে একটি দড়ির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দিবে।

সুফইয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র.) অনুরূপ ভাবে এটিকে যুহরী সূত্রে উবায়দুল্লাহ্‌র মাধ্যমে আবূ হুরায়রা যায়দ ইব্‌ন খালিদ ও শিবল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন ; তারা বলেনঃ আমরা নবী ﷺ এর কাছে ছিলাম........।

ইব্‌ন উয়ায়না দু'টি হাদীছকেই আবূ হুরায়রা, যায়দ ইব্‌ন খালিদ ও শিবল (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইব্‌ন উয়ায়না (র.)-এর রিওয়ায়াতে ওয়াহ্‌ম বা বিভ্রান্তি ঘটেছে। এ বিভ্রান্তি স্বয়ং সুফইয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র.) থেকে ঘটেছে। তিনি একটি রিওয়ায়াতকে আর একটি রিওয়ায়াতের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছেন।

সাহীহ হল যুবায়দী, ইউনুস ইব্‌ন উবায়দ ও যুহরীর ভ্রাতুষ্পুত্র - যুহরী সূত্রে উবায়দুল্লাহ্‌র মাধ্যমে আবূ হুরায়রা ও যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা.) এর সনদে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি দাসী যিনা করে.......(অপর সূত্র) এবং যুহরী - উবায়দুল্লাহ থেকে, তিনি শিবল ইব্‌ন খালিদ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মালিক আওসী (রা.) থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যদি দাসী যিনা করে.......। হাদীছ বিশারদগণের মতে এটি সাহীহ্।

শিবল ইব্‌ন খালিদ (র.) নবী ﷺ এর সাক্ষাত পান নাই। তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মালিক আওসী (রা.)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। এটি সাহীহ্। ইব্‌ন উয়ায়নার রিওয়ায়াতটি 'মাহফূজ' নয়। তার থেকে এও বর্ণিত আছে যে, তিনি নামোল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন শিবল ইব্‌ন হামিদ, অথচ তা হল ভুল। আসলে তিনি শিবল ইব্‌ন খালিদ এবং তাঁকে শিবল ইব্‌ন খুলায়দও বলা হয়।

١٤٤٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذُوْا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا الثَّيِّبُ تُجْلَدُ وَتُرْجَمُ وَإِلٰى هٰذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ إِسْحٰقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَغَيْرُهُمَا الثَّيِّبُ إِنَّمَا عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَلَا يُجْلَدُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُ هٰذَا فِيْ غَيْرِ حَدِيْثٍ فِيْ قِصَّةِ مَاعِزٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ أَمَرَ بِالرَّجْمِ وَلَمْ يَأْمُرْ أَنْ يُجْلَدَ قَبْلَ أَنْ يُرْجَمَ . وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ .

১৪৪০. কুতায়বা (র.).....উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

বললেন, আমার নিকট থেকে এই বিধান গ্রহণ কর ; আল্লাহ্ তা'আলা এদের (ব্যভিচারীদের) জন্য একটি পথ বাতলে দিয়েছেন। বিবাহিত ব্যক্তি যদি বিবাহিতার সাথে তা করে তবে দণ্ড হল একশ বেত্রাঘাত, এরপর প্রস্তরাঘাতে হত্যা। আর অবিবাহিত ব্যক্তি যদি অবিবাহিতার সাথে তা করে তবে একশ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

আলী ইব্ন আবূ তালিব, উবায় ইব্ন কা'ব, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) সহ সাহাবীদের মধ্যে কতক আলিমের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, বিবাহিতদেরকে দুররা মারা হবে এবং রাজমও করা হবে। এ-ই কতক আলিমের মাযহাব। আর ইমাম ইসহাক (র.)-এরও এ অভিমত।

আবূ বাকর, উমার প্রমুখ (রা.) সহ সাহাবীদের মধ্যে কতক আলিমের অভিমত হল বিবাহিতদের কেবল রাজম করা হবে, দুররা মারা হবে না। মাইয ও অন্যান্যদের ঘটনা প্রসঙ্গে একাধিক রিওয়ায়াতেও নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি 'রাজম'-এর নির্দেশ দিয়েছেন। রাজম-এর পূর্বে দুররা মারার নির্দেশ দেননি। কতক আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। এ হল ইমাম [আবূ হানীফা] সুফইয়ান ছাওরী, ইব্ন মুবারক, শাফিঈ ও আহমাদ (র.)-এর অভিমত।

بَابُ تَرَبُّصِ الرَّجْمِ بِالْحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ

অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভবতী মহিলার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত 'রাজম' বিলম্ব করা।

١٤٤١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِالزِّنَا فَقَالَتْ إِنِّيْ حُبْلَى فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأَخْبِرْنِيْ فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَجَمْتَهَا ثُمَّ تُصَلِّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৪৪১. হাসান ইব্ন আলী (র.).......ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জুহায়না কবীলার জনৈক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট যিনার কথা স্বীকার করল এবং সে বলল, আমি গর্ভবতী। তখন নবী ﷺ ঐ মেয়েটির অভিভাবককে ডাকলেন এবং তাকে বললেন, তার সাথে ভাল ব্যবহার করবে এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আমাকে তা অবহিত করবে। সে তাই করল। তখন তিনি মেয়েটির কাপড়-চোপড় ভাল করে শরীরে বাঁধতে বললেন এবং 'রজম'-এর নির্দেশ দিলেন। তখন তাকে রজম করা হল। তারপর রাসূল ﷺ তার সালাতুল জানাযা আদায় করলেন। তখন উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, একে রজম করলেন আবার তার সালাতুল জানাযাও আদায় করলেন ?

নবী ﷺ বললেন, এই মেয়েটি এমন তওবা করেছে যে, মদীনার সত্তর জনের মাঝেও যদি তা বন্টন করে দেওয়া হয় তবু তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজের জান দিয়ে দিল, এর চেয়েও উত্তম কিছু তুমি পেয়েছ?

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي رَجْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিতাবীদের রজম প্রসঙ্গে।

١٤٤٢. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১৪৪২. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী (র.)……ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ইয়াহূদী পুরুষ ও স্ত্রীলোকের উপর 'রাজম' কায়েম করেন।

হাদীছটিতে ঘটনার আরো বিবরণ রয়েছে। এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٤٤٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْبَرَاءِ وَجَابِرٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى وَعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا اخْتَصَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ وَتَرَافَعُوا إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ حَكَمُوا بَيْنَهُمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَبِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُقَامُ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ فِي الزِّنَا ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .

১৪৪৩. হান্নাদ (র.)……জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ইয়াহূদী পুরুষ ও ইয়াহূদী স্ত্রীলোককে 'রাজম' দণ্ড দিয়েছেন।

এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার, বারা, জাবির, ইব্‌ন আবূ আওফা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন জায ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.)-এর রিওয়ায়তের মধ্যে এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

অধিকাংশ আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, কিতাবীরা যদি তাদের বিবাদ মুসলিম বিচারকদের নিকট উথাপন করে তবে বিচারকগণ কুরআন সুন্নাহ ও মুসলিমদের বিধান অনুসারেই তাদেরও ফায়ছালা দিবেন। এ হল ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। কতক আলিম (ইমাম আবূ হানীফা সহ) বলেন, যিনার ক্ষেত্রে তাদের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না।

প্রথমোক্ত অভিমতটি অধিকতর সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفْي

অনুচ্ছেদ ঃ নির্বাসন দণ্ড প্রসঙ্গে

١٤٤٤ . حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ وَيَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ إِدْرِيْسَ فَرَفَعُوْهُ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ إِدْرِيْسَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ . حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ إِدْرِيْسَ ، وَ هٰكَذَا رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ ابْنِ إِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ نَحْوَ هٰذَا وَ هٰكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَ أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ ، وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَ قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ النَّفْيُ رَوَاهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَغَيْرُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، مِنْهُمْ أَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عَلِيٌّ وَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَ أَبُوْ ذَرٍّ وَ غَيْرُهُمْ ، وَ كَذٰلِكَ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِيْنَ وَ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَ إِسْحٰقَ .

১৪৪৪. আবূ কুরায়ব ও ইয়াহইয়া ইব্‌ন আকছাম (র.).......ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দুররাঘাত ও নির্বাসন দণ্ড দিয়েছেন : আবূ বাকর (রা.)ও দুররাঘাত ও নির্বাসন দণ্ড দিয়েছেন; উমার (রা.)ও দুররাঘাত ও নির্বাসন দণ্ড দিয়েছেন।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, যায়দ ইব্‌ন খালিদ, উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি গারীব। একাধিক রাবী এটিকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইদরীস (র.)-সূত্রে মারফূ রূপে বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ এই হাদীছটিকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইদরীস – উবায়দুল্লাহ – নাফি' – ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ বাকর (রা.) দুররাঘাত ও নির্বাসন দণ্ড দিয়েছেন। উমার (রা.) দুররাঘাত ও নির্বাসন দণ্ড দিয়েছেন।

আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র.).......আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইদরীস (র.) সূত্রে তা রিওয়ায়াত করেছেন।

ইব্‌ন ইদরীস (র.)-এর বরাত ছাড়াও উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার(র.) থেকে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) ও নাফি' – ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রে এইরূপ বর্ণনা করেছেন যে, আবূ বাকর (রা.) দুররাঘাত ও নির্বাসন দণ্ড দিয়েছেন, উমার (রা.)ও দুররাঘাত ও নির্বাসন দণ্ড প্রদান করেছেন। এই সনদে নবী ﷺ -এর উল্লেখ নেই।

রাসূল ﷺ থেকেও নির্বাসন দণ্ড দানের সাহীহ রিওয়ায়াত বিদ্যমান। আবূ হুরায়রা, যায়দ ইব্‌ন খালিদ ও বাদা ইব্‌নুস সামিত (রা.) প্রমুখ নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মের হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আবূ বাকর, উমার, আলী, বাই ইব্‌ন কা'ব, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, আবূ যার প্রমুখ সাহাবীগণ (রা.) এই হাদীছ অনুসারে আমল রেছেন। একাধিক তাবিঈ ফকীহ থেকে তদ্রূপ অভিমত বর্ণিত আছে। এ হল সুফইয়ান ছাওরী, মালিক ইব্‌ন নাস, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْحُدُوْدَ كَفَّارَةٌ لِأَهْلِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ হদ প্রয়োগ অপরাধীর জন্য কাফ্‌ফারা স্বরূপ।

١٤٤٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْ الصَّامِتِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تُبَايِعُوْنِيْ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا ، وَلاَ تَسْرِقُ وَلاَ تَزْنُوْا قَرَأَ عَلَيْهِمُ الْآيَةَ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّا لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللّٰهِ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَجَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى :حَدِيْثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَمْ أَسْمَعْ فِي هٰذَا الْبَا أَنَّ الْحُدُوْدَ تَكُوْنُ كَفَّارَةً لِأَهْلِهَا شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأُحِبُّ لِمَنْ أَصَابَ ذَنْ فَسَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ وَيَتُوْبَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ ، وَكَذٰلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ أَنَّهُمَا أَمَر رَجُلاً أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ .

১৪৪৫. কুতায়বা (র.)......উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর াছে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে এই বিষয়ে বায়আত কর যে, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক রবে না। চুরি করবে না। ব্যভিচার করবে না। তিনি সম্পূর্ণ আয়াতটি [সূরা মুমতাহিনা ৬০:১২] তিলাওয়াত রেন। তোমাদের মধ্যে যে এই বায়আত পূরণ করবে তার প্রতিদান আল্লাহ্‌র যিম্মায়। আর কেউ যদি এইগুলির কান কিছুতে লিপ্ত হয়ে পড়ে আর এর জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হয় তবে তা হবে তার জন্য কাফ্‌ফারা স্বরূপ। ার কেউ যদি এগুলোর কোন একটিতে লিপ্ত হয় আর আল্লাহ্ তার এ অপরাধ ঢেকে রাখেন তবে তা আল্লাহ্‌র পর ন্যাস্ত। ইচ্ছা করলে তিনি আযাব দিবেন আর ইচ্ছা করলে তিনি মাফ করে দিবেন।

এই বিষয়ে আলী, জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ ও খুযায়মা ইব্‌ন ছাবিত (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উবাদা ইব্‌নুস সামিত (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, 'হদ প্রয়োগ পরাধীর জন্য কাফ্‌ফারা স্বরূপ' এতদ্‌বিষয়ে এই হাদীছটি অপেক্ষা উত্তম কোন কিছু আমি শুনিনি।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, কেউ যদি কোন গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে আর আল্লাহ্ তা'আলা তা গোপন রাখেন তবে তার জন্য নিজেও তা গোপন রাখা এবং তার প্রভুর কাছে তওবা করতে থাকাই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আবূ বাকর ও উমার (রা.) থেকে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, তারা এক ব্যক্তিকে নিজের অপরাধ গোপন রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْإِمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ দাসীদের উপর হদ্দ প্রয়োগ।

١٤٤٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ الْأَوْسِيِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ رَأَوْا أَنْ يُقِيْمَ الرَّجُلُ الْحَدَّ عَلَى مَمْلُوْكِهِ دُوْنَ السُّلْطَانِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ وَلَا يُقِيْمُ الْحَدَّ هُوَ بِنَفْسِهِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .

১৪৪৬. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো কোন দাসী যদি যিনা করে তবে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে তাকে তিনবার (পর্যন্ত) দুররা মারবে। এরপরও যদি সে এতে পুনরায় লিপ্ত হয় তবে চুলের একটি দড়ির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দিবে।

এই বিষয়ে আলী, আবূ হুরায়রা, যায়দ ইব্‌ন খালিদ এবং শিবল – আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিক আওসী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। একাধিক সূত্রে এটি তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিমের আমল এতদনুসারে রয়েছে। তাঁদের মত হল যে, শাসক নয় বরং মালিকই তার দাস-দাসীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করবে। এ হল আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। [ইমাম আবূ হানীফা (র.) সহ] কতক আলিম বলেন, শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট তা পেশ করতে হবে। কেউ নিজে হদ্দ কায়েম করতে পারবে না।

প্রথমোক্ত অভিমতটি অধিকতর সাহীহ্।

١٤٤٧. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيْمُوا الْحُدُوْدَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ وَإِنَّ أَمَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ زَنَتْ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَجْلِدَهَا فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا

هِيَ حَدِيْثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيْتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا أَوْ قَالَ تَمُوْتُ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ أَحْسَنْتَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَ السُّدِّيُّ اسْمُهُ إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ مِنَ التَّابِعِيْنَ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ·

১৪৪৭. হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল (র.)......আবূ আবদুর রহমান সুলামী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা.) এক ভাষণে বলেছিলেন, হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের বিবাহিত অবিবাহিত দাস-দাসীদের উপর হদ প্রয়োগ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি দাসী যিনা করে বসে। তখন তিনি তাকে দুররা মারতে আমাকে নির্দেশ দেন। আমি তার কাছে এসে দেখি যে, নব প্রসূতি। সুতরাং আমার আশংকা হল যে, যদি তাকে দুররা মারি তবে হয়ত তাকে হত্যা করে ফেলব। অথবা বলেছেন যে, সে মারা যাবে। অনন্তর নবী ﷺ-এর কাছে এসে তা উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, তুমি ভাল করেছ।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্‌। রাবী সুদ্দীর নাম হল ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুর রাহমান। তিনি একজন তাবিঈ। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে তিনি হাদীছ শুনেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ নেশাগ্রস্তের হদ।

١٤٤٨. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زَيْدِ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيْقِ الْبَاجِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ الْحَدَّ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِيْنَ ، قَالَ مِسْعَرٌ أَظُنُّهُ فِي الْخَمْرِ ·

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَزْهَرَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَالسَّائِبِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَأَبُو الصِّدِّيْقِ النَّاجِيُّ إِسْمُهُ بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو وَيُقَالُ بَكْرُ بْنُ قَيْسٍ ·

১৪৪৮. সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র.)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় জুতা দিয়ে চল্লিশ আঘাতের দ্বারা হদ কায়েম করেন।

রাবী মিসআর (র.) বলেন, আমার ধারণায় বিষয়টি ছিল মদ্যপান সম্পর্কে।

এই বিষয়ে আলী, আবদুর রহমান ইব্‌ন আযহার, আবূ হুরায়রা, সাইব, ইব্‌ন আব্বাস ও উকবা ইব্‌ন হারিছ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্‌।

রাবী আবূ সিদ্দীক বাজী (র.)-এর নাম হল বাকর ইব্‌ন আমর। মতান্তরে বাকর ইব্‌ন কায়স।

١٤٤٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الأَرْبَعِينَ وَفَعَلَهُ أَبُوْ بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ كَأَخَفِّ الْحُدُوْدِ ثَمَانِيْنَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ حَدَّ السَّكْرَانِ ثَمَانُوْنَ .

১৪৪৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তিকে আনা হল। সে মদ পান করেছিল। তখন তিনি তাকে দুইটি খেজুর ডাল দিয়ে প্রায় চল্লিশ ঘা মারেন। পরবর্তীতে আবূ বাকরও তা করেন। উমার যখন খলীফা হলেন তখন তিনি এই বিষয়ে লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা.) বললেন, সর্বনিম্ন হদ হল আশি ঘা দুররা মারা। তখন উমার (রা.) এ সংখ্যক হদ কার্যকরী করেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের আমল এতদনুসারে রয়েছে যে, নেশাগ্রস্তের হদ হল আশি দুররা।

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ وَمَنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে মদ পান করবে তাকে দুররা মারবে। চতুর্থবারেও যদি এতে পুনর্লিপ্ত হয় তবে হত্যা করবে।

١٤٥٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَالشَّرِيدِ وَشُرَحْبِيْلَ بْنِ أَوْسٍ وَجَرِيْرٍ وَأَبِي الرَّمَدِ الْبَلَوِيِّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ هٰكَذَا رَوَى الثَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ حَدِيثُ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَإِنَّمَا كَانَ هٰذَا فِي أَوَّلِ الأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ هٰكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ ، قَالَ ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ ، وَكَذٰلِكَ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ

قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا قَالَ فَرُفِعَ الْقَتْلُ وَكَانَتْ رُخْصَةً وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلاَفًا فِي ذٰلِكَ فِي الْقَدِيْمِ وَالْحَدِيْثِ ، وَمِمَّا يُقَوِّي هٰذَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيْرَةٍ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ، وَ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِيْ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ .

১৪৫০. আবূ কুরায়ব (র.)......মুআবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মদপান করে তাকে দুররা মার। চতুর্থবারেও যদি সে এতে পুনরায় লিপ্ত হয় তবে তাকে কতল কর।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, শারীদ, শুরাহবীল ইবন আওস, জারীর, আবূর রামাদ বালাবী ও আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

মুআবিয়া (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি এরূপ ভাবে ছাওরী (র.) আসিম থেকে, আবূ সালিহ থেকে, মুআবিয়া সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবন জুরায়জ ও মা'মার -সুহায়ল ইবন আবূ সালিহ -তার পিতা (আবূ সালিহ) থেকে আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

মুহাম্মাদ বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি এই বিষয়ে আবূ সালিহ থেকে আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ. থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত অপেক্ষা আবূ সালিহ থেকে মুআবিয়া (রা.) সূত্রে - নবী ﷺ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি অধিকতর সাহীহ।

এই বিধানটি ছিল ইসলামের প্রথম যুগের। পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে যায়।

এইরূপভাবে মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক -মুহাম্মাদ ইবন মুনকাদির থেকে জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মদ পান করে তাকে দুররা মার। সে যদি চতুর্থ বারেও আবার এতে লিপ্ত হয়, তবে তাকে কতল করে দাও। রাবী বলেনঃ পরবর্তীতে নবী ﷺ-এর নিকট এমন এক ব্যক্তিকে আনা হল, যে চতুর্থ বারেও মদ পান করেছিল। তখনও তিনি তাকে বেত্র দণ্ড দেন। তাকে হত্যা করেন নি।

যুহরী (র.) এই হাদীছটিকে কাবীসা ইবন যুআয়ব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ সুতরাং কতলের বিধান রহিত হয়ে গেছে। আর তা ছিল একটি অনুমতি (অবকাশ) মাত্র।

সাধারণভাবে আলিমগণের আমল এতদনুসারে রয়েছে। অতীত ও বর্তমান কোন আলিমেরই এই বিষয়ে মতবিরোধের কোন কথা আমরা জানি না। নবী ﷺ থেকে বহু সূত্রে বর্ণিত নিম্নোলিখিত হাদীছটি এই মতটিকে আরো শক্তিশালী করে। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নাই আর আমি আল্লাহর রাসূল তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া সেই ব্যক্তির খুন হালাল নয়; হত্যার বদলে হত্যা, বিবাহিত ব্যভিচারী ও নিজের দীন পরিত্যাগকারী।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ

অনুচ্ছেদঃ কী পরিমাণ চুরিতে চোরের হাত কাটা যাবে ?

١٤٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَتْهُ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ

يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوْعًا ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوْفًا ۔

১৪৫১. আলী ইব্‌ন হুজর (র.).......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক চতুর্থাংশ দীনার বা ততোধিক পরিমাণ চুরিতে হাত কাটার নির্দেশ দিতেন।

আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

একাধিক সূত্রে এই হাদীছটি আমরা (রা.)-এর বরাতে আইশা (রা.) থেকে মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে। কেউ কেউ এটিকে আমরা সূত্রে আইশা (রা.) থেকে মাওকূফ রূপেও বর্ণনা করেছেন।

١٤٥٢ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ۔

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَيْمَنَ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَطَعَا فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّهُمَا قَالَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِيْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِيْنَ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ رَأَوُا الْقَطْعَ فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ إِلَّا فِيْ دِيْنَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَهُوَ حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَالْقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ قَالُوْا لَا قَطْعَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ۔ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : لَا قَطْعَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ۔

১৪৫২. কুতায়বা (র.)....... ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একটি ঢাল চুরিতে রাসূলুল্লাহ হাতকাটার নির্দেশ দেন যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

এই বিষয়ে সা'দ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর, ইব্‌ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা ও উম্মে আয়মান (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

নবী ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে কতক আলিমের আমল এতদনুসারে রয়েছে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আবূ বাকর সিদ্দীক (রা.)ও। তিনি পাঁচ দিরহাম চুরির ক্ষেত্রেও হাত কেটেছেন। উছমান ও আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা দীনারের একচতুর্থাংশ পরিমাণ চুরিতেও হাত কেটেছেন। আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা বলেন, পাঁচ দিরহাম চুরিতে হাত কাটা হবে।

يَقْطَعُ فِى رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوْعًا ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوْفًا ٠

১৪৫১. আলী ইব্‌ন হুজর (র.).......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক চতুর্থাংশ দীনার বা ততোধিক পরিমাণ চুরিতে হাত কাটার নির্দেশ দিতেন।

আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

একাধিক সূত্রে এই হাদীছটি আমরা (রা.)-এর বরাতে আইশা (রা.) থেকে মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে। কেউ কেউ এটিকে আমরা সূত্রে আইশা (রা.) থেকে মাওকূফ রূপেও বর্ণনা করেছেন।

١٤٥٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ ٠

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ وَأَيْمَنَ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْهُمْ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ قَطَعَ فِى خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، وَرُوِىَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِىٍّ أَنَّهُمَا قَطَعَا فِىْ رُبُعِ دِيْنَارٍ، وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَأَبِىْ سَعِيْدٍ أَنَّهُمَا قَالاَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِىْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِيْنَ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ رَأَوُا الْقَطْعَ فِىْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ قَالَ لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِىْ دِيْنَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَهُوَ حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَالْقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ قَالُوْا لاَ قَطْعَ فِىْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ٠ وَرُوِىَ عَنْ عَامٍّ أَنَّهُ قَالَ : لاَ قَطْعَ فِى أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ٠

১৪৫২. কুতায়বা (র.)....... ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একটি ঢাল চুরিতে রাসূলুল্লাহ হাতকাটার নির্দেশ দেন যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

এই বিষয়ে সা'দ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর, ইব্‌ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা ও উম্মু আয়মান (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

নবী ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে কতক আলিমের আমল এতদনুসারে রয়েছে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আবূ বাকর সিদ্দীক (রা.)ও। তিনি পাঁচ দিরহাম চুরির ক্ষেত্রেও হাত কেটেছেন। উছমান ও আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা দীনারের একচতুর্থাংশ পরিমাণ চুরিতেও হাত কেটেছেন। আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা বলেন, পাঁচ দিরহাম চুরিতে হাত কাটা হবে।

কতক তাবিঈ ফকীহ্র আমল এতদনুসারে রয়েছে। এ হল মালিক ইব্ন আনাস, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর মত। তাঁরা এক দীনারের একচতুর্থাংশ বা ততোধিক পরিমাণ চুরিতে হাতকাটার মত পোষণ করেন।

ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এক দীনার বা দশ দিরহাম পরিমাণ ছাড়া হাত কাটা যাবে না।

এই হাদীছটি মুরসাল। কাসিম ইব্ন আবদুর রহমান (র.) এটিকে ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। অথচ কাসিম সরাসরি ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে কিছুই শুনেন নি।

কতক আলিমের আমল এতদনুসারে রয়েছে। এ হল ইমাম [আবূ হানীফা] সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত। তাঁরা বলেন, দশ দিরহাম-এর কম চুরিতে হাত কাটা যাবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ

অনুচ্ছেদ ঃ চোরের হাত লটকে দেওয়া প্রসঙ্গে।

١٤٥٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ : سَأَلْتُ فُضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِيْ عُنُقِ السَّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ ؟ قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيِّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ هُوَ أَخُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ شَامِيٌّ ·

১৪৫৩. কুতায়বা (র.)......আবদুর রহমান ইব্ন মুহায়রীয (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি ফুযালা ইব্ন উবায়দকে চোরের গলায় (কর্তিত) হাত লটকে দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, এটি কি সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত?

তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এক চোরকে নিয়ে আসা হল। তখন তার হাত কাটা হলো। এরপর সেটি তার গলায় লটকে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তখন তার গলায় হাতটি লটকে দেওয়া হল।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব। উমার ইব্ন আলী মুকাদ্দামী - হাজ্জাজ ইব্ন আরতাত সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

আবদুর রহমান ইব্ন মুহায়রীয হলেন আবদুল্লাহ ইব্ন মুহায়রীয শামী-এর ভাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَائِنِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ খিয়ানতকারী ছিনতাইকারী ও লুণ্ঠনকারী প্রসঙ্গে।

١٤٥٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ رَوَاهُ مُغِيْرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ أَخُوْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْقَسْمَلِيِّ ، كَذَا قَالَ ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ بَصْرِيٌّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ·

১৪৫৪. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, খিয়ানতকারী, লুণ্ঠনকারী এবং ছিনতাই কারীর উপর হাত কর্তন প্রযোজ্য নয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এতদনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে।

মুগীরা ইব্‌ন মুসলিম (র.) এটিকে আবুয যুবায়র – জাবির (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইব্‌ন জুরায়জ (র.)-এর অনুরূপ (১৪৫৪ নং) রিওয়ায়াত করেছেন। মুগীরা ইব্‌ন মুসলিম (র.) হলেন, বাসরী, আবদুল আযীয কাসমালী (র.)-এর ভাই। আলী ইব্‌ন মাদীনী (র.) এইরূপই বলেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ফল ও থোড় –এর ক্ষেত্রে হাত কাটা প্রযোজ্য নয়।

١٤٥٥. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَا قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ وَ لَا كَثَرٍ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰكَذَا رَوٰى بَعْضُهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ رِوَايَةِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَ رَوٰى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَ لَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ·

১৪৫৫. কুতায়বা (র.)........রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ফল ও থোড়ের ক্ষেত্রে হাত কাটা নেই।

কতক রাবী ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ – মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন হাব্বান – তার চাচা ওয়াসি' ইব্‌ন হাব্বান – রাফি' – নবী ﷺ থেকে লায়ছ ইব্‌ন সা'দ (র.)-এর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

মালিক ইব্‌ন আনাস (র.) প্রমুখ এই হাদীছটিকে ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ – মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন হাব্বান – রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) – নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে তাঁরা ওয়াসি' ইব্‌ন হাব্বান (র.)-এর উল্লেখ করেন নি।

بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لاَ تُقْطَعَ الْاَيْدِىْ فِى الْغَزْوِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে থাকাবস্থায় হাত কাটা যাবে না।

١٤٥٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَيَّاشٍ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ شُيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِىْ أُمَيَّةَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : لاَ تُقْطَعُ الْاَيْدِىْ فِى الْغَزْوِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، وَقَدْ رَوٰى غَيْرُ ابْنِ لَهِيْعَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ هٰذَا وَيُقَالُ بُسْرُ بْنُ أَبِى أَرْطَاةَ أَيْضًا وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ الْأَوْزَاعِىُّ لاَيَرَوْنَ أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ فِى الْغَزْوِ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ مَنْ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِالْعَدُوِّ ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ وَرَجَعَ إِلٰى دَارِ الْإِسْلاَمِ أَقَامَ الْحَدَّ عَلٰى مَنْ أَصَابَهُ كَذٰلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِىُّ .

১৪৫৬. কুতায়বা (র.)......বুসর ইব্‌ন আরতাত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যুদ্ধে থাকাবস্থায় হাত কাটা যাবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

ইব্‌ন লাহীআ ছাড়া অন্যান্য রাবীও এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বুসর ইব্‌ন আরতাত (রা.)-কে বর্ণনান্তরে বুসর ইব্‌ন আবূ আরতাত রূপেও উল্লেখ করা হয়েছে। আওযাঈ (র.) সহ কতক আলিমের আমল এতদনুসারে রয়েছে। তাঁরা যুদ্ধে থাকাবস্থায় শত্রুর উপস্থিতিতে হদ্দ প্রয়োগ করার মত দেন না। কারণ, এতে আশংকা আছে যে, যার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হল সে হয়ত শত্রুর দলে ভিড়ে যাবে। ইমাম বা ইসলামী প্রশাসক যুদ্ধাঞ্চল থেকে বের হয়ে যখন ইসলামী এলাকায় ফিরে আসবেন তখন তিনি অপরাধীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করবেন। আওযাঈ (র.) এইরূপ কথা ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الرَّجُلِ يَقَعُ عَلٰى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গত হয়।

١٤٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ عَرُوْبَةَ وَ أَيُّوْبَ بْنِ مِسْكِيْنٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : رُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَجُلٌ وَقَعَ عَلٰى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ : لَأَقْضِيَنَّ فِيْهَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَئِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لَأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ .

১৪৫৭. আলী ইব্‌ন হুজর (র.).......হাবীব ইব্‌ন সালিম (র.) থেকে বর্ণিত যে, নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা.)-এর কাছে এমন এক ব্যক্তিকে পেশ করা হল, যে তার স্ত্রীর দাসীর সঙ্গে উপগত হয়েছিল। তিনি বললেন, আমি এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিচারের মত বিচার করব। যদি তার স্ত্রী এই দাসীটিকে তার জন্য হালাল করে দিয়ে থাকে তবে তাকে একশত বেত্রদণ্ড দিব। আর যদি হালাল করে না দিয়ে থাকে তবে তাকে 'রজম' দণ্ড দিব।

النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنْ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرَهَةِ حَدٌّ .

১৪৫৯. আলী ইব্‌ন হুজর (র.).......আবদুল জাব্বার ইব্‌ন ওয়াইল ইব্‌ন হুজর, তাঁর পিতা ওয়াইল ইব্‌ন হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এক মহিলাকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার 'হদ' রহিত করে দিয়েছিলেন। আর যে পুরুষ তাকে ভোগ করেছিল তার উপর হদ প্রয়োগ করেছিলেন। ঐ মহিলার জন্য কোনরূপ 'মহর' নির্দ্ধারণ করেছেন বলে তিনি কিছু উল্লেখ করেন নি।

এই হাদীছটি গারীব। এর সনদ মুত্তাসিল নয়। একাধিক সূত্রে হাদীছটি বর্ণিত আছে।

মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, আবদুল জাব্বার ইব্‌ন ওয়াইল ইব্‌ন হুজর তাঁর পিতা ওয়াইল (রা.) থেকে কিছু শোনেন নি এবং তাকে দেখেন নি। বলা হয়, তার পিতার মৃত্যুর মাস কয়েক পরে তার জন্ম হয়।

এই হাদীছ অনুসারে সাহাবীদের মধ্যে আলিমগণের এবং অন্যান্য আলিমগণের আমল রয়েছে যে, যাকে বাধ্য করা হয়, তার উপর হদ নেই।

١٤٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تُرِيْدُ الصَّلَاةَ فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَيَتَحَلَّلَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ فَانْطَلَقَ وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِيْ كَذَا وَكَذَا فَانْطَلَقُوْا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِيْ ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا فَقَالَتْ نَعَمْ هُوَ هٰذَا فَأَتَوْا بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهَا اذْهَبِيْ فَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكِ ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلاً حَسَنًا وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِيْ وَقَعَ عَلَيْهَا ارْجُمُوْهُ وَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْتَابَهَا أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيْهِ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيْهِ .

১৪৬০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র.).......আলকামা ইব্‌ন ওয়াইল কিনদী তাঁর পিতা ওয়াইল কিন্দী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে জনৈকা মহিলা সালাতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়েছিল। পথে এক ব্যক্তি তাকে স্বীয় কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলে এবং তার প্রয়োজন পূরণ করে। মহিলাটি চিৎকার করলে লোকটি চলে যায়। এই সময় মহিলাটির পাশ দিয়ে আরেক ব্যক্তি যাচ্ছিল। মহিলাটি বলতে লাগল এই পুরুষটিই তার সাথে এমন এমন করেছে। তখন একদল মুহাজির সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। মহিলাটি বলল, এই লোকটিই আমার সঙ্গে এমন এমন করেছে। তখন তারা এই লোকটিকে ধরলেন যার সম্পর্কে মহিলাটি তার সাথে উপগত হওয়ার ধারণা করেছিল। লোকটিকে নিয়ে এলে মহিলাটি বলল, এ-ই সেই লোক। তখন তারা এই লোকটিকে নিয়ে

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। তিনি তাকে 'রাজম'-এর নির্দেশ দিলেন। এই সময় যে লোকটি প্রকৃত পক্ষে উপগত হয়েছিল সেই লোকটি উঠে দাঁড়াল। বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আসলে আমি অপরাধী। রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাটিকে বললেন, যাও, আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন। ধৃত পুরুষটি সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করলেন। আর প্রকৃত পক্ষে যে লোকটি উপগত হয়েছিল তাকে রাজম-এর নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, সে এমন তওবা করেছে যে সমগ্র মদীনাবাসী যদি তা করে তবে তাদের তওবাও কবুল হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ্।

আলকামা ইব্ন ওয়াইল ইব্ন হুজর তাঁর পিতা ওয়াইল ইব্ন হুজর (রা.) থেকে হাদীছ শুনেছেন। তিনি আবদুল জাব্বার থেকে বড়। আবদুল জাব্বার ইব্ন ওয়াইল তার পিতা ওয়াইল (রা.) থেকে কিছু শুনেন নি।

بَابُ مَاجَاءَ فِيمَنْ يَقَعُ عَلَى الْبَهِيمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ পশুর সাথে সঙ্গম হলে।

١٤٦١. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ ، فَقِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَاشَأْنُ الْبَهِيمَةِ ؟ قَالَ مَاسَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي ذٰلِكَ شَيْئًا وَلٰكِنْ أَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذٰلِكَ الْعَمَلُ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ لَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ رَزِيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ .

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَهٰذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيْثِ الأَوَّلِ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

১৪৬১. মুহাম্মাদ ইব্ন আমর সাওওয়াক (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পশুর সাথে উপগত হতে যদি কাউকে পাও তবে তাকে কতল করে দাও এবং পশু টিকেও।

ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে বলা হল পশুটির ব্যাপার কী ?

তিনি বললেন, এই বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিছু শুনিনি। তবে আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোশত খাওয়া এবং এদ্বারা উপকৃত হওয়া পছন্দ করেন নি। কারণ, এর সাথে এ অশ্লীল কাজ করা হয়েছে।

এ হাদীছটি আমর ইব্ন আবূ আমর ব্যতীত ইকরিমার সনদে ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আর কেউ বর্ণনা করেছেন তা আমরা অবহিত নই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। তিনি তাকে 'রাজম'-এর নির্দেশ দিলেন। এই সময় যে লোকটি প্রকৃত পক্ষে উপগত হয়েছিল সেই লোকটি উঠে দাঁড়াল। বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আসলে আমি অপরাধী। রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাটিকে বললেন, যাও, আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন। ধৃত পুরুষটি সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করলেন। আর প্রকৃত পক্ষে যে লোকটি উপগত হয়েছিল তাকে রাজম-এর নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, সে এমন তওবা করেছে যে সমগ্র মদীনাবাসী যদি তা করে তবে তাদের তওবাও কবূল হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ্।

আলকামা ইব্ন ওয়াইল ইব্ন হুজর তাঁর পিতা ওয়াইল ইব্ন হুজর (রা.) থেকে হাদীছ শুনেছেন। তিনি আবদুল জাব্বার থেকে বড়। আবদুল জাব্বার ইব্ন ওয়াইল তার পিতা ওয়াইল (রা.) থেকে কিছু শুনেন নি।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقَعُ عَلَى الْبَهِيمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ পশুর সাথে সঙ্গত হলে।

١٤٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيْمَةَ ، فَقِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَاشَأْنُ الْبَهِيْمَةِ ؟ قَالَ مَاسَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي ذٰلِكَ شَيْئًا وَلٰكِنْ أَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذٰلِكَ الْعَمَلُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ لَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ رُزَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَى بَهِيْمَةً فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ .

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَهٰذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيْثِ الْأَوَّلِ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

১৪৬১. মুহাম্মাদ ইব্ন আমর সাওওয়াক (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পশুর সাথে উপগত হতে যদি কাউকে পাও তবে তাকে কতল করে দাও এবং পশুটিকেও।

ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে বলা হল পশুটির ব্যপার কী?

তিনি বললেন, এই বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিছু শুনিনি। তবে আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোশত খাওয়া এবং এদ্বারা উপকৃত হওয়া পছন্দ করেন নি। কারণ, এর সাথে এ অশ্লীল কাজ করা হয়েছে।

এ হাদীছটি আমর ইব্ন আবূ আমর ব্যতীত ইকরিমার সনদে ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আর কেউ বর্ণনা করেছেন তা আমরা অবহিত নই।

সুফইয়ান ছাওরী (র.) – ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পশুর সহিত উপগত হয় তার উপর কোন হদ নাই।

এ হাদীছটি মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্শার (র.)……আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদীর মাধ্যমে সুফইয়ান ছাওরী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

এটি প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতের (১৪৬০ নং) তুলনায় অধিকতর সাহীহ্।

এতদনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। এ হল আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ সমকামীর হদ।

١٤٦٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَ الْمَفْعُوْلَ بِهِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو فَقَالَ مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ الْقَتْلَ وَذَكَرَ فِيْهِ مَلْعُوْنٌ مَنْ أَتَى بَهِيْمَةً .

وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَلَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ غَيْرَ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ وَعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حَدِّ اللُّوْطِيِّ ، فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ أَحْصَنَ أَوْلَمْ يُحْصِنْ ، وَهٰذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِيْنَ مِنْهُمُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ وَغَيْرُهُمْ قَالُوْا حَدُّ اللُّوْطِيِّ حَدُّ الزَّانِيْ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ .

১৪৬২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর সাওওয়াক (র.)……ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন লূত সম্প্রদায়ের কর্ম করতে তোমরা যাকে পাবে তাকে কতল কর এবং যার সাথে ঐ কর্ম করা হয়েছে তাকেও।

এই বিষয়ে জাবির ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

কেবল উক্ত সূত্রেই আমরা ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র.) এ হাদীছটিকে আমর ইব্ন আবূ আমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে আছে, ঐ ব্যক্তির উপর লানত, যে লূত সম্প্রদায়ের কর্ম করে। এতে "কতল"-এর কথাটির উল্লেখ নেই। এতে আরো উল্লেখ আছে যে, ঐ ব্যক্তির উপরও লানত, যে পশুর সাথে সঙ্গত হয়।

এই হাদীছটি আসিম ইব্ন উমার (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, "কর্তা এবং যার সাথে করা হয়েছে উভয়কেই কতল কর"। এই হাদীছটির সনদ বিতর্কিত। সুহায়ল ইব্ন আবূ সালিহ (র.) থেকে এটিকে আসিম ইব্ন উমার উমারী ছাড়া আর কেউ রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমরা জানি না। আর আসিম ইব্ন উমার স্মরণ শক্তির দিক দিয়ে হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ।

লাওয়াতাতের হদ সম্পর্কে আলিমগণের মতানৈক্য রয়েছে। কারো কারো মত হল বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত উভয় অবস্থায় এর উপর 'রজম' প্রযোজ্য। এ হল ইমাম মলিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। হাসান বাসরী, ইবরাহীম নাখঈ, আতা ইব্ন আবূ রাবাহ্ (র.) সহ ফকীহ্ তাবিঈ ও অন্যান্য আলিমগণ বলেন, লাওয়াতাতের হদ হল যিনার হদের অনুরূপ। এ হল সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত।

١٤٦٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ .

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَابِرٍ .

১৪৬৩. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী আশংকা যে ব্যাপারটির করি সেটি হল লূত সম্প্রদায়ের কর্ম।

এই হদীছটি হাসান-গারীব, এই হাদীছটি উক্ত সনদে আমাদের জানামতে শুধু আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আকীল ইব্ন আবূ তালিব সূত্রে জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُرْتَدِّ

অনুচ্ছেদ ঃ মুরতাদ সম্পর্কে।

١٤٦٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ، وَلَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللّٰهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى: هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمُرْتَدِّ . وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تُقْتَلُ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ .

১৪৬৪. আহমাদ ইব্‌ন আবদা যাব্বী (র.)..... ইকরিমা (র.) থেকে বর্ণিত যে, একবার আলী (রা.) কতকগুলি লোককে ইসলাম ত্যাগ করার কারণে আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছুলে তিনি বললেন, আমি হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণীর অনুসরণে এদের হত্যা করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দীন (ইসলাম) পরিবর্তন করে তাকে হত্যা করবে। আমি তাদের পুড়িয়ে মারতাম না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আল্লাহর আযাব (আগুন) দিয়ে শাস্তি দিবে না।

অনন্তর আলী (রা.)-এর নিকট এই খবর গেলে তিনি বললেন, ইব্‌ন আব্বাস সত্যই বলেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

মুরতাদ পুরুষের ব্যাপারে আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। কিন্তু কোন মহিলা যদি ইসলাম ত্যাগ করে তবে তার শাস্তি সম্পর্কে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। একদল আলিম বলেন, তাকেও হত্যা করা হবে। এ হল ইমাম আওযাঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। অপর একদল আলিম বলেন, তাকে বন্দী করে রাখা হবে, হত্যা করা হবে না। এ হল ইমাম [আবূ হানীফা] সুফইয়ান ছাওরী, প্রমুখ আলিম ও কূফাবাসী ফকীহগণের অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ

অনুচ্ছেদ ঃ অস্ত্র উত্তোলনকারী প্রসঙ্গে।

١٤٦٥ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو السَّائِبِ سَالِمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَا . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي مُوسٰى حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১৪৬৫. আবূ কুরায়ব ও আবূ সাইব (র.).....আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার, ইব্‌ন যুবায়র, আবূ হুরায়রা, সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ মূসা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى حَدِّ السَّاحِرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাদুকরের দন্ড প্রসঙ্গে।

١٤٦٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اسْمٰعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ .

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ لاَنَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَإِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ ، وَإِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ وَكِيْعٌ هُوَ ثِقَةٌ وَيَرْوِى عَنِ الْحَسَنِ أَيْضًا وَالصَّحِيْحُ عَنْ جُنْدَبٍ مَوْقُوْفٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا يُقْتَلُ السَّاحِرُ إِذَا كَانَ يَعْمَلُ فِى سِحْرِهِ مَايَبْلُغُ بِهِ الْكُفْرَ فَإِذَا عَمِلَ عَمَلاً دُوْنَ الْكُفْرِ لَمْ نَرَ عَلَيْهِ قَتْلاً .

১৪৬৬. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).....জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যাদুকরের দন্ড হল তলওয়ার দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া।

এই সূত্র ছাড়া হাদীছটি মারফূ' রূপে আছে বলে আমরা জানি না।

স্মরণ শক্তির দিক থেকে ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম আবদী বাসারী (র.) হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে যঈফ। ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম আবদী বাসরী সম্পর্কে ওয়াকী' (র.) বলেছেন যে, তিনি নির্ভরযোগ্য আস্থাভাজন রাবী, তিনিও হাসান (র.) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন। জুন্দুব (রা.) থেকে মাওকূফ রূপে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি সাহীহ্।

এতদনুসারে কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিমের আমল রয়েছে। এ হল ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.)-এর অভিমত। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যাদু যদি কুফরীর পর্যায়ের হয় তবে যাদুকরকে হত্যা করা হবে। আর যদি তা কুফরী আমলের কম পর্যায়ের হয় তবে তার উপর কতল প্রযোজ্য হবে বলে তিনি মনে করেন না।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْغَالِّ مَايُصْنَعُ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ গনীমতের মালে খিয়ানতকারীর সঙ্গে কী করা হবে ?

١٤٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ غَلَّ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاحْرِقُوْا مَتَاعَهُ ، قَالَ صَالِحٌ فَدَخَلْتُ عَلَى مَسْلَمَةَ وَ مَعَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَوَجَدَ رَجُلاً قَدْ غَلَّ فَحَدَّثَ سَالِمٌ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَأَمَرَ بِهِ فَأُحْرِقَ مَتَاعُهُ فَوُجِدَ فِى مَتَاعِهِ مُصْحَفٌ فَقَالَ سَالِمٌ : بِعْ هٰذَا وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ

قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ إِنَّمَا رَوَى هٰذَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ وَهُوَ أَبُوْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ رُوِيَ فِيْ غَيْرِ حَدِيْثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَالِّ فَلَمْ يَأْمُرْ فِيْهِ بِحَرْقِ مَتَاعِه ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ۔

১৪৬৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর (র.)....উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্‌র পথে গনীমত সম্পদে কাউকে খিয়ানত করতে দেখতে পেলে তোমরা তার মাল–সামান জ্বালিয়ে দিবে।

সালিহ্ বলেন, আমি মাসলামার কাছে গেলাম। তার সঙ্গে সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র.)ও ছিলেন। তখন এক ব্যক্তিকে পাওয়া গেল, যে গনীমত সম্পদে খিয়ানত করেছিল। সালিম তখন এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেন। এতদনুসারে তার মাল–সামান জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। তার মাল–সামানে একটি কুরআন করীম পাওয়া গেলে সালিম বললেন, এটি বিক্রি করে দাও এবং এর মূল্য সাদকা করে দাও।

এই হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

এতদনুসারে কতক আলিমের আমল রয়েছে। এ হল আওযাঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।

মুহাম্মাদ বুখারী (র.)–কে এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, এটি সালিহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন যাইদা বর্ণনা করেছেন। ইনি হলেন আবূ ওয়াকিদ লায়ছী – ইনি হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে মুনকার বা আস্থাযোগ্য রাবীদের বিপরীত রিওয়ায়াত করে থাকেন। মুহাম্মাদ বুখারী (র.) আরো বলেন, গণীমত সম্পদে খিয়ানত সম্পর্কে একাধিক হাদীছ বর্ণিত আছে। কিন্তু সেগুলিতে মাল–সামান জ্বালিয়ে দেওয়ার উল্লেখ নাই। এই হাদীছটি গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَقُوْلُ لِآخَرَ يَا مُخَنَّثُ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি অপর কাউকে বলে হে মুখান্নাছ।[১]

١٤٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُوْدِيُّ فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ وَإِذَا قَالَ يَا مُخَنَّثُ فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ وَمَنْ وَقَعَ عَلٰى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوْهُ ۔

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، قَالُوْا مَنْ أَتٰى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَهُوَ يَعْلَمُ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ وَقَالَ أَحْمَدُ مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ قُتِلَ وَقَالَ إِسْحٰقُ : مَنْ وَقَعَ عَلٰى ذَاتِ مَحْرَمٍ قُتِلَ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ رَوَاهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَقُرَّةُ بْنُ

১. জন্মগত ভাবেই যে পুরুষও নয় নারীও নয় কিংবা যে পুরুষ চালচলনে ও আচার আচরণে নারী প্রকৃতির অনুকরণ করে সেই ধরনের পুরুষকে "মুখান্নাছ" বলা হয়।

إِيَاسِ الْمُزَنِيُّ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ إِمْرَأَةَ أَبِيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِهِ ٠

১৪৬৮. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কেউ যদি অন্য কউকে বলে, হে ইয়াহূদী, তবে তাকে বিশ ঘা বেত্রদন্ড দিবে। যদি বলে হে মুখান্নাছ, তবে তাকেও বিশ ঘা বেত্রদন্ড দিবে। আর কেউ যদি 'মাহরাম' মহিলার সাথে উপগত হয় তবে তাকে 'কতল' করবে।

এই হাদীছটি এই সূত্র ছাড়া আমরা অবহিত নই। রাবী ইবরাহীম ইব্ন ইসমাঈলকে হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ বলা হয়।

আমাদের উলামাদের আমল এ হাদীছ অনুসারে রয়েছে। তারা বলেন, জেনে শুনে যে ব্যক্তি 'মাহরাম' মহিলার সাথে উপগত হয় তার শাস্তি হল 'কতল'। ইমাম আহমাদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি তার মাকে বিবাহ করে তাকে কতল করা হবে। ইমাম ইসহাক (র.) বলেন, কেউ যদি কোন মাহরামের সাথে উপগত হয় তবে তাকে হত্যা করা হবে।

নবী ﷺ থেকে অন্যান্য সূত্রেও এ বিষয়ে বর্ণিত আছে। বারা ইব্ন আযিব ও কুররা ইব্ন ইয়াস মুযানীও এ বিষয়ে রিওয়ায়াত করেছেন যে, এক ব্যক্তি তার সৎ মাকে বিয়ে করেছিল। তখন নবী ﷺ তাকে 'কতলের' নির্দেশ দেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّعْزِيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ তা'যীর।[১]

١٤٦٩ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ٠ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّعْزِيْرِ ، وَأَحْسَنُ شَيْئٍ رُوِيَ فِي التَّعْزِيْرِ هٰذَا الْحَدِيْثُ قَالَ وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ بُكَيْرٍ فَأَخْطَأَ فِيْهِ ، وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ خَطَأٌ ، وَالصَّحِيْحُ حَدِيْثُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৪৬৯. কুতায়বা (র.).....আবূ বুরদা ইব্ন নিয়ার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নির্দ্ধারিত কোন হদ ছাড়া কাউকে দশ ঘা এর উর্দ্ধে বেত্রাদন্ড প্রদান করা যাবে না।

ইব্ন লাহীআ এই হাদীছটিকে বুকায়র (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এতে তিনি ভুল করেছেন। তিনি তার রিওয়ায়াতে আবদুর রহমান ইব্ন জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ তার পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

১. কুরআন ও হাদীছে যে সমস্ত অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত নেই সেই সকল ক্ষেত্রের দন্ডবিধিকে 'তা'যীর' বলা হয়।

কিন্তু তা ভুল। লায়ছ ইব্ন সা'দ (র.)-এর সনদটি শুদ্ধ। সেটি হল আবদুর রহমান ইবন জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ - আবূ বুরদা ইব্ন নিয়ার সূত্রে নবী ﷺ থেকে।

এই হাদীছটি গারীব। বুকায়র ইব্ন আশাজ্জ (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই।

তা'যীর সম্পর্কে আলিমগণের মত বিরোধ রয়েছে। তা'যীর বিষয়ে বর্ণিত রিওয়ায়াত সমূহের মধ্যে এ হাদীছটি উত্তম।

كِتَابُ الصَّيْدِ

শিকার অধ্যায়

كِتَابُ الصَّيْدِ

শিকার অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ مَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْكَلْبِ وَمَا لاَ يُؤْكَلُ

অনুচ্ছেদ ঃ কুকুর কর্তৃক শিকারকৃত প্রাণীর কোন্‌টি খাওয়া যায় আর কোন্‌টি খাওয়া যায় না।

١٤٧٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ وَالْحَجَّاجُ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ أَبِيْ مَالِكٍ عَنْ عَائِذِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ قَالَ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ ، قُلْتُ إِنَّا أَهْلُ رَمْيٍ ، قَالَ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ فَكُلْ قَالَ قُلْتُ إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ نَمُرُّ بِالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَالْمَجُوْسِ فَلاَ نَجِدُ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ ، قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوْهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ كُلُوْا فِيْهَا وَاشْرَبُوْا ·

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَعَائِذُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ أَبُوْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ وَاسْمُ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ جُرْثُوْمٌ ، وَيُقَالُ جُرْثُمُ بْنُ نَاشِدٍ ، وَيُقَالُ ابْنُ قَيْسٍ ·

১৪৭০. আহমাদ ইবন মানী' (র.)......আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা শিকারী সম্প্রদায়। তিনি বললেন, তোমার (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) কুকুর যদি শিকারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে থাক এবং বিস্‌মিল্লাহ বলে থাক তারপর এটি তোমার জন্য যা ধরবে তুমি তা আহার করবে। আমি বললাম, হত্যা করে ফেললেও ? তিনি বললেন, হ্যাঁ হত্যা করে ফেললেও। আমি বললাম, আমরা তো তীরান্দায়। তিনি বললেন, তোমার ধনুক দিয়ে তুমি যা শিকার কর তুমি তা খেতে পার। আমি বললাম, আমরা তো সফর

سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نُهِيْنَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوْسِ

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَايُرَخِّصُوْنَ فِيْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوْسِ وَالْقَاسِمُ بْنُ أَبِيْ بَزَّةَ هُوَ الْقَاسِمُ بْنُ نَافِعٍ الْمَكِّيُّ .

১৪৭২. ইউসুফ ইবন ঈসা ....জাবির ইবন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অগ্নি উপাসকদের কুকুরের শিকার (আহার করা) থেকে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এ হাদীছ সম্পর্কে আমরা অবগত নই।

অধিকাংশ আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা অগ্নি উপাসকদের কুকুরের শিকার আহার করার অনুমতি দেন না।

কাসিম ইব্ন আবূ বায্যা হলেন কাসিম ইব্ন নাফি' মক্কী।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ صَيْدِ الْبُزَاةِ

অনুচ্ছেদ : বাজ পাখির শিকার।

١٤٧٣ . حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَهَنَّادٌ وَأَبُوْ عَمَّارٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْبَازِيْ ؟ فَقَالَ : مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ لانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَايَرَوْنَ بِصَيْدِ الْبُزَاةِ وَالصُّقُوْرِ بَأْسًا ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْبُزَاةُ هُوَ الطَّيْرُ الَّذِيْ يُصَادُ بِهِ مِنَ الْجَوَارِحِ الَّتِيْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ فَسَّرَ الْكِلاَبَ وَالطَّيْرَ الَّذِيْ يُصَادُ بِهِ وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيْ صَيْدِ الْبَازِيْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ، وَقَالُوْا إِنَّمَا تَعْلِيْمُهُ إِجَابَتُهُ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ وَالْفُقَهَاءُ أَكْثَرُهُمْ قَالُوْا نَأْكُلُ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ .

১৪৭৩. নাসর ইব্ন আলী, হান্নাদ ও আবূ আম্মার (র.)........আদী ইব্ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বাজ পাখির শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য ধরে রাখলে তা আহার করতে পার।

মুজালিদ -- শা'বী সূত্র ছাড়া এ হাদীছটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই।

এতদনুসারে 'আলিমদের আমল রয়েছে। তাঁরা বাজ ও ঈগলের মাধ্যমে ধৃত শিকারে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। মুজাহিদ বলেন, বাজ পাখি جوارح -এর অন্তর্ভুক্ত এমন এক পাখি যদ্দারা শিকার করা হয় এবং যা আল্লাহ তা'আলার কালামে উল্লেখ করা হয়েছে : وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ যে সমস্ত শিকারী পশু-পাখিকে তোমরা শিক্ষা দিয়েছ। তিনি কুকুর ও পাখি যদ্দ্বারা শিকার করা হয় এগুলোকে جوارح -এর তাফসীরে শামিল করেছেন।

কতক আলিম বাজ পাখি কৃত শিকার (আহার করা)-এর অনুমতি দিয়েছেন যদিও সে এর কিছু খেয়ে ফেলে। তাঁরা বলেন, এর প্রশিক্ষণ হল ডাকে সাড়া দেওয়া। কতক আলিম তা অপছন্দ করেছেন। তবে অধিকাংশ ফকীহ বলেন, যদি সে শিকারকৃত প্রাণীর কিছু খেয়েও ফেলে তবু উক্ত শিকার আহার করতে পারবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ শিকারের উদ্দেশ্যে কোন প্রাণীকে তীর নিক্ষেপ করার পর সে প্রাণিটি যদি অদৃশ্য হয়ে যায়।

١٤٧٤. **حَدَّثَنَا** مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيْهِ مِنَ الْغَدِ سَهْمِيْ ؟ قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيْهِ أَثَرَ سَبُعٍ فَكُلْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَوٰى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَعَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ مِثْلَهُ وَكِلاَ الْحَدِيْثَيْنِ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ .

১৪৭৪. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)........আদী ইব্‌ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কোন শিকারের জন্তুকে তীর নিক্ষেপ করি। পরদিন তাতে তীর বিদ্ধ পাই। তিনি বললেন, তুমি যদি ঠিক জান যে, তোমার তীরেই তার মৃত্যু হয়েছে আর এতে অন্য কোন হিংস্র প্রাণীর চিহ্ন যদি না পাও তবে তা আহার করতে পার।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে। শু'বা (র.) এ হাদীছটিকে আবূ বিশর ও আবদুল মালিক ইব্‌ন মায়সারা-সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র-আদী ইব্‌ন হাতিম (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। উভয় হাদীছই সাহীহ্।

এ বিষয়ে আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيمَنْ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَجِدُهُ مَيِّتًا فِي الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ তীর নিক্ষেপের পর শিকারের জন্তুটিকে পানিতে মৃত অবস্থায় পেলে।

١٤٧٥. **حَدَّثَنَا** أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنِيْ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إِلاَّ أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِيْ مَاءٍ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لاَتَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْسَهْمُكَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৪৭৫. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)......'আদী ইব্ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, তোমার তীর নিক্ষেপ করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলবে, এরপর যদি তাকে মৃত পাও তবে তা আহার করতে পার। কিন্তু যদি সেটিকে পানিতে মৃত পাও তবে তা খেতে পারবে না। কারণ তুমি অবগত নও যে, পানিই সেটির মৃত্যুর কারণ না তোমার তীর।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) কুকুর যদি শিকার থেকে কিছু খেয়ে ফেলে।

١٤٧٦. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَإِنْ أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ . قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ اِنْ خَالَطَتْ كِلاَبَنَا كِلاَبٌ أُخَرُ ؟ قَالَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ سُفْيَانُ أَكْرَهُ لَهُ أَكْلَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِى الصَّيْدِ وَالذَّبِيْحَةِ إِذَا وَقَعَا فِى الْمَاءِ أَنْ لاَ يَأْكُلَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فِى الذَّبِيْحَةِ : إِذَا قُطِعَ الْحُلْقُوْمُ فَوَقَعَ فِى الْمَاءِ فَمَاتَ فِيْهِ فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ وَهُوَقَوْلُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى الْكَلْبِ إِذَا أَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِى الْأَكْلِ مِنْهُ وَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ .

১৪৭৬. ইব্ন আবূ উমার (র.)......'আদী ইব্ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, যদি তোমরা কুকুর ছেড়ে থাক আর তখন আল্লাহ্র নাম নিয়ে থাক তবে সেটি তোমার জন্য যা ধরে রাখে তুমি তা খাও। আর যদি সে নিজে খায় তবে তুমি তা খেওনা। কারণ সে নিজের জন্যই শিকার করেছে।

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার কুকুরগুলোর সাথে যদি অন্য কুকুরও মিশে যায় ?

তিনি বললেন, তুমি তো তোমার কুকুরগুলোর ক্ষেত্রেই 'বিসমিল্লাহ্' বলেছ অন্য কুকুরের ক্ষেত্রে তো 'বিসমিল্লাহ্' বলনি।

সুফইয়ান (র.) বলেন, এই ক্ষেত্রে তার জন্য সে শিকার খাওয়া অপসন্দনীয়।

কতক সাহাবী ও অন্যান্যদের মতে শিকার ও যবাহ্কৃত জন্তু যদি পানিতে পড়ে যায় সে ক্ষেত্রে এ হাদীছ অনুসারে আমল এরূপ যে, তা খাওয়া যাবে না। যবাহ্-এর জন্তু সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, কন্ঠনালী কাটার

পর যদি তা পানিতে পড়ে যায় এবং তাতে মারা যায় তবে তা আহার করা যাবে। এ হল ইব্‌ন মুবারক (র.)-এর অভিমত।

কুকুর যদি শিকারের জন্তুর কিছু অংশ খেয়ে ফেলে সে বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ আলিম বলেন, কুকুর যদি শিকারের জন্তু থেকে কিছু খায় তবে তা আর খাওয়া যাবে না। এ হল সুফইয়ান, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তবে কতক ফকীহ সাহাবী ও অপরাপর আলিম কুকুর যদি কিছু অংশ খেয়েও ফেলে তবুও তা খাওয়া যাবে বলে অনুমতি দিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

অনুচ্ছেদ : মি'রাজ অর্থাৎ ছুঁচালো ছড়ি দিয়ে শিকার করা।

١٤٧٧. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ .

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

১৪৭৭. ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা (র.)......'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ছুঁচালো ছড়ি দিয়ে শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, এর ধারালো দিক দিয়ে যেটিকে আঘাত করবে তা খাবে আর পার্শ্ব দিয়ে যদি আঘাত হয় তবে তা প্রচন্ড আঘাতে মৃত জন্তুর মত (হারাম)।

ইব্‌ন আবূ 'উমার (র.)......আদী ইব্‌ন হাতিম (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে।

كِتَابُ الذَّبَائِحِ

যাবাহ্ অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ শ্বেত পাথর দিয়ে যাবাহ্ করা।

١٤٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ صَادَ أَرْنَبًا أَوْ إِثْنَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ فَتَعَلَّقَهُمَا حَتَّى لَقِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا ·

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ وَرَافِعٍ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ·

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُذَكِّيَ بِمَرْوَةٍ وَلَمْ يَرَوْا بِأَكْلِ الْأَرْنَبِ بَأْسًا وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُهُمْ أَكْلَ الْأَرْنَبِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّعْبِيِّ فِيْ رِوَايَةِ هٰذَا الْحَدِيثِ فَرَوَى دَاوُدُ بْنُ أَبِيْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ · وَرَوَى عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ · وَمُحَمَّدُ بْنُ صَفْوَانَ أَصَحُّ · وَرَوَى جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ نَحْوَ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ رِوَايَةَ الشَّعْبِيِّ عَنْهُمَا قَالَ مُحَمَّدٌ : حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ·

১৪৭৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র.).......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তার কাওমের

জনৈক ব্যক্তি একটি বা দুটি খরগোশ শিকার করেছিল। পরে তিনি একটি শ্বেত পাথর দিয়ে দুটোকে যবাহ্ করে লটকিয়ে রেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাঁকে সে দুটি থেকে খাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

এ বিষয়ে মুহম্মাদ ইব্ন সাফওয়ান, রাফি', 'আদী ইব্ন হাতিম (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

কতক আলিম মর্মর পাথর দিয়ে যবাহ্-এর অনুমতি দিয়েছেন এবং তাঁরা খরগোশ খাওয়ায় কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। এ হল অধিকাংশ আলিমের অভিমত। কোন কোন আলিম খরগোশ খাওয়া অপসন্দ করেন।

এ হাদীছটি বর্ণনার ক্ষেত্রে শা'বী (র.)-এর শাগরিদগণ মতবিরোধ করেছেন। দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দ এটিকে শা'বী (র.). মুহাম্মাদ ইব্ন সাফওয়ান সূত্রে আর আসিম আহওয়াল (র.) এটিকে শা'বী - সাফওয়ান ইব্ন মুহাম্মাদ বা মুহাম্মাদ ইব্ন সাফওয়ান রূপে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে মুহাম্মাদ ইব্ন সাফওয়ানই অধিকতর সাহীহ্।

জাবির জু'ফী এটিকে শা'বী - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে কাতাদা শা'বী সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। হতে পারে যে, শা'বী (র.) উভয় থেকেই বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ (র.) বলেন, শা'বী - জাবির (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি মাহফূজ নয়।

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

আহার করা অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْمَصْبُورَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আটকিয়ে রেখে হত্যা করা পশু আহার করা নিষিদ্ধ।

١٤٧٩. **حَدَّثَنَا** أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَفْرِيْقِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ وَهِيَ الَّتِيْ تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ ·

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ وَأَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ·

১৪৭৯. আবূ কুরায়ব (র.).....আবুদ্ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ "মুজাছ্ছামা" পশু আহার করা নিষেধ করেছেন। মুজাচ্ছামা হল যে পশুকে আটকিয়ে রেখে তীর ছুড়ে হত্যা করা হয়।

এ বিষয়ে ইরবায ইব্ন সারিয়া, আনাস, ইব্ন উমার, ইব্ন আব্বাস, জাবির ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবুদ-দারদা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি গারীব।

١٤٨٠. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ وَهُوَ ابْنُ سَارِيَةَ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنِ الْخَلِيْسَةِ وَأَنْ تُوْطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَافِيْ بُطُوْنِهِنَّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى سُئِلَ أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ قَالَ أَنْ يُنْصَبَ

الطَّيْرِ أَوْ السَّبُعِ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهُ مِنْهُ فَيَمُوْتُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهَا ・

১৪৮০. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া পমুখ (র.)......ইরবায ইব্ন সারিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার যুদ্ধের দিন দাঁতাল হিংস্র প্রাণী, নখর যুক্ত থাবা বিশিষ্ট শিকারী পাখি, গৃহপালিত গাধা, তীর নিক্ষেপে নিহত আটক প্রাণী (মুজাছ্ছামা)। হিংস্র পশুর মুখ থেকে ছিনিয়ে আনা মৃত প্রাণী, সন্তান ভূমিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত গর্ভবতী সদ্য হস্তগত হওয়া দাসীর সঙ্গে সহবাস করা নিষেধ করেছেন।

আবূ আসিম (র.)-কে 'মুজাছ্ছামা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, কোন পাখী বা প্রাণীকে বেঁধে দাঁড় করিয়ে তীর ছোঁড়া। "খালীস" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, তা হল, বাঘ বা অন্য কোন হিংস্র প্রাণীর মুখ থেকে কেউ তার শিকার কেড়ে নিল এবং যাবাহ্ করার আগেই তার হাতে সেটি মারা গেল।

١٤٨١ . **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٌ فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا ・

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ・

১৪৮১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, প্রাণবিশিষ্ট কোন কিছুকে তীরের নিশানা ঠিক করার জন্য নির্দ্ধারণ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। এতদনুসারেই আলিমদের আমল রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَكَاةِ الْجَنِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভস্থ বাচ্চার যাবাহ্।

١٤٨٢ . **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ ・

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِيْ أُمَامَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ ・

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ وَأَبُو الْوَدَّاكِ اسْمُهُ جَبْرُ بْنُ نَوْفٍ ・

১৪৮২. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, মায়ের যাবাহই হল গর্ভস্থ বাচ্চার যাবাহ্।[১]

১. অর্থাৎ কোন পশু যাবাহ্ করার পর যদি তার পেট থেকে কোন মৃত বাচ্চা বের হয় তবে এটিও যাবাহ্কৃত বলে গণ্য হবে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা আহার করা জায়েয নয়। তাঁর মতে হাদীছের মর্ম হল যে, মায়ের যাবাহের ন্যায় বাচ্চা যদি জীবিত থাকে যাবাহ্ করতে হবে।

এ বিষয়ে জাবির, আবূ উমামা, আবুদ-দারদা ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান। আবূ সাঈদ (রা.) থেকে অন্য সূত্রেও এ হাদীছ বর্ণিত আছে।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে। এ হল সুফইয়ান ছাওরী, ইবন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

রাবী আবুল ওয়াদদাক (র.)-এর নাম হল জাবর ইবন নাওফ।

بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ وَذِيْ مِخْلَبٍ

অনুচ্ছেদ ঃ দাঁতাল ও নখরবিশিষ্ট প্রাণী হারাম।

١٤٨٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَأَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ إِسْمُهُ عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ .

১৪৮৩. আহমাদ ইবন হাসান (র.)......আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিংস্র দাঁতাল প্রাণী নিষিদ্ধ করেছেন।

সাঈদ ইবন আবদুর রহমান প্রমুখ (র.)......যুহরী (র.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। রাবী আবূ ইদরীস খাওলানী (র.)-এর নাম হল আইযুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ।

١٤٨٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعْنِيْ يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ وَلُحُوْمَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

১৪৮৪. মাহমূদ ইবন গায়লান (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার দিবসে গৃহপালিত গাধা, খচ্চরের গোশ্ত এবং দাঁতাল হিংস্র জন্তু ও নখরযুক্ত হিংস্র পাখী নিষিদ্ধ করেছেন।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, ইরবায ইবন সারিয়া ও ইবন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব।

١٤٨٥. حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ حَرَّمَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ·

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِندَ أَكثَرِ أَهلِ العِلمِ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيرِهِم وَهُوَقَولُ عَبدِ اللّهِ بنِ المُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحمَدَ وَإِسحٰقَ ·

১৪৮৫. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রত্যেক দাঁতাল হিংস্র প্রাণী হারাম বলেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। এ হল ইমাম আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الحَيِّ فَهُوَ مَيِّتٌ

অনুচ্ছেদ ঃ জীবন্ত জন্তু থেকে কর্তিত অংগ মৃতের মত হারাম।

١٤٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأَعلَى الصَّنعَانِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمٰنِ بنُ عَبدِ اللّهِ بنِ دِينَارٍ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عَن أَبِي وَاقِدٍ اللَّيثِيِّ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدِينَةَ وَهُم يَجُبُّونَ أَسنِمَةَ الإِبِلِ وَيَقطَعُونَ أَليَاتِ الغَنَمِ قَالَ مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيتَةٌ ·

حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ يَعقُوبَ الجَوزَجَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضرِ عَن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ دِينَارٍ نَحوَهُ ·

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَانَعرِفُهُ إِلاَّ مِن حَدِيثِ زَيدِ بنِ أَسلَمَ وَالعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِندَ أَهلِ العِلمِ وَأَبُو وَاقِدٍ اللَّيثِيُّ اسمُهُ الحَرِثُ ابنُ عَوفٍ ·

১৪৮৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা সানআনী (র.)......আবূ ওয়াকিদ লায়ছী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মদীনায় যখন আগমন করলেন, তৎকালে সেখানকার লোকেরা (জীবন্ত) উটের কুঁজ ও মেষের পাছার গোস্ত পিন্ড কেটে খেত। তিনি বললেন, কোন জীবন্ত পশুর কর্তিত অংশ মৃত বলে গণ্য।

ইবরাহীম ইব্ন ইয়া'কূব (র.)........আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-গারীব। যায়দ ইব্ন আসলাম (র.)-এর সূত্র ছাড়া এ হাদীছ সম্পর্কে আমরা কিছু অবগত নই।

আলিমদের এতদনুসারে আমল রয়েছে।

আবূ ওয়াকিদ লায়ছী (রা.)-এর নাম হল হারিছ ইব্ন আওফ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّكَاةِ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কণ্ঠদেশ এবং বুকের উপরিভাগে যবাহ্ করা হবে।

١٤٨٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَمَا تَكُوْنُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ؟ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ ·

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ هٰذَا فِي الضَّرُوْرَةِ ·

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ·

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ ابْنِ سَلَمَةَ وَلاَ نَعْرِفُ لِأَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ ، وَاخْتَلَفُوْا فِي اسْمِ أَبِي الْعُشَرَاءِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اسْمُهُ أُسَامَةُ بْنُ قِهْطِمٍ ، وَ يُقَالُ اسْمُهُ يَسَارُبْنُ بَرْزٍ وَيُقَالُ ابْنُ بَلْزٍ وَيُقَالُ اسْمُهُ عُطَارِدٌ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ·

১৪৮৭. হান্নাদ ও মুহাম্মাদ ইবনুল আ'লা ও আহমদ ইব্ন মানী' (র.)......আবুল উশারা তাঁর পিতা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, কণ্ঠদেশ এবং বুকের উপরিভাগ ছাড়া কি যাবাহ্ হয় না ? তিনি বললেন, তুমি যদি উরুতেও আঘাত করতে পার তবে তা-ও তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

ইয়াযীদ ইব্ন হারূণ (র.) বলেন, উক্ত অনুমতি অপারগ অবস্থায় প্রযোজ্য।

এ বিষয়ে রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি গারীব। হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র.)-এর সূত্র ছাড়া এ হাদীছ সম্পর্কে আমরা অবগত নই। আবূ উশারা- তাঁর পিতা সূত্রে এ হাদীছ ব্যতীত অন্য কোন হাদীছ সম্পর্কে আমরা অবগত নই।

আবুল উশারা (র.)-এর নাম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম হল উসামা ইব্ন কিহ্তিম। মতান্তরে ইয়াসার ইব্ন বারয, ভিন্নমতে ইব্ন বালয অন্য মতে 'উতারিদ।

كِتَابُ الْأَحْكَامِ وَالْفَوَائِدِ

বিবিধ বিধান ও তার উপকারিতা অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْوَزَغِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াযাগ[১] হত্যা

١٤٨٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً بِالضَّرْبَةِ الْأُوْلَى كَانَ لَهُ كَذَا وَ كَذَا حَسَنَةً ، فَإِنْ قَتَلَهَا فِى الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً فَإِنْ قَتَلَهَا فِى الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَ سَعْدٍ وَ عَائِشَةَ وَ أُمِّ شَرِيْكٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১৪৮৮. আবূ কুরায়ব (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই একটি ওয়াযাগ মারতে পারবে তার জন্য এত এত নেকী হবে।[২] আর দ্বিতীয় আঘাতে মারতে পারলে এত এত নেকী হবে। তৃতীয় আঘাতে মারতে পারলে এত এত নেকী হবে।

এ বিষয়ে ইব্ন মাসউদ, সা'দ, 'আইশা ও উম্মু শারীক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

---

১. গিরগিট জাতীয় প্রাণী বিশেষ। রাতে উটের পালান চুষে দুধ খেয়ে ফেলে।

২. অন্য রিওয়ায়াতে আছে একশত নেকী হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাপ হত্যা।

١٤٨٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوْا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَ يُسْقِطَانِ الْحُبْلَى ·

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْ لُبَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى بَعْدَ ذٰلِكَ عَنْ قَتْلِ حَيَّاتِ الْبُيُوْتِ وَهِيَ الْعَوَامِرُ وَيُرْوٰى عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَيْضًا ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ قَتْلُ الْحَيَّةِ الَّتِيْ تَكُوْنُ دَقِيْقَةً كَأَنَّهَا فِضَّةٌ وَلَا تَلْتَوِيْ فِي مِشْيَتِهَا ·

১৪৮৯. কুতায়বা (র.)......সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা সাপ হত্যা করবে। তোমরা দু' দাগ ও ক্ষুদ্র লেজ বিশিষ্ট সাপ হত্যা করবে। কেননা, এগুলো চোখের জ্যোতি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়।

এ বিষয়ে ইব্‌ন মাসউদ, 'আইশা, আবূ হুরায়রা ও সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

ইব্‌ন উমার (রা.) – আবূ লুবাবা (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, পরবর্তীতে নবী ﷺ ঘরে বসবাসকারী সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। ইব্‌ন 'উমার (রা.) – যায়দ ইবনুল খাত্তাব (রা.) সূত্রেও এ বিষয়ে রিওয়ায়াত আছে।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র.) বলেন, সে সাপ হত্যা করা নিষিদ্ধ যেগুলো ছোট দেখতে রূপার ন্যায় চলার সময় আঁকা বাঁকা চলে না।

١٤٩٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِبُيُوْتِكُمْ عُمَّارًا فَحَرِّجُوْا عَلَيْهِنَّ ثَلَاثًا فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَاقْتُلُوْهُنَّ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰكَذَا رَوٰى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ · وَرَوٰى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلٰى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ ·

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ · وَرَوٰى مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ صَيْفِيٍّ نَحْوَ رِوَايَةِ مَالِكٍ ·

১৪৯০. হান্নাদ (র.)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

তোমাদের ঘরে বসবাসকারী অন্য প্রাণীও থাকে। তিনবার এদেরকে ধমক দিবে। এরপরও যদি এদের থেকে (অনিষ্টকর) কিছু প্রকাশ পায় তবে তা হত্যা করবে।

এরূপ ভাবে উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার এ হাদীছটিকে সায়ফী – আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মালিক ইব্‌ন আনাস (র.) এ হাদীছটিকে সায়ফী – হিশাম ইব্‌ন যুহরার আযাদকৃত দাস আবুসসাইব – আবূ সাঈদ (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটিতে আরো বর্ণনা রয়েছে।

আল আনসারী (র.)......মালিক (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এটি উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (র.)-এর রিওয়ায়াত থেকে অধিকতর সাহীহ্। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আজলান (র.)ও সায়ফী (র.)-এর বরাতে মালিক (র.)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٩١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَالَ أَبُوْ لَيْلَى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ فَقُوْلُوْا لَهَا إِنَّا نَسْأَلُكِ بِعَهْدِ نُوْحٍ وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنْ لاَتُؤْذِيَنَا فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوْهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى .

১৪৯১. হান্নাদ (র.)........আবূ লায়লা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বাসস্থানে কোন সাপ দেখা গেলে একে লক্ষ করে বলবে, আমরা নূহ (আ.)-এর ওয়াদা ও সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ (আ.)-এর ওয়াদার ওয়াসীলায় তোমার কাছে বলছি যে, তুমি আমাদের কষ্ট দিবে না।

এরপরও যদি সে আসে তবে এটিকে হত্যা করবে।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। ইব্‌ন আবূ লায়লা (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে ছাবিত আল বুনানী (র.)-এর সূত্র ছাড়া এ হাদীছ সম্পর্কে আমরা অবগত নই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْكِلاَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুকুর নিধন।

١٤٩٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ زَاذَانَ وَ يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيْمٍ .

قَالَ وَ فِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ جَابِرٍ وَ أَبِيْ رَافِعٍ وَأَبِي أَيُّوْبَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ يُرْوَى فِي بَعْضِ الْحَدِيْثِ أَنَّ الْكَلْبَ الْاَسْوَدَ الْبَهِيْمَ شَيْطَانٌ وَ الْكَلْبُ الْاَسْوَدُ الْبَهِيْمُ الَّذِي لَايَكُوْنُ فِيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْبَيَاضِ وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ صَيْدَ الْكَلْبِ الْاَسْوَدِ الْبَهِيْمِ ·

১৪৯২. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কুকুর যদি আল্লাহর সৃষ্ট জাতিসমূহের এক জাতি না হত তবে আমি এর সবগুলো হত্যা করতে নির্দেশ দিতাম। এর মধ্যে ঘোর কালগুলিকে তোমরা হত্যা করবে।

এ বিষয়ে ইব্ন 'উমার, জাবির, আবূ রাফি', আবূ আয়্যূব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কোন কোন হাদীছে বর্ণিত আছে যে, ঘোর কালো বর্ণের কুকুর হল শয়তান। ঘোর কালো বর্ণের কুকুর হল সেগুলো যে গুলোতে সাদার বিন্দুমাত্রও মিশ্রণ নাই। কতক আলিম ঘোর কালো বর্ণের কুকরের শিকার অপছন্দনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا مَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ

অনুচ্ছেদ : কুকুর রাখলে কি পরিমাণ ছওয়াব হ্রাস পাবে।

١٤٩٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا أَوِاتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِضَارٍ وَلاَ كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ ·

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ ، وَسُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ ·

১৪৯৩. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)....ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেউ যদি কুকুর পালে আর তা যদি প্রশিক্ষিত শিকারী বা পশুচারণের পাহারার জন্য না হয় তবে প্রত্যেক দিন দু' কিরাত করে তার ছওয়াব হ্রাস পাবে।

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল, আবূ হুরায়রা ও সুফইয়ান ইব্ন আবূ যুহায়র (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলছেন, আর তা যদি কৃষি ক্ষেত্রের পাহারার কুকুর না হয়।

١٤٩٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ إِلاَّكَلْبَ صَيْدٍ أَوْكَلْبَ مَاشِيَةٍ قِيْلَ لَهُ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوْلُ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَهُ زَرْعٌ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৪৯৪. কুতায়বা (র.)......ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, শিকার বা পশুচারণের পাহারার কুকুর ছাড়া অন্য সব কুকুর হত্যা করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, তাঁকে বলা হল, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, বা শস্য ক্ষেত্র পাহারার কুকুর ছাড়া।

তখন তিনি বললেন, আবূ হুরায়রার কৃষি জমি ছিল (সুতরাং এ বিষয়টি তারই বেশী মনে থাকার কথা)।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٤٩٥. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ إِنِّيْ لَمِمَّنْ يَرْفَعُ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوْا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيْمٍ وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُوْنَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৪৯৫. উবায়দ ইব্‌ন আসবাত ইব্‌ন মুহাম্মাদ কুরাশী (র.)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্ফাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিন খুতবা প্রদানের সময় তাঁর চেহারা থেকে খেজুর গাছের ডাল যারা সরাচ্ছিলেন আমি তাদের একজন ছিলাম। তিনি বলেছিলেন, কুকুর যদি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জাত-গুলোর একটি জাতি না হত তবে আমি তা হত্যা করার হুকুম দিয়ে দিতাম। সুতরাং তোমরা যেগুলো ঘোর কালো বর্ণের সেগুলোকে হত্যা করবে। শিকারের বা শস্যক্ষেত্রের বা ছাগল চারণের কুকুর ছাড়া অন্য কোন কুকুর যদি কেউ বেঁধে রাখে তবে অবশ্যই তার নেক আমল থেকে প্রতিদিন এক কিরাত করে হ্রাস পাবে।

এই হাদীছটি হাসান। এ হাদীছটি হাসান (র.) – আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্ফাল (রা.) নবী এর সূত্রে একাধিক ভাবে বর্ণিত আছে।

١٤٩٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْصَيْدٍ أَوْزَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَيُرْوٰى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِيْ إِمْسَاكِ الْكَلْبِ وَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ .

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ بِهٰذَا .

১৪৯৬. হাসান ইব্‌ন আলী প্রমুখ (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পশুচারণে পাহারার বা শিকারের বা শস্যক্ষেত্রের পাহারার কুকুর ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোন কুকুর পালবে তার ছওয়াব থেকে প্রতিদিন এক কিরাত করে হ্রাস পাবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কারো যদি একটি বকরীও থাকে তবুও তার জন্য কুকুর রাখার অনুমতি দিয়েছেন।

ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.)......আতা (র.) থেকে উক্ত রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الذَّكَاةِ بِالْقَصَبِ وَغَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ বাঁশের ছিলা ইত্যাদি দ্বারা যবাহ্ করা।

١٤٩٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ. مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْهُ مَالَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْظُفْرًا وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ ‎.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَبَايَةَ عَنْ أَبِيْهِ وَهٰذَا أَصَحُّ وَعَبَايَةُ قَدْ سَمِعَ مِنْ رَافِعٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَايَرَوْنَ أَنْ يُذَكَّى بِسِنٍّ وَلَابِعَظْمٍ.

১৪৯৭. হান্নাদ (র.)......রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা তো কাল শত্রুর সম্মুখীন হচ্ছি। অথচ আমাদের সাথে কোন ছুরি নেই।

নবী ﷺ বললেন, দাঁত ও নখ ছাড়া যা দিয়ে রক্ত প্রবাহিত করা হয় এবং যাতে বিসমিল্লাহ বলা হয় তা আহার করতে পার। এ বিষয়ে তোমাদের আমি বলছি যে, দাঁত হল হাড্ডি, আর নখ হল হাবশীদের ছুরি।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).......রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ সনদে 'আবায়া ইব্ন রিফা'আ তাঁর পিতা রিফা'আ থেকে'-এর উল্লেখ নেই। ইহা অধিকতর শুদ্ধ। 'আবায়া সরাসরি রাফি' (রা.) থেকেও হাদীছ শুনেছেন।

এতনুসারে আলেমদের আমল রয়েছে। তাঁরা দাঁত বা হাড্ডি দিয়ে যাবাহ্ করা জাইয রাখেন নি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَعِيْرِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ إِذَا نَدَّ فَصَارَ وَحْشِيًّا يُرْمَى بِسَهْمٍ أَمْ لَا

অনুচ্ছেদ ঃ উট, গরু ও বকরী যখন বাঁধন ছেড়ে পালিয়ে বন্য হয়ে যায় তখন তাকে তীর মারা হবে কি না।

١٤٩٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيْرٌ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ

خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللّٰهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هٰذَا فَافْعَلُوا بِهِ هٰكَذَا ۔

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَبَايَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ وَهٰذَا أَصَحُّ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهٰكَذَا ، رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ نَحْوَ رِوَايَةِ سُفْيَانَ ۔

১৪৯৮. হান্নাদ (র.).......রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ দলের একটি উট বাঁধন ছেড়ে পালিয়ে যায়। তাদের সঙ্গে কোন ঘোড়া ছিলনা। তাই জনৈক ব্যক্তি তীর ছুঁড়লো। এতে আল্লাহ্‌র হুকুমে উটটি আটকে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বন্য পশুদের ন্যায় এ (গৃহপালিত) জন্তুগুলোর মধ্যে পলায়নের প্রবণতা রয়েছে। এমতাবস্থায় এটির সঙ্গে এ ব্যক্তি যা করেছে তোমরাও তা করবে।

মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).......রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে 'আবায়া - তাঁর পিতা থেকে এর উল্লেখ নেই। এটিই অধিকতর শুদ্ধ। আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে। শু'বা (র.)-ও সাঈদ ইব্‌ন মাসরূক (র.) থেকে সুফইয়ানের রিওয়ায়াতের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ

কুরবানী অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ
কুরবানী অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْأُضْحِيَةِ
অনুচ্ছেদ : কুরবানীর ফযীলত।

١٤٩٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْحَذَّاءُ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيْبُوا بِهَا نَفْسًا ۔

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَأَبُو الْمُثَنَّى اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَزِيْدَ رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَيُرْوَى عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأُضْحِيَةِ لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ وَيُرْوَى بِقُرُوْنِهَا ۔

১৪৯৯. আবূ আমর মুসলিম ইব্ন আমর হায্যা মাদীনী (র.)......'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরবানীর দিন রক্ত প্রবাহিত করা (যবাহ করা) অপেক্ষা আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয় মানুষের কোন আমল হয় না। কিয়ামতের দিন এর শিং লোম ও পায়ের খুর সব সহ উপস্থিত হবে। এর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহ্র কাছে বিশেষ মর্যাদায় পৌঁছে যায় সুতরাং স্বচ্ছন্দ হৃদয়ে তোমরা তা করবে।

এই বিষয়ে ইমরান ইব্ন হুসায়ন, যায়দ ইব্ন আরকাম (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব। এ সূত্র ছাড়া হিশাম ইব্ন উরওয়া (র.)-এর হাদীছ হিসাবে এটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই। আবুল মুছান্না (র.)-এর নাম হল সুলায়মান ইব্ন ইয়াযীদ। ইব্ন আবূ ফুদায়ক (র.)ও তাঁর নিকট থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কুরবানী প্রসঙ্গে বলেছেন, যে কুরবানী করে তার জন্য প্রতিটি লোমের বদলায় ছওয়াব রয়েছে। অন্য বর্ণনায় আছে, এর শিংগুলোর বদলায় ....।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأُضْحِيَةِ بِكَبْشَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুটি মেষ কুরবানী দেওয়া।

١٥٠٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ضَحَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا ·

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ أَيُّوْبَ وَجَابِرٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِيْ رَافِعٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِيْ بَكْرَةَ أَيْضًا ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৫০০. কুতায়বা (র.)......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদা বর্ণের মধ্যে কিঞ্চিৎ লাল বর্ণ শিং ওয়ালা দুটি মেষ কুরবানী করেছেন। এ দুটিকে তিনি বিসমিল্লাহ ও আল্লাহ আকবার বলে নিজ হাতে যাবাহ করেন। সে সময় তিনি তাঁর পা পশুর গন্ডদেশে রেখেছিলেন।

এ বিষয়ে আলী, আইশা, আবূ হুরায়রা, জাবির, আবূ আয়্যূব আবুদ দারদা, আবূ রাফি', ইব্ন উমার ও আবূ বাকরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأُضْحِيَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী।

١٥٠١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ أَمَرَنِي بِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُضَحَّى عَنِ الْمَيِّتِ ، وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُضَحَّى عَنْهُ · وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ وَلَا

يُضَحِّي عَنْهُ وَإِنْ ضَحَّى فَلاَ يَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا وَيَتَصَدَّقُ بِهَا كُلِّهَا ۔

১৫০১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ মুহারিবী কূফী (র.).....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি দুটো মেষ কুরবানী দিয়েছিলেন। এর একটি নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে আরেকটি তাঁর নিজের পক্ষ থেকে। তখন তাঁকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এই সম্পর্কে নবী ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আমি কখনও তা পরিত্যাগ করব না।

এ হাদীছটি গারীব। শারীকের সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই।

কোন কোন আলিম মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করার অনুমতি দিয়েছেন। আর কেউ কেউ এর অনুমতি দেননি।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (র.) বলেন, কুরবানী না করে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সাদকা করে দেওয়াই হল আমার নিকট অধিক প্রিয়। আর যদি কুরবানী করে তবে তা থেকে আহার করবে না বরং সবটাই সাদকা করে দিবে।[১]

بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَضَاحِي

অনুচ্ছেদ ঃ কী ধরণের কুরবানী মুস্তাহাব ?

١٥٠٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيْلٍ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَمْشِيْ فِيْ سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِيْ سَوَادٍ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ۔

১৫০২. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র.).....আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি শিংওয়ালা মোটা তাজা মেষ কুরবানী করেছিলেন। এটি খেত কাল মুখে, চলত কাল পায়ে, দেখত কাল চোখে। (অর্থাৎ উল্লেখিত অঙ্গগুলো কাল বর্ণের ছিল।)

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব। হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াছ (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই।

بَابُ مَا لاَ يَجُوْزُ مِنَ الْأَضَاحِي

অনুচ্ছেদ ঃ কোন পশুর কুরবানী জাইয নয়।

١٥٠٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوْزَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَفَعَهُ قَالَ : لاَ يُضَحّٰى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا

---

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.) সহ অধিকাংশ ফকীহ আলিমের মত হল মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা যায় এবং তা থেকে আহারও করা যায়। তবে মৃত ব্যক্তির ওসীয়াত থাকলে তা থেকে আহার করা যাবে না। বরং সাদকা করে দিবে।

وَلاَ بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَلاَ بِالْمَرِيْضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَلاَ بِالْعَجْفَاءِ الَّتِى لاَ تُنْقِى ٠

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ زَائِدَةَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوْزَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوْزَ عَنِ الْبَرَاءِ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ٠

১৫০৩. আলী ইব্‌ন হুজর (র.).......বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে মারফূ' হাদীছ বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, খোঁড়া পশু যার খোড়া হওয়া স্পষ্ট, কানা পশু যার অন্ধত্ব সুস্পষ্ট, রুগ্ন পশু যার রোগ সুস্পষ্ট, ক্ষীণ পশু যার হাড্ডির মগজ পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে – এমন জন্তুর কুরবানী হবেনা।

হান্নাদ (র.)........বারা (রা.) থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। উবায়দ ইব্‌ন ফায়রূয – বারা (রা.) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই।

আলিমদের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَضَاحِى

অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ পশু কুরবানী মাকরূহ ?

١٥٠٤ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ أَخْبَرَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ الصَّائِدِىِّ وَهُوَ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَ الْأُذُنَ وَأَنْ لاَنُضَحِّىَ بِمُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ شَرْقَاءَ وَلاَخَرْقَاءَ ٠

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ الْمُقَابَلَةُ مَاقُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا وَالْمُدَابَرَةُ مَاقُطِعَ مِنْ جَانِبِ الْأُذُنِ وَالشَّرْقَاءُ الْمَشْقُوْقَةُ وَالْخَرْقَاءُ الْمَثْقُوْبَةُ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَشُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ الصَّائِدِىُّ هُوَ كُوْفِىٌّ ، وَشُرَيْحُ بْنُ هَانِئٍ كُوْفِىٌّ وَلِوَالِدِهِ صُحْبَةٌ وَشُرَيْحُ ابْنُ الْحٰرِثِ الْكِنْدِىُّ أَبُوْ أُمَيَّةَ الْقَاضِىْ قَدْرَوٰى عَنْ عَلِىٍّ وَكُلُّهُمْ مِنْ أَصْحَابِ عَلِىٍّ ٠

১৫০৪. হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী (র.)......আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন চোখ-কান ভাল করে দেখে নেই। আর আমরা যেন মুকাবালা, মুদাবারা, শারকা ও খারকা জন্তু কুরবানী না দেই।

হাসান ইব্ন আলী (র.).......আলী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে আরো আছে যে, তিনি বলেন, "মুকাবালা" হল যে পশুর সামনের দিকে কানের এক পাশ কাটা, "মুদাবারা" হল যে পশুর পিছনের দিকে কানের এক পাশ কাটা, "শারকা" হল যে পশুর লম্বালম্বি ভাবে কান ছেঁড়া, "খারকা" হল যে পশুর কানে ছিদ্র আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

শুরায়হ ইব্নুন-নু'মান সাইদী (র.) হলেন, কূফার বাসিন্দা (কূফী)। শুরায়হ ইবনু হারিছ কিন্দী (র.) হলেন, কূফার বাসিন্দা। তিনি ছিলেন কাযী। তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম হল আবূ উমায়্যা। শুরায়হ ইব্ন হানী (র.)ও হলেন, কূফী। হানী (রা.) ছিলেন সাহাবী। এঁরা সকলেই ছিলেন আলী (রা.)-এর শাগিরদ ও সমসাময়িক।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْجِذْعِ مِنَ الضَّأْنِ فِي الْأَضَاحِي

অনুচ্ছেদ ঃ ছয়মাস বয়সী মেষ কুরবানী করা।

١٥٠٥. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ كِدَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي كِبَاشٍ قَالَ جَلَبْتُ غَنَمًا جُذْعَانًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَكَسَدَتْ عَلَيَّ فَلَقِيتُ أَبَاهُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ نِعْمَ أَوْنِعْمَتِ الْأُضْحِيَةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ قَالَ فَانْتَهَبَهُ النَّاسُ ·

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ بِلَالٍ بِنْتِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا وَجَابِرٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ·

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يُجْزِي فِي الْأُضْحِيَةِ ·

১৫০৫. ইউসুফ ইব্ন ঈসা (র.)......আবূ কিবাশ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় ছয় মাস বয়সের একটি মেষ (বিক্রীর জন্য) নিয়ে এলাম। কিন্তু তা বাজারে চলল না। পরে আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলে আমি তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কুরবানীর জন্য ছয় মাস বয়সী মেষ কতইনা ভাল।

আবূ কিবাশ (র.) বলেন, এরপর লোকেরা একে ছিনিয়ে নেওয়ার মত কিনে নিল।

এ বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, উম্মু বিলাল বিনত হিলাল তৎপিতা হিলাল-এর বরাতে, জাবির, উকবা ইব্ন আমির এবং নবী ﷺ-এর একজন সাহাবী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি গারীব। এটি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে মাওকূফ রূপেও বর্ণিত আছে।

ফকীহ সাহাবী ও অপরাপর আলিমদের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, ছয়মাস বয়সের মেষও কুরবানীর জন্য যথেষ্ট।

١٥٠٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُوْدٌ أَوْ جَدْيٌ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ أَنْتَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، قَالَ وَكِيْعٌ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ يَكُوْنُ ابْنَ سَنَةٍ أَوْ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَحَايَا فَبَقِيَ جَذَعَةٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ بِهَا أَنْتَ .

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ وَأَبُوْ دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ بَعْجَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ .

১৫০৬. কুতায়বা (র.).......উকবা ইব্ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর উদ্দেশ্যে বন্টনের জন্য তাকে কিছু ছাগল দিয়েছিলেন। শেষে এগুলোর মধ্যে একটি আতূদ বা জাদ্ই [১] অবশিষ্ট রয়ে গেল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এই কথা উল্লেখ করলে তিনি বললেন এটিকে তুমিই কুরবানী দিয়ে দাও।

ওয়াকী' বলেন, (হাদীছোল্লিখিত) জায' (اَلْجَذْعُ) অর্থ হল সাত বা ছয় মাস বয়সের বাচ্চা।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

অন্য এক সূত্রে উক্বা ইব্ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ কয়েকটি কুরবানীর পশু বন্টন করেন। শেষে একটি ছয় মাস বয়সের ভেড়ার বাচ্চা অবশিষ্ট থেকে যায়। আমি তখন নবী ﷺ-এর কাছে এটি চাইলে তিনি বললেন, এটিকে তুমিই কুরবানী দিয়ে দাও।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....উক্বা ইব্ন আমির (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীছটি বর্ণনা করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشْتِرَاكِ فِي الْأُضْحِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীতে শরীক হওয়া।

١٥٠٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحٰى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيْرِ عَشَرَةً .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْأَسَدِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ وَأَبِيْ أَيُّوْبَ .

---

১. ইব্ন বাত্তাল বলেন, পাচ মাস বয়সের বাচ্চা ছাগল। কেউ কেউ বলেন, এক বছর বয়সের ছাগল।

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ وَاحْتَجَّا بِحَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشٍ فَقَالَ هٰذَا عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِيْ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لاَتُجْزِئُ الشَّاةُ إِلاَّ عَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ٠

১৫১১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র.)......'আতা ইব্ন ইয়াসার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ আয়্যূব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে কুরবানী কেমন হত ?

তিনি বললেন, একজন নিজের এবং তার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানী করতো, নিজেরাও খেত অন্যদেরও খাওয়াত। শেষে লোকেরা এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করে বাহাদুরী প্রদর্শণ শুরু করল। ফলে তা-ই হয়েছে যা তুমি দেখছ।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। রাবী উমারা ইব্ন আবদুল্লাহ হলেন, মদীনী। তাঁর বরাতে মালিক ইব্ন আনাস (র.)ও রিওয়ায়াত করেছেন।

কতক আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। এ হল ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তাঁরা দলীল হিসাবে পেশ করেন যে, নবী ﷺ একবার একটি মেষ কুরবানী দিলেন এবং বললেন, এটি হল আমার উম্মতের সে সব লোকদের পক্ষ থেকে যারা কুরবানী করতে সক্ষম নয়।

কোন কোন আলিম বলেন, একটি বকরী মাত্র একজনের পক্ষ থেকেই যথেষ্ট হতে পারে। এ হল ইমাম [আবূ হানীফা], আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক প্রমুখ (র.) আলিমগণের অভিমত।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ।

١٥١٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الأُضْحِيَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ فَقَالَ ضَحَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ . فَقَالَ أَتَعْقِلُ ؟ ضَحَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الأُضْحِيَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلٰكِنَّهَا سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهَا وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ ٠

১৫১২. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).......জাবালা ইব্ন সুহায়ম (র.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি ইব্ন উমার (রা.)-কে কুরবানী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল এটা কি অবশ্য করণীয় ?

তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে কুরবানী করেছেন এবং মুসলিমগণও তা করেছেন।

লোকটি আবার প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও কুরবানী করেছেন এবং মুসলিমগণও তা করেছেন। বুঝেছ ?

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন যে, কুরবানী অবশ্য করণীয় নয়। এ হল রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর অন্যতম সুন্নাত। তা করা একটি পসন্দনীয় আমল। এ হল সুফইয়ান ছাওরী ও ইব্‌ন মুবারক (র.)–এর অভিমত। [ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)–এর অভিমত হল কুরবানী ওয়াজিব।]

١٥١٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهَنَّادٌ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ يُضَحِّي .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১৫১৩. আহমাদ ইব্‌ন মানী ও হান্নাদ (র.)......ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেছেন এবং তিনি (প্রতিবছর) কুরবানীও করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'ঈদের সালাতের পর যবাহ করা

١٥١٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ : لاَ يَذْبَحَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ : فَقَامَ خَالِي فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيْهِ مَكْرُوْهٌ وَ إِنِّيْ عَجَّلْتُ نُسُكِيْ لأُطْعِمَ أَهْلِيْ وَ أَهْلَ دَارِي اَوْ جِيْرَانِي قَالَ: فَأَعِدْ ذَبْحًا أٰخَرَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَي لَحْمٍ أَفَأَذْبَحُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ، وَهِيَ خَيْرُ نَسِيْكَتَيْكَ ، وَلاَ تُجْزِءُ جَذَعَةٌ بَعْدَكَ .

قَالَ : وَ فِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَ جُنْدَبٍ ، وَ أَنَسٍ ، وَعُوَيْمِرِ بْنِ أَشْعَرَ وَ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِيْ زَيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَ الْعَمَلُ عَلَي هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لاَ يُضَحَّى بِالْمِصْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْإِمَامُ ، وَ قَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لِأَهْلِ الْقُرَى فِي الذَّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، وَ هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَ قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ لاَ يُجْزِئَ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ وَ قَالُوْا إِنَّمَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ .

১৫১৪. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.)......বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ الْفَضْلِ بْنِ مُوْسٰى .

১৫০৭. আবূ আম্মার হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র.)........ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ এসে গেল। আমরা তখন গরুতে সাত জন এবং উটে দশজন করে শরীক হই।

এ বিষয়ে আবুল আসাদ আস্-সুলামী তাঁর পিতা, তাঁর পিতামহ এবং আবূ আয়্যুব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব। ফযল ইব্ন মূসা (র.)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

١٥٠٨ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ وَقَالَ إِسْحٰقُ يُجْزِى أَيْضًا الْبَعِيْرُ عَنْ عَشَرَةٍ وَاحْتَجَّ بِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

১৫০৮. কুতায়বা (র.)........জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা হুদায়বিয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাতজনে একটি উট এবং সাতজনে একটি গরু কুরবানী করেছি।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

ফকীহ্ সাহাবী ও অপরাপর আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। এ হল ইমাম [আবূ হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী, ইব্ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তবে ইসহাক (র.) বলেন, একটি উট দশ জনের পক্ষ থেকেও যথেষ্ট হবে। তিনি ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটিকে দলীল হিসাবে পেশ করেন।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ।

١٥٠٩ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ : الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ قُلْتُ فَإِنْ وَلَدَتْ ؟ قَالَ اذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا قُلْتُ فَالْعَرْجَاءُ ؟ قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ ، قُلْتُ فَمَكْسُوْرَةُ الْقَرْنِ؟ قَالَ : لاَبَأْسَ أُمِرْنَا أَوْ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ .

১৫০৯. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.).......আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, সাতজনে একটি গরু। বর্ণনাকারী হুজায়্যা (র.) বলেন, আমি বললাম, এমতাবস্থায় যদি এর বাচ্চা ভূমিষ্ট হয় ? তিনি বললেন, এর সাথে বাচ্চাটিকেও যবাহ্ করবে।

আমি বললাম খোঁড়া হলে ?

তিনি বললেন, যদি কুরবানীর স্থান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে (তবে জাইয হবে)। আমি বললাম যদি শিং ভাঙ্গা হয় ?

তিনি বললেন কোন দোষ নাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদিগকে দু' চোখ ও দু' কান ভাল করে দেখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। সুফইয়ান ছাওরী (র.)ও এটিকে সালামা ইব্‌ন কুহায়ল (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٤١٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْـدَةُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جُرَيِّ بْنِ كُلَيْبٍ النَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ ·

قَالَ قَتَادَةُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ الْعَضْبُ مَا بَلَغَ النِّصْفَ فَمَا فَوْقَ ذٰلِكَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৫১০. হান্নাদ (র.)...... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, (পূর্ণ) শিং ভাংগা ও কান কাটা পশু কুরবানী দিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।

কাতাদা (র.) বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র.)-এর নিকট এ সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনি বললেন, (عضب) (শিং ভাংগা)-এর মর্ম হল অর্ধেক বা তার চাইতে বেশী অংশ যদি ভাঙ্গা থাকে তবে তা কুরবানী করা যায়না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ একটি ছাগল এক পরিবারের জন্য যথেষ্ট।

١٥١١. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْـنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَبْـدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْـتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُوْلُ سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُوْنَ وَيُطْعِمُوْنَ حَتّٰى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرٰى ·

قَالَ أَبُوْ عِيْـسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَعُمَارَةُ بْنُ عَبْـدِ اللّٰهِ هُوَ مَدَنِيٌّ وَقَدْ رَوٰى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ،

কুরবানীর দিন (ইয়াওমুন নাহার) আমাদের ভাষণ দিলেন। বললেন, সালাত আদায় না করা পর্যন্ত তোমাদের কেউ কুরবানী করবে না।

বারা (রা.) বলেন, তখন আমার মামা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আজকের দিনটি তো এমন যে পরে গিয়ে আর লোকেরা গোশত পছন্দ করে না। তাই আমি আমার কুরবানী তাড়াতাড়ি দিয়ে দিয়েছি। যাতে আমার পরিবার, বাড়ীর লোকজন এবং প্রতিবেশীদের তা খাওয়াতে পারি।

তিনি বললেন, পুনরায় আরেকটি যবাহ কর।

মামা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার কাছে একটি বকরীর বাচ্চা আছে যা এখনও দুধ খায়। তবে (মোটা-তাজা হওয়ায়) দুটো বকরীর গোশত থেকেও এতে বেশী গোশত হবে। এটি কি আমি কুরবানী করতে পারি?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, এটি উত্তম। এটি তোমার জন্য যথেষ্ট। তবে তোমার পরে আর কারো জন্য এ ধরনের বাচ্চা (জায আ) কুরবানী করা যথেষ্ট বলে গণ্য হবে না।

এ বিষয়ে জাবির, জুন্দুব, আনাস, 'উওয়ায়মির ইব্ন আশকার, ইব্ন উমার, আবূ যায়দ আল-আনসারী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তারা বলেন, ইমাম সালাত আদায় না করা পর্যন্ত শহরে কুরবানী করা যাবে না। কতক আলিম ঈদের দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামাঞ্চলে (যেখানে ঈদের জামাআত হয় না) কুরবানী করার অনুমতি দিয়েছেন। এ হল ইমাম [আবূ হানীফা], ইব্ন মুবারক (র.)-এর অভিমত।

এ বিষয়ে আলিমগণ একমত যে, ছয় মাস বয়সের ছাগলের বাচ্চা (জায' আ) কুরবানী করা যথেষ্ট হবে না। তবে এ ধরনের ভেড়ার বাচ্চা কুরবানী করা যাবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْأُضْحِيَةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

অনুচ্ছেদ ঃ তিন দিনের উর্ধ্বে কুরবানীর গোশত খাওয়া পছন্দনীয় নয়।

١٥١٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ·

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَإِنَّمَا كَانَ النَّهْىُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مُتَقَدِّمًا ثُمَّ رَخَّصَ بَعْدَ ذٰلِكَ ·

১৫১৫. কুতায়বা (র.).....ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তিন দিনের উর্ধ্বে তার কুরবানীর গোশত না খায়।

এ বিষয়ে আইশা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্ন ' উমার(রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এ নিষেধাজ্ঞা ছিল পূর্বের, পরবর্তীতে তিনি এর অনুমতি প্রদান করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرُّخْصَةِ فِىْ اَكْلِهَا بَعْدَ ثَلاَثٍ

অনুচ্ছেদ ঃ তিন দিনের পরও কুরবানীর গোশত আহার করার অনুমতি।

١٥١٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيلاَنَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَاصِمِ النَّبِيْلُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِى فَوْقَ ثَلاَثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لاَ طَوْلَ لَهُ فَكُلُوْا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوْا وَادَّخِرُوْا .

قَالَ : وَ فِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَ عَائِشَةَ وَنُبَيْشَةَ وَأَبِىْ سَعِيْدٍ وَقَتَادَةَ ابْنِ النُّعْمَانِ ، وَأَنَسٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى: حَدِيْثُ بُرَيْدَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ .

১৫১৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার, মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান, হাসান-ইব্‌ন আলী আল-খাল্লাল (র.)...... সুলায়মান ইব্‌ন বুবায়দা তাঁর পিতা বুবায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদেরকে তিন দিনের পরও কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলাম যেন স্বচ্ছল ব্যক্তিরা অসামর্থ ব্যক্তিদের উদারভাবে তা দিতে পারে। এখন তোমরা যা ইচ্ছা খাও। অন্যকেও খাওয়াও এবং সঞ্চয়ও করে রাখতে পার।

এ বিষয়ে ইব্‌ন মাসউদ, আইশা, নুবায়শা, আবূ সাঈদ, কাতাদা ইবনুন নু'মান, আনাস, উম্মু সালামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, বুরায়দা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

ফকীহ্ সাহাবী ও অপরাপর আলিমদের এতদনুসারে আমল রয়েছে।

١٥١٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ قُلْتُ لأُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ : أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِى ؟ قَالَتْ لاَ وَلٰكِنْ قَلَّ مَنْ كَانَ يُضَحِّى مِنَ النَّاسِ فَأَحَبَّ أَنْ يُطْعَمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّى وَلَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَشْرَةِ أَيَّامٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَأُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ هِىَ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ رُوِىَ عَنْهَا هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .

১৫১৭. কুতায়বা (র.).......'আবিস ইব্‌ন রাবীআ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল- মু'মিনীন (আইশা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন ?

তিনি বললেন, না, তবে কম সংখ্যক লোকই তখন কুরবানী করার সামর্থ রাখতেন। তাই তিনি পছন্দ

করতেন তারা যেন যারা কুরবানী দিতে পারে নি তাদের খাওয়ায়, (পরবর্তীতে) আমরা তো কুরবানীর পশুর ঠ্যাং রেখে দিতাম এবং দশ দিন পরেও তা খেতাম।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। এখানে উম্মুল মু'মিনীন বলতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মীনী 'আয়িশা (রা.)-কে বুঝান হয়েছে। তাঁর থেকে এ হাদীছটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফারা' এবং 'আতীরাহ।

١٥١٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَـنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَفَرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُوْنَهُ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ نُبَيْشَةَ وَمِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ وَأَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيْهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَ الْعَتِيْرَةُ ذَبِيْحَةٌ كَانُوْا يَذْبَحُوْنَهَا فِي رَجَبٍ يُعَظِّمُوْنَ شَهْرَ رَجَبٍ لأَنَّهُ أَوَّلُ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ وَأَشْهُرُ الْحُرُمِ رَجَبٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَأَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ كَذٰلِكَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ .

১৫১৮. মাহমূদ ইবন গায়লান (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ফারা' এবং 'আতীরাহ্ বলতে কিছু নাই। ফারা' হল, প্রথম যে বাচ্চাটি জন্ম নিত সেটিকে আরবরা (মূর্তীর উদ্দেশ্যে) যবাহ করত।

এ বিষয়ে নুবায়শা ও মিহ্নাফ ইব্ন সুলায়ম (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

'আতীরাহ্, তৎকালীন আরবরা রজব মাসে একটি কুরবানী করত সে অনুষ্ঠানকে 'আতীরাহ্ বলা হয়। তারা রজব মাসকে খুবই সম্মান করত। কারণ এটি হল আশহুরে হুরুম বা সম্মানিত মাস সমূহের প্রথম মাস। সম্মানিত মাসসমূহ হল, রজব, যুলকা'দা, যুলহিজ্জা ও মুহাররাম। আর হাজ্জ-এর মাস হল শাওওয়াল, যুলকা'দা এবং যিলহাজ্জ মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত সময়। হজ্জের মাসসমূহের ব্যাপারে কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম থেকে এরূপই বর্ণিত আছে।

مَا جَاءَ فِي الْعَقِيْقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আকীকা।

١٥١٩. حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ خَلَفٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ أَنَّهُمْ دَخَلُوْا عَلٰى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَسَأَلُوْهَا عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ عَائِشَةَ

أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ٠

قَالَ وَ فِي الْبَابِ : عَنْ عَلِيٍّ وَ أُمِّ كُرْزٍ وَ بُرَيْدَةَ وَ سَمُرَةَ وَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، وَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَنَسٍ وَ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَ حَفْصَةُ هِيَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ٠

১৫১৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালাফ (র.).......ইউসুফ ইব্ন মাহাক (র.) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা কয়েকজন হাফসা বিনত আবদুর রহমান (র.)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি তাদের অবহিত করলেন যে, 'আইশা (রা.) বলেছেন, ছেলের জন্য দু'টি সমবয়সী ছাগল এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল আকীকা দিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

এ বিষয়ে 'আলী, উম্মু কুরয, বুরায়দা, সামুরা, আবূ হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর, আনাস, সালমান ইব্ন আমির, ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। এ হাফসা হলেন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বাকর সিদ্দীক (রা.)-এর কন্যা।

بَابُ الْأَذَانِ فِي أُذُنِ الْمَوْلُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ শিশুর কানে আযান দেওয়া।

١٥٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ فِي الْعَقِيْقَةِ عَلٰى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا أَنَّهُ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ ٠

১৫২০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).......আবূ রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা.) যখন হাসান ইব্ন আলী (রা.)-কে প্রসব করলেন, তখন হাসান (রা.)-এর কানে সালাতের আযানের মত আযান দিতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এর উপর আমল রয়েছে। নবী ﷺ থেকে আকীকার বিষয়ে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ছেলের জন্য দু'টো সমবয়সের ছাগল আর মেয়ের জন্য একটি ছাগল আকীকা দিতে হবে। নবী ﷺ থেকে আরও বর্ণিত আছে

যে, তিনি হাসান ইব্‌ন আলী (রা.)-এর জন্য একটি ছাগল আকীকা দিয়েছিলেন। কতক আলিম এ হাদীছের মর্মানুসারে মত পোষণ করেছেন।

١٥٢١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوْا عَنْهُ الْأَذٰى ·

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৫২১. হাসান ইব্‌ন আলী (র.)......সালমান ইব্‌ন আমির যাব্বী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতি শিশুর সঙ্গেই রয়েছে আকীকার বিধান। সুতরাং তার পক্ষ থেকে তোমরা রক্ত প্রবাহিত কর (যবাহ কর) এবং তার থেকে ময়লা (জন্ম সময়ের চুল ইত্যাদি) বিদূরিত কর।

হাসান (র.)......সালমান ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٥٢٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ يَزِيْدَ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ سِبَاعٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَنِ الْأُنْثٰى وَاحِدَةٌ وَلاَيَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৫২২. হাসান ইব্‌ন আলী আল-খাল্লাল (র.)......উম্মু কুরয (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন তিনি বললেন, ছেলের জন্য দু'টো ছাগল এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল আকীকা দিতে হবে। আকীকার পশু নর হোক বা মাদী তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ

١٥٢٣. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ عَنْ عُفَيْرِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الْأُضْحِيَةِ الْكَبْشُ ، وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَعُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ ·

১৫২৩. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র.)......আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ. বলেছেন, সর্বোত্তম কুরবানী হল মেষ আর সর্বোত্তম কাফন হল হুল্লা।[১]

এ হাদীছটি গারীব। উফায়র ইব্‌ন মা' দান হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ বলে বিবেচিত।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ

١٥٢٤.حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَمْلَةَ عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِى كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةٌ وَعَتِيْرَةٌ · هَلْ تَدْرُوْنَ مَاالْعَتِيْرَةُ ؟ هِيَ الَّتِيْ تُسَمُّوْنَهَا الرَّجَبِيَّةَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَلاَ نَعْرِفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَوْنٍ ·

১৫২৪. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র.).....মিহনাফ ইব্‌ন সুলায়ম (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে আরাফাতে অবস্থানরত ছিলাম। তখন তাঁকে বলতে শুনেছি যে, হে লোক সকল, প্রত্যেক বছরেই প্রতি পরিবারের জন্য রয়েছে কুরবানী এবং 'আতীরাহ্। তোমরা কি জান 'আতীরাহ্ কি ? তা হল যেটিকে তোমরা রাজবিয়্যা বলে থাক।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। ইব্‌ন আওন (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ

١٥٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى الْقُطَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ عَقَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ احْلِقِيْ رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِيْ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً قَالَ فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ وَأَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ ·

১৫২৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া আল কুতাঈ (র.)......আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি

১. একই বর্ণের চাদর ও লুঙ্গি।

বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আকীকা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, হে ফাতিমা, এর মাথা মুন্ডন কর এবং তার চুলের ওযন পরিমাণ রূপা সাদকা করে দাও।

অনন্তর আমি তা ওযন করলাম। এক দিরহাম বা এক দিরহামের কিছু অংশ পরিমাণ হল তা।

এ হাদীছটি হসান-গারীব। এর সনদ মুত্তাসিল নয়। আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা.)-এর সঙ্গে বর্ণনাকারী আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্ন আলী (র.)-এর সাক্ষাত ঘটেনি।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ

١٥٢٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِكَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৫২৬. হাসান ইব্ন আলী আল-খাল্লাল (র.)......আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বাকরা তাঁর পিতা আবূ বাক্‌রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ঈদের দিন খুতবা দিলেন এবং এরপর নিচে নেমে আসলেন এবং দু'টো মেষ আনতে বললেন। এরপর সে দু'টো যবাহ্ করলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ

١٥٢٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْأَضْحٰى بِالْمُصَلّٰى فَلَمَّا قَضٰى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ فَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ هٰذَا عَنِّيْ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِيْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ، وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ إِذَا ذَبَحَ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبٍ يُقَالُ إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ .

১৫২৭. কুতায়বা (র.)......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কুরবানীর ঈদে ঈদগাহে প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি খুতবা প্রদান শেষ করে মিম্বর থেকে নেমে এলেন। একটি মেষ আনা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের হাতে সেটিকে যবাহ্ করলেন। বললেন, "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার। এটি হল আমার পক্ষ থেকে এবং আমার উম্মতের মধ্যে যারা কুরবানী দিতে পারেনি তাদের পক্ষ থেকে।"

এই সূত্রে হাদীছটি গারীব। ফকীহ্ সাহাবী এবং অপরাপর আলিমদের এ হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। যবাহ্র সময় বলবে, বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার। এ হল ইমাম [আবূ হানীফা], ইব্ন মুবারক (র.)-এর অভিমত।

রাবী মুত্তালিব ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হানতাব সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি জাবির (রা.) থেকে কিছু শুনেন নি।

بَابٌ مِنَ الْعَقِيْقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আকীকার কিছু বিধান।

١٥٢٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْغُلَامُ مُرْتَهِنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمّٰى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ .

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ - حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَ الْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ يُذْبَحَ عَنِ الْغُلَامِ الْعَقِيْقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ يَوْمَ السَّابِعِ فَيَوْمَ الرَّابِعِ عَشَرَ فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عُقَّ عَنْهُ يَوْمَ حَادٍ وَّعِشْرِيْنَ . وَقَالُوْا لَايُجْزِئُ فِى الْعَقِيْقَةِ مِنَ الشَّاةِ إِلاَّ مَايُجْزِئُ فِى الْأُضْحِيَةِ .

১৫২৮. আলী ইব্ন হুজর (র.)......সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'আকীকার সাথে শিশুর বন্ধক। তার পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে পশু যবাহ করা হবে। তার নাম রাখা হবে। তার মাথা মুন্ডণ করা হবে।

হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.)........সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

আলিমদের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তারা শিশুর পক্ষ থেকে সপ্তম দিন আকীকা করা মুস্তাহাব বলে মত প্রকাশ করেছেন। সপ্তম দিন যদি প্রস্তুত না হয় তবে চতুর্দশ দিনে, সে দিন প্রস্তুত না হয়ে পারলে একবিংশতিতম দিনে আকীকা দিবে। কুরবানীতে যে ধরণের ছাগল যবাহ করা জায়িয আকীকাতেও সে ধরণের ছাগল না হলে তা যবাহ করা যথেষ্ট বলে গণ্য হবে না।

بَابُ تَرْكِ أَخْذِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানী করার আশা পোষনকারী ব্যক্তির চুল না কাটা।

١٥٢٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَكَمِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرٍو أَوْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَأٰى هِلَالَ ذِى الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ

يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَالصَّحِيْحُ هُوَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ قَدْ رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ نَحْوَ هٰذَا · وهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ كَانَ يَقُوْلُ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَإِلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ ذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذٰلِكَ فَقَالُوْا لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ · وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَاحْتَجَّ بِحَدِيْثِ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَلاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ مِنْهُ الْمُحْرِمُ ·

১৫২৯. আহমাদ ইবনুল হাকাম আল-বাসরী (র.)......উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে যুল-হাজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর সে যেন তার চুল ও নখ না কাটে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র.) থেকে বর্ণনাকারীর নাম ('উমার নয়) বরং আমর ইব্‌ন মুসলিম। মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন আলকামা প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব.....আবূ সালামা (রা.) নবী ﷺ সূত্রে এ হাদীছটি একাধিক ভাবে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এ হল কতক আলিমের অভিমত। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র.)ও এ মত ব্যক্তি করেছেন। আহমাদ ও ইসহাক (র.)ও এ পথ অবলম্বন করেছেন। অপর কতক আলিম এ বিষয়ে অনুমতি দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, নখ-চুল কাটায় কোন দোষ নাই।

এ হল [ইমাম আবূ হানীফা] শাফিঈ (র.)-এর অভিমত। আইশা (রা.) বর্ণিত এ হাদীছটিকে দলীল হিসাবে পেশ করেন, নবী ﷺ মদীনা থেকে হাদী (হজ্জের সময় কুরবানী করার জন্য পশু) পাঠাতেন। কিন্তু মুহরিম ব্যক্তি যে সমস্ত বিষয় পরিহার করে থাকে তা তিনিও পরিহার করতেন।

أَبْوَابُ النُّذُورِ وَالأَيْمَانِ

মানত ও কসম অধ্যায়

بسم الله الرّحمن الرّحيم

كِتَابُ النُّذُوْرِ وَالْأَيْمَانِ

মানত ও কসম অধ্যায়

بَابُ مَاجَاءَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ انْ لاَ نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةٍ

অনুচ্ছেদ : পাপ কর্মে মানত নেই।

١٥٣٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ صَفْوَانَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَا
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ لاَيَصِحُّ لاَنَّ الزُّهْرِىَّ لَمْ يَسْمَعْ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ أَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَ
يَقُوْلُ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِىْ عَتِيْقٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ يَحْيَى
أَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْحَدِيْثُ هُوَ هٰذَا .

১৫৩০. কুতায়বা (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাপ কার্যে
ত করা যাবে না। আর এর কাফ্ফারা হল কসমের কাফ্ফারার অনুরূপ।

এই বিষয়ে ইব্ন উমার, জাবির ও ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি সাহীহ নয়। কেননা যুহরী (র.) এই হাদীছটি আবূ সালামা (র.) থেকে শুনেন নি। আমি মুহাম্মাদ
াম বুখারী) (র.)–কে বলতে শুনেছি যে, মূসা ইব্ন উকবা, ইব্ন আবী আতীক প্রমুখ (র.) থেকে যুহরী –

সুলায়মান ইব্ন আরকাম – ইয়াহইয়া ইব্ন আবী কাছীর – আবূ সালামা – আইশা (রা.) নবী ﷺ সূত্রে রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী) বলেন, হাদীছটি মূলত এটিই।

١٥٢١ . حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْمَاعِيْلَ التِّرْمِذِيُّ وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ عَتِيْقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لاَنَذْرَ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ صَفْوَانَ عَنْ يُوْنُسَ وَأَبُوْ صَفْوَانَ هُوَ مَكِّيٌّ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ مَرْوَانَ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ جِلَّةِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ . وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ لاَنَذْرَفِى مَعْصِيَةِ اللهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ وَاحْتَجَّا بِحَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ لاَنَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَلاَ كَفَّارَةَ فِى ذٰلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ .

১৫৩১. আবূ ইসমাঈল মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইউসুফ তিরমিযী (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহর না ফরমানীতে কোনরূপ মানত নেই আর এর কাফ্ফারা হল কসমের কাফ্ফারার অনুরূপ।

এই হাদীছটি গারীব। এটি আবূ সাফওয়ান – ইউনুছ সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি (১৫৩০নং) থেকে অধিকতর সাহীহ্।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এক সম্প্রদায় বলেছেন, আল্লাহ্র নাফরমানীতে কোনরূপ মানত নেই এবং এর কাফ্ফারা হল কসমের কাফ্ফারার অনুরূপ। এ হল ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তাঁরা যুহরী – আবূ সালামা – আইশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছটিকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম বলেন, পাপ কার্যের ক্ষেত্রে মানত নেই এবং এতে কাফ্ফারাও নেই। এ হল ইমাম মালিক ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি আল্লাহর ফরমাবরদারীর মানত করে তবে সে যেন তা করে

١٥٢٢ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاَيْلِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ .

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاَيْلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِىْ كَثِيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ٠ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ وَبِهٖ يَقُوْلُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِىُّ قَالُوْا : لاَ يَعْصِىَ اللّٰهَ وَلَيْسَ فِيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ إِذَا كَانَ النَّذْرُ فِى مَعْصِيَةٍ ٠

১৫৩২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.).....আইশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কেউ যদি আল্লাহ্‌র ফরমাবরদারি করার মানত করে তবে সে অবশ্যই তা করবে আর কেউ যদি আল্লাহ্‌র নাফরমানীর মানত করে তবে সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।

হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল (র.).....আইশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর (র.)ও এটিকে কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

এ হল কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিমের অভিমত। ইমাম মালিক ও শাফিঈ (র.)ও এই মত প্রদান করেছেন। তাঁরা বলেন, সে আল্লাহ্‌র না ফরমানী করবে না। আর নাফরমানীর ক্ষেত্রে মানত করলে তাতে কসমের অনুরূপ কাফ্‌ফারাও ধার্য হয় না।

بَابُ مَاجَاءَ لاَنَذْرَ فِيْمَا لاَيَمْلِكُ ابْنُ أٰدَمَ

অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের যাতে মালিকানা নেই তাতে মানত হয় না।

١٥٢٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَذْرٌ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ٠

قَالَ : وَ فِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

১৫৩৩. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.).......ছাবিত ইবনুয্ যাহ্‌হাক (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে বিষয়ে বান্দার মানত হয় না যে বিষয়ে তার মালিকানা নেই।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র ও ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَفَّارَةِ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

অনুচ্ছেদ ঃ মানত করা কালে কিছু নির্দ্ধারণ না করা হলে এর কাফ্‌ফারা প্রসঙ্গে।

١٥٢٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَدَّثَنِىْ كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ۔

১৫৩৪. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.).......উকবা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানতের ক্ষেত্রে যদি কিছু নির্দ্ধারণ না করা হয় তবে এর কাফ্‌ফারা হল কসমের কাফ্‌ফারার অনুরূপ।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কোন বিষয়ে কসম করার পর অন্য বিষয়টিকে তা থেকে ভাল দেখলে।

١٥٣٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يُوْنُسَ هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ لَاتَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَتَتْكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أَتَتْكَ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَائْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ ۔

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَبِيْ مُوْسَى ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

১৫৩৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র.)......আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আবদুর রহমান, শাসন ক্ষমতাধিকারী হওয়ার যাচ্ঞা করবে না। কেননা যদি যাচ্ঞার কারণে তা তোমার কাছে আসে তবে এর ভাল মন্দের দায়িত্ব তোমার প্রতিই সোপর্দ করা হবে। আর যদি যাচ্ঞা ছাড়া তোমার কাছে তা আসে তবে এই বিষয়ে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) তুমি সাহায্য প্রাপ্ত হবে। কোন বিষয়ে কসম করার পরে অন্য একটি বিষয়কে যদি তা থেকে ভাল দেখতে পাও তবে ঐ ভাল কাজটি করবে এবং তোমার কসমের কাফ্‌ফারা দিয়ে দিবে।

এই বিষয়ে আদী ইব্‌ন হাতিম। আবুদ-দারদা, আনাস, আইশা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র, আবূ হুরায়রা, উম্মু সালামা ও আবূ মূসা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ

অনুচ্ছেদ ঃ কসম ভাঙ্গার পূর্বেই কাফ্‌ফারা প্রদান।

١٥٣٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَفْعَلْ ۔

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ تُجْزِئُ ۔ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ ۔ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لاَ يُكَفِّرُ إِلاَّ بَعْدَ الْحِنْثِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إِنْ كَفَّرَ بَعْدَ الْحِنْثِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ أَجْزَأَهُ ۔

১৫৩৬. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন বিষয়ে কসম করার পর অন্য বিষয় যদি তা থেকে ভাল দেখে তবে সে তার কসমের কাফ্ফারা দিয়ে দিবে এবং ঐ কাজটি করবে।

এই বিষয়ে উম্মু সালামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

অধিকাংশ সাহাবী অপরাপর আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন যে, কসম ভাঙ্গার পূর্বে কাফ্ফারা দেওয়া যায়। এ হল ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

[ইমাম আবূ হানীফা সহ] কত আলিম বলেন, কসম ভাঙ্গার পর ছাড়া কাফ্ফারা প্রদান করা যাবে না। সুফইয়ান ছাওরী (র.) বলেন, কসম ভাঙ্গার পর কাফ্ফারা প্রদান আমার নিকট অধিকতর পসন্দনীয়। তবে এর পূর্বেও যদি কাফ্ফারা দিয়ে দেয় তবে তা তার জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচ্য হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ কসমের ক্ষেত্রে "ইন শা আল্লাহ্" বলা

١٥٣٧ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ ۔

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوْفًا – وَهٰكَذَا رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَوْقُوْفًا ۔ وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ : وَكَانَ أَيُّوْبُ أَحْيَانًا يَرْفَعُهُ وَأَحْيَانًا لاَ يَرْفَعُهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ

أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ إِذَا كَانَ مَوْصُوْلاً بِالْيَمِيْنِ فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ ٠

১৫৩৭. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)......ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ যদি কোন বিষয়ে কসম করতে ইনশা আল্লাহ বলে তবে তার উপর কসম ভাঙ্গার বিষয় প্রযোজ্য হবে না। (কেননা তা কসম বলেই গণ্য হবে না।)

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার প্রমুখ (র.) এটিকে নাফি' – ইব্ন উমার (রা.) সূত্রে মাওকূফ রূপে বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে সালিম (র.)ও এটিকে ইব্ন উমার (রা.) থেকে মাওকূফ রূপে বর্ণনা করেছেন। আয়্যুব সাখতিয়ানী ছাড়া এটিকে আর কেউ মারফূ' রূপে রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নাই। ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম (র.) বলেন, আয়্যুব (র.) কখনও এটিকে মারফূ' রূপে বর্ণনা করেছেন আর কখনও কখনও মারফূ' রূপে বর্ণনা করেন নি।

অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন যে, ইনশা আল্লাহ যদি কসমের সঙ্গে একত্রিত করে বলে তবে তার উপর কসম ভাঙ্গার বিষয় প্রযোজ্য হবে না এ হল সুফইয়ান ছাওরী, আওযাঈ, মালিক ইব্ন আনাস, আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।

١٥٣٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمْ يَحْنَثْ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ خَطَأٌ ، أَخْطَأَ فِيْهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ اخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ قَالَ : لَأَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلٰى سَبْعِيْنَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلاَمًا فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلَمْ تَلِدِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ نِصْفَ غُلاَمٍ ٠ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَكَانَ كَمَا قَالَ هٰكَذَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ هٰذَا الْحَدِيْثُ بِطُوْلِهِ وَقَالَ سَبْعِيْنَ امْرَأَةً وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلٰى مِائَةِ امْرَأَةٍ ٠

১৫৩৮. ইয়াহইয়া ইব্ন মূসা (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ যদি কসম করে আর ইনশা আল্লাহ বলে তবে তার জন্য কসম ভাঙ্গার বিষয় নেই।

আমি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র.)–কে হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, এই হাদীছটি ভুল। এতে রাবী আবদুর রায্যাক ভুল করেছেন। তিনি মা'মার – ইব্ন তাউস – তৎপিতা তাউস – আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতটিকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছেন। রিওয়ায়াতটি হল নবী

ﷺ বলেছেন, সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ আলাইহিস সালাম একবার বলেছিলেন, আমি আজ রাতে অবশ্যই সত্তর জন স্ত্রীর শয্যা পরিভ্রমণ করব। প্রত্যেক মহিলাই একজন করে সন্তান প্রসব করবে। অনন্তর তিনি উক্ত স্ত্রীদের শয্যা পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু তাদের মাঝে কেউ কোন সন্তান প্রসব করতে পারল না। কেবল একজন একটি অর্ধ বিকলাঙ্গ শিশু প্রসব করল। অনন্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি তিনি এতদসঙ্গে ইনশা আল্লাহ্ বলতেন তবে তার কথা অনুসারেই বিষয়টি ঘটত।

আবদুর রায্‌যাক (র.) মা'মার – ইব্‌ন তাউস – তৎপিতা তাউস (র.) সূত্রে বিস্তারিত ভাবে হাদীছটিকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তিনি এতে সত্তর জন স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেছেন। হাদীছটি একাধিক সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা.)–এর বরাতে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ (আ) বললেন, আজ রাতে একশত স্ত্রীর শয্যা পরিভ্রমণ করব....।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِغَيْرِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কসম খাওয়া হারাম।

١٥٣٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ ، سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ عُمَرَ وَهُوَ يَقُوْلُ : وَ أَبِيْ وَ أَبِيْ ، فَقَالَ : أَلاَ إِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَوَ اللّٰهِ مَا حَلَفْتُ بِهِ بَعْدَ ذٰلِكَ ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا ·

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَقُتَيْلَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : قَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ مَعْنٰى قَوْلِهِ وَلاَ آثِرًا أَىْ لَمْ آثُرْهُ عَنْ غَيْرِىْ يَقُوْلُ لَمْ أَذْكُرْهُ عَنْ غَيْرِىْ ·

১৫৩৯. কুতায়বা (র.)......সালিম তৎপিতা ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী ﷺ উমার (রা.)–কে "কসম আমার পিতার, কসম আমার পিতার" – এই কথা বলতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, সাবধান, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পিতার কসম খেতে নিষেধ করেছেন।

উমার (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, এরপর আর আমি এর কসম খাইনি বা অন্যের বরাতেও তা উল্লেখ করিনি।

এই বিষয়ে ছাবিত ইব্‌ন যাহ্‌হাক, ইব্‌ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা, কুতায়লা, আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

আবূ উবায়দ (র.) বলেন, وَلاَ آثِرًا অর্থ হল অন্যের বরাতেও আমি তা উল্লেখ করিনি।

١٥٤٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ

وَهُوَ فِيْ رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ لِيَحْلِفْ حَالِفٌ بِاللّٰهِ أَوْ لِيَسْكُتْ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

১৫৪০. হান্নাদ (র.).......ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত উমার (রা.) একবার একটি কাফেলার সঙ্গে চলছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তার পিতার নামে কসম করতে (শুনতে) পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের পিতার কসম খেতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিষেধ করেছেন। কসম করতে হলে আল্লাহ্র নামে করবে বা চুপ থাকবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٥٤١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ لَا وَالْكَعْبَةِ ٠ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، وَفُسِّرَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ قَوْلَهُ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ عَلَى التَّغْلِيْظِ ٠ وَالْحُجَّةُ فِيْ ذٰلِكَ حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ عُمَرَ يَقُوْلُ وَأَبِيْ وَأَبِيْ ٠ فَقَالَ أَلَا إِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ وَحَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ فِيْ حَلْفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزّٰى ، فَلْيَقُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا مِثْلُ مَارُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الرِّيَاءَ شِرْكٌ وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هٰذِهِ الْآيَةَ ، مَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا الْآيَةَ قَالَ لَا يُرَائِيْ ٠

১৫৪১. কুতায়বা (র.).......সা'দ ইব্ন উবায়দা (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমার (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে "কা'বার কসম তা নয়" বলতে শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কসম করা যায় না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কসম করল সে কুফরী করল বা শিরকী করল।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

কতক আলিম এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন, বিষয়টির প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনার্থেই বলা হয়েছে "সে কুফরী করল বা শিরকী করল"। এর দলীল হল ইব্ন উমার (রা.)-এর হাদীছে আছে নবী ﷺ উমারকে "আমার পিতার কসম, আমার পিতার কসম" বলতে শুনে তিনি বলেছিলেন, সাবধান, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পিতার নামে কসম করতে তোমাদের নিষেধ করেছেন। (এখানে কুফরীর কথা বলা হয় নি।) এমনিভাবে আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছে আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ যদি কসম করতে যেয়ে বলে 'লাত ও উয্যার'

কসম তবে সে যেন বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এটির মর্ম সেরূপই যেমন নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, রিয়া হল শিরক।

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا ٠

যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাতের আশা করে সে যেন সৎ আমল করে। (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ১১০) – এই আয়াতের তাফসীরে কতক আলিম বলেন......সে যেন রিয়া না করে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ وَلاَ يَسْتَطِيعُ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ হেটে যাওয়ার কসম করল অথচ সে হাটতে অক্ষম।

١٥٤٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَذَرَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ فَسُئِلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا مُرُوْهَا فَلْتَرْكَبْ ٠

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالُوْا إِذَا نَذَرَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَمْشِيَ فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ شَاةً ٠

১৫৪২. আবদুল কুদ্দুস ইব্‌ন মুহাম্মাদ আত্তার বাসরী (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা বায়তুল্লাহ শরীফে হেটে যাওয়ার মানত করে। এই বিষয়ে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, তার হেটে যাওয়া থেকে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী সুতরাং তোমরা তাকে (বাহনে) আরোহণ করতে নির্দেশ দাও।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, উকবা ইব্‌ন আমির ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব।

١٥٤٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْخٍ كَبِيْرٍ يَتَهَادٰى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ هٰذَا ؟ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ ٠ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهُ قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ ٠

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأٰى رَجُلاً فَذَكَرَ نَحْوَهُ ٠

১৫৪৩. আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এক অতি বৃদ্ধ ব্যক্তির পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, বৃদ্ধটি তার দুই ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে

চলছিল। তিনি বললেন, এর কি হয়েছে ? লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, লোকটি পায়ে হেঁটে (বায়তুল্লাহ যিয়ারতের) মানত করেছে। তিনি বললেন, এর নিজেকে কষ্ট দেওয়ার প্রতি আল্লাহ মুখাপেক্ষী নন।

আনাস (রা.) বলেন, অনন্তর তিনি লোকটিকে (বাহনে) সাওয়ার হতে নির্দেশ দিলেন।

মুহাম্মাদ ইবন মুছান্না (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি লোককে দেখলেন . . . . ।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান--সাহীহ্।

কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেন, কোন মহিলা যদি পায়ে হেটে (বায়তুল্লাহ) যাওয়ার মানত করে তবুও সে বাহনে সওয়ার হয়ে যাবে এবং এর জন্য একটি বকরী হাদী (কুরবানী) হিসাবে আদায় করবে।

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মানত করা পছন্দনীয় নয় ।

١٥٤٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَنْذِرُوْا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ كَرِهُوا النَّذْرَ . وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ مَعْنَى الْكَرَاهِيَةِ فِي النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ وَإِنْ نَذَرَ الرَّجُلُ بِالطَّاعَةِ فَوَفَّى بِهِ فَلَهُ فِيْهِ أَجْرٌ وَيُكْرَهُ لَهُ النَّذْرُ .

১৫৪৪. কুতায়বা (র.),.....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা মানত করবে না। কেননা, মানত তাকদীরে নির্দ্ধারিত কোন বিষয়ে কিছুমাত্র উপকার দিতে পারে না। এর দ্বারা বখীলের কাছ থেকে কিছু বের করে নেয়া হয় মাত্র।

এই বিষয়ে ইবন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। তারা মানত করা অপছন্দনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র.) বলেন, ফরমাবরদারীর কাজে হোক বা না ফরমানীর কাজে মানত করা সর্বাবস্থায় অপছন্দনীয়। কেউ যদি কোন ফরমাবরদারী ও নেক কাজে মানত করে আর তা সে পূরণ করে তবে তার জন্য ছওয়াব হবে বটে কিন্তু মানত করা হবে মাকরূহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَفَاءِ النَّذْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মানত পূরণ করা।

١٥٤٥ . حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ : أَوْفِ بِنَذْرِكَ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالُوْا إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ نَذْرُ طَاعَةٍ فَلْيَفِ بِهِ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ : لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ وَقَالَ أٰخَرُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صَوْمٌ إِلاَّ أَنْ يُوْجِبَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمًا . وَاحْتَجُّوْا بِحَدِيْثِ عُمَرَ أَنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْوَفَاءِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

১৫৪৫. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.)........উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, জাহেলী আমলে আমি মসজিদুল হারামে এক রাত ই'তিকাফ করার মানত করেছিলাম। তিনি বললেন, তোমার মানত পূরণ কর। এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এই হাদীছ অনুসারে কতক আলিম আমল করেছেন। তারা বলেন, কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করে আর তার উপর যদি কোন নেক কাজের মানত থাকে তবে সে তার মানত পূরণ করবে।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম বলেন, সাওম ব্যতিরেকে ই'তিকাফ হয় না। [এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত]। অপর একদল আলিম বলেন, নিজের উপর সওম প্রযোজ্য করা ব্যতিরেকে ই'তিকাফকারীর জন্য সওম অত্যাবশ্যক নয়। তারা উমার (রা.)-এর এ হাদীছটি দলীল হিসাবে পেশ করেন যে, তিনি এক রাত ই'তিকাফ করবেন বলে জাহিলী আমলে মানত করেছিলেন। আর নবী ﷺ তাকে সেই মানত পূরণ করতে নির্দেশ দেন। এ হল ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَ يَمِيْنُ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর কসম কি ধরণের ছিল ?

١٥٤٦ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَثِيْرًا مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْلِفُ بِهٰذِهِ الْيَمِيْنِ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৫৪৬. আলী ইব্‌ন হুজর (র.).....সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ তৎপিতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, অনেক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এইরূপ ভাবে কসম করতেন যে, لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ না, সেই সত্তার কসম যিনি হৃদয়কে পরিবর্তন করেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً

অনুচ্ছেদ ঃ গোলাম আযাদ করার ফযীলত।

١٥٤٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللّٰهُ مِنْهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتّٰى يَعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ ·

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَأَبِيْ أُمَامَةَ وَكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ·

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَابْنُ الْهَادِ اسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ وَهُوَ مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ قَدْ رَوٰى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ·

১৫৪৭. কুতায়বা (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কেউ যদি কোন মুমিন দাসকে আযাদ করে তবে আল্লাহ তা'আলা এর প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আযাদকারীর প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নামাগ্নি থেকে আযাদ করে দিবেন। এমনকি এর লজ্জাস্থানের বিনিময়ে তার লজ্জাস্থানকে মুক্তি দিবেন।

এই বিষয়ে আইশা, আমর ইব্‌ন আবাসা, ইব্‌ন আব্বাস, ওয়াসিলা ইব্‌ন আসকা', আবূ উমামা, কা'ব ইব্‌ন মুররা এবং উকবা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সাহীহ্। তবে এই সূত্রে গারীব। রাবী ইব্‌নুল হাদ (র.)-এর নাম হল ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উসামা ইব্‌নুল-হাদ। তিনি মাদীনী এবং নির্ভরযোগ্য রাবী (ছিকা)। তার বরাতে মালিক ইব্‌ন আনাস (রা.) সহ একাধিক আলিম হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يَلْطِمُ خَادِمَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বীয় খাদেমকে থাপ্পড় দেওয়া।

١٥٤٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ

الْمُزَنِّي قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَبْعَةَ إِخْوَةٍ مَالَنَا خَادِمٌ إِلاَّ وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهَا ·

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ · وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيْثِ قَالَ لَطَمَهَا عَلَى وَجْهِهَا ·

১৫৪৮. আবূ কুরায়ব (র.)......সুওয়ায়দ ইব্ন মুকাররিন মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমাদের অবস্থা দেখেছি যে, আমরা ছিলাম সাত ভাই। অথচ আমাদের একটি ছাড়া কোন দাসী ছিল না। একদিন আমাদের একজন তাকে থাপ্পড় মারে। তখন নবী ﷺ একে আযাদ করে দিতে আমাদের নির্দেশ দিলেন।

এই বিষয়ে ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। হুসায়ন ইব্ন আবদুর রহমান (র.) থেকে একাধিক রাবী এটি রিওয়ায়াত করেছেন।

কোন রাবী এই হাদীছে উল্লেখ করেন যে, لَطَمَهَا عَلَى وَجْهِهَا দাসীর চেহারায় সে থাপ্পড় মেরেছিল।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের শপথ করা পছন্দনীয় নয়।

١٥٤٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ · وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيْ هٰذَا إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ هُوَ يَهُوْدِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَفَعَلَ ذٰلِكَ الشَّيْءَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ أَتَى عَظِيْمًا وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ· وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَإِلَى هٰذَا الْقَوْلِ ذَهَبَ أَبُوْ عُبَيْدٍ· وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَغَيْرِهِمْ : عَلَيْهِ فِي ذٰلِكَ الْكَفَّارَةُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ ·

১৫৪৯. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)........ছাবিত ইব্ন যাহ্হাক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের মিথ্যা শপথ করবে সে তা-ই বলে বিবেচ্য হবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এই বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে যে, কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের শপথ করে যেমন বলল অমুক কাজ যদি সে করে তবে সে ইয়াহূদী বা খৃষ্টান আর পরে সে যদি ঐ কাজটি করে তবে কি হবে ? কতক আলিম বলেন, এতে সে এক ভীষণ মারাত্মক কাণ্ড করল বটে তবে তার উপর কোন কাফ্ফারা ধার্য হবে না। এ হল মদীনাবাসীদের অভিমত। মালিক ইব্ন আনাস (র.)-এর বক্তব্যও এ-ই। আবূ উবায়দ (র.)ও এই পন্থা

অবলম্বন করেছেন। কতক সাহাবী, তাবিঈ ও অপরাপর আলিম বলেন, এতে তার উপর কাফ্ফারা ধার্য হবে। এ হল সুফইয়ান ছাওরী, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ।

١٥٥٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الرُّعَيْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ الْيَحْصُبِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أُخْتِيْ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ ۰ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ۰

قَالَ : وَ فِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ۰

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَ هُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَ إِسْحٰقَ ۰

১৫৫০. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)......উকবা ইব্ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার বোন মানত করেছে যে, সে খালী পায়ে মাথা ও চেহারা না ঢেকে বায়তুল্লাহ শরীফ হেটে যাবে। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমার বোনকে কষ্ট দিয়ে আল্লাহ তা'আলার তো কোন লাভ নেই। সে যেন সওয়ারীতে আরোহণ করে যায়, চেহারা ঢাকে এবং তিন দিন সওম পালন করে।

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। এ হল আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ।

١٥٥١. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِيْ حَلِفِهِ وَ اللَّاتِ وَ الْعُزَّى ۰ فَلْيَقُلْ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ۰ وَمَنْ قَالَ : تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ ۰

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۰ وَأَبُوالْمُغِيْرَةِ هُوَ الْخَوْلاَنِيُّ الْحِمْصِيُّ وَ اسْمُهُ، عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ الْحَجَّاجِ ۰

১৫৫১. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কসম করার সময় বলে লাতের কসম, উয্‌যার কসম তবে সে যেন বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যে ব্যক্তি বলে আস, জুয়া খেলি, তবে যেন সে কিছু সাদকা করে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। রাবী আবুল মুগীরা (র.) হলেন খাওলানী হিমসী। তাঁর নাম হল আবদুল কুদ্দুস ইবনুল হাজ্জাজ।

بَابُ مَا جَاءَ فِى قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে মানত আদায় করা।

١٥٥٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اقْضِ عَنْهَا ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৫৫২. কুতায়বা (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে মানত সম্পর্কে ফতওয়া জানতে চেয়েছিলেন। তাঁর মার একটি মানত ছিল কিন্তু তা পূরণ করার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। নবী ﷺ বললেন, তার পক্ষ থেকে তুমি এটি আদায় করে দাও।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِى فَضْلِ مَنْ أَعْتَقَ

অনুচ্ছেদ ঃ যে গোলাম আযাদ করে তার মর্যাদা।

١٥٥٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ هُوَ أَخُوْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ · يُجْزِى كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِى كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النَّارِ يُجْزِى كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهَا ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى: وَفِى الْحَدِيْثِ مَايَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِتْقَ الذُّكُوْرِ لِلرِّجَالِ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الْإِنَاثِ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِى كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ · الْحَدِيْثَ صَحَّ فِىْ طُرُقِهِ ·

১৫৫৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র.).......আবূ উমামা প্রমুখ সাহাবী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি কোন মুসলিম দাসকে আযাদ করবে তা তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় হবে। এর এক একটি অঙ্গের বিনিময়ে তার এক একটি অঙ্গের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে। যে মুসলিম ব্যক্তি দুইজন মুসলিম দাসীকে আযাদ করবে। তারা দুইজন এই ব্যক্তির জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় হবে। তাদের প্রতি অঙ্গের বিনিময়ে এই ব্যক্তির প্রতি অঙ্গের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে। যে মুসলিম মহিলা কোন মুসলিম দাসীকে আযাদ করবে তা তার জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় হবে। এর প্রতি অঙ্গের বিনিময়ে তার প্রতি অঙ্গ মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। তবে এই সূত্রে গারীব।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, পুরুষের জন্য দাসীর তুলনায় দাস আযাদ করা উত্তম। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে কোন মুসলিম দাসকে আযাদ করবে তা তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় হবে। এর এক একটি অঙ্গের বিনিময়ে তার এক একটি অঙ্গের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে।"

হাদীছটি সব সনদেই সাহীহ।

كِتَابُ السِّيَرِ

অভিযান অধ্যায়

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَابُ السِّيَرِ

অভিযান অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া।

١٥٥٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، أَنَّ جَيْشًا مِنْ جُيُوْشِ الْمُسْلِمِيْنَ كَانَ أَمِيْرَهُمْ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ حَاصَرُوْا قَصْرًا مِنْ قُصُوْرِ فَارِسَ فَقَالُوْا: يَا أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ أَلاَ نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ ؟ قَالَ : دَعُوْنِي أَدْعُهُمْ كَمَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْهُمْ ، فَأَتَاهُمْ سَلْمَانُ فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ فَارِسِيٌّ تَرَوْنَ الْعَرَبَ يُطِيْعُوْنَنِيْ فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ الَّذِي لَنَا وَ عَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا ، وَ إِنْ أَبَيْتُمْ إِلاَّ دِيْنَكُمْ تَرَكْنَاكُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْطُوْنَا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ أَنْتُمْ صَاغِرُوْنَ . قَالَ وَ رَطَنَ إِلَيْهِمْ بِالْفَارِسِيَّةِ وَ أَنْتُمْ غَيْرُ مَحْمُوْدِيْنَ ، وَ إِنْ أَبَيْتُمْ نَابَذْنَاكُمْ عَلَى سَوَاءٍ . قَالُوْا : مَا نَحْنُ بِالَّذِي نُعْطِي الْجِزْيَةَ وَ لٰكِنَّا نُقَاتِلُكُمْ . فَقَالُوْا : يَا أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ أَلاَ نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ ؟ قَالَ : لاَ فَدَعَاهُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلَى مِثْلِ هٰذَا . ثُمَّ قَالَ : انْهَدُوْا إِلَيْهِمْ قَالَ فَنَهَدْنَا إِلَيْهِمْ فَفَتَحْنَا ذٰلِكَ الْقَصْرَ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ : عَنْ بُرَيْدَةَ ، وَ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، وَ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَ حَدِيْثُ سَلْمَانَ حَدِيْثٌ

حَسَنٌ لاَ نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، وَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ : أَبُو الْبَخْتَرِيِّ لَمْ يُدْرِكْ سَلْمَانَ لأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا . وَسَلْمَانُ مَاتَ قَبْلَ عَلِيٍّ ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَ غَيْرِهِمْ [illegible] أَنْ يُدْعَوْا قَبْلَ الْقِتَالِ ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحٰقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ . قَالَ : إِنْ تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِي الدَّعْوَةِ فَحَسَنٌ يَكُوْنُ ذٰلِكَ أَهْيَبَ . وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لاَدَعْوَةَ الْيَوْمَ وَ قَالَ أَحْمَدُ : لاَ أَعْرِفُ الْيَوْمَ أَحَدًا يُدْعَى . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لاَ يُقَاتَلُ الْعَدُوُّ حَتَّى يُدْعَوْا إِلاَّ أَنْ يَعْجَلُوْا عَنْ ذٰلِكَ ، فَإِنْ لَمْ [illegible]عَلْ فَقَدْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ .

১৫৫৪. কুতায়বা (র.).......আবুল বাখতারী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালমান ফারসী (রা.)-এর নেতৃত্বে এক মুসলিম বাহিনী পারস্যের একটি কিল্লা অবরোধ করেছিল। মুসলিম বাহিনীর সদস্যরা বলল, হে আবু আবদুল্লাহ্,[১] আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে হামলা চালাব না ? তিনি বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও, [illegible]-কে যেমন দাওয়াত দিতে শুনেছি তেমনিভাবে আমি এদেরকে (ইসলামের) দাওয়াত দিব। এরপর সালমান (রা.) এদের (শত্রুদের) কাছে এলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের মতই এক ফারসী বংশ উদ্ভূত লোক। তোমরা দেখছ আরবরা আমার আনুগত্য করছে। তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ কর তবে আমাদের যা (হক) আছে তোমাদেরও তা-ই হবে। আর আমাদের উপর যা প্রযোজ্য হয় তোমাদের উপরও তা প্রযোজ্য হবে। তোমরা যদি তোমাদের দীন ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাও তবে আমরা তোমাদের ধর্মের উপরই তোমাদের থাকতে দেব। তোমরা আমাদের আনুগত্য স্বীকার করে আমাদেরকে স্বহস্তে জিযইয়া দিবে।

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এদের সাথে ফারসীতেও আলাপ করলেন। তিনি বললেন, এমতাবস্থায় তোমরা প্রশংসিত হবে না। তা-ও যদি তোমরা অস্বীকার কর তবে সমানভাবে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দিচ্ছি।

তারা বলল, [illegible] তোমাদের জিযইয়া প্রদান করব না বরং তোমাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করব[illegible]

[illegible] আবদুল্লাহ, [illegible] ? [illegible] না ? তিনি বললেন, না।

বর্ণনাকারী বলেন, এই ভাবে তিনি এদেরকে তিন দিন পর্যন্ত দাওয়াত দিলেন। এরপর বললেন, এবার তোমরা এদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা কর। সেমতে আমরা তাদের বিরুদ্ধে হামলা করলাম এবং ঐ কিল্লাটি জয় করে নিলাম।

এই বিষয়ে বুরায়দা, নু'মান ইব্ন মুকাররিন, ইব্ন উমার ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

সালমান (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। আতা ইব্ন সাইব (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। মুহাম্মাদ বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, আবুল বাখতারী (র.) সালমান (রা.)-এর সাক্ষাৎ পান নাই। কেননা, তিনি আলী (রা.)-এরই সাক্ষাত পান নি। আর সালমান (রা.) তো আলী (রা.)-এর পূর্বে ইন্তিকাল করেছেন।

---
১. সালমান ফারসী (রা.)-এর উপনাম।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই হাদীছানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের প্রতি দাওয়াত প্রদান করতে হবে বলে মনে করেন। এ হল ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র.)-এর অভিমত। তিনি বলেন, দাওয়াতের ক্ষেত্রে যদি অগ্রবর্তী হওয়া যায় তবে তা ভাল এবং তা তাদের মধ্যে অধিকতর ভীতি সঞ্চারক হবে। কতক আলিম বলেন, বর্তমান যুগে আর দাওয়াতের প্রয়োজন নেই। ইমাম আহমাদ (র.) বলেন, বর্তমান যুগে আর কাউকে (যুদ্ধের পূর্বে) দাওয়াত দেওয়া হয় বলে আমি জানি না। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, ইসলামের দাওয়াত প্রদান না করা পর্যন্ত শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করা যাবে না। কিন্তু যদি তা না করে তাতেও কোন দোষ নেই। কেননা দাওয়াত তো ইতোমধ্যে তাদের কাছে পৌঁছে গেছেই।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ।

١٥٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَدَنِيُّ الْمَكِّيُّ وَ يُكْنَى بِأَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ هُوَ ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ عَنْ ابْنِ عِصَامٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ وَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا أَوْ سَرِيَّةً يَقُوْلُ لَهُمْ : إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا وَسَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا . هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَ هُوَ حَدِيْثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ .

১৫৫৫. মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া আদানী মাক্কী তার উপনাম আবূ আবদুল্লাহ, তিনি ছিলেন একজন সৎ লোক। তিনি হলেন, ইবন আবী উমার (র.)......ইসাম মুযানী তিনি ছিলেন সাহাবী (রা.) থেকে তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন বাহিনীকে অভিযানে প্রেরণ করতেন তখন তাদের বলতেন, তোমরা যদি কোথাও মসজিদ দেখতে পাও বা কোন মুআযযিনের আযান শুনতে পাও তবে সেখানকার কাউকে হত্যা করবে না।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। এটি হল ইবন উয়ায়না (র.)-এর রিওয়ায়াত।

بَابٌ فِي الْبَيَاتِ وَ الْغَارَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাতে বা অতর্কিত আক্রমণ করা।

١٥٥٦ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ أَتَاهَا لَيْلًا ، وَ كَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغِرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ . فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُوْدُ بِمَسَاحِيْهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَافَقَ وَاللّٰهِ مُحَمَّدٌ الْخَمِيْسَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ .

১৫৫৬. আনসারী (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের অভিযানে বের হলে রাতে

এসে সেখানে পৌঁছেন। তিনি কোথাও রাতে এলে সকাল না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে অতর্কিত আক্রমণ করতেন না। যা হোক, সকালে খায়বারের ইয়াহূদীরা তাদের কোদাল ঝুড়ি সহ (কাজের উদ্দেশ্যে) বের হল। যখন তারা তাঁকে দেখল তখন বলতে লাগল, মুহাম্মাদ, আল্লাহ্র কসম মুহাম্মাদ তার বিরাট পূর্ণাঙ্গ বাহিনী নিয়ে এসে গেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহু আকবার, খায়বার বিনষ্ট হয়ে গেল, আমরা যখন কোন (শত্রু) সম্প্রদায়ের অঙ্গনে অবতরণ করি তখন যাদের সতর্ক করা হয়েছিল কতইনা মন্দ হয় তাদের সেই ভোর।

১৫৫৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِىْ طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلاَثًا ٠

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَحَدِيْثُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى الْغَارَةِ بِاللَّيْلِ وَأَنْ يُبَيِّتُوْا وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ ٠ وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُبَيِّتَ الْعَدُوَّ لَيْلاً وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَافَقَ مُحَمَّدٌ الْخَمِيْسَ يَعْنِى بِهِ الْجَيْشَ ٠

১৫৫৭. কুতায়বা ও মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).......আবূ তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর বিজয় লাভ করতেন তখন তাদের অঞ্চলে তিন দিন অবস্থান করতেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। হুমায়দ - আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি ও (১৫৫৬ নং) হাসান-সাহীহ্।

কতক আলিম রাতে অতর্কিত আক্রমণ [illegible] রেখেছেন। আর কতক আলিম এটিকে [illegible] বলে মনে করেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.) বলেন, রাত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা[illegible]ন অসুবিধা নাই।

وَافَقَ مُحَمَّدٌ الْخَمِيْسَ অর্থ [illegible] মুহাম্মাদ তাঁর পূর্ণ বাহিনী সহ

بَابُ التَّحْرِيْقِ وَالتَّخْرِيْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ শত্রু অঞ্চল আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া এবং তা ধ্বংস করা।

১৫৫৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِىَ الْبُوَيْرَةُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ ٠

وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هٰذَا وَلَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِقَطْعِ الْأَشْجَارِ وَتَخْرِيْبِ الْحُصُوْنِ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ ذٰلِكَ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِىِّ ٠ قَالَ الْأَوْزَاعِىُّ وَنَهَى أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ يَزِيْدَ أَنْ يَقْطَعَ شَجَرًا مُثْمِرًا أَوْ يُخَرِّبَ عَامِرًا وَعَمِلَ بِذٰلِكَ الْمُسْلِمُوْنَ بَعْدَهُ ٠ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ : لاَ

بَأْسَ بِالتَّحْرِيْقِ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ وَقَطْعِ الْأَشْجَارِ وَالثِّمَارِ ۔ وَقَالَ أَحْمَدُ وَقَدْ تَكُوْنُ فِى مَوَاضِعَ لاَ يَجِدُوْنَ مِنْهُ بُدًّا فَأَمَّا بِالْعَبَثِ فَلاَ تُحَرِّقْ وَقَالَ إِسْحٰقُ التَّحْرِيْقُ سُنَّةٌ إِذَا كَانَ أَنْكَى فِيْهِمْ ۔

১৫৫৮. কুতায়বা (র.) ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বানূ নাযীর গোত্রের বুওয়ায়রার খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং গাছগুলি কেটে ফেলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন।

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِيْنَ

তোমরা যে গাছগুলি কেটেছ বা যেগুলি কাণ্ডের উপর ছেড়ে রেখে দিয়েছ তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে ; আর তা এই জন্য যে, আল্লাহ্ ফাসিকদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। [৫৯ : ৫]

এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

আলিমগণের এক সম্প্রদায় এ মত অবলম্বন করেছেন। যুদ্ধে বৃক্ষকর্তণ এবং কেল্লা ধ্বংস করায় কোন দোষ আছে বলে তারা মনে করেননা। কতক আলিম তা অপছন্দনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ হল ইমাম আওযাঈ-এর অভিমত। তিনি বলেন, ফলন্ত বৃক্ষ কর্তন করতে বা আবাদী ধ্বংস করতে আবূ বাকর সিদ্দীক (রা.) নিষেধ করেছেন। পরবর্তীতে মুসলিমগণও এতদনুসারে কাজ করেছেন। শাফিঈ (র.) বলেন, শত্রু সম্পত্তি জ্বলানো এবং তাদের বৃক্ষ ও ফল কর্তন করায় কোন দোষ নেই। আহমাদ (র.) বলেন, এ ছাড়া যদি কোন উপায় না থাকে এমন স্থানে তা করা যাবে। প্রয়োজন ছাড়া জ্বালাও-পোড়াও করা যাবে না। ইসহাক (র.) বলেন, শত্রুর প্রতি যদি আঘাত বেশী হয় তবে আগুন লাগান সুন্নাত বলে বিবেচিত হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْغَنِيْمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ গনীমত প্রসংগে।

١٥٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ فَضَّلَنِى عَلَى الْأَنْبِيَاءِ أَوْ قَالَ أُمَّتِى عَلَى الْأُمَمِ وَأَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ ۔

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِى ذَرٍّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِى مُوْسٰى وَابْنِ عَبَّاسٍ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَبِى أُمَامَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔ وَسَيَّارٌ هٰذَا يُقَالُ لَهُ سَيَّارٌ مَوْلَى بَنِى مُعَاوِيَةَ ۔ وَرَوَى عَنْهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنِ بَحِيْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِىَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّوْنَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

১৫৫৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ মুহারিবী (র.)......আবূ উমামা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নবীগণের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। (অথবা তিনি বলেছেন,) আমার উম্মাতকে অপরাপর উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তিনি আমাদের জন্য গানীমত হালাল করেছেন।

এই বিষয়ে আলী, আবূ যারর, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর, আবূ মূসা ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ উমামা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। বর্ণনাকারী এই সায়্যার হলেন বানূ মুআবিয়া-এর আযাদকৃত দাস সায়্যার। তাঁর বরাতে সুলায়মান তায়মী আবদুল্লাহ ইব্‌ন বাহীর (র.) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, অন্যান্য নবীগণের উপর ছয়টি ক্ষেত্রে আমাকে অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আমাকে ব্যাপক ভাবকে অল্প কথায় প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, শত্রুর মনে আযাব প্রভাব সৃষ্টি করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। আমার জন্য গনীমত সম্পদ হালাল করা হয়েছে। যমীনকে আমার জন্য মসজিদ ও তাহারাতের উপায় (তায়াম্মুম) হিসাবে নির্দ্ধারণ করা হয়েছে, সমগ্র সৃষ্টির প্রতি আমি প্রেরিত হয়েছি, আর আমার মাধ্যমে নবীগণের আগমন শেষ করা হয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابٌ فِى سَهْمِ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ অশ্বের হিস্যা।

١٥٦٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالاَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَسَمَ فِى النَّفْلِ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ ·

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ أَخْضَرَ نَحْوَهُ ·

وَفِى الْبَابِ عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ أَبِى عَمْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ · وَهٰذَا حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ · وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَ غَيْرِهِمْ · وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ قَالُوْا : لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ ·

১৫৬০. আহমাদ ইব্‌ন আবদা যাববী ও হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র.)......ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গনীমত বা যুদ্ধ সম্পদে অশ্বের জন্য দুই হিস্যা এবং অশ্ব-মালিকের জন্য এক হিস্যা করে বন্টন করেছেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......সুলায়ম ইব্‌ন আখযার (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এই বিষয়ে মুজাম্মা' ইব্‌ন জারিয়া, ইব্‌ন আব্বাস, ইব্‌ন আবূ আমরা তৎপিতা (রা.) সূত্রেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইবন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। এ হল সুফইয়ান ছাওরী, আওযাঈ, মালিক ইবন আনাস, ইবন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তাঁরা বলেন, অশ্বারোহী সৈন্যের হল তিন হিস্যা। এক হিস্যা তার নিজের আর অশ্বের খাতিরে হল দুই হিস্যা। পদাতিক সৈন্যের হল এক হিস্যা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّرَايَا

অনুচ্ছেদ ঃ সারিয়্যা বা খণ্ড অভিযান।

١٥٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ وَأَبُوْ عَمَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ ، وَخَيْرُ الْجُيُوْشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ وَلاَ يُغْلَبُ إِثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ.

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَيُسْنِدُهُ كَبِيْرُ أَحَدٍ غَيْرُ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ وَإِنَّمَا رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً وَقَدْ رَوَاهُ حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَنَزِيُّ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً .

১৫৬১. মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া আযদী, বাসরী, আবূ আম্মার প্রমুখ (র.)..... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সর্বোত্তম সঙ্গী সংখ্যা হল চার। সর্বোত্তম খণ্ড বাহিনী হল চার শতের। সর্বোত্তম পূর্ণ বাহিনী হল চার হাজারের আর বার হাজার সদস্যের বাহিনী কখনও সংখ্যাল্পতার কারণে পরাজিত হতে পারে না।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। জারীর ইবন হাযিম ছাড়া বড় কেউ এটিকে মুসনাদ হিসাবে রিওয়ায়াত করেন নি। যুহরী (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এটি মুরসাল রূপে বর্ণিত আছে। হিব্বান ইবন আলী আনাযী (র.) এটিকে উকায়ল -- যুহরী - উবায়দুল্লাহ ইবন আবদিল্লাহ -- ইবন আব্বাস (রা.) সূত্রে - নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। লায়ছ ইবন সা দ (র.) এটিকে উকায়ল - যুহরী সূত্রে - নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَنْ يُعْطَى الْفَيْءُ

অনুচ্ছেদ ঃ ফাই [১] কাকে প্রদান করা হবে ?

١٥٦٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ

---

১. বিনা যুদ্ধে কাফিরদের যে সম্পদ হস্তগত হয় তাকে 'ফাই' বলা হয়। তা যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করা হয়না। বরং তা খলীফার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।

الْحَرُوْرِيَّ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْ بِالنِّسَاءِ ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْ بِالنِّسَاءِ وَكَانَ يَغْزُوْ بِهِنَّ فَيُدَاوِيْنَ الْمَرْضٰى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيْمَةِ وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ٠

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأُمِّ عَطِيَّةَ ٠ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ٠ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ ٠ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُسْهَمُ لِلْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ٠

قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَسْهَمَ النَّبِيُّ ﷺ لِلصِّبْيَانِ بِخَيْبَرَ وَأَسْهَمَتْ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ لِكُلِّ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ٠ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَسْهَمَ النَّبِيُّ ﷺ لِلنِّسَاءِ بِخَيْبَرَ وَأَخَذَ بِذٰلِكَ الْمُسْلِمُوْنَ بَعْدَهُ ٠ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ بِهٰذَا ٠

وَمَعْنٰى قَوْلِهِ : وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيْمَةِ يَقُوْلُ يُرْضَخُ لَهُنَّ بِشَيْءٍ مِنَ الْغَنِيْمَةِ يُعْطَيْنَ شَيْئًا ٠

১৫৬২. কুতায়বা (র.).......ইয়াযীদ ইব্ন হুরমুয (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট নাজদা হারূরী এই মর্মে জানতে চেয়ে পত্র দিয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি মেয়েদের নিয়ে গাযওয়ায় যেতেন এবং তাদের জন্য কি গনীমতের অংশ নির্ধারণ করতেন? উত্তরে ইব্ন আব্বাস (রা.) লিখলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মেয়েদের নিয়ে গাযওয়া করেছেন কিনা জানতে চেয়ে আমার কাছে তুমি পত্র লিখেছিলে। তিনি তাদের নিয়ে গাযওয়ায় গিয়েছেন। তারা অসুস্থদের শুশ্রূষা করত। তাদেরকে গনীমত সম্পদ থেকে কিছু দান করা হত। তবে তাদের কোন নির্দ্ধারিত হিস্যা ছিল না।

এই বিষয়ে আনাস ও উম্মু আতিয়্যা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

অধিকাংশ আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। এ হল সুফইয়ান ছাওরী ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত। কতক আলিম বলেন, মেয়ে ও শিশুদেরকেও হিস্যা দেওয়া হবে। এ হল ইমাম আওযাঈ (র.)-এর অভিমত। তিনি বলেন, নবী ﷺ খায়বারে শিশুদের হিস্যা দিয়েছিলেন। সমর ফ্রন্টে যে শিশুর জন্ম হয় তাদেরও মুসলিমদের ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধানগণ হিস্যা দিয়েছেন। আ ওযাঈ (র.) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারে মহিলাদেরও হিস্যা দিয়েছেন। পরবর্তীতে মুসলিমগণও এই পন্থা অনুসরণ করেছেন।

আলী ইবন খাশরাম (র.)......আওযাঈ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। يُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيْمَةِ অর্থ হল গানীমত থেকে মহিলাদেরকে সামান্য দান করা যাবে।

بَابُ هَلْ يُسْهَمُ لِلْعَبْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ গনীমতে গোলামদের জন্যও কি হিস্যা নির্দ্ধারণ করা হবে ?

١٥٦٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلٰى أَبِي اللَّحْمِ قَالَ شَهِدْتُ خَيْبَرَ

مَعَ سَادَتِي فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَكَلَّمُوهُ أَنِّي مَمْلُوكٌ . قَالَ فَأَمَرَنِي فَقُلِّدْتُ السَّيْفَ فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِيْنَ فَأَمَرَنِي بِطَرْحِ بَعْضِهَا وَحَبْسِ بَعْضِهَا .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبَّاسٍ . وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَيُسْهَمُ لِلْمَمْلُوْكِ وَلٰكِنْ يُرْضَخُ لَهُ بِشَيْءٍ . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

১৫৬৩. কুতায়বা (র.)......আবুল লাহমের মাওলা বা আযাদকৃত গোলাম উমায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মালিকদের সঙ্গে খায়বার যুদ্ধে হাযির ছিলাম। তাঁরা আমার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। তারা তাঁকে বলেছিলেন যে আমি একজন মালিকানা ভুক্ত গোলাম। উমায়র (রা.) বলেন, তাঁর নির্দেশে আমার গলায় তলওয়ার লটকে দেওয়া হল। আমি তা হেঁচড়ে হেঁচড়ে চলছিলাম। অনন্তর তিনি আমার জন্য গনীমত সম্পদের থেকে সামান্য তৈজসপত্রের কিছু দিতে নির্দেশ করেছিলেন। আমি তাঁর নিকট কিছু মন্ত্র পেশ করেছিলাম। এগুলোর সাহায্যে আমি পাগলদের ঝাড় ফুঁক করতাম। তিনি আমাকে এর কতক বাদ দিতে এবং কতক রাখতে নির্দেশ দিলেন।

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন যে, গনীমত সম্পদে গোলামদের কোন নির্দ্ধারিত হিস্যা নেই। তবে সামান্য কিছু তাদের দান করা যাবে। এ হল ছাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ يَغْزُوْنَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ هَلْ يُسْهَمُ لَهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মী নাগরিক মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হলে গনীমত সম্পদে তাদের হিস্যা হবে কি?

١٥٦٤. **حَدَّثَنَا** الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى بَدْرٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرِ لَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةً وَنَجْدَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ؟ قَالَ لاَ قَالَ ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ .

وَفِي الْحَدِيْثِ كَلاَمٌ أَكْثَرُ مِنْ هٰذَا .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا : لاَيُسْهَمُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ الْعَدُوَّ .

وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُسْهَمَ لَهُمْ إِذَا شَهِدُوا الْقِتَالَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ٠

وَيُرْوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَسْهَمَ لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ قَاتَلُوا مَعَهُ ٠

حَدَّثَنَا بِذَٰلِكَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ٠ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ٠

هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ٠

১৫৬১. আনসারী (র.).......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বদর যাত্রাকালে যখন "হাররাতুল ওয়াবর" নামক স্থানে পৌছলেন তখন জনৈক মুশরিক এসে তাঁর সঙ্গে শামিল হল। সাহসিকতা ও বাহাদুরীতে তার খুব খ্যাতি ছিল। তাকে নবী ﷺ বললেন, তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখ ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তা হলে ফিরে যাও। আমি কখনও মুশরিকদের সাহায্য নিব না।

হাদীছটিতে আরো আলোচনা রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন, কোন যিম্মী বা মুসলিম দেশের অমুসলিম নাগরিক মুসলিমদের সঙ্গে থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ করে তবুও তাদেরকে গনীমত সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট হারে হিস্যা প্রদান করা যাবে না। কতক আলিম বলেন, মুসলিমদের সঙ্গে যদি তারা যুদ্ধে হাযির হয় তবে তাদের হিস্যা প্রদান করা হবে। যুহরী (র.)-এর বরাতে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ ইয়াহূদীদের একদলকে গনীমতের হিস্যা দিয়েছিলেন যারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হয়েছিল।

কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.).....যুহরী (র.) থেকে উক্ত রিওয়ায়াত করেছেন।

١٥٦٥ . حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا مَعَ الَّذِيْنَ افْتَتَحُوهَا ٠

هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : مَنْ لَحِقَ بِالْمُسْلِمِينَ قَبْلَ أَنْ يُسْهَمَ لِلْخَيْلِ أُسْهِمَ لَهُ ، وَبُرَيْدٌ يُكْنَى أَبَا بُرَيْدَةَ ، وَهُوَ ثِقَةٌ ٠ وَرَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُمَا ٠

১৫৬৫. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র.).......আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশআরী গোত্রের একদল লোকসহ আমি খায়বারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম। যারা এই এলাকাটি জয় করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে আমাদেরকেও তিনি গনীমতের হিস্যা দিয়েছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। আওযাঈ (র.) বলেন, মুসলিম বাহিনীর মাঝে গনীমত

পদ বন্টন করার পূর্বে যদি কোন মুসলিম এসে তাদের সঙ্গে শামিল হয় তবে তাকেও তা থেকে হিস্যা প্রদান া হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِنْتِفَاعِ بِآنِيَةِ الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের পাত্র ব্যবহার করা।

١٥٦٦. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ مُسْلِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قُدُوْرِ الْمَجُوْسِ فَقَالَ أَنْقُوْهَا غَسْلاً وَاطْبُخُوْا فِ وَنَهَى عَنْ كُلِّ سَبُعٍ وَذِيْ نَابٍ .

وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ . وَ رَوَاهُ أَبُوْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ وَ قِلاَبَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ . حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَا عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَبِيْعَةَ بْنَ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيَّ يَقُوْلُ : أَخْبَرَنِي أَبُوْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ عَائِذُ ا بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُوْلُ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَ أَهْلِ كِتَابٍ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلاَ تَأْكُلُوا فِيْهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوا فِيْهَ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৫৬৬. যায়দ ইব্‌ন আখযাম তাঈ (র.)......আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অগ্নি পুজকদের পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, এগুলো মেজে ধুয়ে পবিত্র করে নিবে এরপর তাতে পাক করবে। তিনি দাঁতাল হিংস্র প্রাণী নিষিদ্ধ করেছেন।

হাদীছটি আবূ ছা'লাবা (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। আবূ ইদরীস খাওলানী (র.)ও এটিকে আবূ লাবা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ ছা'লাবা (রা.)-এর কাছে আবূ কিলাবা (র.) সরাসরি কিছু শুনেন। তিনি এটিকে আসলে আবূ আসমা সূত্রে আবূ ছা'লাবা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

হান্নাদ (র.)......আবূ ইদরীস আল-খাওলানী আইযুল্লাহ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বূ ছা'লাবা খুশানী (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, ইয়া সূলাল্লাহ, আমরা এমন এক অঞ্চলে থাকি যেখানে কিতাবীদের বাস। আমরা তাদের পাত্রাদিতেও আহার করি।

তিনি বললেন, এ ছাড়া অন্য পাত্র যদি পাও তবে আর এগুলোতে আহার করবে না। আর তা যদি না পাও বে সেগুলো ধুয়ে নিবে এবং তাতে আহার করবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابٌ فِى النَّفَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ নাফল বা গনীমতের হিস্যার অতিরিক্ত কিছু প্রদান।

١٥٦٧. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسٰى عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ أَبِىْ سَلاَّمٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ فِى الْبَدأَةِ الرُّبُعَ وَ فِى الْقُفُوْلِ الثُّلُثَ .

وَ فِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ وَابْنِ عُمَرَ وَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ .

وَحَدِيْثُ عُبَادَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَ قَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ أَبِى سَلاَّمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ .

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفِقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ الَّذِى رَأَى فِيْهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِى الزِّنَادِ .

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَمْ يَبْلُغْنِى أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَفَّلَ فِى مَغَازِيْهِ كُلِّهَا .

وَقَدْ بَلَغَنِى أَنَّهُ نَفَّلَ فِى بَعْضِهَا وَإِنَّمَا ذٰلِكَ عَلَى وَجْهِ الْإِجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ فِى أَوَّلِ الْمَغْنَمِ وَآخِرِهِ قَالَ ابْنُ مَنْصُوْرٍ قُلْتُ لأَحْمَدَ إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَفَّلَ إِذَا فَصَلَ بِالرُّبُعِ بَعْدَ الْخُمُسِ وَإِذَا قَفَلَ بِالثُّلُثِ بَعْدَ الْخُمُسِ ؟ فَقَالَ يُخْرِجُ الْخُمُسَ ثُمَّ يُنَفِّلُ مِمَّا بَقِىَ وَلاَ يُجَاوِزُ هٰذَا .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : وَهٰذَا الْحَدِيْثُ عَلَى مَا قَالَ الْمُسَيَّبُ النَّفَلُ مِنَ الْخُمُسِ قَالَ إِسْحٰقُ كَمَا قَالَ .

১৫৬৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).....উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আক্রমণের প্রথম ভাগে একচতুর্থাংশ এবং ফিরতী হামলার ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশ নাফল বা অতিরিক্ত প্রদান করতেন।

এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস, হাবীব ইব্‌ন মাসলামা, মা'ন ইব্‌ন ইয়াযীদ, ইব্‌ন উমার, সালামা ইব্‌ন আকওয়া' (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উবাদা (রা.)-এর হাদীছটি হাসান। হাদীছটি আবূ সাল্লাম-জনৈক সাহাবী (রা.) সূত্রেও বর্ণিত আছে।

হান্নাদ (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর যুল ফাকার নামক তলওয়ারটি বদর যুদ্ধে নাফল হিসাবে পেয়েছিলেন। উহুদ যুদ্ধের দিন এটিকে জড়িয়ে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন।[১]

---

১. উহুদ যুদ্ধের সময় তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তিনি যুলফাকার তরবারীটি নাড়া দিলে এটি মাঝ থেকে ভেঙ্গে গেল আবার নাড়া দিলে এটি আগের চেয়েও সুন্দর হয়ে গেল। এটি ছিল উহুদ যুদ্ধের বিপর্যয় এবং পরবর্তী ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিতবহ।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব। ইব্‌ন আবূ যিনাদ (র.)-এর হাদীছ হিসাবে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে :দের জানা নেই।

খুমুস বা গনীমত সম্পদের একপঞ্চমাংশ থেকে নাফল বা অতিরিক্ত পুরষ্কার প্রদানের বিষয়ে আলিমগণের ়রোধ রয়েছে। মালিক ইব্‌ন আনাস (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সবকটি গাযওয়াতে "নাফল" । করেছেন বলে কোন রিওয়ায়াত আমাদের কাছে পৌঁছেনি। আমার কাছে যে রিওয়ায়াত পৌঁছেছে তা হল। কতক গাযওয়ায় তা দিয়েছেন। এই বিষয়টি হল শুরু বা শেষ গনীমত হিসাবে ইমাম বা মুসলিম সরকার নর ।বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। ইব্‌ন মানসূর (র.) বলেন, আমি আহ্‌মদকে বললাম। এতে তো কোন র্ক নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দল থেকে পৃথক হয়ে যুদ্ধ যাত্রার ক্ষেত্রে এক পঞ্চমাংশের পর একচতুর্থাংশ এবং টার সময় এক পঞ্চমাংশের পর এক তৃতীয়াংশ নাফল হিসাবে প্রদান করেছেন। তখন তিনি বললেন, প্রথমে গনীমতের এক পঞ্চমাংশ আলাদা করে নেয়া হবে। তার অবশিষ্টাংশ থেকে নাফল প্রদান করা হবে এবং তা পরিমাণ অতিক্রম করে যেন না যায়। এই হাদীছটি ইবনুল মুসায়্যেবের কথার উপর প্রযোজ্য যে, "নাফল" হবে খুমুস বা একপঞ্চমাংশ থেকে। ইসহাক (রা.) ও তদ্রূপ কথা বলেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ

চ্ছদ ঃ যে ব্যক্তি কোন শত্রুকে হত্যা করবে তার জন্য হবে নিহত ব্যক্তির অস্ত্র-সস্ত্র ও মাল-সামান।

١٥٦٨. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَبْنِ كَثِيْرِ بْنِ أَفْلَحَ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ ·

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ ·

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ·

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ وَأَنَسٍ وَسَمُرَةَ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَ غَيْرِهِمْ · وَهُوَ الْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ · وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ السَّلَبِ الْخُمُسَ وَقَالَ الـ النَّفَلُ أَنْ يَقُوْلَ الْإِمَامُ مَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَيْسَ فِيهِ الْخُـ وَقَالَ إِسْحٰقُ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ شَيْئًا كَثِيرًا فَرَأَى الْإِمَامُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ الْخُمُسَ كَمَا فَعَلَ عُمَـ الْخَطَّابِ ·

১৫৬৮. আনসারী (র.)......আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে (শত্রু) কাউকে হত্যা করবে আর এ বিষয়ে যদি তার প্রমাণ থাকে তবে তার জন্য হবে নিহত ব্যক্তির অস্ত্র-ও মাল-সামান।

হাদীছটিতে আরো কাহিনী রয়েছে।

ইব্‌ন আবূ উমার (র.).......ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই বিষয়ে আওফ ইব্‌ন মালিক, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ, আনাস ও সামুরা (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। রাবী আবূ মুহাম্মাদ (র.) হলেন আবূ কাতাদা (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম নাফি'।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। এ হল আওযাঈ, শাফিঈ ও আহমাদ (র.)-এর অভিমত। কতক আলিম বলেন, ইমাম বা খালীফা সালাব বা নিহত শত্রুর মাল-সামান থেকেও খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ রাখার ক্ষমতা রাখেন। ছাওরী (র.) বলেন, নাফল হল, ইমামের এই মর্মে ঘোষণা প্রদান যে, যুদ্ধে যে যা হস্তগত করবে তা তার এবং যে ব্যক্তি কোন শত্রুকে নিহত করবে তার জন্য হবে নিহত ব্যক্তির মাল-সামান ও অস্ত্র-সস্ত্র। তা জায়েয এবং এতে খুমুস নেই। ইসহাক (র.) বলেন, সালাব বা নিহত ব্যক্তির মাল-সামান ও অস্ত্রসস্ত্র হবে হত্যাকারীর। কিন্তু সম্পদের পরিমাণ যদি অনেক হয় আর ইমাম যদি মনে করেন তা থেকে খুমুস নিবেন তবে তা পারেন। উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) এইরূপ করেছিলেন।

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ

অনুচ্ছেদ ঃ বন্টনের পূর্বে গনীমত লব্ধ সম্পদ বিক্রয় হারাম।

١٥٦٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

১৫৬৯. হান্নাদ (র.).......আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বন্টন না হওয়া পর্যন্ত গনীমত সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ وَطْءِ الْحَبَالَى مِنَ السَّبَايَا

অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভবতী বন্দীনীদের উপর উপগত হওয়া হারাম।

١٥٧٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ عَنْ وَهْبٍ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ أَبَاهَا أَخْبَرَهَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَحَدِيْثُ عِرْبَاضٍ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَالَ الأَوْزَاعِىُّ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ وَهِيَ حَامِلٌ فَقَدْ رُوِىَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : لاَتُوْطَأُ حَامِلٌ حَتّٰى تَضَعَ . قَالَ الأَوْزَاعِىُّ : وَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ فِيْهِنَّ بِأَنْ أُمِرْنَ بِأَنْ الْعِدَّةَ كُلُّ هٰذَا .

১৫৭০. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আন–নায়সাবূরী (র.)......ইরবায ইব্ন সারিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রসব না হওয়া পর্যন্ত বন্দীনীদের উপর উপগত হওয়া নিষিদ্ধ করেছেন।

এই বিষয়ে রুওয়ায়ফি' ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইরবায (রা.) বর্ণিত হাদীছটি গরীব।

আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন। আওযাঈ (র.) বলেন, কেউ যদি গর্ভবতী কোন বন্দীনী দাসী ক্রয় করে সে বিষয়ে উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে উপগত হওয়া যাবে না। আওযাঈ (র.) আরো বলেছেন, স্বাধীন মহিলাদের ক্ষেত্রে অনুসৃত সুন্নাত হল যে তাদেরকে নির্ধারিত ইদ্দত পালনের নির্দেশ প্রদান করা হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى طَعَامِ الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের খাদ্য।

١٥٧١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِى سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ قَبِيْصَةَ بْنَ هُلْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ طَعَامِ النَّصَارٰى فَقَالَ لاَ يَتَخَلَّجَنَّ فِى صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيْهِ النَّصْرَانِيَّةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . قَالَ مَحْمُوْدٌ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَبِيْصَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الرُّخْصَةِ فِى طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ

১৫৭১. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).......কাবীসা ইব্ন হুলব তৎপিতা হুলব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাসারাদের খাদ্য সম্পর্কে আমি নবী ﷺ –কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, খাদ্যের বিষয়ে (বিনা কারণে) কোনরূপ দ্বিধার শিকার হবে না। এমন করলে তো তুমি খৃষ্টানদের অনুরূপ হয়ে গেলে। (কারণ, খৃষ্টানরাই বেশী ছুতছাতের পিছনে পড়ে।)

এ হাদীছটি হাসান। মাহমূদ (র.) বলেন, উবায়দুল্লাহ ইব্ন মূসা – ইসরাঈল – সিমাক– কাবীসা –তৎপিতা হুলব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

কিতাবীদের খাদ্য জায়েয হওয়া সম্পর্কে আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন।

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিকট আত্মীয় বন্দীদের বিচ্ছিন্ন করা পছন্দনীয় নয়।

١٥٧٢. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الشَّيْبَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حُيَيٌّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِّي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ كَرِهُوا التَّفْرِيْقَ بَيْنَ السَّبْيِ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا وَبَيْنَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ ·

১৫৭২. উমার ইব্ন হাফস শায়বানী (র.).......আবূ আয়্যূব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মা ও তার সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার ও তার প্রিয়জনদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে দিবেন।

এই বিষয়ে আলী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। হাদীছটি হাসান-গারীব।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন। তারা বন্দীদের মা ও সন্তানদের মাঝে, সন্তান ও পিতার মাঝে এবং ভাইদের পরস্পর আলাদা করা নিন্দনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْأُسَارٰى وَالْفِدَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ বন্দী হত্যা করা বা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া।

١٥٧٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَمْدَانِيُّ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ جِبْرَائِيْلَ هَبَطَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ خَيِّرْهُمْ يَعْنِي أَصْحَابَكَ فِي أُسَارٰى بَدْرٍ الْقَتْلَ أَوِ الْفِدَاءَ عَلَى أَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ قَابِلٌ مِثْلُهُمْ ، قَالُوا الْفِدَاءَ وَ يُقْتَلُ مِنَّا ·

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَ أَنَسٍ وَ أَبِي بَرْزَةَ وَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ · وَرَوَى أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ · وَرَوَى ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ اسْمُهُ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ·

১৫৭৩. আবূ উবায়দা ইব্ন আবূ সাফার, তাঁর নাম হল আহমাদ ইব্ন আবদুল্লাহ হামদানী ও মাহমূদ ইব্

গায়লান (র.)......আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, জিবরীল তাঁর কাছে নেমে এসেছেন এবং বলেছেন, বদরের বন্দীদের বিষয়ে হত্যা বা মুক্তিপণ গ্রহণের মধ্যে একটিকে গ্রহণের জন্য আপনার সাহাবীদের ইখতিয়ার দিন। কিন্তু মুক্তিপণের ক্ষেত্রে শর্ত হল যে, আগামীতে এদের থেকেও উক্ত পরিমাণ লোক নিহত হবে।

সাহাবীরা বললেন, আমরা মুক্তিপণই গ্রহণ করলাম, আমাদের থেকে সমসংখ্যক লোক নিহত হলে হবে।

এই বিষয়ে ইব্‌ন মাসঊদ, আনাস, আবূ বারযা ও জুবায়র ইব্‌ন মুতইম (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ছাওরীর হাদীছ হিসাবে এই হাদীছটি হাসান-গারীব। ইব্‌ন আবূ যাইদা (র.)-এর বর্ণনা ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই।

আবূ উসামা (র.)ও – আলী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন আওন (র.) এটিকে ইব্‌ন সীরীন – উবায়দা – আলী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

রাবী আবূ দাঊদ হাফরী (র.)-এর নাম হল উমর ইব্‌ন সা'দ।

١٥٧٤. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَعَمُّ أَبِي قِلاَبَةَ هُوَ أَبُو الْمُهَلَّبِ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو وَيُقَالُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو قِلاَبَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ ، وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَمُنَّ عَلٰى مَنْ شَاءَ مِنَ الأُسَارٰى وَيَقْتُلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ وَيَفْدِي مَنْ شَاءَ . وَاخْتَارَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْقَتْلَ عَلَى الْفِدَاءِ . وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ بَلَغَنِي أَنَّ هٰذِهِ الآيَةَ مَنْسُوْخَةٌ قَوْلُهُ تَعَالٰى "فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً" نَسَخَتْهَا "فَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ" .

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ . قُلْتُ لأَحْمَدَ إِذَا أُسِرَ الأَسِيْرُ يُقْتَلُ أَوْ يُفَادٰى أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ إِنْ قَدَرُوا أَنْ يُفَادُوْا فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَإِنْ قُتِلَ فَمَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا قَالَ إِسْحٰقُ الإِثْخَانُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَعْرُوْفًا فَأَطْمَعُ بِهِ الْكَثِيْرَ .

১৫৭৪. ইব্‌ন আবূ উমার (র.)......ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একজন মুশরিকের বিনিময়ে দুইজন মুসলমানকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্‌।

রাবী আবূ কিলাবা (র.)-এর চাচা হলেন আবুল মুহাল্লাব। তাঁর নাম হল আবদুর রহমান ইব্‌ন আম্‌র। তাকে মুআবিয়া ইব্‌ন আম্‌র বলা হয়। আর আবূ কিলাবা (র.)-এর নাম হল আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়দ আল জারমী (র.)।

অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন যে, ইমাম বা সরকার প্রধান যে কোন

বন্দীর সম্পর্কে ইচ্ছা করেন তার উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে পারেন। তাদের মাঝে যাকে বিবেচনা করেন হত্যা করতে পারেন যাকে ইচ্ছা ফিদয়া নিয়ে ছেড়ে দিতে পারেন। তবে কতক আলিম ফিদয়া-এর তুলনায় হত্যা করার বিধানটিকে অধিকতর গ্রহণীয় বলে মনে করেন। ইমাম আওযাঈ বলেন, আমার কাছে এই তথ্য পৌঁছেছে যে فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً "এরপর হয়ত অনুকম্পা প্রদর্শন নয়ত মুক্তিপণ" [সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ ঃ ৪] - আয়াতটি মানসুখ হয়ে গেছে। فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ "এদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর" [সূরা বাকারা ২ঃ ১৯১] আয়াতের মাধ্যমে উপরোক্ত আয়াতটির বিধান রহিত হয়েছে।

হান্নাদ (র.)......আওযাঈ (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.) বলেন, আমি ইমাম আহমাদ (র.)-কে বললাম বন্দী হলে তাদের কতল করাটা বেশী ভাল মনে করেন না ফিদয়া নেওয়া অধিক পছন্দ করেন? তিনি বললেন ফিদয়ার শক্তি রাখলে তবে তা নিয়ে ছেড়ে দেওয়াতেও কোন দোষ নেই আর যদি হত্যা করা হয় তবে তাতেও কোন দোষ মনে করি না। ইসহাক (র.) বলেন, রক্ত প্রবাহিত করাই আমার নিকট অধিক প্রিয়। কিন্তু যদি লোকটি প্রসিদ্ধ হয় এবং তার বিষয়ে বহুবিধ আশা করা যায় তবে ভিন্ন কথা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও শিশু হত্যা নিষেধ।

১৫৭৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ·

وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَرَبَاحٍ وَيُقَالُ رَبَاحُ بْنُ الرَّبِيعِ وَالأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ·

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ كَرِهُوا قَتْلَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْبَيَاتِ وَقَتْلِ النِّسَاءِ فِيهِمْ وَالْوِلْدَانِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَرَخَّصَا فِي الْبَيَاتِ ·

১৫৭৫. কুতায়বা (র.)........উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন এক গাযওয়ায় (অভিযানে) এক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং নারী ও শিশু হত্যা নিষিদ্ধ করে দেন।

এই বিষয়ে বুরায়দা, রাবাহ বলা হয় রাবাহ ইব্‌ন রাবী', আসওয়াদ ইব্‌ন সারী', ইব্‌ন আব্বাস, সা'ব ইব্‌ন জাছ্‌ছামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। তারা নারী ও শিশু হত্যা হারাম বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ হল সুফইয়ান ছাওরী ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত। কতক আলিম রাত্রে অতর্কিত আক্রমণ এবং এমতাবস্থায় নারী ও শিশু হত্যার অনুমোদন দিয়েছেন। এ হল আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তাঁরা উভয়ে রাত্রিতে অতর্কিত হামলা পরিচালনা করার অবকাশ রেখেছেন।

١٥٧٦. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ ابْنُ جَثَّامَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ خَيْلَنَا أَوْطَئَتْ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَوْلاَدِهِمْ قَالَ هُمْ مِنْ اٰبَاءِهِمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৫৭৬. নাসর ইবন আলী জাহযামী (র.)........ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সা'ব ইবন জাছছামা (রা.) বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী মুশরিকদের মহিলা ও তাদের শিশুদের পদ দলিত করে বসেছে।

তিনি বললেন, এরা তাদের পিতা-পিতামহদেরই শামিল।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ।

١٥٧٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْثٍ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَحْرِقُوْهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ أَرَدْنَا الْخُرُوْجَ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوْا فُلاَنًا وَفُلاَنًا بِالنَّارِ وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللَّهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا .

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ بَيْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَبَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُلاً فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِثْلَ رِوَايَةِ اللَّيْثِ وَحَدِيْثُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ أَشْبَهُ وَأَصَحُّ .

১৫৭৭. কুতায়বা (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণ করেন। তখন বলেছিলেন, অমুক অমুক দুই কুরায়শী ব্যক্তিকে যদি পাও তবে এদেরে আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে। পরে আমরা যখন অভিযাত্রায় বের হওয়ার ইচ্ছা করলাম তখন তিনি বললেন, অমুক অমুককে আগুনে জ্বালিয়ে দিতে আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছিলাম। অথচ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আগুনে শাস্তি দিতে পারেন না। সুতরাং তোমরা যদি এদের দুই জনকে পাও তবে এদের হত্যা করবে।

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস ও হামযা ইবন আমর আসলামী (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। এতদনুসারে আলিমগণ আমল করেছেন। মুহাম্মাদ ইবন

ইসহাক (র.) তাঁর সনদে সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র.) এবং আবূ হুরায়রা (রা.)-এর মাঝে আরেক ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন। একাধিক রাবী এটিকে লায়ছ (র.)-এর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। লায়ছ ইব্‌ন সা'দ (র.)-এর রিওয়ায়াতটিই অধিকতর সামঞ্জস্য পূর্ণ এবং সাহীহ্‌।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُلُوْلِ

অনুচ্ছেদ : গনীমত সম্পদ আত্মসাত করা।

١٥٧٨. **حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ** حَدَّثَنَا أَبُوْعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ الْكِبْرِ وَالْغُلُوْلِ وَالدَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ .

১৫৭৮. কুতায়বা (র.)........ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেউ যদি অহংকার, গনীমত সম্পদ আত্মসাত ও ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে মারা যায় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٥٧٩. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الرُّوْحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ الْكَنْزِ وَالْغُلُوْلِ وَالدَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ هٰكَذَا قَالَ سَعِيْدٌ الْكَنْزَ . وَقَالَ أَبُوْ عَوَانَةَ فِي حَدِيْثِهِ الْكِبْرَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ مَعْدَانَ وَرِوَايَةُ سَعِيْدٍ أَصَحُّ .

১৫৭৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সম্পদ পুঞ্জিভূত করে রাখা, গনীমত সম্পদ আত্মসাত করা এবং ঋণ এই তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত অবস্থায় কারো রূহ যদি দেহ থেকে পৃথক হয় তবে সে জান্নাতে দাখেল হবে।

সাঈদ (র.) তার বর্ণনায় اَلْكَنْزَ (বা সম্পদ পুঞ্জিভূত করা) শব্দ আর আবূ আওয়ানা তার রিওয়ায়াতে اَلْكِبْرَ (অহংকার) শব্দের উল্লেখ করেছেন। সাঈদ (র.)-এর রিওয়ায়াতটি অধিকতর সাহীহ্‌।

١٥٨٠. **حَدَّثَنَا** الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ أَبُوْ زُمَيْلٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ فُلَانًا قَدِ اسْتُشْهِدَ قَالَ : كَلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ بِعَبَاءَةٍ قَدْ غَلَّهَا ، قَالَ قُمْ يَا عَلِيُّ فَنَادِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُوْنَ ثَلَاثًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ·

১৫৮০. হাসান ইবন আলী (র.).....উমার ইবন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক ব্যক্তি শহীদ হয়েছে। তিনি বললেন, না কখনও নয়। আমি তো তাকে গনীমতের মাল থেকে একটি আবা (এক ধরণের পোষাক) আত্মসাত করার কারণে আগুনে জ্বলতে দেখেছি। তিনি বললেন, হে আলী, দাঁড়াও এবং তিনবার করে ঘোষণা দাও জান্নাতে মু'মিন ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوْجِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের যুদ্ধে গমণ।

١٥٨١ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْ بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ يَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৫৮১. বিশ্‌র ইবন হিলাল সাওওয়াফ (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধে যেতেন এবং উম্মু সুলায়ম সহ কতিপয় আনসারী মহিলা তাঁর সাথে থাকতেন। তাঁরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে পানি পান করাতেন এবং আহতদের ঔষধ দিতেন।

এই বিষয়ে রুবায়্যি বিনত মু'আওবিয (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبُوْلِ هَدَايَا الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা।

١٥٨٢ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ ثُوَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ كِسْرَى أَهْدَى لَهُ فَقَبِلَ وَأَنَّ الْمُلُوْكَ أَهْدَوْا إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُمْ ·

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ · وَثُوَيْرُ بْنُ أَبِي فَاخِتَةَ إِسْمُهُ سَعِيْدُ بْنُ عِلاَقَةَ وَثُوَيْرٌ يُكْنَى أَبَا جَهْمٍ ·

১৫৮২. আলী ইবন সাঈদ কিন্দী (র.).....আলী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, ইরান সম্রাট কিসরা তাঁর জন্য কিছু হাদিয়া দিয়েছিলেন তিনি তা কবুল করেছিলেন। এমনিভাবে বাদশাহগণ তাঁকে হাদিয়া দিয়েছেন আর তিনিও তা গ্রহণ করেছেন।

এই বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান–গারীব। রাবী হুওয়ায়র (র.) হলেন, ইবন আবূ ফাখিতা। তাঁর নাম হল সাঈদ ইবন 'ইলাকা। ছুওয়ায়র (র.)–এর উপনাম হল আবূ জাহম।

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ هَدَايَا الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ না করা।

١٥٨٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ (هُوَ ابْنُ الشِّخِّيْرِ) عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّهُ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ هَدِيَّةً لَهُ أَوْ نَاقَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَسْلَمْتَ ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَإِنِّي نُهِيْتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِيْنَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ إِنِّي نُهِيْتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِيْنَ يَعْنِي هَدَايَاهُمْ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ هَدَايَاهُمْ وَذُكِرَ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ الْكَرَاهِيَةُ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُوْنَ هٰذَا بَعْدَ مَا كَانَ يَقْبَلُ مِنْهُمْ ثُمَّ نَهَى عَنْ هَدَايَاهُمْ

১৫৮৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......ইয়ায ইব্‌ন হিমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ -কে কিছু হাদিয়া (বর্ণনান্তরে) একটি উষ্ট্রী হাদিয়া দিয়েছিলেন। নবী ﷺ তখন তাঁকে বললেন, তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছ ? তিনি বললেন, না। নবী ﷺ বললেন, মুশরিকদের দান গ্রহণ করতে আমাকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্‌। زَبْدُ الْمُشْرِكِيْنَ অর্থ মুশরিকদের হাদিয়া, উপঢৌকন।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করতেন। এই হাদীছে তা মাকরূহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ–ও সম্ভাবনা আছে যে, তিনি আগে মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করতেন পরে তাদের হাদিয়া গ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ শুকরানা সিজদা।

١٥٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ أَمْرٌ فَسُرَّبِهِ فَخَرَّ لِلّٰهِ سَاجِدًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ،

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ رَأَوْا سَجْدَةَ الشُّكْرِ ·

১৫৮৪. মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র.)......আবূ বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ-এর কাছে এমন একটি খবর এল যাতে তিনি খুশী হলেন, তখন তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। বাক্কার ইবন আবদুল আযীযের হাদীছ হিসাবে এই সূত্র ছাড়া হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

অধিকাংশ আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা সিজদা-এ-শুকর জাইয বলে মনে করেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي أَمَانِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নারী বা গোলাম কর্তৃক নিরাপত্তা দান।

١٥٨٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ يَعْنِي تُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ·

وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ : وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ·

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيْلِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهَا قَالَتْ أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَجَازُوْا أَمَانَ الْمَرْأَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَ إِسْحٰقَ أَجَازَ أَمَانَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ · وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَأَبُوْ مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيْلِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَيْضًا وَاسْمُهُ يَزِيْدُ · وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَجَازَ أَمَانَ الْعَبْدِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَمَعْنَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ أَعْطَى الْأَمَانَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى كُلِّهِمْ ·

১৫৮৫. ইয়াহইয়া ইবন আকছাম (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নারীরাও সম্প্রদায়ের পক্ষে (অঙ্গিকার) গ্রহণ করতে পারে অর্থাৎ মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান করতে পারে।

এই বিষয়ে উম্মু হানী (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

আবুল ওয়ালীদ দিমাশকী (র)........উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার শ্বশুরপক্ষীয় দুই ব্যক্তিকে আমি নিরাপত্তা প্রদান করেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ যাকে তুমি নিরাপত্তা প্রদান করেছ আমরাও তাকে নিরাপত্তা দান করলাম।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা মহিলা কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তা দান গ্রহণীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ হল আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত। তাঁরা উভয়ই মহিলা ও গোলাম কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তা গ্রহণ করেছেন। আকীল ইবন আবূ তালিব (রা.)-এর মাওলা বা আযাদকৃত গোলাম হলেন আবূ মুররা। তিনি উম্মু হানী (রা.)-এর আযাদকৃত দাস বলেও কথিত আছে। তাঁর নাম হল ইয়াযীদ।

উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি দাস কর্তৃক নিরাপত্তা দান জাইয বলে গ্রহণ করেছেন।

আলী ইব্ন আবূ তালিব ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুসলিমদের যিম্মা-দায়িত্ব এক বরাবর। এবিষয়ে সাধারণতম লোকটিও প্রয়াস চালাবে। আলিমগণের নিকট হাদীছটির তাৎপর্য হল মুসলিমদের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তিও যদি নিরাপত্তা প্রদান করে তবে সকলের পক্ষ থেকেই তা গণ্য হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَدْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিশ্বাস ঘাতকতা

١٥٨٦. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَيْضِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ أَهْلِ الرُّوْمِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلاَدِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُولُ اللّٰهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لاَ غَدْرٌ وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلاَ يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ قَالَ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ ·

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ·

১৫৮৬. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)......সুলায়ম ইব্ন আমির (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা.) ও রোমবাসীদের মাঝে একটি (মেয়াদী) চুক্তি হয়েছিল। পরে তিনি (তাঁর বাহিনীসহ) তাদের এলাকার নিকটবর্তী স্থানে যেয়ে উপনীত হলেন এবং চুক্তির মেয়াদ যখন শেষ হল তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে অতর্কিত হামলা চালালেন।

হঠাৎ শোনা গেল একজন অশ্বারোহী বর্ণনান্তরে ভারবাহী পশুর উপর আরোহী ব্যক্তি বলছেন, আল্লাহু আকবার, ওয়াদা রক্ষা করতে হবে। ওয়াদা ভঙ্গ করা যাবে না। দেখা গেল তিনি হলেন আমর ইব্ন আবাসা

(রা.)। মুআবিয়া (রা.) তাঁকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কারো যদি কোন সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তি থাকে তবে সেই চুক্তি বন্ধন ছিন্ন করা যাবে না এবং তার বিপরীত করা যাবে না যতক্ষণ না এর মিয়াদ শেষ হয় বা সমান সমান ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা না হয়।

তখন মুআবিয়া (রা.) তার বাহিনীসহ ফিরে চলে এলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাস হন্তারই একটি পতাকা থাকবে।

١٥٨٧. **حَدَّثَنَا** أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَنَسٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১৫৮৭. আহমাদ ইবন মানী' (র.)......ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন বিশ্বাস ঘাতকের জন্য পতাকা গাড়া হবে।

এই বিষয়ে আলী, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, আবূ সাঈদ খুদরী ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّزُولِ عَلَى الْحُكْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন মুসলিমের নির্দেশে কেউ আত্মসমর্পন করলে।

١٥٨٨. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ رُمِيَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ أَوْ أَبْجَلَهُ فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّارِ فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَتَرَكَهُ فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَحَسَمَهُ أُخْرَى فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ ، فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ لاَ تُخْرِجْ نَفْسِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَحَكَمَ أَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ وَيُسْتَحْيَى نِسَاؤُهُمْ يَسْتَعِينُ بِهِنَّ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَبْتَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ وَكَانُوا أَرْبَعَمِائَةٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِهِمُ انْفَتَقَ عِرْقُهُ فَمَاتَ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى . هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৫৮৮. কুতায়বা (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের সময় সা'দ ইব্ন মুআয (রা.) তীরের আঘাতে আহত হয়েছিলেন। এতে তাঁর বাহুর প্রধান রগটি কেটে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আগুনে সেক দিয়ে তাঁর রক্তক্ষরণ বন্ধ করে দেন। পরে তার হাত ফুলে যায়। তখন তিনি সেক দেওয়া ছেড়ে দেন। ফলে পুনরায় রক্তক্ষরণে তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। আবার তাকে সেক দিয়ে তার রক্তক্ষরণ বন্ধ করা হয়। তখন পুনরায় তার হাত ফুলে যায়। সা'দ যখন নিজের এই অবস্থা দেখলেন তখন দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্, (ইয়াহূদী গোত্র) বানূ কুরায়যার ব্যাপারে আমার চক্ষু শীতল না করে তুমি আমার প্রাণ হরণ করো না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়।একটি ফোটাও আর তার রক্ত পড়ে নি। অবশেষে বানূ কুরায়যা তাঁর ফায়ছালানুসারে আত্মসমর্পণ করে। এই বিষয়ে তাঁর কাছেই ফায়সালার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তখন তিনি ফায়সালা দেন যে, এদের পুরুষদের হত্যা করা হবে। মেয়েদের জীবিত রাখা হবে। তাদের মাধ্যমে মুসলিমরা কাজ নিবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এদের বিষয়ে তুমি ঠিকঠিক আল্লাহর ফায়সালায় উপনীত হতে পেরেছ।

বানূ কুরায়যার পুরুষদের সংখ্যা ছিল চার শ'। এদের হত্যা করা শেষ হলে সা'দ (রা.)-এর আঘাতপ্রাপ্ত রগটি পুনরায় ফেটে যায় এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ ও আতিয়্যা কুরাযী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٥٨٩. حَدَّثَنَا (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ) أَبُو الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ بَشِيْرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اقْتُلُوْا شُيُوْخَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاسْتَحْيُوْا شَرْخَهُمْ وَالشَّرْخُ الْغِلْمَانُ الَّذِيْنَ لَمْ يُنْبِتُوْا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ (صَحِيْحٌ)، غَرِيْبٌ ، وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ قَتَادَةَ نَحْوَهُ .

১৫৮৯. আবুল ওয়ালীদ দিমাশকী (র.)......সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুশরিকদের শক্তসমর্থ পুরুষদের হত্যা করবে আর বালকদের ছেড়ে দিবে।

হাদীছোক্ত الشَّرْخُ অর্থ হল, ঐ সমস্ত বালক যাদের এখনো যৌন লোম উদগম হয়নি।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব।

হাজ্জাজ ইব্ন আরতাত (র.) এটিকে কাতাদা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٩٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ : عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيْلُهُ فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيْلِيْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْإِنْبَاتَ بُلُوْغًا إِنْ لَمْ يُعْرَفِ احْتِلَامُهُ وَلَاسِنُّهُ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

১৫৯০. হান্নাদ (র.)......আতিয়্যা কুরাযী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরায়যা যুদ্ধের সময় আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে পেশ করা হল। তিনি যাদের যৌন লোম উদগম হয়েছিল তাদের হত্যা করলেন আর যাদের হয় নি তাদের ছেড়ে দিলেন। আমি তাদের মধ্যে ছিলাম যাদের যৌন লোম উদগম হয় নি। সুতরাং আমার পথে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হল।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। স্বপ্নদোষ বা বয়স না হলেও যৌন লোম উদগম হলেও একজনকে বালেগ বলে গন্য করা হবে বলে তারা মত প্রকাশ করেছেন। এ হল আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِلْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ বন্ধুত্ব চুক্তি।

١٥٩١. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ أَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُهُ يَعْنِي الإِسْلاَمَ إِلاَّ شِدَّةً وَلاَ تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الإِسْلاَمِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَقَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১৫৯১. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র.)......আমর ইব্ন শুআয়ব তৎপিতা তৎপিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এক ভাষণে বলেছেন, তোমরা জাহিলী যুগের চুক্তি গুলোও (শরীয়তের খেলাফ না হলে) পূরণ করবে। ইসলাম এর দৃঢ়তাই বৃদ্ধি করে। ইসলামে আর নতুন করে এই ধরণের চুক্তি করতে যেওনা।

এই বিষয়ে আবদুর রহমান ইব্ন আওফ, উম্মু সালামা, জুবায়র ইব্ন মুত ইম, আবূ হুরায়রা, ইব্ন আব্বাস ও কায়স ইব্ন আসিম (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

অনুচ্ছেদ ঃ অগ্নি উপাসক থেকে জিযইয়া গ্রহণ।

١٥٩٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَلَى مَنَاذِرَ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ : أُنْظُرْ مَجُوسَ مَنْ قِبَلَكَ

فَخُذْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ ، فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَنِى أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ ۔
قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ۔

১৫৯২. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.)......বাজালা ইব্‌ন আবদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মানাযির অঞ্চলে জায ইব্‌ন মুআবিয়া–এর লিপিকার ছিলাম। তখন উমার (রা.)–এর একটি চিঠি এল. তোমাদের অঞ্চলের অগ্নি উপাসকদের লক্ষ্য কর। এদের থেকে জিযইয়া গ্রহণ করবে। কেননা, আবদুর রহ্‌মান ইব্‌ন আওফ আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজার এলাকার অগ্নি উপাসকদের কাছ থেকে জিযইয়া গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

١٥٩٣ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ بَجَالَةَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوْسِ حَتّٰى أَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ وَفِى الْحَدِيْثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هٰذَا ۔
قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

১৫৯৩. ইব্‌ন আবূ উমার (র.)......বাজালা (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উমার (রা.) অগ্নি উপাসকদের থেকে জিযইয়া গ্রহণ করতেন না। যতদিন না আবদুর রহ্‌মান ইব্‌ন আওফ তাঁকে অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ হাজার অঞ্চলের অগ্নি উপাসকদের থেকে জিযইয়া নিয়েছিলেন।

হাদীছটিতে আরো অনেক কথা আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

١٥٩٤ . حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِىْ كَبْشَةَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوْسِ الْبَحْرَيْنِ وَ أَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ فَارِسَ وَ أَخَذَهَا عُثْمَانُ مِنَ الْفُرْسِ ۔

১৫৯৪. আল হুসায়ন ইব্‌ন আবূ কাবশা (র.)...সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাহরাইনের অগ্নি উপাসকদের নিকট থেকে জিযইয়া গ্রহণ করেছেন। 'উমার (রা.) পারস্য থেকে তা গ্রহণ করছেন এবং উছমান (রা.) ফুরস থেকে তা গ্রহণ করেছেন।

بَابُ مَا يَحِلُّ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মীদের সম্পদ থেকে কি কি গ্রহণ করা হালাল ?

١٥٩٥ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قُلْتُ

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا نَمُرُّ بِقَوْمٍ فَلاَ هُمْ يُضَيِّفُوْنَا وَلاَهُمْ يُؤَدُّوْنَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ [نَحْنُ] نَأْخُذُ مِنْهُمْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنْ أَبَوْا إِلاَّ أَنْ تَأْخُذُوْا كَرْهًا فَخُذُوا ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ أَيْضًا ، وَإِنَّمَا مَعْنٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَخْرُجُوْنَ فِي الْغَزْوِ فَيَمُرُّوْنَ بِقَوْمٍ وَلاَ يَجِدُوْنَ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَشْتَرُوْنَ بِالثَّمَنِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنْ أَبَوْا أَنْ يَبِيْعُوْا إِلاَّ أَنْ تَأْخُذُوْا كَرْهًا فَخُذُوْا ، هٰكَذَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيْثِ مُفَسَّرًا · وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِنَحْوِ هٰذَا ·

১৫৯৫. কুতায়বা (র.).......উকবা ইবন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কিছু সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে পথ অতিবাহিত করি কিন্তু তারা আমাদের আতিথেয়তাও করে না এবং তাদের উপর আমাদের যে হক তা তারা আদায় করে না। আমরাও তাদের থেকে বলপ্রয়োগে তা গ্রহণ করতে যাই না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, জোর করে না নিলে যদি তারা তা না দেয় তবে জোর করেই তা তোমরা আদায় করবে।[১]

এ হাদীছটি হাসান। লায়ছ ইবন সা'দ (র.) এটিকে ইয়াযীদ ইবন হাবীব (র.) থেকেও বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীছটির তাৎপর্য হল, মুসলিমরা অভিযানে বের হতেন, তারা তখন বিধর্মী সম্প্রদায়ের অঞ্চল অতিক্রম করে যেতেন কিন্তু (অনেক সময়) মূল্য দিয়েও তারা খাদ্য সংগ্রহ করতে পারতেন না। এমতাবস্থায় নবী ﷺ বলেছেন, তারা যদি খাদ্য বিক্রি করতেও অস্বীকৃতি জানায় এবং জোর করে না নিলে যদি না দেয় তবে জোর করে হলেও তা সংগ্রহ করবে। কতক হাদীছে এই ধরণের তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। উমার ইবন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনিও এরূপ নির্দেশ দিতেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْهِجْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ হিজরত।

١٥٩٦ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا ·

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَعَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِاللّٰهِ بْنِ حُبْشِيٍّ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ نَحْوَ هٰذَا ·

---

১. কেননা মুসলিমদের মেহমানদারী করার শর্তে তাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল।

১৫৯৬. আহমাদ ইব্ন আবদা যাববী (র.).........ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পর আর (মদীনায়) হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও এর আকাংখা বহাল থাকবে। তোমাদেরকে যখন জিহাদে বের হতে আহ্বান জানান হয় তোমরা তখন তাতে বের হয়ে পড়বে।

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাবশী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। সুফইয়ান ছাওরী (র.) এটিকে মানসূর ইব্ন মু'তামির (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى بَيْعَةِ النَّبِيِّ ﷺ ·

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বায়আত পদ্ধতি।

١٥٩٧. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى [بْنِ سَعِيْدٍ] الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى : (لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) قَالَ جَابِرٌ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ ·

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَابْنِ عُمَرَ وَعُبَادَةَ وَجَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيْهِ أَبُوْ سَلَمَةَ ·

১৫৯৭. সাঈদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ উমামী (র.)......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ *

আল্লাহ্ অবশ্য মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা আপনার কাছে বায়আত করছিল বৃক্ষের নীচে.......[৪৮ ঃ ১৮] এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা পলায়ন করব না বলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে, বায়আত হয়েছিলাম। মৃত্যু-এর শর্তে আমরা বায়আত হই নি।

এই বিষয়ে সালামা ইব্ন আকওয়া', ইব্ন উমার, উবাদা জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি ঈসা ইব্ন ইউনুস - আওযাঈ - ইয়াহইয়া ইব্ন আবী কাছীর - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রেও বর্ণিত আছে। এতে আবূ সালামা (র.)-এর উল্লেখ নাই।

١٥٩٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَلَى أَىِّ شَىْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ؟ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ ·

[هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ] ·

১৫৯৮. কুতায়বা (র.)......ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী উবায়দ (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি সালামা ইব্‌নুল আকওয়া' (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। হুদায়বিয়্যার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কি বিষয়ে আপনারা বায়আত হয়েছিলেন ?

তিনি বলেন, মৃত্যু বরণের শর্তে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই উভয় হাদীছ হাসান-সাহীহ্

١٥٩٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُبَايِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَيَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ كِلاَهُمَا .

১৫৯৯. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.).......ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা শোনা ও আনুগত্যের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বায়আত হতাম। তিনি তখন আমাদের বলতেন যতটুকু তোমাদের পক্ষে সম্ভব।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই উভয় হাদীছই হাসান-সাহীহ্।

١٦٠٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمْ نُبَايِعْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَمَعْنَى كِلاَ الْحَدِيْثَيْنِ صَحِيْحٌ قَدْ بَايَعَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى الْمَوْتِ وَإِنَّمَا قَالُوْا لاَ نَزَالُ بَيْنَ يَدَيْكَ حَتَّى نُقْتَلَ وَبَايَعَهُ آخَرُوْنَ فَقَالُوْا لاَ نَفِرُّ .

১৬০০. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.).......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে মৃত্যুর শর্তে বায়আত হইনি বরং পলায়ন করব না বলে আমরা বায়আত হয়েছিলাম।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

উপরোক্ত দুইটি হাদীছের মর্মই সঠিক। সাহাবীদের একদল তো মৃত্যুর উপর বায়আত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, আপনার সামনে আমরা নিহত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব। অপর একদল বায়আত হয়েছিলেন এই বলে যে, আমরা পলায়ন করব না।

بَابُ مَاجَاءَ فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ বায়আত ভঙ্গ করা।

١٦٠١. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ

يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৬০১. আবূ আম্মার (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তিন ধরণের ব্যক্তি এমন যাদের সাথে আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন কোন কথা বলবেন না, তাদের সংশোধন করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব। এদের একজন হল এমন ব্যক্তি যে কোন ইমাম বা খলীফার হাতে বায়আত হওয়ার পর তিনি যদি তাকে কিছু দেন তবে তো সে সন্তুষ্ট থাকে আর যদি না দেন তবে আর সে তার ওফাদারী করেনা।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ الْعَبْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোলামের বায়আত।

١٦٠٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلاَ يَشْعُرُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِعْنِيْهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ وَلَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتّٰى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ جَابِرٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي الزُّبَيْرِ ·

১৬০২. কুতায়বা (র.).......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একবার একজন গোলাম এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হিজরতের উপর বায়আত হন। কিন্তু সে গোলাম বলে তিনি বুঝতে পারেন নি। পরে এর মালিক এলে নবী ﷺ বললেন, একে আমার কাছে বিক্রি করে দাও। অনন্তর তিনি একে দুটি কাল গোলামের বিনিময়ে ক্রয় করে নিলেন। এরপর থেকে গোলাম কিনা এই কথা জিজ্ঞাসা না করে তিনি কাউকে বায়আত করতেন না।

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

জাবির (রা.) বর্ণিত, হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ। আবুয-যুবায়র (র.)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের বায়আত।

١٦٠٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ تَقُوْلُ بَايَعْتُ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ فَأَطَقْتُنَّ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْحَمُ بِنَامِنَّا بِأَنْفُسِنَا قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَايِعْنَا قَالَ سُفْيَانُ تَعْنِي صَافِحْنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ·

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَنَحْوَهُ · قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ لَا أَعْرِفُ لِأُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَأُمَيْمَةُ امْرَأَةٌ أُخْرَى لَهَا حَدِيْثٌ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ·

১৬০৩. কুতায়বা (র.)......উমায়মা বিনত রুকায়কা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি কতক মহিলাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-র কাছে বায়আত হয়েছিলাম। তিনি আমাদের বললেন, যতটুকু তোমরা পার ও সক্ষম হও (তদনুসারে কাজগুলি করবে)। আমি বললাম আল্লাহ্‌র রাসূল আমাদের বিষয়ে খোদ আমাদের চেয়েও অধিক দয়ালু।

অনন্তর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাদের বায়আত নিন। বর্ণনাকারী সুফইয়ান বলেন, অর্থাৎ আমাদের হাত ধরে বায়আত করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, একজন মহিলাকে আমার কিছু বলা একশ' মহিলাকে কিছু বলার মতই।

এই বিষয়ে আইশা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ও আসমা বিনত ইয়াযীদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুনকাদির (র.)–এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। সুফইয়ান ছাওরী, মালিক ইব্‌ন আনাস প্রমুখ (র.) হাদীছটি মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুনকাদির (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আমি মুহাম্মদ (বুখারী)–কে এই হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন, এই হাদীছটি ছাড়া উমায়মা বিনত রুকায়কার অন্য কোন হাদীছ আমার জানা নেই। উমায়মা নামে অন্য এক মহিলা আছে, রাসূল ﷺ থেকে যার হাদীছ রয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي عِدَّةِ [أَصْحَابِ] أَهْلِ بَدْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ বদরী সাহাবীদের সংখ্যা।

١٦٠٤ . حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ بَدْرٍ يَوْمَ بَدْرٍ كَعِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوْتَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا ·

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ ·

১৬০৪. ওয়াসিল ইবন আব্দুল আ'লা কূফী (র.)........বারা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলোচনা করতাম যে, বদর যুদ্ধে বদরী সাহাবীদের সংখ্যা (বানূ ইসরাঈলের জন্য মনোনীত দীনদার বাদশাহ) তালূতের সঙ্গীদের অনুরূপ ছিল – তিনশ তের।

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। ছাওরী প্রমুখ (র.) এটিকে আবূ ইসহাক (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُمُسِ

অনুচ্ছেদ ঃ খুমুস বা গনীমতের এক পঞ্চমাংশ।

١٦٠٥. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ أَبِيْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ أَمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوْا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ . قَالَ وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ .

১৬০৫. কুতায়বা (র.)......ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আবদে কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে বলেছিলেন। তোমরা যে গনীমত সংগ্রহ কর তা থেকে এক পঞ্চমাংশ (বায়তুল মালে) প্রদান করতে তোমাদের আমি নির্দেশ দিচ্ছি।

হাদীছটিতে আরো কাহিনী রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কুতায়বা (র.)......ইবন আব্বাস (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النُّهْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ লুণ্ঠন করা হারাম।

١٦٠٦. **حَدَّثَنَا** هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى سَفَرٍ فَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَتَعَجَّلُوا مِنَ الْغَنَائِمِ فَاطَّبَخُوْا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى أُخْرَى النَّاسِ فَمَرَّ بِالْقُدُوْرِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ بَعِيْرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبَايَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ ، حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَهٰذَا أَصَحُّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَهٰذَا أَصَحُّ وَعَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ·

قَالَ وَ فِي الْبَابِ : عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ وَأَنَسٍ وَ أَبِيْ رَيْحَانَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَجَابِرٍ ، وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي أَيُّوْبَ ·

১৬০৬. হান্নাদ (র.)......রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। তাড়াহুড়াকারীরা আগে চলে গেল এবং গনীমতের বিষয়ে তাড়াহুড়া করল। তার কিছু রান্নাও করে ফেলল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন পশ্চাৎবর্তী দলে। তিনি রান্নার ডেকচীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন এগুলোকে ঢেলে ফেলে দিতে নির্দেশ দিলেন। এরপর তাদের মাঝে গনীমত বন্টন করে দিলেন এবং এই ক্ষেত্রে একটি উট সমান দশটি ছাগল ধরলেন।

সুফইয়ান ছাওরী এটিকে তৎপিতা -- 'আবায়া -- তৎপিতামহ রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন : এতে আবায়া-এর পর তৎপিতা রিফাআর উল্লেখ নেই।

মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).......সুফইয়ান (র.) থেকে উক্ত রিওয়ায়াতটি বর্ণিত আছে। এটি অধিকতর সাহীহ। আবায়া ইব্‌ন রিফাআ (র.) সরাসরি তাঁর পিতামহ রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) থেকেও হাদীছ শুনেছেন।

এই বিষয়ে ছা'লাবা ইব্‌ন হাকাম, আনাস, আবূ রায়হানা, আবুদ দারদা, আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা, যায়দ ইব্‌ন খালিদ, জাবির, আবূ হুরায়রা ও আবূ আয়্যূব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٦٠٧ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ ·

১৬০৭. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি লুণ্ঠন করে সে আমাদের (উম্মত ভুক্ত) নয়।

হাদীছটি আনাস (রা.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাসান-সাহীহ্-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيْمِ عَلٰى أَهْلِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিতাবীদের সালাম দেওয়া।

١٦٠٨ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَتَبْدَؤُا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى بِالسَّلاَمِ وَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيْقِ فَاضْطَرُّوْهُمْ إِلٰى أَضْيَقِهِ ·

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَأَبِيْ بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

১৬০৮. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইয়াহূদী খৃষ্টানকে প্রথমেই সালাম দিবে না। এদের কাউকে যদি পথে পাও তবে এর কিনারায় তাদের ঠেলে দিবে।

এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার, আনাস, সাহাবী আবূ বাসরা গিফারী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

হাদীছটির তাৎপর্য হল, ইয়াহূদী খৃষ্টানকে শুরুতে তুমি সালাম দিবে না। কতক আলিম বলেন, এটা অপছন্দনীয় হওয়ার কারণ হল এতে ওদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়, অথচ মুসলিমদের প্রতি নির্দেশ হল এদেরকে লাঞ্ছিত করার। এমনি ভাবে পথে এদের কারো পাওয়া গেলে তার জন্য পথ ছাড়া হবে না কেননা, এতেও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

١٦٠٩ . حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الْيَهُوْدَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُوْلُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ عَلَيْكَ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

১৬০৯. আলী ইব্‌ন হুজর (র.).......ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইয়াহূদীরা যখন তোমাদের কাউকে সালাম দেয় এবং (কৌশলে) বলে আস্‌সামু আলাইকুম। (তোমাদের মৃত্যু হোক) তখন তোমরা বলবে আলায়কা (তোমার উপর হোক)।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ الْمُقَامِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের মাঝে বসবাস নিন্দনীয়।

١٦١٠ . حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِىْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلٰى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُوْدِ فَأَسْرَعَ فِيْهِمُ الْقَتْلُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ أَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلِمَ ؟ قَالَ لَا تَرَايَا نَارَاهُمَا ٠

১৬১০. হান্নাদ (র.).......জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ খাছআম গোত্রে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তখন ঐ গোত্রের একদল লোক সিজদার মাধ্যমে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদেরকে দ্রুত হত্যা করা হয়। নবী ﷺ-এর কাছে এই খবর পৌছলে তিনি এদের অর্ধেক দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করেন এবং বললেন, যে সমস্ত মুসলিম মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে আমি তাদের ব্যাপারে দায় মুক্ত।

সাহাবীরা বললেন, কি করবে ইয়া রাসূলাল্লাহ ? তিনি বললেন, এতটুকু ব্যবধানে থাকবে যেন পরস্পরের আগুন দৃষ্টিগোচর না হয়।

١٦١١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ مِثْلَ حَدِيْثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ جَرِيْرٍ وَهٰذَا أَصَحُّ . وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيْهِ عَنْ جَرِيْرٍ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ مِثْلَ حَدِيْثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ الصَّحِيْحُ حَدِيْثُ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ . وَرَوٰى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَلاَتُجَامِعُوْهُمْ فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَهُوَ مِثْلُهُمْ .

১৬১১. হান্নাদ (র.).....কায়স ইব্ন আবূ হাযিম (র.) থেকে আবূ মুআবিয়া (১৬০৭ নং) বর্ণিত হাদীছের বর্ণনা করেছেন। তবে এ সনদে জারীর (রা.)-এর উল্লেখ নেই। এটি অধিকতর সাহীহ্।

এই বিষয়ে সামুরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইসমাঈল (র.)-এর অধিকাংশ শাগিরদ এটিকে কায়স ইব্ন আবূ হাযিম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন.....। এতে তারা জারীর (রা.)-এর উল্লেখ করেন নি। হাম্মাদ ইব্ন সালামা এটিকে হাজ্জাজ ইব্ন আরতাত - ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ - কায়স - জারীর (রা.) সূত্রে আবূ মুআবিয়া (র.)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আমি মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী) (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, সাহীহ হল কায়স - নবী ﷺ সূত্রে মুরসাল রূপে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি।

সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের সাথে বসবাস করবে না এবং তাদের সাথে একত্রিতও হবে না। যে ব্যক্তি তাদের সাথে বসবাস করবে বা তাদের সাথে মিলিত হবে সে তাদেরই মত।

بَابُ مَاجَاءَ فِي إِخْرَاجِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ আরব উপদ্বীপ থেকে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের বহিষ্কার।

١٦١٢. حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ .

১৬১২. মূসা ইব্ন আবদুর রহমান কিন্দী (র.).....উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ.

বলেছেন, আল্লাহ চাহেত আমি যদি জীবিত থাকি তবে ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদেরকে অবশ্যই জাযীরাতুল আরব (আরব উপদ্বীপ) থেকে বহিষ্কার করব।

١٦١٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ أَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَلاَ أَتْرُكُ فِيْهَا إِلاَّ مُسْلِمًا ·

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ·

১৬১৩. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.).......উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, আমি অবশ্যই জাযীরা আরব থেকে ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদেরকে বের করে দিব। মুসলিম ছাড়া এখানে আর কাউকে বসবাসের জন্য ছেড়ে দিব না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ تَرِكَةِ رَسُوْلِ اللهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর পরিত্যক্ত সম্পদ।

١٦١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَتْ مَنْ يَرِثُكَ ؟ قَالَ أَهْلِي وَوَلَدِي قَالَتْ فَمَالِي لاَ أَرِثُ أَبِيْ ؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ نُوْرَثُ وَلٰكِنِّي أَعُوْلُ مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعُوْلُهُ وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ وَسَعْدٍ وَعَائِشَةَ وَحَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ إِنَّمَا أَسْنَدَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلاَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ ·

১৬১৪. মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, কে আপনার উত্তারধিকারী হবে ? তিনি বললেন, আমার পরিবার ও সন্তানরা। ফাতিমা (রা.) বললেন, তা হলে আমি কেন আমার পিতার উত্তরাধিকারী হব না ?

তখন আবূ বাকর (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, "আমাদের কেউ ওয়ারিছ হয় না।" তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদের ভরণপোষণ করতেন, আমিও তাদের ভরণপোষণ করব, যাদের খোরপোষ রাসূলুল্লাহ ﷺ দিতেন আমিও তাদের খোরপোষ দিব।

এই বিষয়ে উমার, তালহা, যুবায়র, আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ, সা'দ ও আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান এবং এই সূত্রে গারীব। এটি হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা ও আবদুল ওয়াহহাব ইব্‌ন আতা – মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর – আবূ সালামা – আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে মুসনাদ রূপে বর্ণিত আছে। আমি মুহাম্মাদ (বুখারী) (র.)-কে এই হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) ব্যতীত মুহাম্মাদ ইবন আমর-আবূ সালামা-আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানিনা।

١٦١٥. حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ عَلِيُّ بْنُ عِيسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ابْنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ جَاءَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا تَسْأَلُ مِيْرَاثَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالاَ سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنِّي لاَ أُوْرَثُ قَالَتْ وَاللّٰهِ لاَ أُكَلِّمُكُمَا تَعْنِي فِي هٰذَا الْمِيْرَاثِ أَبَدًا أَنْتُمَا صَادِقَانِ ٠

وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنِ النَّبِيِّ ٠

১৬১৫. আলী ইব্‌ন ঈসা......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা (রা.) আবূ বাকর ও উমর (রা.)-এর কাছে এসে এলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তার মীরাছ চাইতে। তাঁরা বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমার কেউ ওয়ারিছ হয়না। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি আপনাদের সাথে আর কখনো আলোচনা করব না অর্থাৎ এই মীরাছ সম্পর্কে আপনারা উভয়েই সত্যবাদী।

এ হাদীছটি আবূ বাকর সিদ্দীক (রা.) –নবী ﷺ থেকে অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে।

١٦١٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَدَخَلَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ عُمَرُ لَهُمْ أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَنُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ قَالُوْا نَعَمْ ؟ قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجِئْتَ أَنْتَ وَهٰذَا إِلٰى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ أَنْتَ مِيْرَاثَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيْكَ وَيَطْلُبُ هٰذَا مِيْرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيْهَا ؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ٠

১৬১৬. হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল (র.)......মালিক ইব্‌ন আওস ইব্‌ন হাদাছান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)-এর কাছে গেলাম। তাঁর কাছে উছমান ইব্‌ন আফফান, যুবায়র ইব্‌ন আওওয়াম, আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ ও সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা.)ও এলেন। কিছুক্ষণ পর আলী ও

আব্বাস (রা.) বিবাদ মীমাংসার জন্য এলেন। উমার (রা.) তাঁদের বললেন, যে আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে আসমান ও যমীন প্রতিষ্ঠিত তাঁর কসম দিয়ে তোমাদের বলছি, তোমরা কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের কেউ ওয়ারিছ হয়না, আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা হিসাবে গন্য ? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। 'উমার (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর আবূ বাকর (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ থেকে মুতাওয়াল্লী। তখন আপনি এবং ইনি (আলী) আবূ বাকর (রা.)-এর কাছে এসেছিলেন। আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের মীরাছ দাবী করছিলেন আর ইনি দাবী করছিলেন তাঁর স্ত্রীর (ফাতিমা (রা.) জন্য তার পিতার উত্তরাধিকারত্বের। তখন আবূ বাকর (রা.) বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের কেউ ওয়ারিছ হয়না। আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা জানেন যে তিনি সত্যবাদী, সৎ, সত্যপন্থী, হকের অনুসারী।

হাদীছটিতে আরো দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্ এবং মালিক ইব্ন আনাস (রা.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هٰذِهِ لاَ تُغْزَى بَعْدَ الْيَوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ বলেছেন, আজকের পরে আর এই নগরে কোন যুদ্ধ করা যাবে না।

١٦١٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْبَرْصَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُوْلُ : لاَتُغْزَى هٰذِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ٠ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَمُطِيْعٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهُوَ حَدِيْثُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ فَلاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِهِ ٠

১৬১৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).......হারিছ ইব্ন মালিক ইব্ন বারসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আজ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এই নগরে আর যুদ্ধ করা যাবে না।

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, সুলায়মান ইব্ন সুরাদ ও মুতী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হারিছ ইব্ন মালিক (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। এটি হল যাকারিয়্যা ইব্ন আবূ যাইদা - শা'বী (র.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِيْ يُسْتَحَبُّ فِيْهَا الْقِتَالُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে মুহূর্তে যুদ্ধ করা মুস্তাহাব।

١٦١٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ :

غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْسَكَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَاتَلَ ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ أَمْسَكَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَاتَلَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ أَمْسَكَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ يُقَاتِلُ قَالَ : وَكَانَ يُقَالُ عِنْدَ ذٰلِكَ تَهِيْجُ رِيَاحُ النَّصْرِ وَيَدْعُو الْمُؤْمِنُوْنَ لِجُيُوْشِهِمْ فِي صَلاَتِهِمْ ٠ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ بِإِسْنَادٍ أَوْصَلَ مِنْ هٰذَا وَقَتَادَةُ لَمْ يُدْرِكِ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ وَمَاتَ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ ٠

১৬১৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......নু'মান ইব্‌ন মুকাররিন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হয়েছি। ফজর হয়ে গেলে সূর্য না উঠা পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতেন। সূর্য উদিত হওয়ার পর যুদ্ধ করতেন। দিনের ঠিক মধ্য ভাগে যুদ্ধ বিরতি করতেন যতক্ষণ না (সূর্য পশ্চিম দিকে) ঢলে পড়ে। সূর্য (পশ্চিম দিকে) ঢলে পড়লে আসর পর্যন্ত যুদ্ধ করতেন। পরে আসরের সালাত পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতি করতেন। আসরের সালাতের পর আবার লড়াই করতেন। বলা হত, এই সময় আল্লাহ্‌র সাহায্যের হাওয়া প্রবাহিত হয়। মুমিনরা সালাতে তাদের সেনা বাহিনীর জন্য খুব দু'আ করতেন।

নু'মান ইব্‌ন মুকাররিন (রা.) থেকে এই হাদীছটি আরো অধিক মুত্তাসিল রূপে বর্ণিত আছে। নু'মান ইব্‌ন মুকাররিন (রা.)-এর সাক্ষাত কাতাদা (র.) পান নি। কেননা, উমার (রা.)এর খিলাফত কালে নু'মান (রা.) মারা গিয়েছেন।

١٦١٩ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ إِلَى الْهُرْمُزَانِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ ، فَقَالَ النُّعْمَانُ ابْنُ مُقَرِّنٍ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ أَخُوْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ ٠

১৬১৯. হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল (র.)......মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) নু'মান ইব্‌ন মুকাররিনকে হুরমুযান-এর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। এরপর বর্ণনাকারী হাদীছটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। (এতে রয়েছে) নু'মান ইব্‌ন মুকাররিন (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হয়েছি। তিনি যদি দিনের শুরুতে যুদ্ধ না করতেন তবে অপেক্ষা করতেন। শেষে সূর্য যখন পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ত, হাওয়া প্রবাহিত হত, আল্লাহর নুসরত ও সাহায্য নেমে আসত তখন যুদ্ধ শুরু করতেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্‌ রাবী আলকামা ইব্‌ন আবদুল্লাহ হলেন বাকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ মুযানী (র.)-এর ভাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الطِّيَرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ শুভাশুভের ধারণা প্রসঙ্গে।

١٦٢٠. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلطِّيَرَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَمَا مِنَّا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَ فِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَحَابِسٍ التَّمِيْمِيِّ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَسَعْدٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، وَرَوٰى شُعْبَةُ اَيْضًا عَنْ سَلَمَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يَقُوْلُ : كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُوْلُ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ وَمَا مِنَّا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ .

قَالَ سُلَيْمَانُ : هٰذَا عِنْدِى قَوْلُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَمَا مِنَّا .

১৬২০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, শুভাশুভে বিশ্বাস হল শিরকের অন্তর্গত আমাদের এমন কেউ নেই যার এই ওয়াসওয়াসা আসে না। তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে তা বিদূরিত করে দেন।

এই বিষয়ে সা'দ, আবূ হুরায়রা, হাবিস তামীমী, আয়েশা ও ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। সালামা ইব্‌ন কুহায়ল (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। শু'বা (র.)ও হাদীছটিকে সালামা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, এই হাদীছ প্রসঙ্গে সুলায়মান ইব্‌ন হারব বলতেন, وَمَا مِنَّا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ (আমাদের এমন কেউ.....বিদূরিত করে দেন।) কথাটি আমার মতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.)-এর বক্তব্য।

١٦٢١ . **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَعَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَأُحِبُّ الْفَأْلَ ، قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ : اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৬২১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সংক্রমনতা কিছু নেই, শুভাশুভ কিছু নেই। আমি "ফাল" পছন্দ করি। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, "ফাল" কি ? তিনি বললেন, শুভ কথা।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٦٢٢ . **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ أَنْ يَسْمَعَ يَارَاشِدُ يَانَجِيحُ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ ٠

১৬২২. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি (র.)......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন কোন প্রয়োজনে বের হতেন তখন এই ডাক শুনতে আনন্দ অনুভব করতেন যে, ইয়া রাশিদ (হে সঠিক পথ প্রাপ্ত) ইয়া নাজীহ্ (হে সফল কাম)।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّتِهِ ﷺ فِي الْقِتَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধ প্রসঙ্গে নবী ﷺ-এর বিশেষ উপদেশ।

١٦٢٣ ٠ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا وَقَالَ : أُغْزُوْا بِسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ ، قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَلَاتَغُلُّوا وَلَاتَغْدِرُوْا وَلَا تُمَثِّلُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا ، فَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْخِلَالٍ أَيَّهَا أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ وَادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَالتَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَإِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ وَ إِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُوْنُوا كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَايَجْرِي عَلَى الْأَعْرَابِ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيْمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوْا فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ حِصْنًا فَأَرَادُوْكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ ، وَاجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَمَ أَصْحَابِكَ لِأَنَّكُمْ إِنْ تَخْفِرُوْا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوْا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُوْلِهِ ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوْكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلَا تُنْزِلُوْهُمْ وَلٰكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيْبُ حُكْمَ اللهِ فِيْهِمْ أَمْ لَا أَوْ نَحْوَ هٰذَا ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ وَ حَدِيْثُ بُرَيْدَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ فِيْهِ فَإِنْ أَبَوْا فَخُذْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ عَلَيْهِمْ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰكَذَا رَوَاهُ وَكِيْعٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَانَ ، وَرَوَى غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ

مَهْدِيٍّ وَذَكَرَ فِيهِ أَمْرَ الْجِزْيَةِ ٠

১৬২৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......সুলায়মান ইব্‌ন বুরায়দা তৎ পিতা বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাউকে কোন বাহিনীর আমীর বানিয়ে পাঠানোর সময় তাকে বিশেষ করে নিজের ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বনের এবং সঙ্গী মুসলিমদের কল্যাণ কামনার উপদেশ দিতেন। বলতেন, বিসমিল্লাহ্ বলে আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করবে। যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও। গনীমতের মাল আত্মসাৎ করবে না। বিশ্বাস ঘাতকতা করবে না। নিহত শত্রুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃত করবে না। শিশু হত্যা করবে না।

মুশরিক শত্রুদের সম্মুখীন যখন হবে তাদেরকে তিনটি বিষয়ের একটি গ্রহণের আহ্বান জানাবে। যে কোনটির প্রতি তারা সাড়া দিবে তোমরা তা গ্রহণ করবে এবং তাদের বিষয়ে বিরত থাকবে। প্রথম তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাবে এবং তাদের দেশ থেকে মুহাজিরীনের অঞ্চলে (দারুল ইসলাম) হিজরত করতে বলবে। তাদের অবহিত করবে যদি তারা তা করে তবে মুহাজিরগণ যে অধিকার ভোগ করে তারাও তা ভোগ করবে; মুহাজিরগণের উপর যে দায়িত্ব বর্তায় তাদের উপরও সে দায়িত্ব বর্তাবে। যদি তারা স্থান পরিবর্তনে অস্বীকৃতি জানায় তবে তাদের অবহিত করবে যে, তারা মরু অঞ্চলে (গ্রামাঞ্চলে) বসবাসরত সাধারণ মুসলিমদের মত গণ্য হবে। মরুবাসীদের উপর যা প্রযোজ্য হয় তাদের উপরও তা প্রযোজ্য হবে। জিহাদে সক্রীয়ভাবে অংশ গ্রহণ ব্যতিরেকে গণীমত ও ফাই সম্পদে তাদের কোন অধিকার থাকবে না। এই বিষয় গ্রহণ করতেও যদি তারা অস্বীকার করে তবে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

কোন কেল্লা অবরোধ করলে যদি তারা (কেল্লাবাসীরা) চায় যে তুমি তাদের আল্লাহ্‌র যিম্মা ও তাঁর নবীর যিম্মা দিলে তারা আত্মসমর্পণ করবে তবে তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিম্মায় ও তাঁর রাসূলের যিম্মায় প্রদান করবে না। বরং তাদেরকে তোমার ও তোমার সঙ্গীদের যিম্মায় আত্মসমর্পন করতে বলবে। কেননা আল্লাহ্‌র যিম্মা ও রাসূলের যিম্মায় ত্রুটি করা অপেক্ষা তোমাদের নিজেদের যিম্মা ও তোমাদের সঙ্গীদের যিম্মা অঙ্গীকারে ত্রুটি ঘটা অধিকতর ভাল।যদি কোন কেল্লা অবরোধকালে কেল্লাবাসীরা আল্লাহ্‌র হুকুমের উপর আত্মসমর্পন করতে চায় তবে তোমরা তা স্বীকার করবে না। বরং তোমার হুকুমে আত্মসমর্পণ করতে বলবে। কেননা তুমি জাননা তাদের বিষয়ে আল্লাহ্‌র হুকুম-এ ঠিক পৌছুতে পারবে কিনা।

এই বিষয়ে নু'মান ইব্‌ন মুকাররিন (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

বুরায়দা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আলকামা ইব্‌ন মারছাদ (র.) থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে আরো আছে যে, তারা যদি তা (ইসলাম) গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তবে তাদের থেকে জিযইয়া নিবে। তা যদি অস্বীকার করে তবে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করবে......।

ওয়াকী' প্রমুখ (র.) সুফইয়ান (র.) থেকে তদ্রূপ রিওয়ায়াত করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ছাড়া অন্যরাও আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী (র.) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন এবং তাতে জিয্ইয়া-এর কথা উল্লেখ রয়েছে।

١٦٢٤. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَيُغِيْرُ إِلاَّ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلاَّ أَغَارَ فَاسْتَمَعَ ذَاتَ يَوْمٍ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ

اللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ اَشْهَدُ أَنْ لاَّإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ فَقَالَ خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ ۔

قَالَ الْحَسَنُ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

১৬২৪. হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল (র.).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সময় ছাড়া অতর্কিত হামলা চালাতেন না। আযানের আওয়াজ শুনলে বিরত হয়ে যেতেন। তা না হলে হামলা করতেন। একদিন তিনি (এমতাবস্থায় আযানের শব্দ) শোনার জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। তিনি বললেন, দীনে ফিতরাতের উপর এ প্রতিষ্ঠিত। লোকটি বলল, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তিনি বললেন, জাহান্নাম থেকে তুমি নাজাত পেয়ে গেলে।

হাসান (র.) বলেন, ওয়ালীদ – হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র.) সূত্র উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

أَبْوَابُ فَضَائِلِ الْجِهَادِ

জিহাদের ফযীলত অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ فَضَائِلِ الْجِهَادِ

জিহাদের ফযীলত অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضَائِلِ الْجِهَادِ

অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের ফযীলত।

١٦٢٥ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ ؟ قَالَ لاَتَسْتَطِيْعُوْنَهُ فَرَدُّوْا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَهُ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَثَلُ الْقَائِمِ الصَّائِمِ الَّذِى لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ .

وَفِى الْبَابِ عَنِ الشِّفَاءِ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُبْشِيٍّ وَأَبِيْ مُوْسٰى وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَأُمِّ مَالِكٍ الْبَهْزِيَّةِ وَأَنَسٍ . وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৬২৫. আবূ 'আওয়ানা (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, জিহাদের সমান কি আমল হতে পারে ? তিনি বললেন, তোমরা তা পারবে না।

সাহাবীরা দু'বার কি তিনবার একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। আর প্রত্যেক বারেই তিনি বললেন, তোমরা তাতে সক্ষম নও। তৃতীয় বারে তিনি বললেন, আল্লাহ্র পথে মুজাহিদের উদাহরণ হল সে সিয়াম পালনকারী ও সালাত কায়েমকারীর মত যে তার সালাত ও সিয়াম পালনে কখনো ক্লান্ত হয় না যতদিন না আল্লাহ্র পথের সে মুজাহিদ তার ঘরে ফিরে আসে।

এই বিষয়ে শাফ্ফা, আবদুল্লাহ ইব্ন হুবশী। আবূ মূসা, আবূ সাঈদ, উম্মু মালিক বাহযিয়্যা ও আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

١٦٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي مَرْزُوقٌ أَبُوْ بَكْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِي يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ هُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ إِنْ قَبَضْتُهُ أَوْرَثْتُهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أَوْغَنِيْمَةٍ ٠

قَالَ هُوَ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ٠

১৬২৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন বাযী' (র.)......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা' আলা বলেন, আমার পথের মুজাহিদরা আমার দায়িত্বে। যদি তার রূহ কবয করি তবে তাকে আমি জান্নাতের ওয়ারিছ করব আর যদি তাকে (বাড়িতে) ফিরিয়ে আনি তবে ছওয়াব বা গনীমতসহ তাকে ফিরিয়ে আনব।

এই হাদীছটি উক্ত সূত্রে গারীব ও সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضَائِلِ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি যুদ্ধে পাহারা দানরত অবস্থায় মারা যায়।

١٦٢٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ ٠ وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَجَابِرٍ وَحَدِيْثُ فَضَالَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

১৬২৭. আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র.)......ফাযালা ইব্ন উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে তার আমলের পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে পাহারা দানরত অবস্থায় মারা যায় আল্লাহ্ তা' আলা কিয়ামত পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি করতে থাকেন এবং তাকে কবরের ফিতনা থেকে নিরাপদ রাখবেন।

(তিনি আরো বলেন,) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, প্রকৃত মুজাহিদ হল সেই, যে স্বীয় নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে উকবা ইব্ন আমির ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ফাযালা ইব্‌ন উবায়দ (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র পথে সিয়াম পালনের ফযীলত।

١٦٢٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ زَحْزَحَهُ اللّٰهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا أَحَدُهُمَا يَقُوْلُ سَبْعِيْنَ وَالْآخَرُ يَقُوْلُ أَرْبَعِيْنَ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَأَبُو الْأَسْوَدِ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَسَدِيُّ الْمَدَنِيُّ ۔

وَفِي الْبَابِ : عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَنَسٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِيْ أُمَامَةَ ۔

১৬২৮. কুতায়বা (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে একদিন সওম পালন করবে আল্লাহ্ তা' আলা তার থেকে জাহান্নাম-কে সত্তর বছর দূরে সরিয়ে দিবেন।

এক বর্ণনায় সত্তর আরেক বর্ণনায় চল্লিশ বছরের উল্লেখ আছে।

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি এই সূত্রে গারীব।

রাবী আবুল আসওয়াদ (র.)-এর নাম হল মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন নাওফিল আসাদী আল-মাদানী।

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ, আনাস, উকবা ইব্‌ন আমির ও আবূ উমামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٦٢٩ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ الْعَدَنِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ : وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِيْ عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَا يَصُوْمُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ إِلَّا بَاعَدَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

১৬২৯. সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান, মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)...আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্‌র পথে কোন বান্দা একদিন যদি সিয়াম পালন করে তবে সে দিনটি জাহান্নামকে তার থেকে সত্তর বছর দূরে সরিয়ে দেয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٦٣٠. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللّٰهِ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .

هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِىْ أُمَامَةَ .

১৬৩০. যিয়াদ ইব্ন আয়্যুব (র.)......আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে একদিন সিয়াম পালন করবে আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তি ও জাহান্নামের মাঝে একটি খন্দক সৃষ্টি করে দিবেন। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের দূরত্বের পরিমাণ।

আবূ উমামা (রা.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীছটি গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِى فَضْلِ النَّفَقَةِ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার ফযীলত।

١٦٣١. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْجُعْفِىُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللّٰهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ .

১৬৩১. আবূ কুরায়ব (র.).....খুরায়ম ইব্ন ফাতিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেউ যদি আল্লাহ্র পথে কোন কিছু ব্যয় করে তার জন্য সাতশত গুণ ছাওয়াব লিখা হবে।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান। রুকায়ন ইবনুর রাবী' (র.)-এর সূত্রে এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত।

بَابُ مَا جَاءَ فِى فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র পথে সেবার ফযীলত।

١٦٣٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِىِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ : أَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : خِدْمَةُ عَبْدٍ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ أَوْ ظِلُّ فُسْطَاطٍ أَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : وَقَدْ رُوِىَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ هٰذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلاً وَخُولِفَ زَيْدٌ فِى بَعْضِ إِسْنَادِهِ . قَالَ

وَرَوَى الْوَلِيْدُ بْنُ جَمِيْلٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ ٠

১৬৩২. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র.)......আদী ইব্ন হাতিম তাঈ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোন সাদাকা অতি উত্তম, তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র পথে কোন দাস দান করা বা কোন তাবু ছায়া গ্রহণের জন্য প্রদান বা আল্লাহ্‌র পথে জওয়ান উষ্ট্রী প্রদান।[1]

মুআবিয়া ইব্ন সালিহ (র.) থেকে এই হাদীছটি মুরসাল রূপে বর্ণিত আছে এবং এ হাদীছের সনদের কোন অংশে যায়দ-এর বিরোধিতাও বিদ্যমান। ওয়ালীদ ইব্ন জামীল (র.) এই হাদীছটিকে কাসিম আবূ আবদির-রহমান – আবূ উমামা (রা.)– সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٦٢٣ ٠ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ جَمِيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنِيْحَةُ خَادِمٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِيْ مِنْ حَدِيْثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ٠

১৬৩৩. যিয়াদ ইব্ন আয়্যূব (র.)......আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উত্তম সাদাকা হল আল্লাহ্‌র পথে ছায়ার জন্য তাবু প্রদান, আল্লাহ্‌র পথে কোন খাদিম প্রদান বা আল্লাহ্‌র পথে জওয়ান উষ্ট্রী প্রদান।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ। মুআবিয়া ইব্ন সালিহ্ (র.)-এর রিওয়ায়াতের তুলনায় আমার মতে এটিই অধিক শুদ্ধ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

অনুচ্ছেদ ঃ যোদ্ধাকে প্রস্তুত করে দেওয়ার ফযীলত।

١٦٢٤ . حَدَّثَنَا أَبُوْ زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِى أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا ٠

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى :هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ ٠

১৬৩৪. আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন দুরুস্ত (র.)......যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে কোন গাযীকে আসবাব পত্র দিয়ে সাহায্য করে সে যেন

১. তিন বা তদূর্ধ্ব বয়সের উষ্ট্রী।

নিজে জিহাদ করল। যে ব্যক্তি কোন গাযীর জিহাদে গমনের পর তার পরিবার–পরিজনের দেখা শোনা করল সেও যেন জিহাদ করল।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্। অন্য সূত্রেও এ হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

١٦٣٥. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى :هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১৬৩৫. ইব্‌ন আবূ উমার (র.)......যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে কোন গাযীকে আসবাব পত্র দিয়ে সাহায্য করে, আর যে গাযীর পরিবার–পরিজনের দেখা শোনা করল সেও যেন জিহাদ করল।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

١٦٣٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১৬৩৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).....যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٦٣٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى :هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১৬৩৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).........যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে আল্লাহ্‌র পথে কোন গাযীকে আসবাব পত্র দিয়ে সাহায্য করে, সে যেন জিহাদ করল।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضْلِ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যার দু' পা আল্লাহ্‌র পথে ধূলিময় হয়েছে।

١٦٣٨ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَلْحَقَنِي عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَأَنَا مَاشٍ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَبْشِرْ فَإِنَّ خُطَاكَ هٰذِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ وَ أَبُوْ عَبْسٍ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جَبْرٍ ·

وَفِى الْبَابِ : عَنْ أَبِىْ بَكْرٍ وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَيَزِيْدُ بْنُ أَبِىْ مَرْيَمَ هُوَ رَجُلٌ شَامِىٌّ رَوٰى عَنْهُ الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ وَيَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَبُرَيْدُ بْنُ أَبِىْ مَرْيَمَ كُوْفِىٌّ أَبُوْهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَاسْمُهُ مَالِكُ بْنُ رَبِيْعَةَ ·

১৬৩৮. আবূ আম্মার (র.)........ইয়াযীদ ইব্ন আবূ মারয়াম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুমুআর জন্য পায়ে হেটে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আবায়া ইব্ন রিফাআ ইব্ন রাফি (র.)ও আমার সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনি বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর, কারণ তোমার এই পদচারণা হচ্ছে আল্লাহ্র পথেই। আমি আবূ আবস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির পদদ্বয় আল্লাহ্র পথে ধূলিময় হলো তার পদদ্বয় জাহান্নামের জন্য হারাম করা হলো।

আবূ আবস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। আবূ আবস (রা.)-এর নাম হল আবদুর রহমান ইব্ন জাবর।

এই বিষয়ে আবূ বাকর ও জনৈক সাহাবী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই বুরায়দ ইব্ন আবূ মারয়াম হলেন শামের অধিবাসী (শামী)। তাঁর বরাতে ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম, ইয়াহইয়া ইব্ন হামযা প্রমুখ (র.) শামবাসী মুহাদ্দিছ হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন। আর বুরায়দ ইব্ন আবূ মারয়াম কূফী (র.)-এর পিতা ছিলেন সাহাবী। তাঁর নাম হল মালিক ইব্ন রাবীআ (রা.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِى فَضْلِ الْغُبَارِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র পথের ধূলার ফযীলত।

١٦٣٩ · حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَسْعُوْدِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عِيْسٰى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ ، وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ مَوْلٰى أَبِىْ طَلْحَةَ مَدَنِىٌّ ·

১৬৩৯. হান্নাদ (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদলো সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না দুধ স্তনে পুনঃ প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ্র পথের ধূলা এবং জাহান্নামের আগুন কখনও একত্রিত হবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান (র.) হলেন, আবূ তালহার আযাদকৃত দাস। তিনি মাদানী।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র পথে থেকে যার কিছু পরিমাণ চুলও সাদা হয়।

١٦٤٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ شُرَحْبِيلَ بْنَ السِّمْطِ قَالَ يَاكَعْبُ بْنُ مُرَّةَ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاحْذَرْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَحَدِيْثُ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ هٰكَذَا رَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ وَأَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ فِي الْإِسْنَادِ رَجُلًا وَيُقَالُ كَعْبُ بْنُ مُرَّةَ وَيُقَالُ مُرَّةُ بْنُ كَعْبٍ الْبَهْزِيُّ وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيْثَ .

১৬৪০. হান্নাদ (র.).........সালিম ইব্ন আবুল জা'দ (র.) থেকে বর্ণিত যে, শুরাহবীল ইব্ন সিমত্ (র.) বললেন, হে কা'ব ইব্ন মুররা, আমাদের কাছে রাসূল ﷺ-এর হাদীছ বর্ণনা করুন এবং এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন।

তিনি বললেন, নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তির মুসলিম অবস্থায় কিছু পরিমাণ চুলও সাদা হবে কিয়ামতের দিন তার জন্য বিশেষ প্রকারের নূর হবে।

এই বিষয়ে ফাযালা ইব্ন উবায়দ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

কা'ব ইব্ন মুররা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

আ'মাশ (র.)ও আমর ইব্ন মুররা (র.) থেকে তদ্রূপ রিওয়ায়াত করেছেন। মানসূর – সালিম ইব্ন আবুল জা'দ (র.) সূত্রেও এটি বর্ণিত হয়েছে। তবে সনদের মধ্যে সালিম ও কা'ব (রা.)-এর মাঝে অন্য এক রাবীর নাম বর্ধিত করা হয়েছে। তাকে যেমন কা'ব ইব্ন মুররা (রা.) বলা হয় তেমন তাকে মুররা ইব্ন কা'ব বাহযী (রা.)ও বলা হয়। তবে নবী ﷺ-এর সাহাবী হিসাবে প্রসিদ্ধ হলেন মুররা ইব্ন কা'ব বাহযী (রা.), তিনি নবী ﷺ থেকে বেশ কিছু হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

١٦٤١. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ بُجَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِبْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيْلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ، وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ بْنُ يَزِيْدَ الْحِمْصِيُّ .

১৬৪১. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.)........'আমর ইব্ন আবাসা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্র পথে যে ব্যক্তির সামান্য চুলও সাদা হবে তার জন্য কিয়ামতের দিন বিশেষ প্রকারের নূর হবে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। হায়ওয়া ইব্‌ন শুরায়হ (র.) হলেন, ইব্‌ন ইয়াযীদ হিমসী।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে ঘোড়া বেঁধে রাখে।

١٦٤٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِيْ لَهُ أَجْرٌ فَالَّذِيْ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُعِدُّهَا لَهُ هِيَ لَهُ أَجْرٌ لَا يَغِيْبُ فِي بُطُوْنِهَا شَيْءٌ إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ أَجْرًا وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا .

১৬৪২. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্তের জন্য ঘোড়ার কপালে কল্যাণ বেঁধে দিয়েছেন। ঘোড়া হল তিন রকমের লোকের। একজনের জন্য তা ছওয়াবের উপায়। আর একজনের জন্য হল পর্দা স্বরূপ। আরেক জনের জন্য পাপের কারণ। ছওয়াবের উপায় হল সে ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি একে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে লালন পালন করে এবং প্রস্তুত রাখে। এটি তার জন্য হল ছওয়াবের উপায়। এর পেটে যা কিছুই যায় সবকিছুর বিনিময়েই আল্লাহ্ তার জন্য ছওয়াব লিপিবদ্ধ করেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

মালিক (র.) যায়দ ইব্‌ন আসলাম – আবূ সালিহ – আবূ হুরায়রা (রা.) – নবী ﷺ থেকে এই হাদীছটির অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الرَّمْيِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র পথে তীর নিক্ষেপের ফযীলত।

١٦٤٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِي بِهِ وَالْمُمِدُّ بِهِ وَقَالَ ارْمُوْا وَارْكَبُوْا وَلَأَنْ تَرْمُوْا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوْا كُلُّ مَا يَلْهُوْ بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيْبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ. أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الأَزْرَقِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى :وَفِي الْبَابِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَهٰذَاحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

১৬৪৩. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ হুসায়ন (র.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা একটি তীরের কারণে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখেল করবেন-এর নির্মাতা, নির্মানের সময় যে ছওয়াবের আশা করেছিল ; নিক্ষেপকারী এবং নিক্ষেপে সাহায্যকারী।

তিনি বলেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ কর এবং আরোহণ কর। কেবল আরোহী হওয়া অপেক্ষা তীরান্দায হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়। মুসলিম ব্যক্তি যে ক্রীড়া-কৌতুক করে সবই বাতিল। তবে ধনুক দিয়ে তীর নিক্ষেপ, অশ্বকে শিক্ষা প্রদান, আর স্ত্রীর সঙ্গে কৌতুক করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এগুলো হল ন্যায় ও হকের অন্তর্ভুক্ত।

আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.)......উকবা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এ বিষয়ে কা'ব ইব্‌ন মুররা, আমর ইব্‌ন আবাসা এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٦٤٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَمٰى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَهُوَ لَهُ عَدْلُ مُحَرَّرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَ أَبُوْ نَجِيحٍ هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الأَزْرَقِ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيدَ .

১৬৪৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্শার (র.).......আবূ নাজীহ আস সুলামী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে একটি তীর নিক্ষেপ করবে সে দাস আযাদকারীর সমান ছওয়াব পাবে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। আবূ নাজীহ (রা.) হলেন, 'আমর ইব্‌ন আবাসা সুলামী। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আযরাক হলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র.)।

بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضْلِ الْحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র পথে পাহারার ফযীলত।

١٦٤٥ . حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ أَبُوْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ

الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ·

قَالَ أَبُو عِيْسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَأَبِيْ رَيْحَانَةَ ، وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ شُعَيْبِ بْنِ زُرَيْقٍ ·

১৬৪৫. নাসর ইব্ন আলী জাহ্যামী (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, জাহান্নাম স্পর্শ করবে না দুটো চোখ – যে চোখ আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদে আর যে চোখ আল্লাহ্র পথে পাহারা দানে বিনিদ্র রজনী যাপন করে।

এই বিষয়ে 'উছমান ও আবূ রায়হানা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব।

শুআয়ব ইব্ন যুরায়ক (র.)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এ সম্পর্কে আমরা অবগত নই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الشُّهَدَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ শহীদের ছওয়াব।

١٦٤٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوْعِيُّ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْقَتْلُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيْئَةٍ · فَقَالَ جِبْرِيْلُ : إِلاَّ الدَّيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِلاَّ الدَّيْنَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ قَتَادَةَ وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ بَكْرٍ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ هٰذَا الشَّيْخِ · قَالَ : وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَقَالَ : أُرَى أَنَّهُ أَرَادَ حَدِيْثَ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ · أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا إِلاَّ الشَّهِيْدُ ·

১৬৪৬. ইয়াহইয়া ইব্ন তালহা কূফী (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্র পথে নিহত হওয়া সকল গুনাহ্র কাফ্ফারা। জিবরাঈল (আ.) তখন বললেন, ঋণ ছাড়া........। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ঋণ ছাড়া (অন্য সব কিছুর জন্য.......)।

এই বিষয়ে কা'ব ইব্ন 'উজরা, জাবির, আবূ হুরায়রা, আবূ কাতাদা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি গারীব। এই উস্তাদ (শায়খ) ইয়াহইয়া ইব্ন তালহা কূফী ছাড়া আবূ বাকর ইব্ন আয়্যাশ-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র.)-কে এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তিনি এটি বলতে পারেন নি। তিনি বললেন, আমার মনে হয় তিনি হয়ত হুমায়দ – আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত নিম্নের হাদীছটিকে বুঝাতে চেয়েছেন। নবী ﷺ বলেন, কোন জান্নাতী ব্যক্তিকেই দুনিয়াতে ফিরে আসা আনন্দিত করবে না, শহীদ ছাড়া........।

١٦٤٧. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ مِنْ ثَمَرَةِ الْجَنَّةِ أَوْ شَجَرِ الْجَنَّةِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৬৪৭. ইব্ন আবূ 'উমার (র.)......কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন শহীদদের রূহ সবুজ বর্ণের পাখীর মধ্যে অবস্থান করে জান্নাতের ফল আহার করে। অথবা রাবী বলেছেন, বৃক্ষ থেকে আহার করে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٦٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ · أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ : شَهِيْدٌ وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ، وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ ، وَنَصَحَ لِمَوَالِيْهِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ·

১৬৪৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রথম যে তিনজন জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদেরকে আমার সামনে পেশ করা হয়েছে, শহীদ, পাপমুক্ত ও হারাম থেকে নিবৃত্ত, সেই দাস যে আল্লাহর ইবাদতও সুন্দরভাবে করেছে এবং মালিকদেরও কল্যাণ সাধন করেছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٦٤٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوْتُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا إِلاَّ الشَّهِيْدُ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৬৪৯. আলী ইব্ন হুজর (র.)........আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে বান্দার আল্লাহ্র কাছে ছওয়াব সঞ্চিত আছে, সে মারা যাওয়ার পর দুনিয়া এবং তাতে যা আছে সবকিছু তাকে দিলেও সে আর দুনিয়াতে ফিরে আসা পছন্দ করবে না। কিন্তু শহীদের কথা ভিন্ন। সে যখন দেখবে শহীদ হওয়ার কত ফযীলত তখন সে দুনিয়াতে ফিরে আসতে ভালবাসবে যেন সে আল্লাহ্র পথে আবার কতল হতে পারে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র কাছে শহীদদের মর্যাদা।

١٦٥٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْخَوْلاَنِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ الَّذِي يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَعْيُنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى وَقَعَتْ قَلَنْسُوَتُهُ قَالَ فَمَا أَدْرِي أَقَلَنْسُوَةَ عُمَرَ أَرَادَ أَمْ قَلَنْسُوَةَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَكَأَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكِ طَلْحٍ مِنَ الْجُبْنِ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ قَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ وَقَالَ عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ خَوْلاَنَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِي يَزِيدَ وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ .

১৬৫০. কুতায়বা (র.)........উমার ইবন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, শহীদ হল চার ধরণের, মুমিন ব্যক্তি যার ঈমান অতি উত্তম, শত্রুর সম্মুখীন হয় সে এবং আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত নিহত হয়, এর দিকেই কিয়ামতের দিন লোকেরা এরূপ ভাবে তাদের চোখ উপরের দিকে তুলে তাকাবে – এ বলে তিনি তাঁর মাথা উঁচু করে দেখালেন এমন কি মাথা থেকে তাঁর টুপি পড়ে গেল।

বর্ণনাকারী বলেন, এখানে উমার (রা.)-এর টুপির কথা বলা হয়েছে না নবী ﷺ-এর টুপির কথা বুঝান হয়েছে আমি তা জানি না।

তিনি বলেন, আরেক মুমিন ব্যক্তি, ঈমান যার উত্তম, শত্রুর সম্মুখীন হয় সে। কিন্তু ভীরুতার দরুণ তার শরীর এমন ভাবে কাঁপতে থাকে যে, (মনে হয়) তার চামড়ায় যেন বাবুল গাছের কাটা দিয়ে প্রহার করা হয়েছে। হঠাৎ একটি তীরের আঘাতে সে নিহত হল, এ হল দ্বিতীয় দরজার শহীদ।

আরেক মুমিন ব্যক্তি যে নিজের মাঝে কিছু নেক আমল এবং কিছু বদ আমলের মিশ্রণ ঘটিয়েছে। শত্রুর সম্মুখীন হয় সে। আল্লাহ্‌র ওয়াদা সমূহের উপর বিশ্বাস রেখে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত নিহত হয়। এ হল তৃতীয় দরজার শহীদ।

আরেক মুমিন ব্যক্তি যে নিজের উপর যুলম করেছে, শত্রুর সম্মুখীন হয় সে এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদা সমূহের উপর বিশ্বাস রেখে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত নিহত হয়ে যায়। এ হল চতুর্থ দরজার শহীদ

এই হাদীছটি হাসান-গরীব। আতা ইব্‌ন দীনার (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। মুহাম্মাদ (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, সাঈদ ইব্‌ন আবূ আয়্যুব এই হাদীছটিকে আতা ইব্‌ন দীনার - খাওলান গোত্রের কতক শায়খ (র.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে আবূ ইয়াযীদ (র.)-এর উল্লেখ নাই। তিনি আরো বলেন, আতা ইব্‌ন দীনার (র.) নিষ্কলুষ ব্যক্তি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي غَزْوِ الْبَحْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ নৌযুদ্ধ।

١٦٥١. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ وَجَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ : فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوْكٌ عَلَى الْاَسِرَّةِ ، قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ نَحْوَ مَا قَالَ فِي الْاَوَّلِ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ قَالَ فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامٍ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَأُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ هِيَ أُخْتُ أُمِّ سُلَيْمٍ وَهِيَ خَالَةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

১৬৫১. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মু হারাম বিনত মিলহানের ঘরে যেতেন। তিনি নবীজীকে মেহমানদারী করতেন। উম্মু হারাম ছিলেন উবাদা ইব্‌ন সামিতের স্ত্রী। একদিন নবী ﷺ তাঁর ঘরে গেলেন। তিনি তাঁর মেহমানদারী করলেন। পরে তাঁকে বিশ্রাম করতে দিয়ে তাঁর মাথার চুলগুলো বিলিয়ে দিতে লাগলেন। অনন্তর রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। এরপর তিনি হাসতে হাসতে জেগে গেলেন। উম্মু হারাম বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, কিসে এত হাসছেন ? তিনি বললেন, আমার উম্মতের একদল লোককে আমার সামনে পেশ করা হল, তারা সিংহাসনারোহী বাদশাদের মত হয়ে সমুদ্রের পিঠে সাওয়ার হয়ে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করছে।

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, আমাকে যেন তিনি এদের অন্তর্ভূক্ত করেন। নবীজী তার জন্য দু'আ করলেন। এরপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে গেলেন। এরপর তিনি জেগে উঠলেন তখন

তিনি হাসছিলেন। আমি তাকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, কিসে আপনি হাসছেন। তিনি বললেন, আমার উম্মতের কিছু লোককে পেশ করা হল যারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করছে......। আগে যেমন বলেছিলেন সেরূপ বর্ণনা দিলেন।

উম্মু হারাম (রা.) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন তিনি যেন আমাকে এদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি প্রথমোক্ত দলের সঙ্গে থাকবে।

পরে মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফইয়ান (রা.)-এর যুগে উম্মু হারাম (সাইপ্রাসে) নৌ অভিযানে শামিল হন। যখন তিনি সাগর থেকে ফিরে আসেন তখন তাঁর বাহন থেকে পড়ে গিয়ে তিনি নিহত হন।

আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সাহীহ্।

উম্মু হারাম বিনত মিলহান (রা.) ছিলেন উম্মু সুলায়ম (রা.)-এর বোন। এ হিসাবে তিনি ছিলেন আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-এর খালা।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُقَاتِلُ رِيَاءً وَلِلدُّنْيَا

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দেখানোর জন্য এবং দুনিয়ার জন্য লড়াই করে।

١٦٥٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَأَيُّ ذٰلِكَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ؟ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ .

قَالَ أَبُو عِيسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১৬৫২. হান্নাদ (র.).......আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেউ বাহাদুরী প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে, কেউ গোত্রীয় গৌরব রক্ষার্থে লড়াই করে আর কেউ রিয়াকারী করে লড়াই করে এদের মধ্যে কোনটি আল্লাহর পথে ?

তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এই জন্য লড়াই করে যেন আল্লাহর নাম সমুন্নত হয় সে ব্যক্তিই আল্লাহ্র পথে প্রতিষ্ঠিত।

এই বিষয়ে উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। আবূ মূসা (রা.) বর্ণিত রিওয়ায়াতটি হাসান-সাহীহ্।

١٦٥٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ .

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ

هٰذَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، وَلاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْأَنْصَارِيِّ ·

১৬৫৩. মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র.)...... উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সকল আমলের প্রতিফল নিয়্যতের উপর নির্ভর করে, প্রত্যেক ব্যক্তির তা–ই প্রাপ্য যা সে নিয়্যত করে। সুতরাং যার হিজরত হয় আল্লাহ্‌র দিকে এবং তার রাসূলের দিকে তার হিজরত আল্লাহ্‌র জন্য ও তাঁর রাসূলের জন্যই হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর যার হিজরত হয় দুনিয়া পাওয়ার জন্য বা কোন নারীকে বিবাহ করার জন্য সে যে লক্ষ্যে হিজরত করেছে সে জন্যই তার হিজরত গন্য হবে।

উমার (রা.) বর্ণিত এ হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

মালিক ইব্ন আনাস, সুফইয়ান ছাওরী (র.) প্রমুখ ইমাম এই হাদীছটিকে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র.)–এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই।

بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضْلِ الْغُدُوِّ وَالرَّوَاحِ فِي سَبِيْلِ اللهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র পথে এক সকাল ও এক বিকাল।

١٦٥٤ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدِ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ غَدْوَةٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي أَيُّوْبَ وَأَنَسٍ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৬৫৪. কুতায়বা (র.).......সাহ্ল ইব্ন সা'দ সা'ইদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্‌র পথে এক সকাল দুনিয়া ও এর মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম। জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গাও দুনিয়া ও এর মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, ইব্ন আব্বাস, আবূ আয়্যূব ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

١٦٥٥ . حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ · حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ غَدْوَةٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَأَبُوْ حَازِمٍ الَّذِيْ رَوَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ هُوَ أَبُوْ حَازِمٍ الزَّاهِدُ وَهُوَ مَدَنِيٌّ وَاسْمُهُ سَلَمَةُ بْنُ دِيْنَارٍ وَأَبُوْ حَازِمٍ هٰذَا الَّذِيْ رَوَى عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ هُوَ أَبُوْ حَازِمٍ الْأَشْجَعِيُّ الْكُوْفِيُّ وَاسْمُهُ سَلْمَانُ وَهُوَ مَوْلَى عَزَّةَ الْأَشْجَعِيَّةِ ·

১৬৫৫. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) এবং ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহর পথে এক সকাল বা এক বিকাল দুনিয়া এবং এর মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে যে আবূ হাযিম হাদীছ রিওয়ায়াত করেন তিনি হলেন কুফার অধিবাসী (কূফী)। তাঁর নাম সালমান। তিনি ছিলেন, আযযা আল-আশজা' ইয়্যা-এর আযাদকৃত দাস।

١٦٥٦. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ هِلاَلٍ عَنْ أَبِيْ ذُبَابٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِشِعْبٍ فِيْهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيْبِهَا فَقَالَ لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِيْ هٰذَا الشِّعْبِ وَلَنْ أَفْعَلَ حَتّٰى أَسْتَأْذِنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَتَفْعَلْ فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ سَبْعِيْنَ عَامًا أَلاَ تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ اُغْزُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১৬৫৬. উবায়দ ইবন আসবাত ইবন মুহাম্মাদ (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক সাহাবী একবার কোন এক পাহাড়ী উপত্যকা অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। সেখানে ছিল একটি মিষ্টি পানির ছোট ঝরণা। এর স্বাদ ও সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি ভাবলেন, আমি যদি মানুষ থেকে আলাদা হয়ে এই উপত্যকায় বসবাস করতাম! কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমি তা কখনও করতে পারি না। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তা আলোচনা করেন। তিনি বললেন, এমন করোনা। আল্লাহর পথে সামান্য সময় অবস্থান করা ঘরে বসে সত্তর বছর সালাত আদায় করার চাইতেও উত্তম। তোমরা কি তা ভালবাস না যে, আল্লাহ তোমাদের মাগফিরাত করে দিবেন এবং জান্নাতে দাখেল করবেন? আল্লাহর পথে লড়াই করে যাও। উটনীর দু'বার দুধ পানানোর মধ্যবর্তী কালে বাঁটে একবার টান দিতে সময় পরিমাণও যদি কেউ আল্লাহর পথে লড়াই করে তারজন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

١٦٥٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ يَدِهِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَابَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ مَابَيْنَهُمَا رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلٰى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৬৫৭. আলী ইবন হুজর (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর পথের

এক সকাল বা এক বিকাল অবশ্যই দুনিয়া ও এর সবকিছু থেকে উত্তম। তোমাদের কারো ধনুকের জগ বা হাত পরিমান জান্নাতের স্থান দুনিয়া ও এতে যা আছে সব কিছু থেকে উত্তম। জান্নাতিদের স্ত্রীদের কেউ যদি পৃথিবীর দিকে একবার তাকায় পূর্ব পশ্চিমের সব কিছু আলোকিত হয়ে যাবে এবং এ দুয়ের মাঝে সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তার মাথার উড়নাটিও দুনিয়া ও এর মাঝে,যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ أَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ

অনুচ্ছেদ ঃ সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?

١٦٥٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ ؟ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ . أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِىْ يَتْلُوْهُ ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِىْ غُنَيْمَةٍ لَهُ يُؤَدِّى حَقَّ اللّٰهِ فِيْهَا . أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ ؟ رَجُلٌ يُسْأَلُ بِاللّٰهِ وَلاَ يُعْطِىْ بِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَيُرْوَى هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

১৬৫৮. কুতায়বা (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, সর্বোত্তম ব্যক্তি সম্পর্কে কি আমি তোমাদের অবহিত করব না? সে হল এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্র পথে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে তৈরি থাকে। আমি কি তোমাদেরকে এর পরবর্তী লোকটি সম্পর্কে অবহিত করব? এ হল সেই ব্যক্তি যে কিছু বকরী নিয়ে জন সমাগম থেকে দূরে অবস্থান করে আর এতে আল্লাহ্র নির্ধারিত হকসমূহ (যাকাত-সাদাকা) আদায় করে। তোমাদের কি নিকৃষ্ট লোকটি সম্পর্কে অবহিত করব? সে হল এমন ব্যক্তি যার কাছে আল্লাহ্র ওয়াসীলা দিয়ে যাঞ্চা করা হয় কিন্তু এরও সে কিছু দান করে না।

এই সূত্রে হাদীছটি হাসান-গারীব। এই হাদীছটি ইব্ন আব্বাস- নবী ﷺ সূত্রে একাধিক ভাবে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ سَأَلَ الشَّهَادَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি শাহাদতের প্রার্থনা করে।

١٦٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِىُّ . حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيْرٍ الْمِصْرِىُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُرَيْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ أَبِىْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ مِنْ قَلْبِهِ صَادِقًا بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُرَيْحٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُرَيْحٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُرَيْحٍ يُكْنَى أَبَا شُرَيْحٍ وَهُوَ اسْكَنْدَرَانِيٌّ ۔ وَفِى الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ۔

১৬৫৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন [illegible] ইব্‌ন আসকার (র.)......সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে আন্তরিক ভাবে শাহাদত প্রার্থনা করে তার বিছানায় মারা গেলেও আল্লাহ তা আলা তাঁকে শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছে দিবেন।

সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান–গারীব। আবদুর রহমান ইব্‌ন শুরায়হ (র.)–এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালিহ (র.)ও এই হাদীছটি আবদুর রহমান ইব্‌ন শুরায়হ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন শুরায়হ–এর উপনাম হল আবূ শুরায়হ। তিনি হলেন, ইসকান্দারানী।

এই বিষয়ে মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٦٦٠۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرَ الشَّهَادَةِ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

১৬৬০. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.)......মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে আন্তরিক ভাবে আল্লাহ্‌র পথে নিহত হওয়ার প্রার্থনা করে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে শহীদের ছওয়াব দান করবেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمُجَاهِدِ وَالنَّاكِحِ وَالْمُكَاتَبِ وَعَوْنِ اللهِ إِيَّاهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ মুজাহিদ, মুকাতাব ও বিবাহ ইচ্ছুক ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্‌র সাহায্য।

١٦٦١۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ : اَلْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ۔

১৬৬১. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন জন ব্যক্তি এমন যাদের সাহায্য করা আল্লাহ্ নিজের কর্তব্য বলে নির্দ্ধারণ করে নিয়েছেন, আল্লাহ্‌র পথে মুজাহিদ, যে মুকাতাব মুক্তিপণ আদায়ের ইচ্ছা রাখে, বিবাহ ইচ্ছুক ব্যক্তি যে পবিত্রতা রক্ষা করতে চায়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র পথে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির ফযীলত।

١٦٦٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَيُكْلَمُ أَحَدٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيْلِهِ - إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৬৬২. কুতায়বা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্‌র পথে যদি কেউ আঘাত পায় আর আল্লাহ্ই ভাল জানেন কে আল্লাহ্‌র পথে আঘাত পেয়েছে। তবে কিয়ামতের দিন সে এমন ভাবে উপস্থিত হবে তার রক্তের রং তো হবে রক্তের মতই কিন্তু এর ঘ্রাণ হবে মিশ্‌ক-এর মত।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। আবূ হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে হাদীছটি বর্ণিত আছে।

١٦٦٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ ، لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ ، وَرِيْحُهَا كَالْمِسْكِ .

১৬৬৩. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.)......মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, উটনীর দুধ দু'বার পানানোর মধ্যবর্তী সময় পরিমাণও যে মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। কেউ যদি আল্লাহ্‌র পথে শত্রুর হাতে যখম হয় বা অন্য ভাবে কোন আঘাত পায় তবে কিয়ামতের দিন আগের তুলনায় অধিক রক্তাক্ত অবস্থায় উপস্থিত হবে রক্তের বর্ণ হবে যা'ফরানের মত আর ঘ্রাণ হবে মিশ্‌ক-এর মত।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন আমলটি উত্তম।

١٦٦٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ؟ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ؟ قَالَ الْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ قِيْلَ ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৬৬৪. আবূ কুরায়ব (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন আমলটি শ্রেষ্ঠ ?

তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা।

জিজ্ঞাসা করা হল ; এর পর কোনটি ?

তিনি বললেন, জিহাদ, এ হল আমলের চূড়া।

বলা হল, এর পর কোনটি ইয়া রাসূলাল্লাহ ?

তিনি বললেন, মকবূল হজ্জ।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। আবূ হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে হাদীছটি বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاذُكِرَ أَنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ তরবারীর ছায়ার নীচে জান্নাতের দ্বার প্রসংগে।

١٦٦٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ رَثُّ الْهَيْئَةِ أَأَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ ؟ قَالَ نَعَمْ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ وَكَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيِّ وَأَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيْبٍ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هُوَ اسْمُهُ .

১৬৬৫. কুতায়বা (র.).....আবূ বাকর ইব্ন আবূ মূসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতাকে

শত্রু সম্মুখীন অবস্থায় বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তরবারীর ছায়ার নীচে জান্নাতের দ্বার।

সমবেত লোকদের একজন জীর্ণশীর্ণ অবস্থার লোক বলল ঃ আপনি কি নিজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই ক বলতে শুনেছেন ?

আবূ মূসা (রা.) বললেন, হ্যাঁ।

তখন লোকটি তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, আমি তোমাদের সালাম জানাচ্ছি এবং সে ত তলওয়ারের খাপ ভেঙ্গে ফেলল এবং তলওয়ার দিয়ে (শত্রুদের উপর) আঘাত করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত শহী হয়ে গেল।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব। জা'ফার ইব্ন সুলায়মানের সূত্র ছাড়া হাদীছটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই।

রাবী আবূ ইমরান জাওনীর নাম হল আবদুল মালিক ইব্ন হাবীব (র.)। আবূ বাকর ইব্ন আবূ মূসা সম্প আহমাদ ইব্ন হাম্বাল বলেন, এ হল তার নামই (কুনিয়াত নয়)।

بابُ مَا جَاءَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ

অনুচ্ছেদ ঃ সর্বোত্তম লোক কে।

١٦٦٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ . حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ نْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالُوْا ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ مُؤْمِنٌ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ .

الَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

১৬৬৬. আবূ আম্মার (র.).......আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সর্বোত্তম লোক, কে ?

তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে।

লোকেরা বলল, এরপর কে ?

তিনি বললেন, সে মু'মিন ব্যক্তি যে, পাহাড়ের কোন এক উপত্যকায় বাস করে সে তার রবকে ভয় করে আর সে লোকদের বাঁচিয়ে রাখে তার অনিষ্ট থেকে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابٌ فِيْ ثَوَابِ الشَّهِيْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ শহীদের ছওয়াব।

١٦٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا غَيْرُ الشَّهِيْدِ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا يَقُوْلُ حَتَّى أُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِمَّا يَرَى مِمَّا أَعْطَاهُ مِنَ الْكَرَامَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৬৬৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতীদের মধ্যে শহীদ ছাড়া আর কাউকে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসা আনন্দিত করবে না। শহীদই আবার দুনিয়ায় ফিরে আসতে ভালবাসবে। শহীদ হওয়ার কারণে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ মর্যাদা দিবেন তা দেখে সে বলবে ; আল্লাহ্র পথে আমাকে দশবার করেও যেন কতল করা হয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٦٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৬৬৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......আনাস (রা.) থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٦٦٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ · حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ بُجَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللّٰهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِيْ أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ · وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ أَقَارِبِهِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ·

১৬৬৯. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র.)......মিকদাম ইব্ন মা'দীকারিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্র কাছে শহীদের জন্য রয়েছে ছয়টি বৈশিষ্ট ঃ রক্ত ক্ষরণের প্রথম মুহূর্তেই তাকে মাফ করা হবে। জান্নাতে তার নির্দ্ধারিত স্থান প্রদর্শন করা হবে। কবর আযাব থেকে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। সবচেয়ে মহা ভীতির দিনে তাকে নিরাপদে রাখা হবে, তাঁর মাথায় সম্মানের তাজ পরানো হবে, এর একটি ইয়াকূত পাথর দুনিয়া ও এর সবকিছু থেকে উত্তম হবে ; বাহাত্তর জন আয়ত লোচনা হূরের সঙ্গে তার বিবাহ হবে, তার সত্তর জন নিকট আত্মীয় সম্পর্কে তার সুফারিশ কবূল করা হবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْمُرَابِطِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র পথে পাহারার ফযীলত।

١٦٧٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ

دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ، وَ مَوْضِعُ سَوْطِ اَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا ، وَلَرَوْحَةٌ يَرُوْحُهَا الْعَبْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْلَغدوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

১৬৭০. আবূ বাকর ইব্ন আবুন-নাযর (র.).......সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, আল্লাহ্র পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেওয়া দুনিয়া ও এর উপর যা আছে তা থেকে উত্তম। আল্লাহ্র পথে এক সকাল চলা বা এক বিকাল, দুনিয়া ও এর উপর যা আছে তা থেকে উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো এক চাবুক পরিমাণ স্থানও দুনিয়া ও তার উপর যা আছে তা থেকে উত্তম।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٦٧١ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : مَرَّ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ بِشُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ وَهُوَ فِيْ مُرَابِطٍ لَهُ وَقَدْ شَقَّ عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ قَالَ : أَلاَ أُحَدِّثُكَ يَا ابْنَ السِّمْطِ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ بَلَى قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ ، وَرُبَّمَا قَالَ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَمَنْ مَاتَ فِيْهِ وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَنُمِّيَ لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১৬৭১. ইব্ন আবূ উমার (র.).......মুহাম্মাদ ইব্ন মুনকাদির (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সালমান ফারসী (রা.) শুরাহবীল ইব্ন সিমত (র.)-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শুরাহবীল (র.) তখন সীমান্ত পাহারায় ছিলেন। এতে তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের কষ্ট হচ্ছিল। সালমান ফারসী (রা.) বললেন, হে ইবনুস সিমত! তোমাকে আমি কি এমন একটি হাদীছ বলব যা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে শুনেছি ? শুরাহবীল (র.) বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই! তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এক মাস সিয়াম পালন করা ও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা অপেক্ষাও আল্লাহ্র পথে একদিন সীমান্ত পাহারায় থাকা শ্রেষ্ঠ। রাবী কখনো বলেছেন, "উত্তম"। এতে যে মৃত্যুবরণ করবে কবরের ফিতনা থেকে তাকে রক্ষা করা হবে, কিয়ামত পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি করা হবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

١٦٧٢ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لَقِيَ اللهَ بِغَيْرِ أَثَرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللهَ وَفِيْهِ ثُلْمَةٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ رَافِعٍ وَإِسْمٰعِيْلُ بْنُ رَافِعٍ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ . قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ هُوَ ثِقَةٌ مُقَارِبُ الْحَدِيْثِ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ

مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدِيْثُ سَلْمَانَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ - مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ لَمْ يُدْرِكْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৬৭২. আলী ইবন হুজর (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জিহাদের কোন চিহ্ন না নিয়ে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে তার মধ্যে ক্রটির চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে।

ওয়ালীদ ইবন মুসলিম – ইসমাঈল ইবন রাফি' (র.) সূত্রের রিওয়ায়াত হিসাবে এই হাদীছটি গারীব। কতক হাদীছ বিশেষজ্ঞ ইসমাঈল ইবন রাফি'কে য'ঈফ বলেছেন। মুহাম্মাদ (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি নির্ভরযোগ্য (ছিকা) ও বিশুদ্ধতার নিকটবর্তী বা (মুকারিবুল হাদীছ)।

আবূ হুরায়রা (রা.)......নবী ﷺ সূত্রেও এ হাদীছটি একাধিক ভাবে বর্ণিত আছে। সালমান (রা.)-এর বর্ণিত হাদীছটির সনদ "মুত্তাসিল" নয়। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির সালমান ফারসী (রা.)-এর সাক্ষাৎ পান নি। আয়্যুব ইবন মূসা – মাকহূল – শুরাহবীল ইবন সিমত – সালমান (রা.) – নবী ﷺ থেকে এ হাদীছটি অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٦٧٣ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عَقِيْلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ إِنِّيْ كَتَمْتُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَرَاهِيَةَ تَفَرُّقِكُمْ عَنِّيْ ثُمَّ بَدَا لِيْ أَنْ أُحَدِّثَكُمُوْهُ لِيَخْتَارَ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ مَابَدَا لَهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ .
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ أَبُوْ صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ اسْمُهُ بُرْكَانُ .

১৬৭৩. হাসান ইবন আলী খাল্লাল (র.).......উছমান (রা.)-এর আযাদকৃত দাস আবূ সালিহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উছমান (রা.)-কে মিম্বরে আরোহণ করে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শ্রুত একটি হাদীছ আমি তোমাদের থেকে গোপন রেখেছিলাম। পরে আমার খেয়াল হল যে তা তোমাদের কাছে বর্ণনা করি যাতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিবেচনা মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, অন্য কোন স্থানে এক হাজার দিন অতিবাহিত করা অপেক্ষা আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত পাহারা প্রদান উত্তম।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান এবং এ সূত্রে গারীব। মুহাম্মাদ (র.) বলেছেন, উছমান (রা.)-এর আযাদকৃত দাস আবূ সালিহ-এর নাম হল বুরকান।

١٦٧٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى

৩০---

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَايَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ·

১৬৭৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও আহমাদ ইব্‌ন নাসর নীশাপুরী প্রমুখ (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কাউকে একবার চিমটি কাটায় যতটুকু ব্যাথা পায় শাহীদ তার কতলের সময় ততটুকুই কষ্ট পায়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ্।

١٦٧٥ . حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ أَنْبَأَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ جَمِيْلٍ الْفِلَسْطِيْنِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ شَيْئٌ أَحَبَّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوْعٍ فِيْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَاقُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأَثَرٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ ·

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ·

১৬৭৫. যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যূব (র.).......আবূ উসামা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, দুটো ফোটা এবং দুটো চিহ্ন থেকে আল্লাহ্‌র কাছে অধিক প্রিয় আর কিছু নেই, আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদনের অশ্রুফোটা এবং আল্লাহ্‌র পথে প্রবাহিত রক্তের ফোটা। আর দুটো চিহ্ন হল, আল্লাহ্‌র পথে (আঘাতের) চিহ্ন এবং আল্লাহ নির্দ্ধারিত কোন ফরয ইবাদত আদায়ের চিহ্ন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

آخِرُ كِتَابُ فَضَائِلِ الْجِهَادِ

كِتَابُ الْجِهَادِ

জিহাদ অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْجِهَادِ
জিহাদ অধ্যায়

مَاجَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لِأَهْلِ الْعُذْرِ فِي الْقُعُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওজর বশত জিহাদে অংশ গ্রহণ না করে ঘরে বসে থাকা।

١٦٧٦. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِالْكَتِفِ أَوِ اللَّوْحِ فَكَتَبَ (لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) وَعَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ هَلْ لِيْ مِنْ رُخْصَةٍ ؟ فَنَزَلَتْ (غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ ٠)

وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ هُوَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْ اِسْحٰقَ ، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيْ اِسْحٰقَ هٰذَا الْحَدِيْثَ ٠

১৬৭৬. নাসর ইব্‌ন আলী জাহযামী (র.).......বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন বললেন, উটের কাধের হাড় বা কাষ্ঠফলক নিয়ে এস। এরপর তিনি লিখে বললেন,

لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ....

মু'মিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে তারা তাদের সমান নয়। [সূরা নিসা ঃ ৪ ঃ ৯৫]

আমর ইবন উম্মু মাকতুম এ সময় তাঁর পিছনে ছিলেন। তিনি বললেন, আমার জন্য কি কোন অবকাশ আছে?

তখন নাযিল হল غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ যারা অক্ষম তারা ছাড়া [সূরা নিসা ৪ ঃ ৯৫]

এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস, জাবির, যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্‌। সুলায়মান তায়মী – আবূ ইসহাক (র.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছ হিসাবে গারীব। শু'বা ও ছাওরী (র.)ও এ হাদীছটি আবূ ইসহাক (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ خَرَجَ فِي الْغَزْوِ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি যুদ্ধ যাত্রা করে আর তার পিতা-মাতাকে ঘরে রেখে যায়।

١٦٧٧. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ أَلَكَ وَالِدَانِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الشَّاعِرُ الْأَعْمَى الْمَكِّيُّ ، وَاسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوْخَ ٠

১৬৭৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করতে এল, তিনি বললেন, তোমার কি পিতামাতা আছে ? লোকটি বলল, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে তাঁদের খেদমতেই প্রয়াস চালিয়ে যাও।

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। রাবী আবুল আব্বাস ছিলেন, অন্ধ কবি এবং মক্কার অধিবাসী, তাঁর নাম হল সাইব ইব্ন ফাররূখ (র.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُبْعَثُ وَحْدَهُ سَرِيَّةً

অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে কোন অভিযাত্রায় একা প্রেরণ করা হলে।

١٦٧٨. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ فِيْ قَوْلِهِ : (أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)٠ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيُّ بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى سَرِيَّةٍ أَخْبَرَنِيْهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ٠

قَالَ أَبُوْعِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ٠

১৬৭৮. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র.).......ইব্ন জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ। তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের আর তোমাদের মধ্যে ক্ষমতাধিকারীদের [সূরা নিসা ৪ ঃ ৫৯] প্রসঙ্গে বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা ইব্ন কায়স ইব্ন আদী সাহ্মী (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি অভিযানে প্রেরন করেছিলেন।

ইয়া'লা ইব্ন মুসলিম (র.) এটি সাঈদ ইব্ন জুবায়র - ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে আমাকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব। ইব্ন জুরায়জ (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই।

بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ একা সফর করা মাকরূহ।

١٦٧٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ مِنَ الْوَحْدَةِ مَاسَرَى رَاكِبٌ بِلَيْلٍ يَعْنِيْ وَحْدَهُ .

১৬৭৯. আহমাদ ইবন আবদা যাববী আল বাসারী (র.)......ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একা চলার মধ্যে (কি ক্ষতি) তা আমি যেমন জানি লোকেরাও যদি তেমন জানত তা হলে কোন আরোহী রাতে একা সফর করত না।

١٦٨٠. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ لَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ عَاصِمٍ ، وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ ثِقَةٌ صَدُوْقٌ ، وَعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ضَعِيْفٌ فِي الْحَدِيْثِ لاَ أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا ، وَحَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১৬৮০. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী (র.)......আমর ইব্‌ন শু'আয়ব তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একজন আরোহী (যাত্রী) শয়তান, দুই জন আরোহী দুই শয়তান আর তিনজন হলো একটি কাফেলা।

ইব্‌ন ' উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি (১৬৭৯ নং) হাসান-সাহীহ্।

আসিম (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। আসিম হলেন ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.)। মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী (র.)) বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী। আসিম ইবন উমার উমারী হাদীছ বর্ণনার ক্ষত্রে যঈফ। আমি তার থেকে কোন হাদীছ রিওয়ায়াত করিনা। আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আম্‌র (রা.) বর্ণিত হাদীছটি (১৬৮০) হাসান।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْكَذِبِ وَالْخَدِيْعَةِ فِي الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে ভিন্ন কথা কৌশল অবলম্বন করা।

١٦٨١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ

السكن وكعب بن مالك وأنس وهذا حديث حسن صحيح ·

১৬৮১. আহমাদ ইব্‌ন মানী' ও নাসর ইব্‌ন আলী (র.).......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যুদ্ধ হল কৌশল অবলম্বন করা।

এই বিষয়ে আলী, যায়দ ইব্‌ন ছাবিত, আইশা, ইব্‌ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা, আসমা বিনত ইয়াযীদ, কা'ব ইব্‌ন মালিক ও আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

باب ما جاء في غزوات النبي ﷺ وكم غزا

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ কয়টি যুদ্ধ করেছেন।

١٦٨٢. حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا وهب بن جرير وأبو داود الطيالسي قالا حدثنا شعبة عن أبي إسحق قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم ، فقيل له كم غزا النبي ﷺ من غزوة ؟ قال تسع عشرة · فقلت كم غزوت أنت معه ؟ قال سبع عشرة ، قلت أيتهن كان أول ؟ قال ذات العشير أو العشيرة ·

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ·

১৬৮২. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).......আবূ ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা.)-এর কাছে ছিলাম। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, নবী ﷺ কয়টি যুদ্ধ করেছেন ? তিনি বললেন, উনিশটি।

আমি বললাম, আপনি তাঁর সঙ্গে কয়টিতে যুদ্ধ করেছেন ?

তিনি বললেন, সতেরটিতে।

আমি বললাম, প্রথম কোনটি ছিল ?

তিনি বললেন, যাতুল উশায়র (বা বর্ণনান্তরে) উশায়রা।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال

অনুচ্ছেদ ঃ লড়াই-এর সময় কাতার করা ও সৈন্য বিন্যস্ত করা।

١٦٨٣. حدثنا محمد بن حميد الرازي ، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحق عن عكرمة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال عبأنا النبي ﷺ ببدر ليلا ·

قال أبو عيسى : وفي الباب عن أبي أيوب ، وهذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه ، وسألت محمد بن إسمعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه · وقال محمد بن إسحق سمع من عكرمة ، وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفه بعد ·

১৬৮৩. মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ আর রাযী (র.)......আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বদরের যুদ্ধের সময় রাতে আমাদের কাতার বিন্যস্ত করেছিলেন।

এই বিষয়ে আবূ আয়্যূব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (র.)–কে এ হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিন্তু তিনি এটিকে চিনতে পারেন নি। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র.) ইকরিমা (র.) থেকে সরাসরি হাদীছ শুনেছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, আমি প্রথম যখন বুখারী (র.)–এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তখন দেখেছি যে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ রাযী (র.) সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তাঁকে যঈফ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقِتَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সময় দু'আ করা।

١٦٨٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ ، أَنْبَأَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ سَمِعْتُــهُ يَقُوْلُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُوْ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَهْزِمِ الْأَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

১৬৮৪. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)......ইব্ন আবূ আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের সময় নবী ﷺ–কে দু'আয় বলতে শুনেছি, 'হে আল্লাহ্ যিনি কিতাব অবতরণকারী, দ্রুত বিচার সম্পাদনকারী, শত্রুর এই সম্মিলিত দলকে পরাজিত করুন এবং তাদের প্রকম্পিত করুন'।

এই বিষয়ে ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَلْوِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ছোট পতাকা (লিওয়া)

١٦٨٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيْدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَمَّارٍ يَعْنِي الدُّهْنِيَّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْــرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ اٰدَمَ عَنْ شَرِيْكٍ قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ اٰدَمَ عَنْ شَرِيْكٍ وَقَالَ : حَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْــرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْــهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْحَدِيْثُ هُوَ هٰذَا

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَالدُّهْنُ بَطْنٌ مِنْ بَجِيْلَـةَ وَعَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ هُوَ عَمَّارُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الدُّهْنِيُّ وَيُكْنَى أَبَا مُعَاوِيَـةَ وَهُوَ كُوْفِيٌّ ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ .

১৬৮৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন ওয়ালীদ কিন্দী, আবূ কুরায়ব ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন তাঁর ছোট পতাকাটির রঙ ছিল সাদা।

এই হাদীছটি গারীব। ইয়াহইয়া ইব্‌ন আদম - শারীক (র.) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। মুহাম্মাদ (র.)–কে এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি ইয়াহইয়া ইব্‌ন আদম – শারীক (র.) সূত্র ছাড়া এটি চিনতে পারেন নাই। একাধিক রাবী শারীক – আম্মার – আবুয যুবায়র – জাবির (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ যখন মক্কা প্রবেশ করেন তখন তিনি কাল পাগড়ী পরিহিত ছিলেন।মুহাম্মাদ (র.) বলেন, হাদীছটি হল এ–ই।

বাজীলা গোত্রের একটি শাখা হল দুহ্‌ন। রাবী আম্মার দুহনী (র.) হলেন, আম্মার ইব্‌ন মু'আবিয়া দুহনী। তাঁর উপনাম হল আবূ মুআবিয়া। ইনি কুফায় বসবাসকারী ছিলেন। হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে তিনি নির্ভরযোগ্য (ছিকা) একজন রাবী।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّايَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ পতাকা।

١٦٨٦ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ يَعْقُوْبَ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ بَعَثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَالْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُـهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ ، وَأَبُوْ يَعْقُوْبَ الثَّقَفِيُّ اِسْمُهُ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ، وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى .

১৬৮৬. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.)......মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসিমের আযাদকৃত দাস ইউনুস ইব্‌ন উবায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসিম আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পতাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য বারা ইব্‌ন আযিব (রা.)–এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। এতদসম্পর্কে বারা (রা.) বললেন, এগুলো ছিল সাদা-কাল রেখাটানা। চতুষ্কোণ বিশিষ্ট কাল বর্ণের।

এ বিষয়ে আলী, হারিছ ইব্‌ন হাস্‌সান ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব। ইব্‌ন আবী যাইদা (র.)–এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। আবূ ইয়াকূব ছাকাফী (র.)–এর নাম হল ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মূসা (র.)–ও তাঁর কাছ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

١٦٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اسْحٰقَ وَ هُوَ السَّالِحَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ لاَحِقَ بْنَ حُمَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتْ رَايَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَوْدَاءَ وَ لِوَاؤُهُ أَبْيَضَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

১৬৮৭. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পতাকা ছিল কাল বর্ণের আর তাঁর ছোট পতাকা (লিওয়া) ছিল সাদা।

ইবন আব্বাস (রা.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্রে হাদীছটি গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الشِّعَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিশেষ প্রতীক।

١٦٨٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِيْ صُفْرَةَ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : إِنْ بَيَّتَكُمُ الْعَدُوُّ فَقُوْلُوْا "حٰمٓ" لاَيُنْصَرُوْنَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَ فِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ، وَهٰكَذَا رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ مِثْلَ رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ ، وَ رُوِيَ عَنْهُ عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِيْ صُفْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৬৮৮. মাহমূদ ইবন গায়লান (র.).....মুহাল্লাব ইবন আবূ সুফরা (র.) এমন একজন থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, শত্রু যদি তোমাদেরকে রাতে হামলা করে (আর অন্ধকারের কারণে যদি পরস্পরকে চিনতে না পার) তবে (পরিচয় জ্ঞাপকরূপে) বলবে حٰمٓ لاَيُنْصَرُوْنَ – হামীম, লা ইউন-সারূন -- হামীম, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

এই বিষয়ে সালামা ইবন আকওয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

অপর কতক রাবীও আবূ ইসহাক (র.) থেকে সুফইয়ান ছাওরীর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ; তাঁর বরাতে মুহাল্লাব ইবন আবূ সুফরা – নবী ﷺ সূত্রে এটিকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তলওয়ারের বর্ণনা।

١٦٨٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ صَنَعْتُ سَيْفِيْ عَلَى سَيْفِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ، وَزَعَمَ سَمُرَةُ أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلَى سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ حَنَفِيًّا .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ فِىْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ الْكَاتِبِ وَضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ·

১৬৮৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন শুজা' বাগদাদী (র.).....ইব্‌ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার তলওয়ারটি সামুরা ইব্‌ন জুনদাব (রা.)-এর তলওয়ারের নমুনায় বানিয়েছি। সামুরা (রা.) বলেছেন যে, তিনি তাঁর তলওয়ারটি বানিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তলওয়ারের নমুনায়। এটি ছিল হানাফী গোত্রের তলওয়ারের অনুরূপ নির্মিত।

এই হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। উছমান ইব্‌ন সাদ কাতিব সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ কাত্তান সমালোচনা করেছেন এবং স্মরণ শক্তির দিক থেকে তাঁকে যঈফ বলেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْفِطْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সময় সাওম পালন না করা।

١٦٩٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمَّا بَلَغَ النَّبِىُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مَرَّ الظَّهْرَانِ فَآذَنَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ ، فَأَمَرَنَا بِالْفِطْرِ فَأَفْطَرْنَا أَجْمَعُوْنَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ ·

১৬৯০. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মূসা (র.)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের বছরে যখন মাররুয্ যাহরান এলাকায় পৌঁছলেন তখন আমাদেরকে শত্রুদলের সম্মুখীন হওয়ার ঘোষণা দিলেন এবং আমাদেরকে সাওম ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলেন। ফলে আমরা সকলেই সাওম ভেঙ্গে ফেললাম।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।এই বিষয়ে উমার (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْخُرُوْجِ عِنْدَ الْفَزَعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ভয়ের সময় (এর উৎস সন্ধানে) বের হওয়া।

١٦٩١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَكِبَ النَّبِىُّ ﷺ فَرَسًا لِأَبِىْ طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوْبٌ · فَقَالَ مَاكَانَ مِنْ فَزَعٍ ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا ·

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৬৯১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ তালহা

(রা.)-এর "মানদূব" নামক ঘোড়ায় চড়ে বের হয়ে পড়লেন। পরে এসে বললেন, না ভয়ের কিছুই নেই। ঘোড়াটিকে সমুদ্র স্রোতের মত বেগবান পেয়েছি।

এই বিষয়ে আমর ইবনুল-আস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٦٩٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُوْ دَاوُدَ قَالُوْا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَعَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوْبٌ فَقَالَ مَارَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৬৯২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় একবার ভীষণ আশংকা দেখা দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আমাদের "মানদূব" নামক ঘোড়াটি ব্যবহারের জন্য চেয়ে নিলেন। পরে এসে বললেন, ভয়ের কিছু দেখলাম না। ঘোড়াটিকে সমুদ্র স্রোতের ন্যায় বেগবান পেয়েছি।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٦٩٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَجْرَإِ النَّاسِ ، وَأَجْوَدِ النَّاسِ ، وَأَشْجَعِ النَّاسِ . قَالَ وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً سَمِعُوْا صَوْتًا قَالَ فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِيْ طَلْحَةَ عُرْيٍ وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ . فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوْا لَمْ تُرَاعُوْا . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَدْتُهُ بَحْرًا ، يَعْنِي الْفَرَسَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

১৬৯৩. কুতায়বা (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ছিলেন, অতি সুন্দর মানব দানশীল এবং সাহসী। রাবী বলেন, মদীনাবাসীরা এক রাতে একটি ভীষণ আওয়াজ শুনে আতংকিত হয়ে পড়ে। নবী ﷺ আবূ তালহার একটি জিনবিহীন ঘোড়ায় চড়ে গলায় তলওয়ার ঝুলিয়ে তাদের সাথে মিলিত হন এবং তিনি বললেন, তোমরা ভয় করো না। তোমরা ভয় করো না। এরপর তিনি বললেন, ঘোড়াটিকে সমুদ্র স্রোতের ন্যায় বেগবান পেয়েছি।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الثَّبَاتِ عِنْدَ الْقِتَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে টিকে থাকা।

١٦٩٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَجُلٌ أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا أَبَا عُمَارَةَ ؟ قَالَ لَا . وَاللّٰهِ مَاوَلَّى رَسُوْلُ

اللهِ ﷺ وَلٰكِنْ وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ تَلَقَّتْهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ وَأَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحٰرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبٌ ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

১৬৯৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....বারা ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার তাকে জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আবূ উমারা, আপনারা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রেখে (হুনায়ন যুদ্ধের সময়) পলায়ন করেছিলেন? তিনি বললেন, না, আল্লাহ্র কসম রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও পলায়ন করেন নি। কিছু তাড়াহুড়াকারী লোক পলায়ন করেছিল। হাওয়াযিন গোত্রের শত্রুরা তীর নিয়ে তাদের সম্মুখীন হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন এবং আবূ সুফইয়ান ইব্ন হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব এর লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছিলেন ঃ

أَنَـا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ

أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

নবীই আমি মিথ্যা নয়

আবদে মুত্তালিবের ছেলে সুনিশ্চয়।

এই বিষয়ে আলী ও ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٦٩٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ حُنَيْنٍ وَإِنَّ الْفِئَتَيْنِ لَمُوَلِّيَتَيْنِ وَمَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِائَةُ رَجُلٍ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللهِ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ٠

১৬৯৫. মুহাম্মাদ ইব্ন উমার ইব্ন আলী মুকাদ্দামী (র.).....ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুটো দলকে পলাতক অবস্থায় হুনায়ন যুদ্ধে দেখতে পেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে একশ' জনের মত লোকও ছিল না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। উবায়দুল্লাহ (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّيُوْفِ وَحِلْيَتِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ তলওয়ার এবং তার অলংকার।

١٦٩٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ أَبُوْ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ عَنْ هُوْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ مَزِيْدَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، قَالَ طَالِبٌ فَسَ
الْفِضَّةِ فَقَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً ‧

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَجَدُّ هُوْدٍ اسْمُهُ مَزِيْدَةُ الْعَصَرِيُّ ‧

১৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুদরান আবূ জা'ফার বাসরী (র.).......মাযীদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তার তলওয়ার ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্য-খচিত।
নাকারী তালিব বলেন, আমি তাকে রৌপ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ তলওয়ারের বাটটি ছিল চিত।
বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।
হাদীছটি গারীব। হূদ (র.)-এর মাতামহের নাম হল মাযীদা 'আসরী (রা.)।

١٦٩٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَا
قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ ‧

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَهٰكَذَا رُوِيَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ . وَقَدْ رَوَى بَعْضُ
قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ ‧

১৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রের বাটটি ছিল রৌপ্য খচিত।
হাদীছটি হাসান-গারীব। হাম্মাম - কাতাদা - আনাস (রা.) সূত্রে উক্তরূপ বর্ণিত আছে। কেউ কেউ কাতাদা - সাঈদ ইব্‌ন আবুল হাসান (র.) সূত্রে (মুরসালরূপে) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রের বাঁটি ছিল রৌপ্য খচিত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الدِّرْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ লৌহ বর্ম।

١٦٩٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ
اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ كَانَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
يَوْمَ أُحُدٍ ، فَنَهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ ، فَأَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ حَتَّى اسْتَ
الصَّخْرَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ أَوْجَبَ طَلْحَةُ ‧

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَالسَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَ
مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ ‧

১৬৯৮. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র.).......যুবায়র ইব্‌নুল আওওয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী ﷺ-এর গায়ে দু'টো বর্ম ছিল। (আহত হওয়ার পর) তিনি একটি চাটানে উঠতে চেষ্টা করেন কিন্তু সক্ষম হলেন না। তখন তালহাকে নীচে বসিয়ে নবী ﷺ তার উপর চড়ে উক্ত চাটানে আসীন হলেন। যুবায়র (রা.) বলেন, এমন সময় আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তালহা তার জন্য (জান্নাত) অবশ্যম্ভাবী করে নিল।

এই বিষয়ে সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা ও সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِغْفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ শিরস্ত্রাণ।

١٦٩٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ، فَقِيلَ لَهُ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ اقْتُلُوهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَانَعْرِفُ كَبِيْرَ أَحَدٍ رَوَاهُ غَيْرَ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

১৬৯৯. কুতায়বা (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ সেখানে প্রবেশ করেন। তখন তাঁর মাথায় ছিল লৌহ শিরস্ত্রাণ। তাকে বলা হল, ইব্‌ন খাতল [১] কা'বার পর্দায় জড়িয়ে আছে। তিনি বললেন, তাকে হত্যা করে ফেল।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। ইব্‌ন শিহাব যুহ্‌রী (র.) থেকে মালিক (র.) ছাড়া বড়দের কেউ এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমরা অবহিত নই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার ফযীলত।

١٧٠٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْخَيْرُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَ الْمَغْنَمُ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَ جَرِيْرٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَجَابِرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعُرْوَةُ : هُوَ ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيُّ ، وَيُقَالُ هُوَ عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : وَفِقْهُ هٰذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْجِهَادَ مَعَ كُلِّ إِمَامٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

---

১. ইসলাম গ্রহণের পর আবার কাফির হয়ে গিয়েছিল এবং ইসলামের বিরুদ্ধে মারাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরও যে কয়জনকে ক্ষমা করেন নি, ইব্‌ন খাতল ছিল তাদের অন্যতম।

১৭০০. হান্নাদ (র.).......উরওয়া বারিকী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত পর্যন্তের জন্য ঘোড়ার কপালে বেঁধে রাখা হয়েছে মঙ্গল ঃ তা হল ছওয়াব এবং গনীমত।

এই বিষয়ে ইব্ন 'উমার, আবূ সাঈদ, জারীর, আবূ হুরায়রা, আসমা বিনত ইয়াযীদ, মুগীরা ইব্ন শু'বা ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। এই উরওয়া (রা.) হলেন ইব্ন আবুল জা'দ বারিকী। উরওয়া ইব্ন জা'দ (রা.) বলেও কথিত আছে।

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র.) বলেন, এই হাদীছটির তাৎপর্য হল, কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক ইমাম (ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান)-এর নেতৃত্বে জিহাদ চলবে।

بَابُ مَاجَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ধরণের ঘোড়া পছন্দনীয়।

١٧٠١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ ٠ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ٠ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُمْنُ الْخَيْلِ فِي الشُّقْرِ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ شَيْبَانَ ٠

১৭০১. আবদুল্লাহ ইব্ন সাব্বাহ হাশিমী বাসরী (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লাল বর্ণের ঘোড়ায় বরকত নিহিত।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব। শায়বান (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই।

١٧٠٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَدْهَمُ الْأَقْرَحُ الْأَرْثَمُ ثُمَّ الْأَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ طَلْقُ الْيَمِيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ عَلَى هٰذِهِ الشِّيَةِ ٠

১৭০২. আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র.)......আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, সর্বোত্তম ঘোড়া হল কাল বর্ণের ঘোড়া এবং যার কপাল ও উপরের ওষ্ঠটি সাদা। এরপর হল যার কপাল এবং ডান পা ছাড়া বাকী পাগুলো হাঁটু পর্যন্ত সাদা। কাল বর্ণের ঘোড়া যদি না হয় তবে লাল-কাল মিশ্রিত রঙের ঘোড়া উপরোক্ত পর্যায়ের।

١٧٠٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوْبَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ ·

১৭০৩. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব (র.) থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ অপছন্দনীয় ঘোড়া।

١٧٠٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ سَلْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّخَعِيُّ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَرِهَ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، وَأَبُوْ زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ اِسْمُهُ هَرِمٌ ،

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ قَالَ : قَالَ لِيْ إِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ : إِذَا حَدَّثْتَنِيْ فَحَدِّثْنِيْ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِيْ مَرَّةً بِحَدِيْثٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ بِسِنِيْنَ فَمَا أَخْرَمَ مِنْهُ حَرْفًا ·

১৭০৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ শিকাল অর্থাৎ যে ঘোড়ার কেবল ডান পা সাদা সেই ঘোড়া পছন্দ করতেন না।[১]

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। শু'বা (র.) এটিকে আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ খাছ'আমী – আবূ যুর'আ – আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ যুর'আ ইব্ন আম্র ইব্ন জারীর (র.)-এর নাম হল হারিম।

মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ রাযী (র.)......উমারাহ্ ইব্ন কা'কা' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবরাহীম নাখ'ঈ (র.) আমাকে বলেছেন যে, আমার কাছে হাদীছ বর্ণনা করলে আবূ যুর'আ (র.)-এর বরাতে হাদীছ বর্ণনা করবেন। কারন, তিনি একবার আমার কাছে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছিলেন। পরবর্তীতে বেশ কয়েক বছর পর এটি সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এতে একটি হরফেও তিনি তার কোন ত্রুটি করেন নি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّهَانِ وَالسَّبَقِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতা।

١٧٠٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيْرٍ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ

১. শিকাল (شِكَالٌ) শব্দের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। আরবী অভিধান সমূহ দ্রষ্টব্য।

نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَجْرَى الْمُضَمَّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ، وَبَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ ، وَمَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الْخَيْلِ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَبَيْنَهُمَا مِيلٌ ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى ، فَوَثَبَ بِي فَرَسِي جِدَارًا ·

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ ·

১৭০৫. মুহাম্মাদ ইবন ওয়াযীর (র.).....ইব্ন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ "তাযমীর"কৃত[1] ঘোড়াসমূহের হাফইয়া থেকে ছানিয়াতুল ওয়াদা' পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন। দুটোর মধ্যে দূরত্ব ছিল ছয় মাইল। আর যে সমস্ত ঘোড়ার তাযমীর হয় নি সেগুলোর ছানিয়াতুল ওয়াদা' থেকে বানূ যুরায়ক-মসজিদ পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন। দুটোর মধ্যে দূরত্ব ছিল এক মাইল। আমিও দৌড় প্রতিযোগীদের মধ্যে ছিলাম। আমার ঘোড়াটি আমাকে নিয়ে (লক্ষ্যসীমা অতিক্রম করে মসজিদের) দেয়াল টপকে গিয়েছিল।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, জাবির, আনাস ও আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। ছাওরী (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব।

١٧٠٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ ·

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ·

১৭০৬. আবূ কুরায়ব (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তীর, উট, ঘোড়া ছাড়া অন্য কিছুর মধ্যে প্রতিযোগিতা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ تُنْزَى الْحُمُرُ عَلَى الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ গাধার মাধ্যমে ঘোটকীর প্রজনন অপছন্দনীয়।

١٧٠٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ جَهْضَمٍ مُوسَى بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدًا مَأْمُورًا مَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلاَّ بِثَلاَثٍ : أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ ، وَأَنْ لاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ ، وَأَنْ لاَ نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ ·

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ هَذَا عَنْ أَبِي

---

১. বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় ঘোড়াকে প্রথমে খুব আহার দিয়ে মোটা করা হত পরে খাদ্য কমিয়ে দিয়ে কৃশ করা হত। এই প্রক্রিয়াকে তাযমীর (تضمير) বলা হয়। এতে ঘোড়ার শরীর হালকা হয়ে দৌড়ের গতি বৃদ্ধি পেত।

جَهْضَمٍ فَقَالَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ : حَدِيْثُ الثَّوْرِيِّ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ وَوَهِمَ فِيْهِ الثَّوْرِيُّ : وَالصَّحِيْحُ مَارَوٰى إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِىْ جَهْضَمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏.

১৭০৭. আবূ কুরায়ব (র.)........ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন একজন নির্দেশ প্রাপ্ত বান্দা। তিনটি বিষয় ছাড়া তিনি আমাদেরকে কোন বিষয়ে খাস কোন হুকুম করেন নি। আর তা হল, তিনি আমাদেরকে পূর্ণভাবে উযূ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সাদাকা না খেতে হুকুম করেছেন এবং গাধার মাধ্যমে ঘোটকীর প্রজনন ঘটাতে নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে আলী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

সুফইয়ান ছাওরী (র.) এই হাদীছটিকে আবূ জাহযম (র.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস - ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রের উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ (আল-বুখারী [র.])-কে বলতে শুনেছি যে, ছাওরী বর্ণিত রিওয়ায়াতটি মাহফুজ নয়। এতে ছাওরী (র.)-এর বিভ্রান্তি হয়েছে। ইসমাঈল ইব্‌ন উলাইয়্যা ও আবদুল ওয়ারিছ ইব্‌ন সাঈদ - আবূ জাহযম.....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রটি হল সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْاِسْتِفْتَاحِ بِصَعَالِيْكِ الْمُسْلِمِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ দরিদ্র মুসলিমদের ওয়াসীলায় বিজয় প্রার্থনা করা।

١٧٠٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسٰى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : اَبْغُوْنِىْ ضُعَفَاءَكُمْ فَإِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ ‏.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ‏.

১৭০৮. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র.)........আবুদ্ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তোমরা আমাকে তোমাদের দুর্বলদের মাঝে অন্বেষণ করবে। কেননা, তোমরা তো এই দুর্বলদের বরকতেই রিয্‌ক এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য পেয়ে থাক।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ الْاَجْرَاسِ عَلَى الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার গলায় ঘন্টা বাধা।

١٧٠٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِىْ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ ‏.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ ، عَنْ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ حَبِيْبَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৭০৯. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কাফেলার সাথে কুকুর এবং ঘন্টা থাকে ফিরিশতাগণ সে কাফেলার সঙ্গী হন না।

এই বিষয়ে উমার, আইশা, উম্মু হাবীবা ও উম্মু সালামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে কাকে কোন্ কাজে নিয়োগ করা যাবে।

١٧١٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ الْجَوَّابِ أَبُو الْجَوَّابِ ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ أَبِيْ إِسْحٰقَ ، عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ جَيْشَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ وَعَلَى الْآخَرِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ فَقَالَ : إِذَا كَانَ الْقِتَالُ فَعَلِيٌّ قَالَ فَافْتَتَحَ عَلِيٌّ حِصْنًا فَأَخَذَ مِنْهُ جَارِيَةً ، فَكَتَبَ مَعِيْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشِيْ بِهِ فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَ الْكِتَابَ فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ ثُمَّ قَالَ مَاتَرَى فِيْ رَجُلٍ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ ؟ قَالَ قُلْتُ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ ، وَإِنَّمَا أَنَا رَسُوْلٌ فَسَكَتَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ : قَوْلُهُ يَشِيْ بِهِ يَعْنِي النَّمِيْمَةَ .

১৭১০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ যিয়াদ (র.).......বারা (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ দুটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। একটির সেনাপতি বানিয়েছিলেন আলী (রা.)-কে আরেকটির বানিয়েছিলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.)-কে এবং বললেন, যুদ্ধ চলাকালে আলী হবে সম্মিলিত বাহিনীর আমীর। আলী (রা.) একটি কেল্লা জয় করলেন এবং সেখানকার বন্দীদের থেকে একজন দাসীকে তিনি নিজের জন্য নিয়ে নিলেন। তখন খালিদ (রা.) এই বিষয়ে আলী (রা.)-এর সমালোচনা করে একটি চিঠি আমাকে দিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট প্রেরণ করেন। এটি নিয়ে আমি নবী ﷺ-এর কাছে এলাম। তিনি চিঠিটি পড়লেন। তখন তাঁর (চেহারার) রঙ্গ পরিবর্তিত হয়ে গেল। পরে বললেন, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা কি ভাব যে আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসেন ? আমি বললাম, আমি আল্লাহ্র গযব এবং তাঁর রাসূলের ক্রোধ থেকে আল্লাহ্র কাছেই পানাহ চাই। আমি তো একজন পত্র বাহক মাত্র। তখন নবী ﷺ শান্ত হয়ে গেলেন।

এই বিষয়ে ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব। আহওয়াস ইব্ন জাওওয়াব-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। হাদীছোক্ত يَشِيْ بِهِ এর অর্থ হল তাঁর সমালোচনা করা।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْإِمَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রধান।

١٧١١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَأَبِيْ مُوْسَى وَحَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسَى غَيْرُ مَحْفُوْظٍ وَحَدِيْثُ أَنَسٍ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ قَالَ حَكَاهُ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَخْبَرَنِيْ بِذٰلِكَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً وَهٰذَا أَصَحُّ . قَالَ مُحَمَّدٌ وَرَوَى إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ هٰذَا غَيْرُ مَحْفُوْظٍ ، وَإِنَّمَا الصَّحِيْحُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً .

১৭১১. কুতায়বা (র.).........ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, সাবধান, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর তোমরা প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। জনগণের আমীরও একজন দায়িত্বশীল সে তার প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারস্থ লোকদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন স্ত্রীলোক তার স্বামীর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক সে এতদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। গোলাম তার মালিকের ধন-সম্পদের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক এতদ্বিষয়ে সে জিজ্ঞাসিত হবে। শোন তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আনাস ও আবূ মূসা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। আবূ মূসা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি মাহফূজ নয়। আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটিও মাহফূজ নয়। ইবরাহীম ইব্ন বাশ্শার রামাদী (র.) এটিকে সুফইয়ান ইব্ন উয়ায়না - বুরায়দ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বুরদা - আবূ বুরদা -আবূ মূসা (রা.) নবী ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন বাশ্শার (র.) উক্ত সূত্রে আমাকে তা বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ (আল-বুখারী) বলেছেন, একাধিক রাবী এটিকে সুফইয়ান - বুরায়দ ইব্ন আবী বুরদা - নবী ﷺ সূত্রে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। এটি অধিকতর সাহীহ্।

মুহাম্মাদ (র.) বলেন, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র.).....মুআয ইব্ন হিশাম - তার পিতা হিশাম - কাতাদা আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা আলা প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তার তত্ত্বাবধানের

বিষয়গুলোকে জিজ্ঞাসা করবেন...... মুহাম্মাদ (আল-বুখারী) (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, এটি মাহফুজ নয়। সাহীহ্ হল এটি মুআয ইব্ন হিশাম - তার পিতা হিশাম - কাতাদা - হাসান - নবী ﷺ সূত্রে মুরসাল রূপে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي طَاعَةِ الْإِمَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের প্রতি আনুগত্য।

١٧١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ الْأَحْمَسِيَّةِ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ قَدِ الْتَفَعَ بِهِ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ قَالَتْ : فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى عَضَلَةِ عَضُدِهِ تَرْتَجُّ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ وَ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ، وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أُمِّ حُصَيْنٍ .

১৭১২. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র.)......উম্মুল হুসায়ন আহমাসিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুতবা দিতে শুনেছি। তখন তাঁর গায়ে একটি চাদর ছিল। তিনি এটিকে বগলের নীচ দিয়ে এনে পেঁচিয়ে রেখেছিলেন। আমি দেখছিলাম তাঁর বাহুর পেশী সঞ্চালিত হচ্ছিল আর তিনি বলছিলেনঃ 'হে লোক সকল, আল্লাহ্কে ভয় করবে। নাক-কান কাটা কোন হাবশী গোলামকেও যদি তোমাদের আমীর বানিয়ে দেওয়া হয় তবে তার কথা শোনবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে - যতদিন সে তোমাদের মাঝে আল্লাহ্র কিতাবের বিধান কায়েম করবে।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও ইরবায ইব্ন সারিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। উম্মু হুসায়ন (রা.) থেকে এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

অনুচ্ছেদ ঃ সৃষ্টি কর্তা আল্লাহ্র নাফরমানীতে কোন মাখলূকের আনুগত্য হতে পারে না।

١٧١٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ ، وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১৭১৩. কুতায়বা (র.)......ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য হল পছন্দ হোক বা অপছন্দ সর্বাবস্থায় আমীরের কথা শুনা ও মান্য করা যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে আল্লাহ্র নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে তাকে নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া হলে তখন আর শোনা ও মান্য করা যাবে না।

এই বিষয়ে আলী, ইমরান ইব্ন হুসায়ন ও হাকাম ইব্ন আমর গিফারী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ وَالضَّرْبِ وَالْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ একটি প্রাণীকে আরেকটির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা এবং কোন প্রাণীর চেহারায় আঘাত করা ও দাগ লাগান।

١٧١٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ يَحْيٰى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ .

১৭১৪. আবূ কুরায়ব (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাণীদের একটির বিরুদ্ধে আরেকটিকে উত্তেজিত করতে নিষেধ করেছেন।

١٧١٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ يَحْيٰى عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُقَالُ : هٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ قُطْبَةَ . وَرَوٰى شَرِيْكٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ أَبِيْ يَحْيٰى ، حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ أَبُوْ كُرَيْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اٰدَمَ عَنْ شَرِيْكٍ . وَرَوٰى أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَأَبُوْ يَحْيٰى هُوَ الْقَتَّاتُ الْكُوْفِيُّ ، وَيُقَالُ اسْمُهُ زَاذَانُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنْ طَلْحَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَعِكْرَاشِ بْنِ ذُؤَيْبٍ .

১৭১৫. মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র.)......মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ প্রাণীদের পরস্পর উত্তেজিত করা নিষেধ করেছেন।

এই সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর উল্লেখ করা হয় নি এবং একে কুতবা (১৭১৪ নং)-এর রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর সাহীহ্ বলা হয়। শারীক (র.) এই হাদীছটিকে আ'মাশ - মুজাহিদ - ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। এতে আবূ ইয়াহইয়া (র.)-এর উল্লেখ নাই। আবূ মুআবিয়া (র.)- এটিকে আ'মাশ - মুজাহিদ - নবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এই বিষয়ে তালহা, জাবির, আবূ সাঈদ ও ইকরাশ ইব্ন যুওয়ায়ব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٧١٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১৭১৬. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ চেহারায় দাগ লাগাতে এবং ...রতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَدِّ بُلُوْغِ الرَّجُلِ وَمَتَى يُفْرَضُ لَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ বালিগ হওয়ার বয়সসীমা এবং কখন থেকে (বায়তুল-মাল থেকে) তার ভাতা নির্দ্ধারণ করা হবে।

١٧١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عُرِضْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِيْ . ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِيْ جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَقَبِلَنِيْ .

قَالَ : نَافِعٌ : فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، فَقَالَ : هٰذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ ، ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ بَلَغَ الْخَمْسَةَ عَشْرَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ : هٰذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : حَدِيْثُ إِسْحٰقَ بْنِ يُوْسُفَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ .

১৭১৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওয়াযীর ওয়াসিতী (র.)......ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে কোন এক সৈন্য দলে অন্তর্ভুক্তির জন্য একবার নবী ﷺ-এর সম্মুখে পেশ করা হল। আমার বয়স তখন চৌদ্দ। তিনি আমাকে এর জন্য গ্রহণ করলেন না। পরবর্তী বছর আরেক সেনা দলে অন্তর্ভুক্তির জন্য আমাকে পেশ করা হল। আমার বয়স তখন পনর। তিনি আমাকে এর জন্য গ্রহণ করলেন।

নাফি' বলেন, এই হাদীছটি উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.)-এর কাছে বিবৃত করলে তিনি বললেন, এ হল বালিগ না বালিগের বয়স সীমা। এরপর তিনি যাদের পনর বছর হয়েছে তাদের জন্য বায়তুল মাল থেকে ভাতা নির্দ্ধারণের ফরমান লিখে দিলেন।

ইব্‌ন আবূ উমার (র.)......উবায়দুল্লাহ (র.) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। তবে এতে আছে যে, নাফি' বলেন, উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.) বলেছেন, এ হল না বালিগ ও যুদ্ধোপযোগী হওয়ার বয়স সীমা। তবে এতে ফরমান লিখে দেওয়ার কথা উল্লেখ নাই।

ইসহাক ইব্‌ন ইউসুফ (র.)-এর রিওয়ায়াতটি হাসান-সাহীহ্। সুফইয়ান ছাওরী (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ يُسْتَشْهَدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি ঋণের বোঝা নিয়ে শহীদ হয়।

١٧١٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِيْهِمْ ، فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْإِيْمَانَ بِاللّٰهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُكَفِّرُ عَنِّيْ خَطَايَايَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ : كَيْفَ قُلْتَ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، أَيُكَفِّرُ عَنِّيْ خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلاَّ الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِيْ ذٰلِكَ

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَرَوٰى بَعْضُهُمْ هٰذَ الْحَدِيْثَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا . وَرَوٰى يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، هٰذَا عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ .

১৭১৮. কুতায়বা (র.)......আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ কাতাদা তার পিতা আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন লোকদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদ এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান হল সবচেয়ে আফযাল আমল।

একব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি যদি আল্লাহ্র পথে নিহত হই তবে কি আমার গুনাহগুলির কাফফারা হয়ে যাবে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, যদি তুমি ছওয়াবের আশায় ধৈর্যের সঙ্গে পিছপা না হয়ে অগ্রবর্তী অবস্থায় টিকে থেকে আল্লাহ্র পথে শহীদ হও। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কিভাবে কথাটা বলছিলে?

লোকটি বলল, আমি যদি আল্লাহ্র পথে শহীদ হই তবে কি আপনার মতে আমার গুনাহগুলির কাফফারা হবে কি?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, যদি ছওয়াবের আশায় ধৈর্যের সঙ্গে টিকে থাক আর পিছপা না হয়ে অগ্রবর্তী অবস্থায় শহীদ হও তবে এতে ঋণ ছাড়া বাকী সবগুলোর কাফ্ফারা হয়ে যাবে। জিবরীল (আ) আমাকে এ কথা বলেছেন।

এই বিষয়ে আনাস, মুহাম্মাদ ইব্ন জাহ্শ ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কেউ কেউ এই হাদীছটিকে সাঈদ মাকবুরী – আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আনসারী প্রমুখ (র.) সাঈদ মাকবুরী – আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ কাতাদা – তাঁর

পিতা আবূ কাতাদা (রা.) সূত্রে – নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটি সাঈদ মাকবুরী – আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রটি থেকে অধিকতর সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ دَفْنِ الشُّهَدَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ শহীদের দাফন।

١٧١٩. حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : شُكِيَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْجِرَاحَاتُ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ : اَحْفِرُوْا وَأَوْسِعُوْا وَأَحْسِنُوْا وَادْفِنُوْا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ وَقَدِّمُوْا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا ، فَمَاتَ أَبِيْ فَقُدِّمَ بَيْنَ يَدَىْ رَجُلَيْنِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ خَبَّابٍ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ وَأَبُو الدَّهْمَاءِ اسْمُهُ قِرْفَةُ بْنُ بُهَيْسٍ أَوْ بَيْهَسٍ .

১৭১৯. আযহার ইব্‌ন মারওয়ান বাসরী (র.)......হিশাম ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিহতের প্রসঙ্গ তোলা হল। তিনি বললেন, বড় এবং প্রশস্ত করে কবর খনন কর এবং সৌজন্যমূলক আচরণ কর আর এক এক কবরে দুই জন তিন জন করে দাফন কর। কুরআন সম্পর্কে যে অধিক জ্ঞাত তাকে অগ্রবর্তী করবে।

হিশাম বলেন, আমার পিতা (আমিরও) শহীদ হয়েছিলেন। তাঁকে দুই জনের আগে স্থাপন করা হয়েছিল।

এই বিষয়ে খাব্বাব, জাবির ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্। সুফইয়ান প্রমুখ (র.) এই হাদীছটিকে আয়্যূব – হুমায়দ ইব্‌ন হিলাল – হিশাম ইব্‌ন আমির (রা.) সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। রাবী আবূ দাহমা (র.)-এর নাম হল কিরফা ইব্‌ন বুহায়স বা বায়হাস।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمَشُوْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ পরামর্শ করা।

١٧٢٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِيءَ بِالأُسَارَى ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَاتَقُوْلُوْنَ فِيْ هٰؤُلاَءِ الأُسَارَى؟ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ طَوِيْلَةً .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي أَيُّوْبَ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَأَبُوْ عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيْهِ . وَيُرْوَى عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُوْرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৭২০. হান্নাদ (র.)......আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের সময় যখন বন্দীদের আনা হল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই বন্দীদের সম্পর্কে তোমরা কি বল ?.....

পরে দীর্ঘ রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন।

এই বিষয়ে উমার, আবূ আয়্যূব, আনাস, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে ও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান। আবূ উবায়দা তাঁর পিতা আবদুল্লাহ (রা.) থেকে হাদীছ শুনেন নি।

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা নিজ সঙ্গীদের সাথে অধিক পরামর্শ গ্রহণকারী কাউকে দেখিনি।

بَابُ مَا جَاءَ لَا تُفَادَى جِيْفَةُ الْأَسِيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বন্দীদের লাশের কোন ফিদইয়া নেই।

١٧٢١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ أَرَادُوْا أَنْ يَشْتَرُوْا جَسَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَأَبَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيْعَهُمْ إِيَّاهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ الْحَكَمِ . وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ أَيْضًا عَنِ الْحَكَمِ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : ابْنُ أَبِيْ لَيْلَى لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيْثِهِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ : ابْنُ أَبِيْ لَيْلَى صَدُوْقٌ وَلٰكِنْ لَا نَعْرِفُ صَحِيْحَ حَدِيْثِهِ مِنْ سَقِيْمِهِ وَلَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا وَابْنُ أَبِيْ لَيْلَى صَدُوْقٌ فَقِيْهٌ وَإِنَّمَا يَهِمُ فِي الْإِسْنَادِ . حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ فُقَهَاؤُنَا ابْنُ أَبِيْ لَيْلَى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شُبْرُمَةَ .

১৭২১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার মুশরিকরা জনৈক মুশরিক ব্যক্তির লাশ খরীদ করতে চাইল। নবী ﷺ এদের নিকট তা বিক্রি করতে অস্বীকার করলেন।

এই হাদীছটি গারীব। হাকাম (র.)-এ রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। হাজ্জাজ ইব্‌ন আরতাত (র.)-ও এটিকে হাকাম (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আহমাদ ইব্‌ন হাসান (র.) বলেন যে, আমি আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)-কে বলতে শুনেছি, ইব্‌ন আবূ লায়লা (র.)-এর হাদীছ প্রামান্য নয়। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র.) বলেনঃ ইব্‌ন আবূ লায়লা অত্যন্ত সত্যবাদী ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর বর্ণিত সাহীহ হাদীছগুলোকে যঈফ হাদীছ থেকে আলাদা করে অবহিত হওয়া যায়

না। তাঁর থেকে আমি কিছুই বর্ণনা করি না। ইব্‌ন আবূ লায়লা অত্যন্ত সত্যবাদী এবং ফিকহবিদ। তবে সনদ বর্ণনায় তাঁর বিভ্রান্তি রয়েছে।

নাসর ইব্‌ন আলী (র.)......সুফইয়ান ছাওরী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ফকীহরা হলেন, ইব্‌ন আবূ লায়লা এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন শুবরুমা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ

অনুচ্ছেদ : যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন।

١٧٢٢. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَرِيَّةٍ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاخْتَبَيْنَا بِهَا وَقُلْنَا هَلَكْنَا ، ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَحْنُ الْفَرَّارُوْنَ قَالَ : بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ وَأَنَا فِئَتُكُمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً يَعْنِي أَنَّهُمْ فَرُّوْا مِنَ الْقِتَالِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ . وَالْعَكَّارُ الَّذِيْ يَفِرُّ إِلَى إِمَامِهِ لِيَنْصُرَهُ لَيْسَ يُرِيْدُ الْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ .

১৭২২. ইব্‌ন আবূ 'উমার (র.)......ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এক অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। যুদ্ধে এক পর্যায়ে আমাদের কিছু লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো আমরা মদীনায় চলে এলাম। কিন্তু আমরা মদীনায় এসে লুকিয়ে থাকলাম এবং ভাবলাম আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হাযির হলাম। বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা তো পলাতক দল তিনি বললেন, না, বরং তোমরা হলে পুনঃ প্রত্যাবর্তনকারী আর আমিও তোমাদেরই দলের একজন।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব। ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

حَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً - অর্থ তারা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ করল।

بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ - অর্থ হল যারা পলায়নের উদ্দেশ্যে নয় বরং যারা দল পতির কাছে সাহায্যের জন্য আসে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ دَفْنِ الْقَتِيْلِ فِيْ مَقْتَلِهِ

অনুচ্ছেদ : শহীদকে তার শাহাদাতের স্থানে দাফন করা।

١٧٢٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ نُبَيْحًا الْعَنَزِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ جَاءَتْ عَمَّتِيْ بِأَبِيْ لِتَدْفِنَهُ فِيْ مَقَابِرِنَا فَنَادَى مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رُدُّوا الْقَتْلَى إِلَى مَضَاجِعِهِمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَنُبَيْحٌ ثِقَةٌ ·

১৭২৩. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন আমার ফুফু আমার (শহীদ) পিতাকে আমাদের কবরস্থানে দাফনের জন্য নিয়ে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এক ঘোষক ঘোষণা দিলেন, নিহতদের শাহাদতের স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَلَقِّي الْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রবাসীর আগমনের সময় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা।

١٧٢٤. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالاَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ تَبُوْكَ خَرَجَ النَّاسُ يَتَلَقَّوْنَهُ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ السَّائِبُ : فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ وَأَنَا غُلاَمٌ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৭২৪. ইব্‌ন আবূ 'উমার ও সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.).....সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন লোকেরা তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য ছানিয়াতুল ওয়াদা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন। সায়িব (রা.) বলেন, আমিও লোকদের সঙ্গে বের হলাম আমি তখনও বালক ছিলাম।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَيْءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফাই সম্পদ।

١٧٢٥. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ : كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النُّضَيْرِ مِمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ ، وَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَالِصًا ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ عُدَّةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ·

১৭২৫. ইব্ন আবূ 'উমার (র.)......মালিক ইব্ন আওস ইব্ন হাদছান (র.) থেকে বর্ণিত যে, আমি উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, বানূ নাযীর থেকে হস্তগত সম্পদ হল, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে যে "ফায়" প্রদান করেছেন, যার জন্য মুসলিমরা ঘোড়া বা উটে আরোহণ পূর্বক যুদ্ধ করেনি অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে যে সম্পদ মুসলিমদের হস্তগত হয়েছিল। এ ছিলো বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য। এ থেকে তিনি তাঁর পরিবারের বছরের খোরাক আলাদা করে নিতেন। আর বাদবাকী তিনি ঘোড়া ও অস্ত্র ইত্যাদি আল্লাহ্র পথে জিহাদের উপকরণ সংগ্রহের জন্য ব্যয় করতেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

كِتَابُ اللِّبَاسِ

পোষাক–পরিচ্ছদ অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার প্রসঙ্গে।

١٧٢٦. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ ، عَنْ أَبِيْ مُوْسَى ، الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ عَلٰى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَنَسٍ وَحُذَيْفَةَ وَأُمِّ هَانِئٍ ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَجَابِرٍ وَأَبِيْ رَيْحَانَ وَابْنِ عُمَرَ وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ۔ وَحَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسٰى حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

১৭২৬. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.)......আবূ মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রেশমের পোষাক এবং স্বর্ণ ব্যবহার আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে এবং মেয়েদের জন্য তা হালাল করা হয়েছে।

এই বিষয়ে উমার, আলী, উকবা ইব্‌ন আমির, আনাস, হুযায়ফা, উম্মু হানী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর, ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন, আবদুল্লাহ ইব্‌নুয যুবায়র, জাবির, আবূ রায়হান, ইব্‌ন উমার ও ওয়াছিলা ইবনুল–আসকা (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ মূসা আশআরী (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

١٧٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ۔ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: نَهٰى نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَرِيْرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

১৭২৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....উমার (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি জাবিয়া নামক স্থানে খুতবায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই বা তিন বা চার আঙ্গুল পরিমাণের অধিক রেশম ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ فِي الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে রেশমের পোষাক পরিধান করা প্রসঙ্গে।

١٧٢٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَيَا الْقَمْلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزَاةٍ لَهُمَا ، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِيْ قُمُصِ الْحَرِيْرِ ؟ قَالَ : وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

১৭২৮. মাহামূদ ইব্ন গায়লান (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইব্ন আওফ এবং যুবায়র ইব্ন আওওয়াম এক যুদ্ধে নবী ﷺ-এর নিকট (গায়ে) উকুনের প্রাদুর্ভাবের শেকায়েত করেন। তখন তিনি তাদের রেশমী জামা পরিধানের অনুমতি দেন। আনাস (রা.) বলেন, আমি তাঁদের গায়ে সে জামা দেখেছি।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....

١٧٢٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ : قَدِمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ : أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ : فَبَكَى وَقَالَ إِنَّكَ لَشَبِيْهٌ بِسَعْدٍ وَإِنَّ سَعْدًا كَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ ، وَإِنَّهُ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ جُبَّةٌ مِنْ دِيْبَاجٍ مَنْسُوْجٌ فِيْهَا الذَّهَبُ فَلَبِسَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَامَ أَوْ قَعَدَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمَسُوْنَهَا فَقَالُوْا ؟ مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ ثَوْبًا قَطُّ فَقَالَ : أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ هٰذِهِ ؟ لَمَنَادِيْلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَرَوْنَ ٠

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ٠

১৭২৯. আবূ আম্মার (র.)....ওয়াকিদ ইব্ন আমর ইব্ন সা'দ ইব্ন মুআয (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলে আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-এর আগমন সংবাদ শুনে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, তুমি কে? আ বললাম আমি ওয়াকিদ ইব্ন আমর ইব্ন সাদ ইব্ন মুআয। তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, তুমি সা'দ-এ

সদৃশ। সা'দ (রা.) ছিলেন, অত্যন্ত মর্যাদাবান লোক। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী। একবার একটা স্বর্ণ খচিত রেশমের জুব্বা নবী ﷺ -এর কাছে আসে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেটি পরিধান করে[1] মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন, অথবা বসলেন। লোকেরা এসে এটি স্পর্শ করে দেখতে লাগল এবং বলতে লাগল আজকের মত এত সুন্দর কাপড় আর কোন দিন দেখিনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা এ দেখে বিস্মিত হচ্ছ! জান্নাতে সা'দ-এর রুমালগুলিও তোমরা যা দেখছ তা থেকে উত্তম।

এই বিষয়ে আসমা বিনত আবূ বাকর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الثَّوْبِ الأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের জন্য লাল বর্ণের পোষাক পরিধান করার অনুমতি প্রসঙ্গে।

١٧٣٠. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِيْ لِمَّةٍ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيْدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ ، لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيْرِ وَلاَ بِالطَّوِيْلِ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَأَبِيْ رِمْثَةَ وَأَبِيْ جُحَيْفَةَ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

১৭৩০. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)......বারা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লাল (জুরিদার) পোষাক পরিহিত কাঁধ পর্যন্ত চুলের অধিকারী কোন ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অপেক্ষা সুন্দর দেখিনি। তাঁর চুল কাঁধে এসে পড়ত। তাঁর দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান ছিল প্রশস্ত। তিনি খর্বাকৃতিরও ছিলেন না আবার দীর্ঘাঙ্গও ছিলেন না।

এই বিষয়ে জাবির ইব্ন সামুরা, আবূ রিমছা ও আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের জন্য কুসুম রঙ্গের কাপড় নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে।

١٧٣١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَحَدِيْثُ عَلِيٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

১৭৩১. কুতায়বা (র.)......আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেশমের 'কাসী' ও কুসুম রঙ্গের কাপড় নিষিদ্ধ করেছেন।

এই বিষয়ে আনাস ও আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

---

১. এটি সম্ভবত পুরুষের জন্য রেশমী পোষাক নিষিদ্ধ হওয়ার আগের ঘটনা।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ لُبْسِ الْفِرَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পুস্তীন পরিধান করা।

١٧٣٢. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِيُّ ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَرُوْنَ الْبَرْجَمِىُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ ، عَنْ أَبِىْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ . فَقَالَ : الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَرَوَى سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ ، وَكَأَنَّ الْحَدِيْثَ الْمَوْقُوْفَ أَصَحُّ ، وَسَأَلْتُ الْبُخَارِىَّ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ : مَا أُرَاهُ مَحْفُوْظًا ، رَوَى سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ مَوْقُوْفًا ، قَالَ الْبُخَارِىُّ : وَسَيْفُ بْنُ هَارُوْنَ مُقَارِبُ الْحَدِيْثِ ، وَسَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمٍ ذَاهِبُ الْحَدِيْثِ .

১৭৩২. ইসমাঈল ইব্‌ন মূসা ফাযারী (র.)......সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ঘী, পনীর এবং পুস্তীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাবে যা হালাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা-ই হালাল আর আল্লাহ্‌র কিতাবে যা হারাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা হারাম। আর যে সব বিষয়ে অনুল্লেখিত রয়েছে সেগুলো হল, যা ক্ষমার্হ তা-ই

এই বিষয়ে মুগীরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। এই হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি মারফূ রূপে বর্ণিত আছে বলে আমরা অবহিত নই। সুফইয়ান প্রমুখ (র.) এটিকে সুলায়মান তায়মী- আবূ উছমান (র.) সূত্রে তাঁর মন্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। মাওকূফরূপে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি যেন অধিকতর সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত প্রাণীর চামড়া পাকা করা হলে।

١٧٣٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : مَاتَتْ شَاةٌ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأَهْلِهَا : أَلاَ نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا ثُمَّ دَبَغْتُمُوْهُ ، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ .

১৭৩৩. কুতায়বা (র.).......আবূ রাবাহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, একবার একটি বকরী মারা যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মালিকদের বলেছেন, তোমরা চামড়াটি ছিলে নিলে না কেন? সেটি পাকা করে তা দিয়ে উপকৃত হতে পারতে।

١٧٣٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا فِيْ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ فَقَدْ طَهُرَتْ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَيُّمَا إِهَابِ مَيْتَةٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ إِلاَّ الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ ، وَاحْتَجَّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ : إِنَّهُمْ كَرِهُوْا جُلُوْدَ السِّبَاعِ وَإِنْ دُبِغَ ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ وَشَدَّدُوْا فِيْ لُبْسِهَا وَالصَّلاَةِ فِيْهَا . قَالَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ : إِنَّمَا مَعْنٰى قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ جِلْدُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ هٰكَذَا فَسَّرَهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، وَقَالَ إِسْحٰقُ : قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : إِنَّمَا يُقَالُ الإِهَابُ لِجِلْدِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ وَمَيْمُوْنَةَ وَعَائِشَةَ ، وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هٰذَا . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ سَوْدَةَ ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يُصَحِّحُ حَدِيْثَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَحَدِيْثَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ ، وَقَالَ : احْتَمَلَ أَنْ يَكُوْنَ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ مَيْمُوْنَةَ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ ٠

১৭৩৪. কুতায়বা (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে কোন কাঁচা চামড়া পাকা করা হলে তা পাক বলে গন্য হবে।

অধিকাংশ আলিমের আমল এতদনুসারে রয়েছে। তাঁরা বলেন, মৃত পশুর চামড়া যদি পাকা করা হয় তবে তা পাক বলে গন্য হবে।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, কুকুর এবং শুকর ব্যতীত যে কোন পশুর কাঁচা চামড়া পাকা করা হলে তা পাক বলে গন্য হবে।এই হাদীছটি তিনি প্রমান হিসাবে ব্যবহার করেন। কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম হিংস্র পশুর চামড়া ব্যবহার অপছন্দনীয় বলে মন্তব্য করেছেন।তা পাকা করা হলেও আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর মত এই। তা পরিধান করা বা তাতে সালাত আদায় করার বিষয়ে তাঁরা কঠোরতা প্রদর্শন করেছেন।

ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র.) বলেনঃ "যে কোন চামড়া পাকা করা হলে পাক হয়ে যাবে।"-বলে বর্ণিত হাদীছটির ব্যাখ্যা হল, তা যদি যে সব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সে সব প্রাণীর চামড়া হয় তবে তা পাকা করা হলে পাক হবে। নাযর ইব্‌ন শুমাইল (র.)ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন যে, যে সমস্ত প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সেই সব প্রাণীর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে।

এই বিষয়ে সালামা ইব্‌ন মুহাব্বিক, মায়মূনা ও আইশা (রা) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সহীহ্।

একাধিক সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) মায়মূনা (রা.) সূত্রেও তা বর্ণিত আছে এবং সাওদা (রা.) থেকেও এর রিওয়ায়াত রয়েছে।

মুহাম্মদ বুখারী (র.)–কে বলতে শুনেছি যে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা.)....মায়মূনা (রা.) থেকে বর্ণিত উভয় শব্দটিকেই সাহীহ মনে করেন। তিনি বলেন, সম্ভবত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এটিকে মায়মূনা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কোন কোন সনদে তিনি মায়মূনা (রা.)–এর উল্লেখ করেন নি।

অধিকাংশ আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। এ হল সুফইয়ান ছাওরী, ইব্‌ন মুবারক, শাফিঈ আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।

১৭৩৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ وَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، وَ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثُ ، وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ قَالَ : وَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُوْلُ : كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَذْهَبُ إِلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ لِمَا ذُكِرَ فِيْهِ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ ، وَ كَانَ يَقُوْلُ : كَانَ هٰذَا آخِرَ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ تَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ لَمَّا اضْطَرَبُوْا فِيْ إِسْنَادِهِ حَيْثُ رَوَى بَعْضُهُمْ ، فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ مِنْ جُهَيْنَةَ ۔

১৭৩৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন তারীফ কূফী (র.).....আবদুল্লাহ ইব্‌ন উকায়ম (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ –এর নিকট থেকে আমাদের কাছে এই মর্মে চিঠি এসেছিল যে মৃত পশুর চামড়া ও ধমনী দিয়ে কোন উপকার লাভ করবে না।

এই হাদীছটি হাসান; আবদুল্লাহ উকায়ম (র.).....তাঁর কতিপয় শায়েখ সূত্রেও এটি বর্ণিত আছে।

অধিকাংশ আলিম এতদনুসারে আমল করেন নি। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উকায়ম (র.) থেকে এটি এই মর্মেও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে তাঁর মৃত্যুর দুই মাস আগে আমাদের কাছে চিঠি এসেছিল। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)–কে বলতে শুনেছি যে,এতে যেহেতু রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর দুই মাস পূর্বের কথা উল্লেখিত আছে সেহেতু তিনি এদনুসারে মত ও পন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি বলতেন, এতে বুঝা যায় যে এটি ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর শেষ আমল। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এটির সনদে ইযতিরাব থাকায় এই মত পরিত্যাগ করেন। কেননা কোন কোন বর্ণনাকারী এই ভাবেও এটির সনদ উল্লেখ করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উকায়ম – জুহায়নার কতিপয় শায়খ থেকে বর্ণিত।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ جَرِّ الْإِزَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোড়ালির নিচে নামিয়ে তহবন্দ পরিধান নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে

١٧٣٦. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ وَزَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ كُلُّهُمْ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَسَمُرَةَ وَأَبِيْ ذَرٍّ وَعَائِشَةَ وَهُبَيْبِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، وَحَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৭৩৬. আনসারী (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে তার কাপড় গোড়ালির নিচে নামিয়ে পরিধান করে।

এই বিষয়ে হুযায়ফা, আবূ সাঈদ, আবূ হুরায়রা, সামুরা, আবূ যারর, আইশা এবং হুবায়ব ইব্‌ন মুগাফফিল (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ جَرِّ ذُيُوْلِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের আঁচল লম্বা করে পরিধান করা প্রসঙ্গে।

١٧٣٧. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُوْلِهِنَّ ؟ قَالَ : يُرْخِيْنَ شِبْرًا ، فَقَالَتْ : إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ، قَالَ : فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ ، قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৭৩৭. হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল (র.).....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে তার কাপড় গোড়ালির নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দিকে তাকাবেন না।

উম্মু সালামা (রা.) তখন বললেন, মেয়েরা তাদের আঁচলকে কি করবে?

তিনি বললেন, এক বিঘৎ নিচে নামিয়ে দিবে।

উম্মু সালামা (রা.) বললেন, তা হলে তো তাদের পা অনাবৃত হয়ে যেতে পারে?

তিনি বললেন, তা হলে এক হাত নিচে ঝুলিয়ে দিবে। এর বেশী করবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٧٣٨. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ، اَخْبَرَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَبَّرَ لِفَاطِمَةَ شِبْرًا مِنْ نِطَاقِهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَفِي هٰذَا الْحَدِيْثِ رُخْصَةٌ لِلنِّسَاءِ فِيْ جَرِّ الْإِزَارِ لِأَنَّهُ يَكُوْنُ اَسْتَرَ لَهُنَّ .

১৭৩৮. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.)........উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ফাতিমা (রা.)–এর কোমর বন্ধনীর ঝুল এক বিঘৎ নির্দ্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

কেউ কেউ এই হাদীছটিকে হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা – আলী ইব্‌ন যায়দ – হাসান – তাঁর পিতা – উম্মু সালামা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটিতে কাপড় গোড়ালির নিচে ঝুলিয়ে পরিধানের বিষয়ে মেয়েদের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। কেননা, এতে তাদের জন্য অধিক পর্দা রক্ষা হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لُبْسِ الصُّوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ পশমের কাপড় পরিধান প্রসঙ্গে।

١٧٣٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ، حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ : أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلَبَّدًا وَ إِزَارًا غَلِيْظًا ، فَقَالَتْ : قُبِضَ رُوْحُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ هٰذَيْنِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ ، وَحَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৭৩৯. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.).....আবূ বুরদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়েশা (রা.) আমাদের সামনে একটি তালি লাগান চাদর এবং একটি মোটা তহবন্দ বের করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ দুটো পরিহিত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

এই বিষয়ে আলী, ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

١٧٤٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كَانَ عَلٰى مُوْسٰى يَوْمَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ كِسَاءُ صُوْفٍ وَجُبَّةُ صُوْفٍ ، وَكُمَّةُ صُوْفٍ ، وَسَرَاوِيْلُ صُوْفٍ ، وَكَانَتْ نَعْلاَهُ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، وَحُمَيْدٌ هُوَ ابْنُ عَلِيٍّ الْكُوْفِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ : حُمَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَعْرَجُ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ ، وَحُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَعْرَجُ الْمَكِّيُّ صَاحِبُ مُجَاهِدٍ ثِقَةٌ ، وَالْكُمَّةُ : الْقَلَنْسُوَةُ الصَّغِيْرَةُ .

১৭৪০. আলী ইব্‌ন হুজর (র.).......ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, মূসা (আ.) যেদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সেদিন তার পরিধানে ছিল একটি পশমের চাদর, পশমের জুব্বা, পশমের টুপি, পশমের পায়জামা। আর তাঁর চপ্পল দুটি ছিল মৃত গাধার চামড়ার।

এই হাদীছটি গারীব। হুমায়দ আ'রাজ-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবহিত নই। হুমায়দ হলেন ইব্‌ন আলী আল-কূফী। মুহাম্মাদ বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, হুমায়দ ইব্‌ন আলী আ'রাজ মুনকারুল হাদীছ বা মুনকার (ছিকা রাবীদের বিপরীত) হাদীছ বর্ণনা করে থাকেন। হুমায়দ ইব্‌ন কায়স আ'রাজ মাক্কী (র.) হলেন মুজাহিদ (র.)-এর শাগিরদ। তিনি নির্ভরযোগ্য (ছিকা)। اَلْكُمَّةُ অর্থ ছোট টুপি।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْعِمَامَةِ السَّوْدَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ কাল পাগড়ী প্রসঙ্গে।

١٧٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَابْنِ حُرَيْثٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَرُكَانَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৭৪১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ একটি কাল পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মক্কা প্রবেশ করেন।

এই বিষয়ে আলী, উমার ইব্‌ন হুরায়ছ, ইব্‌ন আব্বাস ও রুকানা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ سَدْلِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই কাঁধের মাঝে পাগড়ীর এক পার্শ্ব ঝুলিয়ে রাখা প্রসঙ্গে।

١٧٤٢. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدِلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، قَالَ . عُبَيْدُ اللّٰهِ : وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يَفْعَلَانِ ذٰلِكَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَلَا يَصِحُّ حَدِيْثُ عَلِيٍّ فِىْ هٰذَا مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ .

১৭৪২. হারূন ইব্‌ন ইসহাক আল-হামদানী (র.).......ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন পাগড়ী বাঁধতেন তখন এর এক পার্শ্ব তাঁর দুই কাঁধের মাঝে ঝুলিয়ে দিতেন। নাফি' বলেন, ইব্‌ন

উমার (রা.)ও তাঁর দুই কাঁধের মাঝে পাগড়ীর এক পার্শ্ব ঝুলিয়ে রাখতেন। উবায়দুল্লাহ্ (র.) বলেন, কাসিম ও সালিম (র.)ও এরূপ করতেন।

এই হাদীছটি গারীব।

এই বিষয়ে আলী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। তবে আলী (রা.)-এর হাদীছটি সনদের দিক থেকে সাহীহ নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ خَاتَمِ الذَّهَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বর্ণের আংটি পরিধান নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে।

١٧٤٣. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ : نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ، وَعَنْ لِبَاسِ القَسِّيِّ ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৭৪৩. সালামা ইব্‌ন শাবীব,হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল প্রমুখ (র.)......আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে স্বর্ণের আংটি পরতে, রেশমী পোষাক পরতে, রুকূ ও সিজদায় কিরাআত করতে এবং কুসুম রঙ্গের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٧٤٤. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ . حَدَّثَنَا حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ حَدَّثَنَا أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَمُعَاوِيَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ عِمْرَانَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَأَبُو التَّيَّاحِ اسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ .

১৭৪৪. ইউসুফ ইব্‌ন খালিদ মা নিয়্য আল- বাসরী (র.)........ ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বর্ণের আংটি পরা নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে আলী, ইব্‌ন উমার, আবূ হুরায়রা ও মুআবিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমরান (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। রাবী আবুত তায়্যাহ (র.)-এর নাম হল ইয়াযীদ ইব্‌ন হুমায়দ।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ خَاتَمِ الْفِضَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ রূপার আংটি প্রসঙ্গে।

١٧٤٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وَرِقٍ وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ بُرَيْدَةَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

১৭৪৫. কুতায়বা প্রমুখ (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর আংটি ছিল রূপার। আর এর উপরের নকশা ছিল হাবশী আঙ্গিকের।

এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার ও বুরায়দা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। এই সূত্রে গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ فِيْ فَصِّ الْخَاتَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ আংটির জন্য কি ধরণের নগিনা বানানো মুস্তাহাব।

١٧٤٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ الطَّنَافِسِيُّ . حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ خَاتَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ فَصُّهُ مِنْهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

১৭৪৬. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)........আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আংটিটি ছিল রূপার এবং এর নগীনাটিও ছিল রূপার।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। এই সূত্রে গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْيَمِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ডান হাতে আংটি পরা।

١٧٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ أَبِيْ حَازِمٍ ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَتَخَتَّمَ بِهِ فِيْ يَمِيْنِهِ ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنِّيْ كُنْتُ اتَّخَذْتُ هٰذَا الْخَاتَمَ فِيْ يَمِيْنِيْ ، ثُمَّ نَبَذَهُ وَ نَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ : عَنْ عَلِيٍّ وَ جَابِرٍ وَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هٰذَا مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ أَنَّهُ تَخَتَّمَ فِىْ يَمِيْنِهِ.

১৭৪৭. মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ মুহারিবী (র.).........ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিলেন এবং এটি তিনি তাঁর ডান হাতে পরলেন। তারপর মিম্বরে এসে বসে বললেন, আমি এই আংটিটি আমার ডান হাতে পরেছি। পরে তিনি সেটি খুলে ফেললেন এবং লোকেরাও তাঁদের আংটি খুলে ফেললেন।

এই বিষয়ে আলী, জাবির, আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফার, ইব্ন আব্বাস, আইশা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এই হাদীছটি অন্য সূত্রেও নাফি' – ইব্ন উমার (রা.) সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে "তিনি সেটি তাঁর ডান হাতে পরেছিলেন" – কথাটির উল্লেখ নাই।

١٧٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ . حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَوْفَلَ : قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتَخَتَّمُ فِىْ يَمِيْنِهِ وَلاَ إِخَالُهُ إِلاَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِىْ يَمِيْنِهِ . قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَوْفَلَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৭৪৮. মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ আর-রাযী (র.).......সালত ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাওফাল (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে তাঁর ডান হাতে আংটি পরতে দেখেছি। আমার ধারণা তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর ডান হাতে আংটি পরতে দেখেছি।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র.) বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক – সালত ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাওফাল সূত্রে বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٧٤٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَخَتَّمَانِ فِىْ يَسَارِهِمَا ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৭৪৯. কুতায়বা (র.).......জা'ফার ইব্ন মুহাম্মাদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান ও হুসায়ন (রা.) তাঁদের বাম হাতে আংটি পরতেন।

এই হাদীছটি হাসান সাহীহ।

١٧٥٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ أَبِىْ رَافِعٍ (هُوَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِىْ رَافِعٍ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاسْمُ أَبِىْ رَافِعٍ أَسْلَمُ) يَتَخَتَّمُ فِىْ يَمِيْنِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ فِىْ يَمِيْنِهِ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِىْ يَمِيْنِهِ قَالَ : وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ هٰذَا أَصَحُّ شَىْءٍ رُوِىَ فِىْ هٰذَا الْبَابِ .

১৭৫০. আহমাদ ইব্ন মানী (র.)......হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আবী রাফি' (র.) কে তাঁর ডান হাতে আংটি পরতে দেখেছি। এই বিষয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফার (রা.) কে তাঁর ডান হাতে আংটি পরতে দেখেছি। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র.) বলেন, এই বিষয়ে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীছসমূহের মধ্যে এটিই সবচেয়ে সাহীহ্।

١٧٥١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ، فَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ : لاَ تَنْقُشُوا عَلَيْهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ : لاَ تَنْقُشُوا عَلَيْهِ نَهَى أَنْ يَنْقُشَ أَحَدٌ عَلَى خَاتَمِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ .

১৭৫১. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.)......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি রূপার আংটি বানালেন এবং এতে নকশা করালেন, مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ পরে বললেন, তোমরা এই নকশার অনুরূপ নকশা করবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

لاَ تَنْقُشُوا عَلَيْهِ এর মর্ম হল কারো আংটিতে مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ উৎকীর্ণ করার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান।

١٧٥٢. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

১৭৫২. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন শৌচাগারে যেতেন তখন তাঁর আংটি খুলে রাখতেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي نَقْشِ الْخَاتَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ আংটির নকশা প্রসঙ্গে।

١٧٥٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَاللهِ سَطْرٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

১৭৫৩. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া........আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আংটির নকশা ছিলঃ "মুহাম্মাদ" এক পংক্তি, "রাসূল" এক পংক্তি এবং "আল্লাহ" এক পংক্তি।

আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব।

١٧٥٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ ، وَرَسُوْلُ سَطْرٌ وَاللهِ سَطْرٌ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فِيْ حَدِيْثِهِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ . وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

১৭৫৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া প্রমুখ (র.).......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ - এর আংটির নকশায় তিনটি সংযুক্তি ছিল। এক পংক্তিতে মুহাম্মাদ, এক পংক্তিতে "রাসূল" আর এক পংক্তিতে ছিল 'আল্লাহ', রাবী মুহম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া তাঁর রিওয়ায়াতে "তিন পংক্তি" কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

এই বিষয়ে ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الصُّوْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ছবি প্রসঙ্গে।

١٧٥٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِيْ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الصُّوْرَةِ فِي الْبَيْتِ وَنَهَى أَنْ يُصْنَعَ ذٰلِكَ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِيْ طَلْحَةَ وَعَائِشَةَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ أَيُّوْبَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৭৫৫. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.) ...... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘরে ছবি রাখতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি ছবি তৈরি করতেও নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে আলী, আবূ তালহা, আয়েশা, আবূ হুরায়রা ও আবূ আয়্যূব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٧٥٦. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيْ طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُوْدُهُ قَالَ : فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ قَالَ : فَدَعَا أَبُوْ طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ ، فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ لِمَ تَنْزِعُهُ ؟ فَقَالَ لِأَنَّ فِيْهِ تَصَاوِيْرَ ، وَقَدْ قَالَ فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مَا قَدْ عَلِمْتَ . قَالَ سَهْلٌ أَوَ لَمْ يَقُلْ إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ ؟ فَقَالَ بَلٰى وَلٰكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِيْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৭৫৬. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী (র.)......উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উতবা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনিএকবার অসুস্থ আবূ তালহা (রা.)-কে দেখতে গেলেন। তিনি সেখানে সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা.)-কে পেলেন। আবূ তালহা (রা.) একজনকে ডেকে তার নিচে বিছানো চাদরটি সরিয়ে ফেলতে বললেন। তখন সাহল (রা.) বললেন, এটিকে সরিয়ে ফেলছেন কেন ?

তিনি বললেন, এতে তো ছবি রয়েছে। আর নবী ﷺ (ছবি সম্পর্কে) কী বলছেন তা তো তুমি জান।

সাহল (রা.) বললেন, নবী ﷺ কি এই কথা বলেন নি যে, কাপড়ে যদি সামান্য নকশা স্বরূপ কিছু থাকে তবে অসুবিধা নেই ? [১]

আবূ তালহা (রা.) বললেন, হ্যাঁ কিন্তু আমি আমার নিজের জন্য উত্তম পথ গ্রহণ করতে চাই।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِينَ

অনুচ্ছেদ ঃ চিত্রকরদের প্রসঙ্গে।

١٧٥٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عَذَّبَهُ اللهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا يَعْنِي الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ يَفِرُّونَ بِهِ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي جُحَيْفَةَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১৭৫৭. কুতায়বা (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ছবি বানায় তাকে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন এতে সে প্রাণ সঞ্চার করতে না পারা পর্যন্ত আযাব দিবেন। বস্তুতঃ এতে সে কখনও প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। কেউ যদি এমন কোন সম্প্রদায়ের কথা শুনতে কান পাতে যারা তার থেকে দূরে সরে যায় তবে কিয়ামতের দিন তার কানে (গলিত) শীশা ঢেলে দেওয়া হবে।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ, আবূ হুরায়রা, আবূ জুহায়ফা, আয়েশা ও ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِضَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ কলপ ব্যবহার প্রসঙ্গে।

١٧٥٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

১. এই অনুমতি ছিল ছবি হারাম হওয়ার আগে। পরে প্রাণীর ছবির ব্যবহার হারাম করা হয়।

ﷺ : غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ ·

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَنَسٍ وَأَبِي رِمْثَةَ وَالْجَهْدَمَةِ وَأَبِي الطُّفَيْلِ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَأَبِي جُحَيْفَةَ وَابْنِ عُمَرَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ · وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ·

১৭৫৮. কুতায়বা (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (কলপের মাধ্যমে) তোমাদের বাধ্যক্যের চিহ্ন (চুলের সাদা রং) পরিবর্তন কর। ইয়াহূদীদের সদৃশ থাকবে না।

এই বিষয়ে যুবায়র, ইব্ন আব্বাস, জাবির, আবূ যারর, আনাস, আবূ রিমছা, জাহদামা, আবুত্ তুফায়ল, জাবির ইব্ন সামুরা, আবূ জুহায়ফা ও ইব্ন উমার (র.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

আবূ হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

١٧٥٩. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الأَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ ·

قَالَ أَبُوْعِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَأَبُو الأَسْوَدِ الدِّيْلِيُّ اسْمُهُ ظَالِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ ·

১৭৫৯. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.).......আবূ যারর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, বাধ্যক্যের চিহ্ন পরিবর্তনের জন্য সর্বোত্তম হল 'মেহদী' ও 'কাতাম তৃণ'।[১]

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। রাবী আবুল আসওয়াদ দীলী (র.)-এর নাম যালিম ইব্ন আমর ইব্ন সুফইয়ান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُمَّةِ وَاتِّخَاذِ الشَّعْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কাঁধ পর্যন্ত চুল এবং চুল রাখা প্রসঙ্গে।

١٧٦٠. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَبْعَةً لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ حَسَنَ الْجِسْمِ أَسْمَرَ اللَّوْنِ ، وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلاَ سَبْطٍ إِذَا مَشَى يَتَوَكَّأُ ·

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَالْبَرَاءِ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَأُمِّ هَانِئٍ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ أَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ حُمَيْدٍ ·

---

১. ইয়ামানের কালচে লাল রঙের এক প্রকার ঘাস।

১৭৬০. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন মধ্যম আকৃতির, বেশী দীর্ঘাঙ্গী ছিলেন না আবার খর্বও ছিলেন না ; সুষম দেহ ও রক্তিমাভ শ্বেত বর্ণের অধিকারী। তাঁর চুল খুব কোঁকড়ানও ছিল না আবার একেবারে সোজাও ছিল না। তিনি যখন হাঁটতেন তখন সামনের দিকে ঝুকে হাঁটতেন।

এই বিষয়ে আইশা, বারা, আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন আব্বাস, আবূ সাঈদ, ওয়াইল ইব্‌ন হুজর, জাবির ও উম্মু হানী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আনাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হুমায়দের সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে হাসান-গারীব-সাহীহ্।

١٧٦١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُوْنَ الْوَفْرَةِ .

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ هٰذَا الْحَرْفَ ، وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُوْنَ الْوَفْرَةِ . وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ثِقَةٌ .

১৭৬১. হান্নাদ (র.).......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। তাঁর চুল ছিল কাঁধের কিছু উপরে কিন্তু কানের লতি থেকে নীচে।[১] অর্থাৎ এতদুভয়ের মাঝামাঝি।

এই হাদীছটি এই সূত্রে হাসান গারীব-সাহীহ। অন্য সূত্রে আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। এখানে "তাঁর চুল ছিল........." কথাটির উল্লেখ নাই। বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ইবন আবিয্ যিনাদ (র.) এই বাক্যটির উল্লেখ করেছেন। আর তিনি ছিকা বা আস্থাযোগ্য এবং হাফিযুল হাদীছ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا

অনুচ্ছেদঃ ঘন ঘন চুল আঁচড়ান নিষেধ।

١٧٦٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ . أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ .

১৭৬২. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্ফাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘন ঘন চুল আঁচড়াতে নিষেধ করেছেন।

---

১. جُمَّة (জুম্মা) কাঁধ পর্যন্ত প্রলম্বিত চুল, لِمَّة (লিম্মা) কানের নিচে কিন্তু কাঁধের উপর পর্যন্ত প্রলম্বিত চুল। وَفْرَة (ওয়াফরা) কান পর্যন্ত দীর্ঘ চুল, এর বিপরীত ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......হিশাম (র.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান সহীহ।

এই বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِكْتِحَالِ

অনুচ্ছেদ সুরমা লাগান।

١٧٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اكْتَحِلُوْا بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةً فِيْ هٰذِهِ وَثَلَاثَةً فِيْ هٰذِهِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ عَلٰى هٰذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُوْرٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُوْرٍ نَحْوَهُ . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ .

১৭৬৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা ইছমিদ [১] জাতীয় সুরমা ব্যবহার করবে। কেননা এ চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে এবং এতে চোখের (পাতার) লোম গজায়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর একটি সুরমাদান ছিল। তিনি তা থেকে প্রতিরাতেই সুরমা লাগাতেন। এই চোখে তিনবার এবং এই চোখে তিন বার।

এই বিষয়ে জাবির ও ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান গারীব। আব্বাদ ইব্‌ন মানসূরের রিওয়ায়াত ছাড়া এই শব্দে এটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই।

আলী ইব্‌ন হুজর (র)........'আব্বাদ ইব্‌ন মানসূর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

একাধিক সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন, তোমরা ইছমিদ সুরমার ব্যবহার অবলম্বন কর। কেননা তা চোখকে জ্যোতিষ্মান করে এবং এতে চোখের লোম গজায়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْاِحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইশতিমালে সাম্মা ও এক কাপড়ে ইহতিবা নিষেধ। [২]

١٧٦٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاِسْكَنْدَرَانِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ

---

১. ইসফাহান থেকে আমদানী কৃত এক প্রকার সুরমা। এতে চোখের বহু উপকার নিহিত।

১. اشتمال الصما (ইশতিমালে সাম্মা) ভিতরে কিছু না পরে একটিমাত্র চাঁদর এক কাঁধ খোলা রেখে শরীরে জড়িয়ে রাখা। احتبا (ইহতিবা) নিতম্ব মাটি ঠেলে দুই হাঁটু তুলে এক চাদরে পেচিয়ে বসা। এই ধরণের অবস্থায় লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে বলে তা নিষেধ।

أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ۔ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ وَأَبِيْ أُمَامَةَ ، وَحَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ۔

১৭৬৪. কুতায়বা (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই ধরণের পো[শাক] পরার রীতি নিষিদ্ধ ব[লেছেন]: সাম্মা এবং এক [কাপ]ড়ে এমন ভাবে ইহতি[বা] করে বসা যে তার লজ্জা[স্থা]নের উপর আর কিছুই নেই।

এই বিষয়ে আলী, ইব্ন উমার, আইশা, আবূ সাঈদ, জাবির, আবূ উমামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসা[ন]-সাহীহ্। একাধিক সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীছটি বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ مُوَاصَلَةِ الشَّعْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বীয় চুলের সাথে পরচুলা বাঁধা।[১]

١٧٦٥. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، قَالَ نَافِعٌ : الْوَشْمُ فِي اللِّثَةِ ۔ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَمُعَاوِيَةَ ۔

১৭৬৫. সুওয়ায়দ (র.)......ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে মহিলা স্বীয় মাথায় পরচুলা জড়ায় বা জড়াতে চায় এবং যে মহিলা উল্কি আঁকায় বা উল্কি আঁকতে বলে তাদের আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেছেন।

নাফি' বলেন, উল্কি আঁকা হয় (সাধারণত) নীচের মাড়িতে।

এই বিষয়ে ইব্ন মাসউদ, আইশা, আসমা বিনত আবী বাকর, মা'কিল ইব্ন য়াসার, ইব্ন আব্বাস ও মুআবিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ رُكُوْبِ الْمَيَاثِرِ

অনুচ্ছেদ ঃ রেশমের আসনে আরূঢ় হওয়া প্রসঙ্গে।

١٧٦٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رُكُوْبِ الْمَيَاثِرِ

১. আরবের নারীরা চুলের প্রাচুর্য প্রদর্শনের জন্য অন্যের চুল কিনে স্বীয় চুলের সঙ্গে জড়িয়ে বাঁধত।

قَالَ وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ . قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ وَحَدِيْثُ الْبَرَاءِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ نَحْوَهُ ، وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

১৭৬৬. আলী ইব্‌ন হুজর (র.)......বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেশম কাপড়ে নির্মিত আসনে আরূঢ় হতে নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে আলী ও মুআবিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। বারা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। শু'বা (র.) এটিকে আশআছ ইব্‌ন আবিশ্ শা'ছা (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাদীছটিতে আরো (দীর্ঘ) বর্ণনা রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فِرَاشِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বিছানা প্রসঙ্গে।

١٧٦٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِيْ يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمٌ حَشْوُهُ لِيْفٌ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ حَفْصَةَ وَجَابِرٍ .

১৭৬৭. আলী ইব্‌ন হুজর (র.)........আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে বিছানাতে ঘুমাতেন তা ছিল চামড়ার। আর এর ভিতরে ভর্তি ছিল খেজুর গাছের ছাল।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এই বিষয়ে হাফসা ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُمُصِ

অনুচ্ছেদ ঃ কামীস।

١٧٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُوْ تُمَيْلَةَ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقَمِيْصُ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ تَفَرَّدَ بِهِ وَهُوَ مَرْوَزِيٌّ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِيْ تُمَيْلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ .

১৭৬৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ রাযী (র.).......উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় পোষাক ছিল কামীস্।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব। আবদুল মুমিন ইব্‌ন খালিদ (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু

জানা নেই। এই বিষয়ে তিনি একা। ইনি মারওয়াযী। কেউ কেউ এই হাদীছটিকে আবূ ছুমায়লা- আবদুল মু'মিন ইব্ন খালিদ - আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুরায়দা - তাঁর মাতা - উম্ম্ সালামা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١٧٦٩. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُوْ تُمَيْلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقَمِيْصُ.

قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يَقُوْلُ: حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَصَحُّ، وَإِنَّمَا يَذْكُرُ فِيْهِ أَبُوْ تُمَيْلَةَ عَنْ أُمِّهِ.

১৭৬৯. যিয়াদ ইব্ন আয়্যূব (র.)......উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় পোষাক ছিল কামীস।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি, ইব্ন বুরায়দা - তাঁর মাতা - উম্মু সালামা (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ্। এতে 'তার মাতা' বর্ণনাকারীর উল্লেখ রয়েছে।

١٧٧٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْقَمِيْصُ.

১৭৭০. আলী ইব্ন হুজর (র.)........উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় পোষাক ছিল কামীস।

١٧٧١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: كَانَ كُمُّ يَدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى الرُّسْغِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

১৭৭১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হাজ্জাজ সাওওয়াফ বাসরী (র.).......আসমা বিনত ইয়াযীদ ইব্ন সাকান আনসারিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জামার হাতের ঝুল কব্জা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

١٧٧٢. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا لَبِسَ قَمِيْصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَوْقُوْفًا وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ.

১৭৭২. নাসর ইব্ন আলী জাহযামী (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কামীস পরতেন তখন ডান দিক থেকে পরা শুরু করতেন।

একাধিক রাবী এই হাদীছটি শু'বা (র.) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা এটিকে মারফূ' রূপে বর্ণনা করেন নি। কেবল আবদুস সামাদ (র.)-ই এটিকে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا

অনুচ্ছেদ ঃ নতুন কাপড় পরিধানের দু'আ প্রসঙ্গে।

١٧٧٣. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيْصًا أَوْ رِدَاءً ، ثُمَّ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ ؛ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَاصُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَاصُنِعَ لَهُ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْنُسَ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ نَحْوَهُ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ .

১৭৭৩. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.)......আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন নতুন কাপড় বানাতেন তখন এটির নাম নিতেন। যেমন, পাগড়ী বা কামীস বা চাদর, এরপর বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ ؛ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَاصُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَاصُنِعَ لَهُ .

হে আল্লাহ তোমারই সকল তারীফ। তুমি আমাকে এটি পরিধান করিয়েছ। আমি তোমার কাছে এর কল্যাণ এবং যে জন্য এটিকে তৈরী করা হয়েছে সে মঙ্গল চাই। আর এর অমঙ্গল এবং যে জন্য এটিকে তৈরী করা হয়েছে সে অকল্যাণ থেকে তোমার কাছেই পানাহ চাই।

এই বিষয়ে উমার ও ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

হিশাম ইব্‌ন ইউনুস আল-কূফী (র.)......জুরায়রী (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান গারীব সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لُبْسِ الْجُبَّةِ وَالْخُفَّيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুব্বা এবং চামড়ার মোজা পরিধান প্রসঙ্গে।

١٧٧٤. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ . حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ جُبَّةً رُوْمِيَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৭৭৪. ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা (র.).......মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রুমী জুব্বা পরেছেন। এর হাত দুটো ছিল সংকীর্ণ।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্‌।

١٧٧٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ هُوَ الشَّيْبَانِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ قَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : اَهْدَى دِحْيَةُ الْكَلْبِىُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خُفَّيْنِ فَلَبِسَهُمَا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : وَقَالَ اِسْرَائِيْلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَجُبَّةً فَلَبِسَهُمَا حَتّٰى تَخَرَّقَا لاَ يَدْرِى النَّبِىُّ ﷺ . اَذَكِىٌّ هُمَا اَمْ لاَ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . اَبُوْ اِسْحٰقَ اِسْمُــهُ سُلَيْمَانُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَيَّاسٍ هُوَ اَخُوْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ .

১৭৭৫. কুতায়বা (র.)......মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দিহইয়া কালবী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দুটি চামড়ার মোজা হাদীয়া দিয়েছিলেন। তিনি সে দুটি পরেছিলেন।

আমির (র.) সূত্রে ইসরাঈল বর্ণনা করেন যে, দিহইয়া একটি জুব্বাও তাঁকে দিয়েছিলেন। তিনি এদুটো ব্যবহার করতে করতে ছিড়ে ফেলেছিলেন। এ যবেহকৃত পশুর চামড়া ছিল কিনা তা নবী ﷺ জানতেন না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

শা'বী (র.)-এর বরাতে যে আবূ ইসহাক এটি রিওয়ায়াত করেছেন তিনি আবূ ইসহাক শায়বানী। তাঁর নাম সুলায়মান। বর্ণনাকারী হাসান ইব্ন আয়্যাশ (র.) হলেন আবূ বাকর ইব্ন আয়্যাশ (র.)-এর ভাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ شَدِّ الْاَسْنَانِ بِالذَّهَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বর্ণের দাঁত বাধান।

١٧٧٦. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيْدِ وَاَبُوْ سَعْدٍ الصَّنْعَانِىُّ ، عَنْ اَبِى الْاَشْهَبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ طَرَفَةَ ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ اَسْعَدَ قَالَ : اُصِيْبَ اَنْفِىْ يَوْمَ الْكُلاَبِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ اَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَاَنْتَنَ عَلَىَّ فَاَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَتَّخِذَ اَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ .

حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ بَدْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْوَاسِطِىُّ عَنْ اَبِى الْاَشْهَبِ نَحْوَهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ اِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ طَرَفَةَ ، وَقَدْ رَوَى سَلْمُ بْنُ زَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ طَرَفَةَ نَحْوَ حَدِيْثِ اَبِى الْاَشْهَبِ ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّهُمْ شَدُّوا اَسْنَانَهُمْ بِالذَّهَبِ وَفِى هٰذَا الْحَدِيْثِ حُجَّةٌ لَهُمْ . وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ : سَلْمُ بْنُ رَزِيْرٍ ، وَهُوَ وَهَمٌ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الصَّنْعَانِىُّ اِسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ .

১৭৭৬. আহমাদ ইব্ন মানী (র.).......আরফাজা ইব্ন আসআদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলী আমলে কুলাব যুদ্ধের সময় আমার নাকে আঘাত লাগে। তখন আমি রূপার একটি নাক বাঁধিয়ে নেই। কিন্তু তা দুর্গন্ধময় হয়ে পড়ে। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি স্বর্ণের নাক বানিয়ে নিতে নির্দেশ দেন।

আলী ইব্ন হুজর (র.).......আবুল আশহাব (র.) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান। আবদুর রহমান ইব্ন তারাফা (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এটিকে আমরা জানি।

আবদুর রহমান ইব্‌ন তারাফা (র.) থেকে সালম ইব্‌ন যারীর (র.)ও আবুল আশহাব – আবদুর রহমান ইব্‌ন তারাফা (র.)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। একাধিক আলিম থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা স্বর্ণের দাঁত বাঁধিয়েছেন। এই হাদীছটি তাঁদের পক্ষে দলীল স্বরূপ। আবদুর রাহমান ইব্‌ন মাহ্‌দী (র.) বলেন, সালম ইব্‌ন ওয়াযীর বলা অমূলক বরং ইব্‌ন যারীর ঠিক।

রাবী আবূ সাঈদ সানআনীর নাম হল মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুইয়াস্‌সির।

بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ

অনুচ্ছেদ ঃ হিংস্র প্রাণীর চামড়া ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে।

١٧٧٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ أَنَّهُ كَرِهَ جُلُوْدَ السِّبَاعِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ أَبِيْهِ غَيْرَ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ .

১৭৭৭. আবূ কুরায়ব (র.).......আবুল মালীহ তাঁর পিতা উসামা ইব্‌ন উমায়র (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ হিংস্র প্রাণীর চামড়া ফরাস হিসাবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)........আবূ মালীহ্ তাঁর পিতা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হিংস্র প্রাণীর চামড়া ব্যবহার নিষেধ করেছেন।

রাবী সাঈদ ইব্‌ন আবূ 'আরূবা ছাড়া আর কেউ সনদে "আবুল মালীহ তাঁর পিতা থেকে" কথাটির উল্লেখ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

١٧٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ وَهٰذَا أَصَحُّ .

১৭৭৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আবুল মালীহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ হিংস্র প্রাণীর চামড়া ব্যবহার নিষেধ করেছেন।

এটিই অধিকতর সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ نَعْلِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ –এর পাদুকা (না'ল)

١٧٧٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ . حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ لَهُمَا قِبَالاَنِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

১৭৭৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাদুকাদ্বয় কেমন ছিল ? তিনি বললেন, এর দু'টো করে ফিতা ছিল।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٧٨٠. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ، أَخْبَرَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ نَعْلاَهُ لَهُمَا قِبَالاَنِ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ قَالَ : وَفِي الْبَابِ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ ٠

১৭৮০. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর পাদুকাদ্বয়ের দু'টি করে ফিতা ছিল।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ এক জুতায় হাঁটা মাকরূহ।

١٧٨١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ ، وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَمْشِيْ أَحَدُكُمْ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠ قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ٠

১৭৮১. কুতায়বা (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কেউ এক জুতা পায়ে হাঁটবে না। দু'টোই পরে নেবে বা দু'টোই খুলে নিবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এই বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ

অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে জুতা পরা মাকরূহ।

١٧٨٢. حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحٰرِثُ بْنُ نَبْهَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِيْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَرَوَى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَكِلاَ الْحَدِيْثَيْنِ لاَ يَصِحُّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ ، وَالْحٰرِثُ بْنُ نَبْهَانَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِالْحَافِظِ وَلاَ نَعْرِفُ لِحَدِيْثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَصْلاً ۔

১৭৮২. আযহার ইব্‌ন মারওয়ান বাসরী (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দাঁড়িয়ে জুতা পরতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন।

এই হাদীছটি গারীব। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর আর রাক্‌কী (র.) এই হাদীছটিকে মা'মার – কাতাদা – আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে এই দু'টো রিওয়ায়াত সাহীহ্ নয়। তাঁদের কাছে বর্ণনাকারী হারিছ ইব্‌ন নাবহান স্মরণশক্তিসম্পন্ন নন। কাতাদা – আনাস (রা.) সূত্রে এই রিওয়ায়াতটির কোন ভিত্তি আছে বলে আমাদের জানা নাই।

١٧٨٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ جَعْفَرٍ السِّمْنَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ : وَلاَ يَصِحُّ هٰذَا الْحَدِيْثُ وَلاَ حَدِيْثُ مَعْمَرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِيْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ۔

১৭৮৩. আবূ জা'ফার সিমনানী (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন।

এই হাদীছটি গারীব। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র.) বলেছেন, এই রিওয়ায়াতটি সাহীহ্ নয় এবং মা'মার – আম্মার ইব্‌ন আবী আম্মার – আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি ((১৭৮২ নং) ও সাহীহ্ নয়।

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ এক চপ্পলে হাটার অনুমতি প্রসঙ্গে।

١٧٨٤. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ . حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ السَّلُوْلِيُّ كُوْفِيٌّ ، حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ الْبَجَلِيُّ الْكُوْفِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ ﷺ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ۔

১৭৮৪. কাসিম ইব্‌ন দীনার (র.).......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনও কখনও এক জুতা পরে হেটেছেন।

١٧٨٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَهٰذَا أَصَحُّ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰكَذَا رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ مَوْقُوْفًا وَهٰذَا أَصَحُّ .

১৭৮৫. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক চপ্পল পরে চলা-ফেরা করেছেন।

এই রিওয়ায়াতটি অধিকতর সাহীহ্। এমনিভাবে সুফইয়ান ছাওরী প্রমুখ (র.)ও আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম (র.)-এর সূত্রে মওকূফ রূপে তা বর্ণনা করেছেন। এটি সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ بِأَيِّ رِجْلٍ يَبْدَأُ إِذَا انْتَعَلَ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ পায়ে প্রথম জুতা পরবে।

١٧٨٦. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح . وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ فَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৭৮৬. আনসারী ও কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন জুতা পরবে তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে। আর যখন খোলবে তখন বাঁ দিক থেকে শুরু করবে। অর্থাৎ জুতা পরতে গিয়ে যেন ডান পায়ে প্রথম পরা হয় আর খুলতে গিয়ে যেন তা পরে হয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ تَرْقِيْعِ الثَّوْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ কাপড়ে তালি লাগান।

١٧٨٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ وَأَبُوْ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالاَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَدْتِ اللُّحُوْقَ بِيْ فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ ، وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ ، وَلاَ تَسْتَخْلِعِيْ ثَوْبًا حَتَّى تُرَقِّعِيْهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ : صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ ، وَصَالِحُ بْنُ أَبِيْ حَسَّانَ الَّذِيْ رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ ثِقَةٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ هُوَ نَحْوُ مَارُوِيَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ رَأَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ هُوَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ

أَجْدَرُ أَنْ لاَ يَزْدَرِيَ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ . وَيُرْوَى عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : صَحِبْتُ الْاَغْنِيَاءَ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَكْبَرَهَمًّا مِنِّيْ أَرَى دَابَّةً خَيْرًا مِنْ دَابَّتِيْ وَثَوْبًا خَيْرًا مِنْ ثَوْبِيْ ، وَصَحِبْتُ الْفُقَرَاءَ فَاسْتَرَحْتُ .

১৭৮৭. ইয়াহইয়া ইব্‌ন মূসা (র.).......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি যদি আমার সঙ্গে মিলিত হতে চাও তবে তোমার জন্য দুনিয়ার মধ্যে একজন মুসাফিরের পাথেয় পরিমাণ যেন যথেষ্ট হয়। আর তুমি ধণীদের সঙ্গে উঠা-বসা থেকে বেঁচে থাকবে। কাপড়ে যতক্ষণ তালি না লাগাও ততক্ষণ তা পুরান হয়েছে বলে ছেড়ে দিবে না।

এই হাদীছটি গারীব। সালিহ ইব্‌ন হাস্‌সান-এর সূত্র ছাড়া অন্য কোন ভাবে এটি সম্পর্কে আমরা জানি না। মুহাম্মাদ বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, সালিহ ইব্‌ন হাস্‌সান হলেন, হাদীছ বর্ণনায় মুনকার। আর সালিহ ইব্‌ন আবূ হাস্‌সান যাঁর নিকট থেকে ইব্‌ন আবূ যি'ব রিওয়ায়াত করেছেন তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী।

إِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ (ধনীদের সঙ্গে উঠা-বসা থেকে বেঁচে থাকবে) বাক্যটির তাৎপর্য এ হাদীছটির অনুরূপ যা আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, গঠনপ্রকৃতি ও রিযকের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এমন কাউকে যদি কেউ দেখতে পায় তবে সে যেন এই ক্ষেত্রে তার চেয়ে নিম্নস্থ যারা, যাদের উপর তাকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে, তাদের দিকে তাকায়। কেননা এতে (নিজের উপর) আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত সমূহকে সে হেয় মনে করবে না।

আওন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উতবা (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ধনীদের সাহচর্য লাভ করি। তখন আমার চেয়ে অধিক বিষন্ন আর কাউকে আমি মনে করিনি। আমি আমার বাহনের চেয়ে উত্তম বাহন তাদের দেখি। আমার পোষাক অপেক্ষা ভাল পোষাক তাদের দেখি। আর যখন আমি দরিদ্রদের সাহচর্যে যাই তখন শান্তি পাই।

بَابُ دُخُوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর মক্কায় প্রবেশ।

١٧٨٨ . حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ : قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . قَالَ مُحَمَّدٌ : لاَ أَعْرِفُ لِمُجَاهِدٍ سَمَاعًا مِنْ أُمِّ هَانِئٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ الْمَكِّيُّ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ : قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ ضَفَائِرَ . أَبُوْ نَجِيْحٍ اسْمُهُ يَسَارٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ نَجِيْحٍ مَكِّيٌّ .

১৭৮৮. ইব্‌ন আবূ উমার (র.).........উম্মু হানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আগমন করেন অর্থাৎ মক্কায়, তখন তার মাথায় চারটি বেনী ছিল।

এই হাদীছটি গারীব।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).....উম্মু হানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় এলেন। তখন তাঁর মাথায় চারটি বেণী ছিল।

এই হাদীছটি হাসান। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র.) হলেন মক্কী। আবূ নাজীহ-এর নাম হল ইয়াসার। মুহাম্মাদ (বুখারী (র.) বলেন, মুজাহিদ (র.) উম্মু হানী (রা.) থেকে সরাসরি কিছু শুনেছেন বলে আমি জানি না।

بَابُ كَيْفَ كَانَ كِمَامُ الصَّحَابَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাহাবীগণের টুপি কেমন ছিল।

١٧٨٩. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَهُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيَّ يَقُوْلُ : كَانَتْ كِمَامُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بُطْحًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ بَصْرِيٌّ ، هُوَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَغَيْرُهُ . وَبُطْحٌ يَعْنِيْ وَاسِعَةً .

১৭৮৯. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র.).......আবূ কাবাশা আনসারী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের টুপি ছিল মাথাজোড়া বিস্তৃত।

এই হাদীছটি মুনকার। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুসর বাসরী হাদীছ বিশারদগণের দৃষ্টিতে যঈফ। ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র.) ও অন্যান্যরা তাঁকে যঈফ বলেছেন।

بُطْحًا - অর্থ বিস্তৃত।

بَابُ فِيْ مَبْلَغِ الْإِزَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ লুঙ্গী পরার সীমা।

١٧٩٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِيْ أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ : هٰذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ .

১৭৯০. কুতায়বা (র.).......হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার জংঘার গোছা, অথবা তাঁর স্বীয় জংঘার গোছা ধরলেন এবং বললেন, এতটুকু হল লুঙ্গী পরার সীমা। যদি তা না মান তবে আরো একটু নীচ পর্যন্ত তা পরতে পার। তা-ও যদি না মান তবে গোড়ালীর এই হাড্ডীতে লুঙ্গী পরার কোন হক নেই।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। শু'বা এবং ছাওরী (র.)ও এটিকে আবূ ইসহাক (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلاَنِسِ

অনুচ্ছেদ ঃ টুপীর উপর পাগড়ী পরা।

١٧٩١ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ الْعَسْقَلاَنِيِّ عَنْ أَبِىْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِىَّ ﷺ فَصَرَعَهُ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ رُكَانَةُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ فَرْقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلاَنِسِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ ، وَلاَ نَعْرِفُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْقَلاَنِىَّ وَلاَ ابْنَ رُكَانَةَ .

১৭৯১. কুতায়বা (র.)........আবূ জাফার ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুকানা তাঁর পিতা মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুকানা (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রুকানা (রা.) নবী ﷺ -এর সঙ্গে কুস্তী লড়েছিলেন। নবী ﷺ তাকে আছড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। রুকানা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আমাদের এবং মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য হল টুপির উপর পাগড়ী পরিধান করা।

এই হাদীছটি গারীব। এর সনদটি সঠিক নয়। রাবী আবুল হাসান আসকালানীকে আমরা চিনি না ইব্‌ন রুকানাকেও না।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْخَاتَمِ الْحَدِيْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ লোহার আংটি প্রসঙ্গে।

١٧٩٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ وَأَبُوْ تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ ، فَقَالَ مَالِىْ أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ ؟ ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ صُفْرٍ ، فَقَالَ : مَالِىْ أَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ الْأَصْنَامِ ؟ ثُمَّ أَتَاهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : ارْمِ عَنْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ ؟ قَالَ : مِنْ وَرِقٍ وَلاَتُتِمَّهُ مِثْقَالاً .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسْلِمٍ يُكْنَى أَبَا طَيْبَةَ وَهُوَ مَرْوَزِىٌّ .

১৭৯২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ (র.)......বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর কাছে এল। তার হাতে একটি লোহার আংটি ছিল। তখন তিনি বললেন, আমার কী হল, তোমার পরনে

জাহান্নামবাসীদের অলংকার দেখছি ? পরে লোকটি আবার তাঁর কাছে এল। এবার তার হাতে ছিল পিতলের একটি আংটি। তখন তিনি বললেন, আমার কী হল, তোমার থেকে মূর্তীর গন্ধ পাচ্ছি। তারপর লোকটি আবার তাঁর কাছে এল। তার হাতে ছিল সোনার আংটি। তিনি বললেন, আমার কী হল, তোমার হাতে জান্নাতীদের অলংকার দেখছি ? লোকটি বলল কিসের আংটি আমি বানাব ?

তিনি বললেন, রূপা দিয়ে বানাবে। তবে পূর্ণ এক মিছকাল [১] পরিমাণ যেন না হয়।

এই হাদীছটি গারীব। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুসলিম-এর কুনিয়াত হল আবূ তায়বা। তিনি হলেন মুরওয়াযী।

بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّخَتُّمِ فِي اُصْبُعَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই আঙ্গুলে আংটি পরা মাকরূহ।

١٧٩٣. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُوْسَى قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ : نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ ، وَأَنْ أَلْبَسَ خَاتَمِيْ فِيْ هٰذِهِ وَفِيْ هٰذِهِ ، وَأَشَارَ إِلَى السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَابْنُ أَبِيْ مُوْسٰى هُوَ أَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ أَبِيْ مُوْسٰى وَاسْمُهُ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ .

১৭৯৩. ইব্‌ন আবূ উমার (র.)......আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন রেশম, জিনের লাল গদী [২] এবং এই আঙ্গুল এবং এই আঙ্গুলে আংটি ব্যবহার করতে। এই বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। ইব্‌ন আবূ মূসা (র.) হলেন আবূ বুরদা ইব্‌ন আবূ মূসা (রা.)। তাঁর নাম হল 'আমের ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়স।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَحَبِّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রিয় পোষাক।

١٧٩٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُهَا الْحِبَرَةُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

১৭৯৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সব পোষাক পরিধান করতেন এর মধ্যে তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয় পোষাক ছিল হিবারা বা ডুরিদার ইয়ামানী চাঁদর।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব।

---

১. এক দিরহাম বা চার আনা পরিমাণ ওযন।

২. রেশমের হওয়ায় নিষিদ্ধ কিংবা অতি মূল্যবান হওয়ায় এটি অপব্যয়ের অন্তর্ভূক্ত।

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

খাদ্য সম্পর্কিত অধ্যায়

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

খাদ্য সম্পর্কিত অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ عَلاَمَ كَانَ يَأْكُلُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ কিসের উপর খাদ্য রেখে নবী ﷺ আহার করতেন।

١٧٩٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَكَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ خِوَانٍ وَلاَ فِيْ سُكُرُّجَةٍ وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ ، فَعَلاَمَ كَانُوْا يَأْكُلُوْنَ ؟ قَالَ عَلَى هٰذِهِ السُّفَرِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : وَيُوْنُسُ هٰذَا هُوَ يُوْنُسُ الْإِسْكَافُ ، وَرَوٰى عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১৭৯৫. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ উঁচু টেবিলে এবং নানা রকমের মুরাব্বা চাটনি ও হজমির পেয়ালা রেখে[1] আহার করেন নি। তাঁর জন্য চাপাতি রুটিও পাকান হয় নি।

বর্ণনাকারী ইউনুস (র.) বলেন, আমি কাতাদা (র.)-কে বললাম তা হলে কিসের উপর খাদ্য রেখে তাঁরা আহার করতেন?

তিনি বলেন, এসব চামড়ার দস্তরখানে রেখে।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব। মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.) বলেন, এই ইউনুস (র.) হলেন, ইউনুস আল্ ইসকাফ।

আবদুল ওয়ারিছ (র.)ও এই হাদীছটিকে সাঈদ ইবন আবূ 'আরূবা – কাতাদা – আনাস (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

---

১. এ ছিল অহংকারীদের অভ্যাস।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَكْلِ الْأَرْنَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ খরগোশ খাওয়া।

١٧٩٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ، فَسَعَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ خَلْفَهَا فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ ، فَبَعَثَ مَعِيْ بِفَخِذِهَا أَوْ بِوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَكَلَهُ ، قَالَ : قُلْتُ أَكَلَهُ ؟ قَالَ قَبِلَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَعَمَّارٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ ، وَيُقَالُ مُحَمَّدُ بْنُ صَيْفِيٍّ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِأَكْلِ الْأَرْنَبِ بَأْسًا . وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَكْلَ الْأَرْنَبِ وَقَالُوْا إِنَّهَا تُدْمِيْ .

১৭৯৬. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মাররুয যাহরান-এ একটি খরগোশকে আমরা তাড়া করলাম। সাহাবীগণ এর পিছনে ধাওয়া করলেন। আমি তা পেয়ে গেলাম এবং তাকে ধরে ফেললাম। এরপর আবূ তালহা (রা.)-এর কাছে তা নিয়ে এলাম। তিনি তাকে একটি ধারালো পাথর দিয়ে যবাহ্ করলেন এবং আমাকে দিয়ে এর একটি রান [বর্ণনান্তরে "চতুর"] নবী ﷺ -এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তা আহার করলেন।

বর্ণনাকারী হিশাম ইব্‌ন যায়দ বলেন, আমি বললাম, তিনি কি তা খেয়েছেন ?

আনাস (রা.) বললেন, তিনি তা গ্রহণ করেছেন।

এ বিষয়ে জাবির, আম্মার, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাফওয়ান, যাকে বলা হয় মুহাম্মাদ ইব্‌ন সায়ফী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান--সাহীহ্।

অধিকাংশ আলিমদের এতদ্‌নুসারে আমল রয়েছে। খরগোশ আহারে কোন দোষ আছে বলে তারা মনে করেন না। কতক আলিম খরগোশ খাওয়া অপছন্দনীয় বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, এর ঋতুস্রাব হয়ে থাকে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَكْلِ الضَّبِّ

অনুচ্ছেদ ঃ গুই সাপ খাওয়া।

١٧٩٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ : لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَثَابِتِ بْنِ وَدِيْعَةَ وَجَابِرٍ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيْ أَكْلِ الضَّبِّ ، فَرَخَّصَ فِيْهِ بَعْضُ

اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ . وَيُرْوٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ : اُكِلَ الضَّبُّ عَلٰى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّمَا تَرَكَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَقَذُّرًا .

১৭৯৭. কুতায়বা (র.)......ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -কে গুই সাপ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, আমি তা আহার করি না এবং তা হারামও বলিনা।

এই বিষয়ে 'উমার, আবূ সা'ঈদ, ইব্ন আব্বাস, ছাবিত ইব্ন ওয়াদী'আ, জাবির ও 'আবদুর রহমান ইব্ন হাসানা (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

গুই সাপ খাওয়া সম্পর্কে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। নবী ﷺ -এর ফকীহ্ সাহাবী ও অন্যান্য ফকীহগণ এর অনুমতি দেন আর কতিপয় আলিম তা হারাম বলে মত পোষণ করেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দস্তরখানে গুইসাপ খাওয়া হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ অনীহাবশতঃ তা পরিহার করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ اَكْلِ الضَّبُعِ

অনুচ্ছেদ : খট্টাশ খাওয়া।

١٧٩٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرٍ : اَلضَّبُعُ صَيْدٌ هِىَ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ : قُلْتُ اٰكُلُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : اَقَالَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اِلٰى هٰذَا وَلَمْ يَرَوْا بِاَكْلِ الضَّبُعِ بَأْسًا ، وَهُوَ قَوْلُ اَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ . وَرُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثٌ فِىْ كَرَاهِيَةِ اَكْلِ الضَّبُعِ ، وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِىِّ . وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اَكْلَ الضَّبُعِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ . قَالَ يَحْيٰى الْقَطَّانُ : وَرَوٰى جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ قَوْلَهُ وَحَدِيْثُ ابْنِ جُرَيْجٍ اَصَحُّ وَابْنُ اَبِىْ عَمَّارٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ الْمَكِّىُّ .

১৭৯৮. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)......আবূ 'আম্মার (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির (রা.)-কে বললাম, খট্টাশ কি শিকারযোগ্য প্রাণী ? তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম আমরা কি তা খাব ? তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তা বলেছেন ? তিনি বললেন, হাঁ।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কতক আলিম এতদনুসারে মত পোষন করেন। তাঁরা খট্টাশ খাওয়ায় কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। এ হল আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। নবী ﷺ থেকে খট্টাশ আহার অপছন্দনীয় বলে একটি হাদীছ

রিওয়ায়াত আছে এবং তার সনদ তেমন শক্তিশালী নয়।

কোন কোন আলিম খট্টাশ আহার অপছন্দনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ হল ইমাম [আবূ হানীফা], ইব্‌ন মুবারক (র.)–এর অভিমত।

ইয়াহইয়া ইব্‌ন কাত্তান বলেছেন, জাবির ইব্‌ন হাকিম এই হাদীসটিকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উমায়র – ইব্‌ন আবূ আম্মার – জাবির – উমার (রা.) সূত্রে তাঁর বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত আছে। তবে ইব্‌ন জুরায়জ (র.)–এর রিওয়ায়াতটি (১৭৯৮ নং) অধিকতর সাহীহ।

١٧٩٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ اَبِى الْمُخَارِقِ اَبِىْ اُمَيَّةَ عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ عَنْ اَخِيْهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ : سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِ الضَّبُعِ فَقَالَ : اَوَ يَاْكُلُ الضَّبُعَ اَحَدٌ ؟ وَسَاَلْتُهُ عَنِ الذِّئْبِ ، فَقَالَ : اَوَ يَاْكُلُ الذِّئْبَ اَحَدٌ فِيْهِ خَيْرٌ ؟

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ اَبِىْ اُمَيَّةَ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ اَهْلِ الْحَدِيْثِ فِىْ إِسْمَاعِيْلَ وَعَبْدِ الْكَرِيْمِ اَبِىْ اُمَيَّةَ وَهُوَ عَبْدُ الْكَرِيْمِ بْنُ قَيْسٍ بْنِ اَبِى الْمُخَارِقِ ، وَعَبْدُ الْكَرِيْمِ بْنُ مَالِكٍ الْجَزَرِىُّ ثِقَةٌ .

১৭৯৯. হান্নাদ (র.)........খুযায়মা ইব্‌ন জায (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি খট্টাশ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, খট্টাশ কেউ খায় ?

আমি তাঁকে নেকড়ে বাঘ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, যার মাঝে মঙ্গল আছে এমন কেউ কি নেকড়ে খায় ?

এই হাদীছটির সনদ শক্তিশালী নয়। ইসমাঈল ইব্‌ন মুসলিম – আবদুল করীম আবূ উমাইয়া সূত্র ছাড়া হাদীছটি সম্পর্কে আমরা অবগত নই। কতক হাদীছ বিশেষজ্ঞ ইসমাঈল এবং আবদুল করীম আবূ উমাইয়া–এর সমালোচনা করেছেন। এই আবদুল কারীম হলেন, আবদুল কারীম ইব্‌ন কায়স। ইনিই হলেন ইব্‌ন আবুল–মুখারিক। পক্ষান্তরে আবদুল কারীম ইব্‌ন মালিক জাযারী হলেন নির্ভরযোগ্য রাবী।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার গোশ্‌ত আহার।

١٨٠٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَنَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اَطْعَمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لُحُوْمَ الْخَيْلِ ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَهٰكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ جَابِرٍ ، وَرِوَايَةُ ابْنِ عُيَيْنَةَ اَصَحُّ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ اَحْفَظُ مِنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ .

১৮০০. কুতায়বা ও নাসর ইব্ন আলী (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদিগকে ঘোড়ার গোশত আহার করিয়েছেন কিন্তু গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে আসমা বিন্ত আবূ বাকর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। আমর ইব্ন দীনার - জাবির (রা.) সূত্রে একাধিক বর্ণনাকারী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র.) এ হাদীছটি আমর ইব্ন দীনার – মুহাম্মাদ ইব্ন আলী - জাবির (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন উয়ায়না (র.)-এর রিওয়ায়াতটি অধিকতর সাহীহ্। মুহাম্মাদকে (আল-বুখারী- (র.) বলতে শুনেছি যে, সুফইয়ান ইব্ন উয়ায়না (র.) হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র.) অপেক্ষা অধিক স্মরণ শক্তি সম্পন্ন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ গৃহপালিত গাধার গোশত।

١٨٠١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِمَا عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ زَمَنَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْحَسَنِ هُمَا اِبْنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ يُكْنٰى اَبَا هَاشِمٍ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانَ اَرْضَاهُمَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ غَيْرُ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَكَانَ اَرْضَاهُمَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ . قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৮০১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ও ইব্ন আবূ উমার (র.)......আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে মুত্আ বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত আহার থেকে নিষেধ করেছেন।

সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান মাখযূমী (র.)........মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলীর দুই পুত্র আবদুল্লাহ্ ও হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। যুহরী (র.) বলেন, এই দুই জনের মধ্যে হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ (র.)ই হলেন, অধিক সন্তোষজনক। সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান ব্যতীত অন্যান্যরা ইব্ন উয়ায়না (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (র.) হলেন অধিক সন্তোষজনক।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সাহীহ্।

١٨٠٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَالْمُجَثَّمَةَ وَالْحِمَارَ الْاِنْسِيَّ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَالْبَرَاءِ وَابْنِ أَبِيْ أَوْفَى وَأَنَسٍ وَالْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ وَأَبِيْ ثَعْلَبَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو هٰذَا الْحَدِيْثَ ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوْا حَرْفًا وَاحِدًا نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ .

১৮০২. আবূ কুরায়ব (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁতাল হিংস্র পশু। মুজাচ্ছামা (যে পশু বেঁধে রেখে তীর ছুড়ে হত্যা করা হয়) এবং গৃহ পালিত গাধা হারাম ঘোষণা করেছেন।

এ বিষয়ে আলী, জাবির, বারা ইব্‌ন আবূ আওফা, আনাস ইরবায ইব্‌ন সারিয়া, আবূ ছা'লাবা, ইব্‌ন 'উমার ও আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। আবদুল আযীয ইব্‌ন মুহাম্মাদ প্রমুখ (র.) হাদীছটি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁরা এই একটি মাত্র বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁতাল হিংস্র পশু হারাম ঘোষণা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ فِيْ آنِيَةِ الْكُفَّارِ

অনুচ্ছেদ : কাফিরদের পাত্রে আহার করা।

١٨٠٣ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ . حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قُدُوْرِ الْمَجُوْسِ فَقَالَ : أَنْقُوْهَا غَسْلًا وَاطْبُخُوْا فِيْهَا ، وَنَهَى عَنْ كُلِّ سَبُعٍ ذِيْ نَابٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ مَشْهُوْرٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَأَبُوْ ثَعْلَبَةَ اسْمُهُ جُرْثُوْبٌ ، وَيُقَالُ جُرْهُمٌ ، وَيُقَالُ نَاشِبٌ . وَقَدْ ذُكِرَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَبِيْ أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ .

১৮০৩. যায়দ ইব্‌ন আখযাম তাঈ (র.).....আবূ ছা'লাবা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অগ্নি উপাসকদের পাত্র ব্যবহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, এগুলো ধুয়ে খুব পরিষ্কার করে নিবে এবং তাতে পাক-সাফ করবে। তিনি দাঁতাল হিংস্র প্রাণী। (এর গোশত) নিষেধ করেছেন।

আবূ ছা'লাবা (রা.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীছটি মাশহূর। তাঁর বরাতে এটি অন্যভাবেও বর্ণিত আছে। আবূ ছা'লাবা (রা.)-এর নাম হল জুরছূম, বর্ণনান্তরে জুরহুম। নাশিব বলেও কথিত আছে। এই হাদীছটি আবূ কিলাবা - আবূ আসমা রাহবী - আবূ ছা'লাবা (রা.) সূত্রেও উল্লেখিত আছে।

١٨٠٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَقَتَادَةُ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَنَطْبُخُ فِيْ قُدُوْرِهِمْ وَنَشْرَبُ فِيْ آنِيَتِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا فَارْحَضُوْهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ قَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ ؟ قَالَ : إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَقَتَلَ فَكُلْ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّبٍ فَذُكِّيَ فَكُلْ ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَقَتَلَ فَكُلْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৮০৪. আলী ইব্‌ন ঈসা ইয়াযীদ বাগদাদী (র.).......আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমরা কিতাবীদের ভূ-অঞ্চলে বাস করি। (অনেক সময়) তাদের ডেকচীতে রান্না-বান্না করি এবং তাদের পাত্রে পানি পান করি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা ছাড়া যদি কিছু না পাও তবে এগুলোকে পানি দিয়ে ধুয়ে নিবে।

এরপর আবূ ছা'লাবা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমরা তো শিকারাঞ্চলেও থাকি। এই বিষয়ে আমরা কি করব ? তিনি বললেন, তুমি তোমার প্রশিক্ষিত কুকুর বিসমিল্লাহ্ বলে শিকারের উদ্দেশ্যে পাঠালে আর তা যদি শিকারকে মেরে ফেলে তবে তুমি তা আহার করতে পারবে। আর যদি সেটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত না হয় এমতাবস্থায় শিকারটি যবেহ করা হয় তবে তুমি আহার করতে পারবে। বিসমিল্লাহ বলে তুমি তীর নিক্ষেপ করে থাকলে ও তার আঘাতে নিহত হলে তুমি তা আহার করতে পারবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَمُوْتُ فِي السَّمْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘি–তে ইদুর পড়ে মারা গেলে।

١٨٠٥. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَأَبُوْ عَمَّارٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِيْ سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ عَنْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : أَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنْ مَيْمُوْنَةَ وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ أَصَحُّ . وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَهُوَ حَدِيْثٌ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ قَالَ : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمٰعِيْلَ يَقُوْلُ : وَحَدِيْثُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ

الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَذَكَرَ فِيْهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ، فَقَالَ : اِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَاِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَتَقْرَبُوْهُ هٰذَا خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيْهِ مَعْمَرٌ، قَالَ : وَالصَّحِيْحُ حَدِيْثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ ٠

১৮০৫. সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান ও আবূ 'আম্মার (র.)......মায়মূনা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার একটি ইঁদুর (জমাট) ঘি–তে পড়ে মারা যায়। এ সম্পর্কে নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ইদুরটি এবং এর চতুষ্পার্শ্বস্থ ঘি ফেলে দিবে। তারপর তা (বাকী ঘি) খাবে।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্। যুহরী – উবায়দুল্লাহ্ – ইব্ন 'আব্বাস (রা.) সনদেও এই হাদীছটি বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ –কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল . . . . .। এই সনদে মায়মূনা (রা.)–এর উল্লেখ নাই। কিন্তু ইব্ন আব্বাস (রা.) মায়মূনা (রা.) সনদে বর্ণিত হাদীছটি (১৮০৫ নং) অধিকতর সহীহ। মামার–যুহরী.....সাঈদ ইবন মুসায়্যাব.....আবূ হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। এই রিওয়ায়াতটি মাহফুজ নয়। মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র.)–কে বলতে শুনেছি যে মা'মার.....যুহরী......সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব......আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণনাটি ভুল। সাহীহ হল যুহরী ......উবায়দুল্লাহ্ ....ইব্ন আববাস (রা.).....মায়মুনা (রা.) সূত্রের রিওয়াতটি।

بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالشِّمَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ বাম হাতে পানাহার করা নিষেধ।

١٨٠٦. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ٠ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لاَ يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلاَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ٠

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَعُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَحَفْصَةَ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَهٰكَذَا رَوٰى مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ٠ وَرَوٰى مَعْمَرٌ وَعُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ٠ وَرِوَايَةُ مَالِكٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ أَصَحُّ ٠

১৮০৬. ই[illegible]ক ইব্ন মানসুর (র.)... [illegible]বদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ বাম হাতে আহার করবে না এবং বাম হাতে পান করবে না। কেননা শয়তান তার বাম হাতে খায় এবং বাম হাতে পান করে।

এ বিষয়ে জাবির, 'উমার ইব্ন আবূ সালামা, সালামা ইব্ন আকওয়া, আনাস ইব্ন মালিক ও হাফ্সা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। মালিক এবং ইব্ন 'উয়ায়না (র.)ও এটিকে যুহরী.. ..আবূ বাকর ইব্ন উবায়দুল্লাহ......ইব্ন 'উমার (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মা'মার এবং 'উকায়ল (র.) এটিকে যুহরী......সালিম......ইব্ন 'উমার (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মালিক ও ইব্ন 'উয়ায়না (র.)-এর রিওয়ায়াতটি অধিকতর সাহীহ্।

١٨٠٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِيْنِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ .

১৮০৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র.).......সালিম (র.)-এর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন আহার করে, তখন সে যেন ডান হাতে আহার করে এবং বাম হাতে পান করে। কেননা শয়তান বাম হাতে আহার করে এবং বাম হাতে পান করে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لَعْقِ الْأَصَابِعِ بَعْدَ الْأَكْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ খাওয়ার পর আঙ্গুল চাটা।

١٨٠٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ فِيْ أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَأَنَسٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ سُهَيْلٍ ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ هٰذَا حَدِيْثُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ مِنَ الْمُخْتَلِفِ لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِهِ .

১৮০৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবূ শাওয়ারিব (র.)...... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন তোমাদের কেউ যখন আহার করে,তখন সে যেন তার আঙ্গুলগুলো চেটে নেয়। কারণ, সে জানেনা এগুলোর কোনটিতে বরকত নিহিত আছে।

এ বিষয়ে জাবির, কা'ব ইব্ন মালিক ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব। সুহায়ল (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ

অনুচ্ছেদ ঃ লোকমা পড়ে গেলে।

١٨٠٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَسَقَطَتْ لُقْمَةٌ فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا ثُمَّ لِيَطْعَمْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ .

১৮০৯. কুতায়বা (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ আহার করা কালে যদি তার লোকমা পড়ে যায় তবে এতে সন্দেহের কিছু (ধূলো-বালি জাতীয়) দেখলে সে যেন তা পরিষ্কার করে নেয় এবং তারপর তা খেয়ে নেয়। আর শয়তানের জন্য সে যেন তা ছেড়ে না দেয়।

এ বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٨١٠. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ . حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ . حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ وَقَالَ : إِذَا مَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الاَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَاَمَرَنَا اَنْ نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ ، وَقَالَ : اِنَّكُمْ لاَتَدْرُوْنَ فِيْ اَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ .

১৮১০. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন নবী ﷺ যখন আহার করতেন তখন তিনি তাঁর তিনটি আঙ্গুল চেটে নিতেন। তিনি বলেছেন তোমাদের কারো লোকমা যদি পড়ে যায় তবে সে যেন এর ময়লা দূর করে নেয় এবং তা খেয়ে নেয়; শয়তানের জন্য সে যেন তা ছেড়ে না দেয়।

তিনি আমাদেরকে আরো নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন পেয়ালা চেটে নেই। তিনি বলেছেন তোমরা তো জাননা তোমাদের খানায় কোন অংশে বরকত রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٨١١. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ . اَخْبَرَنَا اَبُو الْيَمَانِ الْمُعَلَّى بْنُ رَاشِدٍ قَالَ : حَدَّثَتْنِيْ جَدَّتِيْ أُمُّ عَاصِمٍ وَكَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِسِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ الْخَيْرِ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِيْ قَصْعَةٍ ، فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ اَكَلَ فِيْ قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ الْمُعَلَّى بْنِ رَاشِدٍ . وَقَدْ رَوَى يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الاَئِمَّةِ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ رَاشِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ .

১৮১১. নাসর ইব্ন আলী জাহযামী (র.)......উম্মু আসিম (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন। নুবায়শা

আল-খায়র একদিন আমাদের কাছে এলেন। আমরা এ সময় একটি পেয়ালায় খাচ্ছিলাম, তিনি তখন আমাদের বর্ণনা করলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ যদি পেয়ালায় কিছু আহার করে এরপর তা চেটে খায় তবে এই পেয়ালা তার জন্য 'ইস্তিগফার' করে।

এ হাদীছটি গারীব। মুআল্লা ইব্ন রাশিদ (র.)-এর বর্ণনা ছাড়া এ হাদীছ সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। য়াযীদ ইব্ন হারূনসহ হাদীছ শাস্ত্রের একাধিক ইমাম এই হাদীছটিকে মুআল্লা ইব্ন রাশিদ (র.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْأَكْلِ مِنْ وَسَطِ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ থালার মাঝ থেকে লোকমা নেয়া মাকরূহ।

١٨١٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اَلْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ ، فَكُلُوْا مِنْ حَافَتَيْهِ ، وَلاَ تَأْكُلُوْا مِنْ وَسَطِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، إِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيْثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ .

وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

১৮১২. আবূ রাজা (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ বরকত নাযিল হয় খানার মাঝখানে। সুতরাং এর পাশ থেকে তোমরা খাবে, এর মাঝখান থেকে খাবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। আতা ইব্ন সাইব (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবেই এটি পরিচিত; শু'বা এবং ছাওরী (র.)ও এটিকে আতা ইব্ন সাইব (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

এ বিষয়ে ইব্ন 'উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الثُّوْمِ وَالْبَصَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রসূন ও পিঁয়াজ খাওয়া মাকরূহ।

١٨١٣. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ . أَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ الثُّوْمِ ، ثُمَّ قَالَ الثُّوْمِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلاَ يَقْرَبْنَا فِيْ مَسْجِدِنَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِيْ أَيُّوْبَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَقُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ الْمُزَنِيِّ وَابْنِ عُمَرَ .

১৮১৩. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.)........জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি রসুন, পিঁয়াজ ও কুর্রাছ[1] আহার করেছে সে যেন আমাদের মসজিদের কাছেও না আসে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

এ বিষয়ে 'উমার, আবূ আয়্যুব, আবূ হুরায়রা, আবূ সাঈদ, জাবির ইব্ন সামুরা, কুর্রা ইব্ন ইয়াস মুযানী ও ইব্ন 'উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٨١٤. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ . أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُوْلُ : نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِيْ أَيُّوْبَ ، وَكَانَ اِذَا أَكَلَ طَعَامًا بَعَثَ إِلَيْهِ بِفَضْلِهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَوْمًا بِطَعَامٍ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ ، فَلَمَّا أَتَى أَبُوْ أَيُّوْبَ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ فِيْهِ ثُوْمٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَحَرَامٌ هُوَ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلٰكِنِّيْ أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيْحِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৮১৪. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)......জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ আয়্যুব (রা.)–এর ঘরে মেহমান হয়েছিলেন; তিনি খানা খেয়ে এর অবশিষ্ট আবূ আয়্যুবের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। একদিন তিনি খানা পাঠালেন; অথচ নবী ﷺ তা থেকে কিছুই খাননি। এরপর আবূ আয়্যুব যখন নবী ﷺ–এর কাছে এলেন তখন সে বিষয়ের উল্লেখ করলে নবী ﷺ বললেন: এতে তো রসুন ছিল।

আবূ আয়্যুব (রা.) বললেন 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ এটা কি হারাম?

তিনি বললেন না, তবে এর দুর্গন্ধের কারণে আমি তা পছন্দ করি না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الثُّوْمِ مَطْبُوْخًا

অনুচ্ছেদ ঃ রান্না করা রসুন খাওয়ার অনুমতি প্রসঙ্গে।

١٨١٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْهِ. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيْحٍ وَالِدُ وَكِيْعٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّوْمِ اِلاَّ مَطْبُوْخًا .

১৮১৫. মুহাম্মাদ ইব্ন মাদ্দুওয়ায়হ্ (র.)...... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, রান্না করা ছাড়া রসুন খাওয়া নিষেধ করা হয়েছে। আলী (রা.) থেকে তাঁর বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত আছে যে, রান্না করা ছাড়া রসুন খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

١٨١٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ أَكْلُ الثُّوْمِ اِلاَّ مَطْبُوْخًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِذٰلِكَ الْقَوِيِّ ، وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا عَنْ عَلِيٍّ قَوْلَهُ ، وَرُوِيَ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ

১. দুর্গন্ধযুক্ত পিঁয়াজ জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ।

حَنْبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً : قَالَ مُحَمَّدٌ : اَلْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيْحٍ صَدُوْقٌ ، وَالْجَرَّاحُ بْنُ الضَّحَّاكِ مُقَارِبُ الْحَدِيْثِ .

১৮১৬. হান্নাদ (র.)......আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রান্না করা ব্যতিরেকে রসূন খাওয়া অপছন্দ করতেন।

এই হাদীছটির সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। শরীফ ইবন হাম্বলের বরাতে এটি নবী ﷺ থেকে মুরসাল-রূপে বর্ণিত রয়েছে।

١٨١٧. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ أُمَّ أَيُّوْبَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِمْ ، فَتَكَلَّفُوْا لَهُ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ هٰذِهِ الْبُقُوْلِ فَكَرِهَ أَكْلَهُ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : كُلُوْهُ ، فَإِنِّيْ لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ أُوْذِيَ صَاحِبِيْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ . وَأُمُّ أَيُّوْبَ هِيَ امْرَأَةُ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ .

১৮১৭. হাসান ইব্ন সাব্বাহ বায্যার (র.).....উম্ম আয়্যুব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী ﷺ তাঁদের ঘরে মেহমান হয়েছিলেন। তখন তারা তাঁর জন্য আড়ম্বরপূর্ণ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এতে এই সব (রসুন ইত্যাদি) সবজী ছিল। কিন্তু তিনি তা খেতে অপছন্দ করলেন। সঙ্গীদের বললেনঃ তোমরা খেয়ে নাও। আমি তোমাদের মত নই। আমার সঙ্গীকে (ফিরিশ্তা) কষ্ট দিতে আমি ভয় করি।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্ গারীব। উম্ম আয়্যুব (রা.) হলেন আবূ আয়্যুব আনসারী (রা.)-এর স্ত্রী।

١٨١٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ أَبِيْ خَلْدَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : الثُّوْمُ مِنْ طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ ، وَأَبُوْ خَلْدَةَ اسْمُهُ خَالِدُ بْنُ دِيْنَارٍ . وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ . وَقَدْ أَدْرَكَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَسَمِعَ مِنْهُ . وَأَبُو الْعَالِيَةِ اسْمُهُ رُفَيْعٌ هُوَ الرِّيَاحِيُّ . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : كَانَ أَبُوْ خَلْدَةَ خِيَارًا مُسْلِمًا .

১৮১৮. মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ (র.)......আবুল আলিয়া (র.) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন; রসূন পবিত্র আহার্য্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। আবূ খালদা (র.)-এর নাম হল খালিদ ইব্ন দীনার। হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে ইনি নির্ভরযোগ্য রাবী। আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-কে তিনি পেয়েছেন এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীছও শুনেছেন। আবুল আলিয়া (র.)-এর নাম হল রুফায়্যি। তিনি হলেন রিয়াহী। আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী (র.) বলেন, আবূ খালদা ছিলেন। একজন ভাল মুসলিম।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَخْمِيْرِ الْإِنَاءِ وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ الْمَنَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ শয়নকালে পাত্রসমূহ ঢেকে রাখা এবং চেরাগ ও আগুন নিভিয়ে দেওয়া।

١٨١٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَغْلِقُوا الْبَابَ ، وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ ، وَأَكْفِئُوا الْإِنَاءَ أَوْ خَمِّرُوا الْإِنَاءَ ، وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا ، وَلَا يَحِلُّ

بِكَاءً ، وَلاَيَكْشِفُ اَنِيَةً ، وَاِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ ٠

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ٠

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ ٠

১৮১৯. কুতায়বা (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা দরজা বন্ধ করবে, মশকের মুখ বাঁধবে, পাত্রগুলো উলটে রাখবে কিংবা বলেছেন পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে বাতি নিভিয়ে দিবে। কেননা, শতায়ন বন্ধ দুয়ার খুলতে পারে না, মশকের গিঁঠ খুলতে পারে না, পাত্রের মুখও অনাবৃত করতে সক্ষম নয়। (বাতি নিভিয়ে দিবে) কেননা, দুষ্ট ইদুরগুলো লোকদের ঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

এ বিষয়ে ইব্‌ন 'উমার, আবূ হুরায়রা ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

জাবির (রা.)-এর বরাতে হাদীছটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

١٨٢٠. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ ٠

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

১৮২০. ইব্‌ন আবূ 'উমার প্রমুখ (র.)......ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নিদ্রার সময় তোমরা তোমাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দু'টো খেজুর একত্রে খাওয়া মাকরূহ।

١٨٢١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَهُ ٠

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى اَبِيْ بَكْرٍ ٠

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

১৮২১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, খাওয়ার সাথীর অনুমতি না নিয়ে দু'টো খেজুর একসাথে মিলিয়ে খেতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন।

এ বিষয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর মাওলা বা আযাদকৃত দাস সা'দ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِسْتِحْبَابِ التَّمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর একটি পছন্দনীয় খাদ্য।

١٨٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ : حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَسَّانَ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : بَيْتٌ لاَتَمْرَ فِيْهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلْمَى امْرَأَةِ أَبِيْ رَافِعٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ قَالَ : وَسَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ يَحْيٰى بْنِ حَسَّانَ .

১৮২২. মুহাম্মাদ ইবন সাহল (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন কোন ঘরে খেজুর না থাকা সে ঘরের অধিবাসীদের জন্য অনাহার স্বরূপ।[1]

এ বিষয়ে আবূ রাফি (রা.)-এর স্ত্রী সালমা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ সূত্রে উক্ত হাদীছটি হাসান-গারীব। হিশাম ইবন উরওয়া (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এই সূত্র ছাড়া আমরা অবহিত নই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَمْدِ عَلَى الطَّعَامِ إِذَا فُرِغَ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ আহার শেষে খানার জন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা।

١٨٢٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِيْ أَيُّوْبَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ نَحْوَهُ ، وَلاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ .

১৮২৩. হান্নাদ ও মাহমূদ ইবন গায়লান (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা সেই বান্দার উপর অবশ্যই সন্তুষ্ট হন যে বান্দা কোন খানা খেয়ে বা পানীয় পান করে এর জন্য আল্লাহ্‌র হামদ ও প্রশংসা করে।

---

১. খেজুর দ্বারা ক্ষুধা নিবারন হয়। সূতরাং যে ঘরে খেজুর আছে তাদের অনাহারে থাকতে হয় না।

এ বিষয়ে উক্‌বা ইব্‌ন আমির, আবূ সাঈদ, আইশা, আবূ আয়্যূব ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি হাসান , যাকারিয়া ইব্‌ন আবূ যাইদা (র.) থেকে একাধিক রাবী হাদীছটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। যাকারিয়া ইব্‌ন আবূ যাইদা (র.)–এর সূত্রের হাদীছ ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবহিত নই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مَعَ الْمَجْذُومِ

অনুচ্ছেদ : কুষ্ঠ রোগীর সাথে আহার করা।

١٨٢٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْقَرُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالاَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ : كُلْ بِسْمِ اللهِ ثِقَةً بِاللهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ ، وَالْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ هٰذَا شَيْخٌ بَصْرِيٌّ . وَالْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ شَيْخٌ آخَرُ بَصْرِيٌّ أَوْثَقُ مِنْ هٰذَا وَأَشْهَرُ . وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ وَحَدِيثُ شُعْبَةَ أَثْبَتُ عِنْدِي وَأَصَحُّ .

১৮২৪. আহ্‌মাদ ইব্‌ন সাঈদ আশকার এবং ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াকুব (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার জনৈক কুষ্ঠ রোগীর হাত ধরলেন তার নিজের সঙ্গে তার হাত (খাদ্যের) পেয়ালায় ঢুকিয়ে দিলেন। পরে বললেন আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌রই উপর আস্থা রেখে তাঁরই উপর ভরসা করে আহার কর।

এ হাদীছটি গরীব। ইউনুস ইবন মুহাম্মাদ......মুফায্‌যাল ইব্‌ন ফাযালা–এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা। মুফায্‌যাল ইব্‌ন ফাযালা হলেন বসরার জনৈক শায়খ। অপর একজন মুফায্‌যাল ইব্‌ন ফাযালা আছেন। তিনি হলেন মিসরী শায়খ এবং তিনি বাসরী শায়খের তুলনায় অধিকতর নির্ভর যোগ্য ও প্রসিদ্ধ। শু'বা (র.) এ হাদীছটি হাবীব ইব্‌ন শাহীদ......ইব্‌ন বুরায়দা (র.)–এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 'উমার (রা.) জনৈক কুষ্ঠ রোগীর হাত ধরলেন......। শু'বা (র.)–এর রিওয়ায়াতটিই আমার মতে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

অনুচ্ছেদ : মুমিন তো খায় এক আঁতে।

١٨٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ وَأَبِيْ مُوْسَى وَجَهْجَاهِ الْغِفَارِيِّ وَمَيْمُوْنَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ·

১৮২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, কাফির খায় সাত আঁতে আর মু'মিন খায় এক আঁতে।[1]

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আবূ সাঈদ, আবূ বাস্‌রা, আবূ মূসা, জাহ্‌জাহ্ আল-গিফারী, মায়মূনা এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٨٢٦. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ · حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ، ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الْغَدِ فَأَسْلَمَ ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ سُهَيْلٍ ·

১৮২৬. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এক কাফির ব্যক্তি মেহমান হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্য একটি বকরী দোহন করতে নির্দেশ দিলেন। দুধ দোহন হল সে তা পান করে ফেলল। পরে আরেকটি দোহন করতে বলা হল। দুধ দোহানো হল। এ-ও সে পান করে ফেলল। পরে আরো একটি দোহানো হল। তা-ও সে পান করে ফেলল। এমন কি সাতটি বকরীর দুধ সে একাই পান করে ফেলে। পরদিন সকালে সে ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্য একটি বকরী দোহন করতে বললেন, দুধ দোহন করানো হল। সে এটিরই দুধ পান করল। পরে তার জন্য আরেকটির দুধ দোহন করতে বলা হল কিন্তু আজ সে এটির দুধ শেষ করতে পারল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, মুমিন পান করে এক আঁতে আর কাফির পান করে সাত আঁতে।

এই হাদীছটি হাসান সাহীহ্-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ একজনের খাদ্য দু'জনের জন্যও যথেষ্ট হয়।

١٨٢٧. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ · حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح · وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ

১. অর্থাৎ সাধারণত কাফিররা বেশী খায়, এবং মু'মিনরা কম খায়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَرَوَى جَابِرٌ وَابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا .

১৮২৭. আল-আনসারী (র.)..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুই জনের খাদ্য তিন জনের জন্য যথেষ্ট, তিন জনের খাদ্য চার জনের জন্য যথেষ্ট।

এই বিষয়ে জাবির ও ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

জাবির (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, একজনের খাদ্য দুই জনের জন্য যথেষ্ট। দুই জনের খাদ্য চার জনের জন্য যথেষ্ট, চার জনের খাদ্য আট জনের জন্য যথেষ্ট।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....জাবির (রা.) সূত্রে উক্ত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَكْلِ الْجَرَادِ

অনুচ্ছেদ ঃ পতঙ্গ খাওয়া।

١٨٢٨ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ يَعْفُوْرٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفٰى أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰكَذَا رَوٰى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِيْ يَعْفُوْرٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ . وَقَالَ سِتَّ غَزَوَاتٍ ، وَرَوٰى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِيْ يَعْفُوْرٍ فَقَالَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ .

১৮২৮. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)..... আবদুল্লাহ ইব্ন আবী আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তাকে পতঙ্গ (বড় ফড়িং) খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছয়টি গাযওয়ায় শরীক হয়েছি। আমরা পতঙ্গ আহার করতাম।

সুফইয়ান ইব্ন উয়ায়না (র.) এই হাদীছটিকে আবূ ইয়া'ফূর (র.)-এর বরাতে এইরূপেই বর্ণনা করেছেন। তিনি ছয়টি গাযওয়ার উল্লেখ করেছেন। সুফইয়ান ছাওরী (র.)ও এই হাদীছটি আবূ ইয়া'ফূর (র.)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় সাতটি গাযওয়ার উল্লেখ করেছেন।

١٨٢٩ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ وَالْمُؤَمَّلُ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ يَعْفُوْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ أَوْفٰى قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : وَرَوَى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفَى قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَزَوَاتٍ نَاْكُلُ الْجَرَادَ . حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَاَبُوْ يَعْفُوْرٍ اسْمُهُ وَاقِدٌ ، وَيُقَالُ وَقْدَانُ اَيْضًا ، وَاَبُوْ يَعْفُوْرٍ الْاٰخَرُ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسَ .

১৮২৯. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)........ইব্‌ন আবূ আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সাতটি গাযওয়ায় শরীক হয়েছি। আমরা পতঙ্গ আহার করতাম।

শু'বা (র.) এই হাদীছটিকে আবূ ইয়া'ফূর – ইব্‌ন আবূ আওফা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে থেকে বহু গাযওয়া করেছি। আমরা পতঙ্গ খেতাম।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)........শু'বা (র.) সূত্রে উক্ত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি হাসান–সাহীহ্। আবূ ইয়া'ফূর (র.)-এর নাম হল ওয়াকিদ। ওয়াকদান বলেও কথিত আছে। অপর একজন আবূ ইয়া'ফূর আছেন। তাঁর নাম হল আব্দুর রহমান ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন বাসতাস।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الدُّعَاءِ عَلَى الْجَرَادِ

অনুচ্ছেদ ঃ পতঙ্গকে বদদু'আ করা।

١٨٣٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُلاَثَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالاَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَا عَلَى الْجَرَادِ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اَهْلِكِ الْجَرَادَ اُقْتُلْ كِبَارَهُ ، وَاَهْلِكْ صِغَارَهُ ، وَافْسِدْ بَيْضَهُ ، وَاقْطَعْ دَابِرَهُ ، وَخُذْ بِاَفْوَاهِهِمْ عَنْ مَعَاشِنَا وَاَرْزَاقِنَا اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَدْعُوْ عَلَى جُنْدٍ مِنْ اَجْنَادِ اللّٰهِ بِقَطْعِ دَابِرِهِ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا نَثْرَةُ حُوْتٍ فِى الْبَحْرِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَمُوْسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ قَدْ تُكُلِّمَ فِيْهِ وَهُوَ كَثِيْرُ الْغَرَائِبِ وَالْمَنَاكِيْرِ ، وَاَبُوْهُ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثِقَةٌ وَهُوَ مَدَنِىٌّ .

১৮৩০. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান.......জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ ও আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পতঙ্গকে বদদুআ করে বলতেন, اَللّٰهُمَّ اَهْلِكِ الْجَرَادَ اُقْتُلْ كِبَارَهُ ، وَاَهْلِكْ صِغَارَهُ ، وَافْسِدْ بَيْضَهُ ، وَاقْطَعْ دَابِرَهُ ، وَخُذْ بِاَفْوَاهِهِمْ عَنْ مَعَاشِنَا وَاَرْزَاقِنَا اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ، (হে আল্লাহ! পতঙ্গকে ধ্বংস কর। তাদের বড় গুলোকে হত্যা কর, ছোট গুলোকে ধ্বংস কর, তার ডিম বিনষ্ট কর, তার মূলোচ্ছেদ কর।

আমাদের জীবন যাত্রা এবং রিযিক থেকে সেগুলিকে ফিরায়ে রাখো। নিশ্চয়ই তুমি দুআ শ্রবনকারী।)

তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, কিভাবে আপনি আল্লাহর সেনা দলসমূহের কোন একটি সেনা দলের মূলোচ্ছেদ করার বদদুআ করছেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তা সমুদ্রে মাছের ন্যায়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব। এই সূত্রে ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। মূসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম তাইমীর সমালোচনা করা হয়েছে। তিনি বহু গারীব ও মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী। তাঁর পিতা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম নির্ভরযোগ্য (ছিকা), তিনি মদীনার অধিবাসী।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْجَلاَّلَةِ وَاَلْبَانِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ জাল্লালা—এর গোশ্‌ত খাওয়া ও এর দুধ পান করা।

١٨٣١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَاَلْبَانِهَا .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَرَوَى الثَّوْرِىُّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلاً .

১৮৩১. হান্নাদ (র.).......ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাল্লালা[১]—এর গোশ্‌ত খেতে এবং এর দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি হাসান—গারীব। ছাওরী (র.) এটিকে ইব্‌ন আবূ নাজীহ — মুজাহিদ — নবী ﷺ সূত্রে মুরসাল-রূপে বর্ণনা করেছেন।

١٨٣٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَلَبَنِ الْجَلاَّلَةِ وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِى السِّقَاءِ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو .

১৮৩২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মুজাছ্‌ছামা (অর্থাৎ

---

১. জাল্লালা (جَلاَّلَة) গোবর পায়খানা ইত্যাদি নাপাক জিনিষ যে পশুর প্রধান খাদ্যে পরিণত হয় এবং যার গোশ্‌ত ও দুধে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সে পশুকে জাল্লালা বলে।

বেঁধে রেখে তীর নিক্ষেপে যে পশু বধ করা হয়), জাল্লালা-এর দুধ এবং মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.) বলেন, ইব্ন আবূ আদী (র.) ও সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবা - কাতাদা - 'ইকরিমা - ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَكْلِ الدَّجَاجِ

অনুচ্ছেদ ঃ মোরগ খাওয়া।

١٨٣٣ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُوْ قُتَيْبَةَ عَنْ أَبِى الْعَوَّامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِيْ مُوْسَى وَهُوَ يَأْكُلُ دَجَاجَةً ، فَقَالَ اُدْنُ فَكُلْ فَإِنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ زَهْدَمٍ ، وَلاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ زَهْدَمٍ ، وَأَبُو الْعَوَّامِ هُوَ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ .

১৮৩৩. যায়দ ইব্ন আখযাম (র.).......যাহ্দাম আল-জারমী (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি আবূ মূসা (রা.)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন মোরগের গোশ্ত আহার করছিলেন। তিনি বললেন, কাছে এস, খাও। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তা আহার করতে দেখেছি।

এই হাদীছটি হাসান। একাধিক ভাবে এই হাদীছটি যাহদাম থেকে বর্ণিত আছে। যাহদামের রিওয়ায়াত ছাড়া অন্য সূত্রে এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। রাবী আবুল 'আওওয়াম (র.)-এর নাম হল ইমরান আল কাত্তান।

١٨٣٤ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَمٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ . رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ .

قَالَ : وَفِى الْحَدِيْثِ كَلاَمٌ أَكْثَرُ مِنْ هٰذَا وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَوَي أَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ أَيْضًا عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيْمِيِّ وَعَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَمٍ .

১৮৩৪. হান্নাদ (র.).......আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মোরগের গোশ্ত আহার করতে দেখেছি।

এ হাদীছে এর চেয়েও বেশী বক্তব্য রয়েছে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

আয়ূব সিখ্তিয়ানী (র.) এই হাদীছটিকে কাসিম তামীমী - আবূ কিলাবা - যাহ্দাম জারমী (র.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ أَكْلِ الْحُبَارَى

অনুচ্ছেদ ঃ হুবারা [১] খাওয়া।

١٨٣٥. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِيْنَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : أَكَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَحْمَ حُبَارَى .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَفِيْنَةَ رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ ، وَيَقَالُ بُرَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَفِيْنَةَ .

১৮৩৫. ফায্ল ইব্ন সাহল আ'রাজ বাগদাদী (র.).......সুফায়না (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে হুবারা-এর গোশ্ত খেয়েছি।

এই হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এ হাদীছ সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। ইবরাহীম ইব্ন উমার ইব্ন সুফায়না (র.) থেকে ইব্ন আবূ ফুদায়ক (র.) হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (ইবরাহীমের পরিবর্তে) বুরায়দ ইব্ন উমার ইব্ন সুফায়না উল্লেখ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ أَكْلِ الشِّوَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ভুনা গোশ্ত আহার করা।

١٨٣٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ . حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَنْبًا مَشْوِيًّا فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَمَا تَوَضَّأَ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ وَالْمُغِيْرَةِ وَأَبِيْ رَافِعٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

১৮৩৬. হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ যা'ফরানী (র.)......উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে বকরীর পার্শ্বদেশের ভূনা গোশ্ত পেশ করেন। তিনি তা থেকে কিছু আহার করেন। এরপর সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন কিন্তু (নূতন) উযূ করলেন না।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন হারিছ, মুগীরা, রাফি (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। এই সূত্রে গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

অনুচ্ছেদ ঃ হেলান দিয়ে আহার করা মাকরূহ।

١٨٣٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَمَّا أَنَا فَلاَ آكُلُ مُتَّكِئًا .

---

১. বন মোরগ জাতীয় এক প্রকার পক্ষী। এর ঘাড় লম্বা এবং নির্বুদ্ধিতার জন্য প্রসিদ্ধ।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ・

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ・ وَرَوَى زَكَرِيَّا بْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ سَعِيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ هٰذَا الْحَدِيْثَ ، وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ・

১৮৩৭. কুতায়বা (র.)......আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আর আমি তো হেলান দিয়ে খাইনা।

এই বিষয়ে আলী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। আলী ইব্ন আকমার (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। যাকারিয়া ইব্ন আবী যাইদা, সুফইয়ান ছাওরী ও ইব্ন সাঈদ প্রমুখ (র.) এই হাদীছটি আলী ইব্ন আকমার (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। শু'বা (র.) সুফইয়ান ছাওরী (র.) সূত্রে এই হাদীছটি আলী ইব্ন আকমার (র.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُبِّ النَّبِيِّ ﷺ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর হালওয়া ও মধু পছন্দ করা।

١٨٣٨. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالُوْا : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ ・

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَفِي الْحَدِيْثِ كَلاَمٌ أَكْثَرُ مِنْ هٰذَا ・

১৮৩৮. সালামা ইব্ন শাবীব, মাহমূদ ইব্ন গায়লান এবং আহমাদ ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী (র.)........ আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হালওয়া এবং মধু খেতে পছন্দ করতেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব। আলী ইব্ন মুসহির এটিকে হিশাম ইব্ন 'উরওয়া (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীছে আরো অতিরিক্ত বর্ণনা রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِكْثَارِ مَاءِ الْمَرَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ শুরুয়া বাড়িয়ে দেওয়া।

١٨٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ・ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ ・ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَحْمًا فَلْيُكْثِرْ

مَرَقَتَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَحْمًا أَصَابَ مَرَقَةً ، وَهُوَ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى ذَرٍّ ،

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ هُوَ الْمُعَبِّرُ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ أَخُوْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىُّ ،

১৮৩৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আলী মুকাদ্দামী (র.) ......আবদুল্লাহ মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা যদি গোশ্‌ত ক্রয় কর তবে এতে শুরুয়া বাড়িয়ে দিও। যাতে কেউ গোশত না পেলে তার শুরুয়া যেন পায়। [illegible] এ–ও গোশ্‌তের শামিল।

এই বিষয়ে আবূ যার্‌র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি গারীব। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ফাযা–এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ফাযা স্বপ্নের তা'বীর দিতেন। সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র.) তাঁর সমালোচনা করেছেন। আলকামা (র.) হলেন বাকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ মুযানীর ভাই।

١٨٤٠ . حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الأَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُسْتُمَ أَبِيْ عَامِرٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلْقٍ ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ ،

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ،

১৮৪০. হুসায়ন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আসওয়াদ বাগদাদী (র.)......আবূ যার্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা নেক কাজের কোন বিষয়কেই ছোট বলে মনে করবে না। ভাল করার মত যদি কিছু না পাও তবে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করবে। যদি গোশ্‌ত খরীদ কর বা কিছু রান্না কর তবে এতে শুরুয়া বেশী করে দিবে এবং তা থেকে এক চামচ অন্তত তোমার প্রতিবেশীকে দিবে।

এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্। শু'বা (র.) এটিকে আবূ ইমরান জাওনী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীছটিও হাসান–সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الثَّرِيْدِ

অনুচ্ছেদ : ছারীদ–এর মর্যাদা

١٨٤١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ ابْنَةُ

عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৮৪১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র.)......আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, পুরুষদের মাঝে তো অনেকেই কামেল হয়েছেন। আর মহিলাদের মাঝে মারয়াম বিন্‌ত ইমরান ও ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া ছাড়া আর কেউ কামিল হন নি। সকল খাদ্যের উপর যেমন ছারীদের[১] মর্যাদা তেমনি সকল নারীদের উপর 'আইশার মর্যাদা।

এই বিষয়ে 'আইশা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ قَالَ : انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا

অনুচ্ছেদ ঃ দাঁত দিয়ে কেটে কেটে গোশ্‌ত খাওয়া।

١٨٤٢ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : زَوَّجَنِي أَبِيْ فَدَعَا أُنَاسًا فِيْهِمْ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ فَقَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْكَرِيْمِ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْمُعَلِّمِ ، مِنْهُمْ أَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .

১৮৪২. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিছ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বিবাহ করান, তিনি লোকদের এতে দাওয়াত করেন। তাদের মাঝে সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রা.)ও ছিলেন। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা দাঁত দিয়ে কেটে কেটে গোশ্‌ত খাও। কেননা তা অধিক সুস্বাদু ও তৃপ্তিদায়ক।

এই বিষয়ে 'আইশা ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবদুল করীম (র.)-এর সূত্র ছাড়া উক্ত হাদীছটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। আয়্যূব সাখতিয়ানী (র.) সহ কতক হাদীছ বিশেষজ্ঞ আবদুল করীম (র.)এর স্মরণ শক্তির সমালোচনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الرُّخْصَةِ فِيْ قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ থেকে ছুরি দিয়ে গোশ্‌ত কাটার অনুমতি।

١٨٤٣ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

১. রুটি ও গোশ্‌তের ওরুয়া সহযোগে প্রস্তুত খাদ্য।

أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ احْتَزَّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ .

১৮৪৩. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.) .....'আমর ইব্‌ন উমাইয়া যামরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ -কে ছুরি দিয়ে বকরীর হাতার গোশ্‌ত কাটতে দেখেছেন। তিনি তা থেকে আহার করেন। এরপর সালাতের জন্য গেলেন কিন্তু (নতুন) উযূ করেন নি।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্‌।

এই বিষয়ে মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَيِّ اللَّحْمِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন গোশ্‌ত রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর কাছে অধিক প্রিয় ছিল ?

١٨٤٤. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَأَبِيْ عُبَيْدَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَأَبُوْ حَيَّانَ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ بْنِ حَيَّانَ وَأَبُوْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ اسْمُهُ هَرِمٌ .

১৮৪৪. ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র.) ......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এর কাছে গোশ্‌ত আনা হল এবং তাঁকে একটি হাতা দেওয়া হল। তিনি হাতা পছন্দ করতেন। তারপর তিনি তা দাঁত দিয়ে কেটে আহার করলেন।

এই বিষয়ে ইব্‌ন মাসউদ, 'আইশা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফার ও আবূ উবায়দা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্‌। রাবী আবূ হায়্যান (র.)-এর নাম হল ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন হায়্যান তায়মী। আবূ যুরআ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন জারীর (র.)-এর নাম হল হারিম।

١٨٤٥. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ أَبُوْ عَبَّادٍ . حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ يَحْيَى مِنْ وَلَدِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا كَانَ الذِّرَاعُ أَحَبَّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنْ كَانَ لاَ يَجِدُ اللَّحْمَ إِلاَّ غِبًّا ، فَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهِ لأَنَّهُ أَعْجَلُهَا نُضْجًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ·

১৮৪৫. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ যা'ফারানী (র.)......'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাতার গোশ্‌ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে অধিক প্রিয় ছিল, এই কথা নয়। ব্যাপার ছিল এই যে, অনেক দিন পর পর তিনি গোশ্‌ত খেতে পেতেন। তা-ই তার জন্য তাড়াতাড়ি করা হত। আর হাতার গোশ্‌ত তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়।

এই হাদীছটি হাসান গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْخَلِّ

অনুচ্ছেদ ঃ সিরকা।

١٨٤٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيْدٍ هُوَ أَخُوْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ ·

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ هَانِئٍ ·

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ مُبَارَكِ بْنِ سَعِيْدٍ ·

১৮৪৬. হাসান ইব্‌ন আরাফা (র.).........জাবির (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সিরকা হল উত্তম সালন।

আবদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ খুযাঈ বাসরী (র.).......জাবির (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সিরকা কতইনা উত্তম সালন।

এই বিষয়ে 'আইশা, উম্মু হানী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এটি মুবারক ইব্‌ন সাঈদ (র.)-এর রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর সাহীহ্।

١٨٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ ·

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : نِعْمَ الْإِدَامُ أَوِ الْأُدْمُ الْخَلُّ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ ·

১৮৪৭. মুহাম্মাদ ইবন সাহল ইবন আসকর বাগদাদী (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সিরকা কতইনা ভাল সালন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.)......সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল (র.) সূত্রে এ সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি বলছেন, نِعْمَ الْإِدَامُ أَوِ الْأُدْمُ الْخَلُّ উত্তম ইদাম কিংবা উদুম (সালন হল সিরকা)।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্ এবং এই সূত্রে গারীব। হিশাম ইব্‌ন 'উরওয়া (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

١٨٤٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ فَقُلْتُ لَا إِلَّا كِسَرٌ يَابِسَةٌ وَخَلٌّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :قَرِّبِيْهِ فَمَا أَقْفَرَ بَيْتٌ مِنْ أُدْمٍ فِيْهِ خَلٌّ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ أُمِّ هَانِئٍ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَأَبُوْ حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ اسْمُهُ ثَابِتُ بْنُ أَبِيْ صَفِيَّةَ ، وَأُمُّ هَانِئٍ مَاتَتْ بَعْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ بِزَمَانٍ .

১৮৪৮. আবূ কুরায়ব (র.)......উম্মে হানী বিন্‌ত আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন আমার কাছে এলেন। বললেন, তোমাদের কাছে কিছু আছে কি? আমি বললাম শুকনো রুটির কয়েকটি টুকরা ও সিরকা ছাড়া আর কিছু নেই।

নবী ﷺ বললেন, তা-ই নিয়ে এস, যে বাড়িতে সিরকা আছে যে বাড়িতে সালনের কোন অভাব আছে বলে বলা যায় না।

এ হাদীছটি হাসান; এ সূত্রে গারীব। উম্মে হানী (রা.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। উম্মু হানী (রা.) আলী (রা.)-এর অনেক দিন পর ইন্তিকাল করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَكْلِ الْبِطِّيْخِ بِالرُّطَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাজা খেজুরের সাথে খবরুজাহ খাওয়া।

١٨٤٩. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ . وَقَدْ رَوَى يَزِيْدُ بْنُ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ .

১৮৪৯. আবদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ খুযাঈ (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাজা খেজুরের সাথে খবরুজাহ খেতেন।

এই বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি হাসান-গারীব। কেউ কেউ এটিকে হিশাম ইব্‌ন 'উরওয়া -- তার পিতা 'উরওয়া সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে 'আইশা (রা.)-এর উল্লেখ নেই। ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান (র.) 'উরওয়া সূত্রে আইশা (রা.) থেকে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাজা খেজুরের সাথে কাঁকুড় খাওয়া।

١٨٥٠. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِيُّ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ .

১৮৫০. ইসমাঈল ইব্‌ন মূসা ফাযারী (র.)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাজা খেজুরের সাথে কাঁকুড় খেতেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ (র.)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবহিত নই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ উটের পেশাব পান করা।

١٨٥١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ . حَدَّثَنَا عَفَّانُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ . أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ اشْرَبُوْا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ أَبُوْ قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ ، وَرَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ .

১৮৫১. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ যা'ফারানী (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উরায়না গোত্রের কিছু লোক মদীনায় আসে, কিন্তু এর আবহাওয়া তাদের উপযোগী না হওয়ায় তিনি তাদেরকে সদকার উট যেখানে রক্ষিত ছিল সেখানে পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, এর দুধ ও পেশাব পান করবে।[১]

এ হাদীছটি হাসান সাহীহ, ছবিতের বর্ণনা হিসাবে গারীব। হাদীছটি আনাস (রা.) থেকে একাধিকভাবে বর্ণিত আছে। আবূ কিলাবা এটিকে আনাস (রা.) থেকে এবং সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবা (র.) এটিকে কাতাদা - আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

---

১. ঔষধ হিসাবে পেশাব খেতে বলেছিলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ আহারের পূর্বে ও পরে উযূ করা।

١٨٥٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ : وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجُرْجَانِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ الْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ أَبِي هِشَامٍ ، يَعْنِي الرُّمَّانِيَّ عَنْ زَاذَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى: لاَ نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَأَبُو هَاشِمٍ الرُّمَّانِيُّ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ دِينَارٍ .

১৮৫২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র.).........সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাওরাতে পড়েছি, খাদ্যের বরকত হল এর পরে উযূ করা। নবী ﷺ -এর নিকট আমি এই কথা আলোচনা করলাম এবং তাওরাতে যা পড়েছি এর উল্লেখ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, খাদ্যের বরকত হল এর পূর্বে এবং পরে উযূ করা।

এ বিষয়ে আনাস, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

কায়স ইব্ন রাবী' (র.)-এর সূত্র ছাড়া এ হাদীছটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবহিত নই। কায়স হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ বলে বিবেচিত। আবূ হাশিম রুম্মানী (র.)-এর নাম হল ইয়াহ্ইয়া ইব্ন দীনার।

بَابٌ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ আহারের পূর্বে উযূ না করা।

١٨٥٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا : أَلاَ نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ ؟ قَالَ : إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَكْرَهُ غَسْلَ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوضَعَ الرَّغِيفُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ .

১৮৫৩. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)........ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শৌচাগার থেকে

বের হয়ে এলেন। তাঁর সামনে খানা পেশ করা হল। লোকেরা বলল, উযূর পানি নিয়ে আসব কি ? তিনি বললেন, আমি উযূ করতে নির্দেশিত হয়েছি যখন আমি সালাতে দাঁড়াব।

এ হাদীছটি হাসান সাহীহ্,

আমর ইব্ন দীনার এটিকে সাঈদ ইব্ন হুওয়ায়রিছ – ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আলী ইব্ন মাদীনী (র.) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র.) বলেছেন, সুফইয়ান ছাওরী (র.) আহারের পূর্বে হাত ধৌত করা অপসন্দ করতেন।

باب

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

١٨٥٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‧ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ سَوِيَّةَ أَبُو الْهُذَيْلِ ‧ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِكْرَاشٍ عَنْ أَبِيْهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ : بَعَثَنِيْ بَنُوْ مُرَّةَ بْنُ عُبَيْدٍ بِصَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ ، قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِيْ فَانْطَلَقَ بِيْ إِلَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ : هَلْ مِنْ طَعَامٍ ؟ فَأُتِيْنَا بِجَفْنَةٍ كَثِيْرَةِ الثَّرِيْدِ وَالْوَذْرِ ، وَأَقْبَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا فَخَبَطْتُ بِيَدِيْ مِنْ نَوَاحِيْهَا وَأَكَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، فَقَبَضَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِي الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ يَاعِكْرَاشُ كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ ، ثُمَّ أُتِيْنَا بِطَبَقٍ فِيْهِ أَلْوَانُ الرُّطَبِ أَوْ مِنْ أَلْوَانِ الرُّطَبِ ، عُبَيْدُ اللهِ شَكَّ قَالَ : فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَجَالَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الطَّبَقِ وَقَالَ : يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ أُتِيْنَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِبَلَلِ كَفَّيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَالَ : يَاعِكْرَاشُ هٰذَا الْوُضُوْءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ ‧

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ الْعَلاَءِ بْنِ الْفَضْلِ ، وَقَدْ تَفَرَّدَ الْعَلاَءُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ، وَلاَ نَعْرِفُ لِعِكْرَاشٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلاَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ ‧

১৮৫৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......... ইকরাশ ইব্ন যুআয়ব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুর্রা ইব্ন 'উবায়দ গোত্র তাদের সম্পদের যাকাত দিয়ে আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট প্রেরণ করল। আমি মদীনায় তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম। আমি তাঁকে মুহাজির ও আনসারদের সামনে বসা অবস্থায় পেলাম। তিনি (ইকরাশ) বলেন, অতপর তিনি (রাসূল ﷺ) আমার হাত ধরে উম্মু সালামা (রা.)-এর ঘরে নিয়ে গেলেন। অতপর বললেন, কোন খাবার আছে কি? তখন আমাদের সামনে একটি বড় পেয়ালা ভর্তি ছারীদ ও (টুকরা টুকরো করা) গোশ্ত আনা হল, আমরা তা থেকে খাওয়া শুরু করলাম। আমি পেয়ালার এদিক ওদিক থেকে নিয়ে খাচ্ছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সামনে থেকে নিয়ে খাচ্ছিলেন। অতপর তিনি তাঁর বাম হাত দিয়ে আমার

ডান হাত ধরে বললেন, ইকরাশ! এক জায়গা থেকে খাও। কারণ এতো একই খাবার। অতপর আমাদের সামনে বিভিন্ন ধরনের খেজুর ভর্তি একটি পাত্র আনা হল। আমি তখন আমার সামনে থেকেই খেতে লাগলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ পাত্রের এদিক ওদিক থেকে নিয়ে খেতে লাগলেন এবং বললেন, ইকরাশ! তোমার যেখান থেকে ইচ্ছা, সেখান থেকে নিয়ে খাও। কারণ এটা একই খাবার নয়। অতপর আমাদের সামনে পানি আনা হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুই হাত ধুইলেন এবং ভিজা হাত দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল, উভয় বাহু ও মাথা মাসাহ্ করলেন এবং বললেন, হে ইকরাশ! এটাই হল আগুনে পাকানো খাবার থেকে উযূ।

এই হাদীছটি গারীব। আলা ইবনুল ফাদল (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা জানিনা। আলা (র.) একাই এটি বর্ণনা করেছেন। ইকরাশ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ হাদীছটি ছাড়া অন্য কোন হাদীছ বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ أَكْلِ الدُّبَّاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ লাউ খাওয়া।

١٨٥٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ طَالُوْتَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ يَأْكُلُ الْقَرْعَ وَهُوَ يَقُوْلُ : يَالَكِ شَجَرَةً مَا أُحِبُّكِ إِلاَّ لِحُبِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِيَّاكِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيْهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

১৮৫৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)........আবূ তালূত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা.)–এর কাছে আমি গেলাম। তিনি লাউ খাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, হে গাছ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে ভালবাসতেন বলেই তুমি আমার কাছে এত প্রিয়।

এ বিষয়ে হাকীম ইব্ন জাবির তার পিতা জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি এ সূত্রে গারীব।

١٨٥٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنَةَ الْمَكِّيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . حَدَّثَنِيْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ فِى الصَّحْفَةِ يَعْنِى الدُّبَّاءَ فَلاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَنَسٍ . وَرُوِيَ أَنَّهُ رَأَي الدُّبَّاءَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ : مَا هٰذَا ؟ قَالَ : هٰذَا الدُّبَّاءُ نُكَثِّرُ بِهِ طَعَامَنَا .

১৮৫৬. মুহাম্মাদ ইব্ন মায়মূন মক্কী (র.).......আনাস ইব্ন মালিক(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ –কে পেয়ালায় লাউ তালাশ করে খেতে দেখেছি। তাই আমি সর্বদা লাউ ভালবাসি।

এ হাদীছটি হাসান–সাহীহ্। এ হাদীছটি আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে একাধিকভাবে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَكْلِ الزَّيْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ যয়তূন খাওয়া।

١٨٥٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيسَى: هٰذَا حَدِيثٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَضْطَرِبُ فِي رِوَايَةِ هٰذَا الْحَدِيثِ، فَرُبَّمَا ذَكَرَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرُبَّمَا رَوَاهُ عَلَى الشَّكِّ فَقَالَ: أَحْسِبُهُ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَرُبَّمَا قَالَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً. حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عُمَرَ.

১৮৫৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র.)........'উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা যয়তুন খাবে এবং এদিয়ে মালিশ করবে। কেননা, এ হলো মুবারক বৃক্ষ।

আবদুর রায্যাক ইব্ন মা'মার-এর সূত্র ছাড়া এই হাদীছটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবহিত নই। হাদীছটি বর্ণনা করতে আবদুর রায্যাক ইযতিরাব করেছেন।তিনি কোন কোন সময় 'উমার – নবী ﷺ সূত্রে বর্ণনা করতেন। কোন কোন সময় সন্দেহের সাথে বর্ণনা করতেন যে আমার মনে হয় এটি উমার – নবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। কোন কোন সময় যায়দ ইব্ন আসলাম – তার পিতা আসলাম – নবী ﷺ সূত্রে মুরসাল রূপে বর্ণনা করতেন।

١٨٥٨. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ. حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ وَأَبُوْ نُعَيْمٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عَطَاءٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ أَبِيْ أَسِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيسَى: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ. إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى.

১৮৫৮. মাহ্মুদ ইব্ন গায়লান (র.).......আবূ আসীদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা যয়তুন খাবে এবং তা মালিশ করবে। কারণ এ হলো এক মুবারক বৃক্ষ।

হাদীছটি এ সূত্রে গারীব। আবদুল্লাহ্ ইব্ন ঈসা (র.)-এর সূত্রেই কেবল আমরা অবহিত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مَعَ الْمَمْلُوكِ وَالْعِيَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোলামের সাথে আহার করা।

١٨٥٩. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمٰعِيلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يُخْبِرُهُمْ ذَا

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُطْعِمْهَا إِيَّاهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَأَبُوْ خَالِدٍ وَالِدُ إِسْمٰعِيْلَ اسْمُهُ سَعْدٌ .

১৮৫৯. নাসর ইব্‌ন আলী (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো খাদিম যখন তার খাদ্য প্রস্তুতের বেলায় গরম ও ধুঁয়ার ব্যাপারে তার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে তখন সে যেন সেই খাদিমের হাত ধরে নিজের সঙ্গে খেতে বসায়। খাদিম যদি বসতে না চায় তবে সে যেন এক লোকমা নিয়ে তাকে তা খাইয়ে দেয়।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। ইসমাঈল (র.)-এর পিতা আবূ খালিদ (র.)-এর নাম হল সা'দ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্য খাওয়ানোর ফযীলত

١٨٦٠. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَفْشُوا السَّلاَمَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَاضْرِبُوا الْهَامَ ، تُوْرَثُوا الْجِنَانَ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِشَةَ وَشُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَبِيْهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ . مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ .

১৮৬০. ইউসুফ ইব্‌ন হা[illegible] (র.)......আবূ হুরায়রা [illegible]) থেকে বর্ণিত যে, নবী [illegible] বলেছেন ঃ সালামের প্রসার ঘটাও, অন্যকে খানা খাওয়াও, কাফিরদের মাথায় আঘাত কর, আর তোমরা জান্নাতের ওয়ারিছ হও।

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর, ইব্‌ন 'উমার, আনাস, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম, আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আইশা, শুরায়হ ইব্‌ন হানী তার পিতা হানী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাসান সাহীহ-গারীব।

١٨٦١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اعْبُدُوا الرَّحْمٰنَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَأَفْشُوا السَّلاَمَ ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৮৬১. হান্নাদ (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, রাহমানের ইবাদত কর। অন্যদের খানা খাওয়াও, সালামের প্রসার ঘটাও ফলে শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْعَشَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ বৈকালিক আহারের ফযীলত।

১৮٦٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَلاَّقٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَعَشَّوْا وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ حَشَفٍ ، فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَعَنْبَسَةُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَلاَّقٍ مَجْهُوْلٌ .

১৮৬২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র.).......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এক মুঠ রদী খেজুর হলেও বিকালে কিছু খাবে। বিকালে আহার না খাওয়া বার্ধ্যক্যের কারণ।

এই হাদীছটি মুনকার। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবহিত নই। আম্বাসা হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ বলে বিবেচিত। আর আবদুল মালিক ইব্ন 'আল্লাক মজহূল বা অজ্ঞাত ব্যক্তি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ আহারের সময় বিসমিল্লাহ্ বলা।

১৮٦٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ قَالَ : أُدْنُ يَابُنَيَّ وَسَمِّ اللّٰهَ ، وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْ وَجْزَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِيْ رِوَايَةِ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَأَبُوْ وَجْزَةَ السَّعْدِيُّ اسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ .

১৮৬৩. আবদুল্লাহ ইব্ন সাব্বাহ হাশিমী (র.).......'উমার ইব্ন আবূ সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যান। তাঁর সামনে তখন খানা ছিল। তিনি বললেনঃ হে প্রিয় বৎস, কাছে এস, বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে খাও। আর তোমার কাছ থেকে খাবে।

এ হাদীছটি হিশাম ইব্ন 'উরওয়া.....আবূ ওয়াজযা সা'দী....মুযায়না কবীলার জনৈক ব্যক্তি...'উমার ইব্ন আবূ সালামা (রা.) সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। হিশাম ইব্ন 'উরওয়া (র.)-এর শিষ্যরা এ হাদীছটির বর্ণনায় মতবিরোধ করেছেন। আবূ ওয়াজযা সা'দী (র.)-এর নাম হল ইয়াযীদ ইব্ন উবায়দ।

١٨٦٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ . حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ ، فَإِنْ نَسِيَ فِيْ أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ فِيْ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ طَعَامًا فِيْ سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى كَفَاكُمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَأُمُّ كُلْثُوْمٍ هِيَ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ .

১৮৬৪. আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইব্ন আবান (র.).......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন খানা খাবে তখন বিসমিল্লাহ্ বলবে। শুরুতে যদি বলতে ভুলে যায় তবে বলবে বিসমিল্লাহি ফী আওওয়ালিহি ওয়া আখিরিহী।

উক্ত সনদেই আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ছয়জন সাহাবী নিয়ে আহার করছিলেন, এ সময় এক বেদুঈন এল এবং সে দুই লোকমায় তা খেয়ে ফেলল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ যদি বিসমিল্লাহ্ বলত তবে এ খানা তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হত।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। উম্মু কুলছূম (র.) হলেন মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বাকর সিদ্দীক (রা.)-এর কন্যা।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْبَيْتُوْتَةِ وَفِيْ يَدِهِ رِيْحُ غَمَرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ হাতে চর্বীর আছর নিয়ে রাত অতিবাহিত করা মাকরূহ।

١٨٦٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْمَدَنِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسٌ فَاحْذَرُوْهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَنْ بَاتَ وَفِيْ يَدِهِ رِيْحُ غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيْثِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৮৬৫. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, শয়তান অত্যন্ত অনুভূতি সম্পন্ন এবং খুবই লোলুপ। নিজেদের ব্যাপারে তোমরা একে ভয় করবে। হাতে চর্বীর গন্ধ নিয়ে কেউ যদি রাত যাপন করে আর হাতের যদি কোন ক্ষতি হয়। তবে সে যেন নিজেকেই মালামত করে।

এ সূত্রে হাদীছটি গারীব। সুহায়ল ইব্ন আবূ সালিহ্ – তার পিতা আবূ সালিহ্ – আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٨٦٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ الْبَغْدَادِيُّ الصَّاغَانِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ . حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ بَاتَ وَفِيْ يَدِهِ رِيْحُ غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ الْأَعْمَشِ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

১৮৬৬. আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক বাগদাদী (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, হাতে চর্বী নিয়ে যদি কেউ রাত যাপন করে আর তার কোন ক্ষতি হয় তবে সে যেন নিজেকেই মালামত করে।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। আ'মাশের রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ
পানীয় অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মদ পানকারী প্রসঙ্গে।

١٨٦٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ زَكَرِيَّا يَحْيٰى بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُبَادَةَ وَأَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوْفًا فَلَمْ يَرْفَعْهُ .

১৮৬৭. ইয়াহইয়া ইব্‌ন দুরুস্‌ত আবূ যাকারিয়্যা (র.)......ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নেশা সৃষ্টিকারী সকল বস্তুই মদ। নেশা উদ্রেককর সব বস্তুই হারাম। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদ পান করে এবং এ অভ্যাস নিয়ে সে মারা যায় আখিরাতে সে তা পান করতে পারবে না।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আবূ সাঈদ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর, উবাদা, আবূ মালিক আশআরী ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। নাফি'—ইব্‌ন উমার (রা.) নবী ﷺ সূত্রে একাধিকভাবে এটি বর্ণিত আছে। মালিক ইব্‌ন আনাস (র.) এটিকে নাফি' – ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রে মওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি এটিকে মারফূ' রূপে বর্ণনা করেন নি।

١٨٦٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِيْنَ

صَبَاحًا ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ لَهُ صَلاَةَ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ لَهُ صَلاَةَ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ لَهُ صَلاَةَ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا ، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللّٰهُ عَلَيْهِ ، وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ ، قِيْلَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ ؟ قَالَ : نَهْرٌ مِنْ صَدِيْدِ أَهْلِ النَّارِ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِىَ نَحْوُ هٰذَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ۔

১৮৬৮. কুতায়বা (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মদ পান করে চল্লিশ ভোর (দিন) পর্যন্ত তার সালাত কবূল হয় না। সে তওবা করলে আল্লাহ্ তার তওবা কবূল করবেন। সে যদি পুনরায় তা পান করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা চল্লিশ ভোর পর্যন্ত তার সালাত কবূল করবেন না। যদি তওবা করে তবে আল্লাহ্ তার তওবা কবূল করবেন।আবার যদি সে তা পান করে তবে চল্লিশ ভোর পর্যন্ত তার সালাত কবূল করবেন না। কিন্তু সে যদি তওবা করে তবে আল্লাহ্ তার তওবা কবূল করবেন।চতুর্থবার যদি আবার সে তা পান করে তবে চল্লিশ ভোর পর্যন্ত তার সালাত কবূল করবেন না এবং তওবা করলেও আল্লাহ্ আর তা কবূল করবেন না। পরন্তু তাকে "নাহরে খাবাল" থেকে পান করাবেন। ইব্‌ন উমার (রা.)-কে বলা হল, হে আবূ আবদুর রহমান, 'নাহরে খাবাল' কি ? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের পুঁজের নহর।

এ হাদীছটি হাসান। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

অনুচ্ছেদ ঃ নেশা সৃষ্টিকারী সব কিছুই হারাম।

١٨٦٩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ : كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

১৮৬৯. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী (র.).......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -কে মধু দ্বারা প্রস্তুত মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, নেশা সৃষ্টিকারী সকল পানীয়ই হারাম।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

١٨٧٠. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوْفِيُّ . وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ۔

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَنَسٍ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ مُوْسَى وَالْأَشَجِّ الْعُصَرِيِّ وَدَيْلَمَ

وَمَيْمُوْنَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ وَمُعَاوِيَةَ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَقُرَّةَ الْمُزَنِيِّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَكِلَاهُمَا صَحِيْحٌ ، رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، وَعَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ·

১৮৭০. উবায়দ ইব্‌ন আসবাত ইব্‌ন মুহাম্মাদ কুরাশী ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র.).....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম।

এই বিষয়ে উমার, আলী ইব্‌ন মাসউদ, আবূ সাঈদ, আবূ মূসা, আশাজ্জ উসারী, দায়লাম, মায়মূনা, আইশা, ইব্‌ন আব্বাস, কায়স ইব্‌ন সা'দ, নু'মান ইব্‌ন বাশীর, মুআবিয়া, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল, উম্মে সালামা, বুরায়দা, আবূ হুরায়রা, ওয়াইল ইব্‌ন হুজর ও কুররা মুযানী (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি হাসান। আবূ সালামা – আবূ হুরায়রা (রা.) – নবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। উভয় রিওয়ায়াতই সাহীহ্। একাধিক রাবী এটিকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর – আবূ সালামা – আবূ হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ সালামা –ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে তা বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

অনুচ্ছেদ ঃ যে বস্তুর অধিক পরিমান নেশা আনয়ন করে সেই বস্তুর কম পরিমানও হারাম।

١٨٧١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ · وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ · أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ ·

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَخَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ ·

১৮৭১. কুতায়বা (র.).......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে বস্তুর বেশী পরিমাণ নেশাগ্রস্ত করে তার কম পরিমানও হারাম।

এই বিষয়ে সা'দ, আইশা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর, ইব্‌ন উমার এবং খাওওয়াত ইব্‌ন জুবায়র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

জাবির (রা.)–এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীছটি হাসান–গারীব।

١٨٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ

مَيْمُوْنٍ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ . حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ ، اَلْمَعْنٰى وَاحِدٌ ، عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : قَالَ أَحَدُهُمَا فِيْ حَدِيْثِهِ الْحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ ، قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمٍ وَالرَّبِيْعُ بْنُ صَبِيْحٍ ، عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ نَحْوَ رِوَايَةِ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ وَأَبُوْ عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ ، وَيُقَالُ عُمَرُ بْنُ سَالِمٍ أَيْضًا .

১৮৭২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআবিয়া (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেনঃ নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক বস্তুই হারাম। যে বস্তুর মটকা পরিমান নেশাগ্রস্ত করে এর হাতের তালু পরিমাণ বস্তুও হারাম।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআবিয়া (র.)-এর একজন বলেছেনঃ এর এক ঢোক পরিমাণও হারাম।

এ হাদীছটি হাসান।লায়ছ ইব্‌ন আবূ সুলায়ম এবং রাবী ইব্‌ন সাবীহ্ (র.)ও এটিকে আবূ উছমান আনসারী (র.) থেকে মাহদী ইব্‌ন মায়মূন (র.)-এর অনুরূপ (১৮৭২ নং) রিওয়ায়াত করেছেন, আবূ উছমান আনসারী (র.)-এর নাম হল আমর ইব্‌ন সালিম। উমার ইব্‌ন সালিম বলেও কথিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نَبِيْذِ الْجَرِّ

অনুচ্ছেদ ঃ মাটির কলসের নাবীয।

١٨٧٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَيَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالاَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ ، فَقَالَ نَعَمْ . فَقَالَ طَاوُسٌ : وَاللّٰهِ إِنِّيْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِيْ أَوْفٰى وَ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَسُوَيْدٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৮৭৩. আহ্‌মাদ ইব্‌ন মানী' (র.)......তাউস (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন উমার (রা.)-এর কাছে এসে বলল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি সবুজ কলসের নবীয পান করতে নিষেধ করেছেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।[১]

তাউস (র.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে এই কথা শুনেছি।

১. মাটির পাত্রে যেহেতু তাড়াতাড়ি নেশাকর হওয়ার সম্ভাবনা বেশী সেহেতু সতর্কতামূলকভাবে তা নিষেধ করা হয়।

এই বিষয়ে ইব্ন আবী আওফা, আবূ সাঈদ, সুওয়ায়দ, 'আইশা, ইব্ন যুবায়র ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ

অনুচ্ছেদ ঃ শুকনা লাউয়ের খোলে, খেজুর কান্ডে গর্ত করে নির্মিত পাত্রে এবং মাটির পাত্রে নবীয তৈরী করা পছন্দনীয় নয়।

١٨٧٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ زَاذَانَ يَقُوْلُ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْأَوْعِيَةِ أَخْبِرْنَاهُ بِلُغَتِكُمْ وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا ، فَقَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمَةِ وَهِيَ الْجَرَّةُ ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَةُ ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيْرِ وَهُوَ أَصْلُ النَّخْلِ يُنْقَرُ نَقْرًا أَوْ يُنْسَحُ نَسْحًا ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَهِيَ الْمُقَيَّرُ وَأَمَرَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ .

قَالَ : وَ فِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ وَسَمُرَةَ وَأَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَعَائِذِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ وَمَيْمُوْنَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৮৭৪. আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্নুল মুছান্না (র.)......যাযান (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমার (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি পাত্র ব্যবহার নিষেধ করেছেন। আপনি আপনাদের ভাষায় তা ব্যক্ত করুন এবং আমাদের ভাষায় তা ব্যাখ্যা করে দিন।

তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হানতাম অর্থাৎ সবুজ কলস, দুব্বা অর্থাৎ লাউয়ের খোল, নাকীর অর্থাৎ খেজুর বৃক্ষের কান্ডে গর্ত করে নির্মিত পাত্র। মুযাফ্ফাত অর্থাৎ আলকাতরা লাগান পাত্র (নবীযের জন্য) ব্যবহার নিষেধ করেছেন। তিনি মশকে নবীয বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এই বিষয়ে উমার, আলী, ইব্ন আব্বাস, আবূ সাঈদ, আবূ হুরায়রা, আবদুর রহমান ইব্ন ইয়া'মুর, সামুরা, আনাস, আইশা, ইমরান ইব্ন হুসায়ন। আইয ইব্ন আমর, হাকাম গিফারী এং মায়মূনা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الظُّرُوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ সব ধরণের পাত্রে নবীয তৈরীর অনুমতি প্রসঙ্গে।

١٨٧٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالُوْا : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ . حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوْفِ ، وَإِنَّ ظَرْفًا لاَ يُحِلُّ شَيْئًا وَلاَ يُحَرِّمُهُ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

১৮৭৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার, হাসান ইব্ন আলী ও মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).......সুলায়মান ইব্ন বুরায়দা তৎপিতা বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলাম। পাত্র কোন জিনিষকে হারামও করেনা হালালও বানায় না। নেশাকর সবকিছুই হারাম।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٨٧٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الظُّرُوْفِ ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الْأَنْصَارُ ، فَقَالُوْا : لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ قَالَ : فَلاَ إِذَنْ ۔

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

১৮৭৬. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিভিন্ন পাত্রের ব্যবহার নিষেধ করেছিলেন। তখন আনসাররা এ বিষয়ে তাঁর কাছে কিছু অসুবিধা তুলে ধরেন। তারা বললেন, আমাদের তো আর কোন পাত্র নেই। নবী ﷺ বললেন, তাহলে এগুলো নিষিদ্ধ নয়।

এই বিষয়ে ইব্ন মাসঊদ, আবূ হুরায়রা, আবূ সাঈদ এবং আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِنْتِبَاذِ فِي السِّقَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মশকে নবীয তৈরী।

١٨٧٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سِقَاءٍ يُوْكَأُ فِيْ أَعْلاَهُ لَهُ عَزْلاَءُ تَنْبِذُهُ غُدْوَةً وَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَتَنْبِذُهُ عِشَاءً وَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً ۔

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا .

১৮৭৭. মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র.).......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য মশকে নবীয তৈরী করতাম। এর উপরের দিকটি ফিতা দিয়ে বেধে দেয়া হত। এর একটি ছিদ্র ছিল। সকালে নবীয করলে তিনি বিকালে তা পান করতেন। আর বিকালে নবীয করলে তিনি ভোরে তা পান করতেন।

এ বিষয়ে জাবির, আবূ সাঈদ ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া ইউনুস ইব্ন উবায়দ (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এই হাদীছটি আইশা (রা.) থেকে অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْحُبُوْبِ الَّتِىْ يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخَمْرُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে সমস্ত শস্য দানা দ্বারা মদ তৈরী করা হয়।

١٨٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا ، وَمِنَ الشَّعِيْرِ خَمْرًا ، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا ، وَمِنَ الزَّبِيْبِ خَمْرًا ، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

১৮৭৮. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.).....নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, গম থেকে মদ হয়, যব থেকে মদ হয়, খেজুর থেকে মদ হয়, কিশমিশ থেকে মদ হয়, মধু থেকেও মদ হয়।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি গারীব।

١٨٧٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ ، حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ نَحْوَهُ ، وَرَوَى أَبُوْ حَيَّانَ التَّيْمِىُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ .

১৮৭৯. হাসান ইব্ন আলী আল খাল্লাল (র.).......ইসরাঈল (র.) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ হায়্যান আত্-তায়মী এ হাদীছটিকে শা'বী—ইব্ন উমার—উমার (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, গম থেকে মদ হয় অনন্তর পুরো রিওয়ায়াতটির তিনি উল্লেখ করেন।

١٨٨٠. حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ أَبِىْ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا بِهٰذَا ، وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، وَقَالَ

عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : لَمْ يَكُنْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُهَاجِرٍ بِالْقَوِيِّ الْحَدِيْثَ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ .

১৮৮০. আহমাদ ইবন মানী'(র.)......উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেনঃ গম থেকে মদ হয়। এটি ইবরাহীম ইব্‌নুল মুহাজির (র.)-এর রিওয়ায়াত (১৮৭৯ নং) অপেক্ষা অধিকতর সাহীহ।

আলী ইবনুল মাদীনী (র.) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র.) বলেছেন, ইবরাহীম ইবনুল মুহাজির শক্তিশালী রাবী নন।

١٨٨١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ كَثِيْرٍ السُّحَيْمِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَأَبُوْ كَثِيْرٍ السُّحَيْمِيُّ هُوَ الْغُبَرِيُّ ، وَاسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غُفَيْلَةَ ، وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ .

১৮৮১. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ মদ হয় এ দুটি বৃক্ষ থেকে : খেজুর ও আঙ্গুর।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। বর্ণনাকারী আবূ কাছীর সুহায়মী হলেন 'উবারী। তাঁর নাম হল ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন গুফায়লা। শু'বা (র.) ইকরিমা ইব্‌ন আম্মার (র.) সূত্রে উক্ত হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خَلِيْطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ পক্ক-খেজুর ও কাঁচা খেজুর মিশ্রিত পানীয়।

١٨٨٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيْعًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৮৮২. কুতায়বা (র.).......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাঁচা খেজুর ও পক্ক খেজুর এক সাথে দিয়ে নবীয বানাতে নিষেধ করেছেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

١٨٨٣. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ اَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَعَنِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا ، وَنَهٰى عَنِ الْجِرَارِ أَنْ يُنْبَذَ فِيْهَا .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسٍ وَأَبِيْ قَتَادَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَمَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أُمِّهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৮৮৩. সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র.).......আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (নবীযের ক্ষেত্রে) কাঁচা খেজুর ও পক্ক খেজুর এক সঙ্গে মিলাতে, কিশমিশ ও পক্ক খেজুর এক সঙ্গে মিলাতে এবং মাটির মটকায় নবীয বানাতে নিষেধ করেছেন

এ বিষয়ে আনাস, জাবির, আবূ কাতাদা, ইব্‌ন আব্বাস, উম্মে সালামা, মা'বাদ ইব্‌ন কা'ব তার মা (রা.)-এর বরাতেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সোনা ও রূপার পাত্রে পান করা হারাম।

١٨٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِيْ لَيْلَى يُحَدِّثُ أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ : إِنِّيْ كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُهُ فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِيَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَقَالَ : هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَالْبَرَاءِ وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৮৮৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)........মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফার (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হুযায়ফা (রা.) পানি পান করতে চাইলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি একটি রূপার পাত্রে তাঁর কাছে পানি নিয়ে এল। তিনি তা ছুড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, আমি এ থেকে তাকে নিষেধ করে দিয়েছিলাম! কিন্তু সে এ থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো সোনা ও রূপার পাত্রে পান করতে এবং রেশম ও দীবাজ (একপ্রকার রেশম) -এর কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, এতো তাদের জন্য (কাফিরদের জন্য) হল দুনিয়াতে আর তোমাদের জন্য হল আখিরাতে।

এ বিষয়ে উম্মু সালামা, বারা ও আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে কিছু পান করা নিষেধ।

١٨٨٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ

ﷺ نَهٰى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا فَقِيْلَ الْأَكْلُ ؟ قَالَ : ذَاكَ أَشَرُّ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

১৮৮৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।

জিজ্ঞাসা করা হল, আহার করা?

তিনি বললেন, এতো আরো খারাপ।

উক্ত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٨٨٦ـ حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِيْ ، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَرَوَى عِمْرَانُ بْنُ جَرِيْرٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِي الْبَزَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبُو الْبَزَرِيِّ اسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ عُطَارِدٍ ٠

১৮৮৬. আবুস সাইব সালম ইব্ন জুনাদা কূফী (র.).......ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে আমরা চলতে চলতে খেয়েছি এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও পান করেছি।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর – নাফি – ইব্ন উমার (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব। ইমরান ইব্ন জারীর এ হাদীছটিকে আবুল ইওযারী – ইব্ন উমার (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবুল ইউযারী (র.)-এর নাম হল ইয়াযীদ ইব্ন উতারিদ।

١٨٨٧ـ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ مُسْلِمٍ عَنِ الْجَارُوْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا ٠

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ ، وَهٰكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ مُسْلِمٍ عَنِ الْجَارُوْدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ أَبِيْ مُسْلِمٍ عَنِ الْجَارُوْدِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ ، وَالْجَارُوْدُ هُوَ ابْنُ الْمُعَلّٰى الْعَبْدِيُّ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ ، وَيُقَالُ الْجَارُوْدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَيْضًا ، وَالصَّحِيْحُ ابْنُ الْمُعَلّٰى ٠

১৮৮৭. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র.).......জারূদ ইবনুল মুআল্লা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।

এ বিষয়ে আবূ সাঈদ, আবূ হুরায়রা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি হাসান সাহীহ-গারীব। একাধিক রাবী এ হাদীছটিকে সাঈদ – কাতাদা – আবূ মুসলিম –

জারূদ – নবী ﷺ সূত্রে সদৃশ বর্ণনা করেছেন। কাতাদা – ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শিখ্খীর – আবূ মুসলিম – জারূদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিমের হারানো বস্তু জাহান্নামের দহনের কারন বলে বিবেচ্য।[১]

জারূদ ইবনুল মু' আল্লা (রা.) ইবনুল 'আলা বলে কথিত। কিন্তু সাহীহ্ হল ইবনুল মু' আল্লা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে পান করার অনুমতি প্রসঙ্গে।

১৮৮৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ وَمُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعْدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১৮৮৮. আহমাদ ইব্‌ন মানী (র.)........ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যমযমের পানি পান করেছেন।

এ বিষয়ে আলী, সা'দ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ও আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

১৮৮৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১৮৮৯. কুতায়বা (র.)........আমর ইব্‌ন শুআয়ব তৎপিতা তৎপিতামহ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দাঁড়িয়ে এবং বসে উভয় অবস্থায়ই পান করতে দেখেছি।

এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাত্রে কিছু পানের সময় শ্বাস ফেলা।

১৮৯০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَيُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا وَيَقُوْلُ : هُوَ أَمْرَأُ وَأَرْوَى .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسٍ ، وَرَوَى عَزْرَةُ بْنُ

---

১. অর্থাৎ, কেউ যদি কোন মুসলিমের হারানো জিনিষ পেয়ে তা ফেরত না দেয় বরং নিজেই তা মেরে দেয়, তবে তা জাহান্নামের শাস্তির কারণ বলে গণ্য হবে।

ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلاَثًا . حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلاَثًا .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১৮৯০. কুতায়বা ও ইউসুফ ইব্‌ন হাম্মাদ (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ নবী ﷺ পাত্রে কিছু পানের স . তিন বার শ্বাস নিতেন এ বলতেনঃ এ হল অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধক ও তৃপ্তিদায়ক।

এ হাদীছটি হাসান, হিশাম আদ-দাস্‌তাওয়াঈ এটিকে আবূ আসিম – আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আযরা ইব্‌ন ছাবিত (র.) এটিকে ছুমামা – আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ পাত্রে কিছু পানের সময় তিনবার শ্বাস নিতেন।

আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পাত্রে কিছু পান করার সময় তিনবার শ্বাস নিতেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٨٩١. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ سِنَانٍ الْجَزَرِيِّ عَنِ ابْنٍ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ تَشْرَبُوْا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيْرِ ، وَلٰكِنِ اشْرَبُوْا مَثْنَى وَثُلاَثَ ، وَسَمُّوْا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَيَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ الْجَزَرِيُّ هُوَ أَبُوْ فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ .

১৮৯১. আবূ কুরায়ব (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা কেউ উটের মত পান করবে না। বরং দুইবারে বা তিনবারে পান করবে। যখন পান করবে বিসমিল্লাহ বলবে আর যখন পান করে উঠবে তখন 'আল হামদুলিল্লাহ' বলবে।

এ হাদীছটি গারীব। ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান আন-জাযারী (র.) হলেন আবূ ফারওয়া আর-রুহাবী।

بَابُ مَا ذُكِرَ مِنَ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই শ্বাসে পান করা।

١٨٩٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ . حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ رِشْدِيْنَ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ رِشْدِيْنَ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ : وَسَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللّٰهِ

بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ رِشْدِيْنَ بْنِ كُرَيْبٍ قُلْتُ : هُوَ أَقْوَى أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ ؟ فَقَالَ مَا أَقْرَبَهُمَا وَرِشْدِيْنُ بْنُ كُرَيْبٍ أَرْجَحُهُمَا عِنْدِيْ . قَالَ : وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ هٰذَا فَقَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ أَرْجَحُ مِنْ رِشْدِيْنَ بْنِ كُرَيْبٍ ، وَالْقَوْلُ عِنْدِيْ مَاقَالَ أَبُوْ مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللّٰهِ : رِشْدِيْنُ بْنُ كُرَيْبٍ أَرْجَحُ وَأَكْبَرُ ، وَقَدْ أَدْرَكَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَرَآهُ وَهُمَا أَخَوَانِ وَعِنْدَهُمَا مَنَاكِيْرُ .

১৮৯২. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন পান করতেন তখন দুই বার শ্বাস নিতেন।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। রিশদীন ইব্‌ন কুরায়ব (র.) ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদির রহমান দারিমী (র.)-কে রিশদীন ইব্‌ন কুরায়ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলেছিলাম, রাবী হিসাবে রিশদীন বেশী শক্তিশালী না মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুরায়ব বেশী শক্তিশালী ? তিনি বললেন, এরা পরস্পর কতইনা কাছাকাছি। তবে আমাদের মতে উভয়ের মাঝে রিশদীন ইব্‌ন কুরায়ব (র.)-ই অগ্রগণ্য। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র.)-কেও এতদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, রিশদীন ইব্‌ন কুরায়ব (র.)-এর তুলনায় মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুরায়ব হল অধিকতর প্রাধান্যযোগ্য। আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদির রহমান দারিমী (র.)-এর মত আমারও অভিমত হল যে, এতদুভয়ের মাঝে রিশদীন ইব্‌ন কুরায়ব (র.)-ই অধিক অগ্রগণ্য ও শ্রেষ্ঠতর। তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর যুগ পেয়েছেন এবং তাঁকে দেখেছেন। এঁরা পরস্পর ভাই ভাই, তাঁদের নিকট অনেক মুনকার রিওয়ায়াত রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ পানীয় বস্তুতে ফুঁক দেওয়া মাকরূহ্।

١٨٩٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ . أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوْبَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمُثَنَّى الْجُهَنِيَّ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ النَّفْخِ فِي الشُّرْبِ . فَقَالَ رَجُلٌ : الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ ؟ قَالَ اهْرِقْهَا . قَالَ : فَإِنِّيْ لَا أَرْوٰى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ فَأَبِنِ الْقَدَحَ إِذَنْ عَنْ فِيْكَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৮৯৩. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র.)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পানীয় বস্তুতে ফুঁকতে নিষেধ করেছেন। জনৈক ব্যক্তি বলল, পাত্রে আবর্জনার মত পরিলক্ষিত হলে ? তিনি বললেন, তা ঢেলে ফেলে দাও। লোকটি বলল, আমি তো এক শ্বাসে পান করে তৃপ্তি পাইনা। তিনি বললেন, তা হলে তোমার মুখ থেকে পানির পেয়ালাটি সরিয়ে নিবে (এবং শ্বাস ফেলবে)।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্

١٨٩٤. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِى الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيْهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৮৯৪. ইব্‌ন আবূ উমার (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পাত্রে শ্বাস ফেলতে বা তাতে ফুঁকতে নিষেধ করেছেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ التَّنَفُّسِ فِى الْإِنَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাত্রে শ্বাস ফেলা মাকরূহ।

١٨٩٥. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ . حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِى الْإِنَاءِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৮৯৫. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.).......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ কাতাদা তার পিতা আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন পানি পান করবে তখন পাত্রে শ্বাস ফেলবে না।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّهْيِ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মশকের মুখ উলটে ধরে তা থেকে পানি পান করা নিষিদ্ধ।

١٨٩٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رِوَايَةً أَنَّهُ نُهِيَ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৮৯৬. কুতায়বা (র.)......আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মশকের মুখ উলটে ধরে তা থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

এ বিষয়ে জাবির, ইব্‌ন আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ উক্ত বিষয়ে অবকাশ প্রসঙ্গে।

١٨٩٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُنَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ إِلَى قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَخَنَثَهَا ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيهَا .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَلَا أَدْرِي سَمِعَ مِنْ عِيسَى أَمْ لَا ؟

১৮৯৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র.).....ঈসা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনায়স তার পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনায়স (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি একটি ঝুলন্ত মশকের দিকে উঠে গেলেন, সেটির মুখ উলটে ধরে এর মুখ থেকে পান করলেন।

এই বিষয়ে উম্মু সুলায়ম (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটির সনদ সাহীহ নয়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (র.) স্মরণ শক্তির দিক থেকে যঈফ বলে বিবেচিত। তিনি ঈসা (র.) থেকে শুনেছেন কিনা আমি জানি না।

١٨٩٨. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ جَدَّتِهِ كَبْشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَشَرِبَ مِنْ فِيْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ . وَيَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ هُوَ أَخُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ وَهُوَ أَقْدَمُ مِنْهُ مَوْتًا .

১৮৯৮. ইব্ন আবূ উমার (র.).......কাবশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার আমার কাছে এলেন, তিনি দাঁড়িয়ে একটি ঝুলন্ত মশকের মুখ থেকে পানি পান করলেন। পরে আমি উঠে গিয়ে এর মুখটি কেটে রেখে দিলাম।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব।ইয়াযীদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন জাবির (র.) হলেন আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন জাবির (র.)-এর ভাই, তিনি তার পূর্বে মারা যান।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَيْمَنِيْنَ أَحَقُّ بِالشُّرَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ ডান দিকে অবস্থানকারীরাই পান করার অধিক হকদার।

١٨٩٩. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ : وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ

وَقَالَ الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ ·

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৮৯৯. আনসারী (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কিছু পানি মিশ্রিত দুধ আনা হল। তাঁর ডান পাশে ছিল একজন বেদুঈন আর বাম পাশে ছিলেন আবূ বাকর (রা.)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা পান করে ঐ বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন, ডান পাশে অবস্থানকারীরাই ক্রমান্বয়ে অধিকারী।

এ বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, সাহল ইব্ন সা'দ, ইব্ন উমার, আবদুল্লাহ ইব্ন বুসর (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا

অনুচ্ছেদ ঃ কোন দলের পানীয় পরিবেশনকারী নিজে সবার শেষে পান করবে।

١٩٠٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا ·

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِيْ أَوْفَى ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৯০০. কুতায়বা (র.)........আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কোন দলের পানীয় পরিবেশনকারী নিজে সবার শেষে পান করবে।

এ বিষয়ে ইব্ন আবূ আওফা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্

بَابُ مَا جَاءَ أَيُّ الشَّرَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ পানীয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে অধিক প্রিয় ছিল ?

١٩٠١. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْحُلْوَ الْبَارِدَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ مِثْلَ هٰذَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَالصَّحِيْحُ مَا رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً ·

১৯০১. ইব্‌ন আবূ 'উমার (র.).......'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে অধিক প্রিয় পানীয় ছিল ঠান্ডা মিষ্টি শরবত।

একাধিক রাবী ইব্‌ন 'উয়ায়না (র.) থেকে মা'মার-যুহ্‌রী-'উরওয়া-'আইশা (রা.) সূত্রে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সাহীহ্ হল যে রিওয়ায়াতটি ইমাম যুহ্‌রী (র.) নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

١٩٠٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ أَىُّ الشَّرَابِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : الْحُلْوُ الْبَارِدُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰكَذَا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً ، وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ .

১৯০২. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক-মা'মার ও ইউনুস - যুহ্‌রী (র.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সবচেয়ে ভাল পানীয় কোন্‌টি? তিনি বললেন, ঠান্ডা মিষ্টি শরবত।

আবদুর রায্‌যাক (র.)ও মা'মার -যুহ্‌রী- নবী ﷺ সূত্রে মুরসাল রূপে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটি ইব্‌ন উয়ায়না (র.)-এর রিওয়ায়াত অপেক্ষা সাহীহ্।

أَبْوَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

অধ্যায় ঃ সৎ ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

সৎ ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতার সঙ্গে সৎব্যবহার।

١٩٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبَرُّ ؟ قَالَ أُمَّكَ ، قَالَ قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ أُمَّكَ ، قَالَ قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ أُمَّكَ ، قَالَ قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَعَائِشَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَبَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ : هُوَ أَبُو مُعَاوِيَةَ بْنُ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَرَوَى عَنْهُ مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ .

১৯০৩. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).......বাহ্য ইব্ন হাকীম তার পিতা পিতামহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, কার সঙ্গে আমি সৎ ব্যবহার করব? তিনি বললেনঃ তোমার মার সঙ্গে। আমি বললামঃ এরপর কার সঙ্গে? তিনি বললেনঃ তোমার মার সঙ্গে। আমি বললামঃ পরে কার সঙ্গে? তিনি বললেনঃ তোমার মার সঙ্গে। আমি বললামঃ পরে কার সঙ্গে? তিনি বললেনঃ তার পর তোমার পিতার সঙ্গে, এরপর নিকটতম আত্মীয়কে ক্রমান্বয়ে।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর। 'আইশা ও আবুদ দারদা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

বাহয ইব্ন হাকীম (র.) হলেন বাহ্য ইব্ন হাকীম ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন হায়দা কুশায়রী (র.)। এ হাদীছটি হাসান। শু'বা (র.) বাহয ইব্ন হাকীমের সমালোচনা করেছেন। হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে তিনি ছিকা বা

নির্ভরযোগ্য। তাঁর নিকট থেকে মা'মার, সুফইয়ান ছাওরী, হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা প্রমুখ হাদীছ বিশেষজ্ঞ ইমামগণ হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

١٩٠٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : اَلصَّلَاةُ لِمِيْقَاتِهَا ، قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ سَكَتَ عَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِيْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَأَبُوْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ إِيَاسٍ وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، رَوَاهُ الشَّيْبَانِيُّ وَشُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ . وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ .

১৯০৪. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র.)......ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ সবচেয়ে ফযীলতের আমল কোনটি ? তিনি বললেনঃ যথা সময়ে সালাত আদায় করা। আমি বললামঃ এরপর কোনটি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ? তিনি বললেনঃ পিতা মাতার সঙ্গে সৎ ব্যবহার করা। আমি বললামঃ তারপর কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ? তিনি বললেনঃ আল্লাহর পথে জেহাদ করা। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুপ করে গেলেন। আমি যদি আরো জানতে চাইতাম তবে তিনি অবশ্যই আমাকে আরো জানাতেন।

আবূ 'আমর শায়বানী (র.)-এর নাম হল সা'দ ইব্‌ন ইয়াস।এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। শায়বানী, শু'বা (র.) এবং আরো একাধিক রাবী এটিকে ওয়ালীদ ইব্‌ন আয়যার (র.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন এটি একাধিকভাবে আবূ আমর শায়বানী ইব্‌ন মাসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الْفَضْلِ فِيْ رِضَا الْوَالِدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতার সন্তুষ্টির ফযীলত।

١٩٠٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رِضَى الرَّبِّ فِيْ رِضَى الْوَالِدِ ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَهٰذَا أَصَحُّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰكَذَا رَوَى أَصْحَابُ شُعْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو مَوْقُوْفًا وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثِقَةٌ مَأْمُوْنٌ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى يَقُوْلُ : مَارَأَيْتُ بِالْبَصْرَةِ مِثْلَ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَلاَ بِالْكُوْفَةِ مِثْلَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ إِدْرِيْسَ ۔

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ۔

১৯০৫. আবূ হাফস 'আমর ইব্‌ন আলী (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জন্মদাতার সন্তুষ্টিতে পরওয়ারদিগারের সন্তুষ্টি আর জন্মদাতার অসন্তুষ্টিতে পরওয়ারদিগারের অসন্তুষ্টি।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা.) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। তবে এটি মারফূ' নয়। এটিই অধিকতর সাহীহ্।

শু'বা (র.)-এর শাগরিদগণও শু'বা – ইয়ালা ইব্‌ন 'আতা তার পিতা আতা – আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা.) সূত্রে অনুরূপভাবে এটিকে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। শু'বা (র.) থেকে খালিদ ইব্‌ন হারিছ ব্যতীত আর কেউ এটিকে মারফূ'রূপে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নাই। খালিদ ইব্‌ন হারিছ অবশ্য রাবী হিসাবে নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, বসরায় খালিদ ইব্‌ন হারিছের মত কাউকে আমি দেখিনি এবং কূফায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইদরীসের মতও কাউকে আমি দেখিনি।

এ বিষয়ে ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٩٠٦. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ لِى امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّىْ تَأْمُرُنِىْ بِطَلاَقِهَا ، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذٰلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِىْ عُمَرَ : رُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ إِنَّ أُمِّىْ ، وَرُبَّمَا قَالَ أَبِىْ ۔

وَهٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ، وَأَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَبِيْبٍ ۔

১৯০৬. ইব্‌ন আবূ 'উমার (র.).......আবুদ-দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার তাঁর কাছে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, আমার এক স্ত্রী আছে। কিন্তু আমার মা তাকে তালাক দিয়ে দিতে আমাকে বলছে।

আবুদ-দারদা (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, জন্মদাতা হলেন জান্নাতের সর্বোত্তম দ্বার। এখন তুমি ইচ্ছা করলে এ দরজা নষ্টও করতে পার কিংবা হেফাজতও করতে পার।

সুফইয়ান তাঁর বর্ণনায় কখনও আমার মা.......কখনও কখনও আমার পিতা.......উল্লেখ করেছেন।

এ হাদীছটি সাহীহ্। আবূ আবদুর রহমান সুলামী (র.)-এর নাম হল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাবীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ পিতা–মাতার নাফরমানী।

١٩٠٧. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ . حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قَالُوْا : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ . قَالَ : وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ : وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ أَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ ، فَمَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَأَبُوْ بَكْرَةَ اسْمُهُ نُفَيْعُ بْنُ الْحَارِثِ .

১৯০৭. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র.) ......আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাকরা তার পিতা আবূ বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহগুলো সম্পর্কে তোমাদের কি বলব না ? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ !

তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা, পিতা–মাতার নাফরমানী করা।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ টেক লাগানো অবস্থায় ছিলেন।কিন্তু তিনি সোজা হয়ে বসে গেলেন এবং বললেন, আর হল মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান কিংবা তিনি বলেছেন, মিথ্যা উক্তি। তিনি এটিকে বার বার এমনভাবে বলতে লাগলেন যে, আমরা ভাবছিলাম, আহা, তিনি যদি চুপ করতেন!

এ বিষয়ে আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান–সাহীহ।আবূ বাকরা (রা.) -এর নাম হল নুফায় ইবনুল–হারিছ।

١٩٠٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتُمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ، قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَشْتُمُ أَبَاهُ وَيَشْتُمُ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৯০৮. কুতায়বা (র.).........আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ পিতামাতাকে গালীগালাজ করা কবীরা গুনাহ। সাহাবীরা বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ কোন ব্যক্তি কি তার পিতামাতাকে গালীগালাজ করতে পারে? তিনি বললেনঃ তা, কেউ অন্যের পিতাকে গালি দিল ফলে সে তার পিতাকেও গালি দিল; কেউ কারোর মাকে গালি দিল তখন সেও তার মাকেও গালি দিল।

এ হাদীছটি হাসান–সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِكْرَامِ صَدِيْقِ الْوَالِدِ

অনুচ্ছেদ : পিতার বন্ধুকেও সম্মান প্রদর্শন করা।

١٩٠٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ . أَخْبَرَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ أُسَيْدٍ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى : هٰذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .

১৯০৯. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র.).......ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, শ্রেষ্ঠ সৎ ব্যবহার হল পিতার বন্ধুদের সঙ্গেও সৎ ব্যবহার করা।

এ বিষয়ে আবূ আসীদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটির সনদ সাহীহ্। এ হাদীছটি ইব্‌ন ' উমার (রা.)-এর বরাতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بِرِّ الْخَالَةِ

অনুচ্ছেদ : খালার সঙ্গে সদ্ব্যবহার।

١٩١٠. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ إِسْرَائِيْلَ قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَهُوَ ابْنُ مَدُّوْيَهِ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ إِسْرَائِيْلَ وَاللَّفْظُ لِحَدِيْثِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ، وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْمًا فَهَلْ لِيْ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ لاَ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِرَّهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ .

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ هُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ هُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ .

১৯১০. সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র.).......বারা ইব্‌ন 'আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, খালা হল মায়ের স্থানে।

হাদীছটিতে দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে।

এ হাদীছটি সাহীহ্।

আবূ কুরায়ব (র.)........ ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এক মহাপাপ করে ফেলেছি, আমার কি কোন তওবা আছে ? তিনি বললেন, তোমার মা আছেন কি ? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, তোমার কি খালা আছেন ? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।

এ বিষয়ে আলী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্ন আবূ 'উমার (র.) ......আবূ বাকর ইব্ন হাফস (রা.) সূত্রেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে এতে ইব্ন 'উমার (রা.)-এর উল্লেখ করা হয় নি। এটি আবূ মুআবিয়া (র.)-এর রিওয়ায়াত (১৯১০) অপেক্ষা অধিকতর সাহীহ্। আবূ বাকর ইব্ন হাফস (র.) হলেন, ইব্ন 'উমার ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ الْوَالِدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতার দু'আ।

١٩١١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيْهِنَّ ، دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَقَدْ رَوَى الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ نَحْوَ حَدِيْثِ هِشَامٍ وَأَبُوْ جَعْفَرٍ الَّذِيْ رَوَى عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، يُقَالُ لَهُ أَبُوْ جَعْفَرٍ الْمُؤَذِّنُ ، وَلَا نَعْرِفُ اسْمَهُ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ غَيْرَ حَدِيْثٍ .

১৯১১. আলী ইব্ন হুজর (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তিনটি দু'আ এমন যেগুলো অবশ্যই কবূল করা হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই! মজলুমের দু'আ, মুসাফিরের দু'আ, পিতার দু'আ তার সন্তানের উপর।

হাজ্জাজ আস্-সাওওয়াফ (র.) এ হাদীছটিকে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাছীর (র.) থেকে হিশামের রিওয়ায়াতের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। যে আবূ জা'ফার (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীছ রিওয়ায়াত করে থাকেন তাঁকে আবূ জা'ফার আল-মুআযযিন বলা হয়। তাঁর নাম সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। তাঁর বরাতে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাছীর (র.)ও একাধিক হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْوَالِدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতার হক।

١٩١٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى . أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ

قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ يَجْزِىْ وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِىْ صَالِحٍ ، وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِىْ صَالِحٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ .

১৯১২. আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মূসা (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পিতাকে ক্রীতদাস হিসাবে পেলে তাকে ক্রয় করে স্বাধীন করে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায়েই সন্তান তার পিতার হক আদায় করতে পারবে না।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। সুহায়ল ইবন আবূ সালিহ্-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবহিত নই। সুফইয়ান ছাওরী প্রমুখ (র.) এই হাদীছটিকে সুহায়ল (র.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।

١٩١٣ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ عُمَرَ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِىُّ قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ : اشْتَكَى أَبُو الرَّدَّادِ اللَّيْثِىُّ فَعَادَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ خَيْرُهُمْ وَأَوْصَلُهُمْ مَا عَلِمْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ أَنَا اللّٰهُ وَأَنَا الرَّحْمٰنُ ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِىْ ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَابْنِ أَبِىْ أَوْفَى وَعَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ . وَرَوَى مَعْمَرٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ رَدَّادٍ اللَّيْثِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَمَعْمَرٍ ، كَذَا يَقُوْلُ قَالَ مُحَمَّدٌ ، وَحَدِيْثُ مَعْمَرٍ خَطَأٌ .

১৯১৩. ইবন আবূ 'উমার ও সাঈদ ইবন আবদুর রহমান মাখযূমী (র.)........আবূ সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবুদ দারদা (রা.) অসুস্থ হলে আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.) তাঁকে দেখতে আসেন। তখন আবুদ দারদা (রা.) বললেন, আমার জানা মতে আবূ মুহাম্মাদ (আবদুর রহমান ইবন আওফ) হলেন সবার শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বেশী আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, আমিই আল্লাহ্, আমিই রহমান। আমি আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম (রাহমান) থেকে এর নাম (রাহিম) উদগত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখবে আমিও তার সাথে আমার সম্পর্ক ঠিক রাখব আর যে ব্যক্তি তা ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলব।

এ বিষয়ে আবূ সাঈদ, ইবন আবূ আওফা, আমির ইবন রাবী'আ, আবূ হুরায়রা, জুবায়র ইবন মুত'ইম (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

সুফইয়ান – যুহরী (র.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি সাহীহ্। মা'মার (র.) এ হাদীছটিকে যুহরী– আবূ সালামা – রাদ্দাদ লায়ছী – আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ বুখারী (র.) বলেন, মা'মার বর্ণিত রিওয়ায়াতটি ভুল।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা।

١٩١٤. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا بَشِيرٌ أَبُو إِسْمَاعِيلَ وَفِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلْمَانَ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .

১৯১৪. ইব্ন আবূ উমার (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, বদলার মনোভাব নিয়ে সম্পর্ক রক্ষাকারী প্রকৃত পক্ষে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী নয়। প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী হল সে ব্যক্তি যে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সে নিজে তা রক্ষা করে।

এ হাদীছটি হাসান সাহীহ্।

এ বিষয়ে সালমান, আইশা ও আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٩١٥. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ . قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১৯১৫. ইব্ন আবূ উমার, নাসর ইব্ন আলী ও সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান মাখযূমী (র.)......জুবাইর ইব্ন মুত'ইম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সুফইয়ান (র.) বলেছেন অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী।

এ হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي حُبِّ الْوَلَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানের ভালবাসা।

١٩١٦. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي سُوَيْدٍ يَقُولُ :

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَقُوْلُ : زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيْمٍ ، قَالَتْ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُحْتَضِنٌ أَحَدَ ابْنَيِ ابْنَتِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ : إِنَّكُمْ لَتُبَخِّلُوْنَ وَتُجَبِّنُوْنَ وَتُجَهِّلُوْنَ ، وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللّٰهِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِهِ ، وَلاَ نَعْرِفُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ سَمَاعًا مِنْ خَوْلَةَ .

১৯১৬. ইব্‌ন আবূ উমার (র.)........খাওলা বিনত হাকীম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর দৌহিত্রের একজনকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। তিনি তখন বলছিলেন, তোমরাই কৃপণতা, ভীরুতা ও অজ্ঞতার কারণ হও। তোমরা তো হলে আল্লাহ্‌র সুগন্ধময় ফুল।

এ বিষয়ে ইব্‌ন 'উমার ও আশআছ ইব্‌ন কায়স (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইবরাহীম ইব্‌ন মায়সারা (র.) সূত্রে বর্ণিত ইব্‌ন উয়ায়না (র.)-এর রিওয়ায়াতটি তাঁর সূত্র ছাড়া অন্য কোন ভাবে বর্ণিত আছে বলে আমরা অবহিত নই। 'উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.) সরাসরি খাওলা (রা.) থেকে হাদীছ শুনেছেন বলে আমরা জানি না।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَحْمَةِ الْوَلَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানের প্রতি দয়া।

١٩١٧. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : أَبْصَرَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ . قَالَ ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ الْحُسَيْنَ أَوِ الْحَسَنَ . فَقَالَ إِنَّ لِيْ مِنَ الْوَلَدِ عَشَرَةً مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَأَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৯১৭. ইব্‌ন আবূ উমার ও সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আকরা' ইব্‌ন হাবিস (রা.) নবী ﷺ-কে দেখলেন হাসান (রা.)-কে চুমু খেতে ইব্‌ন আবূ 'উমার তার বর্ণনায় বলেন, হাসান কিংবা হুসায়নকে। তিনি বললেন, আমার তো দশটি সন্তান রয়েছে অথচ

এদের কাউকে কোনদিন চুমু খাইনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি দয়া প্রদর্শন করে না তাকেও দয়া প্রদর্শন করা হয় না।

এ বিষয়ে আনাস, আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র.)-এর নাম হল আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ

অনুচ্ছেদ : কন্যা ও বোনদের জন্য ব্যয় করা।

١٩١٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَيَكُوْنُ لأَحَدِكُمْ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ هُوَ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ وُهَيْبٍ ، وَقَدْ زَادُوْا فِيْ هٰذَا الإِسْنَادِ رَجُلاً .

১৯১৮. কুতায়বা (র.)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যার তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন থাকে সে যদি তাদের সাথে সবসময় সদয় ব্যবহার করে তবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এ বিষয়ে 'আইশা, উকবা ইব্ন 'আমির, আনাস, জাবির ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর নাম হল সাদ ইব্ন মালিক ইব্ন সিনান। আর সাদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হলেন সাদ ইব্ন মালিক ইব্ন উহায়ব। কোন কোন বর্ণনাকারী এ সনদে একজন রাবী বৃদ্ধি করেছেন।

١٩١٩. حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১৯১৯. 'আলা ইব্ন মাসলামা (র.).........'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মেয়ে দিয়ে যাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়, সে যদি তাদের বিষয়ে ধৈর্যধারন করে তবে তারাই তার জন্য জাহান্নামের পথে পর্দা (বাঁধা) হয়ে দাঁড়াবে।

এ হাদীছটি হাসান।

١٩٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيْرٍ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ هُوَ الطَّنَافِسِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الرَّاسِبِيُّ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ ،

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى . هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ،

১৯২০. মুহাম্মাদ ইবন ওয়াযীর আল-ওয়াসিতী (র.)...... আবূ বাকর ইবন 'উবায়দিল্লাহ ইবন আনাস ইবন মালিক (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দুটো মেয়ে সন্তান লালন-পালন করবে সে আর আমি এ ভাবে পাশাপাশি জান্নাতে প্রবেশ করব।এরপর তিনি দুটো আঙ্গুল ইশারা করে দেখালেন।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

١٩٢١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلَتْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِيْ شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ ،

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ،

১৯২১. আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ জনৈক মহিলা একদার আমার কাছে এল, তার সঙ্গে তার দু'মেয়ে ছিল, মহিলাটি আমার কাছে কিছু চাইল, কিন্তু একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই আমার কাছে ছিল না। আমি সেটাই তাকে দিয়ে দিলাম। সে তার দু' মেয়ের মাঝে সেটি ভাগ করে দিল, নিজে কিছুই খেল না। এরপর বেরিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলে আমি তাকে ঘটনা বললাম। নবী ﷺ বললেন ঃ যে ব্যক্তিকে মেয়েদের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয় তারা তার জন্য জাহান্নামের পথে পর্দা হয়ে দাঁড়াবে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

١٩٢٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ بَشِيْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْأَعْشَى عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللهَ فِيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ ،

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ غَيْرَ حَدِيْثٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ،

وَقَالَ : عَنِ ابْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ ، وَالصَّحِيْحُ هُوَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ ،

১৯২২. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র.)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যার তিনটি মেয়ে কিংবা তিনটি বোন থাকে অথবা দুইটি মেয়ে কিংবা দুইটি বোন থাকে সে যদি তাদের সাথে সবসময় সদয় ব্যবহার করে এবং তাদের বিষয়ে আল্লাহ্‌কে ভয় করে তবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত।

এ হাদীছটি গারীব। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.) থেকে উক্ত সনদে মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ (র.) একাধিক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি আবূ বাকর ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আনাস (র.) বলে উল্লেখ করছেন। কিন্তু সাহীহ্ হল উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বাকর ইব্‌ন আনাস।

بَابُ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ الْيَتِيمِ وَكَفَالَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও তার দায়িত্ব নেওয়া।

١٩٢٣. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ . حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ إِلاَّ أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لاَ يُغْفَرُ لَهُ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ مُرَّةَ الْفِهْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : وَحَنَشٌ هُوَ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ وَهُوَ أَبُوْ عَلِيٍّ الرَّحَبِيُّ ، وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ يَقُوْلُ حَنَشٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

১৯২৩. সাঈদ ইব্‌ন ইয়াকূব তালিকানী (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলিমদের মাঝে কোন ইয়াতীমকে এনে স্বীয় খাদ্যে ও পানীয়তে শরীক করে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাকে জান্নাতে দাখেল করাবেন যদি না সে এমন কোন গুনাহ করে যা ক্ষমাযোগ্য নয়।

এ বিষয়ে মুররা ফিহ্‌রী, আবূ হুরায়রা, আবূ উমামা ও সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। হানাশ হলেন, হুসায়ন ইব্‌ন কায়স, আর তিনিই হচ্ছেন আবূ আলী রাহবী। সুলায়মান তায়মী (র.) বলেন, হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে হানাশ যঈফ।

١٩٢٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الْمَكِّيُّ الْقُرَشِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১৯২৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইমরান আবুল কাসিম মাক্কী কুরাশী (র.)......সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি এবং ইয়াতীমের দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে এত পাশাপাশি থাকব। এ বলে তিনি তাঁর দুই অঙ্গুলী অর্থাৎ মধ্যমা এবং তর্জনী ইশারা করে দেখালেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَحْمَةِ الصِّبْيَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের প্রতি দয়া।

١٩٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ زَرْبِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : جَاءَ شَيْخٌ يُرِيْدُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسِّعُوْا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ أُمَامَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَزَرْبِيٌّ لَهُ أَحَادِيْثُ مَنَاكِيْرُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ .

১৯২৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মারযূক বাসরী (র.)......যারবী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ -এর কাছে আসার উদ্দেশ্যে এক বৃদ্ধ এল। কিন্তু উপস্থিত লোকজন তাকে পথ করে দিতে দেরী করে। তখন নবী ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের দয়া করে না আর বড়দের শ্রদ্ধা করে না সে আমাদের নয়।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর, আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন আব্বাস, আবূ উমামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি গারীব। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) এবং অন্যান্যদের থেকেও যারবীর অনেক মুনকার হাদীছ রয়েছে।

١٩٢٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيْرِنَا . حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا .

১৯২৬. আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবান (র.).......আমর ইব্‌ন শুআয়ব তার পিতা তার পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সে ব্যক্তি আমাদের নয় যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের মর্যাদার জ্ঞান রাখে না।

হান্নাদ (র.).......মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি বলেছেন, "বড়দের অধিকার"-এর জ্ঞান রাখেনা।

١٩٢٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا ، وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَحَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ أَيْضًا . قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : لَيْسَ مِنَّا ، يَقُوْلُ لَيْسَ مِنْ سُنَّتِنَا لَيْسَ مِنْ أَدَبِنَا . وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يُنْكِرُ هٰذَا التَّفْسِيْرَ لَيْسَ مِنَّا يَقُوْلُ لَيْسَ مِنْ مِلَّتِنَا .

১৯২৭. আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইব্ন আবান (র.).......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সে ব্যক্তি আমাদের নয় যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের শ্রদ্ধা করেনা এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে না।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।আর মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক - আমার ইব্ন শুআয়ব (র.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) থেকে অন্য সূত্রেও এটি বর্ণিত আছে।

কতক আলিম বলেন, নবী ﷺ-এর বক্তব্য 'আমাদের নয়'-এর মর্ম হল 'আমাদের তরীকা ও সুন্নাতের উপর নয়' ; এ আমাদের শিষ্টাচার থেকে নয়।' ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র.) বলেন, আমাদের নয় অর্থ আমাদের মত নয় - এই ভাষ্য সুফইয়ান ছাওরী (র.) প্রত্যাখ্যান করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَحْمَةِ الْمُسْلِمِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের প্রতি দয়া।

١٩٢٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ . حَدَّثَنَا قَيْسٌ . حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو .

১৯২৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).........জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শণ করে না আল্লাহ্ও তার উপর রহম করেন না।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্

এই বিষয়ে আবদুর রহমান ইব্ন আওফ, আবূ সাঈদ, ইব্ন উমার, আবূ হুরায়রা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٩٢٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ : كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ مَنْصُوْرٌ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ ، سَمِعَ أَبَا عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ : لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ .

قَالَ وَأَبُوْ عُثْمَانَ الَّذِيْ رَوَى عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ لاَ يُعْرَفُ اسْمُهُ ، وَيُقَالُ هُوَ وَالِدُ مُوْسَى بْنِ أَبِيْ عُثْمَانَ الَّذِيْ رَوَى عَنْهُ أَبُو الزِّنَادِ وَقَدْ رَوَى أَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ حَدِيْثٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১৯২৯. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম ﷺ -কে বলতে শুনেছিঃ বদবখত ছাড়া কারো থেকে দয়া ছিনিয়ে নেওয়া হয় না।

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা কারী আবূ উছমান (র.)-এর নাম আমাদের জানা নেই কথিত আছে যে, তিনি হলেন মূসা ইব্ন আবূ উছমানের পিতা, যার সূত্রে আবুয্-যিনাদ (র.)ও রিওয়ায়াত করেছেন। আবুযযিনাদ (র.) মূসা ইব্ন আবূ উছমান তার পিতা আবূ উছমান আবূ হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ সূত্রে একাধিক হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীছটি হাসান।

١٩٣٠. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْ قَابُوْسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ ، ارْحَمُوْا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ، الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৯৩০. ইব্ন আবূ 'উমার (র.)......আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ রহমশীলদের প্রতি রহমান রহম করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি রহম করবে তা হলে আকাশবাসী তোমাদের উপর রহম করবেন। রাহেম হল রাহমান শব্দ থেকে উদগত। যে ব্যক্তি রেহেমের বন্ধন মিলাবে আল্লাহ তার সঙ্গে সম্পর্কে রাখবেন আর যে ব্যক্তি রেহেমের বন্ধন ছিন্ন করবে আল্লাহও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّصِيْحَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ হিত কামনা।

١٩٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ

جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ·

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৯৩১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে আমি বায়'আত হয়েছি, সালাত কায়েম করতে, যাকাত প্রদান করতে এবং প্রত্যেক মুসলিমের হিত কামনা করতে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

١٩٣٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ثَلَاثَ مِرَارٍ . قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِمَنْ ؟ قَالَ : لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَتَمِيْمٍ الدَّارِيِّ وَجَرِيْرٍ وَحَكِيْمِ بْنِ أَبِيْ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْهِ وَثَوْبَانَ ·

১৯৩২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেনঃ দীন হল হিত কামনার নাম। এ কথা তিনি তিনবার বললেন।

সাহাবীগণ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌, কার হিত কামনা? তিনি বললেনঃ আল্লাহর, তাঁর কিতাবের, মুসলিম প্রধানগণের এবং সাধারণ সকলের।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে ইব্‌ন 'উমার, তামীম দারী, জারীর, হাকীম ইব্‌ন আবূ ইয়াযীদ তার পিতা আবূ ইয়াযীদ ও ছাওবান (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شَفَقَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ এক মুসলিমের জন্য আরেক মুসলিমের সহমর্মিতা।

١٩٣٣ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ . حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُوْنُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ ، التَّقْوٰى هٰهُنَا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ·

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِى أَيُّوبَ ٠

১৯৩৩. 'উবায়দ ইব্‌ন আসবাত ইব্‌ন মুহাম্মাদ কুরাশী (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন. মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার খিয়ানত করবে না, তার বিষয়ে মিথ্যা বলবে না, তাকে অপমান হতে দিবে না। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের সম্মান, সম্পদ ও রক্ত হারাম। তাকাওয়া হল এখানে (অন্তরে)। কোন ব্যক্তির মন্দতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে সে তার মুসলিম ভাইকে হেয় দৃষ্টিতে দেখবে।

এ হাদীছটি হাসান–গারীব।

এ বিষয়ে আলী ও আবূ আয়্যূব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٩٣٤ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

১৯৩৪. হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল প্রমুখ (র.).......আবূ মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এক মু'মিন আরেক মু'মিনের জন্য 'ইমারতের ন্যায় একটি ইট আরেকটিকে শক্তি যুগিয়ে থাকে।

এ হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

١٩٣٥ . حَدَّثَنِىْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ٠ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ٠ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيْهِ ، فَإِنْ رَأَى بِهِ أَذًى فَلْيُمِطْهُ عَنْهُ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَيَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ضَعَّفَهُ شُعْبَةُ ٠

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ ٠

১৯৩৫. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা একজন তার ভাইয়ের জন্য আয়না স্বরূপ। তার মাঝে যদি সে কোন দাগ দেখতে পায় তবে যেন তা দূর করে দেয়।

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (র.)–কে শু'বা (র.) যঈফ বলেছেন।

এ বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى السَّتْرَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসলিমদের দোষ গোপন করা।

١٩٣٦ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِىُّ . حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ

أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِى الدُّنْيَا يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِى الدُّنْيَا سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ أَخِيْهِ ٠

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى أَبُوْ عَوَانَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ حُدِّثْتُ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ ٠

১৯৩৬. উবায়দ ইব্‌ন আসবাত ইব্‌ন মুহাম্মাদ কুরাশী (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের পার্থিব বিপদ-আপদের একটিও দূর করবে তার কিয়ামতের দিনের বিপদ আল্লাহ্ তা'আলা দূর করে দিবেন; যে ব্যক্তি কোন অসচ্ছল ব্যক্তির সংকট আসান করে দিবে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার সংকটসমূহ আসান করে দিবেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ তার বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে।

এ বিষয়ে ইব্‌ন উমার ও উকবা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আবূ আওয়ানা প্রমুখ (র.) এ হাদীছটিকে আ'মাশ - আবূ সালিহ - আবূ হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ সনদে حُدِّثْتُ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ বাক্যটি তারা উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الذَّبِّ عَنْ عِرْضِ الْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসলিমের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করা।

١٩٣٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِىْ بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ عَنْ مَرْزُوْقٍ أَبِىْ بَكْرٍ التَّيْمِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ رَدَّ اللّٰهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٠

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ٠

১৯৩৭. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র.)......আবূদ দারদা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানের উপর আক্রমণকে প্রতিরোধ করে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তার চেহারা থেকে জাহান্নামের আগুন রোধ করবেন।

এ বিষয়ে আসমা বিন্ত ইয়াযীদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।
উক্ত হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْهَجْرِ لِلْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ এক মুসলিমের আরেক মুসলিমের সম্পর্কচ্ছেদ করা নিষিদ্ধ।

١٩٣٨. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ح قَالَ : وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هٰذَا وَيَصُدُّ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَنَسٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَهِشَامِ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِيْ هِنْدٍ الدَّارِيِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৯৩৮. ইব্‌ন আবূ 'উমার (র.)......আবূ আয়্যূব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তিন দিনের বেশী কোন মুসলিম ভাইকে সম্পর্কচ্ছেদ করা কোন মুসলিমের জন্য হালাল নয়। দুইজনের সাক্ষাত হয় অথচ একজন এদিকে ফিরে যায় অপর জন আরেক দিকে ফিরে যায়। এতদুভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল সেই ব্যক্তি যে জন প্রথমে সালাম করে।

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ, আনাস, আবূ হুরায়রা, হিশাম ইব্‌ন আমির, আবূ হিন্দ দারী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مُوَاسَاةِ الْأَخِ

অনুচ্ছেদ ঃ ভাইয়ের প্রতি সমবেদনা।

١٩٣٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِيْنَةَ آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ . فَقَالَ لَهُ : هَلُمَّ أُقَاسِمْكَ مَالِيْ نِصْفَيْنِ ، وَلِي امْرَأَتَانِ فَأُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا . فَقَالَ : بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ ، دُلُّوْنِيْ عَلَى السُّوْقِ فَدَلُّوْهُ عَلَى السُّوْقِ ، فَمَا رَجَعَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ قَدِ اسْتَفْضَلَهُ فَرَآهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ . فَقَالَ مَهْيَمْ ؟ قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : فَمَا أَصْدَقْتَهَا ؟ قَالَ : نَوَاةً قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ قَالَ : وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَزْنُ ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ وَثُلُثٍ ۔ وَقَالَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ : وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، سَمِعْتُ إِسْحٰقَ بْنَ مَنْصُوْرٍ يَذْكُرُ عَنْهُمَا هٰذَا ۔

১৯৩৯. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.) ....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর এবং সা'দ ইবনুর রাবী (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দেন। তখন সা'দ (রা.) তাকে বললেন, আসুন, আমার সম্পদ আপনাকে দুই ভাগে ভাগ করে দেই। আমার দুই স্ত্রী রয়েছে। একজনকে তালাক দিয়ে দেই; ইদ্দত শেষ হওয়ার পর আপনি তাকে বিয়ে করে নিবেন।

আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা.) বললেন, আল্লাহ্ আপনার সম্পদে এবং পরিবার-পরিজনে বরকত দিন। আমাকে তো বাজারটি দেখিয়ে দিন।

লোকেরা তাঁকে বাজার দেখিয়ে দিল। তিনি সেদিনই লাভ স্বরূপ কিছু পনির ও ঘি নিয়ে ঘরে ফিরলেন। পরবর্তীতে একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর গায়ে যাফরান নির্মিত সুগন্ধির হলদে দাগ দেখতে পেয়ে বললেন, কি ব্যাপার ? তিনি বললেন, জনৈকা আনসারী মহিলা বিবাহ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কি মহরানা দিয়েছ? তিনি বললেন, খর্জুর বীচি। বর্ণনাকারী হুমায়দের রিওয়ায়াতে আছে, খর্জুর বীচির ওজন পরিমাণ স্বর্ণ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, একটি বকরী হলেও ওয়ালীমা কর।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র.) বলেন, খর্জুর বীচির ওজন পরিমান স্বর্ণ হল তিন দিরহাম ও এক দিরহামের এক তৃতিয়াংশ পরিমাণ ওজন স্বর্ণ। ইমাম ইসহাক (র.) বলেন, খর্জুর বীচি পরিমান স্বর্ণ হল পাঁচ দিরহাম পরিমান স্বর্ণ। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল ও ইসহাক (র.) থেকে ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.) মারফত এই তথ্য আমি পেয়েছি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ পরনিন্দা।

١٩٤٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْغِيْبَةُ ؟ قَالَ : ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ۔ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا أَقُوْلُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ ۔

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

১৯৪০. কুতায়বা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ গীবত কি ? তিনি বললেন, তোমার কোন ভাইয়ের এমন আলোচনা করা যা তার কাছে অপছন্দনীয়। সে বলল, আপনি

বলুন ত আমি যা বলছি সেই দোষ যদি তার মধ্যে বাস্তবিকই থাকে। তিনি বললেনঃ তুমি যা বলছ সে দোষ যদি তার মধ্যে থাকে তবেই তো তুমি তার গীবত করলে আর যদি সে দোষ তার মধ্যে না থাকে তবে তো তুমি তাকে অপবাদ দিলে।

এ বিষয়ে আবূ বারযা, ইব্‌ন 'উমার ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَسَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ হিংসা।

١٩٤١. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ الْعَطَّارُ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ تَقَاطَعُوا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَتَبَاغَضُوْا وَلاَتَحَاسَدُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا ، وَلاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ ٠

১৯৪১. আবদুল জাব্বার ইব্‌ন 'আলা আত্তার ও সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। পরস্পরকে ত্যাগ করবে না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষন করবে না, পরস্পর হিংসা রাখবে না বরং আল্লাহর বান্দা হয়ে ভাই ভাই হিসাবে থাকবে। কোন মুসলিমের জন্য হালাল হয় তার অপর মুসলিম ভাইকে তিন দিনেরও বেশী পরিত্যাগ করে থাকা।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এ বিষয়ে আবূ বাকর সিদ্দীক, যুবায়র ইব্‌ন 'আওওয়াম, ইব্‌ন মাসউদ এবং আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٩٤٢. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ ٠ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ٠ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ . قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِيْ اِثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ٠ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هٰذَا ٠

১৯৪২. ইব্‌ন আবূ উমার (র.)........সালিম তার পিতা ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ ঈর্ষাযোগ্য নয়। এক ব্যক্তি হল সে যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন আর সে তা রাত দিন আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে।। অপর ব্যক্তি হল যাকে আল্লাহ্ তাআলা কুরআনের ইলম দিয়েছেন আর সে রাত দিন তা কায়েমের প্রয়াস পায়।

৪৮—

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। নবী ﷺ থেকে ইব্‌ন মাসউদ ও আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বরাতেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّبَاغُضِ

অনুচ্ছেদ ঃ পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ।

١٩٤٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ وَلٰكِنْ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ.

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْهِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَأَبُوْ سُفْيَانَ اسْمُهُ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ.

১৯৪৩. হান্নাদ (র.).........জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুসল্লীরা শয়তানের উপাসনা করবে এ বিষয়ে সে অবশ্যই নিরাশ হয়ে গেছে। তবে এক জনকে অপর জনের বিরুদ্ধে উসকানোর কাজ এখনও তার রয়ে গেছে।

এ বিষয়ে আনাস, সুলায়মান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আহওয়াস তার পিতা আমর ইবনুল আহওয়াস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি হাসান, আবূ সুফইয়ান (র.)-এর নাম হল তালহা ইব্‌ন নাফি'।

بَابُ مَاجَاءَ فِي إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপন।

١٩٤٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১৯৪৪. আহমাদ ইব্‌ন মানী (র.).........উম্মু কুলছূম বিনত উকবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি মানুষের পরস্পরে সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস পায় এবং সে কল্যাণকর কথা বলে বা পৌঁছায় সে মিথ্যাবাদী নয়।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٩٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُوْ أَحْمَدَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ

حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لاَ يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلاَّ فِيْ ثَلاَثٍ : يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا ، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ .

وَقَالَ مَحْمُوْدٌ فِيْ حَدِيْثِهِ : لاَ يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلاَّ فِيْ ثَلاَثٍ ، هٰذَا حَدِيْثٌ لاَنَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَسْمَاءَ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ خُثَيْمٍ .

وَرَوَى دَاوُدُ بْنُ أَبِيْ هِنْدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ أَسْمَاءَ . حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ .

১৯৪৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......আসমা বিনত ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তিনটি ক্ষেত্র ভিন্ন অসত্য বলা হালাল নয় – স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে যেয়ে কিছু বলা, যুদ্ধের প্রয়োজনে অসত্য বলা এবং পরস্পরে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে যেয়ে কিছু অসত্য বলা।

মাহমূদ (র.) তার বর্ণনায় বলেন, তিনটি ক্ষেত্র ভিন্ন অসত্য বলা ঠিক নয়.....।

এ হাদীছটি হাসান। ইব্‌ন খুছায়মের সূত্র ছাড়া আসমা (রা.) বর্ণিত এ হাদীছটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। দাঊদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ (র.) এ হাদীছটিকে শাহর ইব্‌ন হাওশাব – নবী ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে আসমা (রা.)-এর উল্লেখ নেই। আবূ কুরায়ব – ইব্‌ন আবূ যাইদা – দাঊদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ (র.) সূত্রে আমার নিকট রিওয়ায়াতটি এরূপ বর্ণনা করেছেন।

এ বিষয়ে আবূ বাকর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِيَانَةِ وَالْغِشِّ

অনুচ্ছেদ ঃ খিয়ানত ও প্রতারণা।

١٩٤٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ لُؤْلُؤَةَ عَنْ أَبِيْ صِرْمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللهُ بِهِ ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

১৯৪৬. কুতায়বা (র.)......আবূ সিরমা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করে আল্লাহ্ তা দিয়েই তার ক্ষতি করেন। যে ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দেয় আল্লাহ্ও তাকে কষ্ট দেন।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

١٩٤٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ . حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ الْكِنْدِيُّ . حَدَّثَنَا فَرْقَدُ السَّبَخِيُّ عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيْلَ الْهَمْدَانِيِّ وَهُوَ الطَّيِّبُ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

مَلْعُوْنٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ٠

১৯৪৭. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র.).......আবূ বাকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত যে ব্যক্তি অন্য মুমিনের ক্ষতি করে বা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে।

এ হাদীছটি গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَقِّ الْجِوَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীর হক।

١٩٤٨ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ٠ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

১৯৪৮. কুতায়বা (র.).......'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জিবরীল (আ.) সব সময়ই এমনভাবে প্রতিবেশী সম্পর্কে আমাকে ওসীয়াত করেছেন যে আমার ধারণা হয়ে পড়েছিল যে, তাকে শীঘ্রই ওয়ারিছ বানিয়ে দেওয়া হবে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٩٤٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ٠ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُوْرَ وَبَشِيْرٍ أَبِيْ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُوْدِيِّ ، أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُوْدِيِّ ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ ٠

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَالْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِيْ شُرَيْحٍ وَأَبِيْ أُمَامَةَ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا ٠

১৯৪৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র.).......মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, একবার আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.)-এর পরিবারে একটি বকরী যবাহ্ করা হয়। তিনি আসার পর বললেনঃ আমাদের ইয়াহূদী প্রতিবেশীকে তোমরা কিছু হাদিয়া দিয়েছ? আমাদের ইয়াহূদী প্রতিবেশীকে তোমরা কিছু হাদিয়া দিয়েছ কি? আমি রাসূলুল্লাহ্

ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, জিবরীল সবসময়ই আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এত ওয়াসিয়াত করেছেন যে, আমার ধারনা হয়েছিল যে, তাকেও শীঘ্রই ওয়ারিছ বানিয়ে দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে আইশা, ইব্ন আব্বাস, উক্বা ইব্ন আমির, আবূ হুরায়রা, আনাস, আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর, মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ, আবূ শুরায়হ ও আবূ উসামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান; এ সূত্রে গারীব। মুজাহিদ আইশা (রা.) এবং আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে এ হাদীছটি বর্ণিত রয়েছে।

١٩٥٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيَاةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ ، وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَأَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ ·

১৯৫০. আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ সঙ্গী হল সেই যে স্বীয় সঙ্গীর কাছে ভাল, আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ প্রতিবেশী হল সেই যে নাকি তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। আবূ আবদুর রহমান হুবালী (র.)-এর নাম হল আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْإِحْسَانِ إِلَى الْخَدَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ খাদিমের প্রতি সদয় হওয়া।

١٩٥١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ فِتْيَةً تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ . وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ ·

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৯৫১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)........আবূ যারর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এরা তোমাদেরই ভাই; আল্লাহ্ তা'আলা এদেরে তোমাদের অধীন খাদেম হিসাবে বানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং যার যে ভাই তার অধীন রয়েছে তাকে যেন সে নিজের খাদ্য থেকে খাদ্য দেয়। নিজের পরিচ্ছদ থেকে পোষাক পরায় এবং এমন কোন কাজের যেন দায়িত্ব চাপিয়ে না দেয় যা তার শক্তিকে পরাজিত করে দেয়। এমন কাজের দায়িত্ব যদি তাকে দেয় যা তাকে অক্ষম করে ফেলে তবে সে যেন এ বিষয়ে তাকে সাহায্য করে।

এ বিষয়ে আলী, উম্মু সালামা, ইব্ন উমার ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٩٥٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ عَنْ مُرَّةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ فِي فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .

১৯৫২. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.)......আবূ বাকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, দুর্ব্যবহার কারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এ হাদীছটি গারীব। আয়্যুব সাখতিয়ানী প্রমুখ (র.) ফারকাদ সাবাখী (র.)-এর স্মরণ শক্তির সমালোচনা করেছেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْخَدَمِ وَشَتْمِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ খাদিমদের মারা এবং গালিগালাজ করা নিষেধ।

١٩٥٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ نَبِيُّ التَّوْبَةِ : مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بَرِيئًا مِمَّا قَالَ لَهُ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَابْنُ أَبِي نُعْمٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ الْبَجَلِيُّ يُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ .

১৯৫৩. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র.)...... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তওবার নবী আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন, কোন নির্দোষ গোলামকে যদি কেউ অপবাদ দেয় আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির উপর হদ কায়েম করবেন। তবে গোলামটি যদি বাস্তবিকই দোষী হয়ে থাকে তবে ভিন্ন কথা।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

এ বিষয়ে সুওয়ায়দ ইব্‌ন মুকাররিন ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন আবূ নু'ম (র.) হলেন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ নু'ম বাজালী। তাঁর কুনিয়ত বা উপনাম হল আবুল- হাকাম।

١٩٥٤. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ : كُنْتُ أَضْرِبُ مَمْلُوكًا لِي . فَسَمِعْتُ قَائِلاً مِنْ خَلْفِي يَقُولُ : اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ ، اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ . فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : اللهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : فَمَا ضَرَبْتُ مَمْلُوكًا لِي بَعْدَ ذٰلِكَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَإِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ شَرِيْكٍ ·

১৯৫৪. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)......আবূ মাসঊদ(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার এক গোলামকে পিটাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার পিছন থেকে একজনকে বলতে শুনলাম, হে আবূ মাসঊদ, জ্ঞাত হও। হে আবূ মাসঊদ, জ্ঞাত হও। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। তিনি বললেন, তুমি এর উপর যতটুকু শক্তি রাখ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর তদপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান।

আবূ মাসঊদ (রা.) বলেন, এর পর আর কোন গোলামকে আমি মারিনি।

এ হাদীছটি হাসান–সাহীহ্। ইবরাহীম তায়মী (র.) হলেন, ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন শারীক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْخَادِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ খাদিমকে ক্ষমা করা।

١٩٥٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ · حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْ هَانِئٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عَبَّاسٍ الْحَجْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ · فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمْ أَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ ؟ فَصَمَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ أَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ ؟ فَقَالَ : كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ · وَرَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِيْ هَانِئٍ الْخَوْلَانِيِّ نَحْوًا مِنْ هٰذَا · الْعَبَّاسُ هُوَ ابْنُ خُلَيْدٍ الْحَجْرِيُّ الْمِصْرِيُّ ·

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ · حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِيْ هَانِئٍ الْخَوْلَانِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ · وَرَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ · وَقَالَ : عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ·

১৯৫৫. কুতায়বা (র.)......আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, খাদিমকে কতবার মাফ করব ? নবী ﷺ চুপ করে রইলেন। লোকটি আবার বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, খাদেমকে কতবার মাফ করব? তিনি বললেন, প্রতিদিন সত্তর বার।

এ হাদীছটি হাসান–গারীব। আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহব (র.) এটিকে আবূ হানী খাওলানী (র.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

কুতায়বা (র.)......আবূ হানী খাওলানী (র.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। কেউ কেউ এই হাদীছটিকে আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহব (র.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এবং তা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর থেকে বলে উল্লেখ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَدَبِ الْخَادِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ খাদিমকে আদব শিক্ষা দেওয়া।

١٩٥٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هٰرُوْنَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللهَ فَارْفَعُوْا أَيْدِيَكُمْ . قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَأَبُوْ هٰرُوْنَ الْعَبْدِيُّ اسْمُهُ عُمَارَةُ بْنُ جُوَيْنٍ . قَالَ : قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ الْعَطَّارُ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : ضَعَّفَ شُعْبَةُ أَبَا هٰرُوْنَ الْعَبْدِيَّ . قَالَ يَحْيَى : وَمَا زَالَ ابْنُ عَوْنٍ يَرْوِيْ عَنْ أَبِيْ هٰرُوْنَ حَتّٰى مَاتَ .

১৯৫৬. আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র.)......আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি তার খাদেমকে মারে আর সে যদি তখন আল্লাহ্র দোহাই দেয় তবে তোমরা তোমাদের হাত উঠিয়ে নিবে।

আবূ হারূন আবদী (র.)–এর নাম হল উমারা ইব্ন জুওয়ায়ন (র.)। ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র.) বলেন, শু'বা (র.) আবূ হারূন আবদীকে যঈফ বলেছেন। ইয়াহইয়া (র.) আরো বলেনঃ ইব্ন আওন (র.) মৃত্যু পর্যন্ত আবূ হারূন (র.) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَدَبِ الْوَلَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানকে আদব শিক্ষা দেওয়া।

١٩٥٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى عَنْ نَاصِحٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ . قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . وَنَاصِحٌ هُوَ أَبُو الْعَلَاءِ كُوْفِيٌّ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ بِالْقَوِيِّ وَلَا يُعْرَفُ هٰذَا الْحَدِيْثُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَنَاصِحٌ شَيْخٌ آخَرُ بَصْرِيٌّ يَرْوِيْ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِيْ عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ هُوَ أَثْبَتُ مِنْ هٰذَا .

১৯৫৭. কুতায়বা (র.).......জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সন্তানকে আদব শিক্ষা দেওয়া এক সা' পরিমাণ বস্তু সাদকা করা অপেক্ষা ভাল।

এ হাদীছটি গারীব, নাসিহ আবুল–'আলা কূফী (র.) হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে শক্তিশালী নন। এ সূত্র ছাড়া উক্ত হাদীছটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবহিত নই। নাসিহ নামে অপর একজন বাসরী শায়খ আছেন যিনি 'আম্মার ইব্ন আবূ 'আম্মার প্রমুখ (র.) থেকে রিওয়ায়াত করে থাকেন। তিনি এই নাসিহ থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য।

١٩٥٨. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ . حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ أَبِيْ عَامِرٍ الْخَزَّازُ . حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ مُوْسَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَانَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَامِرِ بْنِ أَبِيْ عَامِرٍ الْخَزَّازِ وَهُوَ عَامِرُ بْنُ صَالِحِ بْنِ رُسْتُمَ الْخَزَّازُ وَأَيُّوْبُ بْنُ مُوْسَى هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ ، وَهٰذَا عِنْدِيْ حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ .

১৯৫৮. নাসর ইব্‌ন আলী (র.)......আয়্যুব ইব্‌ন মূসা তার পিতা তার পিতামহ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পিতা তার সন্তানকে ভাল আদব শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা মর্যাদাবান আর কোন জিনিস দান করতে পারেন না।

এ হাদীছটি গারীব, আমির ইব্‌ন আবূ আমির খায্‌যায–এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু অবহিত নই। তিনি হলেন, আমির ইব্‌ন সালিহ ইব্‌ন রুসতুম আল–খায্‌যায আয়্যুব ইব্‌ন মূসা হলেন আয়্যুব ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আস। আমার মতে উক্ত হাদীছটি মুরসাল।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ قَبُوْلِ الْهَدِيَّةِ وَالْمُكَافَاةِ عَلَيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ হাদিয়া গ্রহণ করা ও তার বদলা দেওয়া।

١٩٥٩. حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ أَكْثَمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ . حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامٍ .

১৯৫৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আকছাম ও আলী ইব্‌ন খাশরাম (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হাদিয়া কবূল করতেন এবং এর বদলা দিতেন।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আনাস, ইব্‌ন উমার ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান–সাহীহ। এ সূত্রে গারীব। ঈসা ইব্‌ন ইউনুস (র.)–এর রিওয়ায়াতের মাধ্যমেই কেবল আমরা এটিকে মারফূ' হিসাবে জানি।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الشُّكْرِ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ

অনুচ্ছেদ ঃ তোমার প্রতি যে ব্যক্তি সদয় ব্যবহার করে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করা।

١٩٦٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ لاَ يَشْكُرِ النَّاسَ لاَ يَشْكُرِ اللّٰهَ .

قَالَ هٰذَا : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৯৬০. আহামাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া করেনা সে আল্লাহ্‌রও শুকরিয়া করেনা।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٩٦١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ · حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّؤَاسِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ ·

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَالْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৯৬১. হান্নাদ (র.).......আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া করেনা সে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া করেনা।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আশআছ ইব্‌ন কায়স, নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَنَائِعِ الْمَعْرُوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ সদাচার প্রসঙ্গে।

١٩٦٢. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ . حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرَشِيُّ الْيَمَامِيُّ · حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ زُمَيْلٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : تَبَسُّمُكَ فِيْ وَجْهِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِيْ أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيْءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِيْ دَلْوِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ ·

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَجَابِرٍ وَحُذَيْفَةَ وَعَائِشَةَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَأَبُوْ زُمَيْلٍ اسْمُهُ سِمَاكُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْحَنَفِيُّ ·

১৯৬২. আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীম আম্বারী (র.)........আবূ যার্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার হাসি তোমার জন্য সাদকা স্বরূপ। সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজের নিষেধ করাও সাদকা, পথ হারানো ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেওয়াও সাদকা, দৃষ্টিহীনকে

পথ দেখানো সাদকা, রাস্তা থেকে পাথর, কাটা, হাড্ডি বিদূরিত করাও তোমরার জন্য সাদকা, তোমার বালতি থেকে তোমার (দীনী) ভাইয়ের বালতীতে পানি ঢেলে দেওয়া তোমার জন্য সাদকা স্বরূপ।

এই বিষয়ে ইব্ন মাসউদ, জাবির, হুযায়ফা, আইশা ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। আবূ যুমায়ল হলেন সিমাক ইব্ন ওয়ালীদ আল-হানাফী।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمِنْحَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মিনহা প্রদান[১]।

١٩٦٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْسَجَةَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ مَنَحَ مَنِيْحَةَ لَبَنٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ رَوَى مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَشُعْبَةُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ .

وَفِي الْبَابِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ مَنْ مَنَحَ مَنِيْحَةَ وَرِقٍ إِنَّمَا يَعْنِيْ بِهِ قَرْضَ الدَّرَاهِمِ ، قَوْلُهُ أَوْ هَدَى زُقَاقًا : يَعْنِيْ بِهِ هِدَايَةَ الطَّرِيْقِ .

১৯৬৩. আবূ কুরায়ব (র.)......বারা ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কেউ যদি দুধের জন্য মিনহা প্রদান করে বা কাউকে অর্থ ঋণ দেয় বা পথ হারা লোককে পথ দেখিয়ে দেয় তবে একটি গোলাম আযাদ করার মত ছওয়াব তার হবে

হাদীছটি হাসান সাহীহ। আবূ ইসহাক – তালহা ইব্ন মুসার্রিফ সূত্রে বর্ণিত হাদীছ হিসাবে গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই। মানসূর ইব্নুল মু'তামির এবং শু'বা (র.)ও এই হাদীছটি তালহা ইব্ন মুসার্রিফ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

এই বিষয়ে নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। مَنْ مَنَحَ مَنِيْحَةَ وَرِقٍ এই বক্তব্যের মর্ম হল দিরহাম (অর্থ) ঋণ প্রদান করা। أَوْ هَدَى زُقَاقًا –এর মর্ম হল পথ প্রদর্শন করা।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ إِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো ।

١٩٦٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ فِيْ طَرِيْقٍ إِذَا وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ .

---

১. উট বা বকরী ইত্যাদির মালিকানা নিজের রেখে এর দুধ পান করার জন্য কাউকে তা দিয়ে দেওয়া।

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ ذَرٍّ ·
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৯৬৪. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি হেটে চলার সময় রাস্তায় কোন কাটাদার ডাল পেয়ে যদি সে এটিকে সরিয়ে দেয় তবে আল্লাহ্ তাআলা তার এই কাজটির মর্যাদা দিয়ে তাকে মাগফিরাত দান করেন।

এই বিষয়ে আবূ বারযা, ইব্‌ন আববাস ও আবূ যার্‌র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি হাসান সাহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْمَجَالِسَ أَمَانَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসের কার্য্যাবলি আমানতস্বরূপ বলে গণ্য।

١٩٦٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيْثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ ·

১৯৬৫. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র.)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যদি কোন কথা বলার পর এদিক সেদিক তাকায় তবে তার এই কথা আমানত বলে গণ্য।

হাদীছটি হাসান, ইব্‌ন আবূ যিব (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবেই কেবল এটি সম্পর্কে আমরা জানি।

بَابُ مَاجَاءَ فِي السَّخَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ দানশীলতা প্রসংগে

١٩٦٦. حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ . حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ مِنْ بَيْتِيْ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ أَفَأُعْطِيْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلاَ تُوْكِيْ فَيُوْكَى عَلَيْكِ ، يَقُوْلُ : لاَتُحْصِيْ فَيُحْصَى عَلَيْكِ ·

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا . وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا عَنْ أَيُّوْبَ

وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ۔

১৯৬৬. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইব্ন ইয়াহইয়া হাস্সানী বসরী (র.)......আসমা বিনত আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আমার স্বামী যুবায়র আমার নিকট যা দেন তা ছাড়া আমার কিছু নেই। আমি কি তা দান করতে পারি? তিনি বললেন, হাঁ, তুমি থলের ফিতা বেধে রাখবে না? কারণ তা করলে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকেও রিযিকের থলে) তোমার জন্য বেধে রাখা হবে।

জনৈক বর্ণনাকারী বলেন, অর্থাৎ তিনি বলেছেনঃ গনে গনে আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তবে আল্লাহ্ও তোমাকে গনে গনে দিবেন।

এই বিষয়ে আইশা ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি হাসান সহীহ্। কতক রাবী এই হাদীছটিকে উক্ত সনদে ইব্ন আবী মুলায়কা.....আব্বাদ ইব্ন আবদিল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র, আসমা বিনত আবী বাকর (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। একাধিক রাবী এটিকে আয়্যূব (র.)-এর বরাতে রিওয়ায়াত করছেন। কিন্তু তারা এতে আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (র.)-এর উল্লেখ করেন নি।

١٩٦٧ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : السَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِنَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ ۔ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ . وَاجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَانَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ . وَقَدْ خُوْلِفَ سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِيْ رِوَايَةِ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، إِنَّمَا يُرْوَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ شَيْءٌ مُرْسَلٌ ۔

১৯৬৭. হাসান ইব্ন আরাফা (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, মানুষেরও নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরে, আর বখীল হল আল্লাহ্ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছে। দানশীল মূর্খ ব্যক্তিও আল্লাহ্র নিকট নফল ইবাদতকারী অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

হাদীছটি গারীব, সাঈদ ইব্ন মুহাম্মাদের বর্ণনা ছাড়া ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ .....আ'রাজ-আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছ হিসাবে এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র.) থেকে এই হাদীছটি রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে সাঈদ ইব্ন মুহাম্মাদের ব্যাপারে এর খেলাফ রয়েছে, ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ....আইশা (রা.) সূত্রে এই বিষয়ে কিছু মুরসাল রূপে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْبَخِيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ কৃপনতা প্রসংগে।

١٩٦٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ . أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ . حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوْسَى . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَالِبٍ الْحُرَّانِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ : الْبُخْلُ وَسُوْءُ الْخُلُقِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ صَدَقَةَ بْنِ مُوْسَى .

১৯৬৮. আবূ হাফস আমর ইব্‌ন আলী (র.)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মু'মিনের মাঝে দুটি স্বভাব একত্রিত হতে পারে না একটি হল কৃপনতা, আরেকটি হল অসৎচরিত্র–এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি গারীব, সাদাকা ইবন মূসা (র.)- এর সূত্র ব্যতীত এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

١٩٦٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ . حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوْسَى عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَبَخِيْلٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

১৯৬৯. আহমাদ ইব্‌ন মানী (র.)......আবূ বাকর সিদ্দীক (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, প্রতারনাকারী, কৃপণ এবং দান করে খোঁটা প্রদানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

হাদীছটি হাসান গারীব।

١٩٧٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

১৯৭০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মু'মিন হল সরল ভদ্র আর কাফির হল সুচতুর প্রতারক ও নীচ।

হাদীছটি গারীব; এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّفَقَةِ فِي الْأَهْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ পরিবার–পরিজনের জন্য অর্থ ব্যয়।

١٩٧١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ ·

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ، وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৯৭১. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)..... আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আপন পরিজনদের জন্য ব্যয় করাও সাদকা।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর, আমর ইব্ন উমাইয়া আদ-দামরী ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি হাসান--সহীহ্।

١٩٧٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَبِيْ أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : أَفْضَلُ الدِّيْنَارِ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ·

قَالَ أَبُوْ قِلَابَةَ : بَدَأَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ : فَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ لَهُ صِغَارٍ يُعِفُّهُمُ اللّٰهُ بِهِ وَيُغْنِيْهِمُ اللّٰهُ بِهِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১৯৭২. কুতায়বা (র.)......ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, সর্বোত্তম দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) হল সেই দীনারটি যা একজন লোক তার পরিজনদের জন্য ব্যয় করে, আর ঐ দীনারটি যা একজন লোক আল্লাহ্র পথে তার বাহনের জন্য ব্যয় করে এবং ঐ দীনারটি যা সে আল্লাহ্র পথে তার সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করে।

আবূ কিলাবা (র.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এখানে তাঁর পবিত্র বক্তব্য শুরু করেছেন পরিজনদের কথা উল্লেখ করে। এরপর তিনি বলেন ঐ ব্যক্তির তুলনায় বিরাট ছওয়াবের অধিকারী আর কে হতে পারে যে ব্যক্তি তার ছোট ছোট পরিবারের সদস্যদের জন্য অর্থে ব্যয় করে। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে হারাম থেকে পবিত্র রাখেন এবং অমুখাপেক্ষী করে দেন।

এ হাদীছটি হাসান সহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ كَمْ هُوَ ؟

অনুচ্ছেদ ঃ যিয়াফত এবং যিয়াফতের শেষ সীমা কয় দিন ?

١٩٧٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ : أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ : وَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ ، قَالُوْا : وَمَا جَائِزَتُهُ ؟ قَالَ : يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَمَا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৯৭৩. কুতায়বা (র.)...... আবূ শুরায়হ আদবী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন এই কথা বলেছিলেন তখন আমার দু'চোখ তাঁকে দর্শন করেছে এবং আমার দুই কান তাঁকে কথা বলতে শুনেছে। তিনি বলেছিলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান প্রদর্শন করে তাকে "জাইযা" দেয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন জাইযা কি? তিনি বললেন, এক দিন ও এক রাত্রের সম্বল সঙ্গে দিয়ে দেওয়া।

তিনি আরো বললেনঃ মেহমানদারীর সীমা হল তিনি দিন। এর অতিরিক্ত যা হবে তা হল সাদাকা স্বরূপ। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

হাদীছটি হাসান সাহীহ।

١٩٧٤. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيْ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ .

وَمَعْنَى قَوْلِهِ لاَيَثْوِيْ عِنْدَهُ يَعْنِي الضَّيْفُ لاَ يُقِيْمُ عِنْدَهُ حَتّٰى يَشْتَدَّ عَلَى صَاحِبِ الْمَنْزِلِ . وَالْحَرَجُ هُوَ الضِّيْقُ، إِنَّمَا قَوْلُهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ يَقُوْلُ : حَتّٰى يُضَيِّقَ عَلَيْهِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ ، وَقَدْ رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَ أَبُوْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيُّ هُوَ الْكَعْبِيُّ وَهُوَ الْعَدَوِيُّ اسْمُهُ خُوَيْلِدُ بْنُ عَمْرٍو .

১৯৭৪. ইব্ন আবী উমার (র.)... ...আবূ শুরায়হ আল-কা'বী (রা.) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মেহমানদারী হল তিন দিন। জাইযা হল একদিন এক রাতের সম্বল প্রদান। মেহমানের জন্য এরপর যা ব্যয় করবে তা হল সাদাকা। এতদিন কারো কাছে অবস্থান করা যে শেষ পর্যন্ত যে বিরক্ত হয়ে উঠে মেহমানের জন্য তা জায়েয নয়। لاَ يَثْوِيْ عِنْدَهُ কথাটির মর্ম হল মেহমান এত দিন কারো কাছে অবস্থান করবে না যে বাড়িওয়ালার জন্য তার অবস্থান কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। الْحَرَجُ হল সংকোচ সৃষ্টি হওয়া, সংকট সৃষ্টি হওয়া। حَتّٰى يُحْرِجَهُ অর্থ হল এমন কি শেষ পর্যন্ত বাড়িওয়ালার জন্য সে সংকট সৃষ্টি করে তুলল।

এই বিষয়ে আইশা ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি মালিক ইব্ন আনাস এবং লায়ছ ইব্ন সা'দ (র.)ও সাঈদ আল মাকবুরী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।।

হাদীছটি হাসান সাহীহ। আবূ শুরায়হ খুযা'ঈ (র.) হলেন কা'বী। তিনি আদাবী ও তাঁর নাম হল খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আমর।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْيَتِيمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীম ও স্বামীহীনাদের জন্য ভরণ-পোষণের প্রচেষ্টা করা।

١٩٧٥. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : السَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، أَوْ كَالَّذِيْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ .

حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيْلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ .

وَهٰذَا الْحَدِيْثُ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ ، وَأَبُو الْغَيْثِ اسْمُهُ سَالِمٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيْعٍ ، وَثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ مَدَنِيٌّ ، وَثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ شَامِيٌّ .

১৯৭৫. আনসারী (র.)......সাফওয়ান ইব্‌ন সুলায়ম (রা.) মারফুরূপে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন মিসকীন ও স্বামীহীনাদের ভরণ-পোষণের জন্য যে ব্যক্তি উপার্জনের প্রচেষ্টা চালায় সে হল আল্লাহর পথে মুজাহিদের মত বা ঐ ব্যক্তির মত পুন্যের অধিকারী সে হবে যে ব্যক্তি দিন ভর সিয়াম পালন করে এবং রাত ভর আল্লাহর জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে।

আনসারী (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত রয়েছে।

হাদীছটি হাসান সাহীহ গারীব। রাবী আবুল গায়ছ (র.) এর নাম হল সালিম। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতী (রা.) এর মাওলা বা আযাদকৃত দাস। ছাওর ইব্‌ন ইয়াযীদ হলেন শামী আর ছাওর ইব্‌ন যায়দ হল মাদানী।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ طَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَحُسْنِ الْبِشْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ উজ্জ্বল ও হাসি মুখ থাকা।

١٩٧٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ ، وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِيْ إِنَاءِ أَخِيْكَ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১৯৭৬. কুতায়বা (র.)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

বলেছেন, প্রত্যেকটি নেক কাজই সাদাকা। তোমার কোন (দীনী) ভাইয়ের সঙ্গে হাসি মুখে মিলিত হওয়া এবং তোমার বালতী থেকে তোমার ভাইয়ের বালতীতে পানি ঢেলে দেওয়াও নেক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

এই বিষয়ে আবূ যার্‌র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ সত্য ও মিথ্যা প্রসঙ্গে।

١٩٧٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّي الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ، وَعُمَرَ ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ ، وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৯৭৭. হান্নাদ (র.).......ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা অবশ্যই সত্যকে অবলম্বন করবে। কেননা সত্য সৎকর্মের দিকে ধাবিত করে আর সৎকর্ম ধাবিত করে জান্নাতের দিকে। কোন ব্যক্তি যদি সদা সত্য বলতে থাকে এবং সত্যের প্রতিই সদা মনযোগ রাখতে থাকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কাছেও সিদ্দীক হিসাবে তার কথা লিপিবদ্ধ হয়।

তোমরা মিথ্যার থেকে বেঁচে থাকবে, কেননা মিথ্যা অন্যায়ের দিকে নিয়ে যায়, আর অন্যায় নিয়ে যায় জাহান্নামের দিকে। কোন বান্দা যখন মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যার প্রতিই তার খেয়াল থাকে এমন কি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কাছেও কায্‌যাব (অতি মিথ্যাবাদী) বলে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়।

এই বিষয়ে আবূ বাকর সিদ্দীক, উমার, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শিখ্‌খীর এবং ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٩٧٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحِيْمِ بْنِ هٰرُوْنَ الْغَسَّانِيِّ : حَدَّثَكُمْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيْلاً مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ . قَالَ يَحْيَى : فَأَقَرَّ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هٰرُوْنَ ؟ فَقَالَ نَعَمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ جَيِّدٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ هٰرُوْنَ .

১৯৭৮. ইয়াহইয়া ইব্‌ন মূসা (র.)......ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ কোন বান্দা

যখন মিথ্যা বলে তখন তার এই কর্মের দুর্গন্ধের কারণে (সঙ্গী রহমতের) ফিরিশ্‌তা তার থেকে দূরে সরে যায়।

হাদীছটি গারীব, এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। রাবী আবদুর রহমান ইব্‌ন হারূন এটির রিওয়ায়াত ক্ষেত্রে নিসংগ।

١٩٧٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَاكَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْكَذِبِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْكِذْبَةِ فَمَا يَزَالُ فِيْ نَفْسِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১৯৭৯. ইয়াহইয়া ইব্‌ন মূসা (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মিথ্যা কথার চেয়ে রাগ আনয়নকারী আর কোন স্বভাব ছিলনা। কোন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর সামনে মিথ্যা কথা বললে সর্বদাই তা তাঁর মনে বিধত, যতক্ষণ না তিনি জানতেন যে, লোকটি তা থেকে তওবা করেছে।

হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفُحْشِ وَالتَّفَحُّشِ

অনুচ্ছেদ ঃ অশ্লীলতা প্রসংগে।

١٩٨٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا كَانَ الْفُحْشُ فِيْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ ، وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِيْ شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .

১৯৮০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা সানআনী প্রমুখ (র.)........আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, অশ্লীলতা কোন বস্তুর কেবল ক্লেদ বৃদ্ধিই করে আর লজ্জা কোন জিনিষের কেবল শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়।

এই বিষয়ে আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান গারীব। আবদুর রহমান (র.)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

١٩٨١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا ، وَلَمْ يَكُنْ

النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

১৯৮১. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র অধিক সুন্দর সেই তোমাদের মধ্যে উত্তম। নবী ﷺ অশ্লীল ছিলেন না এবং অশ্লীলতার ভানও করতেন না।

হাদীছটি হাসান সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّعْنَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ অভিশাপ দেওয়া।

١٩٨٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ۔ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ تَلاَعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ ، وَلاَ بِغَضَبِهِ ، وَلاَ بِالنَّارِ ۔

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

১৯৮২. মুহাম্মাদ ইব্নুল মুছান্না (র.)......সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্‌র লা'নাত, তাঁর গযবের বা জাহান্নামের অভিশাপ দিবে না।

এই বিষয়ে ইব্ন আববাস, আবূ হুরায়রা, ইব্ন উমার ও ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান সাহীহ।

١٩٨٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ ۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيْءِ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ ۔

১৯৮৩. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া আযদী বাসরী (র.)...আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি দোষ দেয় না, অভিসম্পাত করে না, অশ্লীলতা করে না এবং কটূভাষী হয় না।

হাদীছটি হাসান গারীব। আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে এটি অন্য ভাবেও বর্ণিত আছে।

١٩٨٤ ـ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ ۔ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ۔ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً لَعَنَ الرِّيْحَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : لاَتَلْعَنِ الرِّيْحَ فَإِنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ ، وَإِنَّهُ مَنْ

لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ ·

১৯৮৪. যায়দ ইব্‌ন আখযাম তাঈ বাস্‌রী (র.).....ইব্‌ন আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি একবার নবী ﷺ-এর সামনে বাতাসকে লা'নত করে। তখন নবী ﷺ বললেন তুমি বাতাসকে লা' নত দিবে না কেননা এতো নির্দেশিত। কেউ যদি কোন বস্তুকে লা'নত দেয় আর সে বস্তু যদি উক্ত লা' নতের পাত্র না হয় তবে সেই লা' নত লা' নতকারীর দিকে ফিরে আসে।

হাদীছটি হাসান গারীব, বিশর ইব্‌ন উমার (র.) ছাড়া আর কেউ এটিকে মুসনাদ রূপে রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ تَعْلِيْمِ النَّسَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ নসব নামা শিক্ষাদান।

١٩٨٥ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ · أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عِيْسَى الثَّقَفِيِّ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تَعَلَّمُوْا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَاتَصِلُوْنَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ ، مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ ، مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ ، يَعْنِيْ زِيَادَةً فِي الْعُمُرِ ·

১৯৮৫. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, তোমরা তোমাদের নসব নামা শিক্ষা করবে যাতে তোমরা তোমাদের আত্মীয়দের সম্পর্ক বজায় রাখতে পার।কেননা রেহেম সম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা দ্বারা স্বজনদের পরস্পরে প্রেম প্রীতির সৃষ্টি হয় সম্পদে প্রাচুর্য আসে এবং আয়ু বৃদ্ধি হয়।

হাদীছটি এই সূত্রে গারীব।

مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ —এর মর্ম হল আয়ু বৃদ্ধি হয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ دَعْوَةِ الْأَخِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ এক ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য আরেক ভাইয়ের দু'আ করা।

١٩٨٦ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ · حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَادَعْوَةٌ أَسْرَعَ إِجَابَةً مِنْ دَعْوَةِ غَائِبٍ لِغَائِبٍ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَالْإِفْرِيْقِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ وَهُوَ عَبْدُ

اللهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ هُوَ أَبُوْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيُّ ۔

১৯৮৬. আবদ ইবন হুমায়দ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একজনের অনুপস্থিতে তার জন্য অপর এক জনের দু'আর মত এত শীঘ্র আর কোন দু'আ কবুল হয় না।

হাদীছটি গারীব, এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। ইফরীকী হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ। তিনি হলেন আবদুর রহমান ইব্ন যিয়াদ ইব্ন আনআম আল ইফরীকী।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّتْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ গালিগালাজ করা।

١٩٨٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : اَلْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا مَالَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ ۔

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

১৯৮৭. কুতায়বা (র.). ...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ পরস্পর গালি-গালাজকারী ব্যক্তিদ্বয় একে অন্যকে যা বলে এর অপরাধ যে শুরু করে তাঁর উপর বর্তায় যতক্ষণ না মজলুম ব্যক্তি (যাকে প্রথমে গালি দেওয়া হয়েছে)। সীমা লংঘন করে।

এই বিষয়ে সা'দ, ইব্ন মাসঊদ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে

উক্ত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٩٨٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ ۔ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ سُفْيَانَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ ، فَرَوٰى بَعْضُهُمْ مِثْلَ رِوَايَةِ الْحَفَرِيِّ ، وَرَوٰى بَعْضُهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عِنْدَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ۔

১৯৮৮. মাহ্মূদ ইব্ন গায়লান (র.).....মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিকে গালি-গালাজ করবে না। কেননা এতে জীবিত ব্যক্তিদেরকে তুমি কষ্ট দিলে।

সুফইয়ান (র.)-এর শাগিরদগণের এই হাদীছটির রিওয়ায়াতে পার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ তো হুফারী (র.)-এর মত (১৯৮৯ নং) রিওয়ায়াত করেছেন। আর তাদের কতক বলেছেন, সুফইয়ান......যিয়াদ ইব্ন ইলাকা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জনৈক ব্যক্তিকে মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করতে শুনেছি....।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

١٩٨٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ ، وَقِتَالُـهُ كُفْرٌ . قَالَ زُبَيْدٌ قُلْتُ لِأَبِيْ وَائِلٍ : أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ ؟ قَالَ نَعَمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৯৮৯. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)........আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তিকে গালি–গালাজ করা হল ফিস্‌ক ও নাফরমানীর কাজ আর তাঁর সঙ্গে লড়াই করা হল কুফরী কাজ।

রাবী যুবায়দ বলেনঃ আমি আবূ ওয়াইল (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কি সরাসরি আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ) (রা.) থেকে এই হাদীছ শুনেছেন। তিনি বললেন না।

হাদীছটি হাসান–সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَوْلِ الْمَعْرُوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ভাল কথা বলা।

١٩٩٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ فِي الْجَنَّـــةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُوْرُهَا مِنْ بُطُوْنِهَا وَبُطُوْنُهَا مِنْ ظُهُوْرِهَا ، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : لِـمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : لِـمَنْ أَطَابَ الْكَلاَمَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلّٰى لِلّٰهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُـهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحٰقَ ، وَقَـدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحٰقَ هٰذَا مِنْ قِبَلِ حِفْظِـهِ وَهُوَ كُوْفِيٌّ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحٰقَ الْقُرَشِيُّ مَدَنِيٌّ وَهُوَ أَثْبَتُ مِنْ هٰذَا وَكِلاَهُمَا كَانَا فِيْ عَصْرٍ وَاحِدٍ .

১৯৯০. আলী ইব্‌ন হুজর (র.).......আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জান্নাতে একটি প্রাসাদ রয়েছে যার ভিতর থেকে বাহির এবং বাহির থেকে ভিতর পরিদৃষ্ট হবে। তখন জনৈক বেদুইন উঠে দাঁড়ালেন, বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এটি কার হবে? তিনি বললেনঃ এটি হবে তার যে ভাল কথা বলে, অন্যকে আহার করায় সর্বদা রোযা রাখে এবং যখন রাতে সব মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন সে উঠে সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করে।

হাদীছটি গারীব। আবদুর রহমান ইব্‌ন ইসহাক (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْمَمْلُوْكِ الصَّالِحِ

অনুচ্ছেদ ঃ নেক্‌কার দাসের মর্যাদা।

١٩٩١. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نِعِمَّا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يُطِيْعَ رَبَّهُ وَيُؤَدِّيَ حَقَّ سَيِّدِهِ يَعْنِي الْمَمْلُوْكَ . وَقَالَ كَعْبٌ : صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৯৯১. ইব্‌ন আবূ উমার (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন কতই না উত্তম সে ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে এবং তার মালিকেরও হক আদায় করে।

কা'ব আল আহবার বলেনঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ সত্য কথা বলেছেন।

এই বিষয়ে আবূ মূসা ও ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান সাহীহ্।

١٩٩٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ أُرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُوْنَ ، وَرَجُلٌ يُنَادِيْ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ ، وَأَبُو الْيَقْظَانِ اسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ قَيْسٍ ، وَيُقَالُ ابْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ أَشْهَرُ .

১৯৯২. আবূ কুরায়ব (র.)......ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তিন ধরণের ব্যক্তি এমন যারা কিয়ামতের দিন মিশ্‌কে আম্বরের টিলায় অবস্থান করবেঃ এমন গোলাম যে আল্লাহ্‌র হকও আদায় করে এবং তার মালিকের হকও আদায় করে; এমন ইমাম যার উপর তার মুসল্লীরা সন্তুষ্ট, এমন ব্যক্তি যে দিনে ও রাতে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দিকে আহ্‌বান করে।

হাদীছটি হাসান গারীব। সুফইয়ান (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই। বর্ণনাকারী আবুল ইয়াকযান (র.)-এর নাম হল উছমান ইব্‌ন কায়স।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ مُعَاشَرَةِ النَّاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের সাথে আচার-ব্যবহার।

١٩٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ أَبِيْ شَبِيْبٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ وَأَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. قَالَ مَحْمُوْدٌ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ أَبِيْ شَبِيْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . قَالَ مَحْمُوْدٌ : وَالصَّحِيْحُ حَدِيْثُ أَبِيْ ذَرٍّ .

১৯৯৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......আবূ যার্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন যেখানেই থাকবে আল্লাহ্‌কে ভয় করবে ; মন্দ কাজের অনুবর্তীতে কোন নেক কাজ করে ফেলবে তাতে মন্দ অপসৃত হয়ে যাবে; মানুষের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করবে।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। উক্ত হাদীছটি হাসান সাহীহ।

মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......হাবীব (র.) থেকে উক্ত সনদে পুনশ্চঃ মাহমূদ (র.).....মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা.) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

মাহমূদ (র.) বলেনঃ আবূ যার্‌র (রা.) বর্ণিত হাদীছটি সাহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ ظَنِّ السُّوْءِ

অনুচ্ছেদঃ কুধারণা পোষণ করা

١٩٩٤. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

قَالَ : وَسَمِعْتُ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَذْكُرُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ سُفْيَانَ قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : اَلظَّنُّ ظَنَّانِ : فَظَنٌّ إِثْمٌ ، وَظَنٌّ لَيْسَ بِإِثْمٍ ، فَأَمَّا الظَّنُّ الَّذِيْ هُوَ إِثْمٌ فَالَّذِيْ يَظُنُّ ظَنًّا وَيَتَكَلَّمُ بِهِ ، وَأَمَّا الظَّنُّ الَّذِيْ لَيْسَ بِإِثْمٍ فَالَّذِيْ يَظُنُّ وَلاَ يَتَكَلَّمُ بِهِ .

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مُعَاشَرَةِ النَّاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের সাথে আচার-ব্যবহার।

١٩٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُوْنَ بْنِ أَبِيْ شَبِيْبٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ وَأَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. قَالَ مَحْمُوْدٌ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُوْنَ بْنِ أَبِيْ شَبِيْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . قَالَ مَحْمُوْدٌ : وَالصَّحِيْحُ حَدِيْثُ أَبِيْ ذَرٍّ .

১৯৯৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)........আবূ যারর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ. আমাকে বলেছেন যেখানেই থাকবে আল্লাহ্‌কে ভয় করবে ; মন্দ কাজের অনুবর্তীতে কোন নেক কাজ করে ফেলবে তাতে মন্দ অপসৃত হয়ে যাবে; মানুষের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করবে।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। উক্ত হাদীছটি হাসান সাহীহ।

মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......হাবীব (র.) থেকে উক্ত সনদে পুনশ্চঃ মাহমূদ (র.).....মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা.) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

মাহমূদ (র.) বলেনঃ আবূ যারর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ظَنِّ السُّوْءِ

অনুচ্ছেদঃ কুধারণা পোষণ করা

١٩٩٤. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

قَالَ : وَسَمِعْتُ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَذْكُرُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ سُفْيَانَ قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : اَلظَّنُّ ظَنَّانِ : فَظَنٌّ إِثْمٌ ، وَظَنٌّ لَيْسَ بِإِثْمٍ ، فَأَمَّا الظَّنُّ الَّذِيْ هُوَ إِثْمٌ فَالَّذِيْ يَظُنُّ ظَنًّا وَيَتَكَلَّمُ بِهِ ، وَأَمَّا الظَّنُّ الَّذِيْ لَيْسَ بِإِثْمٍ فَالَّذِيْ يَظُنُّ وَلاَ يَتَكَلَّمُ بِهِ .

১৯৯৪. ইব্‌ন আবী উমার (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা কুধারণা পোষণ করা থেকে বেঁচে থাকবে, কেননা, কুধারণা করা হল সবচে মিথ্যা কথা।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

ঈমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র.)-কে সুফইয়ান (র.)-এর কতিপয় সাগিরদের বরাতে বলতে শুনেছি যে, সুফইয়ান বলেছেন; ধারণা হল দু'ধরণেরঃ এক প্রকারের ধারণা পাপ অরেক প্রকারের ধারণা পাপ নয়। পাপ ধারণা হল কুধারণা করে তা অন্যকে ব্যক্ত করা। আর যে ধারণায় পাপ নেই তা হল কোন ধারণা হলে তা ব্যক্ত না করা।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمِزَاحِ

অনুচ্ছেদঃ কৌতুক প্রসংগে

١٩٩٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَضَّاحِ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَقُوْلُ لأَخٍ لِىْ صَغِيْرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ . حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ . وَأَبُو التَّيَّاحِ اسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৯৯৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াযযাহ কূফী (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সাথে মিশতেন। এমন কি আমার একটি ভাইকে (কৌতুক করে) বলতেনঃ

ওহে আবূ উমায়র

কী করেছে নুগায়র [১]

হান্নাদ (র.).....আনাস (রা.) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি হাসান সাহীহ, বর্ণনাকারী আবুত্ তায়্যাহ (র.)এর নাম হল ইয়াযীদ ইব্‌ন হুমায়দ যুবায়ঈ।

١٩٩٦. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ الْبَغْدَادِىُّ . حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا : قَالَ : إِنِّى لاَ أَقُوْلُ إِلاَّ حَقًّا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৯৯৬. আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদ দুওয়ারী (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আপনি আমাদের সাথে কৌতুকও করেন, তিনি বললেনঃ আমি সত্য ব্যতীত কিছু বলিনা।

---

১. চড়াই পাখির মত একটি পাখি। আবূ উমায়রের একটি নুগায়র পাখি ছিল, পরে সেটি মারা যায়।

হাদীছটি হাসান সাহীহ, إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا অর্থ আপনি আমাদের সাথে কৌতুকও করেন !.....

١٩٩٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً اسْتَحْمَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : إِنِّيْ حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلاَّ النُّوْقُ ؟

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

১৯৯৭. কুতায়বা (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে আরোহনযোগ্য একটি বাহন চাইলেন, তিনি তাঁকে বললেন; তোমাকে আমি একটি উটনীর বাচ্চার উপর আরোহন করাব। লোকটি বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ উটনীর বাচ্চা দিয়ে আমি কি করব? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ উটনী ছাড়া অন্য কিছু কি উটের জন্ম দেয়?

হাদীছটি হাসান-সাহীহ গারীব।

١٩٩٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ .

قَالَ : مَحْمُوْدٌ : قَالَ أَبُوْ أُسَامَةَ : يَعْنِيْ مَازَحَهُ ، وَهٰذَا الْحَدِيْثُ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

১৯৯৮. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে "ইয়া যাল উযুনায়ন" - 'হে দু'কান ওয়ালা' বলে ডাকতেন।

মাহমূদ (র.) বলেন, আবূ উসামা (র.) বলেছেন ঃ নবী ﷺ কৌতুক করে এই কথা বলতেন।

হাদীছটি সাহীহ-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِرَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিবাদ-বিসম্বাদ প্রসংগে।

١٩٩٩. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ قَالَ : حَدَّثَنِيْ سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ اللَّيْثِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِيْ وَسَطِهَا ، وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِيْ أَعْلاَهَا .

وَهٰذَا الْحَدِيْثُ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

১৯৯৯. উকবা ইব্‌ন মুকাররাম আম্মী বাসরী (র.)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা পরিত্যাগ করে......আর মিথ্যা তো বাতিলই হয়ে থাকে-তার জন্য জান্নাতের পার্শ্বে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে; হক থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বিবাদ-বিসম্বাদ পরিত্যাগ করে তার

জন্য জান্নাতের মাঝে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে; আর যে ব্যক্তি তার চরিত্র সুন্দর করে তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে।

হাদীছটি হাসান, সালামা ইব্‌ন ওয়ারদান–আনাস (রা.) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

٢٠٠٠. حَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : كَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لاَتَزَالَ مُخَاصِمًا .

وَهٰذَا الْحَدِيْثُ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২০০০. ফাযালা ইবন ফাযল কূফী (র.).......ইব্‌ন আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ ঝগড়াটে হওয়াই তোমার পাপের জন্য যথেষ্ট।

হাদীছটি গারীব।এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

٢٠٠١. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ اللَّيْثِ وَهُوَ ابْنُ أَبِيْ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لاَتُمَارِ أَخَاكَ ، وَلاَتُمَازِحْهُ ، وَلاَتَعِدْهُ مَوْعِدَةً فَتُخْلِفَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ عِنْدِيْ هُوَ ابْنُ بَشِيْرٍ .

২০০১. যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যূব বাগদাদী (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেনঃ তোমার দীনী ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করবে না; তাকে বিদ্রূপ করবে না; তার সঙ্গে এমন ওয়াদা করবে না যা তুমি পরে ভঙ্গ করে বসবে।

হাদীছটি হাসান–গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُدَارَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করা প্রসঙ্গে।

٢٠٠٢. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ : بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ أَوْ أَخُو الْعَشِيْرَةِ ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فَأَلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ . فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২০০২. ইব্‌ন আবূ উমার (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ –এর কাছে আসার অনুমতি প্রার্থনা করল। আমি সে সময় তাঁর কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, "কবীলার এই লোকটি বড় খারাপ"। যা হোক এর পর তিনি তাঁকে আসতে অনুমতি দিলেন এবং তার সঙ্গে নম্রতার সাথে কথা–বার্তা বললেন।

লোকটি বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই লোকটি সম্পর্কে তো আপনি যা বলার বলেছিলেন অথচ পরে তার সঙ্গে নম্রতার সাথে কথা-বার্তা বললেন। তিনি বললেনঃ হে, আইশা! লোকদের মধ্যে সবচে' খারাপ হল সেই ব্যক্তি যার অশ্লীল কথা থেকে আত্মরক্ষা পাওয়ার জন্য লোকেরা তাকে ত্যাগ করে।

হাদীছটি হাসান সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِقْتِصَادِ فِي الْحُبِّ وَالْبُغْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিদ্বেষ ও ভালবাসা উভয় ক্ষেত্রেই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা।

٢٠٠٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أُرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ : أَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْمًا مَا ، وَأَبْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ أَيُّوْبَ بِإِسْنَادٍ غَيْرِ هٰذَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ أَبِيْ جَعْفَرٍ ، وَهُوَ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّحِيْحُ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوْفٌ قَوْلُهُ

২০০৩. আবূ কুরায়ব (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে মারফূরূপে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমার বন্ধুর ভালবাসায় আতিশয্য দেখাবে না কারণ এক দিন হয়ত সে তোমার শত্রুতে পরিণত হতে পারে। তোমার শত্রুকে শত্রুতার ক্ষেত্রে আতিশয্য প্রদর্শন করবে না কারণ এক দিন হয়ত সে তোমার বন্ধুতে পরিণত হবে।

হাদীছটি গরীব, উক্ত সূত্রে এইভাবে ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

আয়্যূব (র.) থেকে ভিন্ন সনদেও হাদীছটি বর্ণিত আছে। এটি হাসান ইব্ন আবূ জা'ফর (র.) তৎসনদে আলী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এটিও যঈফ। সাহীহ হল আলী (রা.) থেকে মাওকূফরূপে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكِبْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ অহংকার।

٢٠٠٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوْبَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ ، وَلاَيَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

২০০৪. আবূ হিশাম রিফাঈ (র.).....আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসঊদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর যার অন্তরে সামান্য দানা পরিমাণ ঈমান থাকে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন আব্বাস, সালমা ইব্‌ন আকওয়া ও আবূ সাঈদ (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সহীহ।

٢٠٠٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ : حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمَّادٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ، وَلاَيَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّهُ يُعْجِبُنِيْ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبِيْ حَسَنًا وَنَعْلِيْ حَسَنَةً ، قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، وَلٰكِنِ الْكِبْرُ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيْ تَفْسِيْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ : لاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ ، إِنَّمَا مَعْنَاهُ لاَيُخَلَّدُ فِي النَّارِ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ۔

২০০৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.)....আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসঊদ) (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ অনু পরিমাণ অহংকারও যার অন্তরে থাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর অনু পরিমাণ ঈমান যার অন্তরে থাকে সে জাহান্নামে দাখেল হবে না।

এক ব্যক্তি তখন বলল ঃ আমার যে ভাল লাগে আমার কাপড়টা সুন্দর হোক, আমার জুতাটা সুন্দর হোক। তিনি বললেন; আল্লাহ্ তো সৌন্দর্য ভালবাসেন। তবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে হেয় মনে করা হল অহংকার।

কোন কোন আলিম এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, 'অনু পরিমাণ ঈমান যার অন্তরে থাকে সে জাহান্নামে দাখেল হবে না'—এর অর্থ হল, সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকবে না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٢٠٠٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ ۔ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتّٰى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِيْنَ فَيُصِيْبُهُ مَا أَصَابَهُمْ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ۔

২০০৬. আবূ কুরায়ব (র.).....ইয়াস ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন আকওয়া তৎ পিতা সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি নিজেকে বড় বলে ভাবতে থাকে

শেষে তাকে জাব্বার ও অহংকারীদের তালীকায় লিপিবদ্ধ করে ফেলা হয়। পরিনামে তাদের যা ঘটে এর ভাগ্যেও তা ঘটে।

হাদীছটি হাসান গারীব।

২০০৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَكُونُونَ فِي التِّيهِ وَقَدْ رَكِبْتُ الْحِمَارَ وَلَبِسْتُ الشَّمْلَةَ وَقَدْ حَلَبْتُ الشَّاةَ . وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ فَعَلَ هَذَا فَلَيْسَ فِيهِ مِنَ الْكِبْرِ شَيْءٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

২০০৭. আলী ইব্ন ঈসা ইব্ন ইয়াযীদ বাগদাদী (র.)......নাফি ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুত'ইম তৎ পিতা জুবায়র ইব্ন মুত'ইম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বলে, আমার মাঝে অহংকার আছে। অথচ আমি গাধায় আরোহণ করি, চাদর পরিধান করি, বকরীর দুধ দোহন করি। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এই কাজগুলো করে তার মাঝে সামান্যতম অহংকারও নেই।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ

অনুচ্ছেদ ঃ সদ্ব্যবহার।

২০০৮. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ ، وَأَنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২০০৮. ইব্ন আবূ উমার(র.)......আবুদ-দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন মুমিনের জন্য মীযানের পাল্লায় সদ্ব্যবহারের চেয়ে অধিক ভারি আর কিছু হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা অশ্লীল এবং কটুভাষীকে অবশ্যই ঘৃণা করেন।

এই বিষয়ে আইশা, আবূ হুরায়রা, আনাস ও উসামা ইব্ন শারীক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান সাহীহ্।

২০০৯. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ اللَّيْثِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ٠

২০০৯. আবূ কুরায়ব (র.)......আবুদ-দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, সদ্ব্যবহারের চেয়ে ভারি কোন জিনিস মীযানের পাল্লায় রাখা হবে না। সদ্ব্যবহারের অধিকারী ব্যক্তি সওম ও সালাতের অধিকারী ব্যক্তির দরজায় অবশ্যই পৌঁছে যায়।

এই সূত্রে হাদীছটি গারীব।

٢٠١٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ . حَدَّثَنِيْ أَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ : قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّـةَ ؟ فَقَالَ تَـقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ . وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ هُوَ ابْنُ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَوْدِىْ ٠

২০১০. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন আমলদ্বারা মানুষ বেশী জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন, আল্লাহর ভীতি এবং সদাচারের কারণে। জিজ্ঞাসা করা হল, কোন কাজের দরুণ মানুষ বেশী জাহান্নামে যাবে? তিনি বললেন মুখ ও লজ্জাস্থানের কারণে।

হাদীছটি সাহীহ গারীব। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইদরীস (র.) হলেন ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুর রহমান আওদী।

٢٠١١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّـــهُ وَصَفَ حُسْنَ الْخُلُقِ فَقَالَ : هُوَ بَسْطُ الْوَجْهِ وَبَذْلُ الْمَعْرُوْفِ وَكَفُّ الْأَذٰى ٠

২০১১. আহমাদ ইব্‌ন আবদা যাব্বী (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি সদাচারিতার বিবরণ দিতে যেয়ে বলেছেনঃ তা হল হাস্য বিকশিত চেহারা, উত্তম জিনিষ দান এবং ক্লেশ প্রদানে বিরত থাকা।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْإِحْسَانِ وَالْعَفْوِ

অনুচ্ছেদ ঃ অনুগ্রহ ও ক্ষমা।

٢٠١٢. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالُوْا : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْـهِ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ أَمُرُّ بِهِ فَلاَ يَقْرِيْنِىْ وَلاَيُضَيِّفُنِىْ فَيَمُرُّ بِىْ أَفَأَقْرِيْهِ ؟ قَالَ : لاَ ، أَقْرِهِ قَالَ : وَرَآنِىْ رَثَّ الثِّيَابِ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ ؟ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ أَعْطَانِىَ اللّٰهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ قَالَ فَلْيُرَ عَلَيْكَ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَـةَ وَجَابِرٍ وَ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْـــحٌ ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ

اسْمُهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ الْجُشَمِيُّ .

وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَقْرِهِ : أَضِفْهُ ، وَالْقِرَى : هُوَ الضِّيَافَةُ .

২০১২. বুনদার, আহমাদ ইব্‌ন মানী' ও মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).....আবুল আহওয়াস তৎ পিতা (মালিক ইব্‌ন নাযলা) (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন ব্যক্তির নিকট দিয়ে আমি যাই কিন্তু সে ব্যক্তি আমার মেহমানদারী করে না, সে যদি আমার নিকট দিয়ে যায় তবে কি আমি তার সাথে অনুরূপ আচরণ করে বদলা নিতে পারি? তিনি বললেনঃ না, বরং তুমি তার মেহমানদারী করবে।

মালিক (রা.) বলেন, আমাকে তিনি অত্যন্ত পুরান হয়ে যাওয়া কাপড়ে দেখে বললেনঃ তোমার ধন-সম্পদ আছে কি? আমি বললামঃ উট, ছাগল, সব ধরণের সম্পদ আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন। তিনি বললেনঃ তোমার মাঝে এর নিদর্শন যেন পরিলক্ষিত হয়।

এই বিষয়ে আইশা, জাবির ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবুল আহ্‌ওয়াস (র.)-এর নাম হল আওফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নায্‌লা জুশামী। أَقْرِهِ অর্থ মেহমানদারী করবে। اَلْقِرَى অর্থ যিয়াফত করা, মেহমানদারী করা।

٢٠١٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَتَكُوْنُوْا إِمَّعَةً تَقُوْلُوْنَ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا وَ إِنْ ظَلَمُوْا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَطِّنُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوْا وَإِنْ أَسَاءُوْا فَلاَ تَظْلِمُوْا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২০১৩. আবূ হিশাম রিফাঈ (র.).....হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা অন্ধ অনুকরণশীল হয়ো না যে, তোমরা বলবে, লোকেরা যদি সদ্ব্যবহার করে তবে আমরাও সদ্ব্যবহার করব। আর তারা যদি অন্যায়াচরণ করে তবে আমরাও অন্যায়াচরণ করব। বরং তোমাদের হৃদয়ে একথা গেঁথে নাও যে, লোকেরা সদাচরণ করলে তো সদাচারণ করবেই এমনকি তারা অসদ্ব্যবহার করলেও তোমরা (তাদের সাথে) অন্যায়াচরণ করবে না।

হাদীছটি হাসান গারীব, এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ زِيَارَةِ الْإِخْوَانِ

অনুচ্ছেদ : দীনী ভাইদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করা

٢٠١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِيْ كَبْشَةَ الْبَصْرِيُّ قَالاَ . حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ السَّدُوْسِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُوْسِنَانٍ الْقَسْمَلِيُّ هُوَ الشَّامِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِيْ سَوْدَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ :

مَنْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِى اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَأَبُوْ سِنَانٍ اسْمُهُ عِيْسَى بْنُ سِنَانٍ . وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِىْ رَافِعٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ شَيْئًا مِنْ هٰذَا .

২০১৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও হুসায়ন ইব্‌ন আবূ কাবশা বাসরী (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায় বা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার কোন দীনী ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করে তখন তাকে জনৈক আহ্‌বানকারী (ফিরিশ্‌তা) ডেকে বলতে থাকেন, 'মঙ্গলময় তোমার জীবন, মঙ্গলময় তোমার এই পথ চলা। তুমি তো জান্নাতে তোমার আবাস নির্দ্ধারণ করে নিলে!

হাদীছটি হাসান-গারীব।

বর্ণনাকারী আবূ সিনান (র.)-এর নাম হল ঈসা ইব্‌ন সিনান। হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র.)ও ছাবিত-আবূ রাফি'-আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এরূপ কিছু রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْحَيَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ লজ্জাশীলতা।

٢٠١٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ الرَّحِيْمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو . حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ ، وَالْإِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ ، وَالْجَفَاءُ فِى النَّارِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِىْ بَكْرَةَ وَأَبِىْ أُمَامَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২০১৫. আবূ কুরায়ব (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ লজ্জা ঈমানের অঙ্গ ; ঈমানের স্থান হল জান্নাতে। অশ্লীলতা হল অবাধ্যতা ও অন্যায়াচারের অঙ্গ ; অন্যায়াচরণের স্থান হল জাহান্নামে।

এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার, আবূ বাকরা, আবূ উমামা, ও ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّأَنِّى وَالْعَجَلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ধীরতা এবং তাড়াহুড়া।

٢٠١٦. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ . حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ الْمُزَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ .

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ عَاصِمٍ . وَالصَّحِيْحُ حَدِيْثُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ .

২০১৬. নাসর ইব্‌ন আলী (র.)......আদুল্লাহ্ ইব্‌ন সারজিস মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ সুন্দর আচরণ, স্থৈর্য এবং মধ্যপন্থা হল নবুওয়াতের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

কুতায়বা (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সারজিস (রা.) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। এই সনদে আসিম (র.)-এর উল্লেখ নেই। নাসর ইব্‌ন আলী (র.)-এর রিওয়ায়াতটি (২০১৭ নং) হল সাহীহ।

٢٠١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ : إِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ : الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنِ الْأَشَجِّ الْعَصَرِيِّ .

২০১৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাযী' (র.).....ইব্‌ন আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আবদ কায়সগোত্রের সর্দার আশাজ্জ (রা.)-কে বলেছিলেনঃ তোমার এমন দু'টি গুণ রয়েছে যে সে দু'টি গুণকে আল্লাহ্ তাআলা ভালবাসেনঃ সহিষ্ণুতা এবং স্থৈর্য।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

এই বিষয়ে আল-আশাজ্জ 'উসারী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٠١٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : الْأَنَاةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِيْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ وَضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ : وَالْأَشَجُّ بْنُ عَبْدِ الْقَيْسِ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ بْنُ عَائِذٍ .

২০১৮. আবূ মুসআব মাদানী (র.)......সাহল ইব্‌ন সাদ সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ স্থৈর্য্য আল্লাহ থেকে এবং তাড়াহুড়া শয়তান থেকে।

হাদীছটি গারীব, কতক হাদীছবিদ আলিম রাবী আবদুল মুহায়মিন ইব্‌ন আববাস (রা.)-এর সমালোচনা করেছেন এবং স্মরণ শক্তির দিক থেকে তাকে যঈফ বলেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الرِّفْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ নম্রতা।

٢٠١٩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২০১৯. ইব্‌ন আবূ উমার (র.)......আবূ দারদা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যাকে নম্রতার হিস্যা দেওয়া হয়েছে তাকে কল্যাণের হিস্যা প্রদান করা হয়েছে আর যে ব্যক্তি নম্রতার হিস্যা থেকে বঞ্চিত সে কল্যাণের হিস্যা থেকে বঞ্চিত।

এই বিষয়ে আইশা, জারীর ইবন আবদুল্লাহ্ ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ

بَابُ مَاجَاءَ فِي دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

অনুচ্ছেদ ঃ মজলূমের বদ দু'আ।

٢٠٢٠. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو مَعْبَدٍ اسْمُهُ نَافِذٌ .

২০২০. আবূ কুরায়ব (র.)......ইব্‌ন আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুআযকে ইয়ামানে প্রেরণ করা কালে বলেছিলেনঃ মজলূমের (বদ) দু'আ থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা এই বদ দু'আ ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোন পর্দা নেই।

এই বিষয়ে আনাস, আবূ হুরায়রা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর এবং আবূ সাঈদ (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। রাবী আবূ মা'বাদ (র.)-এর নাম হল নাফিয।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ خُلُقِ النَّبِىِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর চরিত্র

٢٠٢١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِيْ أُفٍّ قَطُّ وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَهُ ، وَلاَ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَ تَرَكْتَهُ ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا ، وَلاَمَسِسْتُ خَزًّا قَطُّ وَلاَ حَرِيْرًا وَلاَ شَيْئًا كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَشَمَمْتُ مِسْكًا قَطُّ وَلاَعِطْرًا كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ النَّبِيِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَالْبَرَاءِ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২০২১. কুতায়বা (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দশ বৎসর খেদমত করেছি। তিনি কখনও আমাকে "উফ" পর্যন্ত বলেননি। কোন কিছু করে ফেললে সে সম্পর্কে কখনও বলেননি কেন তুমি তা করলে? কোন কাজ না করলেও কখনও বলেন নি, কেন তা করলে না?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের মানুষ। রেশম বা খায্ [1] বা অন্য যাই হোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতের তালু অপেক্ষা কোমল কিছু আমি কখনও স্পর্শ করিনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘাম অপেক্ষা সুঘ্রান যুক্ত কোন মিশ্‌ক আম্বর বা আতরের কখনও গন্ধ নেইনি আমি।

এই বিষয়ে আইশা ও বারা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি হাসান সাহীহ।

٢٠٢٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِيَّ يَقُوْلُ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ : لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَلاَ صَخَّابًا فِى الأَسْوَاقِ ، وَلاَ يَجْزِيْ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَصْفَحُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَأَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ ، وَيُقَالُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدٍ .

২০২২. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)...........আবূ আবদুল্লাহ্ জাদালী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আইশা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেনঃ তিনি অশ্লীল বা কটূভাষী ছিলেননা। ভাল করেও অশ্লীল কথা তিনি বলেন নি। তিনি বাজারে চিৎকার করতেন না। অন্যায়াচরনের মাধ্যমে অন্যায়ের বদলা নিতেন না; বরং তিনি তা ক্ষমা করে দিতেন এবং তা উপেক্ষা করতেন।

হাদীছটি হাসান সাহীহ, রাবী আবূ আবদুল্লাহ্ জাদালী (র.)-এর নাম হল আবদ ইব্‌ন আবদ। আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদ বলেও কথিত আছে।

---

১. রেশম মিশ্রিত এক প্রকার কাপড়

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ حُسْنِ الْعَهْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম ওয়াদা পালন।

٢٠٢٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مَاغِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ ، وَمَا بِيْ أَنْ أَكُوْنَ أَدْرَكْتُهَا وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيَتَتَبَّعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيْجَةَ فَيُهْدِيْهَا لَهُنَّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ .

২০২৩. আবূ হিশাম রিফাঈ (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ-এর অর্ধাঙ্গিনীদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা.)–এর মত আর কারো প্রতি আমার এত ঈর্ষা (গয়রাত) হয়নি। অথচ তাঁকে আমি পাইনি। আর এর কারণ ছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কথা খুবই উল্লেখ করতেন। তিনি কোন বকরী যবাহ করলে খাদীজা (রা.)–এর বান্ধবীদের তালাশ করে তাদেরকে তা হাদিয়া পাঠাতেন।

হাদীছটি হাসান সাহীহ্ গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ مَعَالِيْ الْأَخْلاَقِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহৎ চারিত্রিক গুণ।

٢٠٢٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ . حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ . حَدَّثَنِيْ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُوْنَ ؟ قَالَ : الْمُتَكَبِّرُوْنَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ . وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ وَهٰذَا أَصَحُّ . وَالثَّرْثَارُ : هُوَ كَثِيْرُ الْكَلاَمِ وَالْمُتَشَدِّقُ : الَّذِيْ يَتَطَاوَلُ عَلَى النَّاسِ فِي الْكَلاَمِ وَيَبْذُوْ عَلَيْهِمْ .

২০২৪. আহমাদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন খিরাশ বাগদাদী (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র ও ব্যবহার ভাল সে ব্যক্তি আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সবচে' প্রিয় এবং কিয়ামত দিবসে সে আমার সবচে' নিকট অবস্থান করবে। আর আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সবচে'

ঘৃণ্য ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে যারা আমার থেকে দূরে থাকবে সেই ব্যক্তিরা হল যারা.ছারছারূন অনর্থক বক বক করে এবং মুতাশাদ্দিকূন যারা উপহাস করে এবং 'মুতাফায়হিকূন যারা অহংকার প্রদর্শন করে।

সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, ছারছারূন এবং 'মুতাশাদ্দিকূন তো আমরা জানি কিন্তু 'মুতাফায়হিকূন কি?

তিনি বললেন, যারা অহংকার করে।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি এই সনদে গারীব।

اَلثَّرْثَارُ যে ব্যক্তি বেশী কথা বলে।

اَلْمُتَشَدِّقُ যে ব্যক্তি কথাবার্তায় লোক সমাজে অহংকার প্রদর্শন করে এবং অন্যদের উপর অশ্লীল ও উপহাস মূলক কথা প্রয়োগ করে।

কতক রাবী এই হাদীছটিকে মুবারক ইব্ন ফাযালা-মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির-জাবির (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে আবদ রাব্বিহী ইব্ন সাঈদ (র.)-এর উল্লেখ নেই। এটি অধিকতর সাহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِي اللَّعْنِ وَالطَّعْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ লা'নত এবং গালি-গালাজ করা প্রসংগে।

٢٠٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا ، وَهٰذَا الْحَدِيْثُ مُفَسَّرٌ .

২০২৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ মু'মিন লা'নতকারী হয় না।

এই বিষয়ে ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-গারীব। কতক রাবী উক্ত সনদে নবী ﷺ থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, নবী (স.) বলেন, মু'মিনদের জন্য লা'নতকারী হওয়া পছন্দনীয় নয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَثْرَةِ الْغَضَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ অধিক ক্রোধ প্রসংগে।

٢٠٢٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِيْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : عَلِّمْنِيْ شَيْئًا وَلاَتُكْثِرْ عَلَيَّ لَعَلِّيْ أَعِيْهِ قَالَ : لاَتَغْضَبْ فَرَدَّدَ ذٰلِكَ مِرَارًا كُلُّ

ذٰلِكَ يَقُوْلُ لَاتَغْضَبْ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَأَبُوْ حَصِيْنٍ اسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَسَدِيُّ ٠

২০২৬. আবূ কুরায়ব (র.)……আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললঃ আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন; আমার জন্য যেন তা বেশী না হয়ে যায়। আমি যেন তা আত্মস্থ করতে পারি।

তিনি বলেনঃ রাগ করবে না।

লোকটি তার প্রশ্নের কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করল। প্রতিবারই নবী ﷺ বললেনঃ রাগ করবে না।

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ এবং সুলায়মান ইব্ন সুরাদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ; এই সূত্রে গারীব। বর্ণনাকারী আবূ হাসীন (র.)-এর নাম হল উছমান ইব্ন আসিম আসাদী।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَظْمِ الْغَيْظِ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্রোধ নিবারণ।

٢٠٢٧. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّوْرِىُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِىْ أَيُّوْبَ . حَدَّثَنِىْ أَبُوْ مَرْحُوْمٍ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِىِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ فِىْ أَىِّ الْحُوْرِ شَاءَ ٠

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ٠

২০২৭. আববাস ইব্ন মুহাম্মাদ দূরী প্রমুখ (র.)…..সাহল ইব্ন মু'আয ইব্ন আনাস জুহানী তাঁর পিতা (মুআয ইব্ন আনাস) জুহানী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করবে আল্লাহ্ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন সকল মানুষের সমক্ষে ডাকবেন এবং যে কোন হূরকে সে চায় তাকে গ্রহণের ইখতিয়ার দিবেন।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ إِجْلَالِ الْكَبِيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বড়কে সম্মান করা।

٢٠٢٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ بَيَانٍ الْعُقَيْلِىُّ . حَدَّثَنَا أَبُو الرِّجَالِ الْأَنْصَارِىُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ

...قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلاَّ قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ هٰذَا الشَّيْخِ يَزِيْدَ بْنِ بَيَانٍ وَأَبُو الرِّجَالِ الأَنْصَارِيُّ آخَرُ ٠

২০২৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র.).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কোন যুবক যদি বয়সের কারণে কোন বয়স্ক-ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করে তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলা তার বৃদ্ধ বয়সে তার জন্য এমন লোক নিয়োগ করে দিবেন যারা তাকে সম্মান প্রদর্শন করবে।

হাদীছটি গারীব, এই শায়খ অর্থাৎ ইয়াযীদ ইব্‌ন বায়ান (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। সনদে অপর একজন আবূ রিজাল আনসারী (র.) নামক রাবী রয়েছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُتَهَاجِرَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ পরস্পর সম্পর্ক ত্যাগকারী প্রসঙ্গে।

٢٠٢٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : تُفَتَّحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ فِيْهِمَا لِمَنْ لاَيُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ الْمُهْتَجِرَيْنِ . يُقَالُ : رُدُّوا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَيُرْوَى فِيْ بَعْضِ الْحَدِيْثِ : ذَرُوْا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ٠ قَالَ : وَمَعْنَى قَوْلِهِ الْمُهْتَجِرَيْنِ : يَعْنِى الْمُتَصَارِمَيْنِ . وَهٰذَا مِثْلُ مَارُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ٠

২০২৯. কুতায়বা (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ সোমবার এবং বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলি খুলে দেওয়া হয়। পরস্পর সম্পর্ক ত্যাগকারী ব্যক্তিদ্বয় ব্যতীত যারা শিরক করে নাই তাদের সকলকেই মাফ করে দেওয়া হয়। পরস্পর সম্পর্ক ত্যাগকারীদ্বয় সম্পর্কে বলা হয় ; পরস্পর সমঝোতা স্থাপন না করা পর্যন্ত এদের দু'জনের বিষয়টি রদ করে দাও।

হাদীছটি হাসান সাহীহ।

কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, পরস্পর সমঝোতা স্থাপন না করা পর্যন্ত এদের ব্যাপারটি স্থগিত রাখ।

الْمُتَهَاجِرَيْنِ -অর্থ পরস্পরে সম্পর্ক কর্তনকারীদ্বয়।

এটি হল নবী ﷺ থেকে বর্ণিত এই হাদীছটির মত; তিনি বলেন, কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় তার (কোন মুসলিম) ভাইকে তিন দিনের অধিক পরিত্যাগ করে রাখা।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّبْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ধৈর্য ধারণ।

٢٠٣٠. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : مَايَكُوْنُ عِنْدِيْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ شَيْئًا هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ هٰذَا الْحَدِيْثُ فَلَنْ أَذْخَرَهُ عَنْكُمْ . وَالْمَعْنٰى فِيْهِ وَاحِدٌ يَقُوْلُ : لَنْ أَحْبِسَهُ عَنْكُمْ .

২০৩০. আনসারী (র.).....আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত।আনসারের কিছু লোক একবার নবী ﷺ-এর নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাদের কিছু সাহায্য দিলেন। এরপর তারা আবার সাহায্য চাইলে তিনি তাদের তা দিলেন। অনন্তর বললেনঃ আমার কাছে যে অর্থ সম্পদ আছে তোমাদের না দিয়ে আমি তা কখনও পুঞ্জিভূত করে রাখি না। যে মুখাপেক্ষীহীন হতে চায় আল্লাহ তাকে মুখাপেক্ষীহীন করে দেন। যে ব্যক্তি (যাঞ্চা থেকে) পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন, যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারনের তওফীক চায় আল্লাহ তাকে সবরের তওফীক দিয়ে দেন।ধৈর্য ধারনের চেয়ে ভাল এবং বিপুল কোন সম্পদ কাউকে প্রদান করা হয়নি।

এই বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। মালিক (র.) সূত্রেও হাদীছটি বর্ণিত আছে।এতে আছে فَلَنْ أُدَّخِرَهُ عَنْكُمْ তার বরাতে এ- ও বর্ণিত আছে যে, فَلَنْ أَذْخَرَهُ عَنْكُمْ মর্ম একই। অর্থাৎ তিনি বলেছেন, তোমাদের না দিয়ে আমি তা (সম্পদ) জমা করে রাখি না।

بَابُ مَاجَاءَ فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দু' মুখো মানুষ।

٢٠٣١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَعَمَّارٍ . وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২০৩১. হান্নাদ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র নিকট সবচে' মন্দ লোক হবে দু' মুখো মানুষ।

এই বিষয়ে আম্মার ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّمَّامِ

অনুচ্ছেদ ঃ চোগলখোর।

٢٠٣٢. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ فَقِيْلَ لَهُ : إِنَّ هٰذَا يُبَلِّغُ الْأُمَرَاءَ الْحَدِيْثَ عَنِ النَّاسِ . فَقَالَ حُذَيْفَةُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ .

قَالَ سُفْيَانُ : وَالْقَتَّاتُ النَّمَّامُ . وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২০৩২. ইব্ন আবূ উমার (র.)........হাম্মাম ইব্ন হারিছ (র.) থেকে বর্ণিত।হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা.)-এর পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিল। তাঁকে বলা হল, এই ব্যক্তি প্রশাসকদের নিকট লোকদের কথা লাগায়। হুযাযফা (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'কাত্তাত' জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

রাবী সুফইয়ান (র.) বলেন, কাত্তাত অর্থ হল চোগলখোর।

হাদীছটি হাসান সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْعِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ রুদ্ধবাক হওয়া।

٢٠٣٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيْمَانِ، وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ . إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : وَالْعِيُّ قِلَّةُ الْكَلَامِ ، وَالْبَذَاءُ : هُوَ الْفُحْشُ فِى الْكَلَامِ ، وَالْبَيَانُ هُوَ كَثْرَةُ الْكَلَامِ مِثْلُ هٰؤُلَاءِ الْخُطَبَاءِ الَّذِيْنَ يَخْطُبُوْنَ فَيُوَسِّعُوْنَ فِى الْكَلَامِ وَيَتَفَصَّحُوْنَ فِيْهِ مِنْ مَدْحِ النَّاسِ فِيْمَا لَا يُرْضِي اللّٰهَ .

২০৩৩. আহমাদ ইব্ন মানী (র.)........আবূ উমামা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত।তিনি বলেছেনঃ লজ্জাশীলতা এবং রুদ্ধবাক হওয়া ঈমানের দু'টি শাখা। অশ্লীলতা (লজ্জাহীনতা) ও বাক্যবাগিশ হওয়া মুনাফেকীর দু'টি শাখা।

হাদীছটি হাসান গারীব। আবূ গাসসান মুহাম্মাদ ইব্ন মুতাররিফ (র.) সূত্রেই কেবল হাদীছটি সম্পর্কে আমরা জানি।ইমাম তিরমিযী (র.) বলেনঃ اَلْعِيُّ অর্থ স্বল্পবাক, রুদ্ধবাক। اَلْبَذَاءُ অর্থ অশ্লীল কথাবার্তা। اَلْبَيَانُ বেশী কথা বলা, বাক্যবাগিশ হওয়া যেমন এই যে (আজকাল কার) বক্তারা বক্তৃতা দেয় আর কথাকে এত বিস্তৃত করে এবং ব্যক্তি বিশেষের প্রশংসায় এত পঞ্চমুখ হয়ে উঠে যে আল্লাহ্ তাতে সন্তুষ্ট থাকেন না।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

অনুচ্ছেদ ঃ কতক বাগ্মিতায়ও রয়েছে যাদু।

٢٠٣٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِمَا فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِهِمَا . فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَ فِى الْبَابِ عَنْ عَمَّارٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২০৩৪. কুতায়বা (র.)...... ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে দুই ব্যক্তির আগমন হয়। তারা ভাষন দেয়। তাদের বাগ্মিতায় লোকজন খুবই আশ্চার্যান্বিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে ফিরে বললেনঃ কতক বাগ্মিতাও যাদু হয়ে থাকে।

এই বিষয়ে আম্মার, ইব্‌ন মাসউদ ও আবদুল্লাহ্ ইবনিশ্ শিখখীর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّوَاضُعِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিনয়।

٢٠٣٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَانَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ . وَمَازَادَ اللّٰهُ رَجُلاً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا أَوْ مَاتَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِىْ كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ . وَاِسْمُهُ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ . وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২০৩৫. কুতায়বা (র.)........ আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, সাদাকার কারণে সম্পদ হ্রাস পায় না, ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যক্তির সন্মানই বৃদ্ধি করে থাকেন, আল্লাহ্র জন্য যদি কেউ বিনয় প্রকাশ করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তার মর্যাদা সমুচ্চ করেন।

এই বিষয়ে আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ, ইব্‌ন আব্বাস, আবূ কাবশা আনমারী – তার নাম হল উমার ইব্‌ন সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الظُّلْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুলম।

٢٠٣٦. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَأَبِيْ مُوْسَى وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ . وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ .

২০৩৬. আব্বাস আম্বারী (র.)......ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যুলম কিয়ামতের দিন বহু অন্ধকারের কারণ হবে।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর, আইশা, আবূ মূসা, আবূ হুরায়রা ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছের তুলনায় উক্ত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْعَيْبِ لِلنِّعْمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নেয়ামতের দোষ না ধরা।

٢٠٣٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا عَابَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلاَّ تَرَكَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَأَبُوْ حَازِمٍ هُوَ الْأَشْجَعِيُّ الْكُوْفِيُّ وَاسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ الْأَشْجَعِيَّةِ .

২০৩৭. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ. কখনও কোন খাদ্যের দোষ বর্ণনা করেননি। যদি তা পছন্দ হত তবে খেতেন নতুবা তা বর্জন করতেন।

হাদীছটি হাসান সাহীহ্।

বর্ণনাকারী আবূ হাযিম হলেন আশজাঈ কূফী। তাঁর নাম হল সালমান; তিনি ছিলেন, আয্যা আশজাঈআর মাওলা বা আযাদকৃত গোলাম।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيْمِ الْمُؤْمِنِ

অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিনকে সম্মান করা।

٢٠٣٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ وَالْجَارُوْدُ بْنُ مُعَاذٍ قَالاَ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى . حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ

عَنْ أَوْفَى بْنِ دَلْهَمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : صَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيْعٍ فَقَالَ : يَامَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِهِ ، لاَتُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَتُعَيِّرُوْهُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِيْ جَوْفِ رَحْلِهِ قَالَ : وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى الْبَيْتِ أَوْ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ : مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللّٰهِ مِنْكِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ . وَرَوَى إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ السَّمَرْقَنْدِيُّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ نَحْوَهُ . وَرُوِيَ عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هٰذَا .

২০৩৮. ইয়াহইয়া ইব্ন আকছাম ও জারূদ ইবন মুআয (র.)....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং উচ্চস্বরে ডেকে বললেনঃ হে ঐ সম্প্রদায় যারা মুখে ঈমান এনেছে কিন্তু হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করেনি! শোন, তোমরা মুমিনদের কষ্ট দিবে না, তাদের লজ্জা দিবেনা, তাদের গোপন দোষ তালাশ করে ফিরবেনা। কেননা, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ তালাশ করবে আল্লাহ তার গোপন দোষ উদঘাটিত করে দিবেন। আর আল্লাহ যার দোষ বের করে দিবেন তাকে তিনি লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন যদিও সে তার হাওদার অভ্যন্তরেও অবস্থান গ্রহণ করে।

রাবী বলেন যে, ইব্ন উমার (রা.) একবার বায়তুল্লাহ বা কা'বার দিকে তাকালেন এবং বললেনঃ কত মর্যাদা তোমার, কত বিরাট তোমার সম্মান! কিন্তু আল্লাহর নিকট মুমিনের মর্যাদা তোমার চেয়েও বড়।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব। হুসায়ন ইব্ন ওয়াকিদের সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। ইসহাক ইবন ইবরাহীম সামারকান্দী (র.) ও হুসায়ন ইব্ন ওয়াকিদ (র.) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ বারযা আল-আসলামী (রা.) -এর বরাতেও নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّجَارِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ অভিজ্ঞতা

٢٠٣٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ حَلِيْمَ إِلاَّ ذُوْ عَثْرَةٍ ، وَلاَ حَكِيْمَ إِلاَّ ذُوْ تَجْرِبَةٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২০৩৯. কুতায়বা (র.).....আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ পদস্খলিত ব্যক্তি ছাড়া কেউ সহিষ্ণু হয়না আর অভিজ্ঞতা ছাড়া কেউ প্রজ্ঞাবান হয়না।

হাদীছটি হাসান গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ যা দেওয়া হয় নাই তা পেয়েছে বলে দেখান।

٢٠٤٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ . وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَهُ كَانَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ وَعَائِشَةَ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ ، يَقُوْلُ قَدْ كَفَرَ تِلْكَ النِّعْمَةَ .

২০৪০. আলী ইব্ন হুজর (র.)......জাবির (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কাউকে কিছু হাদিয়া দেওয়া হলে সে যদি সামর্থ পায় তবে সে যেন এর বদলা দিয়ে দেয়। আর যদি সংগতি না পায় তবে যেন সে তার প্রশংসা করে। কেননা যে ব্যক্তি প্রশংসা করল সে শুকরিয়া আদায় করল। আর যে তা গোপন রাখল সে নাশুকরী করল। যা প্রদত্ত হয়নি এমন বিষয়ে যে দেওয়া হয়েছে বলে প্রদর্শন করে সে ব্যক্তি মিথ্যার দুটো পরিচ্ছদ পরিধানকারীর মত।

এই বিষয়ে আসমা বিনত আবূ বাকর ও আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

مَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ বাক্যটির মর্ম হল যে অনুগ্রহ গোপন করল সে ঐ নেয়ামতের কুফরী করল।

٢٠٤١. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ بِمَكَّةَ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالاَ : حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ . عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ جَيِّدٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَلَمْ يَعْرِفْهُ .

২০৪১. হুসায়ন ইব্ন হাসান মারওয়াযী (ইনি মক্কায় বসবাস করতেন) ও ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ জাওহারী (র.).....উসামা ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কাউকে কোন অনুগ্রহ করা হলে সে যদি অনুগ্রহকারীকে বলেঃ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا - "আল্লাহ তোমাকে উত্তম বদলা দিন" তবে সে অশেষ প্রশংসা করল।

হাদীছটি হাসান জায়্যিদ গারীব। এই সূত্র ছাড়া উসামা ইবন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছ হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আমি মুহাম্মদ (র.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু তিনি অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

اَبْوَابُ الطِّبِّ

চিকিৎসা অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الطِّبِّ

চিকিৎসা অধ্যায়

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْحِمْيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ রক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

٢٠٤٣. **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى** . حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ . حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا ، كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِيْ سَقِيْمَهُ الْمَاءَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ صُهَيْبٍ وَأُمِّ الْمُنْذِرِ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَقَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ الظَّفَرِيُّ هُوَ أَخُوْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ لِأُمِّهِ وَمَحْمُوْدُ بْنُ لَبِيْدٍ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ ، وَرَآهُ وَهُوَ غُلَامٌ صَغِيْرٌ .

২০৪৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র.)........কাতাদা ইব্‌ন নু'মান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি তাকে দুনিয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখেন যেমন তোমরা তোমাদের রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখ.

এই বিষয়ে সুহায়ব ও উম্মুল-মুনযির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-গারীব। এই হাদীছটি মাহমূদ ইব্‌ন লাবীদ (র.)......নবী ﷺ সূত্রে মুরসাল রূপেও বর্ণিত আছে।

আলী ইব্‌ন হুজর (র.).....মাহমূদ ইব্‌ন লাবীদ (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছ।

এই সূত্রে কাতাদা ইব্‌ন নু'মান (রা.) থেকে বর্ণিত বলে উল্লেখ নেই। কাতাদা ইব্‌ন নু'মান যাফরী (রা.) হলেন আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বৈপিত্রেয় ভাই। মাহমূদ ইব্‌ন লাবীদ নবী ﷺ-কে পেয়েছেন এবং তাঁকে দেখেছেন। তিনি তখন ছোট বাচ্চা ছিলেন।

٢٠٤٤. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ . حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّيْمِيِّ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ أَبِيْ يَعْقُوْبَ عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ قَالَتْ : فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ وَعَلِيٌّ مَعَهُ يَأْكُلُ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ : مَهْ مَهْ يَاعَلِيُّ فَإِنَّكَ نَاقِهٌ ، قَالَ فَجَلَسَ عَلِيٌّ وَالنَّبِيُّ ﷺ : يَأْكُلُ قَالَتْ فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا وَشَعِيْرًا . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَلِيُّ مِنْ هٰذَا فَأَصِبْ فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ فُلَيْحٍ ، وَيُرْوٰى عَنْ فُلَيْحٍ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ وَأَبُوْ دَاوُدَ قَالاَ :حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَعْقُوْبَ عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ الأَنْصَارِيَّةِ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : أَنْفَعُ لَكَ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: وَحَدَّثَنِيْهِ أَيُّوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا حَدِيْثٌ جَيِّدٌ غَرِيْبٌ .

২০৪৪. আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মাদ আদ-দূরী (র.) ....উম্মুল মুনযির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন।তাঁর সঙ্গে আলী (রা.)ও ছিলেন। আমাদের ঘরে কিছু খেজুর ছড়া লটকানো ছিল। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা খেতে লাগলেন আর আলী (রা.)ও তাঁর সঙ্গে খেতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা.)-কে বললেনঃ হে আলী থাম, থাম। তুমি তো অসুস্থজনিত দুর্বল। আলী (রা.) বসে পড়লেন আর নবী ﷺ খেতে থাকলেন।

উম্মুল মুনযির (রা.) বলেনঃ আমি তাদের জন্য কিছু গাজর ও যব (দিয়ে খাদ্য) বানালাম। নবী ﷺ বললেনঃ হে আলী, এ থেকে তুমি গ্রহণ করতে পার। কারণ, এটা তোমার জন্য অধিক উপযোগী।

হাদীছটি হাসান গারীব। ফুলায়হ ইব্‌ন সুলায়মান (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। ফুলায়হ ইব্‌ন সুলায়মান - আয়্যূব ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.) সূত্রেও এটি বর্ণিত আছে।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্শার (র.).....উম্মুল মুনযির আনসারিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এলেন। এরপর তিনি ইউনুস ইব্‌ন মুহাম্মাদ - ফুলায়হ ইব্‌ন সুলায়মান সূত্রে বর্ণিত (২০৪৪ নং) হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এতে أَوْفَقُ لَكَ -এর স্থলে أَنْفَعُ لَكَ রয়েছে।

এই রিওয়ায়াতটি জায়্যিদ গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الدَّوَاءِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঔষধ গ্রহণ এবং চিকিৎসা বিষয়ে উৎসাহিতকরণ।

٢٠٤٥. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ : قَالَتِ الْأَعْرَابُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ نَتَدَاوَى ؟ قَالَ نَعَمْ ، يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً ، أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُوَ ؟ قَالَ الْهَرَمُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ خُزَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২০৪৫. বিশ্র ইব্ন মুআয উকাদী বাসরী (র.).....উসামা ইব্ন শারীক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বেদুঈন আরবরা একবার বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমরা কি চিকিৎসা করব না ?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ ! তোমরা চিকিৎসা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার কোন প্রতিষেধক তিনি রাখেননি। কিন্তু একটি রোগের কোন প্রতিষেধক নেই।

তাঁরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সেটি কি? তিনি বললেন, বার্ধক্য।

এই বিষয়ে ইব্ন মাসউদ, আবূ হুরায়রা, আবূ খুযামা তৎপিতা এবং ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ مَا يُطْعَمُ الْمَرِيْضُ

অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর খাদ্য।

٢٠٤٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعْكُ أَمَرَ بِالْحِسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ ، وَكَانَ يَقُوْلُ : إِنَّهُ لَيَرْتُقُ فُؤَادَ الْحَزِيْنِ وَيَسْرُوْ عَنْ فُؤَادِ السَّقِيْمِ كَمَا تَسْرُوْ إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا بِهِ أَبُوْ إِسْحٰقَ الطَّالِقَانِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ .

২০৪৬. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).........আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরিবারের কারো জ্বর হলে তিনি হিসা (ময়দা, ঘি/তেল ও পানি সহযোগে প্রস্তুত এক প্রকার তরল খাদ্য) বানাতে নির্দেশ দেন। অনন্তর তা প্রস্তুত করা হয়। পরে তিনি তা থেকে কিছু কিছু করে (রোগীকে) পান করাতে পরিবারের অন্যান্যদের নির্দেশ দেন। তিনি বলতেন, এটি বিষন্ন মনকে দৃঢ় করে এবং অসুস্থ ব্যক্তির হৃদয় থেকে

কষ্ট দূর করে দেয় যেমন তোমাদের কেউ পানি দিয়ে তার চেহারা থেকে ময়লা দূর করে থাকে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। উরওয়া (র.).......আইশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে যুহরী (র.)ও ইদৃশ কিছু রিওয়ায়াত করেছেন।

হুসায়ন জারীরী (র.).......আইশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আবূ ইসহাক (র.)ও ইব্ন মুবারক থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ لاَ تُكْرِهُوْا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

অনুচ্ছেদ : রোগীকে পানাহারের ক্ষেত্রে জোর জবরদস্তী করবে না।

২০৪৭. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ يُوْنُسَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَتُكْرِهُوْا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ ، فَإِنَّ اللّٰهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيْهِمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২০৪৭. আবূ কুরায়ব (র.).......উকবা ইব্ন আমির জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা রোগীদেরকে আহারের জন্য পীড়াপীড়ি করবে না। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা তাদের আহার করান এবং পান করান।

হাদীছটি হাসান-গারীব, এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

অনুচ্ছেদ : কালজিরা।

২০৪৮. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيْهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ : وَالسَّامُ ، الْمَوْتُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ : هِيَ الشُّوْنِيْزُ .

২০৪৮. ইব্ন আবূ আমির সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান মাখযূমী (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমরা এই কালজিরা ব্যবহার করবে। কেননা এতে মৃত্যু ছাড়া সব রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। السَّامُ অর্থ মৃত্যু।

এই বিষয়ে বুরায়দা, ইব্ন উমার ও আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شُرْبِ اَبْوَالِ الْاِبِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ উটের পেশাব পান করা।

٢٠٤٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ . حَدَّثَنَا عَفَّانُ . حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَمَةَ . أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَاجْتَوَوْهَا ، فَبَعَثَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ : اشْرَبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২০৪৯. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ যা'ফারানী (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উরায়না গোত্রের কিছু লোক মদীনায় আসে। কিন্তু এর আবহাওয়া তাদের অনুকূল হয়নি। (ফলে তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে সাদাকার উট রক্ষিত স্থানে পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা এর দুধ এবং পেশাব পান করবে।

এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ أَوْ غَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিষ বা অন্য কিছু প্রয়োগে আত্মহত্যা করা।

٢٠٥٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أُرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ : مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَدِيْدَتُهُ فِيْ يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِيْ بَطْنِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا أَبَدًا . وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسُمُّهُ فِيْ يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا أَبَدًا .

২০৫০. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে মারফূ' রূপে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করে সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে তার হাতে থাকবে সেই লৌহ। জাহান্নামের আগুনে থেকে সবসময়ের জন্য সে তা দিয়ে তার পেটে ঘা মারতে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে সে বিষ তার হাতে থাকবে আর জাহান্নামের আগুনে থেকে সব সময়ের জন্য সে তা গলঃধকরণ করতে থাকবে।

٢٠٥١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِيْ يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِيْ بَطْنِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسُمُّهُ فِيْ يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا ،

وَمَنْ تَرَدّٰى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدّٰى فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا ۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيْثِ الْأَوَّلِ هٰكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ۔

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ عُذِّبَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا ، وَهٰكَذَا رَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهٰذَا أَصَحُّ ، لِأَنَّ الرِّوَايَاتِ إِنَّمَا تَجِيءُ بِأَنَّ أَهْلَ التَّوْحِيْدِ يُعَذَّبُوْنَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُمْ يُخَلَّدُوْنَ فِيْهَا ۔

২০৫১. মাহমূদ ইবন গায়লান (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করে সেই লৌহ তার হাতে থাকবে আর জাহান্নামের আগুনে থেকে সবসময়ের জন্য সে তা দিয়ে তার পেটে ঘা মারতে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে সেই বিষ তার হাতে থাকবে আর জাহান্নামের আগুনে থেকে সব সময়ের জন্য সে তা গলঃধকরণ করতে থাকেব। যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে সে সব সময়ের জন্য জাহান্নামে গড়িয়ে পড়তে থাকবে।

মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে শু'বা – আ'মাশ বর্ণিত হাদীছের (২০৫১নং) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি সাহীহ্। এটি প্রথমোক্ত হাদীছটি (২০৫০নং) থেকে অধিক সাহীহ্। এই হাদীছটি একাধিক ব্যক্তি আ'মাশ – আবূ সালিহ্ – আবূ হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আজলান (র.) সাঈদ মাকবুরী – আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে জাহান্নামের আগুনে তাকে আযাব দেওয়া হবে। এতে خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا (সব সময়ের জন্য সে তাতে অবস্থান করবে) এই কথার উল্লেখ নাই। আবূ যিনাদ (র.) এটিকে আ'রাজ – আবূ হুরায়রা (রা.) – নবী ﷺ সূত্রে ইদৃশ রিওয়ায়াত করেছেন। এটি অধিকতর সাহীহ্। কেননা বহু রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, তওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে (আমলের ত্রুটির কারণে) জাহান্নামে আযাব প্রদান করা হবে বটে কিন্তু পরে তাকে তা থেকে বের করে নিয়ে আসা হবে। তাদের সেখানে সদা সর্বদার জন্য রাখা হবে বলে কোন উল্লেখ নাই।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ التَّدَاوِيْ بِالْمُسْكِرِ

অনুচ্ছেদ ঃ নেশা জাতীয় বস্তুর মাধ্যমে চিকিৎসা করা নাকরূহ হওয়া প্রসংগে।

২০৫২. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ وَسَأَلَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ أَوْ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنَّا نَتَدَاوَى بِهَا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ .

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ . حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَشَبَابَةُ عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِهِ . قَالَ مَحْمُوْدٌ : قَالَ النَّضْرُ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ وَقَالَ شَبَابَةُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২০৫২. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).....আলকামা ইব্ন ওয়াইল এর পিতা ওয়াইল (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ–এর নিকট উপস্থিত ছিলেন তখন সুওয়ায়দ ইব্ন তারিক (বর্ণনান্তরে তারিক ইব্ন সুওয়ায়দ) রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি তাকে এ থেকে নিষেধ করেন।

সুওয়ায়দ (রা.) বললেনঃ আমরা তো এর মাধ্যমে চিকিৎসা করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ ঔষধ নয় বরং এটা এক রোগ।

মাহমূদ (র.).....শাবাবা (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মাহমূদ বলেন, রাবী নাযর তারিক ইব্ন সুওয়ায়দ বলে উল্লেখ করেছেন আর শাবাবা (র.) উল্লেখ করেছেন সুওয়ায়দ ইব্ন তারিক রূপে।

এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِي السَّعُوْطِ وَغَيْرِهِ

অনুচ্ছেদঃ নাক দিয়ে ঔষধ দেওয়া ইত্যাদি।

২০৫৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْهِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَمَّادٍ الشُّعَيْثِيُّ . حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوْطُ وَاللَّدُوْدُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَدَّهُ أَصْحَابُهُ . فَلَمَّا فَرَغُوْا قَالَ لُدُّوْهُمْ قَالَ فَلُدُّوْا كُلُّهُمْ غَيْرَ الْعَبَّاسِ .

২০৫৩. মুহাম্মাদ ইব্ন মাদ্দুওয়াহ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি হল নাক দিয়ে ঔষধ দেওয়া, মুখ দিয়ে ঔষধ দেওয়া, রক্ত মোক্ষণ এবং জুলাপ ব্যবহার জাতীয় ঔষধ।

পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন সাহাবীগণ তাঁকে মুখ দিয়ে ঔষধ খাওয়ান। তাদের কাজ শেষ হলে তিনি বললেন, এদেরকেও মুখ দিয়ে ঔষধ প্রয়োগ কর। বর্ণনাকারী বলেন, আব্বাস (রা.) ছাড়া সংশ্লিষ্ট সকলকেই মুখ দিয়ে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

٢٠٥٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ . حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ اللَّدُوْدُ وَالسَّعُوْطُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ وَخَيْرُ مَا اكْتَحَلْتُمْ بِهِ الإِثْمِدُ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ . وَكَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلاَثًا فِيْ كُلِّ عَيْنٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَهُوَ حَدِيْثُ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُوْرٍ .

২০৫৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র.)........ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি হল মুখ দিয়ে ঔষধ প্রয়োগ করা, নাক দিয়ে ঔষধ প্রয়োগ করা, রক্ত মোক্ষন এবং জুলাপ ব্যবহার জাতীয় ঔষধ আর যে সব বস্তু দিয়ে তোমরা সুরমা ব্যবহার কর সেগুলোর মধ্যে উত্তম হল 'ইছমিদ'।[১] কেননা ইছমিদ সুরমা চোখের জ্যোতি তীক্ষ্ণ করে এবং পাপড়ির চুল উদগম করে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একটি সুরমাদানী ছিল। নিদ্রা যাওয়ার সময় প্রতিটি চক্ষুতে তা থেকে তিনি তিনবার করে সুরমা লাগাতেন।

আব্বাদ ইব্‌ন মানসূর (র.)-এর এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ التَّدَاوِيْ بِالْكَيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ দাগ দেওয়া মাকরূহ।[২]

٢٠٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْكَيِّ قَالَ فَابْتُلِيْنَا فَاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَا وَلاَ أَنْجَحْنَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ . حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : نُهِيْنَا عَنِ الْكَيِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২০৫৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাগ দেওয়া থেকে নিষেধ করেছেন।

ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) বলেন, কিন্তু আমরা রোগ-বালাইয়ে নিপতিত হয়ে দাগ দিয়েছি। তবে আমাদের কোন ফল হয়নি এবং আমরা তাতে সফলতাও লাভ করিনি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

---

১. এক প্রকার পাথুরে সুরমা। ইসফাহান থেকে আমদানী করা হত। এর রং কালোর মধ্যে লালচে আভা মিশ্রিত।

২. প্রাচীন আরবের এক প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতি। লৌহ শলাকা আগুনে গরম করে অসুস্থ ব্যক্তির শরীরে দাগ দেওয়া হত।

আবদুল কুদ্দূস ইব্ন মুহাম্মাদ (র.)......ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদিগকে দাগ দেওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

এই বিষয়ে ইব্ন মাসঊদ, উকবা ইব্ন আমির ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ এই বিষয়ে অবকাশ প্রসঙ্গে।

٢٠٥٦. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيٍّ وَجَابِرٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২০৫৬. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ "শাওকা" রোগে [১] আসআদ ইব্ন যুরারা (রা.)-র দাগ লাগিয়েছিলেন।

এই বিষয়ে উবাই ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ রক্ত মোক্ষণ।

٢٠٥٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ . حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَجَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشَرَةَ وَتِسْعَ عَشَرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِيْنَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২০৫৭. আবদুল কুদ্দূস ইব্ন মুহাম্মাদ (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ঘাড়ের দুই পাশের রগে এবং কাঁধে রক্ত মোক্ষণ করাতেন। আর তিনি মাসের সতের, উনিশ এবং একুশ তারিখ রক্ত মোক্ষণ করাতেন।

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস ও মা'কিল ইব্ন ইয়াসার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

٢٠٥٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : حَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

---

১. এক ধরণের রোগ ; এর ফলে চেহারা ও শরীরে লাল বিষাক্ত ফোড়ায় ছেয়ে যায়।

عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ إِلاَّ أَمَرُوهُ ، أَنْ مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ۔

২০৫৮. আহমাদ ইব্‌ন বুদায়ল ইব্‌ন কুরায়শ ইয়ামী কূফী (র.)........ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মি'রাজ-এর ঘটনা বিবরণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তিনি তখন ফিরিশতাগণের যে দলের পাশ দিয়েই গেছেন সে দলই তাঁকে বলেছেঃ আপনি আপনার উম্মতকে রক্ত মোক্ষণের নির্দেশ দিবেন। ইব্‌ন মাসঊদ (রা.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীছটি হাসান-গারীব।

২০৫৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ۔ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ۔ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُوْلُ : كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ غِلْمَةٌ ثَلاَثَةٌ حَجَّامُوْنَ ، فَكَانَ اثْنَانِ مِنْهُمْ يُغِلاَّنِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَوَاحِدٌ يَحْجُمُهُ وَيَحْجُمُ أَهْلَهُ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ : نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ ، يُذْهِبُ الدَّمَ وَيُخِفُّ الصُّلْبَ وَيَجْلُوْ عَنِ الْبَصَرِ ۔ وَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ عُرِجَ بِهِ مَا مَرَّ عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ إِلاَّ قَالُوْا عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ ۔ وَقَالَ : إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُوْنَ فِيْهِ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمَ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ ۔ وَقَالَ إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوْطُ وَاللَّدُوْدُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَدَّهُ الْعَبَّاسُ وَأَصْحَابُهُ ۔ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ لَدَّنِيْ ؟ فَكُلُّهُمْ أَمْسَكُوْا ، فَقَالَ : لاَ يَبْقَى أَحَدٌ مِمَّنْ فِي الْبَيْتِ إِلاَّ لُدَّ غَيْرَ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ قَالَ عَبْدٌ ، قَالَ النَّضْرُ اللَّدُوْدُ الْوَجُوْرُ ۔

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُوْرٍ ۔

২০৫৯. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র.)........ইকরিমা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর তিনজন রক্ত মোক্ষণকারী গোলাম ছিল। দুইজন তো তাঁর ও তাঁর পরিবারের আয়ের জন্য মজুরীর বিনিময়ে কাজ করত আর একজন তাঁকে এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের রক্ত মোক্ষণ করত।

ইকরিমা বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ রক্ত মোক্ষণ অভিজ্ঞ গোলাম কতইনা ভাল। সে (দূষিত) রক্ত বিদূরিত করে, (উপার্জন করে) পিঠের বোঝা লাঘব করে এবং চোখের ময়লা দূর করে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আরও বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মি'রাজ গমন করেন তখন ফিরিশতাগণের যে দলের পাশ দিয়েই তিনি গিয়েছেন সে দলই তাঁকে বলেছেনঃ আপনি অবশ্যই রক্ত মোক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। তিনি বলেনঃ সতের, উনিশ এবং একুশ তারিখ রক্ত মোক্ষণ উত্তম। তোমাদের চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে উত্তম হল নাক দিয়ে ঔষধ দেওয়া, মুখ দিয়ে ঔষধ দেওয়া, রক্ত মোক্ষণ এবং জুলাপ ব্যবহার করা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আব্বাস ও তাঁর সঙ্গীগণ (রা.) মুখ দিয়ে ঔষধ প্রদান করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ কে আমার মুখ দিয়ে ঔষধ দিয়েছে? সকলেই চুপ করে রইলেন। তিনি বললেন যে, তাঁর চাচা আব্বাস ব্যতীত এই ঘরে যারা আছে সবাইকেই মুখ দিয়ে ঔষধ প্রদান করা হবে।

এই বিষয়ে আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি হাসান-গারীব। আব্বাদ ইব্ন মানসূর (র.)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّدَاوِيْ بِالْحِنَّاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মেহদী দিয়ে চিকিৎসা করা।

٢٠٦٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ . حَدَّثَنَا فَائِدٌ مَوْلًى لِآلِ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى ، وَكَانَتْ تَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ : مَا كَانَ يَكُوْنُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُرْحَةٌ وَلَا نَكْبَةٌ إِلَّا أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَّاءَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ فَائِدٍ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ فَائِدٍ ، وَقَالَ : عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى ، وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَلِيٍّ أَصَحُّ وَيُقَالُ سُلْمَى .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ فَائِدٍ مَوْلَى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَوْلَاهُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدَّتِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

২০৬০. আহমাদ ইব্ন মানী (র.)......আলী ইব্ন উবায়দুল্লাহ তাঁর পিতামহী সালমা উম্মু রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত। সালমা (রা.) নবী ﷺ-এর খেদমত করতেন। তিনি বলেলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই তলওয়ারের ঘা কাঁটা ইত্যাদি দ্বারা যখমী হয়েছেন আমাকে তাতে মেহদী লাগাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

হাদীছটি গারীব। ফাইদ (র.)-এর সূত্রেই আমরা এটি সম্পর্কে জানি, কোন রাবী ফাইদ থেকে এটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ উবায়দুল্লাহ ইব্ন আলী তৎ পিতামহী সালমা থেকে বর্ণিত......। সূত্রে উবায়দুল্লাহ ইব্ন আলী উল্লেখ করাই অধিক সাহীহ। কেহ কেহ সুলমা বলেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الرُّقْيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঝাড়-ফুঁক অপছন্দনীয় হওয়া সম্পর্কে।

٢٠٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنِ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২০৬১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......আক্কার ইব্ন মুগীরা ইব্ন শু'বা তৎ পিতা মুগীরা ইব্ন শু'বা

(রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দাগ নেয় বা ঝাড়-ফুঁক গ্রহণ করে সে তাওয়াক্কুল থেকে মুক্ত।

এই বিষয়ে ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন আব্বাস এবং ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ এই বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে।

٢٠٦٢. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ .

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ وَأَبُوْ نُعَيْمٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَهٰذَا عِنْدِيْ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَأَبِيْ خِزَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ .

২০৬২. আবদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ খুযাঈ (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জ্বর, বদ নজর এবং কারবংকলের ক্ষেত্রে ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।

মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জ্বর এবং কার-বংকলের ক্ষেত্রে ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন। (ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন) মুআবিয়া ইব্‌ন হিশাম..... সুফইয়ান (র.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটির (২০৬২ নং) তুলনায় আমার মতে এই রিওয়ায়াতটি অধিক সাহীহ।

এই বিষয়ে বুরায়দা, ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন, জাবির, আইশা, তালক ইব্‌ন আলী, আমর ইব্‌ন হাযম (রা.) আবূ খিযামা তৎ পিতার বরাতে হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٠٦٣. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَرُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْحُمَةٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى وَرَوٰى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

২০৬৩. ইব্‌ন আবূ উমার (র.).........ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বদ নযর অথবা জ্বর ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে ঝাড়-ফুঁক নেই।

শু'বা (র.) এই হাদীছটিকে শা'বী - বুরায়দা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقْيَةِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুআওওয়াযাতায়ন[1]–এর মাধ্যমে ঝাড়–ফুঁক করা ।

٢٠٦٤. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَاسِوَاهُمَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ ، وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

২০৬৪. হিশাম ইব্ন ইউনুস কূফী (র.)........আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআওওয়াযাতায়ন নাযিল না হওয়া পর্যন্ত জিন্নাত এবং বদ নযর থেকে পানাহ্ চাইতেন। পরে সূরাদ্বয় নাযিল হওয়ার পর এ দু'টিকেই গ্রহণ করেন এবং তাছাড়া অন্য সব ছেড়ে দেন।

এই বিষয়ে আনাস (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ হাদীছটি হাসান–গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ বদ নযরের ক্ষেত্রে ঝাড়–ফুঁক করা ।

٢٠٦٥. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عُرْوَةَ وَهُوَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ عَامِرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ وَلَدَ جَعْفَرٍ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ أَفَأَسْتَرْقِي لَهُمْ ؟ فَقَالَ نَعَمْ ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَبُرَيْدَةَ ، وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا .

২০৬৫. ইব্ন আবূ উমার (র.).........উবায়দ ইব্ন রিফাআ আয্–যুরাকী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আসমা বিনত উমায়স (রা.) বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, জা'ফরের সন্তানদের খুব তাড়াতাড়ি নজর লাগে। আমি কি তাদের ঝাড়–ফুঁক করাতে পারি ?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, কোন জিনিস যদি তাকদীরকে অতিক্রম করার মত হত তবে বদ নযর তা অবশ্যই অতিক্রম করতে পারত।

এই বিষয়ে ইমরান ইব্ন হুসায়ন ও বুরায়দা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

---

১. সূরা আল–ফালাক এবং সূরা আন–নাস।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আইয়ূব.....আমর ইব্‌ন দীনার উরওয়া ইব্‌ন আমির .... উবায়দ ইব্‌ন রিফা' আ... আসমা বিনত উমায়স (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকেও হাদীছটি বর্ণিত আছে।

হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল (র.) এটিকে আবদুর রায্‌যাক...মা'মার আইয়ূব (র.) থেকে আমাদের বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ : .....।

٢٠٦٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَ يَعْلَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَقُوْلُ : أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَ يَقُوْلُ هٰكَذَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يُعَوِّذُ إِسْحٰقَ وَإِسْمَاعِيْلَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ .

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২০৬৬. মাহ্‌মুদ ইব্‌ন গায়লান (র.)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ও হুসায়নের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। বলতেনঃ আল্লাহ্ তাআলার পরিপূর্ণ যাত ও সিফাতের ওয়াসীলায় আমি তোমাদের উভয়ের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রত্যেক শয়তান, জীবন নাশ কর বিষ, এবং প্রত্যেক ধরনের আপতিত বদনযর থেকে। ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর পুত্র দ্বয় ইসহাক ও ইসমাঈলের জন্য অনুরূপ আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল (র.)......মানসূর (র.) সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ وَالْغَسْلُ لَهَا

অনুচ্ছেদ : বদ নযর সত্য এবং এজন্য গোসল করা।

٢٠٦٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ أَبُوْ غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ . حَدَّثَنِيْ حَيَّةُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيْمِيُّ . حَدَّثَنِيْ أَبِيْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : لاَ شَيْءَ فِي الْهَامِ وَالْعَيْنُ حَقٌّ .

২০৬৭. আবূ হাফস আমর ইব্‌ন আলী (র.).......হায়্যা ইব্‌ন হাবিস তামীমী তার পিতা হাবিস তামীমী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেনঃ হাম [১] বলতে কিছু নাই। বদ নযর সত্য।

---

১. হাম-পেঁচা। জাহেলী যুগের লোকদের ধারনা ছিল যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা পেচকের আকার ধারণ করে। পেঁচা সম্পর্কে তাদের নানাহ ধরনের কুসংস্কার ছিল। এখানে এটিরই অপনোদন করা হয়েছে।

٢٠٦٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحٰقَ الْحَضْرَمِيُّ . حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوْا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ، وَحَدِيْثُ حَيَّةَ بْنِ حَابِسٍ غَرِيْبٌ . وَرَوَى شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ حَيَّةَ بْنِ حَابِسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ لاَ يَذْكُرَانِ فِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ .

২০৬৮. আহমাদ ইবন হাসান ইব্ন খিরাশ আল-বাগদাদী (র.).......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কোন জিনিস যদি তাকদীরকে পরাভূত করতে পারত তবে অবশ্যই বদ নযর তা পরাভূত করত। এই বিষয়ে যদি কেউ তোমাদের গোসল করাতে চায় তবে তোমরা গোসল করতে রাযী হয়ে যেও।[১]

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। হায়্যা ইব্ন হাবিস বর্ণিত রিওয়ায়াতটি (২০৬৭ নং) গারীব। ইয়াহইয়া ইব্ন আবূ কাছীর....হায়্যা ইব্ন হাবিস - তার পিতা হাবিস - আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে শায়বান (র.)ও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আলী ইব্ন মুবারক এবং হারব ইব্ন শাদ্দাদ এতে আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উল্লেখ করেননি।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى التَّعْوِيْذِ

অনুচ্ছেদ ঃ তা'বীযের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা।

٢٠٦٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَرِيَّةٍ فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ فَسَأَلْنَاهُمُ الْقِرَى فَلَمْ يَقْرُوْنَا فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ فَأَتَوْنَا فَقَالُوْا : هَلْ فِيْكُمْ مَنْ يَرْقِيْ مِنَ الْعَقْرَبِ ؟ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا ، وَلٰكِنْ لاَ أَرْقِيْهِ حَتّٰى تُعْطُوْنَا غَنَمًا قَالَ : فَأَنَا أُعْطِيْكُمْ ثَلاَثِيْنَ شَاةً ، فَقَبِلْنَا فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَبَرَأَ وَقَبَضْنَا الْغَنَمَ قَالَ : فَعَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ فَقُلْنَا لاَ تَعْجَلُوْا حَتّٰى تَأْتُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِيْ صَنَعْتُ قَالَ : وَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟ اقْبِضُوا الْغَنَمَ وَاضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ .

---

১. নিয়ম ছিল, যার নযর লেগেছে বলে সন্দেহ হয় তার চেহারা, হাত, কনুই, হাটু, পা ও ইযার অভ্যন্তরস্থ অঙ্গসমূহ ধৌত করে একটি পাত্রে তা জমা করা হত এবং পরে তার পিছনে দাঁড়িয়ে তার মাথায় ঢেলে দেওয়া হত। এতে বদ নযরের কু-প্রভাব থেকে অসুস্থ ব্যক্তি ভাল হয়ে যেত।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، وَأَبُوْ نَضْرَةَ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قَطَعَةَ . وَرَخَّصَ الشَّافِعِيُّ لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى تَعْلِيْمِ الْقُرْآنِ أَجْرًا ، وَيَرَى لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى ذٰلِكَ . وَاحْتَجَّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَجَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِيْ وَحْشِيَّةَ وَهُوَ أَبُوْ بِشْرٍ . وَرَوَى شُعْبَةُ وَأَبُوْ عَوَانَةَ وَهِشَامٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২০৬৯. হান্নাদ(র.).....আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এক অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। অনন্তর আমরা এক সম্প্রদায়ের এখানে মনযিল করলাম এবং তাদের নিকট আতিথ্য প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তারা আমাদের মেহমানদারী করলনা। পরে তাদের সর্দারকে বিচ্ছু দংশন করে। তখন তারা আমাদের কাছে এসে বললঃ তোমাদের কেউ কি বিচ্ছু কাটার মন্ত্র জানে? আমি বললামঃ হ্যাঁ, আমি জানি, কিন্তু আমাদেরকে অনেক বকরী না দেওয়া পর্যন্ত আমি ঝাড়বনা। তারা বললঃ আমরা তোমাদেরকে ত্রিশটি বকরী দিব। অনন্তর আমরা রাযী হয়ে গেলাম। সাতবার আলহামদু লিল্লাহ .... সূরাটি পড়ে তাকে ঝাড়লাম। ফলে লোকটি ভাল হয়ে গেল এবং বকরী গুলিও আমাদের কবযায় নিয়ে এলাম।

আবূ সাঈদ (রা.) বলেনঃ কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের মনে কিছু সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাই আমরা বললাম, রাসূলুল্লাহ –এর কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা কেউ এই গুলির বিষয়ে ব্যস্ততা করবেনা। পরে আমরা যখন তাঁর কাছে আসলাম তখন আমি যা করেছিলাম সব কিছু তাঁকে বললাম। তিনি বললেনঃ তুমি কেমন করে জানলে যে এটিও ঝাড়–ফুঁকের বিষয়? বকরীগুলি নিয়ে নাও। আর তোমাদের সাথে আমাকেও একটি হিস্যা দিও।

হাদীছটি হাসান--সাহীহ। রাবী আবূ নাযরা (র.)–এর নাম হল মুনযির ইবন মালিক ইবন কাতাআ।

কুরআনের তা'লীম দিয়ে শিক্ষক পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবেন বলে ইমাম শাফিঈ অনুমতি দিয়েছেন। শিক্ষক এই ক্ষেত্রে শর্তও করতে পারবেন বলে তিনি মনে করেন। এই হাদীছকে তিনি দলীল হিসাবে পেশ করেন। শু'বা, আবূ আওয়ানা, হিশাম প্রমুখ হাদীছটিকে আবুল মুতাওয়াক্কিল....আবূ সাঈদ (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন :

٢٠٧٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوْا بِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوْهُمْ وَلَمْ يُضَيِّفُوْهُمْ ، فَاشْتَكَى سَيِّدُهُمْ فَأَتَوْنَا فَقَالُوْا : هَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ ؟ قُلْنَا نَعَمْ ، وَلٰكِنْ لَمْ تَقْرُوْنَا وَلَمْ تُضَيِّفُوْنَا ، فَلَا نَفْعَلُ حَتّٰى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلًا ، فَجَعَلُوْا عَلَى ذٰلِكَ قَطِيْعًا مِنَ الْغَنَمِ قَالَ : فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَّا يَقْرَأُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ . فَلَمَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ قَالَ : وَمَا يُدْرِيْكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ نَهْيًا مِنْهُ وَقَالَ : كُلُوْا وَاضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ . وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، وَهٰكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيْ وَحْشِيَّةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ، وَجَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ

هُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِيْ وَحْشِيَّةَ ۔

২০৭০. আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র.).......আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সাহাবীদের এক দল এক আরব কবীলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তারা তাদের কোনরূপ মেহমানদারী বা আতিথ্য করলনা। পরে তাদের সর্দার অসুস্থ হয়ে পড়ে। রাবী বলেন, তখন তারা আমাদের কাছে এসে বললঃ তোমাদের কাছে কোন প্রতিষেধক আছে কি? আমরা বললামঃ হ্যাঁ আছে। কিন্তু তোমরা কোনরূপ মেহমানদারী বা আতিথ্য করনি। সুতরাং আমাদেরকে পারিশ্রমিক না দিলে আমরা চিকিৎসা করবনা। তারা একপাল বকরী এর পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণ করল। তখন আমাদের একজন সূরা-ফাতিহা পড়ে তাকে ঝাড়ল। ফলে লোকটি সুস্থ হয়ে গেল। পরে আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফিরে এলাম তখন তাঁর নিকট বিষয়টি উল্লেখ করলাম তিনি বললেন, এ দিয়ে যে ঝাড়-ফুঁক করা যায় তা কি করে জানলে! কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে তিনি এই বিষয়ে কোন নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ করেননি। বরং বললেনঃ তোমরা তা ভোগ কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটি হিস্যা রেখ।

হাদীছটি সাহীহ। আমাশ - জা'ফার ইবন ইয়াস বর্ণিত রিওয়ায়াতটি (২০৬৯ নং) থেকে এটি অধিক সাহীহ। একাধিক রাবী হাদীছটি আবূ বিশর জাফার ইবন আবূ ওয়াহশিয়া - আবুল মুতাওয়াককিল - আবূ সাঈদ (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। জা'ফার ইবন ইয়াস (র.) ই হলেন জা'ফার ইবন আবী ওয়াহশিয়া।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقٰى وَالْأَدْوِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঝাড়-ফুঁক এবং ঔষধাদির ব্যবহার ।

২০৭١. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ خُزَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، فَقُلْتُ . يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوٰى بِهٖ وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا ، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا ؟ قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ خُزَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كِلَا الرِّوَايَتَيْنِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِيْ خُزَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِيْ خُزَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِيْ خُزَامَةَ . وَقَدْ رَوٰى غَيْرُ ابْنِ عُيَيْنَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ خُزَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ وَهٰذَا أَصَحُّ ، وَلَا نَعْرِفُ لِأَبِيْ خُزَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ ۔

২০৭১. ইব্ন আবূ উমার (র.).......আবূ খিযামা তার পিতা ইয়া'মুর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে ঝাড়-ফুঁক যা আমরা করি, ঔষধাদি দিয়ে আমরা চিকিৎসা করি, এবং বিভিন্ন প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করে থাকি এই গুলি কি আল্লাহ্‌র নির্দ্ধারিত তাকদীরকে রদ করতে পারে?

তিনি বললেনঃ এইগুলিও আল্লাহর নির্দ্ধারিত তাকদীরের অন্তর্ভূক্ত।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

সাঈদ ইবন আবদুর রহমান (র.).......ইব্‌ন আবূ খিযামা তার পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন উয়ায়না (র.) - বরাতে উভয় রিওয়ায়াতই বর্ণিত আছে। কোন কোন রাবী আবূ খিযামা তার পিতা কথাটি উল্লেখ করেছেন আর কেউ কেউ ইবন আবূ খিযামা তৎ পিতা কথাটির উল্লেখ করেছেন। ইব্‌ন উয়ায়না (র.) ব্যতীত অন্যান্য রাবী হাদীছটি যুহরী - আবূ খিযামা তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটিই অধিক সাহীহ। এটি ছাড়া আবূ খিযামার কোন হাদীছ রিওয়ায়াত আছে বলে আমরা জানিনা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَمْأَةِ وَالْعَجْوَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাসরুম ও আজওয়া খর্জুর ।

٢٠٧٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَمْدَانِيُّ وَهُوَ ابْنُ أَبِي السَّفَرِ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفِيْهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ ، وَالْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَهُوَ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، وَلاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو .

২০৭২. আবূ উবায়দা ইবন আবূ সাফার ও মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আজওয়া হল জান্নাতী খেজুর। এতে আছে বিষের প্রতিষেধক, মাসরুম হল মান্নের অন্তর্ভুক্ত। এর পানি হল চক্ষু রোগের প্রতিষেধক।

এই বিষয়ে সাঈদ ইবন যায়দ. আবূ সাঈদ ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-গারীব। সাঈদ ইব্‌ন আমির (র.)-এর সূত্র ছাড়া মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমরের রিওয়ায়াত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

٢٠٧٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২০৭৩. আবূ কুরায়ব ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র.).......সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মাসরুম মান্নের অন্তর্ভুক্ত। এর পানি চক্ষু রোগের প্রতিষেধক।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٠٧٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالُوا : الْكَمْأَةُ جُدَرِىُّ الْأَرْضِ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ ، وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِىَ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

২০৭৪. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। কতক সাহাবী বললেনঃ মাসরুম হল যমীনের গুটি বসন্ত স্বরূপ, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ মাসরুম মান্নের অন্তর্ভুক্ত। এর পানি চক্ষুরোগের প্রতিষেধক। আজওয়া হল জান্নাতী খেজুর আর এতে আছে বিষের প্রতিষেধক।

হাদীছটি হাসান।

٢٠٧٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُعَاذٌ . حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : أَخَذْتُ ثَلَاثَةَ أَكْمُؤٍ أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَعَصَرْتُهُنَّ فَجَعَلْتُ مَاءَهُنَّ فِىْ قَارُوْرَةٍ فَكَحَلْتُ بِهِ جَارِيَةً لِىْ فَبَرَأَتْ .

২০৭৫. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি তিনটি বা পাঁচটি বা সাতটি মাসরুম নিলাম এবং এগুলি চিপে একটি বোতলে এর নির্যাস রাখলাম। পরে আমার জনৈকা দাসীর চোখে তা ব্যবহার করলাম। ফলে তার চোখ ভাল হয়ে গেল।

٢٠٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُعَاذٌ . حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : الشُّوْنِيْزُ دَوَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ . قَالَ قَتَادَةُ : يَأْخُذُ كُلَّ يَوْمٍ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ حَبَّةً فَيَجْعَلُهُنَّ فِىْ خِرْقَةٍ فَلْيَنْقَعْهُ فَيَتَسَعَّطُ بِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِىْ مَنْخِرِهِ الْأَيْمَنِ قَطْرَتَيْنِ وَفِى الْأَيْسَرِ قَطْرَةً ، وَالثَّانِى فِى الْأَيْسَرِ قَطْرَتَيْنِ وَفِى الْأَيْمَنِ قَطْرَةً ، وَالثَّالِثُ فِى الْأَيْمَنِ قَطْرَتَيْنِ وَفِى الْأَيْسَرِ قَطْرَةً .

২০৭৬. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.)....... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ কালজিরা হল মৃত্যু ছাড়া সব রোগের ঔষধ।

কাতাদা (র.) বলেনঃ প্রতিদিন একুশটি কাল জিরার দানা নিবে। একটি কাপড়ের টুকরায় তা রেখে পানিতে ভিজাবে এবং প্রত্যেক দিন নাকের ছিদ্র পথ দিয়ে তা ব্যবহার করবে। প্রথম দিন নাকের ডান ছিদ্রে দুই ফোটা এবং বাম ছিদ্রে এক ফোটা, দ্বিতীয় দিন বাম ছিদ্রে দুই ফোটা এবং ডান ছিদ্রে এক ফোটা, তৃতীয় দিন ডান ছিদ্রে দুই এবং বাম ছিদ্রে এক ফোটা করে ব্যবহার করবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ أَجْرِ الْكَاهِنِ

অনুচ্ছেদ ঃ গণকের পারিশ্রমিক প্রসঙ্গে ।

٢٠٧٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِىِّ

قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

১০৭৭. কুতায়বা (র.)........আবূ মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর বিক্রয়ের মূল্য, ব্যভিচারীনীর উপার্জন এবং গণকের কামাই নিষিদ্ধ করেছেন।

হাদীছটি হাসান সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ التَّعْلِيْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাবীয লটকানো মাকরূহ।

٢٠٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْهِ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ عِيْسَى أَخِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَبِيْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ أَعُوْدُهُ وَبِهِ حُمْرَةٌ ، فَقُلْنَا : أَلاَ تُعَلِّقُ شَيْئًا ؟ قَالَ : الْمَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذٰلِكَ . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَحَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُكَيْمٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ : كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ·

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ·

২০৭৮. মুহাম্মদ ইব্ন মাদ্দুওয়াহ (র.)........ঈসা, ইনি হলেন ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উকায়ম আবূ মা'বাদ জুহানী (র.)-কে দেখতে গেলাম। তিনি বিষাক্ত ফোঁড়ায় আক্রান্ত ছিলেন। বললামঃ কোন তাবীয লটকিয়ে নিলেন না? তিনি বললেনঃ মৃত্যু তো এর চেয়েও নিকটে। নবী ﷺ বলেছেনঃ কেউ যদি কিছু লটকায় তবে তাকে সে দিকেই সোপর্দ করে দেওয়া হয়।

ইব্ন আবূ লায়লা (র.)-এর বরাতেই কেবল আবদুল্লাহ ইব্ন উকায়মের এই রিওয়ায়াতটি সম্পর্কে আমরা জানি।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (র.).....ইব্ন আবূ লায়লা (র.) থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এই বিষয়ে উকবা ইব্ন আমির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَبْرِيْدِ الْحُمّٰى بِالْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পানি দিয়ে জ্বর ঠাণ্ডা করা।

٢٠٧٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْحُمّٰى فَوْرٌ مِنَ النَّارِ فَأَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِىْ بَكْرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَامْرَأَةِ الزُّبَيْرِ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ·

২০৭৯. হান্নাদ (র.).....রাফি ইব্‌ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ জ্বর হল জাহান্নামাগ্নির হলকা, সুতরাং পানি দিয়ে তা শীতল কর।

এই বিষয়ে আসমা বিনতে আবূ বাকর, ইব্‌ন উমার, ইব্‌ন আব্বাস, যুবায়রের স্ত্রী এবং আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٠٨٠ . حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ ·

حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ إِسْحٰقَ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِىْ بَكْرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِىْ حَدِيْثِ أَسْمَاءَ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هٰذَا ، وَكِلَا الْحَدِيْثَيْنِ صَحِيْحٌ ·

২০৮০. হারূন ইব্‌ন ইস্‌হাক হামদানী (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ জ্বর হল জাহান্নামাগ্নির হলকা, সুতরাং পানি দিয়ে তা শীতল কর।

হারূন ইব্‌ন ইস্‌হাক (র.)......আসমা বিনত আবূ বাকর (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আসমা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটিতে আরো কথা আছে।

এই দু'টি হাদীছই সাহীহ।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢٠٨١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ . حَدَّثَنَا إِبْرٰهِيْمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمّٰى وَمِنَ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَقُوْلَ : بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبَةَ . وَ إِبْرَاهِيْمُ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ وَ يُرْوٰى عِرْقٌ يَعَّارٌ ·

২০৮১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ জ্বর এবং সব ধরনের বেদনার ক্ষেত্রে এই কথাটি শিখিয়েছেনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ

আল্লাহর নামে যিনি মহান; আমি মহামহিম আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি রক্ত চাপের আক্রমন থেকে

এবং জাহান্নামাগ্নির উত্তাপ থেকে।

হাদীছটি গরীব। ইবরাহীম ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ হাবীবা-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। ইবরাহীম হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ।

عِرْقٌ نَعَّارٌ -এর স্থলে عِرْقٌ يَعَّارٌ ও বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيْلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুগ্ধদাত্রী স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হওয়া।

২০৮২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اِسْحَاقَ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ بِنْتِ وَهْبٍ وَهِيَ جُدَامَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ أَرَدْتُ أَنْ أَنْهٰى عَنِ الْغِيَالِ فَاِذَا فَارِسُ وَالرُّوْمُ يَفْعَلُوْنَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ أَوْلاَدَهُمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ . هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . قَالَ مَالِكٌ وَالْغِيَالُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ .

২০৮২. আহমাদ ইব্‌ন মানী (র.)......বিন্‌ত ওয়াহব, ইনি হলেন জুদামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ দুগ্ধ দাত্রী স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হওয়া থেকে নিষেধ করে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ফারেস ও রোমবাসীরা করে থাকে। অথচ তারা তাদের সন্তানদের হত্যা করে না।

এই বিষয়ে আসমা বিনত ইয়াযীদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি সাহীহ। মালিক (র.) এটিকে আবুল আসওয়াদ – উরওয়া – আইশা – জুদামা বিনত ওয়াহব সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মালিক (র.) বলেনঃ اَلْغِيَالُ অর্থ হল দুগ্ধ দাত্রী স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হওয়া।

২০৮৩. حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ أَحْمَدَ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهٰى عَنِ الْغِيْلَةِ حَتّٰى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّوْمَ وَفَارِسَ يَصْنَعُوْنَ ذٰلِكَ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ . قَالَ مَالِكٌ : وَالْغِيْلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ . قَالَ عِيْسَى بْنُ أَحْمَدَ : وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ .

২০৮৩. ঈসা ইব্‌ন আহমাদ (র.)......জুদামা বিনত ওয়াহব আসাদিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, আমি দুগ্ধ দাত্রী স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হওয়া নিষিদ্ধ করতে ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু আমাকে বলা হল যে, ইরান ও রোমবাসীরা তা করে অথচ তা তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি করে না।

মালিক (র.) বলেনঃ الغيلة হল দুগ্ধ দাত্রী স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হওয়া।

ঈসা ইব্‌ন আহমাদ – ইসহাক ইব্‌ন ঈসা – মালিক – আবুল আসওয়াদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ دَوَاءِ ذَاتِ الْجَنْبِ

অনুচ্ছেদ : নিউমোনিয়ার ওষুধ।

٢٠٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ . قَالَ : قَتَادَةُ : يَلُدُّهُ وَيَلُدُّهُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِيْ يَشْتَكِيْهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَأَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اسْمُهُ مَيْمُوْنٌ : هُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ .

২০৮৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশশার (র.)......যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে যায়তূন এবং ওয়ারস (এক জাতীয় ঘাস)–এর মাধ্যমে চিকিৎসার প্রশংসা করতেন।

কাতাদা (র.) বলেনঃ যে পার্শ্বে ব্যথা সে পার্শ্বের মুখের ফাঁক দিয়ে ওষুধ সেবন করানো হবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। রাবী আবূ আবদুল্লাহ (র.)–এর নাম হল মায়মূন। ইনি হলেন বসরী শায়খ।

٢٠٨٥. حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُذْرِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ رَزِيْنٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ . حَدَّثَنَا مَيْمُوْنٌ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَتَدَاوَى مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مَيْمُوْنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ . وَقَدْ رَوَى عَنْ مَيْمُوْنٍ غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ .

২০৮৫. রাজা ইব্‌ন মুহাম্মদ আদবী বাসরী (র.)........যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিউমোনিয়াতে চন্দন কাঠ এবং যয়তূনের মাধ্যমে চিকিৎসা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

হাদীছটি হাসান সাহীহ। মায়মূন – যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা.) সূত্রে ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা

নাই, মাযমূন (র.) থেকে একাধিক হাদীছ বিশেষজ্ঞ এই হাদীছটি বর্ণনা করছেন।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ : ....।

٢٠٨٦. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِيِّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : أَتَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَانَ يُهْلِكُنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : امْسَحْ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ : أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُوَّتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ . قَالَ : فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللهُ مَا كَانَ بِي ، فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২০৮৬. ইসহাক ইবন মূসা আনসারী (র.).....উছমান ইবন আবুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন। আমার তখন এমন ব্যথা ছিল যে, তা আমাকে যেন ধ্বংস করে দিবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তোমার ডান হাত দিয়ে (ব্যথার স্থানটি) সাতবার মোছ দাও এবং বল:

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ .

আল্লাহর মহাপরাক্রম, কুদরত ও আধিপত্যের ওয়াসীলায় আমি আমার এই কষ্ট থেকে পানাহ চাই।

রাবী উছমান ইবন আবুল আস (রা.) বলেন; আমি তাই করলাম। আল্লাহ্ তাআলা আমার যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলেন। তখন থেকেই আমি আমার পরিজন ও অন্যান্য লোকদের এই নির্দেশ দিয়ে থাকি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّنَا

অনুচ্ছেদ : সানা[1]।

٢٠٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ : سَأَلَهَا بِمَ تَسْتَمْشِينَ ؟ قَالَتْ : بِالشُّبْرُمِ ، قَالَ : حَارٌّ ، جَارٌّ ، قَالَتْ : ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَوْ أَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِي السَّنَا .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ يَعْنِي دَوَاءَ الْمَشِيِّ .

২০৮৭. মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র.).......আসমা বিনত উমায়স (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: তোমরা কি দিয়ে দাস্ত করাও। তিনি বললেন: শুবরুম দিয়ে।[2]

---

১. এক প্রকার উদ্ভিদ যা জুলাপের জন্য ব্যবহৃত হয়।
২. এক প্রকার [illegible]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: এতো সাংঘাতিক গরম ঔষধ।

আসমা বলেন: পরবর্তীতে আমি দাস্তের জন্য সানা ব্যবহার করি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: কোন বস্তুতে যদি মৃত্যুর ঔষধ থাকত তবে তা থাকত সানায়।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّدَاوِيْ بِالْعَسَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ মধু প্রসঙ্গে।

২০৮৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ ، فَقَالَ اَسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَ : فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًا . قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : صَدَقَ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيْكَ ، اَسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ عَسَلاً فَبَرَأَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২০৮৮. মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র.)......আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল: আমার ভাইয়ের খুব দাস্ত হচ্ছে। তিনি বললেন: তাকে মধু পান করাও।

লোকটি তাকে মধু পান করাল। পরে এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল: তাকে তো মধু পান করালাম কিন্তু তাতে দাস্ত ছাড়া আর কিছু বাড়েনি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন; তাকে মধু পান করাও।

লোকটি তাকে মধু পান করিয়ে আবার এল। বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি তো তাকে মধু পান করালাম কিন্তু তাতে দাস্ত ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি পায়নি।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আল্লাহ সঠিক কথা বলেছেন কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেটই ভুল করছে। তাকে মধুই পান করাও।

অনন্তর লোকটি তাকে মধু পান করাল। ফলে সে সুস্থ হয়ে গেল।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

২০৮৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ **الْمِنْهَالَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ**

مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَيَقُوْلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلاَّ عُوْفِيَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ·

২০৮৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ কোন মুসলিম বান্দা যদি কোন রোগীকে দেখতে যায় যার মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে আসেনি, তখন সে যদি সাতবার এই দু'আটি পড়ে তবে অবশ্যই তার রোগ মুক্তি হবে:

أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

আরশে আযীমের রব মহামহিম আল্লাহ্‌র কাছে যাঞ্চা করি তিনি যেন তোমাকে শিফা দান করেন।

হাদীসটি হাসান-গারীব। মিনহাল ইব্‌ন আমর (র.)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٠٩٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الأَشْقَرُ الرِّبَاطِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا مَرْزُوْقٌ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الشَّامِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، أَخْبَرَنَا ثَوْبَانُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمُ الْحُمَّى فَإِنَّ الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ فَلْيَسْتَنْقِعْ نَهْرًا جَارِيًا لِيَسْتَقْبِلَ جِرْيَةَ الْمَاءِ فَيَقُوْلُ : بِسْمِ اللّٰهِ ، اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُوْلَكَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ ، فَلْيَغْتَمِسْ فِيْهِ ثَلاَثَ غَمَسَاتٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِيْ ثَلاَثٍ فَخَمْسٍ ، وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِيْ خَمْسٍ فَسَبْعٍ ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِيْ سَبْعٍ فَتِسْعٍ فَإِنَّهَا لاَ تَكَادُ تُجَاوِزُ تِسْعًا بِإِذْنِ اللّٰهِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ·

২০৯০. আহ্‌মাদ ইব্‌ন সাঈদ আশকার রিবাতী (র.).......ছাওবান (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: তোমাদের কেউ যদি জ্বরে আক্রান্ত হয়, আর জ্বর তো হল জাহান্নামের এক টুকরা: তবে তা পানি দিয়ে নিভাবে। ফজরের সালাতের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রবাহিত নহরে নেমে পড়বে এবং এর স্রোতের গতি সামনে রেখে বলবে:

بِسْمِ اللّٰهِ ، اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُوْلَكَ

বিসমিল্লাহ্, হে আল্লাহ্, তোমার বান্দাকে শিফা দাও। তোমার রাসূল যে তুমি সত্যবাদী সাব্যস্ত কর।

পরে তাতে তিনটি ডুব দিবে। এইরূপ তিন দিন করবে, তিন দিনে যদি জ্বর না সারে তবে পাঁচ দিন। পাঁচ দিনে ভাল না হলে সাত দিন। সাত দিনে ভাল না হলে নয় দিন এরূপ করবে। আল্লাহ্‌র হুকুমে নয় দিনের বেশী তা অতিক্রম করবে না।

হাদীছটি গারীব।

بَابُ ...دَاوِيْ بِالرَّمَادِ

অনুচ্ছেদ ঃ ছাই ...য়ে চিকিৎসা করা।

٢٠٩١. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ : سُئِلَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ بِأَيِّ شَيْءٍ ... رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ ... : مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ ... ، كَانَ عَلِيٌّ يَأْتِي ... فِيْ تُرْسِهِ وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ ، وَأُحْرِقَ لَهُ حَصِيْرٌ فَحَشَى بِهِ جُرْحَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২০৯১. ইব্‌ন ... উমার (র.).......আবূ ... (র.) থেকে বর্ণিত। ... বলেনঃ সাহল ইব্‌ন সা... ...-কে জিজ্ঞাসা করা হ...ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ... ... কি দিয়ে চিকিৎসা ...রা হয়েছিল? এই সময় ...ও তা ...নছিলাম।

...ী বললেন: এই বিষয়ে ...আমার চেয়ে অধিক জানে এমন কেউ আর নেই। আলী তাঁর ঢালে ক...রে পানি নিয়ে আসছিলেন আর ফাতিমা সেই রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। একটি চাটাই জ্বালিয়ে এর ছাই তাঁর ...ক্ষতে ভরে দেওয়া হয়েছিল।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন: হাদীছটি হাসান সাহীহ।

...باب

অনুচ্ছেদ ঃ ...

٢٠٩٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ . حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُوْنِيُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوْا لَهُ فِيْ أَجَلِهِ فَإِنَّ ذٰلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَيُطَيِّبُ بِنَفْسِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

২০৯২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ আশাজ্জ (র.).......আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কোন রোগীর কাছে গেলে তাকে তার জীবন সম্পর্কে আশা প্রদান করবে। এতে অবশ্য তকদীরে যা আছে তার কিছুই রদ হবে না কিন্তু তার মন প্রফুল্ল হবে।

হাদীছটি গা...ব।

عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّيْ مَقْبُوْضٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ فِيْهِ اضْطِرَابٌ ، وَرَوَى أَبُوْ أُسَامَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ . أَخْبَرَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ بِهٰذَا بِمَعْنَاهُ ، وَ[illegible] بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ [illegible] أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ [illegible]

২০৯৪. আব্দুল আ'লা ইবন ওয়াসিল (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: [illegible] ফারাইয এবং কুর[illegible] শিক্ষা করবে এবং মানুষ[illegible] শিখাবে। আমাকে [illegible] করে নেওয়া হবে।

[illegible] হাদীছে ইযতিরাব বি[illegible]। আবূ উসামা হাদীছটি [illegible] আওফ – জনৈক ব্যক্তি [illegible] সুলায়মান ইবন জাবির – [illegible] (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

হুসায়ন ইবন হুরায়ছ......আবূ উসামা (র.) সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

[illegible] মুহাম্মাদ [illegible] আল–কাসিমকে আহমাদ ইবন হাম্বাল (র.) যঈফ [illegible]।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مِيْرَاثِ الْبَنَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ কন্যাদের মীরাছ।

[illegible] حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ [illegible] زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قُتِلَ أَبُوْهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيْدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ ، قَالَ يَقْضِي اللهُ فِيْ ذٰلِكَ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ ، فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى عَمِّهِمَا ، فَقَالَ : أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيْكٌ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ .

২০৯৫. আব্দ ইবন হুমায়দ (র.)......জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: সা'দ ইবনুর রাবী' এর স্ত্রী সা'দের ঔরসজাত দুই কন্যা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ, এরা সা'দ ইবনুর রাবী'–এর দুই কন্যা। এদের পিতা আপনার সঙ্গে উহুদ যুদ্ধে শহীদ হিসাবে নিহত হন। এদের চাচা তাদের সম্পদ দখল করে নিয়েছে। এদের জন্য কোন সম্পদই অবশিষ্ট রাখেনি। অর্থ–সম্পদ না থাকলে এদের বিবাহও [illegible] হবে না।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: جَاءَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ وَأَنَا مَرِيْضٌ فِيْ بَنِيْ سَلِمَةَ فَقُلْتُ : يَانَبِيَّ اللّٰهِ كَيْفَ أَقْسِمُ مَالِيْ بَيْنَ وَلَدِيْ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا فَنَزَلَتْ: (يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) اَلْآيَةَ • قَالَ [illegible] عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ [illegible] مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ •

২ [illegible] ইব্‌ন হুমায়দ [illegible]).....জাবির ইব্‌ন আব[illegible] (রা.) থেকে বর্ণিত, [illegible]: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে এলেন। আমি তখন অসু[illegible] অবস্থায় বানূ সালামা গোত্রে ছিলাম, আমি বললাম, ইয়া নবীয়াল্লাহ, আমার স[illegible]দের মাঝে আমার সম্পদ [illegible]ভাবে বন্টন করব ?

তিনি কোন জবাব দিলেন না। তখন আয়াত নাযিল হয়।

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ [illegible] لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ....

[illegible] তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেছেন এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান (৪:১১)।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। ইব্‌ন উয়ায়না প্রমুখ (র.) এটিকে মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুনকাদির-জাবির (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مِيْرَاثِ [illegible]

অনুচ্ছেদ ঃ [illegible]।

[illegible] الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ [illegible] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : مَرِضْتُ فَأَتَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ فَوَجَدَنِيْ قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ ، فَأَتَى وَمَعَهُ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوْئِهِ فَأَفَقْتُ . فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ أَقْضِيْ فِيْ مَالِيْ أَوْ كَيْفَ أَصْنَعُ فِيْ مَالِيْ ؟ فَلَمْ يُجِبْنِيْ شَيْئًا وَكَانَ لَهُ تِسْعُ أَخَوَاتٍ حَتّٰى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ : (يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) اَلْآيَةَ قَالَ جَابِرٌ فِيَّ نَزَلَتْ •

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ •

২১০০. ফাযল ইব্‌ন সাববাহ বাগদাদী (র.).....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে এলেন। তিনি এসে আমাকে বেহুঁশ অবস্থায় [illegible]লেন। তাঁর [illegible] আবূ বাকর ও এসেছিলে[illegible] তাঁরা উভয়ে পায়ে হেঁটে এসেছিলেন, রাসূলুল্লাহ [illegible] উযূ করলেন এবং তাঁর উযূর পানি আমার উপর ঢেলে দিলেন, আমার হুঁশ ফিরে [illegible] বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার সম্পদ আমি কি করব ? তিনি কোন জবাব দিলেন না।

জাবির (রা.)-এর নয় বোন ছিল। শেষে মীরাছের এই আয়াত নাযিল হয়।

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ.......

লোকে তোমার কাছে ব্যবস্থা জানতে চায়। বল, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে...... (৪ঃ১৭৬)।

জাবির (রা.) বলেনঃ এ আয়াতটি আমার বিষয়েই নাযিল হয়েছিল।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ فِيْ مِيْرَاثِ الْعَصَبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আসাবার মীরাছ[1]।

٢١٠١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ . حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ . حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُوْسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوْسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوٰى بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ طَاوُوْسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا .

২১০১. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেনঃ মীরাছের নির্ধারিত অংশ হকদারদেরকে দিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটতর পুরুষ আত্মীয়গণ পাবে।

আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এ হাদীসটি হাসান, কেউ কেউ এটিকে ইব্‌ন তাউস তার পিতা তাউস নবী ﷺ সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مِيْرَاثِ الْجَدِّ

অনুচ্ছেদ ঃ পিতামহের মীরাছ।

٢١٠٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ ابْنِيْ مَاتَ فَمَالِيْ فِيْ مِيْرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّدُسُ ، فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ اٰخَرُ ، فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ قَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الْاٰخَرَ طُعْمَةٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ .

২১০২. হাসান ইব্‌ন আরাফা (র.)......ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, আমার এক পৌত্র মারা গিয়েছে। তার মীরাছ থেকে আমার কি কোন অংশ আছে? তিনি বললেনঃ ছয় ভাগের এক ভাগ তোমার জন্য আছে।

---

১. মৃত ব্যক্তির নিকট পুরুষ আত্মীয়। যাদের সাধারণত নির্দিষ্ট কোন অংশ নেই কিন্তু যাবিল ফুরূয বা কুরআনে যাদের নির্দিষ্ট অংশের বিবরণ এসেছে তাদের অংশ প্রাপ্তির পর আসাবাহ্‌ই আত্মীয়তার নৈকট্যের ক্রম অনুসারে অবশিষ্ট সমুদয় সম্পত্তির ওয়ারিছ হয়। যেমন পুত্র, ভাই ইত্যাদি।

লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল তিনি তাকে ডাকলেন। আর বললেনঃ তোমার আরো এক ষষ্ঠমাংশ রয়েছে। লোকটি যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন তিনি তাকে আবার ডাকলেন। বললেনঃ অপর ষষ্ঠাংশটি হল তোমার জন্য অতিরিক্ত রিয্ক স্বরূপ।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে মা'কিল ইবন ইয়াসার (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّةِ

অনুচ্ছেদ : পিতামহীর মীরাছ।

٢١٠٣. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ مَرَّةً : قَالَ قَبِيصَةُ . وَقَالَ مَرَّةً رَجُلٌ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ : جَاءَتِ الْجَدَّةُ أُمُّ الْأُمِّ وَأُمُّ الْأَبِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي أَوِ ابْنَ بِنْتِي مَاتَ وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقًّا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا أَجِدُ لَكِ فِي الْكِتَابِ مِنْ حَقٍّ وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى لَكِ بِشَيْءٍ وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ . قَالَ : فَسَأَلَ فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ قَالَ : وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ . قَالَ : فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى الَّتِي تُخَالِفُهَا إِلَى عُمَرَ قَالَ سُفْيَانُ : وَزَادَنِي فِيهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ أَحْفَظْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَكِنْ حَفِظْتُهُ مِنْ مَعْمَرٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ لَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .

২১০৩. ইবন আবূ 'উমার (র.)......কাবীসা ইবন যুয়ায়ব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক জাদ্দা অর্থাৎ মাতামহী বা পিতামহী আবূ বাকর (রা.)-এর কাছে এসে বলল: আমার পৌত্র বা দৌহিত্র মারা গেছে, আমি শুনেছি যে, আল্লাহ্‌র কিতাবে আমার জন্য তাতে হক দেওয়া হয়েছে।

আবূ বাকর (রা.) বললেন: আল্লাহর কিতাবে এ বিষয়ে তোমার কোন হক পাচ্ছি না আর তোমার পক্ষে কোন ফায়সালা দিতেও রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিছু আমি শুনিনি। তবে আমি শীঘ্র সাহাবীগণের নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব। পরে মুগীরা ইবন শু'বা সাক্ষ্য দেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ক্ষেত্রে এক ষষ্ঠমাংশ দিয়েছেন। আবূ বাকর (রা.) বললেনঃ তোমার সঙ্গে আর কে এ বিষয়টি শুনেছেন? মুগীরা (রা.) বললেনঃ মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা। তখন আবূ বাকর (রা.) তাকে এক ষষ্ঠমাংশ প্রদানের নির্দেশ দিলেন।

এরপর এর বিপরীত অন্য এক জাদ্দা 'উমার (রা.)-এর কাছে এল। তিনি তাকে বললেনঃ তোমরা যদি দুইজনও (একাধিক জন) এতে একত্রিত হও তবে ঐ পরিমাণই তোমাদের হবে। আর যদি একজন হয় তবু ঐ পরিমাণই তার হবে।

٢١٠٤. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحٰقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ : جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا قَالَ : فَقَالَ لَهَا : مَالَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ

যার (অন্য কোন) ওয়ারিছ নাই মামা হল তার ওয়ারিছ।

এ হা[illegible]টি হাসান গারীব। কেউ [illegible] এটিকে মুরসালরূপে রি[illegible]াত করেছেন। তারা এ[illegible] [illegible]ইশা (রা.)-এর উল্লেখ করেননি।

এ বিষয়ে সাহাবীগণের মত পার্থক্য রয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ মামা, খালা এবং ফুফুকে ওয়ারিছ হিসাবে গণ্য করেছেন। যাবীল আরহাম [illegible]দের ওয়ারিছ হিসাবে গণ্য করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ আলিম এ হাদীছ অনুসারে মত গ্রহণ করেছেন। তবে যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) তাদেরকে ওয়ারিছ হিসাবে গণ্য করেন না। এমতাবস্থায় তিনি বায়[illegible] [illegible] মীরাছ জমা প্রদানে[illegible] [illegible]।

[illegible] مَا جَاءَ فِي الَّذِي يَمُوتُ [illegible] لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ওয়ারিছ না থাকা অবস্থায় যদি কেউ মারা যায়।

٢١٠٨. [illegible] بُنْدَارٌ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ [illegible] . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ [illegible] الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ [illegible] مُجَاهِدٍ [illegible] ابْنُ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ ﷺ وَقَعَ مِنْ عِذْقِ نَخْلَةٍ فَمَاتَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ [illegible] لَهُ مِنْ وَارِثٍ ؟ قَالُوا : لاَ ، قَالَ : فَادْفَعُوهُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ .

[illegible]

২১০৮. বুন্দার (র.)........আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জনৈক [illegible] দাস খেজুর গাছের মাথা থেকে পড়ে মারা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমরা দেখ, এর কেউ ওয়ারিছ আছে কিনা। লোকেরা বললঃ কেউ নেই। তিনি বললেনঃ তা [illegible] গ্রামবাসীদের কাউকে তা (মীরাছ) দিয়ে দা[illegible]।

এ বিষয়ে বুরায়দা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান।

بَابُ فِي مِيْرَاثِ الْمَوْلَى الْأَسْفَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ সর্বনিম্ন আযাদকৃত দাসের মীরাছ।

٢١٠٩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلاَّ عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هٰذَا الْبَابِ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ ، وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً أَنَّ مِيرَاثَهُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ .

২১০৯. ইব্ন আবূ 'উমার (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে জনৈক ব্যক্তি মারা যায়। তার এক আযাদকৃত গোলাম ছাড়া কোন ওয়ারিছ ছিল না। নবী ﷺ তাকেই ঐ ব্যক্তির মীরাছ দিয়ে দেন।

১. কুরআন মজীদে যাদের কোন হিস্যার উল্লেখ হয় নি [illegible] যারা আসাবাও নয় সেই স[illegible] আত্মীয়কে যাবীল আরহাম [illegible] হয়। যাবীল ফুরূয ও আসাবা না থাকা অবস্থায় তারা ওয়ারিছ হয়।

উল্লেখ করেছেন। মালিক (র.)-এর অধিকাংশ শাগিরদ বলেছেন মালিক 'উমার ইব্ন 'উছমান। 'উছমান (রা.)-এর সন্তানদের মাঝে প্রসিদ্ধ হল 'আমর ইব্ন 'উছমান ইব্ন 'আফ্ফান। 'উমার ইব্ন 'উছমান বলে আমরা কাউকে চিনি না।

এ হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। আলিমগণ মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী)-এর মীরাছ সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন। কোন কোন সাহাবী ও তাবিঈগণের বিশেষজ্ঞ আলিম [illegible] আবূ হানীফাসহ তার [illegible] মুসলিম ওয়ারিছদের প্রাপ্য বলে মত দিয়েছেন। আর কতক আলিম বলেনঃ তার কোন মুসলিম ওয়ারিছ [illegible] ওয়ারিছ হবে না। তারা দলীল হিসাবে নবী ﷺ [illegible] এ হাদীছটি পেশ করেন [illegible] আলিমরা [illegible] ওয়ারিছ হবে না। এ হল ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

بَابُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পরস্পর ওয়ারিছ হবে না।

٢١١١. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ. حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى

২১১১. হুমায়দ ইব্ন মাস'আদা (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পরস্পর ওয়ারিছ হবে না।

এ হাদীছটি গারীব। ইব্ন আবূ লায়লা (র.)-এর সূত্র ছাড়া জাবির (রা.)-এর রিওয়ায়াত [illegible] অবহিত নই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ হত্যাকারীর মীরাছ বাতিল।

٢١١٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَإِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ قَدْ تَرَكَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ .

২১১২. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেনঃ হত্যাকারী ওয়ারিছ হবে না।

এ হাদীছটি সাহীহ নয়।এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে অন্য কিছু জানা যায় নাই। আহমাদ ইব্‌ন [illegible] (র.) সহ কতক আলিম [illegible] ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন [illegible] ফারওয়া কে পরিত্যক্ত [illegible] দিয়েছেন।

আলিমগণের [ইমাম আবূ হানীফাসহ] এতদনুসারে আমল রয়েছে। হত্যা স্বেচ্ছা ও সজ্ঞানেই হোক বা ভুলক্রমে [illegible] কোন অবস্থাতেই হত্যাকারী ওয়ারিছ হবে না। কতক আলিম বলেনঃ যদি ভুলক্রমে হত্যা সংঘটিত হয় তবে হত্যাকারী মীরাছ পাবে। এ হল ইমাম মালিক (র.)–এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مِيْرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর দিয়াত থেকে স্ত্রীর মীরাছ।

٢١١٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : قَالَ عُمَرُ : الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ‏.

২১১৩. [illegible], আহমাদ ইব্‌ন [illegible] (র.)......সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র.) থেকে বর্ণিত যে, [illegible] কাজেই স্বামীর দিয়াত [illegible] উমার বলেছেন [illegible] বলে [illegible] দাহহাক ইব্‌ন সুফইয়ান [illegible] রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে [illegible] আশয়াম যিবাবী–র স্ত্রীকে [illegible] মীরাছ দিতে।

এ হাদীছটি হাসান–সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَمْوَالَ لِلْوَرَثَةِ وَالْعَقْلَ عَلَى الْعَصَبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মীরাছ হল ওয়ারিছগণের এবং আসাবাগণের উপর হল দিয়াত।

٢١١٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِيْ جَنِيْنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِيْ لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِيْ قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ عَقْلَهَا عَلٰى عَصَبَتِهَا ‏.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَرَوٰى يُوْنُسُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَمَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ ‏.

২১১৪. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বানূ লিহইয়ানের জনৈকা

كِتَابُ الْوَصَايَا

ওয়াসীয়ত অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াসীয়ত হয় এক তৃতীয়াংশে ।

٢١١٦. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِيْ مَالاً كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِيْ إِلاَّ ابْنَتِيْ أَفَأُوْصِيْ بِمَالِيْ كُلِّهِ ؟ قَالَ : لاَ قُلْتُ : فَثُلُثَيْ مَالِيْ ؟ قَالَ : لاَ قُلْتُ : فَالشَّطْرُ قَالَ : لاَ قُلْتُ : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلاَّ أُجِرْتَ فِيْهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِيْ امْرَأَتِكَ . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِيْ ؟ قَالَ : إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِيْ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تُرِيْدُ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَ دَرَجَةً وَ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُوْنَ . اللّٰهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِيْ هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِيْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُوْصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ . وَقَدِ اسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ .

২১১৬. ইবন আবূ উমার (র.)...... আমির ইবন সা'দ ইবন আবূ ওয়াককাস তাঁর পিতা সা'দ ইবন আবূ ওয়াককাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মক্কা বিজয়ের বছর এমন অসুস্থ হয়ে পড়ি যে মৃত্যুর সন্নিকটে হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার তো অনেক ধন-সম্পদ অথচ আমার একমাত্র কন্যা ছাড়া আর কেউ আমার ওয়ারিছ নাই, আমি কি আমার সমুদয় সম্পদ ওয়াসীয়ত

হুরায়রা (রা.) আমা[illegible] সামনে এই আয়াত তিলা[illegible] করলেনঃ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللّٰهِ إِلَى قَوْلِهِ : ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ . "(এই বন্টন বিধান) যা ওয়াসীয়ত করা হয় তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর। যদি কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়। এ আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।.....

এ সব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহ্ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; যেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এতো মহা সাফল্য।

(সূরা নিসা ৪ : ১২, ১৩)

এ সূত্রে হাদীছটি হাসান গারীব। আশআছ ইবন জাবির (র.) থেকে যে নাসর ইবন আলী হাদীছ রিওয়ায়াত করেন তিনি হলেন প্রসিদ্ধ রাবী নাসর ইবন আলী জাহযামী (র.)- এর দাদা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

অনুচ্ছেদ : ওয়াসীয়ত করতে উৎসাহ দান।

٢١٢١. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَا يُوْصِي فِيهِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

২১২১. ইবন আবূ 'উমার (র.)......ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কোন মুসলিম ব্যক্তির হক নাই তার কাছে ওয়াসীয়ত করার মত কিছু থাকলে ওয়াসীয়ত লিখে না রেখে দুই রাত অতিবাহিত করার।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। যুহরী – সালিম – ইবন 'উমার (রা.) নবী ﷺ সনদেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُوْصِ

অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ ওয়াসীয়ত করেন নাই।

٢١٢٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ : لاَ . قُلْتُ : كَيْفَ كُتِبَتِ الْوَصِيَّةُ وَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسَ ؟ قَالَ : أَوْصَى بِكِتَابِ اللّٰهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ .

২১২২. আহমাদ ইবন মানী' (র.)......তালহা ইবন মুসাররিফ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি ইবন আবূ আওফা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি ওয়াসীয়ত করেছেন?

তিনি বললেনঃ না।

আমি বললামঃ তা হলে ওয়াসীয়তের বিধান কেমন করে হলে এবং মানুষকেও এর নির্দেশ কেমন করে দিলেন? তিনি বললেনঃ আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে তিনি ওয়াসীয়ত করেছেন।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ। মালিক ইবন মিগওয়াল (র.)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই।

بَابُ مَا جَاءَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ওয়ারিছানের জন্য ওয়াসীয়ত নাই ।

٢١٢٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَهَنَّادٌ قَالاَ : حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيُّ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . لاَتُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ الطَّعَامَ ؟ قَالَ ذٰلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ : الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ وَأَنَسٍ وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ وَرِوَايَةُ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ لَيْسَ بِذٰلِكَ فِيْمَا تَفَرَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ رَوَى عَنْهُمْ مَنَاكِيْرَ وَرِوَايَتُهُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ أَصَحُّ هٰكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُوْلُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ حَدِيْثًا مِنْ بَقِيَّةَ وَلِبَقِيَّةَ أَحَادِيْثُ مَنَاكِيْرُ عَنِ الثِّقَاتِ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ زَكَرِيَّا بْنَ عَدِيٍّ يَقُوْلُ قَالَ أَبُوْ إِسْحٰقَ الْفَزَارِيُّ خُذُوْا عَنْ بَقِيَّةَ مَا حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ وَلاَ تَأْخُذُوْا عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَا حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ وَلاَ عَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ .

২১২৩. হান্নাদ ও আলী ইবন হুজর (র.)......আবূ উমামা বাহিলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বিদায় হজ্জের বছর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুতবায় বলতে শুনেছিঃ "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হকওয়ালার হক দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ওয়ারিছানের জন্য কোন ওয়াসীয়ত নাই, সন্তান হল বৈধ শয্যার আর ব্যাভিচারীর জন্য হল পাথর। আর তাদের আসল হিসাব-নিকাশ হল আল্লাহর যিম্মায়।

কেউ যদি পিতা ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে পিতা বলে পরিচয় দেয় বা প্রকৃত মাওলা বা আযাদ কর্তা ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি মাওলা বলে নিসবত করে তবে লাগাতার কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর লা'নত পড়বে।

স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন মহিলা স্বামীর ঘরের কিছু ব্যয় করতে পারবে না। বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! [illegible] সামগ্রীও নয়?

[illegible] নি বললেনঃ এতো [illegible] সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ।

তিনি আরও বলেনঃ [illegible] অবশ্যই আদায়যোগ্য, দুধের জন্য দানকৃত পশু ফেরৎযোগ্য ঋণ অবশ্যই পরিশোধনীয়, যামিনদার দায়বদ্ধ থাকবে।

এ বিষয়ে আমর [illegible] খারিজা, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান [illegible] ছাড়াও আবূ 'উমা[illegible]-এর বরাতে নবী [illegible] থেকে তা বর্ণিত আছে। [illegible] ইব্‌ন আয়্যাশের [illegible] রিওয়ায়াত ইরাক ও [illegible] থেকে এককভাবে বর্ণিত তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি এদের থেকে বহু মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে শামবাসীদের বরাতে তাঁর রিওয়ায়াতসমূহ অধিক সাহীহ্‌। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল [illegible] বুখারী (র.) বলেছেন, আ[illegible] ইব্‌ন হাসান (র.)-কে [illegible] শুনেছি যে, আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র.) বলেছেনঃ বাকিয়্যার তুলনায় ইসমাঈল ইব্‌ন আয়্যাশের হাল ভাল। [illegible] রাবীদের থেকেও বাকিয়া [illegible] মুনকার রিওয়ায়াত [illegible] আবদুল্লাহ ইব্‌ন [illegible] (র.) বলেছেন [illegible] ইব্‌ন আদীকে [illegible] শুনেছি যে, আবূ [illegible] (র.) বলেছেন নির্ভরযোগ্য রাবীদের কাছ [illegible] বাকিয়্যা যা বর্ণনা করেন তা তোমরা গ্রহণ কর আর ইসমাঈল ইব্‌ন 'আয়্যাশ নির্ভরযোগ্য বা অনির্ভরযোগ্য যাদের বরাতেই বর্ণনা করুন না কেন তা গ্রহণ করবে না।

٢١٢٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ [illegible] بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا [illegible] تَقْصَعُ [illegible] وَإِنَّ لُعَابَهَا [illegible] إِنَّ اللّٰهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ [illegible] وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [illegible] إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ [illegible] فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا .

قَالَ : وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا أُبَالِي بِحَدِيثِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ : [illegible] مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ فَوَثَّقَهُ وَقَالَ : إِنَّمَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ ابْنُ عَوْنٍ ثُمَّ رَوَى ابْنُ عَوْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২১২৪. কুতায়বা (র.)......আমর ইব্‌ন খারিজা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর উটের উপর আরোহী অবস্থায় ভাষণ দিয়েছিলেন। আমি একটির গলার নীচে [illegible] এটি জাবর কাটছিল আর [illegible] ঝরে পড়ছিল আমার কাঁধের মাঝ দিয়ে। তাঁকে তখন বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হকদারকে তার হক দিয়ে দিয়েছেন সুতরাং ওয়ারিছের জন্য ওয়াসীয়ত নেই, সন্তান হল বৈধ শয্যার আর ব্যভিচারীর জন্য হল পাথর। কেউ [illegible] অনীহাবশত পিতা ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে পিতা বলে পরিচয় দেয় বা মুক্তকারী মাওলা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি [illegible] বলে নিসবত করে তবে তার প্রতি আল্লাহর লা'নত পড়বে। আল্লাহ তার ফরয বা নফল কোন ইবাদতই কবুল করবেন না।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ......।

٢١٢٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ فِيْ كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُوْنَ لِيْ وَلَاؤُكِ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوْا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ وَيَكُوْنَ لَنَا وَلَاؤُكِ فَلْتَفْعَلْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : ابْتَاعِيْ فَأَعْتِقِيْ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللهِ ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَائِشَةَ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

২১২৭. কুতায়বা (র.) ......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, বারীরা (রা.) তার কিতাবাত চুক্তির (অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভের) বিষয়ে সাহায্যের জন্য আইশা (রা.)-এর কাছে এসেছিলেন। আর তিনি তার কিতাবাত চুক্তির কোন কিছুই আদায় করেন নাই। আইশা (রা.) তাকে বললেনঃ তোমার মালিকের কাছে যাও। তারা যদি পছন্দ করে যে তোমার পক্ষ থেকে আমি কিতাবাত চুক্তির অর্থ আদায় করে দিব আর ওয়ালা স্বত্ব হবে আমার তবে আমি তা করতে প্রস্তুত আছি। বারীরা (রা.) তার মালিকের নিকট এ কথা আলোচনা করেন। কিন্তু তারা তাতে অস্বীকৃতি জানায় এবং বলে তিনি (আইশা (রা.)) ইচ্ছা করলে ছাওয়াবের আশায় তোমাকে সাহায্য করতে পারেন কিন্তু তোমার ওয়ালা স্বত্ব থাকবে আমাদের।

আইশা (রা.) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উত্থাপন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তুমি তাকে কিনে নিয়ে আযাদ করে দাও। কেননা, যে আযাদ করবে সেই হবে ওয়ালা স্বত্ব। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেনঃ কি হল সম্প্রদায় গুলোর এমন সব শর্ত তারা করে যেগুলোর কোন উল্লেখ আল্লাহর কিতাবে নাই। কেউ যদি এমন শর্তারোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নাই তবে একশ' শর্ত করলেও কিছু হবে না।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আইশা (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আযাদ করবে সেই হবে ওয়ালা স্বত্ব।

كِتَابُ الْوَلَاءِ وَالْهِبَةِ

ওয়ালা এবং হেবা অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আযাদ করবে তার হবে ওয়ালা স্বত্ব।

٢١٢٨. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيْرَةَ فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ . أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

২১২৮. বুন্দার (র.)....... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বারীরা (রা.) -কে কিনতে চাইলেন। কিন্তু তার মালিক পক্ষ নিজেদের জন্য ওয়ালা স্বত্বের শর্তারোপ করে। তখন নবী ﷺ বললেনঃ যে মূল্য দিবে তারই হবে ওয়ালা স্বত্ব (অথবা বলেছেন) যে আযাদ করার নিয়ামতের অভিভাবক হবে তারই হবে ওয়ালা স্বত্ব।

এ বিষয়ে ইব্‌ন উমার ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওয়ালা স্বত্ব বিক্রি করা বা হেবা করা নিষেধ।

٢١٢٩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ

---

১. দাস আযাদ করার কারণে তার সম্পদে আযাদকর্তার এক ধরণের উত্তরাধিকার স্বত্ব হয় একে ওয়ালা স্বত্ব বলা হয়।

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ . وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ وَيُرْوَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : لَوَدِدْتُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ دِيْنَارٍ حِيْنَ حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَذِنَ لِيْ حَتّٰى كُنْتُ أَقُوْمُ إِلَيْهِ فَأُقَبِّلُ رَأْسَهُ وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ وَهَمٌ وَهِمَ فِيْهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، وَالصَّحِيْحُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هٰكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : وَتَفَرَّدَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ٠

২১২৯. ইব্‌ন আবূ 'উমার (র.)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়ালা বিক্রি করা ও হেবা করা নিষেধ করেছেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার – ইব্‌ন 'উমার – নবী ﷺ এ সনদ ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। শু'বা, সুফইয়ান ছাওরী এবং মালিক ইব্‌ন আনাস (র.)ও এটিকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার (র.)-এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন। শু'বা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার (র.) যখন এ হাদীছটি রিওয়ায়াত করছিলেন তখন আমার মন চাইছিল তিনি যদি অনুমতি দিতেন তবে তাঁর কাছে উঠে গিয়ে তাঁর মাথায় চুমু খেতাম। ইয়াহইয়া ইব্‌ন সুলায়ম এ হাদীছটি উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার – নাফি' – ইব্‌ন 'উমার (রা.) – নবী ﷺ সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে বিভ্রান্তি রয়েছে। ইয়াহইয়া ইব্‌ন সুলায়ম এতে বিভ্রান্তি করেছেন। সাহীহ সনদ হল উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার – আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার – ইব্‌ন 'উমার (রা.) নবী ﷺ। একাধিক রাবী উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার এ হাদীছটির রিওয়ায়াত ক্ষেত্রে একা ছিলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ تَوَلّٰى غَيْرَ مَوَالِيْهِ أَوِ ادَّعٰى إِلٰى غَيْرِ أَبِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রকৃত আযাদকারী ছাড়া অন্য কারো প্রতি ওয়ালার সম্পর্ক প্রদর্শন করা বা পিতা ছাড়া অন্য কারো প্রতি পিতৃত্বের দাবী করা।

٢١٣٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللّٰهِ وَهٰذِهِ الصَّحِيْفَةَ صَحِيْفَةٌ فِيْهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ فَقَدْ كَذَبَ وَقَالَ فِيْهَا : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : الْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَابَيْنَ عَيْرٍ إِلٰى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ، وَمَنِ ادَّعٰى إِلٰى

الْوَالِدُ فِيْمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ . وَمَثَلُ الَّذِيْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيْ قَيْئِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : لاَيَحِلُّ لِمَنْ وَهَبَ هِبَةً أَنْ يَرْجِعَ فِيْهَا إِلاَّ الْوَالِدُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيْمَا أَعْطَى وَلَدَهُ وَاحْتَجَّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ .

২১৩৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......ইব্ন 'উমার ও ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে যে, পিতা যদি তার সন্তানকে কিছু দেয় সেটা ছাড়া যদি কেউ কোন কিছু দান করে তা পরে আবার প্রত্যাহার করে সেটা তার জন্য হালাল নয়। যে ব্যক্তি কাউকে কিছু দিয়ে তা প্রত্যাহার করে সে হল কুকুরের মত; খায়, যখন পেট ভরে যায় বমি করে, পরে আবার সে নিজের বমিই খায়।

এ হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেনঃ কাউকে কিছু দিয়ে তা প্রত্যাহার করা কারো জন্য হালাল নয়। তবে পিতা তার সন্তানকে কিছু দিলে তা সে ফিরিয়ে প্রত্যাহার করতে পারে। এ হাদীসটিকে ইমাম শাফিঈ (র.) প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন।

كِتَابُ الْقَدَرِ

তাকদীর অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْخَوْضِ فِي الْقَدَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাকদীর নিয়ে আলোচনায় মত্ত হওয়া সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী।

٢١٣٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِى الْقَدَرِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّمَا فُقِئَ فِيْ وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ فَقَالَ : أَبِهٰذَا أُمِرْتُمْ أَمْ بِهٰذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِيْ هٰذَا الْأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تَتَنَازَعُوْا فِيْهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ وَصَالِحٌ الْمُرِّيُّ لَهُ غَرَائِبُ يَنْفَرِدُ بِهَا لاَ يُتَابَعُ عَلَيْهَا .

২১৩৬. আবদুল্লাহ ইব্ন মুআবিয়া জুমাহী (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে বের হয়ে এলেন। আমরা তখন তাকদীর বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করছিলাম। তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাঁর চেহারা লাল হয়ে উঠল, তাঁর দুই কপোলে যেন ডালিম নিংড়ে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেনঃ এ বিষয়েই কি তোমরা নির্দেশিত হয়েছ? আর এ নিয়েই কি আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি? তোমাদের পূর্ববর্তীরা যখন এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে তখনই তারা ধ্বংস হয়েছে। দৃঢ় ভাবে তোমাদের বলছি, তোমরা যেন এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত না হও।

এ বিষয়ে উমার, আইশা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি গারীব। সালিহ মুররী-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই, সালিহ মুররীর বেশ কিছু গারীব রিওয়ায়াত রয়েছে। যেগুলির বিষয়ে তিনি একা।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حِجَاجِ آدَمَ وَمُوْسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ

অনুচ্ছেদ ঃ আদম (আ.) ও মূসা (আ.)-এর বিতর্ক।

٢١٣٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ . حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ

عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : احْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى ، فَقَالَ مُوْسٰى : يَا اٰدَمُ أَنْتَ الَّذِىْ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ ؟ أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالَ : فَقَالَ اٰدَمُ : وَأَنْتَ مُوْسٰى الَّذِىْ اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِكَلَامِهِ أَتَلُوْمُنِىْ عَلٰى عَمَلٍ عَمِلْتُهُ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ قَالَ : فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَجُنْدَبٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنِ الْأَعْمَشِ وَقَدْ رَوٰى بَعْضُ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

২১৩৭. ইয়াহইয়া ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আরাবী (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেনঃ আদম (আ.) ও মূসা (আ.) বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। মূসা (আ.) বললেনঃ হে আদম, আপনিই তো তিনি যাকে আল্লাহ্ তাআলা স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন, আপনার মাঝে তিনি তার রূহ ফুঁকেছেন আর আপনিই কারণ ঘটলেন মানুষের গুমরাহীর এবং তাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কারের।

আদম (আ.) বললেনঃ আপনিই তো মূসা, আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাঁর সাথে কথোপকথনের জন্য নির্ধারিত করেছেন। আপনি এমন একটি কাজের জন্য আমাকে মালামাত করছেন যা আসমান যমীন সৃষ্টির পূর্বেই তা করা আল্লাহ তাআলা আমার জন্য লিখে রেখেছেন ?

তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেনঃ পরিশেষে আদম (আ.) তর্কে মূসা (আ.)-এর উপর জয়ী হয়ে গেলেন।

এ বিষয়ে 'উমার ও জুন্দুব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

সুলায়মান তায়মী – আ'মাশ থেকে বর্ণিত হাদীছ হিসাবে এ সূত্রে উক্ত হাদীছটি হাসান-গারীব। আ'মাশ (র.)-এর কতিপয় শাগিরদ এটিকে আ'মাশ – আবূ সালিহ – আবূ হুরায়রা (রা.) – নবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ আ'মাশ – আবূ সালিহ্ – আবূ সাঈদ (রা.) রূপে সনদের উল্লেখ করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে এ হাদীছটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الشَّقَاءِ وَالسَّعَادَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য।

٢١٣٨. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيْهِ أَمْرٌ مُبْتَدَعٌ أَوْ مُبْتَدَأٌ أَوْ فِيْمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : فِيْمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ

فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَحُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ وَأَنَسٍ وَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২১৩৮. বুন্দার (র.)......সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ তার পিতা আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, 'উমার (রা.) একদিন বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি মনে করেন আমরা যে কাজ করি এগুলো কি নবঘটিত বিষয় না কি এমন বিষয় যে গুলি সম্পর্কে আল্লাহ পূর্বেই ফায়ছালা করে রেখেছেন?

তিনি বললেনঃ হে ইবনুল খাত্তাব, এ গুলো হল এমন বিষয় যে গুলো সম্পর্কে পূর্বই ফায়ছালা করে রাখা হয়েছে। আর প্রত্যেকের জন্য তার করনীয় সহজ করে দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি নেকবখতগণের অন্তর্ভুক্ত সে করে সৌভাগ্য জনক আমল আর যে ব্যক্তি বদবখতদের অন্তর্ভুক্ত সে করে দুর্ভাগ্য জনক আমল।

এ বিষয়ে আলী, হুযায়ফা ইব্‌ন উসায়দ, আনাস ও 'ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢١٣٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ قَدْ عُلِمَ وَقَالَ وَكِيْعٌ : إِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالُوْا : أَفَلاَ نَتَّكِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : لاَ : اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২১৩৯. হাসান ইব্‌ন আলী হুলওয়ানী (র.)......আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি একটি কাঠি দিয়ে যমীনে দাগ কাটছিলেন। হঠাৎ আকাশের দিকে তাঁর মাথা উঠালেন। এরপর বললেনঃ তোমাদের মাঝে এমন কেউ নেই যে, কার অবস্থান জাহান্নাম এবং কার অবস্থান জান্নাত লিপিবদ্ধ করে না রাখা হয়েছে। তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেনঃ আমরা কি তবে ভরসা করে বসে থাকব ইয়া রাসূলাল্লাহ?

তিনি বললেনঃ না, আমল করে যাও, যাকে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য তদনুরূপ আমল সহজ করে দেওয়া হয়েছে।

এ হাদীছটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالْخَوَاتِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ শেষ অবস্থার উপর ভিত্তি করে আমলের এ'তেবার।

٢١٤٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ : إِنَّ أَحَدَ كُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ فِي أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ وَ يُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ ، فَوَالَّذِيْ لاَ إِلٰهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَا يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ ، وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ : مَا رَأَيْتُ بِعَيْنِي مِثْلَ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْدٍ نَحْوَهُ .

২১৪০. হান্নাদ (র.)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনি হচ্ছেন সত্যবাদী এবং সত্যবাদী বলে স্বীকৃতও তিনি আমাদেরকে বর্ণনা করেছেনঃ মার পেটে তোমাদের কারো সৃষ্টি গঠন সমন্বিত হয় চল্লিশ দিনে। এরপর তত দিনে হয় আলাক: এরপর ততদিনে হয় মাংশপিন্ড। এরপর তার কাছে আল্লাহ এক ফিরিশতা পাঠান। তিনি তার মাঝে রূহ ফুঁকেন। এবং তাকে চারটি বিষয়ের নির্দেশ করা হয়। তিনি লিখেন তার রিযক, তার মৃত্যু, তার আমল এবং সে নেক বখত না বদবখত।

সেই সত্তার কসম যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তোমাদের কেউ জান্নাতবাসীর আমল করতে থাকে এমনকি তার এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র একহাতের ব্যবধান বাকী থাকতে ভাগ্যের লিখন তার উপর প্রবল হয়ে উঠে আর জাহান্নামবাসীর আমলে তার জীবনের সমাপ্তি ঘটে, অনন্তর সে জাহান্নামেই দাখেল হয়।

আবার তোমাদের কেউ জাহান্নামবাসীর আমল করতে থাকে এমনকি তার এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত ব্যবধান বাকী থাকতে তার উপর ভাগ্য লিপি প্রবল হয়ে উঠে আর জান্নাতবাসীর আমলের মাধ্যমে তার জীবন সমাপ্তি ঘটে। আর সে জান্নাতেই দাখেল হয়।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্শার (র.).....আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বর্ণনা করেছেন........অতপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আহমাদ ইব্‌ন হাসান (র.) বলেনঃ আমি আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) কে বলতে শুনেছিঃ ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ কাত্তানের মত কাউকে আমার দুই চোখে দেখিনি।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। শু'বা এবং ছাওরী (র.)ও এটিকে আ'মাশ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলা (র.)...যায়দ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক সন্তান স্বভাব-প্রকৃতির উপর জন্ম গ্রহণ করে।

٢١٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رَبِيْعَةَ الْبُنَانِيُّ . حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْمِلَّةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ اوْ يُشَرِّكَانِهِ . قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَنْ هَلَكَ قَبْلَ ذٰلِكَ ؟ قَالَ : اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ بِهِ . حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ : يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى :هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

وَفِي الْبَابِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيْعٍ .

২১৪১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া কুতাঈ (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ প্রত্যেক সন্তান মিল্লাতে ইসলামিয়ার উপর জন্ম গ্রহণ করে। এরপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহূদী, নাসারা এবং মুশরিক বানায়। বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এর পূর্বেই যদি কেউ মারা যায়?

তিনি বললেনঃ তারা কি আমল করত সে বিষয়ে আল্লাহ তাআলা সবিশেষ অবহিত আছেন।

আবূ কুরায়ব ও হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে মিল্লাত এর স্থানে ফিতরাত এর কথা উল্লেখিত হয়েছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

শু'বা প্রমুখ (র.) এটিকে আ'মাশ - আবূ সালিহ - আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেনঃ......জন্ম গ্রহণ করে ফিতরাতের উপর।

بَابُ مَا جَاءَ لاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلاَّ الدُّعَاءُ

অনুচ্ছেদ ঃ দুআ ছাড়া তাকদীর রদ হয় না।

٢١٤٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ وَسَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالاَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ عَنْ أَبِيْ مَوْدُوْدٍ

عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَيَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ، وَلاَ يَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ إِلاَّ الْبِرُّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ أَسِيْدٍ وَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ سَلْمَانَ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ الضُّرَيْسِ ، وَأَبُوْ مَوْدُوْدٍ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا يُقَالُ لَهُ فِضَّةُ وَهُوَ الَّذِيْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ اسْمُهُ فِضَّةُ بَصْرِيٌّ ، وَالآخَرُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ أَحَدُهُمَا بَصْرِيٌّ وَالآخَرُ مَدَنِيٌّ وَكَانَا فِيْ عَصْرٍ وَاحِدٍ .

২১৪২. মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ রাযী ও সাঈদ ইব্ন ইয়া'কূব (র.)......সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ দুআ ছাড়া আর কিছুই তাকদীর রদ করতে পারে না আর নেক আমল ছাড়া আর কিছুই বয়সে বৃদ্ধি ঘটায় না।

এ বিষয়ে আবূ আসীদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান–গারীব। ইয়াহইয়া ইব্ন যুরায়স–এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্ক আমরা অবহিত নই। আবূ মাওদূদ দুইজন। একজনকে বলা হয় ফিয্যা। অপরজন হলেন আবদুল আযীয ইব্ন আবূ সুলায়মান। একজন বাসরী অপর জন মাদীনী। উভয়েই ছিলেন সমসাময়িক কালের। যে আবূ মাওদূদ এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন তাঁর নাম হল ফিয্যা বাসরী।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ إِصْبَعَيِ الرَّحْمٰنِ

অনুচ্ছেদ ঃ অন্তর হল রাহমানের দুই আঙ্গুলের মাঝে।

٢١٤٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ آمَنَّا بِكَ وَ بِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، إِنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللّٰهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ ، وَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، وَهٰكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ أَنَسٍ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَحَدِيْثُ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ أَنَسٍ أَصَحُّ .

২১৪৩. হান্নাদ (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব বেশী বলতেনঃ

يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

হে অন্তর পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে তামার দীনের উপর দৃঢ় রাখ।

আমি বললামঃ আপনার এবং আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন সব বিষয়ের উপর আমরা ঈমান রাখি, আপনি কি আমাদের সম্পর্কে কোন আশংকা পোষণ করেন ?

তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, অন্তর তো আল্লাহ তাআলার দুই আঙ্গুলের মাঝে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিবর্তিত করেন।

এ বিষয়ে নাওওয়াস ইব্‌ন সামআন, উম্মু সালামা, আইশা ও আবূ যার্‌র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

একাধিক রাবী আ'মাশ – আবূ সুফইয়ান – আনাস (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কতক রাবী আ'মাশ – আবূ সুফইয়ান জাবির (রা.) সনদে এটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে আবূ সুফইয়ান – আনাস (রা.) সূত্রটি অধিক সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ اَنَّ اللّٰهَ كَتَبَ كِتَابًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَهْلِ النَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদের জন্য এবং জাহান্নামীদের জন্য একটি কিতাব (রেজিষ্ট্রার) লিখে রেখেছেন।

٢١٤٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِيْ قَبِيْلٍ عَنْ شُفَيِّ بْنِ مَاتِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِيْ يَدِهِ . كِتَابَانِ ، فَقَالَ : أَتَدْرُوْنَ مَا هٰذَانِ الْكِتَابَانِ ؟ فَقُلْنَا : لاَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِلاَّ أَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ ، لِلَّذِيْ فِيْ يَدِهِ الْيُمْنٰى ، هٰذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فِيْهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ اٰبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى اٰخِرِهِمْ فَلاَيُزَادُ فِيْهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا . ثُمَّ قَالَ لِلَّذِيْ فِيْ شِمَالِهِ هٰذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فِيْهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ اٰبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى اٰخِرِهِمْ فَلاَيُزَادُ فِيْهِمْ وَلاَيُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنْ كَانَ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ ، وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ : فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ عَنْ اَبِيْ قَبِيْلٍ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ .

وَأَبُوْ قَبِيْلٍ اسْمُهُ حُيَيُّ بْنُ هَانِئٍ .

২১৪৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.) ....আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন আমাদের কাছে বের হয়ে এলেন। তাঁর হাতে ছিল দু'টি কিতাব। তিনি বললেনঃ তোমরা কি জান এ দুটি কি কিতাব?

আমরা বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি আমাদেরকে অবহিত করা ছাড়া আমরা পারব না।

তিনি যে কিতাবটি তার ডান হাতে ছিল, সেটি সম্পর্কে বললেনঃ এটি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এক গ্রন্থ। এতে রয়েছে জান্নাতবাসীদের নাম এবং তাদের পিতা ও গোত্র সমূহের নাম। এরপর এর শেষে মোট জমা রয়েছে। সুতরাং তাদের মধ্যে কখনো বৃদ্ধি করাও হবেনা বা কমানোও হবে না।

এরপর তিনি যে কিতাবটি তাঁর বাম হাতে ছিল সেটি সম্পর্কে বললেনঃ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা একটি গ্রন্থ। এতে রয়েছে জাহান্নামীদের নাম, তাদের পিতা ও গোত্রসমূহের নাম। এরপর এর শেষে রয়েছে মোট জমা। তাদের মাঝে কখনো বৃদ্ধিও হবে না বা কমানও হবে না। তাঁর সাহাবীগণ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, বিষয়টি যদি এমন হয় যা সমাধা হয়ে গিয়েছে তবে আমল কিসের জন্য?

তিনি বললেনঃ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে সোজা চলতে থাক আর না হয় কাছাকাছি চলতে থাক। কেননা, সে যাই কিছু করুক অবশ্যই জান্নাতীর আমলের মাধ্যমেই জান্নাতবাসীর জীবন সমাপ্তি ঘটবে। আর সে যত কিছুই করুক জাহান্নামীর আমলের মাধ্যমেই ঘটবে জাহান্নামবাসীর জীবন সমাপ্তি।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করে এ দুটি কিতাব ছুড়ে ফেললেন। এরপর বললেনঃ তোমাদের প্রভু বান্দাদের বিষয়ে কাজ শেষ করে ফেলেছেনঃ একদল তো জান্নাতের আর এক দল জাহান্নামের।

কুতায়বা (র.).....আবূ কাবীল (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে ইবন 'উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আবূ কাবীলের নাম হল হুবায় ইবন হানী (র.)।

٢١٤٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا إِسْتَعْمَلَهُ فَقِيْلَ : كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২১৪৫. আলী ইবন হুজর (র.).........আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর বান্দা সম্পর্কে কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন তাকে আমল করতে দেন। বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কিভাবে তিনি তাকে আমল করতে দেন? তিনি বললেনঃ মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাকে নেক আমলের তওফীক দিয়ে দেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ لاَعَدْوَى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ

অনুচ্ছেদঃ রোগ সংক্রমন, হামা অর্থাৎ পেঁচকে বিশ্বাস[১] বা সফর মাস সম্পর্কে কুসংস্কার ইসলামে নেই।[২]

٢١٤٦. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ . حَدَّثَنَا أَبُوْ زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ :

---

১. আরবরা বিশ্বাস করত নিহত আত্মীয়ের হত্যার বদলা না নিলে তার রূহ পেচকের আকার ধারণ করে এবং রক্ত চাই, রক্ত চাই বলে চেঁচায়।

২. সফর মাস সম্পর্কে আরবদের অনেক কুসংস্কার ছিল। কোন কোন সময় সফর মাসকে আশহুরে হুরুমের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলত। কেউ কেউ বলেন, এখানে সফর অর্থ হল একপ্রকার রোগবাহী কীট। আরবরা এটিকে অত্যন্ত সংক্রামক বলে বিশ্বাস পোষণ করত।

لاَ يُعْدِيْ شَيْءٌ شَيْئًا . فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْبَعِيْرُ الْجَرِبُ الْحَشَفَةُ بِذَنَبِهِ فَتَجْرَبُ الْإِبِلُ كُلُّهَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟ لاَعَدْوَى وَلاَصَفَرَ ، خَلَقَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ وَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَرِزْقَهَا وَمَصَائِبَهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ قَالَ : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِيْنِيِّ يَقُوْلُ : لَوْ حَلَفْتُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ لَحَلَفْتُ أَنِّيْ لَمْ أَرَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ .

২১৪৬. বুন্দার (র.).......ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন, বললেনঃ কোন জিনিসই অন্য কিছুতে রোগ বিস্তার করতে পারে না।

তখন জনৈক বেদুঈন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, জননেন্দ্রীয়ে পাঁচড়াযুক্ত একটি উট সবগুলোকেই তো পাঁচড়াক্রান্ত করে ফেলে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তাহলে প্রথম উটটিকে কে পাঁচড়াক্রান্ত করেছিল? সংক্রামক বলতে কিছু নেই, সফর বলতেও কিছু নেই। প্রতিটি প্রাণ আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন এরপর তিনি এর হায়াত এর রিযক এবং আপদ-বিপদ সব কিছু লিখে দিয়েছেন।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন আব্বাস ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন সাফওয়ান ছাকাফী বাসরী (র.) বলেছেন, আলী ইব্‌ন মাদীনী (র.)-কে বলতে শুনেছিঃ হাজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহীমের মাঝে দাঁড়িয়েও যদি কসম করি তবে তা করে বলতে পারি যে, আবদুর রাহমান ইব্‌ন মাহদী অপেক্ষা বড় আলিম কাউকে দেখিনি।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْإِيْمَانِ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস।

٢١٤٧. حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيٰى الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : . لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، حَتّٰى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ وَجَابِرٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو . وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ .

وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَيْمُوْنٍ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ .

২১৪৭. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া বাসরী (র.)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান না রাখা পর্যন্ত কোন বান্দা মুমিন হতে পারবে না।

এমন কি তার ইয়াকীন করতে হবে যে, যা তার কাছে পৌছার তা কখনও তাকে ত্যাগ করবে না আর যা তাকে ত্যাগ করার তা কখনও তার কাছে পৌছবে না।

এ বিষয়ে উবাদা, জাবির ও আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছ হিসাবে হাদীছটি গারীব। আবদুল্লাহ ইব্ন মায়মূনের সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। আবদুল্লাহ ইব্ন মায়মূন হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে মুনকার।

٢١٤٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَيُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ : يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنِّيْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ ، وَ يُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ .

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ رِبْعِيٌّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ أَبِيْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عِنْدِيْ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ النَّضْرِ ، وَهٰكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ .

حَدَّثَنَا الْجَارُوْدِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُوْلُ : بَلَغَنَا أَنَّ رِبْعِيًا لَمْ يَكْذِبْ فِي الْإِسْلاَمِ كِذْبَةً .

২১৪৮. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ চারটি বিষয়ে ঈমান না আনা পর্যন্ত কোন বান্দা মু'মিন হতে পারবে না ঃ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই আর আমি আল্লাহর রাসূল, তিনি সত্যসহ আমাকে পেরণ করছেন ; মৃত্যুর উপর ঈমান আনবে; মৃত্যুর পর পুনরোত্থানের উপর ঈমান আনবে; তাকদীরের উপর ঈমান আনবে।

ক. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.) – শু'বা (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এর সনদে রিবঈ – জনৈক ব্যক্তি সূত্রে আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ-- শু'বা (র.) –এর রিওয়ায়াত টি (২১৪৮ নং) আমার মতে নাযর (র.)–এর রিওয়ায়াত (২১৪৮ক নং) অপেক্ষা অধিক সাহীহ। একাধিক রাবী মানসূর-- রিবঈ-- আলী (রা.) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন ।

জারূদ (র.) বর্ণনা করেন ওয়াকী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, রিবঈ ইব্ন হিরাশ ইসলামের জীবনে কোন একটি মিথ্যা কখনও বলেন নি।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ النَّفْسَ تَمُوْتُ حَيْثُ مَا كُتِبَ لَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ যেখানে যার মৃত্যু নির্দ্ধারিত অবশ্যাই সেখানে তার মৃত্যু হবে।

٢١٤٩. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ . حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَضَى اللّٰهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوْتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ عَزَّةَ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَلاَيُعْرَفُ لِمَطَرِ بْنِ عُكَامِسَ عَنِ النَّبِيِّ

ﷺ غَيْرُ هٰذَا الْحَدِيْثِ ٠

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَهُ ٠

২১৪৯. বুনদার (র.)........মাতার ইব্‌ন 'উকামিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে যমীনে আল্লাহ তাআলা কোন বান্দার মৃত্যু নির্ধারণ করেন তিনি তার জন্য সেখানে গমনের প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন।

এ বিষয়ে আবূ 'আযযা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-গারীব। নবী ﷺ থেকে মাতার ইব্‌ন 'উকামিস (রা.)-এর বরাতে এ হাদীছটি ছাড়া আর কোন হাদীছ বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই।

মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.) সুফইয়ান (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢١٥٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالاَ : حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيْ عَزَّةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا قَضَى اللّٰهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوْتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً أَوْ قَالَ بِهَا حَاجَةً ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ٠

وَأَبُوْ عَزَّةَ لَهُ صُحْبَةٌ وَاسْمُهُ يَسَارُ بْنُ عَبْدٍ ، وَأَبُو الْمَلِيْحِ اسْمُهُ عَامِرُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ ، وَيُقَالُ زَيْدُ بْنُ أُسَامَةَ ٠

২১৫০. আহমাদ ইব্‌ন মানী' ও আলী ইব্‌ন হুজর (র.) আবূ আযযা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বান্দার জন্য যখন আল্লাহ তায়ালা কোন যমীনে মৃত্যুর ফায়ছালা করেন তখন সেখানের জন্য তার একটা প্রয়োজন তিনি সৃষ্টি করে দেন।

এ হাদীছটি সাহীহ।

আবূ আযযা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচার্য্য পেয়েছেন। তাঁর নাম হল ইয়াসার ইব্‌ন আবদ (রা.)। রাবী আবুল মালীহ ইব্‌ন উসামা (র.)-এর নাম হল 'আমির ইব্‌ন উসামা ইব্‌ন 'উমায়র হুযালী।

بَابُ مَا جَاءَ لاَتَرُدُّ الرُّقٰى وَلاَ الدَّوَاءُ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا

অনুচ্ছেদ ঃ ঝাঁড়-ফুঁক বা ঔষধ কিছুই আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর রদ করতে পারে না।

٢١٥١. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ بْنِ أَبِيْ خِزَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوٰى بِهِ وَ تُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا ؟ فَقَالَ : هِيَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ خِزَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ وَهٰذَا أَصَحُّ . هٰكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ خِزَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ .

২১৫১. সাঈদ ইব্ন আবদুর রাহমান মাখযূমী (র.)......ইবন আবূ খিযামা তার পিতা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললঃ আপনি কি মনে করেন, এই ঝাড়-ফুঁক যা আমরা করাই, ঔষধ যা দিয়ে আমরা চিকিৎসা করি, পরহেয যার মাধ্যমে আমরা সাবধানতা অবলম্বন করি এ গুলি কি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের কিছু রদ করতে পারে?

তিনি বললেনঃ এ-ও আল্লাহর তাকদীরের অন্তর্গত।

যুহ্রীর রিওয়ায়াত ছাড়া এ হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই। একাধিক রাবী এ হাদীছটি সুফইয়ান - যুহরী - আবূ খিযামা তার পিতা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। এটিই অধিকতর সাহীহ। একাধিক রাবী যুহরী - আবূ খিযামা - তার পিতা (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَدَرِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কাদারিয়্যা অর্থাৎ তাকদীর অস্বীকারকারী সম্প্রদায়।

٢١٥٢ . حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَبِيْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ نِزَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِيْ لَيْسَ لَهُمَا فِي الإِسْلاَمِ نَصِيْبٌ : الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ . حَدَّثَنَا سَلاَمُ بْنُ أَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

২১৫২. ওসাসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র.).......ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মতের দুইটি দল এমন যাদের ইসলামে কোন হিস্যা নাই ঃ মুরজিআ যারা মনে করে বান্দার কুদরত বলতে কিছু নাই এবং আমলে কোন লাভ-ক্ষতি নাই; কাদারিয়া যারা মনে করে বান্দার কুদরতই সবকিছু এবং তাকদীরকে অস্বীকার করে।

এ বিষয়ে 'উমার, ইব্ন 'আমর ও রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' - মুহাম্মাদ ইব্ন বিশ্র - সালাম ইব্ন আবূ আমরা - ইকরিমা - ইব্ন আব্বাস (রা.), সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইব্ন রাফি অন্য সনদে আলী ইব্ন নিযার - নিযার - ইকরিমা (র.) - ইব্ন আব্বাস (রা.) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢١٥٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُوْ قُتَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَثَلُ ابْنِ اٰدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ مَنِيَّةً إِنْ أَخْطَأَتْهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِى الْهَرَمِ حَتّٰى يَمُوْتَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَأَبُو الْعَوَّامِ هُوَ عِمْرَانُ وَهُوَ ابْنُ دَاوُدَ الْقَطَّانُ .

২১৫৩. আবূ হুরায়রা মুহাম্মাদ ইব্ন ফিরাস বাসরী (র.)......মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন শিখ্খীর তার পিতা আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেনঃ আদম সন্তানের রূপক আকৃতির সাথে তার পাশে নিরানব্বই ধরণের মৃত্যু ঘটার মত আপদ জড়িয়ে দেওয়া হয়। যদি সে এ আপদগুলি অতিক্রম করে যায় তবে সে জ্বরায় নিপতিত হয়। শেষে সে মৃত্যু বরণ করবে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

রাবী আবুল আওওয়াম হলেন ‘ইমরান আল কাত্তান (র.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الرِّضَا بِالْقَضَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা ।

٢١٥٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ رِضَاهُ : بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهُ ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللّٰهِ ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ حُمَيْدٍ ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا حَمَّادُ بْنُ أَبِيْ حُمَيْدٍ وَهُوَ أَبُوْ إِبْرَاهِيْمَ الْمَدَنِىُّ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ .

২১৫৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ যা ফায়সালা করে রেখেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকাতেই হল আদম-সন্তানের নেকবখতী, আর আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা ত্যাগ করা হল মানুষের বদবখতী এবং আল্লাহর ফায়ছালার উপর অসন্তুষ্ট থাকাও হল তার দুর্ভাগ্য।

এ হাদীছটি গারীব। মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ হুমায়দ-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই। এবং তাকে হাম্মাদ ইব্ন আবূ হুমায়দও বলা হয়। ইনি হলেন আবূ ইবরাহীম মাদীনী। হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে তিনি শক্তিশালী নন।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢١٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ . حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ صَخْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ فُلاَنًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلاَ تُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلاَمَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يَكُوْنُ فِيْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوْفِيْ أُمَّتِيْ – الشَّكُّ مِنْهُ – خَسْفٌ أَوْ مَسْخٌ – أَوْ قَذْفٌ فِيْ أَهْلِ الْقَدَرِ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَأَبُوْ صَخْرٍ اسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ٠

২১৫৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......নাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন উমার (রা.)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বললঃ অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন তিনি বললেনঃ আমি খবর পেয়েছি যে, সে ব্যক্তি বেদআতী। সে যদি বেদআতী হয়ে থাকে তবে আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম দিবে না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ আমার এই উম্মতের কাদরিয়া আকীদা পোষণকারীদের মধ্যে ঘটবে ভূমি-ধ্বস বা চেহারা বিকৃতি বা প্রস্তর নিক্ষেপ।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। আবূ সাখর (র.)-এর নাম হল হুমায়দ ইব্‌ন যিয়াদ।

٢١٥٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْ صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : يَكُوْنُ فِى أُمَّتِيْ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَذٰلِكَ فِي الْمُكَذِّبِيْنَ بِالْقَدَرِ ٠

২১৫৬. কুতায়বা (র.)..........ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে ভূমি ধ্বস ও চেহারা বিকৃতি ঘটবে। আর এটা হবে তাকদীর অস্বীকারকারীদের মধ্যে।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢١٥٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِى الْمَوَالِيْ . اَلْمُزَنِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ كَانَ : اَلزَّائِدُ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللّٰهِ وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوْتِ لِيُعِزَّ بِذٰلِكَ مَنْ أَذَلَّ اللّٰهُ وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللّٰهُ وَالْمُسْتَحِلُّ لِحُرَمِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِيْ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِيْ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰكَذَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِى الْمَوَالِيْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ

اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً وَهٰذَا أَصَحُّ .

২১৫৭. কুতায়বা (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ছয় ব্যক্তিকে আমি লা'নত করি, আল্লাহ তাআলা লা'নত করেন এবং প্রত্যেক নবী লা'নত করেছেনঃ আল্লাহর কিতাবে সংযোজনকারী; আল্লাহর তাকদীর অস্বীকারকারী; শক্তিবলের দ্বারা ক্ষমতা দখলকারী যে ক্ষমতার বলে সে আল্লাহ তাআলা যাকে অপদস্থ করেছেন তাকে সম্মানিত করে এবং আল্লাহ তাআলা যাকে সম্মানিত করেছেন তাকে অপদস্থ করে; আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল জ্ঞানকারী এবং আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন তাদেরকে হালাল জ্ঞানকারী; আমার সুন্নত পরিত্যাগকারী।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবদুর রহমান ইবন আবুল মাওয়ালী (র.) এ হাদীছটি উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান ইবন মাওহিব - 'আমরা - আইশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সুফইয়ান ছাওরী, হাফস ইবন গিয়াছ প্রমুখ (র.) উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান ইবন মাওহিব-- আলী ইবন হুসায়ন-- নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এটাই অধিকতর সহীহ।

٢١٥٨. حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ مُوْسٰى . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ : قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقِيْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِيْ رَبَاحٍ فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ يَقُوْلُوْنَ فِي الْقَدَرِ ، قَالَ : يَا بُنَيَّ أَتَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ فَاقْرَإِ الزُّخْرُفَ . قَالَ : فَقَرَأْتُ (حٰمٓ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ وَإِنَّهُ فِيْ أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ) فَقَالَ : أَتَدْرِيْ مَا أُمُّ الْكِتَابِ ؟ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّهُ كِتَابٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَقَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَرْضَ ، فِيْهِ إِنَّ فِرْعَوْنَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَفِيْهِ تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ . قَالَ عَطَاءٌ : فَلَقِيْتُ الْوَلِيْدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ : مَا كَانَ وَصِيَّةُ أَبِيْكَ عِنْدَ الْمَوْتِ ؟ قَالَ : دَعَانِيْ أَبِيْ فَقَالَ لِيْ : يَا بُنَيَّ اتَّقِ اللّٰهَ وَاعْلَمْ أَنَّكَ أَنْ تَتَّقِيَ اللّٰهَ حَتّٰى تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، فَإِنْ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا دَخَلْتَ النَّارَ ، إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ فَقَالَ : اُكْتُبْ . فَقَالَ مَا أَكْتُبُ ؟ قَالَ : اُكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَاهُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২১৫৮. ইয়াহইয়া ইবন মূসা (র.).....আবদুল ওয়াহিদ ইবন সালীম (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ আমি একবার মক্কায় এলাম। সেখানে 'আতা ইবন আবূ রাবাহ (র.)-এর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে বললামঃ হে আবূ মুহাম্মাদ, বাসরাবাসীরা তো তাকদীরের অস্বীকৃতিমূলক কথা বলে।

তিনি বললেনঃ প্রিয় বৎস, তুমি কি কুরআন তিলাওয়াত কর?

আমি বললামঃ হ্যাঁ।

তিনি বললেনঃ সূরা আয্‌-যুখরুফ তিলাওয়াত কর তো।

আমি তিলাওয়াত করলামঃ

حٰمٓ ۔ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ ۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۔ وَاِنَّهٗ فِىْ اُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ ۔

হা-মীম, কসম সুস্পষ্ট কিতাবের, আমি তা অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআনরূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পার। তা রয়েছে আমার কাছে উম্মুল কিতাবে, এ তো মহান, জ্ঞান গর্ভ (৪৩ঃ১, ২, ৩, ৪)।

তিনি বললেনঃ 'উম্মুল কিতাব' কি তা জান?

আমি বললামঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেনঃ এ হল একটি মহাগ্রন্থ, আকাশ সৃষ্টিরও পূর্বে এবং যমীন সৃষ্টিরও পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এতে আছে ফির'আওন জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত, এতে আছে তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবিওঁ ওয়া তাব্বা (تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ) আবূ লাহাবের দুটি হাত ধ্বংস হয়েছে আর ধ্বংস হয়েছে সে নিজেও।

আতা (র.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম সাহাবী 'উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.)-এর পুত্র ওয়ালীদ (র.)-এর সঙ্গে আমি সাক্ষাত করেছিলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলামঃ মৃত্যুর সময় তোমার পিতা কি ওয়াসীয়ত করেছিলেন?

তিনি বললেনঃ তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেনঃ হে প্রিয় বৎস, আল্লাহকে ভয় করবে। জেনে রাখবে যতক্ষণ না আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং তাকদীরের ভাল-মন্দ সব কিছুর উপর ঈমান আনবে ততক্ষন পর্যন্ত তুমি কখনও আল্লাহর ভয় অর্জন করতে পারবে না। তা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয় তবে জাহান্নামে দাখেল হতে হবে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তা'আলা সর্ব প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। এরপর একে নির্দেশ দিলেন, লিখ, সে বললঃ কি লিখব? তিনি বললেনঃ যা হয়েছে এবং অনন্ত কাল পর্যন্ত যা হবে সব তাকদীর লিখ।

এ হাদীছটি এই সূত্রে গারীব।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢١٥٩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُنْذِرِ الْبَاهِلِيُّ الصَّنْعَانِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ . حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ . حَدَّثَنِىْ أَبُوْ هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيَّ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : قَدَّرَ اللّٰهُ الْمَقَادِيْرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

২১৫৯. ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুনযির সানআনী (র.)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তাআলা সকল কিছুর তাকদীর নির্দ্ধারন করেছেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ : .... ।

٢١٦٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُوْمِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ مُشْرِكُوْ قُرَيْشٍ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُخَاصِمُوْنَ فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْأٰيَةُ (يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ٠

২১৬০. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলা ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কুরায়শ মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল । তারা তাকদীর নিয়ে বিতণ্ডা করছিল। তখন এই আয়াত নাযিল হয়ঃ

يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ-

যে দিন এদেরকে উপুড় করে জাহান্নামের দিকে টেনে নেওয়া হবে (সে দিন বলা হবে) জাহান্নামের যন্ত্রণার স্বাদ লও। আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্দিষ্ট তাকদীরে। (সূরা কামার ৫৪:৪৮,৪৯)।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

اَبْوَابُ الْفِتَنِ

ফিতনা অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْفِتَنِ

ফিতনা অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ

অনুচ্ছেদ ঃ তিনটি কারণের কোন একটি ছাড়া মুসলিম ব্যক্তির খুন হালাল নয়।

٢١٦١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الضَّبِّيِّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ : أَنْشُدُكُمُ اللّٰهَ أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوِ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلاَمٍ ، أَوْ قَتْلِ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَقُتِلَ بِهِ. فَوَاللّٰهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ فِي إِسْلاَمٍ وَلاَ ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، وَلاَ قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ فَبِمَ تَقْتُلُوْنَنِيْ ؟

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ فَرَفَعَهُ . وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَأَوْقَفُوْهُ وَلَمْ يَرْفَعُوْهُ . وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَرْفُوْعًا .

২১৬১. আহমাদ ইব্‌ন 'আবদা যাব্বী (র.)......আবূ উসামা ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, 'উছমান ইব্‌ন আফফান (রা.) যখন (বিদ্রোহীদের দ্বারা) ঘরে অবরুদ্ধ ছিলেন তখন একদিন উঁকি মেরে বলেছিলেনঃ তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তোমরা কি জান না রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ এই তিন কারণের একটি ছাড়া মুসলিম ব্যক্তির খুন হালাল নয়-বিবাহিত হয়েও যদি যিনা করে বা ইসলাম গ্রহণের পর যদি মুরতাদ হয়ে যায় বা অন্যায়ভাবে যদি কাউকে হত্যা করে আর সে জন্য তাকে হত্যা করা হয়। আল্লাহর কসম জাহেলী যুগে এবং ইসলামের পরও কখনো আমি যিনায় লিপ্ত হইনি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বায়আতের পর থেকে কখনও মুরতাদ হইনি আর আল্লাহ্ তাআলা যে প্রাণ-বধ হারাম করেছেন তা-ও আমি হত্যা করিনি। সুতরাং কি কারণে তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাও?

এ বিষয়ে ইব্‌ন মাসউদ, আইশা ও ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান।

হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র.) এ হাদীছটিকে ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র.)-এর বরাতে মারফূ' রূপে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান প্রমুখ (র.)ও এ হাদীছটি ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র.)-এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তাঁরা মারফূ' করেননি, মাওকূফ রূপে রিওয়ায়াত করেছেন। 'উছমান (রা.) - নবী ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে এ হাদীছটি বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ دِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

অনুচ্ছেদ ঃ রক্ত ও সম্পদ হারাম।

٢١٦٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلنَّاسِ: أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا ؟ قَالُوْا : يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ . قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا . أَلاَ لاَ يَجْنِيْ جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ . أَلاَ لاَ يَجْنِيْ جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُوْدٌ عَلَى وَالِدِهِ . أَلاَ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِيْ بِلاَدِكُمْ هٰذِهِ أَبَدًا وَلٰكِنْ سَتَكُوْنُ لَهُ طَاعَةٌ فِيْمَا تَحْتَقِرُوْنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَحُذَيْمِ بْنِ عَمْرٍو السَّعْدِيِّ ، وَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَرَوَى زَائِدَةُ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ نَحْوَهُ . وَلاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ .

২১৬২. হান্নাদ (র.)......সুলায়মান ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন আহওয়াস তার পিতা 'আমর ইব্‌ন আহওয়াস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বিদায় হজ্জের সময় লোকদের সম্বোধন করে বলতে শুনেছিঃ এটা কোন দিন? লোকেরা বললঃ আজ হজ্জে আকবারের দিন।

তিনি বললেনঃ নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্ভ্রম পরস্পরের জন্য হারাম যেমন আজকের এ দিন ও এ শহর হারাম। শুনে রাখ, অপরাধী তার নাফসের উপরই অপরাধ করে থাকে; শুনে রাখ, অপরাধী তার সন্তানের উপর আর সন্তান তার জনকের উপর অপরাধ বর্তায় না। শুনে রাখ, তোমাদের এ শহরে আর কখনও শয়তানের ইবাদত করা হবে সে সম্পর্কে শয়তান অবশ্য নিরাশ হয়ে গেছে। তবে যে সমস্ত কাজকে তোমরা খুবই ছোট বলে মনে করে থাক সে ধরণের কাজে অচিরেই তার আনুগত্য করা হবে। আর তাতেই সে সন্তুষ্ট হবে।

এ বিষয়ে আবূ বাকরা, ইব্‌ন 'আব্বাস, জাবির এবং হুযায়ম ইব্‌ন আমর সা'দী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। যাইদা (র.)ও এটিকে শাবীব ইব্‌ন গারকাদা (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করছেন। শাবীব ইব্‌ন গারকাদা (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

بَابُ مَا جَاءَ لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

অনুচ্ছেদ ঃ কোন মুসলিমকে আতংকিত করা কোন মুসলিমের জন্য জায়েয নয়।

٢١٦٣. **حَدَّثَنَا** بُنْدَارٌ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لاَ يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيْهِ لاَعِبًا أَوْ جَادًا ، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيْهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَجَعْدَةَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ . وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ ، وَالسَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ لَهُ صُحْبَةٌ قَدْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيْثَ وَهُوَ غُلاَمٌ وَقُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَوَالِدُهُ يَزِيْدُ بْنُ السَّائِبِ لَهُ أَحَادِيْثُ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالسَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ هُوَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ .

২১৬৩. বুন্দার (র.)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ তার পিতা তার পিতামহ ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কৌতুকভাবেই হোক বা সত্যিকার অর্থেই হোক কোন অবস্থাতেই তোমাদের কেউ তার ভায়ের লাঠিতে হাত দিবে না। কেউ যদি তার ভাইয়ের লাঠি নেয় তবে সে যেন তা তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে দয়।

এ বিষয়ে ইব্‌ন 'উমার, সুলায়মান ইব্‌ন সুরাদ, জা'দা এবং আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। হাদীছটি হাসান-গারীব। ইব্‌ন আবূ যি'ব (র.)-এর সূত্রে ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা।

সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা.) নবী ﷺ-এর সংসর্গ পেয়েছেন। শৈশবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা শুনেছেন। নবী ﷺ-এর যখন ইন্তিকাল হয় তখন সাইব-এর বয়স ছিল সাত বছর। তাঁর পিতা ইয়াযীদ ইব্‌ন সাইব (রা.) ও সাহাবী ছিলেন। নবী ﷺ থেকে তিনি কিছু হাদীছও বর্ণনা করেছেন। সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ নামির -এর ভাগিনেয়।

٢١٦٤. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : حَجَّ يَزِيْدُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ .

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ : كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ثَبْتًا صَاحِبَ حَدِيْثٍ وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ جَدَّهُ ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ يَقُوْلُ : حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ وَهُوَ جَدِّيْ مِنْ قِبَلِ أُمِّيْ .

২১৬৪. কুতায়বা (র.).........সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা.) বলেন, (আমার পিতা) ইয়াযীদ নবী ﷺ-এর সাথে বিদায় হজ্জে অংশ গ্রহণ করেন তখন আমি ছিলাম সাত বছরের বালক।

আলী ইবনুল মাদীনী ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ কাত্তান (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাবী মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ নির্ভরযোগ্য, সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ ছিলেন তাঁর মাতামহ। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ বলতেন, সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি আমার মাতামহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِشَارَةِ الْمُسْلِمِ إِلَى أَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির তার ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র দিয়ে ইশারা করা।

٢١٦٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ الْهَاشِمِيُّ . حَدَّثَنَا مَحْبُوْبُ بْنُ الْحَسَنِ . حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيْثِ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، وَرَوَاهُ أَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَزَادَ فِيْهِ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ بِهٰذَا .

২১৬৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাব্বাহ হাশিমী (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি ধারালো কিছু দিয়ে ইশারা করে ফিরিশতাগণ তার উপর লানত করেন।

এ বিষয়ে আবূ বাকরা, 'আইশা ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এ সূত্রে গারীব। খালিদ আল-হায্যা (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এটিকে গারীব বলে মনে করা হয়। আয়্যূব (র.) এটিকে মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (র.) - আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি মারফূ' করেন নি। এতে আরো আছে "যদিও সে তার সহোদর ভাই হয়।"

কুতায়বা (র.)........আয়্যূব (র.) থেকে তা বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَعَاطِي السَّيْفِ مَسْلُوْلًا

অনুচ্ছেদ ঃ খাপ থেকে বের করা অবস্থায় তলওয়ার আদান-প্রদান নিষেধ।

٢١٦٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُوْلًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ . وَرَوَى ابْنُ لَهِيْعَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ بَنَّةَ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَحَدِيْثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عِنْدِيْ أَصَحُّ .

২১৬৬. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুআবিয়া জুমাহী বাসরী (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খাপ থেকে খোলা অবস্থায় পরস্পর তলওয়ার আদান-প্রদান করা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন।

এ বিষয়ে আবূ বাকরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীছটি গারীব। ইব্ন লাহীআ (র.) এ হাদীছটি আবুয-যুবায়র, জাবির ও বান্না জুহানী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইব্ন সালামা-এর রিওয়ায়াত টি (২১৬৬ নং) আমার কাছে অধিকতর সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করল সে আল্লাহর যিম্মায় চলে গেল।

٢١٦٧. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ . حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلَا يَتْبَعَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنْ جُنْدَبٍ وَابْنِ عُمَرَ ، وَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২১৬৭. বুনদার (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করল সে আল্লাহর যিম্মায় চলে এল। আল্লাহ যেন তাঁর যিম্মার বিষয়ে তোমাদেরকে কোনরূপ অভিযুক্ত না করেন।

এ বিষয়ে জুন্দুব ও ইব্ন 'উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান এ সূত্রে গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لُزُوْمِ الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসলিমদের জামাআত আঁকড়ে থাকা।

٢١٦٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ أَبُو الْمُغِيْرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ قُمْتُ فِيْكُمْ كَمَقَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْنَا فَقَالَ : أُوْصِيْكُمْ بِأَصْحَابِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ ، أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ، عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذٰلِكَ الْمُؤْمِنُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২১৬৮. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)........ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উমার (রা.) আমাদেরকে জাবিয়া নামক স্থানে ভাষন দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, হে লোকেরা, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন আমাদের মাঝে দাঁড়াতেন তেমনি আজ আমি তোমাদের মাঝে দাঁড়িয়েছি। তিনি বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে আমার সাহাবীগণ সম্পর্কে ওয়াসীয়ত করে যাচ্ছি। এরপর যারা তাদের পর আসবে, এর পর হল তারা যারা তাদেরও পরে আসবে। এরপর মিথ্যার বিস্তৃতি ঘটবে। এমনকি একজন কসম করে বসবে অথচ তাকে কসম করতে বলা হয়নি। কোন সাক্ষী দিয়ে বসবে অথচ তাকে সাক্ষ্য দিতে বলা হয়নি। শুনে রাখ, কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার

সঙ্গে নিভৃতে একত্রিত না হয় অন্যথায় শয়তান অবশ্যই তৃতীয় জন হিসাবে হাযির থাকে। তোমরা অবশ্যই মুসলিম জামাআতকে আঁকড়ে থাকবে। বিচ্ছিন্নতা থেকে বেঁচে থাকবে। শয়তান একাকী জনের সাথে থাকে। আর দুইজন থেকে সে আরো দূরে থাকে। যে ব্যক্তি জান্নাতের সর্বোত্তম স্থান কামনা করে সে যেন জামাআতকে আঁকড়ে থাকে। নেক আমল যাকে আনন্দিত করে এবং মন্দ আমল যাকে দুঃখিত করে সেই হল মু'মিন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ এ সূত্রে গারীব। ইব্‌ন মুবারক (র.) এটি মুহাম্মাদ ইব্‌ন সূকা (র.)-এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন। 'উমার (রা.)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে এ হাদীছটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

٢١٦٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২১৬৯. ইয়াহইয়া ইব্‌ন মূসা (র.).......ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর হাত হল জামাআতের উপর।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা।

٢١٧٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنِي الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ لاَيَجْمَعُ أُمَّتِيْ أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ ضَلاَلَةٍ ، وَيَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَسُلَيْمَانُ الْمَدَنِيُّ هُوَ عِنْدِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَأَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .

২১৭০. আবূ বাকর ইব্‌ন নাফি' বাসরী (র.).....ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতকে (বর্ণনান্তরে উম্মতে মুহাম্মাদীকে) কখনও গুমরাহীর উপর অবশ্যই একত্রিত করবেননা। আল্লাহর হাত হল জামাআতের উপর। যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সে একাকী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

হাদীছটি এ সূত্রে গারীব। আমার মতে সুলায়মান মাদীনী (র.) হলেন, সুলায়মান ইব্‌ন সুফইয়ান। তার নিকট থেকে আবূ দাউদ তায়ালিসী, আবূ আমির উকদী প্রমুখ আলিম হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نُزُوْلِ الْعَذَابِ إِذَا لَمْ يُغَيِّرِ الْمُنْكَرُ

অনুচ্ছেদ ঃ অন্যায় কাজ প্রতিহত না করা হলে আযাব নাযিল হবে।

٢١٧١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ . أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ تَقْرَؤُوْنَ هٰذِهِ الْآيَـةَ : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ . وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ ، هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَهٰكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ نَحْوَ حَدِيْثِ يَزِيْدَ ، وَرَفَعَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ وَأَوْقَفَهُ بَعْضُهُمْ .

২১৭১. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)......আবূ বাকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে লোকেরা, তোমরা এ আয়াতটি পাঠ থাক–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ط

হে মুমিনগণ, তোমাদের নিজেদের সংশোধনই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি হিদায়াতের পথে চল তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। [সূরা মায়িদা ৫ ঃ ১০৫]

অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, মানুষ যখন যালিমকে যুলম করতে দেখে তখন তারা যদি তাকে তার হাত ধরে প্রতিহত না করে তবে আল্লাহ তাআলা অচিরেই তাদের সবাইকে তাঁর ব্যাপক আযাবে নিপতিত করবেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.) ...ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এ বিষয়ে 'আইশা, উম্মু সালামা, নু'মান ইব্ন বাশীর, আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার এবং হুযায়ফা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

একাধিক রাবী এ হাদীছটিকে ইসমাঈল (র.)-এর বরাতে ইয়াযীদ (র.)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ ইসমাঈল (র.) থেকে মারফূ' রূপে আর কেউ কেউ মাওকূফ রূপে এটির রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ।

٢١٧٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

২১৭২. কুতায়বা (র.)......হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করতে থাক। নতুবা অচিরেই আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর তাঁর আযাব নিপতিত করবেন। তখন তোমরা তাঁর নিকট দুআ করবে কিন্তু তিনি তোমাদের দুআ কবূল করবেন না।

আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.)....'আমর ইব্‌ন আবূ 'আমর (র.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছ।

এ হাদীছটি হাসান।

٢١٧٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَنْصَارِيُّ الْأَشْهَلِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتُلُوْا إِمَامَكُمْ ، وَتَجْتَلِدُوْا بِأَسْيَافِكُمْ ، وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

২১৭৩. কুতায়বা (র.).......হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ইমামকে (বাদশাহ) হত্যা করেছ, এবং পরস্পর অস্ত্রধারণ করছে আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা দুনিয়ার হর্তাকর্তা হয়ছে।

এ হাদীছটি হাসান।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ : ....।

٢١٧٤. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ الْجَيْشَ الَّذِيْ يَخْسِفُ بِهِمْ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لَعَلَّ فِيْهِمُ الْمُكْرَهَ ، قَالَ إِنَّهُمْ يُبْعَثُوْنَ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২১৭৪. নাসর ইব্‌ন আলী (র.).....উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদিন নবী ﷺ ঐ বাহিনীর কথা আলোচনা করলেন যারা ভূমিতে (জীবন্ত) ধ্বসে যাবে। তখন উম্মু সালামা (রা.) বললেন, তাদের মধ্যে হয়ত এমন লোকও থাকবে যাকে জবরদস্তী করে সেই বাহিনীতে শামিল করা হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদের নিয়্যাত অনুসারে তাদেরকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করা হবে।

হাদীছটি হাসান এ সূত্রে গারীব। এ হাদীছটি নাফি' ইব্‌ন জুবায়র 'আইশা (রা.) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَغْيِيْرِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ أَوْ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْقَلْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাত বা যবানে অথবা মনে মনে হলেও অন্যায় কর্ম প্রতিহত করা।

٢١٧٥. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لِمَرْوَانَ: خَالَفْتَ السُّنَّةَ، فَقَالَ يَا فُلَانُ: تُرِكَ مَاهُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: أَمَّا هٰذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

২১৭৫. বুনদার (র.) ....তারিক ইব্‌ন শিহাব (র.) থেকে বর্ণিত যে, (ঈদে) সালাতের পূর্বে খুৎবা প্রদানের প্রথম রেওয়াজ শুরু করে মারওয়ান। তখন জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে মারওয়ানকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, তুমি সুন্নার বিপরীত আচরণ করছ। মারওয়ান বললঃ হে অমুক, ঐ পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়ে গেছে।

এরপর আবূ সাঈদ (রা.) বললেন, এই ব্যক্তি (প্রতিবাদকারী ব্যক্তি) তার দায়িত্ব পালন করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ হতে দেখবে সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিহত করে, তাতে যে সামর্থ নয় সে যেন তার যবান দিয়ে তা প্রতিহত করে, তাতেও যে সমর্থ নয় সে যেন মনে মনে তা ঘৃণা করে। আর এ হল দুর্বলতম ঈমান।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ এ বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ।

٢١٧٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْمُدْهِنِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا عَلَى سَفِيْنَةٍ فِي الْبَحْرِ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِيْنَ فِي أَسْفَلِهَا يَصْعَدُوْنَ فَيَسْتَقُوْنَ الْمَاءَ فَيَصُبُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ فِيْ أَعْلَاهَا قَالَ الَّذِيْنَ فِي أَعْلَاهَا لَانَدَعُكُمْ تَصْعَدُوْنَ فَتُؤْذُوْنَنَا فَقَالَ الَّذِيْنَ فِي أَسْفَلِهَا فَإِنَّا نَنْقُبُهَا مِنْ أَسْفَلِهَا فَنَسْتَقِيْ فَإِنْ أَخَذُوْا عَلَى أَيْدِيْهِمْ فَمَنَعُوْهُمْ نَجَوْا جَمِيْعًا وَإِنْ تَرَكُوْهُمْ غَرِقُوْا جَمِيْعًا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

২১৭৬. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.).......নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর হুদূদের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং এ বিষয়ে অবহেলা প্রদর্শনকারীর উদাহরণ হল এমন এক সম্প্রদায়ের মত, যারা লটারীর মাধ্যমে সমুদ্রের মাঝে জাহাজে নিজ নিজ আসন নির্ধারণ করল। কতকজন

তো পেল উপর তলার আসন আর কতক জন পেল নীচ তলার, যারা নীচ তলায় ছিল তারা উপর তলায় চড়ত সেখানে তারা পানি পান করত এবং উপর তলার লোকদের উপরও তা পড়ত। সুতরাং উপর তলার লোকেরা বলল, তোমাদের জন্য আমরা উপরে উঠার সুযোগ ছাড়তে পারি না। কারণ, তোমরা আমাদের কষ্ট দিচ্ছ। নীচের তলার এরা বললঃ তা হলে আমরা জাহাজের নীচ দিয়ে ছিদ্র করে নিব এবং পানি লাভ করব।

এমতাবস্থায় উপর তলার লোকরা যদি তাদের হাত জাপটে ধরে এবং এ কাজ থেকে তাদের বিরত রাখে তবে সকলেই মুক্তি পাবে কিন্তু তারা যদি এদেরকে ছেড়ে রাখে তবে সকলেই ডুববে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ জালিম কর্তৃপক্ষের সামনে ন্যায়ের কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।

٢١٧٧. **حَدَّثَنَا** الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُصْعَبٍ اَبُوْ يَزِيْدَ . حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২১৭৭. কাসিম ইব্ন দীনার কূফী (র.)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, সব চেয়ে বড় জিহাদ হল অত্যাচারী কর্তৃপক্ষের সামনে ন্যায় কথা বলা।

এ বিষয়ে আবূ উমামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سُؤَالِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلاَثًا فِيْ أُمَّتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ এ উম্মাতের বিষয়ে নবী ﷺ -এর তিনটি প্রার্থনা।

٢١٧٨. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةً فَأَطَالَهَا قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّيْتَ صَلاَةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيْهَا ؟ قَالَ : أَجَلْ إِنَّهَا صَلاَةُ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ إِنِّيْ سَأَلْتُ اللّٰهَ فِيْهَا ثَلاَثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِيْ وَاحِدَةً سَأَلْتُهُ أَنْ لاَيُهْلِكَ أُمَّتِيْ بِسَنَةٍ فَأَعْطَانِيْهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيْهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَيُذِيْقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيْهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَابْنِ عُمَرَ .

২১৭৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খাব্বাব ইব্‌ন আরত তার পিতা খাব্বাব ইব্‌ন আরাত্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করেন এবং তা দীর্ঘ করেন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এমন সালাত আজ আদায় করলেন যা আর কখনও করেননি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই। এ হল আশা ও ভয়ের সালাত। এতে আমি আল্লাহর নিকট তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছিলাম। আমাকে দুটি বিষয় দিয়ে দিয়েছেন আর একটি বিষয়ে মানা করে দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ দিয়ে হালাক করে না দেন। আমার এই প্রার্থনা কবূল করেন। আমি প্রার্থনা করেছিলাম, তাদের বিজাতীয় শত্রুকে তাদের উপর যেন ব্যাপক ভাবে চাপিয়ে না দেন। আমার এ প্রার্থনাও কবূল করেন। প্রার্থনা করেছিলাম তারা পরস্পরে যেন যুদ্ধবিগ্রহের আস্বাদ না নেয়, আমার প্রার্থনা মানা করে দেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এ বিষয়ে সা'দ এবং ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢١٧٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ أَبِيْ أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ اللّٰهَ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِيْ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِيْ مِنْهَا وَأُعْطِيْتُ الْكَنْزَيْنِ الْاَحْمَرَ وَالْاَصْفَرَ وَإِنِّيْ سَأَلْتُ رَبِّيْ لِاُمَّتِيْ أَنْ لاَيُهْلِكُهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ ، وَأَنْ لاَيُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّيْ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّيْ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ وَإِنِّيْ أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لاَ أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لاَ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُوْنَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِيْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২১৭৯. কুতায়বা (র.).......ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমার জন্য যমীন সংকোচিত করে দেন। এতে আমি এর পূর্ব-পশ্চিম সব দিক প্রত্যক্ষ করি। পৃথিবীর যতটুকু আমার জন্য সংকোচিত করে দেওয়া হয় আমার উম্মতের সাম্রাজ্য অচিরেই ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। আমাকে লাল (স্বর্ণ) ও সাদা (রৌপ্য) উভয় খাযানাই প্রদান করা হয়। আমি আমার প্রভুর নিকট আমার উম্মতের জন্য দুআ করেছিলাম তিনি যেন তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়ে হালাক করে না দেন, তিনি যেন এমন কোন বিজাতি শত্রু তাদের উপর কর্তৃত্বাধিকারী করে না দেন যারা তাদের সমূলে উৎপাটিত করে দিবে।

আমার রব বললেনঃ হে মুহাম্মাদ, আমি যখন কোন ফায়সালা করি তখন তা রদ হওয়ার নয়। আমি আপনার উম্মতের বিষয়ে আপনাকে দিয়ে দিলাম যে, তাদেরকে আমি ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়ে হালাক করে দিব না, বিজাতি শত্রুকে তাদের উপর এমন কর্তৃত্বাধিকারী করব না যে তাদের সমূলে উৎখাত করে দিতে পারবে যদিও সব

দিক থেকে সকলেই তারা একত্রিত হয়ে আসে। তবে তাদের কতক কতককে ধ্বংস করবে এবং কতক কতককে বন্দী করবে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ يَكُوْنُ الرَّجُلُ فِى الْفِتْنَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ফিতনার যুগে থাকবে।

٢١٨٠. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى الْقَزَّازُ الْبَصْرِىُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ طَاوُوْسٍ عَنْ أُمِّ مَالِكٍ الْبَهْزِيَّةِ قَالَتْ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فِيْهَا ؟ قَالَ : رَجُلٌ فِىْ مَاشِيَتِهِ يُؤَدِّىْ حَقَّهَا وَ يَعْبُدُ رَبَّهُ ، وَ رَجُلٌ اٰخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ يُخِيْفُ الْعَدُوَّ وَ يُخِيْفُوْنَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ وَأَبِىْ سَعِيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ أَبِىْ سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُوْسٍ عَنْ أُمِّ مَالِكٍ الْبَهْزِيَّةِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

২১৮০. ইমরান ইব্ন মূসা কাযযায বাসরী (র.).....উম্মু মালিক বাহযিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তা অত্যন্ত নিকটবর্তী বলে বর্ণনা দেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এতদপ্রেক্ষিতে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে হবেন?

তিনি বললেন, এক ব্যক্তি হল যে তার পশুপালের মাঝে অবস্থান করবে এবং এগুলোর হক আদায় করবে আর তার রবের ইবাদত করবে। আরেক জন হল সেই ব্যক্তি যে তার ঘোড়ার মাথা ধরে থাকবে এবং শত্রুদের ভয় দেখাবে আর তারাও তাকে ভয় দেখাবে।

এ বিষয়ে উম্মু মুবাশ্শির, আবূ সাঈদ খুদরী এবং ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি এ সূত্রে গারীব। লায়ছ ইব্ন আবূ সুলায়ম এটিকে তাঊস -উম্মু মালিক বাহযিয়্যা (রা.)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ..........।

٢١٨١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِىُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُوْسٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سِيْمِيْنَ كُوْشَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : تَكُوْنُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلَاهَا فِى النَّارِ اَللِّسَانُ فِيْهَا أَشَدُّ مِنَ السَّيْفِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمٰعِيْلَ يَقُوْلُ لَايُعْرَفُ لِزِيَادِ بْنِ سِيْمِيْنَ كُوْشَ غَيْرُ هٰذَا

الْحَدِيْثِ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ لَيْثٍ فَرَفَعَهُ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ لَيْثٍ فَأَوْقَفَهُ ۔

২১৮১. আবদুল্লাহ ইব্ন মুআবিয়া জুমাহী (র.)......আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এমন ফিত্না হবে যে আরবদেরকে ধ্বংস গ্রাস করে নিবে। এ সময়ে যারা নিহত হবে তারা হবে জাহান্নামী। সে সময় তরবারী অপেক্ষাও মারাত্মক হবে কথা।

এ হাদীছটি গারীব।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (বুখারী) (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, যিয়াদ ইব্ন সীমীন কুশ-এর এ রিওয়ায়াতটি ছাড়া আর কোন রিওয়ায়াত সম্পর্কে আমাদের জানা নাই। হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র.) এটিকে লায়ছ (র.)-এর বরাতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন আর হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র.) এটিকে লায়ছ (র.) থেকে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আমানত উঠিয়ে নেওয়া প্রসঙ্গে।

٢١٨٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ . حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ . حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِيْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ . ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوْا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ : يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ ، مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَتْ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً فَدَحْرَجَهَا عَلَى رِجْلِهِ قَالَ : فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ لَا يَكَادُ أَحَدُهُمْ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِيْ بَنِيْ فُلَانٍ رَجُلًا أَمِيْنًا ، وَحَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا أَجْلَدَهُ وَأَظْرَفَهُ وَأَعْقَلَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ قَالَ : وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِيْ أَيُّكُمْ بَايَعْتُ فِيْهِ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِيْنُهُ وَلَئِنْ كَانَ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيْهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَ فُلَانًا ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

২১৮২. হান্নাদ (র.).......হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দু'টো হাদীছ বলেছিলেন। একটি তো দেখেছি আরেকটির জন্য আমি অপেক্ষা করছি।

তিনি আমাদের বলেছিলেন, আমানত মানুষের অন্তরমূলে নাযিল হয়। এরপর কুরআন নাযিল হয় আর তারা কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে আবার সুন্না সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করে।

তারপর তিনি আমানত উঠিয়ে নেওয়া সম্পর্কেও বলেছিলেন। তিনি বলেছেনঃ এক ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়বে আর

তার অন্তর থেকে আমানত কবয করে নেওয়া হবে। এতে এর চিহ্ন থেকে যাবে ফোটার মত। তারপর সে আবার নিদ্রা যাবে আর তার অন্তর থেকে আমানত কবয করে নেওয়া হবে।এতে এর আছর থেকে যাবে একটা ফোস্কার মত। যেমন কোন পাথরের টুকরা যদি তোমার পায়ে ঘসাও আর যখন এতে ফোসকা পড়ে যায় তখন তুমি এটিকে ফোলা দেখতে পাও। অথচ এর ভেতর কিছুই নেই।

তারপর তিনি একটি কংকর নিয়ে এটি তাঁর পায়ে ঘসে দেখালেন, তিনি আরো বলেনঃ লোকেরা বিকি-কিনি করবে কিন্তু হয়ত একজনও এমন হবে না যে আমানতদারী করছে, এমন কি বলা হবে অমুক গোত্রে একজন আমানতদার ব্যক্তি আছে। এমন অবস্থা হবে যে, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে সে কত সাহসী, কত হুঁশিয়ার কত বুদ্ধিমান অথচ তার অন্তরে রাইয়ের দানা পরিমানও ঈমান নাই।

(হুযায়ফা (রা.)) বলেন, এমন এক সময় আমার উপর অতিবাহিত হয়েছে যে, কার সঙ্গে আমি ক্রয়-বিক্রয় করছি সে বিষয়ে কোন পরওয়া করতাম না। কারণ, সে যদি মুসলিম হত তবে তার দীনী দায়িত্ববোধই তা আমাকে ফিরিয়ে দিত। আর যদি ইয়াহূদী বা খৃষ্টান হত তবে তার শাসকই আমাকে তা ফিরিয়ে দিত। কিন্তু আজ অমুক অমুক ব্যক্তি ছাড়া তোমাদের কারো সাথে আমি ক্রয়-বিক্রয় করার মত নই।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অবলম্বন করবে।

٢١٨٣. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِيْ سِنَانٍ عَنْ أَبِيْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِيْنَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُوْنَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : سُبْحَانَ اللّٰهِ هٰذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَى : اجْعَلْ لَنَا إِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَأَبُوْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ اسْمُهُ الْحٰرِثُ بْنُ عَوْفٍ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ .

২১৮৩. সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান মাখযূমী (র.)......আবূ ওয়াকিদ লায়ছী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হুনায়ন অভিযানে বের হন তখন মুশরিকদের একটি বৃক্ষের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। একে "যাত আনওয়াত" বলা হত। তারা এতে তাদের অস্ত্র-সস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এদের যেমন 'যাত আনওয়াত' আছে আমাদের জন্যও একটা 'যাত আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন।

নবী ﷺ বললেন, সুবহানাল্লাহ ! এতো মূসা (আ.)-এর কওমের কথার মত হল যে, এদের (কাফিরদের) যেমন অনেক ইলাহ আছে আমাদের জন্যও ইলাহ বানিয়ে দাও। যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতি অবলম্বন করবে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। সাহাবী আবূ ওয়াকিদ লায়ছী (রা.)-এর নাম হল হারিছ ইব্ন 'আওফ।

এ বিষয়ে আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَلاَمِ السِّبَاعِ

অনুচ্ছেদ ঃ হিংস্র প্রাণীর কথোপকথন।

٢١٨٤. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ. حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ . حَدَّثَنَا أَبُوْ نَضْرَةَ الْعَبْدِيُّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ ، وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِنْ بَعْدِهِ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى: وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّمِنْ حَدِيْثِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ وَالْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ ثِقَةٌ مَأْمُوْنٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ ، وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ .

২১৮৪. সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র.).....আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, যতদিন না হিংস্রপ্রাণীরাও মানুষের সাথে কথোপকথন করেছে ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবেনা। এমনকি তখন একজনের লাঠির মাথা, জুতার ফিতাও তার সাথে কথা বলবে এবং স্বীয় উরুদেশ বলে দেবে তার পরিবার তার অনুপস্থিতিতে কি করেছে।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। কাসিম ইব্‌ন ফাযল (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা, কাসিম ইব্‌নুল ফাযল হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে নির্ভর যোগ্য ও নির্দোষ। ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী (র.)ও তাকে ছিকা বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي انْشِقَاقِ الْقَمَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া।

٢١٨٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : انْفَلَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اشْهَدُوْا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَنَسٍ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২১৮৫. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমরা সাক্ষী থাক।

এ বিষয়ে ইব্‌ন মাসউদ, আনাস এবং জুবায়র ইব্‌ন মুত্‌ইম (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْخَسْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ভূমি ধ্বস।

٢١٨٦. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيْدٍ قَالَ : أَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَا كَرُ السَّاعَةَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَرَوْا عَشْرَ اٰيَاتٍ : طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ ، وَالدَّابَّةَ ، وَثَلاَثَةَ خُسُوْفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ ، وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ تَسُوْقُ النَّاسَ أَوْ تَحْشُرُ النَّاسَ ، فَتَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوْا ، وَتَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوْا .

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فُرَاتٍ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيْهِ الدُّخَانَ .

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ نَحْوَ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ .

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ عَنْ شُعْبَةَ وَالْمَسْعُوْدِيِّ سَمِعَا مِنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ نَحْوَ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فُرَاتٍ ، وَزَادَ فِيْهِ الدَّجَّالَ أَوِ الدُّخَانَ .

حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى . حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعِجْلِىُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ فُرَاتٍ نَحْوَ حَدِيْثِ أَبِىْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ ، وَزَادَ فِيْهِ قَالَ : وَالْعَاشِرَةُ إِمَّا رِيْحٌ تَطْرَحُهُمْ فِى الْبَحْرِ ، وَإِمَّا نُزُوْلُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِىٍّ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২১৮৬. বুন্দার (র.).....হুযায়ফা ইব্ন উসায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন তার হুজরা থেকে উঁকি দিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এরপর তিনি বললেন, দশটি আলামত তোমরা না দেখা পর্যন্ত কিয়ামত ঘটবেনা–পশ্চিম থেকে সূর্যোদয় হওয়া, ইয়াজূজ–মাজূজ, দাব্বাতুল আরদ, তিনটি ভূমি ধ্বস একটা পূর্বে, একটা পশ্চিমে, আরেকটা ধ্বস হল আরব উপদ্বীপে। একটা মহাআগুন (ইয়ামানের) আদনের মধ্য থেকে বের হবে যা মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে (বা তাদের একত্রিত করবে) সুতরাং তারা যেখানে রাত কাটাবে সেখানে তাদের সাথে এ–ও রাত্রি কাটাবে তারা যেখানে দুপুরের বিশ্রাম নিবে সেখানে তাদের সাথে এ–ও দুপুরে বিশ্রাম নিবে।

মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)...সুফইয়ান (র.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে ধোয়া সম্পর্কেও উল্লেখ আছে।

হান্নাদ (র.).....ফুরাত কাযযায (র.) থেকেও ওয়াকী – সুফইয়ান (র.) সূত্রের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)......ফুরাত কাযযায (র.) থেকে আবদুর রহমান – সুফইয়ান – ফুরাত (র.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে দাজ্জাল অথবা ধোয়া কথাটি অতিরিক্ত আছে।

আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র.) – ফুরাত (র.) থেকে আবূ দাঊদ – শু'বা (র.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে আছে দশম হল প্রচণ্ড বাতাস যা তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে কিংবা ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ.)–এর অবতরণ।

এ বিষয়ে আলী, আবূ হুরায়রা, উম্মু সালামা ও সাফিয়্যা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান–সাহীহ।

٢١٨٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْمُرْهَبِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لاَيَنْتَهِي النَّاسُ عَنْ غَزْوِ هٰذَا الْبَيْتِ حَتّٰى يَغْزُوَ جَيْشٌ حَتّٰى إِذَا كَانُوْا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَمَنْ كَرِهَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ عَلٰى مَافِيْ أَنْفُسِهِمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২১৮৭. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)...........সাফিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। লোকেরা এই আল্লাহর ঘর নিয়েও লড়াই থেকে বিরত হবে না। শেষ পর্যন্ত এক বাহিনী যখন লড়াইয়ে আসবে আর তারা যখন খোলা ময়দানে উপস্থিত হবে তখন তাদের প্রথম ও শেষ সকলকে নিয়ে যমীন ধ্বসে যাবে। যারা মাঝে ছিলেন তারাও এ থেকে বাঁচতে পারবেনা।আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, যে ব্যক্তি তাদের মাঝে বাধ্য হয়ে শামিল হয়েছে তার কি হবে?

তিনি বললেনঃ তাদের অন্তরের অবস্থা অনুসারে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উত্থিত করবেন।

এ হাদীছটি হাসান–সাহীহ।

٢١٨٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا صَيْفِيُّ بْنُ رِبْعِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : يَكُوْنُ فِيْ أٰخِرِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ ، قَالَتْ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا ظَهَرَ الْخُبْثُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ تَكَلَّمَ فِيْهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .

২১৮৮. আবূ কুরায়ব (র.).........'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ উম্মতের শেষ যুগে ভূমি ধ্বস, চেহারা বিকৃতি ও পাথর বর্ষণের আযাব হবে।

'আইশা (রা.) বললেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের মাঝে সালিহীন ও সৎলোক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আমাদের ধ্বংস করা হবে?

তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, যখন অন্যায়ের প্রাবল্য ঘটবে।

'আইশা (রা.)–এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা

নাই। ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র.) স্মরণ শক্তির বিষয়ে বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (র.)-এর সমালোচনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ طُلُوْعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়।

٢١٨٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَالنَّبِيُّ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَ : يَا أَبَاذَرٍّ أَتَدْرِيْ أَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ ؟ قَالَ : قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَأْذِنُ فِى السُّجُوْدِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيْلَ لَهُ اطْلُعِيْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، قَالَ ثُمَّ قَرَأَ : وَذٰلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا ، قَالَ وَذٰلِكَ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ وَحُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيْدٍ وَأَنَسٍ وَأَبِيْ مُوْسَى ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২১৮৯. হান্নাদ (র.)........আবূ যার্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সূর্য ডুবে যাওয়ার সময় আমি মসজিদে এসে ঢুকলাম নবী ﷺ তখন উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেনঃ হে আবূ যার্‌র, তুমি কি জান কোথায় যায় এই সূর্য?

আমি বললামঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেনঃ আল্লাহর হুযুরে সিজদার অনুমতি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে এটি যায়। এরপর তাকে অনুমতি প্রদান করা হয় এবং তাকে যেন বলা হয়, যেখান থেকে তুমি এসেছ সেদিক থেকেই তুমি উদিত হও। তারপর এটি পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে।

আবূ যার্‌র (রা.) বলেনঃ এরপর নবী ﷺ পাঠ করলেনঃ وذالك مستقرلها আর এ হচ্ছে তার অবস্থান স্থল।

বর্ণনাকারী বলেন, এ হল ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা.)-এর কিরাআত।

এ বিষয়ে সাফওয়ান ইব্‌ন আস্‌সাল, হুযায়ফা ইব্‌ন আসীদ, আনাস ও আবূ মূসা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خُرُوْجِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ

অনুচ্ছেদ ঃ ইয়া'জূজ-মা'জূজের প্রাদুর্ভাব।

٢١٩٠. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيْبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ :

اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نَوْمٍ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ للّٰهُ يُرَدِّدُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ وَعَقَدَ عَشْرًا ، قَالَتْ زَيْنَبُ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ جَوَّدَ سُفْيَانُ هٰذَا الْحَدِيْثَ ، هٰكَذَا رَوَى الْحُمَيْدِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ نَحْوَ هٰذَا وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ : قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَفِظْتُ مِنَ الزُّهْرِيِّ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ : زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيْبَةَ وَهُمَا رَبِيْبَتَا النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِي النَّبِيِّ ﷺ ، وَهٰكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنْ حَبِيْبَةَ ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ ابْنِ عُيَيْنَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ ·

২১৯০. সাঈদ ইব্ন আবদুর রাহমান মাখযূমী প্রমুখ (র.).....যায়নাব বিনত জাহ্‌শ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ নিদ্রা থেকে জেগে উঠলেন, তখন তাঁর চেহারা লাল টকটকে হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলছিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনবার তিনি এটি পাঠ করলেন এবং বললেনঃ যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে তজ্জন্য দুর্ভাগ্য আরবের। দশ সংখ্যা দেখিয়ে অর্থাৎ তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলের সঙ্গে লাগিয়ে একটি বৃত্ত করে ইশারা করে বললেনঃ ইয়'াজূয ও মা' জূজের প্রচীরের এতটুকু ফাঁক হয়ে গেছে আজ।

যায়নাব (রা.) বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের মাঝে সালিহীনের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও কি আমাদের ধ্বংস করে দেওয়া হবে?

তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, যদি পাপকর্মের বিস্তার ঘটে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। সুফইয়ান (র.) এ হাদীছটি উত্তম বলে মন্তব্য করেছেন। হুমায়দী বর্ণনা করেন, সুফইয়ান ইব্ন 'উয়ায়না (র.) বলেছেন, আমি যুহরী (র.)-এর বরাতে এ সনদটিতে চারজন মহিলার কথা সংরক্ষন করেছিঃ যায়নাব বিনত আবূ সালামা- হাবীবা (রা.) এরা উভয়ই ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাবীবা বা স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসে তাদের গর্ভজাত কন্যা, - উম্মু হাবীবা - যায়নাব বিনত জাহ্‌শ (রা.) এরা ছিলেন নবী ﷺ -এর সহধর্মিনী।

মা'মার প্রমুখ (র.) এ হাদীছটিকে যুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এর সনদে হাবীবা (রা.)-এর উল্লেখ করেন নি। ইব্ন 'উয়ায়নার কিছু শাগিরদ হাদীছটিকে ইব্ন 'উয়ায়না (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা সনদে উম্মু হাবীবা (রা.)-এর উল্লেখ করেননি।

بَابُ جَاءَ فِيْ صِفَةِ الْمَارِقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মারিকা বা খারিজীদের বিবরণ।

٢١٩١. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ . حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَخْرُجُ فِيْ أٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقْرَئُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَايُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَقُوْلُوْنَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ ذَرٍّ ، وَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ فِيْ غَيْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ وَصَفَ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمَ الَّذِيْنَ يَقْرَئُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، إِنَّمَاهُمُ الْخَوَارِجُ وَالْحَرُوْرِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْخَوَارِجِ ·

২১৯১. আবূ কুরায়ব (র.).....আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শেষ যামানায় এক সম্প্রদায় বের হবে যারা বয়সে হবে নবীন, জ্ঞান-বুদ্ধিতে হবে কাঁচা ও নির্বোধ তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠও অতিক্রম করবেনা, তারা সৃষ্টির সেরা নবী ﷺ-এর কথা বলবে কিন্তু দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমনভাবে তীর শিকারকে ছেদ করে বের হয়ে যায়।

এ বিষয়ে আলী, আবূ সাঈদ এবং আবূ যারর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

যাদের পরিচয় বর্ণনা করতে যেয়ে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠও অতিক্রম করবে না, দীন থেকে তারা বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ছেদ করে বেরিয়ে যায়-এদের সম্পর্কে অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে এরা হল হারূরী প্রমুখ খারিজী সম্প্রদায়।

بَابٌ فِى الْأَثَرَةِ وَمَا جَاءَ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ পক্ষপাতিত্ব।

٢١٩٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ . حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِيْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ أَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِيْ عَلَى الْحَوْضِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

২১৯২. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).....উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জনৈক আনসারী ব্যক্তি বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি অমুককে কর্মকর্তা নিয়োগ করেছেন কিন্তু আমাকে কর্মকর্তা বানালেন না?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমরা আমার পরে অচিরেই তোমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিতে দেখতে পাবে, তখন তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর যে পর্যন্ত না আমার সঙ্গে হাওযে কাওছারের পার্শ্বে তোমাদের সাক্ষাৎ হয়।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢١٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ أَثَرَةً وَأُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا ، قَالَ فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : أَدُّوْا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللّٰهَ الَّذِيْ لَكُمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২১৯৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেনঃ আমার পর তোমারা অচিরেই পক্ষপাতিত্ব এবং অপছন্দনীয় বহুবিধ বিষয় দেখতে পাবে।

সাহাবীগণ বললেনঃ এমতাবস্থায় আপনি আমাদের কি করতে নির্দেশ দেন?

তিনি বললেনঃ তোমাদের উপর তাদের যে হক আছে তা আদায় করে দিও আর তোমাদের যে হক আছে সে বিষয়ে আল্লাহর কাছে চেয়ো।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে সে সম্পর্কে নবী ﷺ কর্তৃক সাহাবীগণকে অবহিত করা।

٢١٩٤. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا صَلَاةَ الْعَصْرِ بِنَهَارٍ ثُمَّ قَامَ خَطِيْبًا فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يَكُوْنُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَخْبَرَنَا بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ ، وَكَانَ فِيْمَا قَالَ : إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ ، وَإِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ، أَلاَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ . وَكَانَ فِيْمَا قَالَ : أَلاَ لاَيَمْنَعَنَّ رَجُلاً هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُوْلَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ ، قَالَ فَبَكَى أَبُوْ سَعِيْدٍ فَقَالَ قَدْ وَاللّٰهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهِبْنَا ، فَكَانَ فِيْمَا قَالَ : أَلاَ إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ ، وَلاَ غَدْرَةَ أَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةِ إِمَامِ عَامَّةٍ يُرْكَزُ لِوَاؤُهُ عِنْدَ اسْتِهِ ، فَكَانَ فِيْمَا حَفِظْنَا يَوْمَئِذٍ : أَلاَ إِنَّ بَنِيْ آدَمَ خُلِقُوْا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوْلَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوْتُ مُؤْمِنًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوْلَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوْتُ كَافِرًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوْلَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوْتُ كَافِرًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوْلَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوْتُ مُؤْمِنًا ، أَلاَ إِنَّ مِنْهُمْ بَطِيءَ الْغَضَبِ سَرِيْعَ الْفَيْءِ وَمِنْهُمْ سَرِيْعُ الْغَضَبِ سَرِيْعُ الْفَيْءِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ ، أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيْعَ الْغَضَبِ بَطِيءُ الْفَيْءِ ، أَلاَ وَخَيْرُهُمْ بَطِيءُ الْغَضَبِ سَرِيْعُ الْفَيْءِ ، أَلاَ وَشَرُّهُمْ سَرِيْعُ الْغَضَبِ بَطِيءُ الْفَيْءِ ، أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمْ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ ، وَمِنْهُمْ سَيِّئُ الْقَضَاءِ حَسَنُ الطَّلَبِ وَمِنْهُمْ حَسَنُ الْقَضَاءِ سَيِّئُ

الطَّلَبِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ ، أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمْ سَيِّئُ الْقَضَاءِ سَيِّئُ الطَّلَبِ ، أَلاَ وَخَيْرُهُمْ حَسَنُ الْقَضَاءِ حَسَنُ الطَّلَبِ ، أَلاَ وَشَرُّهُمْ سَيِّئُ الْقَضَاءِ سَيِّئُ الطَّلَبِ ، أَلاَ وَإِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِيْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ ، أَمَا رَأَيْتُمْ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ فَمَنْ أَحَسَّ بِشَيْئٍ مِنْ ذٰلِكَ فَلْيَلْصَقْ بِالْأَرْضِ قَالَ : وَجَعَلْنَا نَلْتَفِتُ إِلَى الشَّمْسِ هَلْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْئٌ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَلاَ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيْمَا مَضَى مِنْهَا إِلاَّ كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْمَا مَضَى مِنْهُ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِيْ مَرْيَمَ وَأَبِيْ زَيْدِ بْنِ أَخْطَبَ وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَذَكَرُوْا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَدَّثَهُمْ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ . وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

২১ ৪. ইমরান ইব্‌ন মূসা কাযযায বাস্‌রী (র.).....আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে দিন থাকতেই (অর্থাৎ একেবারে আওয়াল ওয়াক্তে) আসরের সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি খুৎবা দিতে দাঁড়ান। এতে কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে সবকিছু সম্পর্কে তিনি আমাদের অবহিত করেন। যার মনে রাখার তা মনে রেখেছে আর যার ভুলে যাওয়ার সে তা ভুলে গিয়েছে। এতে তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে ছিলঃ

এ দুনিয়া দেখতে শ্যামল এবং মধুর। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী করেছেন। এরপর তোমরা কি আমল করছ তা তিনি লক্ষ্য করছেন। শোন, দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকবে আর মেয়েদের থেকেও সতর্ক থাকবে। তিনি আরও বলেছিলেন ঃ শোন, যখন কোন সত্য সম্পর্কে জানবে তখন তোমাদের কাউকে কোন মানুষের ভয় যেন তা বলতে কখনও বিরত না রাখে। বর্ণনাকারী বলেনঃ এরপর আবূ সাঈদ (রা.) কেঁদে ফেললেন। বললেন আল্লাহ্‌র কসম, অনেক বিষয়ই আমরা হতে দেখেছি কিন্তু তা বলতে মানুষকে ভয় করেছি। তিনি (নবী ﷺ) আরও বলেছিলেনঃ শুনে রাখ, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতককেই তার বিশ্বাস-ঘাতকতার পরিমান অনুসারে এক একটি নিশান লাগিয়ে দেওয়া হবে। মুসলিম রাষ্ট্র নায়ক কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে আর ভীষণ কোন বিশ্বাসঘাতকতা নাই। তার এই নিশান তার নিতম্বের কাছে বেঁধে দেওয়া হবে।

ঐদিনের আরো যে কথা আমরা স্মরণ রেখেছি তার মধ্যে ছিল, শুনে রাখ, আদম সন্তানকে বিভিন্ন শ্রেণীতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একদল তো এমন যারা মু'মিনরূপেই জন্ম নিয়েছে এবং মুমিনরূপেই তাদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে আর মু'মিনরূপেই তাদের মৃত্যু ঘটেছে; আরেক শ্রেণী হল, যারা কাফিররূপে জন্ম নিয়েছে এবং কাফিররূপে তারা জীবন অতিবাহিত করেছে আর কাফিররূপেই তাদের মৃত্যু ঘটেছে; আরেক শ্রেনী হল, মু'মিনরূপে জন্মগ্রহণ করেছে, মুমিনরূপে জীবন কাটিয়েছে কিন্তু কাফিররূপে তার মৃত্যু ঘটেছে; আরেক শ্রেণী হল, কাফিররূপে জন্ম লাভ করেছে, কাফিররূপেই জীবন কাটিয়েছে কিন্তু মু'মিনরূপে মৃত্যুবরণ করেছে।

শুনে রাখ, মানুষের মধ্যে কেউ তো এমন আছে যার দেরীতে রাগ আসে আর তাড়াতাড়ি তা প্রশমিত হয়ে যায়, কেউ তো আছে যার ক্রোধ আসেও তাড়াতাড়ি আবার তা প্রশমিতও হয় তাড়াতাড়ি। সুতরাং উহার পরিবর্তে ইহা।

শোন, কেউ তো আছে এমন যার ক্রোধ সঞ্চার হয় তাড়াতাড়ি কিন্তু প্রশমিত হয় দেরীতে। শোন, তাদের মধ্যে উত্তম হল যার ক্রোধ সঞ্চার হয় দেরীতে কিন্তু প্রশমন হয় তাড়াতাড়ি। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হল যার ক্রোধ

সঞ্চার হয় তাড়াতাড়ি কিন্তু প্রশমন হয় দেরীতে।

শোন, মানুষের মাঝে কেউ তো এমন আছে যে পরিশোধের ক্ষেত্রেও সে সুন্দর আবার তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রেও সে ভদ্র; কেউ তো এমন যে পরিশোধের ক্ষেত্রে খারাপ কিন্তু তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রে ভদ্র; কেউ তো এমন যে পরিশোধের ক্ষেত্রে তো সুন্দর কিন্তু তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রে অভদ্র। সুতরাং এক্ষেত্রে একটি আরেকটির বদলা হয়ে যায়। শোন, কেউ তো হল এমন, পরিশোধের ক্ষেত্রেও খারাপ এবং তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রেও অভদ্র।

শোন, তাদের মাঝে সর্বোত্তম হল সে, যে পরিশোধের ক্ষেত্রেও সুন্দর এবং তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রেও ভদ্র। শোন, তাদের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হল সে, যে পরিশোধের ক্ষেত্রেও খারাপ এবং তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রেও অভদ্র।

শোন, ক্রোধ হল মানুষের মনের এক অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। তোমরা কি দেখ নি, ক্রোধান্বিত ব্যক্তির চক্ষু লাল হয়ে যায়, তার রগ ফুলে উঠে তোমাদের কেউ যদি এ ধরনের কিছু টের পায় তা হলে সে যেন মাটির সাথে লেপটে যায়।

রাবী বলেনঃ আমরা সূর্যের দিকে তাকাচ্ছিলাম এখনও (অস্ত যেতে) কিছু বাকী আছে কিনা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ দুনিয়ার যতটুকু অতীত হয়ে গেছে সে হিসাবে এতটুকুও আর বাকী নাই যেটুকু আজকের দিনের বাকী আছে যা অতিবাহিত হয়েছে সে তুলনায়।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে মুগীরা ইব্‌ন শু'বা, আবূ যায়দ ইব্‌ন আখতাব, হুযায়ফা ও আবূ মারয়াম (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, নবী ﷺ কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে সে সম্পর্কে তাদের বর্ণনা করেছিলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّامِ

অনুচ্ছেদ ঃ শামবাসীদের প্রসঙ্গে।

٢١٩٥ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلاَخَيْرَ فِيْكُمْ ، لاَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْصُوْرِيْنَ لاَيَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ : قَالَ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِيْنِيِّ هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَوَالَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو . وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ . أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَيْنَ تَأْمُرُنِيْ ؟ قَالَ : هٰهُنَا وَنَحَا بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২১৯৫. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).....মুআবিয়া ইব্‌ন কুর্‌রা তার পিতা কুর্‌রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ শামবাসিরা যখন খারাপ হয়ে যাবে তখন আর তোমাদের কোন মঙ্গল নাই। আমার উম্মতের মাঝে একদল সবসময়ই বিজয়ী থাকবে, তাদেরকে যারা লাঞ্ছিত করতে চেষ্টা করবে তারা

কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (বুখারী) বলেন যে, আলী ইব্ন মাদীনী (র.) বলেছেন, এইদল হল মুহাদ্দিছীনের জামাআত।

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন হাওয়ালা, ইব্ন 'উমার, যায়দ ইব্ন ছাবিত এবং আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)......বাহয ইব্ন হাকীম তার পিতা, তার পিতামহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে কোথায় বাস করতে হুকুম করেন?

তিনি বললেনঃ এ দিকে এবং হাত দিয় শামের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ لاَتَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

অনুচ্ছেদ ঃ "আমার মৃত্যুর পর তোমরা কাফিররূপে ফিরে যেয়োনা যে, তোমাদের একজন আরেকজনের গর্দানে অস্ত্রাঘাত করবে"।

٢١٩٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ . حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ : رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لاَتَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَجَرِيْرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَكُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ وَوَاثِلَةَ وَالصُّنَابِحِيِّ . وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২১৯৬. আবূ হাফস 'আমর ইব্ন 'আলী (র.).... ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা আমার পরে কাফিররূপে ফিরে যেয়োনা যে, তোমরা একজন আরেকজনের গর্দানে অস্ত্রাঘাত করবে।

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ, জারীর, ইব্ন 'উমার, কুরয ইব্ন 'আলকামা, ওয়াছিলা ইব্ন আসকা' এবং সুনাবিহী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ تَكُوْنُ فِتْنَةٌ ، اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ এমন ফিতনার যুগ হবে যখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে।

٢١٩٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ عِنْدَ فِتْنَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَشْهَدُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيْ ، وَالْمَاشِيْ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيْ . قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ .

بَيْتِي وَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيَّ لِيَقْتُلَنِي قَالَ : كُنْ كَابْنِ آدَمَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَخَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ وَأَبِي بَكْرَةَ ، وَابْنِ مَسْعُوْدٍ ، وَأَبِي وَاقِدٍ، وَأَبِي مُوْسَى، وَخَرَشَةَ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَرَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَزَادَ فِي الْإِسْنَادِ رَجُلًا ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ ·

২১৯৭. কুতায়বা (র.)......বুস্‌র ইব্‌ন সাঈদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, 'উছমান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান (রা.)-এর আমলের ফিতনা-কালে সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াককাস (রা.) বলেছিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ অচিরেই এমন ফিতনা আসবে যে সে সময় উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে। দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে, চলমান ব্যক্তি ফিতনা-প্রয়াসী ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে।

সা'দ (রা.) বলেন, যদি আমার ঘরে এসে ঢুকে পড়ে এবং আমাকে হত্যা করার জন্য হাত বড়িয়ে দেয় এমতাবস্থায় আপনি কি মনে করেন?

তিনি বললেনঃ তখন তুমি আদম (আ.)-এর সন্তানের ন্যায় হও।[১]

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, খাব্বাব ইব্‌ন আরাত, আবূ বাকরা, ইব্‌ন মাসঊদ, আবূ ওয়াকিদ, আবূ মূসা এবং খারাশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। কেউ কেউ এই হাদীছটিকে লায়ছ ইব্‌ন সা'দ (র.)-এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন এবং সনদে জনৈক ব্যক্তি অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন, এ হাদীছটি সা'দ (রা.)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ অচিরেই অন্ধকার রাতের টুকরার মত ফিতনা আসবে।

٢١٩٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا ، وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا ، يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

২১৯৮. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ অন্ধকার রাতের টুকরার মত ফিতনা আসার আগেই তোমরা আমলের প্রতি অগ্রসর হও। একজন সকালে মুমিন বিকালে কাফির, কিংবা বিকালে মুমিন সকালে কাফির। একজন দুনিয়ার সামানের বিনিময়ে তার দীন বিক্রি করবে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢١٩٩. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحٰرِثِ

---

১. আদম (আ.)-এর পুত্র হাবিলের মত মযলুম হয়ো কাবিলের মত যালিম হয়োনা।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ ؟ مَنْ يُوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ ؟ يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا ، عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২১৯৯. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)......উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক রাতে নবী ﷺ জেগে উঠলেন। বললেন, সুবহানাল্লাহ! এ রাতে কতইনা ফিতনা নিপতিত হল। আর কতইনা রহমতের খাযানার অবতরণ ঘটল। এ হুজরাবাসিনীদের কে জাগিয়ে দিবে? দুনিয়ায় অনেকেই যারা বস্ত্রপরিহিতা অনেকেই তারা আখিরাতে হবে বস্ত্রহীনা।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২২০০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : تَكُوْنُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا ، وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا ، وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ أَقْوَامٌ دِيْنَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَجُنْدَبٍ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ وَأَبِيْ مُوْسَى . وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২২০০. কুতায়বা (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে অন্ধকার রাতের খণ্ডের মত অনেক ফিতনা হবে। তখন সকালে একজন মু'মিন বিকালে সে কাফির, আর বিকালে একজন মুমিন সকালে সে কাফির। বহু সম্প্রদায় দুনিয়ার সামানের বিনিময়ে তাদের দীন বিক্রি করবে।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, জুন্দুব, নু'মান ইব্ন বাশীর এবং আবূ মূসা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি এই সূত্রে গারীব।

২২০১. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ : يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا ، وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا . قَالَ : يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُحَرِّمًا لِدَمِ أَخِيْهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ وَيُمْسِيْ مُسْتَحِلًّا لَهُ ، وَيُمْسِيْ مُحَرِّمًا لِدَمِ أَخِيْهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ وَيُصْبِحُ مُسْتَحِلًّا لَهُ .

২২০১. সালিহ ইব্ন আবদুল্লাহ (র.)......হাসান (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এ হাদীছটিতে আরো উল্লেখ করতেন, একজন সকালে মুমিন তো বিকালে কাফির, বিকালে মু'মিন সকালে কাফির। সকালে সে তার অপর ভাইয়ের খুন, সম্মান ও সম্পদ হারাম বলে জ্ঞান করবে কিন্তু বিকালে তা নিজের জন্য হালাল বলে মনে করবে। বিকালে সে তার অপর ভাইয়ের রক্ত, সম্মান ও সম্পদ হারাম বলে জ্ঞান করবে। আর বিকালেই তা তার জন্য হালাল বলে মনে করবে।

٢٢٠٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ. حَدَّثَنَا يَزِيْدُبْنُ هٰرُوْنَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَرَجُلٌ سَأَلَهُ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُوْنَا حَقَّهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَاحُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২০২. হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল (র.)......আলকামা ইব্‌ন ওয়াইল ইব্‌ন হুজর তার পিতা ওয়াইল ইব্‌ন হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তাঁকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল আমাদের উপর যদি এমন আমীর নিযুক্ত হয় যারা আমাদের হক ফিরিয়ে রাখে অথচ তাদের নিজেদের হক আমাদের থেকে চায় তবে এমতাবস্থায় আমরা কি করব বলে আপনি মনে করেন?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমরা তাদের কথা শুনবে এবং তাদের আনুগত্য করবে। কেননা, যে দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর ন্যাস্ত এর জবাবদিহী করতে হবে তাদেরই আর তোমাদের উপর যে দায়িত্বের বোঝা ন্যাস্ত এর জবাবদিহী করতে হবে তোমাদেরই।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْهَرْجِ وَالْعِبَادَةِ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ গণহত্যা এবং সে যুগে ইবাদাত করা।

٢٢٠٣. حَدَّثَنَاهَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ مُوْسَى قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيْـهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيْـهَا الْهَرْجُ . قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ : اَلْقَتْلُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

২২০৩. হান্নাদ (র.)......আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের পরে এমন এক যামানা আসছে যখন ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং ব্যাপকভাবে "হারাজ" হবে।

সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, "হারাজ" কি?

তিনি বললেনঃ হত্যাযজ্ঞ।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ এবং মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীছটি সাহীহ।

٢٢٠٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ رَدَّهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ رَدَّهُ إِلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَدَّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْعِبَادَةُ فِى الْهَرَجِ كَالْهِجْرَةِ إِلَيَّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْمُعَلَّى ٠

২২০৪. কুতায়বা (র.).........মা'কিল ইবন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, হারাজ বা হত্যাযজ্ঞের যুগে ইবাদত করা আমার কাছে হিজরতের মত।

এ হাদীছটি সাহীহ্-গারীব। কেবল মুআল্লা ইব্‌ন যিয়াদের সূত্রেই এটি সম্পর্কে আমরা জানি।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اتِّخَاذِ سَيْفٍ مِنْ خَشَبٍ فِي الْفِتْنَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কাঠের তলওয়ার বানিয়ে নেওয়া।

٢٢٠٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ أَبِيْ أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِيْ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

২২০৫. কুতায়বা (র.)....ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মতের মাঝে যখন পরস্পরের বিরুদ্ধে তলওয়ার এসে পড়বে তখন আর কিয়ামত পর্যন্ত তা উঠিয়ে নেওয়া হবে না।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٢٠٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُدَيْسَةَ بِنْتِ أُهْبَانَ بْنِ صَيْفِيٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَتْ : جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ إِلَى أَبِيْ فَدَعَاهُ إِلَى الْخُرُوْجِ مَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبِيْ : إِنَّ خَلِيْلِيْ وَابْنَ عَمِّكَ عَهِدَ إِلَيَّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ أَنْ أَتَّخِذَ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ فَقَدِ اتَّخَذْتُهُ ، فَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتُ بِهِ مَعَكَ قَالَتْ فَتَرَكَهُ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ٠

২২০৬. আলী ইব্‌ন হুজর (র.).....উদায়সা বিনত উহবান ইব্‌ন সায়ফী গিফারী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) আমার পিতার কাছে এলেন এবং তাঁর সঙ্গে বের হওয়ার জন্য তাঁকে আহ্বান জানালেন। তখন আমার পিতা তাঁকে বললেনঃ আমার প্রিয় বন্ধু আর আপনার চাচাত ভাই আমাকে ওয়াসীয়ত করে গিয়েছেন যে, লোকেরা যখন পরস্পরে বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে যাবে তখন আমি যেন কাঠের তলওয়ার বানিয়ে নেই। তদনুসারে বর্তমানে আমি তা বানিয়ে নিয়েছি। আপনি যদি চান তবে তা-ই নিয়ে আপনার সঙ্গে বের হতে পারি।

উদায়সা (র.) বলেনঃ এরপর, তিনি (আলী (রা.)) তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিলেন।

এ বিষয়ে মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উবায়দ (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

٢٢٠٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ . حَدَّثَنَا هَمَّامٌ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَرْوَانَ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ : كَسِّرُوْا فِيْهَا قِسِيَّكُمْ . وَقَطِّعُوْا فِيْهَا أَوْتَارَكُمْ ، وَالْزَمُوْا فِيْهَا أَجْوَافَ بُيُوْتِكُمْ وَ كُوْنُوْا كَابْنِ آدَمَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ثَرْوَانَ هُوَ أَبُوْ قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ .

২২০৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.)......আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ফিতনা পসঙ্গে বলেছেনঃ এই সময় তোমরা তোমাদের ধনুকগুলি ভেঙ্গে ফেলবে, এগুলোর ছিলা কেটে ফেলবে। ঘরের অভ্যন্তরে অবস্থান করাকে দৃঢ় ভাবে ধারণ করবে, আর আদমপুত্র (হাবিলের) মত হয়ে থাকবে।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ্।

রাবী আবদুর রহমান ইব্‌ন ছারওয়ান হলেন আবূ কায়স আওদী।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামতের আলামত।

٢٢٠٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَايُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِيْ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَيَفْشُوَ الزِّنَا ، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২০৮. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি তোমাদের এমন একটি হাদীছ শুনাচ্ছি যা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি এবং আমার পরেও এমন কেউ তোমাদেরকে এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করতে পারবে না যে সরাসরি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামতের আলামত হল, ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অজ্ঞতার প্রকাশ ঘটবে, যিনা বিস্তার লাভ করবে, মদ্যপান করা হবে, নারীদের আধিক্য ঘটবে, পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার মাত্র একজন তত্ত্বাবধায়ক থাকবে।

এ বিষয়ে আবূ মূসা, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ......।

٢٢٠٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ :

دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ : مَا مِنْ عَامٍ إِلاَّ الَّذِىْ بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ ، سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২০৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......যুবায়র ইব্ন আদী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা কয়েকজন আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-এর কাছে গেলাম এবং হাজ্জাজের পক্ষ থেকে যে যুলম ও নিপীড়নের আমরা শিকার হচ্ছিলাম সে বিষয়ে তাঁর কাছ অভিযোগ করলাম। তিনি বললেনঃ তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত এমন কোন বছর যাবে না যার চেয়ে পরবর্তী বছর আরো খারাপ না হবে।

এ কথাটি আমি তোমাদের নবী ﷺ -এর নিকট থেকে শুনেছি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٢١٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَيُقَالَ فِى الْأَرْضِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، وَهٰذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيْثِ الْأَوَّلِ .

২২১০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। কিয়ামত সংঘঠিত হবে না যে পর্যন্ত এমন অবস্থা সৃষ্টি না হয়েছে যে, পৃথিবীতে 'আল্লাহ আল্লাহ' বলার মতও কেউ নাই।

এ হাদীছটি হাসান।

মুহাম্মাদ ইব্নুল মুছান্না (র.)......আনাস (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এ রিওয়ায়াতটি প্রথমটির অপেক্ষা অধিক সাহীহ।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ : ......।

٢٢١١. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوْفِىُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ حَازِمٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : تَقِئُ الْأَرْضُ أَفْلاَذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الْأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، قَالَ فَيَجِئُ السَّارِقُ فَيَقُوْلُ : فِىْ مِثْلِ هٰذَا قُطِعَتْ يَدِىْ ، وَيَجِئُ الْقَاتِلُ فَيَقُوْلُ : فِىْ هٰذَا قَتَلْتُ وَيَجِئُ الْقَاطِعُ فَيَقُوْلُ : فِىْ هٰذَا قَطَعْتُ رَحِمِىْ ، ثُمَّ يَدَعُوْنَهُ فَلاَ يَأْخُذُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২২১১. ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যমীন তার কলিজার টুকরোগুলো স্তম্ভের মত সোনা-রূপা বের করে দিবে। এরপর এক চোর আসবে ও বলবেঃ এর জন্যই তো আমার হাত কাটা গিয়েছিল; ঘাতক আসবে, বলবে এর জন্যই তো আমি একজনকে হত্যা করেছিলাম; সম্পর্ক ছিন্নকারী আসবে, বলবে এর জন্যই তো আমি আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম, এরপর তারা এইসব সম্পদ ছেড়ে দেবে। তা থেকে কিছুই তারা নিবে না।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ.. ......।

٢٢١٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِىْ عَمْرٍو قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَنْصَارِىُّ الْأَشْهَلِىُّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكُوْنَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ أَبِىْ عَمْرٍو .

২২১২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)......হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ নিকৃষ্ট লোকের পুত্র নিকৃষ্টরা যতদিন জাগতিক সৌভাগ্যের অধিকারী না হবে ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। 'আমর ইব্ন আবূ 'আমর (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবেই মাত্র এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ عَلاَمَةِ حُلُوْلِ الْمَسْخِ وَالْخَسْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ চেহারা বিকৃতি বা ভূমিধ্বস শুরু হওয়ার আলামত।

٢٢١٣. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ التِّرْمِذِىُّ . حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ أَبُوْ فَضَالَةَ الشَّامِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِىْ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلاَءُ ، فَقِيْلَ وَمَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلاً ، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا ، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ، وَعَقَّ أُمَّهُ ، وَبَرَّ صَدِيْقَهُ ، وَجَفَا أَبَاهُ ، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ ، وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ ، وَلُبِسَ الْحَرِيْرُ ، وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ ، وَلَعَنَ آخِرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا ، فَلْيَرْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا وَمَسْخًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ غَيْرَ الْفَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ ، وَالْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ قَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ وَكِيْعٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ .

২২১৩. সালিহ ইব্ন আবদুল্লাহ (র.)......'আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মত যখন এ পনেরটি বিষয়ে লিপ্ত হবে তখন তাদের উপর মুসীবত নিপতিত হবে। জিজ্ঞাসা করা হল, সেগুলো কি, ইয়া রাসূলাল্লাহ?

তিনি বললেন, যখন গনীমত পরিণত হবে ব্যক্তিগত সম্পদে, আমানত পরিণত হবে লুটের মালরূপে, যাকাত গণ্য হবে জরিমানা রূপে, পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের অনুগত হবে আর মা'দের হবে অবাধ্য, বন্ধুর সাথে তো সদাচার করবে অথচ পিতার সঙ্গে করবে দুর্ব্যবহার, মসজিদে শোরগোল করা হবে, নিকৃষ্টতম চরিত্রের লোকটি হবে তার সম্প্রদায়ের নেতা, কেবল অনিষ্টের ভয়ে কোন ব্যক্তিকে সম্মান করা হবে, মদপান করা হবে, রেশম বস্ত্র পরিধান করা হবে, গায়িকা ও বাদ্য যন্ত্রের রেওয়াজ চলবে, উম্মতের শেষ যুগের লোকেরা প্রথম যুগের লোকদের অভিসম্পাত করবে তখন তোমরা অপেক্ষা করবে অগ্নিবায়ু বা ভূমিধ্বস বা চেহারা বিকৃতির আযাবের।

এ হাদীছটি গারীব। আলী (রা.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই। ফারাজ ইব্ন ফাযালা ছাড়া আর কেউ এ হাদীছটি ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আনসারী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন বলেও আমরা জানিনা, কোন কোন হাদীছ বিশেষজ্ঞ ফারাজ ইব্ন ফাযালার সমালোচনা করেছেন এবং স্মরণ শক্তির দিক থেকে তাকে যঈফ বলেছেন ওয়াকী এবং আরো কতিপয় ইমাম তার বরাতে হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٢١٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الْمُسْتَلِمِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ رُمَيْحٍ الْجُذَامِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلاً ، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا ، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَعَقَّ أُمَّهُ ، وَأَدْنَى صَدِيْقَهُ ، وَأَقْصَى أَبَاهُ ، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ ، وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ ، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ ، وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ ، وَلَعَنَ آخِرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا ، فَلْيَرْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ ، وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ . وَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২২১৪. আলী ইব্ন হুজর (র.).........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গনীমত সম্পদ যখন ব্যক্তিগত সম্পদ বলে গণ্য করা হবে, যাকাত হবে জরিমাণা বলে, দীনী উদ্দেশ্য ছাড়া ইলম অর্জন করা হবে, পুরুষরা স্ত্রীদের আনুগত্য করবে, এবং মা'দের অবাধ্য হবে, বন্ধুদের নিকট করবে আর পিতাকে করবে দূর, মসজিদে শোরগোল করবে, পাপাচারীরা গোত্রের নেতা হয়ে বসবে, নিকৃষ্ট লোকেরা

সমাজ নেতা হবে, অনিষ্টের আশংকায় একজনকে সম্মান করা হবে, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের বিস্তার ঘটবে, মদ্যপান দেখা দিবে, উম্মতের শেষ যুগের লোকেরা প্রথম যুগের লোকদরকে অভিসম্পাত করবে তখন তোমরা অপেক্ষা করবে অগ্নিবায়ু, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, চেহারা বিকৃতি, পাথর বর্ষনের আযাবের এবং আরো আলামতের যা পরপর নিপতিত হতে থাকবে, যেমন একটি পুরান হারের সূতা ছিড়ে গেলে একটার পর একটা দানা পড়তে থাকে।

এ বিষয়ে আলী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

২২১৫. حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : فِيْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَتٰى ذَاكَ ؟ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَابِطٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

২২১৫. 'আব্বাদ ইব্‌ন ইয়াকূব কূফী (র.).......ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ এই উম্মতের জন্য ভূমিধ্বস, চেহারা বিকৃতি এবং পাথর বর্ষণের আযাব রয়েছে। জনৈক মুসলিম ব্যক্তি তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কখন হবে তা?

তিনি বললেন, যখন গায়িকা ও বাদ্য যন্ত্রের বিস্তার ঘটবে এবং মদপান দেখা দিব।

এ হাদীছটি গারীব। এ হাদীছটি আমাশ - আবদুর রহমান ইব্‌ন বাসিত (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল-রূপে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ ، يَعْنِى السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطٰى

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী আমার প্রেরণ এবং কিয়ামত দুই আঙ্গুলের মত কাছাকাছি।

২২১৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ الْأَسَدِيُّ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَرْحَبِيُّ . حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ الْفِهْرِيِّ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : بُعِثْتُ فِي نَفَسِ السَّاعَةِ فَسَبَقْتُهَا كَمَا سَبَقَتْ هٰذِهِ هٰذِهِ لِاِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ لَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২২১৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন হায়্যাজ আসাদী কূফী (র.).......মুস্তাওরিদ ইব্‌ন শাদ্দাদ ফিহরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ আমি কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রাক্কালে প্রেরিত হয়েছি। এটি এবং এটি অর্থাৎ তর্জনী মধ্যমার মাঝে একটি যতটুকু আগে আমি ও কিয়ামতের ততটুকু আগে।

মুস্তাওরিদ ইব্‌ন শাদ্দাদ (রা.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীছটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই।

٢٢١٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ . أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ : وَأَشَارَ أَبُوْ دَاوُدَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى فَمَا فَضَلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى .
قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২১৭. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার প্রেরণ আর কিয়ামত-হল এই। বর্ণনাকারী আবূ দাউদ তর্জনী এবং মধ্যমার দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন দুই আঙ্গুলের মত। আর এ দুটোর মাঝে তেমন কোন ব্যবধান নেই।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قِتَالِ التُّرْكِ

অনুচ্ছেদ ঃ তুর্কীদের বিরুদ্ধে লড়াই।

٢٢١٨. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ ، وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَعَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ وَمُعَاوِيَةَ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২১৮. সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ও আবদুল জাব্বার ইব্‌ন 'আলা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতদিন না তোমাদের যুদ্ধ হয়েছে এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে যাদের জুতা হবে কেশগুচ্ছ ; কিয়ামত হবে না যতদিন না তোমাদের যুদ্ধ হয়েছে এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে যাদের চেহারা হবে বহু স্তর বিশিষ্ট ঢালের ন্যায়।

এ বিষয়ে আবূ বাকর সিদ্দীক, বুরায়দা, আবূ সাঈদ, 'আমর ইব্‌ন তাগলিব এবং মুআবিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا ذَهَبَ كِسْرٰى فَلاَ كِسْرٰى بَعْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কিসরার বিনাশের পর আর কোন কিসরা হবে না।

٢٢١٩. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا هَلَكَ كِسْرٰى فَلاَ كِسْرٰى بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

২২১৯. সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিসরার [১] যখন বিনাশ ঘটবে তখন তারপর আর কোন কিসরা হবে না। কায়সারের যখন বিনাশ ঘটবে তখন আর কোন কায়সার হবে না। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, এদের উভয়ের ধনভান্ডার অবশ্যই আল্লাহর পথে ব্যয় করা হবে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ

•

بَابُ مَا جَاءَ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَخْرُجَ نَارٌ مِّنْ قِبَلِ الْحِجَازِ

অনুচ্ছেদ ঃ হিজাযের দিক থেকে আগুন বের না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।

٢٢٢٠ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : سَتَخْرُجُ نَارٌ مِّنْ حَضْرَ مَوْتَ أَوْ مِنْ نَحْوِ حَضْرَ مَوْتَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَحْشُرُ النَّاسَ ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ ·
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيْدٍ وَأَنَسٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ ذَرٍّ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ ·

২২২০. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).....সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ তার পিতা আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামতের পূর্বে হাযরামাওত (কিংবা হাযরামাওতের সমুদ্রের দিক থেকে) থেকে অবশ্যই একটি আগুন বের হবে, এবং লোকদেরকে একত্রিত করবে।

সাহাবীগণ বললেনঃ তখন কি করার নির্দেশ দেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ?

তিনি বললেনঃ তখন তোমরা শাম অঞ্চলকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো।

এ বিষয়ে হুযায়ফা ইব্ন আসীদ, আনাস, আবূ হুরায়রা এবং আবূ যার্‌র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ, ইব্ন 'উমার (রা.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ كَذَّابُوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ কতিপয় মিথ্যুক বের না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।

٢٢٢١ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَنْبَعِثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبٌ مِّنْ ثَلَاثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ·
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

---

১. কিসরা তৎকালীন পারস্য সম্রাটের উপাধি। কায়সার তৎকালীন রোম সম্রাটের উপাধি।

২২২১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী ও প্রতারকের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। এরা প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর রাসূল বলে দাবী করবে।

এ বিষয়ে জাবির ইব্‌ন সামুরা ও ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান–সাহীহ।

٢٢٢٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَـةَ عَنْ أَبِيْ أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِيْ بِالْمُشْرِكِيْنَ ، وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ ، وَإِنَّـهُ سَيَكُوْنُ فِي أُمَّتِيْ ثَلاَثُوْنَ كَذَّابُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২২২. কুতায়বা (র.)......ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সাথে শামিল না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। এমন কি এরা মূর্তিপূজা পর্যন্তও করবে। অচিরেই আমার উম্মতে ত্রিশজন অতি মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। তারা প্রত্যেকেই দাবী করবে যে সে নবী, অথচ আমিই শেষ নবী, আমার পরে কোন নবী নেই।

এ হাদীছটি হাসান–সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ثَقِيْفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيْرٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ছাকীফ গোত্রে একজন মিথ্যুক এবং একজন সন্ত্রাসী খুনী ব্যক্তির জন্ম হবে।

٢٢٢٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُصْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : فِيْ ثَقِيْفٍ : كَذَّابٌ وَمُبِيْرٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : يُقَالُ الْكَذَّابُ الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِيْ عُبَيْدٍ وَالْمُبِيْرُ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوْسُفَ .

حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ . أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ : أَحْصَوْا مَا قَتَلَ الْحَجَّاجُ صَبْرًا فَبَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ وَعِشْرِيْنَ أَلْفَ قَتِيْلٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ وَاقِدٍ . حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ نَحْوَهُ بِهٰـذَا الْإِسْنَادِ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ ، وَشَرِيْكٌ يَقُوْلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُصْمٍ وَإِسْرَائِيْلُ يَقُوْلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عِصْمَةَ .

২২২৩. আলী ইবন হুজর (র.)......ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ছাকীফ গোত্রে মিথ্যুক ও সন্ত্রাসী খুনী এক ব্যক্তির জন্ম হবে।

কথিত আছে যে, এই মিথ্যাবাদী ব্যক্তিটি হল মুখতার ইব্‌ন আবূ উবায়দ (সে দাবী করত যে, তার নিকট হজরত জিব্রাঈল আসেন) আর সন্ত্রাসী খুনী ব্যক্তিটি হল হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ।

আবূ দাঊদ সুলায়মান ইব্‌ন সালম বালখী (র.).....হিশাম ইব্‌ন হাস্‌সান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে সমস্ত ব্যক্তিদের হাজ্জাজ বেঁধে এনে হত্যা করেছিল তাদের সংখ্যা একলাখ বিশ হাজারে পৌঁছে যায়।

এ বিষয়ে আসমা বিনত আবূ বাকর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবদুর রহমান ইব্‌ন ওয়াকিদ (র.) ....শারীফ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি ইব্‌ন উমার (রা.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাসান-গারীব। শারীক (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। শারীক বলেন, রাবীর নাম হল আবদুল্লাহ ইব্‌ন উস্‌ম, আর ইসরাইল বলেন তার নাম হল আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইস্‌মা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَرْنِ الثَّالِثِ

অনুচ্ছেদ ঃ তৃতীয় যুগ প্রসঙ্গে।

٢٢٢٤. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يَتَسَمَّنُوْنَ وَيُحِبُّوْنَ السِّمَنَ يُعْطُوْنَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْئَلُوْهَا . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ ، وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَلِيَّ بْنَ مُدْرِكٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ . حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَهٰذَا أَصَحُّ عِنْدِيْ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২২২৪ ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র.)......'ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, সর্বোত্তম যুগ হল আমার যুগ, এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী। এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী। এরপর আসবে এমন এক যুগ যে যুগের লোকেরা হবে মোটা এবং মোটা হওয়াটা তারা পছন্দ করবে। সাক্ষী চাওয়ার আগেই তারা সাক্ষ্য দিবে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ফুযায়ল (র.) এ হাদীছটি আ'মাশ - আলী ইব্‌ন মুদরিক - হিলাল ইব্‌ন ইয়াসাফ (র.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

একাধিক হাফিযুল হাদীছ রাবী এটি আ'মাশ - হিলাল ইব্‌ন ইয়াসাফ (র.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা মাঝে আলী ইব্‌ন মুদরিক (র.)-এর নাম উল্লেখ করেন নি।

হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র.) .....'ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এটি আমার কাছে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ফুযায়ল (র.)-এর রিওয়ায়াত (২২২৩ নং) অপেক্ষা অধিকতর সাহীহ।

এ হাদীছটি 'ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে একাধিকভাবে বর্ণিত আছে।

٢٢٢٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ ابْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : خَيْرُ أُمَّتِى الْقَرْنُ الَّذِىْ بُعِثْتُ فِيْهِمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ . قَالَ : وَلاَ أَعْلَمُ ذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لاَ ، ثُمَّ يَنْشَأُ أَقْوَامٌ يَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ وَ يَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَفْشُوْ فِيْهِمُ السِّمَنُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২২৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.).......'ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমি যে যুগে প্রেরিত হয়েছি আমার সে যুগের উম্মতরা হল শ্রেষ্ঠ, এরপর হল তারা যারা তাদের পরবর্তী যুগের। এর পরবর্তী তৃতীয় যুগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিনা আমার জানা নাই।

তারপর এমন কিছু লোকের উদ্ভব হবে যারা সাক্ষী দিবে অথচ তাদের নিকট স্বাক্ষ্য চাওয়া হয়নি, তারা খেয়ানত করবে, আমানত রক্ষায় বিশ্বস্ত হবেনা। তাদের মধ্যে স্থূলতার বিস্তার ঘটবে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْخُلَفَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ খলীফাগণ।

٢٢٢٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِىُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَكُوْنُ مِنْ بَعْدِىْ إِثْنَا عَشَرَ أَمِيْرًا قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَىْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَسَأَلْتُ الَّذِىْ يَلِيْنِىْ فَقَالَ : قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ أَبِىْ مُوْسَى عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ أَبِىْ مُوْسَى عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .

وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو .

২২২৬. আবূ কুরায়ব (র.).......জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার পর বারজন আমীর হবেন।

জাবির (রা.) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু বললেন। কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি, তাই আমার কাছে

যে ব্যক্তি ছিলেন তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ বলেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই কুরায়শ গোত্রভুক্ত হবেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) থেকে এটি একাধিকভাবে বর্ণিত আছে।

আবূ কুরায়ব (র.).....জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীছটির অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব। আবূ বাকর ইব্ন আবূ মুসা জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে এটিকে গারীব বলে মনে করা হয়।

এ বিষয়ে ইব্ন মাসউদ এবং 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ........।

٢٢٢٧. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ . حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَهْرَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ كُسَيْبٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِيْ بَكْرَةَ تَحْتَ مِنْبَرِ بْنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ . فَقَالَ أَبُوْ بِلاَلٍ : أُنْظُرُوْا إِلَى أَمِيْرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ . فَقَالَ أَبُوْ بَكْرَةَ : أُسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللّٰهِ فِى الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللّٰهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২২২৭. বুনদার (র.).....যিয়াদ ইব্ন কুসায়ব (রা.) আদ্ওয়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আমিরের মিম্বরের নীচে আবূ বাকরা (রা.)-এর সঙ্গে বসেছিলাম। তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। তাঁর পরনে ছিল পাতলা হালকা ধরণের পোষাক। তখন আবূ বিলাল (র.) আমাকে বললেনঃ আমাদের আমীরের দিকে চেয়ে দেখ, ফাসিকদের অনুরূপ পোষাক পরেছেন।

আবূ বাকরা (রা.) বললেনঃ চুপ কর, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি, যমীনে আল্লাহর নিযুক্ত সুলতানকে অপমান করবে আল্লাহ তাআলা তাকে লাঞ্ছিত করবেন।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْخِلاَفَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ খিলাফত।

٢٢٢٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قِيْلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَوِ اسْتَخْلَفْتَ ؟ قَالَ : إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ أَبُوْ بَكْرٍ وَإِنْ لَمْ أَسْتَخْلِفْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ وَهٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ·

২২২৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র.)......সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার তার পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উমার (রা.)-কে বলা হল, আপনি যদি আপনার উত্তরাধিকারী কোন খলীফা মনোনীত করে যেতেন!

তিনি বললেনঃ আমি যদি খেলাফতের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী মনোনীত করি তবে (তা-ও বৈধ) আবূ বাকর (রা.)ও তো উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। আর যদি উত্তরাধিকারী হিসাবে কোন খালীফা মনোনীত না করি তবে (তা-ও ঠিক) রাসূলুল্লাহ ﷺ তো কাউকে খলীফা মনোনীত করে যাননি।

এ হাদীছটিতে আরো দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে।

এ হাদীছটি সাহীহ। ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

٢٢٢٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ . حَدَّثَنَا حَشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ : حَدَّثَنِيْ سَفِيْنَةُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : الْخِلَافَةُ فِيْ أُمَّتِيْ ثَلَاثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذٰلِكَ . ثُمَّ قَالَ لِيْ سَفِيْنَةُ : أَمْسِكْ خِلَافَةَ أَبِيْ بَكْرٍ وَخِلَافَةَ عُمَرَ وَخِلَافَةَ عُثْمَانَ ، ثُمَّ قَالَ لِيْ : أَمْسِكْ خِلَافَةَ عَلِيٍّ قَالَ : فَوَجَدْنَاهَا ثَلَاثِيْنَ سَنَةً قَالَ سَعِيْدٌ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ بَنِيْ أُمَيَّةَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ الْخِلَافَةَ فِيْهِمْ قَالَ : كَذَبُوْا بَنُوا الزَّرْقَاءِ بَلْ هُمْ مُلُوْكٌ مِنْ شَرِّ الْمُلُوْكِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ قَالَا لَمْ يَعْهَدِ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخِلَافَةِ شَيْئًا ·

وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُمْهَانَ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ جُمْهَانَ ·

২২২৯. আহ্মাদ ইব্ন মানী' (র.)......সাফীনা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মতের খিলাফত হবে ত্রিশ বছর। এরপর হবে বাদশাহী।

বর্ণনাকারী সাঈদ (র.) বলেন, অতঃ*পর সাফীনা (রা.) আমাকে বললেনঃ আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফত কাল গণনা কর। পরে বললেনঃ 'উমার ও 'উছমান (রা.)-এর খিলাফতকাল গণনা কর। এরপর বললেনঃ আলী (রা.)-এর খিলাফতকাল গণনা কর। গণে দেখলাম যে, এই পর্যন্ত ত্রিশ বছর হয়ে যায়।

সাঈদ (র.) বলেনঃ আমি তাকে বললামঃ বানূ উমাইয়ারাতো বলে যে তাদের মাঝেও খিলাফত বিদ্যমান?

তিনি বললেনঃ যারকার সন্তানরা (বানূ উমাইয়া) মিথ্যা বলছে বরং এরা তো নিকৃষ্ট বাদশাহদের অন্তর্ভুক্ত বাদশাহর দল।

এ বিষয়ে 'উমার ও আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেনঃ নবী ﷺ খিলাফত বিষয়ে কোন ওয়াসীয়ত করে যান নাই।

এ হাদীছটি হাসান। একাধিক রাবী এটি সাঈদ ইব্ন জুমহান (র.)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন। তাঁর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْخُلَفَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى أَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ

অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামত পর্যন্ত খীলফা হবে কুরায়শ থেকে।

٢٢٣٠. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي الْهُذَيْلِ يَقُوْلُ : كَانَ نَاسٌ مِنْ رَبِيْعَةَ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَكْرِ ابْنِ وَائِلٍ لَتَنْتَهِيَنَّ قُرَيْشٌ أَوْ لَيَجْعَلَنَّ اللهُ هٰذَا الْأَمْرَ فِيْ جُمْهُوْرٍ مِنَ الْعَرَبِ غَيْرِهِمْ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ كَذَبْتَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ قُرَيْشٌ وُلَاةُ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ .

২২৩০. হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মাদ বাসরী (র.).....আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ হুসায়ন (র.) থেকে বর্ণিত যে, রাবীআ গোত্রের কিছু লোক 'আমার ইব্‌ন 'আস (রা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিল। বাকর ইব্‌ন ওয়াইলের এক ব্যক্তি তখন বললঃ কুরাইশদের অবশ্যই অন্যায় কর্ম থেকে বিরত হওয়া উচিৎ নইলে আল্লাহ্‌ তাআলা খিলাফতের দায়িত্ব (তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে) সাধারন আরব অনারবদের দিয়ে দিবেন।

'আমার ইব্‌ন 'আস (রা.) বললেনঃ তুমি ভুল বলছ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ ভাল-মন্দ সব অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত কুরায়শরাই লোকদের নেতৃত্ব দিবে।

এ বিষয়ে ইব্‌ন 'উমার, ইব্‌ন মাসঊদ এবং জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্‌-গারীব।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ...... ...।

٢٢٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِيْ يُقَالُ لَهُ جَهْجَاهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২২৩১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্শার (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেন ঃ রাত-দিনের বিনাশ ঘটবে না যতদিন না জাহ্‌জাহ্‌ নামক জনৈক আযাদ কৃত দাস রাজ্যাধিকারী হয়েছে।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ পথভ্রষ্টকারী নেতা।

২২৩২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَبِيْ أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّيْنَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ يَخْذُلُهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللّٰهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمٰعِيْلَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِيْنِيِّ يَقُوْلُ وَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ فَقَالَ عَلِيٌّ : هُمْ أَهْلُ الْحَدِيْثِ .

২২৩২. কুতায়বা (র.).......ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মতের ব্যাপারে আমি পথ ভ্রষ্টকারী নেতাদেরই আশংকা করি।

ছাওবান (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেনঃ আমার উম্মতের একদল আল্লাহর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সবসময়ই বিজয়ী অবস্থায় সত্যের উপর দৃঢ় থাকবে। যারা তাদের অপদস্থ করতে প্রয়াস পাবে তারা তাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَهْدِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ মাহদী প্রসঙ্গ।

২২৩৩. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوْفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَاتَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِيْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২৩৩. 'উবায়দ ইব্‌ন আসবাত ইব্‌ন মুহাম্মাদ কুরাশী (র.).......আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ দুনিয়া ধ্বংস হবে না যে পর্যন্ত না আরব রাজ্যাধিপতি হবে আমার পরিবারের এক লোক, তাঁর নাম হবে আমার নামের অনুরূপ।

এ বিষয়ে আলী, আবূ সাঈদ, উম্মু সালামা এবং আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২২৩৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعَطَّارُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ

عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَلِيْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِيْ قَالَ عَاصِمٌ : وَأَخْبَرَنَا أَبُوْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ حَتّٰى يَلِيَ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

২২৩৪. আবদুল জাব্বার ইব্‌ন আলা আত্তার (র.).....আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমার পরিবারের এক লোক কর্তৃত্বাধিকারী হবে। তার নাম হবে আমার নামের অনুরূপ।

আসিম বলেন, আবূ সালিহ (র.) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেনঃ দুনিয়ার যদি একটি মাত্র দিনও বাকী থাকে তবে আল্লাহ্ তাআলা দিনটিকে খুবই দীর্ঘ করবেন যেন তিনি রাজ্যাধিপতি হতে পারেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ : .....।

২২৩৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدًا الْعَمِّيَّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الصِّدِّيْقِ النَّاجِيَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : خَشِيْنَا أَنْ يَكُوْنَ بَعْدَ نَبِيِّنَا حَدَثٌ فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ فِيْ أُمَّتِي الْمَهْدِيَّ يَخْرُجُ يَعِيْشُ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا زَيْدٌ الشَّاكُّ . قَالَ : قُلْنَا وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : سِنِيْنَ قَالَ فَيَجِيْءُ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَيَقُوْلُ يَا مَهْدِيُّ : أَعْطِنِيْ أَعْطِنِيْ . قَالَ : فَيَجِيْءُ لَهُ فِيْ ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَحْمِلَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُو الصِّدِّيْقِ النَّاجِي اسْمُهُ بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو وَ يُقَالُ بَكْرُ بْنُ قَيْسٍ ٠

২২৩৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের আশংকা হয় যে, নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর নতুন কিছু ঘটবে। তাই আল্লাহর নবী ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি।

তিনি বললেনঃ আমার উম্মতে মাহদীর আগমন ঘটবে। তিনি পাঁচ বা সাত বা নয় (বর্ণনকারী যায়দের সন্দেহ যে মূলত সংখ্যা কত) বাস করবেন। রাবী বলেন, আমরা বললাম যে সংখ্যা দ্বারা কি অর্থ নিয়েছেন? তিনি বললেন, বছর। তিনি আরো বলেনঃ তাঁর কাছে জনৈক ব্যক্তি আসবে। আর বলবেঃ হে মাহদী, আপনি আমাকে দান করুন, আপনি আমাকে দান করুন।

নবী ﷺ বলেনঃ তারপর তিনি, ঐ ব্যক্তি যতটুকু বোঝা বহন করতে পারবে তার কাপড় সে পরিমান সম্পদ প্রদান করবেন।

এ হাদীছটি হাসান। আর সাঈদ (রা.)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে একাধিকভাবে এ হাদীছটি বর্ণিত আছে।

বর্ণনাকারী আবুস সিদ্দীক নাজী (র.)-এর নাম হল বাকর ইব্‌ন 'আমর, বাকর ইব্‌ন কায়স বলেও কথিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نُزُوْلِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

অনুচ্ছেদ ঃ ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ.)-এর অবতরণ।

٢٢٣٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضُ الْمَالَ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২৩৬. কুতায়বা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, অচিরেই তোমাদের কাছে ইব্‌ন মারয়াম ঈসা (আ.) ন্যায় বিচারক হাকিম হিসাবে অবতরণ করবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে দিবেন, শুকর হত্যা করবেন জিযইয়া রহিত করবেন। সম্পদ এমনভাবে বিস্তৃত হবে যে তা কেউ গ্রহণ করবে না।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّجَّالِ

অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জাল প্রসঙ্গ।

٢٢٣٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ بَعْدَ نُوْحٍ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَ الدَّجَّالَ قَوْمَهُ وَإِنِّيْ أُنْذِرُكُمُوْهُ فَوَصَفَهُ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ بَعْضُ مَنْ رَآنِيْ أَوْ سَمِعَ كَلَامِيْ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَيْفَ قُلُوْبُنَا يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ: مِثْلُهَا يَعْنِي الْيَوْمَ أَوْ خَيْرٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحٰرِثِ بْنِ جُزْيٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ .

২২৩৭. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুআবিয়া জুমাহী (র.).....আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছিঃ নূহ (আ.)-এর পর এমন কোন নবী আসেননি যিনি তাঁর কওমকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। আর আমিও তোমাদেরকে তার সম্পর্কে সতর্ক করছি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে পরিচয় দিলেন এবং বললেনঃ আমাকে যারা দেখেছে বা আমার কথা শুনেছে তাদের কেউ হয়ত তার দেখা পেতে পারে।

সাহাবীগণ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে দিন আমাদের অন্তরের অবস্থা কেমন থাকবে?

তিনি বললেনঃ আজকের মত বা এর চেয়েও ভাল।

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন বুসর, আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল এবং আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ 'উবায়দা ইব্ন জাররাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছ হিসাবে এটি হাসান-গারীব। খালিদ হায্যা (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। আবূ 'উবায়দা ইব্ন জাররাহ (রা.)-এর নাম হল 'আমির ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন জাররাহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عَلَامَةِ الدَّجَّالِ

অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জাল আসার লক্ষণ।

٢٢٣٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ : إِنِّيْ لَأُنْذِرُ كُمُوْهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوْحٌ قَوْمَهُ وَلٰكِنِّيْ سَأَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَئِذٍ لِلنَّاسِ وَهُوَ يُحَذِّرُهُمْ فِتْنَتَهُ : تَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ حَتَّى يَمُوْتَ وَإِنَّهُ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كفر يَقْرَأُهُ مَنْ كَرِهَ عَمَلَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২৩৮. 'আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.).......ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার লোকদের মাঝে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহ তাআলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। এর পর দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন আর বললেনঃ আমি তার সম্পর্কে তোমাদের খুব সতর্ক করছি। এমন কোন নবী আসেননি যিনি তাঁর কওমকে এ বিষয়ে সতর্ক করেননি। নূহ (আ.)ও তার কওমকে এর বিষয়ে সতর্ক করে গিয়েছেন। তবে আমি তার সম্পর্কে এমন একটি কথা তোমাদের বলছি যা অন্য কোন নবী তাঁর কওমকে বলেননি, তোমরা জেনে রাখ সে হল কানা। অথচ আল্লাহ তো কানা নন।

যুহরী (র.) বলেন যে, তাঁকে 'উমার ইব্ন ছাবিত আনসারী বলেছেন যে, তাকে কতক সাহাবী (রা.) অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ সেদিন লোকদের ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করতে যেয়ে বলেছিলেনঃ তোমরা বিশ্বাস কর তোমাদের কেউ মৃত্যু পর্যন্ত তার রবকে কখনও দেখতে সক্ষম হবে না। দাজ্জালের দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানে লেখা থাকবে "কাফির"। যে ব্যক্তি তার কর্মকাণ্ডকে ঘৃণা করবে সে এ লেখা পড়তে পারবে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৭০—

٢٢٣٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُوْدُ فَتُسَلَّطُوْنَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُوْلَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هٰذَا يَهُوْدِيٌّ وَرَائِيْ فَاقْتُلْهُ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২৩৯. 'আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র.)........ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ইয়াহূদীরা তোমাদের সাথে লড়াই করবে এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে [illegible] হবে। এমন কি পাথর [illegible] বলবেঃ হে মুসলিম, এই যে একটি ইয়াহূদী আমার আড়ালে লুকিয়ে আছে; তাকে হত্যা কর।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ

অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জাল কোথা থেকে বের হবে?

٢٢٤٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ : اَلدَّجَّالُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ يَتْبَعُهُ أَقْوَامٌ كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ . وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَوْذَبٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ وَلاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي التَّيَّاحِ .

২২৪০. বুন্দার ও আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.).....আবূ বাকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেছেনঃ দাজ্জাল পূর্বাঞ্চলীয় কোন স্থান থেকে বের হবে। স্থানটির নাম হল খুরাসান। কিছু কওম তার অনুসরণ করবে। তাদের চেহারা হবে স্তর বিশিষ্ট ঢালের ন্যায়।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা এবং 'আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাওযাব এটকে আবূ তায়্যাহ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবূ তায়্যাহের সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عَلاَمَاتِ خُرُوْجِ الدَّجَّالِ

অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জাল-আবির্ভাবের আলামত।

٢٢٤١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ . حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيْ مَرْيَمَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ قُطْبَةَ السَّكُوْنِيِّ عَنْ أَبِيْ بَحْرِيَةَ صَاحِبِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْمَلْحَمَةُ الْعُظْمَى وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ وَخُرُوْجُ الدَّجَّالِ فِيْ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ وَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ٠

২২৪১. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.)........মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ. বলেছেনঃ মহা হত্যাযজ্ঞ, কুসতুনতুনিয়া বিজয় এবং দাজ্জাল-এর আবির্ভাব ঘটবে সাত মাসের মধ্যে।

এ বিষয়ে সা'ব ইব্‌ন জাছছামা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুসর, আবদুলাহ ইব্‌ন মাসউদ, আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই।

٢٢٤٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : فَتْحُ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ مَعَ قِيَامِ السَّاعَةِ ،

قَالَ مَحْمُوْدٌ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، وَ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةُ هِىَ مَدِيْنَةُ الرُّوْمِ تُفْتَحُ عِنْدَ خُرُوْجِ الدَّجَّالِ ، الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةُ قَدْ فُتِحَتْ فِىْ زَمَانِ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ ٠

২২৪২. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কিয়ামতের সন্নিকট কুসতুনতুনিয়ার বিজয় ঘটবে।

মাহমূদ বলেনঃ হাদীছটি গারীব। কুসতুনতুনিয়া হল রোমদেশের একটি শহর। দাজ্জালের আবির্ভাবকালে এটি জয় করা হবে। কতক সাহাবীর (রা.) যামানাতেই কুসতুনতুনিয়া জয় হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের ফিতনা।

٢٢٤٣. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُاللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ دَخَلَ حَدِيْثُ أَحَدِهِمَا فِىْ حَدِيْثِ الْاٰخَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلاَبِىِّ قَالَ : ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ ، فَخَفَّضَ فِيْهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِىْ طَائِفَةِ النَّخْلِ ، قَالَ فَانْصَرَفْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَيْهِ فَعَرَفَ ذٰلِكَ فِيْنَا فَقَالَ : مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَّضْتَ فِيْهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِى طَائِفَةِ النَّخْلِ ، قَالَ غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ لِىْ عَلَيْكُمْ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيْكُمْ فَأَنَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيْكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيْجُ نَفْسِهِ وَاللّٰهُ خَلِيْفَتِىْ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ شَبِيْهٌ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ ، فَمَنْ رَاٰهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ ، قَالَ يَخْرُجُ مَا بَيْنَ الشَّامِ

وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِيْنًا وَشِمَالاً ، يَا عِبَادَ اللّٰهِ اُثْبُتُوْا ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا لُبْثُهُ فِى الْاَرْضِ ؟ قَالَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ، يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ . قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ الْيَوْمَ الَّذِيْ كَالسَّنَةِ أَتَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلاَةُ يَوْمٍ ؟ قَالَ لاَ وَلٰكِنِ اقْدُرُوْا لَهُ ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا سُرْعَتُهُ فِيْ الْأَرْضِ؟ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيْحُ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوْهُمْ فَيُكَذِّبُوْنَهُ وَيَرُدُّوْنَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَتَتْبَعُهُ أَمْوَالُهُمْ وَ يُصْبِحُوْنَ لَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوْهُمْ فَيَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُ وَ يُصَدِّقُوْنَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ ، وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ ، فَتَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ كَأَطْوَلِ مَا كَانَتْ ذُرًا وَأَمَدِّهِ خَوَاصِرَ وَأَدَرِّهِ ضُرُوْعًا . قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْخَرِبَةَ فَيَقُوْلُ لَهَا أَخْرِجِيْ كُنُوْزَكِ فَيَنْصَرِفُ مِنْهَا فَيَتْبَعُهُ كَيَعَاسِيْبِ النَّحْلِ ، ثُمَّ يَدْعُوْ رَجُلاً شَابًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ ثُمَّ يَدْعُوْهُ فَيُقْبِلُ يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ هَبَطَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِشَرْقِيِّ دِمَشْقَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَهْرُوْدَتَيْنِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَّانٌ كَاللُّؤْلُؤِ قَالَ وَلاَ يَجِدُ رِيْحَ نَفْسِهِ ، يَعْنِيْ أَحَدٌ إِلاَّ مَاتَ وَرِيْحُ نَفْسِهِ مُنْتَهَى بَصَرِهِ ، قَالَ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلَهُ ، قَالَ فَيَلْبَثُ كَذٰلِكَ مَاشَاءَ اللّٰهُ ، قَالَ ثُمَّ يُوْحِي اللّٰهُ إِلَيْهِ أَنْ حَرِّزْ عِبَادِيْ إِلَى الطُّوْرِ ، فَإِنِّيْ قَدْ أَنْزَلْتُ عِبَادًا لِيْ لاَيَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ ، قَالَ وَ يَبْعَثُ اللّٰهُ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَهُمْ كَمَا قَالَ اللّٰهُ : مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ ، قَالَ فَيَمُرُّ أَوَّلُهُمْ بِبُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ فَيَشْرَبُ مَا فِيْهَا ، ثُمَّ يَمُرُّ بِهَا أُخْرَاهُمْ فَيَقُوْلُ : لَقَدْ كَانَ بِهٰذِهِ مَرَّةً مَاءٌ ، ثُمَّ يَسِيْرُوْنَ حَتَّى يَنْتَهُوْا إِلَى جَبَلِ بَيْتِ مَقْدِسٍ فَيَقُوْلُوْنَ : لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ ، هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ، فَيَرْمُوْنَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرُدُّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مُحْمَرًّا دَمًا ، وَيُحَاصَرُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُوْنَ رَأْسُ الثَّوْرِ يَوْمَئِذٍ خَيْرًا لأَحَدِهِمْ مِنْ مِائَةِ دِيْنَارٍ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ ، قَالَ فَيَرْغَبُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ إِلَى اللّٰهِ وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ : فَيُرْسِلُ اللّٰهُ إِلَيْهِمُ النَّغَفَ فِيْ رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُوْنَ فَرْسَى مَوْتَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، قَالَ : وَ يَهْبِطُ عِيْسَى وَأَصْحَابُهُ فَلاَ يَجِدُ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلاَّ وَقَدْ مَلأَتْهُ زَهَمَتُهُمْ وَ نَتَنُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ ، قَالَ فَيَرْغَبُ عِيْسَى إِلَى اللّٰهِ وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ فَيُرْسِلُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ ، قَالَ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ بِالْمَهْبِلِ وَ يَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ قِسِيِّهِمْ وَنُشَّابِهِمْ وَجِعَابِهِمْ سَبْعَ سِنِيْنَ . قَالَ وَيُرْسِلُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَطَرًا لاَيَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ وَبَرٍ وَلاَ مَدَرٍ ، قَالَ : فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ فَيَتْرُكُهَا كَالزَّلَفَةِ قَالَ : ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ أَخْرِجِيْ ثَمَرَتَكِ وَرُدِّيْ بَرَكَتَكِ فَيَوْمَئِذٍ

تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَ يَسْتَظِلُّونَ بِقَحْفِهَا وَ يُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى إِنَّ الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ لَيَكْتَفُونَ بِاللِّقْحَةِ مِنَ الْإِبِلِ ، وَإِنَّ الْقَبِيْلَةَ لَيَكْتَفُوْنَ بِاللِّقْحَةِ مِنَ الْبَقَرِ . وَإِنَّ الْفَخِذَ لَيَكْتَفُوْنَ بِاللِّقْحَةِ مِنَ الْغَنَمِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللّٰهُ رِيْحًا فَقَبَضَتْ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقَى سَائِرُ النَّاسِ يَتَهَارَجُوْنَ كَمَا تَتَهَارَجُ الْحُمُرُ فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ .

২২৪৩. আলী ইব্‌ন হুজর (র.)..... নাওওয়াস ইব্‌ন সামআন কিলাবী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাজ্জালের আলোচনা করেন এবং বিষয়টির ভীষণতা এবং নিকৃষ্টতা সবকিছু তুলে ধরেন। এমনকি আমাদের ধারণা হচ্ছিল, যে সে খেজুর বাগানে উপস্থিত রয়েছে।

নাওওয়াস (রা.) বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর কাছ থেকে ফিরে গেলাম। পরে বিকালে আবার তাঁর কাছে এলাম। তিনি আমাদের মাঝে দাজ্জালের ভীতির চিহ্ন দেখে বললেনঃ তোমাদের একি অবস্থা?

আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি সকালে দাজ্জালের আলোচনা করেছিলেন এবং বিষয়টির ভীষণতা ও নিকৃষ্টতা এমন উল্লেখ করেছিলেন যে, আমাদের মনে হচ্ছিল সে বুঝি খেজুর বাগানের কিনারে এসে হাজির।

তিনি বললেনঃ তোমাদের জন্য দাজ্জাল ছাড়া অন্য কিছুর অধিক আশংকা আমার রয়েছে। তোমাদের মাঝে আমার জীবদ্দশায় যদি এর আবির্ভাব হয় তবে আমিই তোমাদের পক্ষে এর বিরুদ্ধে বিতর্কে জয়ী হব। আর আমি যদি তোমাদের মাঝে না থাকি তখন যদি সে বের হয় তবে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের পক্ষে তার বিরুদ্ধে বিতর্ককারী হবে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমার স্থলে আল্লাহ্ তাআলা নিজেই সহায়ক হবেন।

দাজ্জাল হল এক যুবক। তার চুল অতিশয় কোঁকড়ান, চোখ তার স্থির। আবদুল উয্যা ইব্‌ন কাতান সদৃশ হবে। তোমাদের কেউ যদি তাকে পায় তবে সে যেন সূরাতুল কাহফ-এর শুরুর আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে।

তিনি আরো বলেনঃ শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে সে বের হবে। ডান দিক ও বাম দিক সে ফেতনা-ফাসাদের সৃষ্টি করে ফিরবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা দৃঢ় থাকবে।

আমরা বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, পৃথিবীতে তার কত দিনের অবস্থান হবে?

তিনি বললেনঃ চল্লিশ দিন; এক দিন হবে এক বছরের মত, এক দিন হবে এক মাসের মত, আর একদিন হবে এক সপ্তাহের মত, আর বাকী দিনগুলো হবে তোমাদেরই স্বাভাবিক দিনগুলোর মত।

আমরা বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, যে দিনটি হবে এক বছরের মত বড় সে দিন কি একদিনের সালাতই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে বলে আপনি মনে করেন?

তিনি বললেনঃ না, বরং তোমরা এর জন্য (স্বাভাবিক দিনের পরিমান) আন্দায করে নিবে (এবং সে হিসাবে সালাত আদায় করবে)।

আমরা বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, পৃথিবীতে কত দ্রুত হবে তার গতি?

তিনি বললেনঃ বায়ু তাড়িত মেঘমালার মত। কোন এক সম্প্রদায়ের কাছে আসবে। তাদেরকে সে নিজের দলে ডাকবে। কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করবে এবং তার দাবী প্রত্যাখ্যান করবে। সে তখন তাদের থেকে ফিরে আসবে আর তার পিছে পিছে তাদের সব সম্পদও চলে আসবে। তাদের হাতে আর কিছুই থাকবেনা। তারপর সে

আরেক সম্প্রদায়ের কাছে যাবে। সে তাদেরকে নিজের দিকে ডাকবে। তারা তার কথা গ্রহণ করবে এবং তাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিবে। তখন সে আকাশকে বৃষ্টি ঝরাতে নির্দেশ দিবে। তারপর তদনুসারে বৃষ্টি নামবে। যমীনকে সে উদ্ভিদ জন্মাতে নির্দেশ দিবে ফলে ফসল ফলবে। বিকালে তাদের পশুপালগুলো পূর্বের চেয়েও লম্বা কুঁজ, বিস্তৃত নিতম্ব, দুগ্ধপুষ্ট উলান বিশিষ্ট হয়ে ফিরে আসবে।

তারপর সে এক বিরান ধ্বংসস্তুপে আসবে। সেটিক লক্ষ্য করে বলবেঃ তোমার ধনভাণ্ডার বের করে দাও। তারপর সে এখান থেকে ফিরে আসবে আর যেভাবে রানী মৌমাছীকে ঘিরে ধরে অন্যগুলি তার অনুসরণ করে থাকে তেমনিভাবে সব ধনভাণ্ডার তার অনুসরণ করবে।

এরপর সে যৌবনে পরিপূর্ণ এক তরুণ যুবককে তার দিকে আহ্বান জানাবে। তাকে সে তলওয়ারের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে। পরে তাকে ডাকবে। যুবকটি (জীবিত হয়ে) হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে এগিয়ে আসবে।

এমতাবস্থায় এদিকে ঈসা (আ.) দুই ফিরিশ্তার পাখনায় তাঁর হাত রেখে গেরুয়া রঙ্গের বসনে শ্বেত-শুভ্র মিনারার কাছে পূর্ব দামিশ্কে অবতরণ করবেন। তাঁর মাথা নীচু করলে পানি ঝরতে থাকবে আর তা উঠানে মোতির মত ফোটায় ফোটায় পানি পড়বে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ যাকেই তাঁর শ্বাস প্রশ্বাস স্পর্শ করবে সেই মারা যাবে। চক্ষুর দৃষ্টি যেখানে গিয়ে শেষ হবে সেখানে পর্যন্ত তাঁর নিঃশ্বাসের বাতাস পৌঁছবে। তিনি দাজ্জালকে তালাশ করবেন এবং লুদ্ (বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী একটি শহর)-এর নগর দারওয়াজার কাছে তাকে পাবেন। তারপর তিনি একে হত্যা করবেন।

আল্লাহ যতদিন চান তিনি এভাবে বসবাস করবেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে ওয়াহী পাঠাবেনঃ আমার বান্দাদেরকে তূর পাহাড়ে সরিয়ে নাও। আমি আমার এমন একদল বান্দা নামাচ্ছি যাদের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা কারো নেই। এরপর আল্লাহ তাআলা ইয়াজূজ-মাজূজের দল পাঠাবেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার বিবরণ মত প্রতি 'উচ্চ ভূমি থেকে তারা ছুট আসবে'। তাদের প্রথম দলটি তাবারিয়া উপসাগর (শামে অবস্থিত একটি ছোট সাগর) অতিক্রম করাকালে এর মাঝে যা পানি আছে সব পান করে ফেলবে। এমন অবস্থা হবে যে, পরে তাদের শেষ দলটি যখন এই উপসাগর অতিক্রম করবে তখন তারা বলবে 'এখানে এক কালে হয়ত পানি ছিল'। আবার তারা চলবে এবং বায়তুল মুকাদ্দাস পর্বতে যেয়ে তাদের এই যাত্রার শেষ হবে। তারা পরস্পর বলবে; পৃথিবীতে যারা ছিল তাদরকে তো বধ করেছি এস এবার আসমানে যারা আছে তাদের শেষ করে দেই। তারপর তারা আসমানের দিকে তাদের তীর ছুড়বে। আল্লাহ তাআলা তাদের তীরগুলোকে রক্ত রঞ্জিত করে ফিরিয়ে দিবেন। ঈসা ইবন মারয়াম (আ.) ও তাঁর সঙ্গীগণ অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকবেন। তাদের অবস্থা এমন কঠিন হয়ে দাঁড়াবে যে, আজকে তোমাদের কাছে একশত স্বর্ণ মুদ্রার যে দাম তাদের কাছে তখন একটি ষাড়ের মাথাও তদপেক্ষা অনেক উত্তম বলে মনে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ তারপর ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীগণ আল্লাহর কাছে মিনতি জানাবেন। আল্লাহ তাআলা তাদের গর্দানে "নাগাফ" জাতীয় এক জীবাণু মহামারিরূপে প্রেরণ করবেন। তারা সব ধ্বংস হয়ে মরে যাবে যেন একটি মাত্র প্রাণের মৃত্যু হল। এরপর ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীগণ পাহাড় থেকে নেমে আসবেন, কিন্তু তারা এক বিঘৎ জায়গাও এমন পাবেন না যেখানে ইয়াজূজ-মা'জূজের গলিত চর্বি, রক্ত ও দুর্গন্ধ ছড়িয়ে না আছে। তারপর ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীগণ আল্লাহর কাছে আবার মিনতি জানাবেন। তখন আল্লাহ তাআলা উটের মত লম্বা গলা

বিশিষ্ট এক প্রকার পাখি প্রেরণ করবেন। পাখিগুলি ইয়াজূজ-মাজূজদের লাশ উঠিয়ে নীচু গর্তে নিয়ে ফেলে দিবে। মুসলিমগণ তাদের ফেলে যাওয়া ধনুকের জ্যা, তীর এবং তূনীর সাত বছর পর্যন্ত জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করবে। আল্লাহ্ তাআলা প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করবেন শহর বা গ্রামের কোন বাড়িঘরই তা থেকে রক্ষা পাবেনা। সমস্ত যমীন ধৌত হয়ে যাবে এবং তা আয়নার মত ঝক ঝকে হয়ে উঠবে।

পরে যমীনকে বলা হবে, তোমার সব ফল ও ফসল বের করে দাও, সব বরকত ফিরিয়ে দাও। এমন হবে যে সেদিন একটি আনার একদল লোক খেতে পারবে এবং একদল লোক এর খোসার নীচে ছায়া গ্রহণ করতে পারবে। দুধের মধ্যেও এমন বরকত হবে যে, একটি দুগ্ধবতী উট বহুসংখ্যক লোক বিশিষ্ট দলের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি দুগ্ধবতী গাভী একটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে, একটি দুগ্ধবতী ছাগল একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে।

এমন অবস্থায়ই তারা দিন গুযরান করতে থাকবে হঠাৎ আল্লাহ্ তাআলা এক হাওয়া চালাবেন। এই হাওয়া প্রত্যেক মুমিনের রূহ কবয করে নিয়ে যাবে। বাকী কেবল দুষ্ট লোকেরা থেকে যাবে। এরা গাধার মত নির্লজ্জ ভাবে নারী সঙ্গমে লিপ্ত হবে। এদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব। আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন জাবির (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ الدَّجَّالِ

অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের পরিচয়।

٢٢٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ . حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّجَّالِ فَقَالَ : أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلاَ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ ، عَيْنُهُ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَحُذَيْفَةَ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ وَأَسْمَاءَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَأَبِىْ بَكْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْفَلَتَانِ بْنِ عَاصِمٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ .

২২৪৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা সানআনী (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-কে দাজ্জাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেনঃ শুনে রাখ, তোমাদের রব তো কানা নন। শুনে রাখ দাজ্জালের ডান চোখ কানা। তার চোখটি যেন ফুলে উঠা একটি আঙ্গুর।

এ বিষয়ে সা'দ, হুযায়ফা, আবূ হুরায়রা, আসমা, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্, আবূ বাকরা, আইশা, আনাস, ইব্ন আব্বাস এবং ফালাতান ইব্ন 'আসিম (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ ; ইব্ন 'উমার (রা.)-এর রিওয়ায়াত সূত্রে গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّجَّالِ لاَيَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জাল মদীনা শরীফে প্রবেশ করতে পারবে না।

٢٢٤٥. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَأْتِي الدَّجَّالُ الْمَدِيْنَةَ فَيَجِدُ الْمَلاَئِكَةَ يَحْرُسُوْنَهَا فَلاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلاَ الدَّجَّالُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَمِحْجَنٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

২২৪৫. আবদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ খুযাঈ (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ দাজ্জাল মাদীনায় আসবে কিন্তু সে দেখতে পাবে যে, ফিরিশ্‌তাগণ তা পাহারা দিচ্ছেন। অতএব মদীনায় প্লেগ এবং দাজ্জাল ইনশাআল্লাহ্ প্রবেশ করতে পারবে না।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, ফাতিমা বিন্‌ত কায়স, মিহজান, উসামা ইব্‌ন যায়দ এবং সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি সাহীহ।

٢٢٤٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : الْإِيْمَانُ يَمَانٍ ، وَالْكُفْرُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، وَالسَّكِيْنَةُ لِأَهْلِ الْغَنَمِ ، وَالْفَخْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَدَّادِيْنَ أَهْلِ الْخَيْلِ وَأَهْلِ الْوَبَرِ ، يَأْتِي الْمَسِيْحُ إِذَا جَاءَ دُبُرَ أُحُدٍ صَرَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২৪৬. কুতায়বা (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ঈমান হল ইয়ামানে, কুফর হল পূর্ব দিকে, ছাগল ওয়ালাদের মধ্যে রয়েছে প্রশান্তি, অহংকার এবং রিয়াকারী রয়েছে উট ও ঘোড়ার পিছনে চিৎকারকারীদের মাঝে। মাসীহ-এ-দাজ্জাল আসবে, উহুদের পিছনে যখন সে পৌছবে ফিরিশ্‌তাগণ শামের দিকে তার চেহারা ফিরায়ে দিবেন। আর সেখানেই সে ধ্বংস হবে।

এ হাদীছটি সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَتْلِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ

অনুচ্ছেদ ঃ ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ.) কর্তৃক দাজ্জাল হত্যা।

٢٢٤٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عَمِّيْ مُجَمِّعَ بْنَ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدٍّ ·

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَنَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبِيْ بَرْزَةَ وَحُذَيْفَةَ بْنِ أَبِيْ أَسِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَكَيْسَانَ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَجَابِرٍ وَأَبِيْ أُمَامَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وَالنَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

২২৪৭. কুতায়বা (র.)....মুজাম্মি' ইব্ন জারিয়া আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছিঃ ইব্ন মারয়াম (ঈসা আ.) দাজ্জালকে লুদ্দ দ্বার প্রান্তে হত্যা করবেন।

এ বিষয়ে 'ইমরান ইব্ন হুসায়ন, নাফি' ইব্ন 'উতবা, আবূ বারযা, হুযায়ফা ইব্ন আসীদ, আবূ হুরায়রা, কায়সান, 'উছমান ইব্ন আবুল আস, জাবির, আবূ উমামা, ইব্ন মাসউদ, আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর, সামুরা ইব্ন জুন্দুব, নাওওয়াস ইব্ন সামআন, 'আমর ইব্ন 'আওফ এবং হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

٢٢٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ ، أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

২২৪৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....'আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ এমন কোন নবী নাই যিনি তাঁর উম্মাতকে কানা মিথ্যাবাদী (দাজ্জাল) সম্পর্কে সতর্ক না করেছেন। শোন, দাজ্জাল তো কানা। তোমাদের রব তো কানা নন। তার দুই চোখের মাঝখানে লেখা আছে "কাফির।"

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ذِكْرِ ابْنِ صَائِدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ইব্ন সায়্যাদ প্রসঙ্গে[১] বর্ণনা।

٢٢٤٩. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: صَحِبَنِي ابْنُ صَائِدٍ إِمَّا حُجَّاجًا وَإِمَّا مُعْتَمِرِيْنَ فَانْطَلَقَ النَّاسُ وَتُرِكْتُ أَنَا وَهُوَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ بِهِ اقْشَعَرَّتْ

১. মাদীনার জনৈক ইয়াহূদী বালক। তার মধ্যে দাজ্জালের কিছু আলামত বিদ্যমান ছিল। তার গতিবিধি ছিল সন্দেহজনক। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন কিছু বলেননি। কোন কোন সাহাবী তাকে দাজ্জাল বলে মনে করতেন। আলিমগণ বলেনঃ সে দাজ্জালদের একজন।

مِنْهُ وَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ مِمَّا يَقُوْلُ النَّاسُ فِيْهِ ، فَلَمَّا نَزَلْتُ قُلْتُ لَهُ : ضَعْ مَتَاعَكَ حَيْثُ تِلْكَ الشَّجَرَةِ . قَالَ : فَأَبْصَرَ غَنَمًا فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَانْطَلَقَ فَاسْتَحْلَبَ ، ثُمَّ أَتَانِيْ بِلَبَنٍ فَقَالَ لِيْ : يَا أَبَا سَعِيْدٍ اشْرَبْ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَشْرَبَ مِنْ يَدِهِ شَيْئًا لِمَايَقُوْلُ النَّاسُ فِيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : هٰذَا الْيَوْمُ يَوْمٌ صَائِفٌ ، وَإِنِّيْ أَكْرَهُ فِيْهِ اللَّبَنَ ، قَالَ لِيْ : يَا أَبَا سَعِيْدٍ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ حَبْلاً فَأُوْثِقَهُ إِلَى شَجَرَةٍ ثُمَّ اخْتَنِقَ لِمَا يَقُوْلُ النَّاسُ لِيْ وَفِيَّ ، أَرَأَيْتَ مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيْثِيْ فَلَنْ يَخْفَى عَلَيْكُمْ ؟ أَلَسْتُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّهُ كَافِرٌ وَأَنَا مُسْلِمٌ ؟ أَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّهُ عَقِيْمٌ لاَيُوْلَدُ لَهُ وَقَدْ خَلَفْتُ وَلَدِيْ بِالْمَدِيْنَةِ ؟ أَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَيَدْخُلُ أَوْلاَتَحِلُّ لَهُ مَكَّةُ ؟ أَلَسْتُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ ذَا أَنْطَلِقُ مَعَكَ إِلَى مَكَّةَ ، فَوَاللّٰهِ مَا زَالَ يَجِيْئُ بِهٰذَا حَتَّى قُلْتُ فَلَعَلَّهُ مَكْذُوْبٌ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا سَعِيْدٍ وَاللّٰهِ لَأُخْبِرَنَّكَ خَبَرًا حَقًّا ، وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأَعْرِفُهُ وَأَعْرِفُ وَالِدَهُ وَأَعْرِفُ أَيْنَ هُوَ السَّاعَةَ مِنَ الْأَرْضِ ، فَقُلْتُ : تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২৪১. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী (র.).....আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজ্জ (কিংবা উমরা)–এর সফরে ইব্ন সায়্যাদ আমার সঙ্গী হয়। লোকেরা চলে গেলে আমি এবং সে রয়ে গেলাম। আমি তার সাথে একা হয়ে গেলে তার সম্পর্কে লোকেরা যা বলাবলি করত তা ভেবে আমি ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। এক স্থানে বিশ্রামের জন্য আমি অবতরণ করলে তাকে বললামঃ ঐ গাছটার কাছে তোমার সামান–পত্র রাখ।

আবূ সাঈদ (রা.) বলেনঃ সে কিছু বকরী দেখতে পেয়ে একটি পেয়ালা নিয়ে সেদিকে গেল এবং কিছু দুধ দোহন করে আমার কাছে তা নিয়ে এল। আমাকে বললঃ আবূ সাঈদ, পান কর। মানুষ যেহেতু তার সম্পর্কে নানা কথা বলত তাই তার হাতে কিছু পান করতে আমার ভাল লাগছিলনা। তাই আমি তাকে বললামঃ আজকের দিনটি খুব গরম, এমন দিনে আমি দুধ পছন্দ করিনা।

সে বললঃ হে আবূ সাঈদ, লোকেরা যে আমাকে এবং আমার সম্পর্কে নানা কথা বলে সেই জন্য আমার ইচ্ছা হয় একটি দড়ি নিয়ে একটি গাছে বেধে ফাঁসি লাগিয়ে আত্মহত্যা করে ফেলি। তুমি কি মনে কর, আমার বিষয়টি কারো কাছে অস্পষ্ট থাকলেও তোমরা আনসারীদের কাছে তো আর কখনও অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। হে আনসার সম্প্রদায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীছ সম্পর্কে তোমরা কি সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত নও? রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেননি যে দাজ্জাল হল কাফির অথচ আমি মুসলমান। রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আরো বলেননি যে, সে হবে নিঃসন্তান তার কোন সন্তান থাকবে না। আর আমি তো মাদীনায় আমার সন্তান রেখে এসেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেননি যে, মক্কা এবং মদীনা তার জন্য হালাল নয় (সে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না)। আমি কি নিজে মদীনাবাসী নই আর এই তো এখন তোমার সঙ্গে মক্কায় চলছি।

আবূ সাঈদ (রা.) বলেনঃ আল্লাহর কসম, সে এমনভাবে একটার পর একটা যুক্তি উথাপন করতে লাগল যে আমি মনে মনে বললাম, হয়ত লোকটির সম্পর্কে লোকেরা মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। এরপর সে বললঃ হে আবূ

সাঈদ, আল্লাহর কসম, তোমাকে অবশ্যই আমি একটা সত্য খবর দিচ্ছি। আল্লাহর কসম ! আমি অবশ্যই তাকে (দাজ্জালকে) জানি, তার পিতাকে চিনি এবং এখন সে পৃথিবীর কোথায় আছে তা-ও আমি জানি।

আমি বললামঃ তোর জন্য ধ্বংস আসুক সারা দিন।

এ হাদীছটি হাসান।

٢٢٥٠. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ : لَقِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ابْنَ صَائِدٍ فِيْ بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ فَاحْتَبَسَهُ وَهُوَ غُلَامٌ يَهُوْدِيٌّ وَلَهُ ذُؤَابَةٌ وَمَعَهُ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : تَشْهَدُ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنْتَ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَاتَرَى ؟ قَالَ : أَرَى عَرْشًا فَوْقَ الْمَاءِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : تَرَى عَرْشَ إِبْلِيْسَ فَوْقَ الْبَحْرِ ، قَالَ : فَمَا تَرَى ؟ قَالَ أَرَى صَادِقًا وَكَاذِبَيْنِ أَوْ صَادِقَيْنِ وَكَاذِبًا ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لُبِسَ عَلَيْهِ فَدَعُوْهُ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِيْ ذَرٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَجَابِرٍ وَحَفْصَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

২২৫০. সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র.).....আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার কোন এক রাস্তায় ইব্‌ন সায়্যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাত হয়। তখন তিনি তাকে থামালেন। সে ছিল এক ইয়াহূদী বালক। তার চুল ছিল বেনীবদ্ধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আবূ বাকর এবং 'উমার (রা.)ও ছিলেন। তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তুমি কি স্বাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল ?

সে বলল ঃ আপনি কি স্বাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল ?

নবী ﷺ বললেনঃ আমি তো আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং শেষ দিনের উপর ঈমান এনেছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আরো বললেনঃ তুমি কি দেখতে পাও?

সে বললঃ পানির উপর একটি সিংহাসন দেখতে পাচ্ছি।

নবী ﷺ বললেনঃ সাগরের উপর ইবলীসের আসন দেখতে পাচ্ছ।

তিনি বললেনঃ আর কি দেখ?

সে বললঃ একজন সত্যবাদী ও দুজন মিথ্যাবাদী কিংবা দুজন সত্যবাদী ও একজন মিথ্যাবাদীকে দেখি।

নবী ﷺ বললেনঃ তার উপর বিষয়টি অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। অতএব তোমরা একে ছেড়ে দাও।

এ বিষয়ে 'উমার, হুসায়ন ইব্‌ন আলী, ইব্‌ন 'উমার, আবূ যার্‌র, ইব্‌ন মাসঊদ, জাবির এবং হাফসা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান।

٢٢٥١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ

أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَمْكُثُ أَبُو الدَّجَّالِ وَأُمُّهُ ثَلاَثِيْنَ عَامًا لاَ يُوْلَدُ لَهُمَا وَلَدٌ ثُمَّ يُوْلَدُ لَهُمَا غُلاَمٌ أَعْوَرُ أَضَرُّ شَيْءٍ وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً ، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَيَنَامُ قَلْبُهُ ، ثُمَّ نَعَتَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبَوَيْهِ ، فَقَالَ : أَبُوْهُ طِوَالٌ ضَرْبُ اللَّحْمِ كَأَنَّ أَنْفَهُ مِنْقَارٌ ، وَأُمُّهُ فِرْضَاخِيَّةٌ طَوِيْلَةُ الْيَدَيْنِ .

فَقَالَ أَبُوْ بَكْرَةَ : فَسَمِعْنَا بِمَوْلُوْدٍ فِي الْيَهُوْدِ بِالْمَدِيْنَةِ ، فَذَهَبْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبَوَيْهِ فَإِذَا نَعْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِمَا فَقُلْنَا هَلْ لَكُمَا وَلَدٌ ؟ فَقَالاَ مَكَثْنَا ثَلاَثِيْنَ عَامًا لاَيُوْلَدُ لَنَا وَلَدٌ ، ثُمَّ وُلِدَ لَنَا غُلاَمٌ أَضَرُّ شَيْءٍ وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً ، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ ، قَالَ : فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمَا فَإِذَا هُوَ مُنْجَدِلٌ فِي الشَّمْسِ فِيْ قَطِيْفَةٍ لَهُ وَلَهُ هَمْهَمَةٌ فَتَكَشَّفَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ : مَا قُلْتُمَا ؟ قُلْنَا وَهَلْ سَمِعْتَ مَاقُلْنَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، تَنَامُ عَيْنَايَ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِيْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ .

২২৫১. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুআবিয়া জুমাহী (র.)......আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবূ বাকরা তার পিতা আবূ বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ দাজ্জালের পিতা-মাতা ত্রিশ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তাদের কোন সন্তান হবে না। পরে তাদের এক কানা শিশুর জন্ম হবে। যা হবে সবচেয়ে ক্ষতিকর এবং অত্যন্ত অনুপোকারী। তার চোখ তো হবে নিদ্রিত কিন্তু অন্তর হবে না।

এরপর নবী ﷺ তার পিতা-মাতার বিবরণ দিলেন। বললেনঃ তার পিতা হবে লম্বা, পাতলা গড়নের। তার নাকটা যেন পাখির ঠোঁট। তার মা হবে স্থূলকায়, সুদীর্ঘ স্তন বিশিষ্ট মহিলা।

আবূ বাকরা (রা.) বলেন ঃ মদীনায় ইয়াহূদীদের একটি সন্তানের কথা শুনে আমি এবং যুবায়র ইব্‌ন 'আওওয়াম সেখানে গেলাম। আমরা তার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে দেখলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছিলেন এরা ঠিক তদ্রূপ। আমরা বললামঃ তোমাদের কোন সন্তান আছে কি?

তারা বললঃ ত্রিশ বছর আমাদের কোন সন্তান হয় নাই। এরপর একটি কানা বাচ্চা হয়েছে। সে সবচেয়ে ক্ষতিকর এবং কম উপকারী। তার দু'চোখ তো ঘুমায় কিন্তু তার অন্তর ঘুমায় না।

আবূ বাকরা (রা.) বলেনঃ আমরা তাদের ওখান থেকে বের হয়ে এলাম। হঠাৎ দেখি বালকটি একটি চাদর লেপটে রোদে শুয়ে আছে আর বিড় বিড় করছে। সে তার মাথা থেকে কাপড় সরাল, বলল, তোমরা কি বলছ?

আমরা বললাম ঃ আমরা কি বলেছি তুমি শুনেছ নাকি?

সে বলল ঃ হ্যাঁ, আমার দু'চোখ ঘুমায়, আমার অন্তর ঘুমায় না।

হাদীছটি হাসান-গারীব। হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

২২৫২. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ فِيْ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِيْ مَغَالَةَ وَهُوَ غُلاَمٌ : فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ : أَتَشْهَدُ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ،

فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ الْأُمِّيِّيْنَ ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ : أَتَشْهَدُ أَنْتَ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اٰمَنْتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَا يَأْتِيْكَ ؟ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ : يَأْتِيْنِيْ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنِّيْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْئًا ، وَخَبَأَ لَهُ(يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ) فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ : يَارَسُوْلَ اللهِ إِئْذَنْ لِيْ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنْ يَكُ حَقًّا فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَايَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِيْ قَتْلِهِ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : يَعْنِي الدَّجَّالَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২৫২. 'আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র.).......ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সাহাবীগণের এক দলসহ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ইব্‌ন সায়্যাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই দলে 'উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)ও ছিলেন। বানূ মাগালার উচুমহলের পাশে ইব্‌ন সায়্যাদ তখন কিছু বালকের সাথে খেলছিল। সেও ছিল একজন বালক। সে টের পাওয়ার আগেই রাসূলুল্লাহ ﷺ গিয়ে তার পিঠে হাত-চাপড় দিলেন। পরে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল ?

ইব্‌ন সায়্যাদ তাঁর দিকে তাঁকিয়ে বলল ঃ আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, আপনি উম্মীদের রাসূল।

আবূ সাঈদ (রা.) বলেন ঃ এরপর ইব্‌ন সায়্যাদ নবী ﷺ -কে বললঃ আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল ?

নবী ﷺ বললেনঃ আমিতো আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছি।

তারপর নবী ﷺ তাকে বললেন,ঃ কি আসে তোমার কাছে ?

ইব্‌ন সায়্যাদ বলল ঃ আমার কাছে সত্যও আসে মিথ্যাও আসে। নবী ﷺ বললেনঃ বিষয়টি তোমার কাছে মিশ্রিত হয়ে গেছে।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ আমি তোমার জন্য একটি বিষয় ধ্যানে লুকিয়ে রাখলাম বল তো কি ? তিনি يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ আয়াতটি গোপনে পাঠ করলেন।

ইব্‌ন সায়্যাদ বললঃ তা হল "দুখ"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ দূর হ, তুই কখনো তোর তাকদীর অতিক্রম করতে পারবিনা।

উমার (রা.) বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌, অনুমতি দিলে, আমি এর গর্দান উড়িয়ে দেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ এ যদি সত্যই (দাজ্জাল) হয়ে থাকে তবে তো তার উপর তোমার ক্ষমতা হবে না। আর যদি (দাজ্জাল) না হয়ে থাকে তবে একে হত্যা করা তো তোমার জন্য কল্যাণকর নয়।

রাবী আবদুর রাজ্জাক (র.) বলেন, শব্দটিতে দাজ্জালকে বুঝান হয়েছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্‌।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٢٥٣ . حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوْسَةٌ يَعْنِى الْيَوْمَ تَأْتِىْ عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ ·

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِىْ سَعِيْدٍ وَبُرَيْدَةَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ·

২২৫৩. হান্নাদ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ পৃথিবীতে এমন কোন ভূমিষ্ট প্রাণী নেই যার জীবনে একশ' বছর অতিবাহিত হবে।

এ বিষয়ে ইব্ন 'উমার, আবূ সাঈদ এবং বুরায়দা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান।

٢٢٥٤ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَأَبِىْ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ أَبِىْ حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ : قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِىْ أُخْرِ حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَوَهِلَ النَّاسُ فِىْ مَقَالَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ فِيْمَا يَتَحَدَّثُوْنَهُ مِنْ هٰذِهِ الْأَحَادِيْثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ أَنْ يَنْخَرِمَ ذٰلِكَ الْقَرْنُ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

২২৫৪. 'আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনের শেষ দিকে আমাদেরকে নিয়ে একরাতে ইশার সালাত আদায় করলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি দাঁড়ালেন এবং বললেনঃ আজকের এই রাতটিকে তোমরা লক্ষ্য করো, যারা আজ পৃথিবীতে আছে তাদের কেউ আজ থেকে একশ' বছর পর আর বেঁচে থাকবে না।

ইব্ন 'উমার (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্যে একশ' বছরের বিষয়ে লোকেরা যে আলাপ-আলোচনা করে তাতে তারা ভুল করে বসে। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আজকে যারা পৃথিবীতে আছে তাদের কেউ আর তখন জীবিত থাকবে না। এর মর্ম হল বর্তমানের এই যুগটি তখন শেষ হয়ে যাবে।[১]

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

---

১. বাস্তবেও তা হয়েছিল। একশ' বছরের মাথায় অর্থাৎ একশ' দশ হিজরী-সনে শেষ সাহাবী হযরত আবূ তুফায়ল আমির ইব্ন ওয়াছিলার ইন্তিকালের মাধ্যমে সাহাবীগণের যুগ শেষ হয়ে যায়। অন্য এক হাদীছে আছে এই কথাটি নবী ﷺ তাঁর ইন্তিকালের মাত্র এক মাস আগে বলেছিলেনঃ আর তাঁর ইন্তিকাল হয় একাদশ হিজরীর রাবীউল-আওওয়ালে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ বাতাসকে গাল–মন্দ করা নিষেধ।

٢٢٥٥. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ . حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَا تَسُبُّوا الرِّيْحَ . فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَاتَكْرَهُوْنَ فَقُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ . وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَأَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২৫৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন শাহীদ (র.).....উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা বাতাসকে গাল-মন্দ করবে না। তোমাদের অপছন্দনীয় কিছু দেখলে তখন বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ . وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ .

"হে আল্লাহ্ ! আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করি এই বাতাসের কল্যাণ, এবং তাতে নিহিত বিষয়ের কল্যাণ এবং সে যে বিষয়ে নির্দেশিত হয়েছে তার কল্যাণ। এবং তোমার কাছে পানাহ চাই এই বাতাসের অকল্যাণ থেকে, তাতে নিহিত বিষয়ের অমঙ্গল থেকে এবং সে যে বিষয়ে নির্দেশিত তার অকল্যাণ থেকে।

এ বিষয়ে 'আইশা, আবূ হুরায়রা, 'উছমান ইব্‌ন আবুল আস, আনাস, ইব্‌ন আব্বাস ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .....।

٢٢٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَضَحِكَ فَقَالَ : إِنَّ تَمِيْمًا الدَّارِيَّ حَدَّثَنِيْ بِحَدِيْثٍ فَفَرِحْتُ بِهِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ ، حَدَّثَنِيْ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِيْنَ رَكِبُوْا سَفِيْنَةً فِي الْبَحْرِ فَجَالَتْ بِهِمْ حَتّٰى قَذَفَتْهُمْ فِيْ جَزِيْرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ ، فَإِذَاهُمْ بِدَابَّةٍ لَبَّاسَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا فَقَالُوْا : مَاأَنْتِ ؟ قَالَتْ : أَنَا الْجَسَّاسَةُ . قَالُوْا :

فَأَخْبِرِيْنَا، قَالَتْ : لاَ أُخْبِرُكُمْ وَلاَ أَسْتَخْبِرُكُمْ وَلٰكِنِ ائْتُوْا أَقْصَى الْقَرْيَةِ فَإِنَّ ثَمَّ مَنْ يُخْبِرُكُمْ وَيَسْتَخْبِرُكُمْ ، فَأَتَيْنَا أَقْصَى الْقَرْيَةِ فَإِذَا رَجُلٌ مُوْثَقٌ بِسِلْسِلَةٍ ، فَقَالَ : أَخْبِرُوْنِيْ عَنْ عَيْنِ زُغَرَ قُلْنَا مَلْأَى تَدْفُقُ . قَالَ : أَخْبِرُوْنِيْ عَنِ الْبُحَيْرَةِ ؟ قُلْنَا مَلْأَى تَدْفُقُ ، قَالَ : أَخْبِرُوْنِيْ عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ الَّذِيْ بَيْنَ الْأُرْدُنِ وَفِلَسْطِيْنَ هَلْ أَطْعَمَ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : أَخْبِرُوْنِيْ عَنِ النَّبِيِّ هَلْ بُعِثَ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ أَخْبِرُوْنِيْ كَيْفَ النَّاسُ إِلَيْهِ ؟ قُلْنَا سِرَاعٌ ، قَالَ : فَنَزَّ نَزْوَةً حَتَّى كَادَ ، قُلْنَا : فَمَا أَنْتَ ؟ قَالَ : إِنَّهُ الدَّجَّالُ ، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ الْأَمْصَارَ كُلَّهَا إِلاَّ طَيْبَةَ وَطَابَةُ : الْمَدِيْنَةُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ قَتَادَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ .

২২৫৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......ফাতিমা বিনত কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং হাসলেন। পরে বললেনঃ তামীম দারী আমাকে একটি বিষয় বর্ণনা করেছে। বিষয়টি শুনে আমি খুশী হয়েছি। সুতরাং তোমাদেরকে সে বিষয়টি বর্ণনা করতে আমি ভাল মনে করি। ফিলিস্তিনবাসী কিছু লোক জাহাজে সওয়ার হয়ে সমুদ্র-যাত্রা করছিল। পথে তারা ঝড়ে পড়ে দিকভ্রান্ত হয়ে যায় এবং তারা সাগরের এক অজানা দ্বীপে যেয়ে নিপতিত হয়। সেখানে এক বিভ্রান্তকারী প্রাণীর তারা দেখা পায়। এর চুল ছিল চতুর্দিকে বিস্তৃত। তাঁরা বলল ঃ তুমি কে ?

প্রাণীটি বলল আমি হলাম জাস্‌সাসা (অনুসন্ধানী)।

তারা বলল ঃ আমাদের কিছু অনুসন্ধান দাও।

প্রাণীটি বলল ঃ তোমাদের আমি কিছু জানাবনা এবং তোমাদের কাছে কিছু জানতেও চাইব না। বরং তোমরা এই বস্তীটির শেষ ভাগে চল। সেখানে এমন একজন আছে যে তোমাদের কিছু জানাতে পারবে এবং তোমাদের কাছ থেকে কিছু জানতেও চাইবে।

তারপর আমরা বস্তীটির শেষ প্রান্তে গেলাম। দেখি, সেখানে একটি লোককে জিঞ্জির দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। সে বলল ঃ আমাকে তোমরা যুগার (শামের এক এলাকা) ঝর্ণা সম্পর্কে বলতো ? আমরা বললাম ঃ সেটি তো পানি ভর্তি। এখনো পানি সবেগে প্রবাহিত হচ্ছে। সে বললঃ তাবারীয়া উপসাগর কেমন বলতো ? আমরা বললাম, সেটি তো পানিতে পরিপূর্ণ, সবেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে।

সে বললঃ জর্ডন এবং ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী বায়সান খেজুর উদ্যানটি কেমন? এখনও কি ফল উৎপাদিত হয়?

আমরা বললাম ঃ হ্যাঁ।

সে বলল ঃ নবী সম্পর্কে বলতো, তিনি কি আবির্ভূত হয়েছেন।

আমরা বললাম ঃ হ্যাঁ।

সে বলল ঃ মানুষ তাঁর দিকে কেমন ধাবিত হচ্ছে ?

আমরা বললাম ঃ খুবই দ্রুত।

তামীম দারী বলেন ঃ (এই কথা শুনে) সে এমন এক লম্ফ দিল যে বন্ধন ছিন্ন করে ফেলছিল প্রায়।

আমরা বললাম ঃ তুমি কে?

সে বলল ঃ আমিই দাজ্জাল।

এ দাজ্জাল তায়বা ছাড়া সব ঘরেই প্রবেশ করবে। তায়বা হল মাদীনা।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। কাতাদা - শা'বী (র.) সূত্রে রিওয়ায়াতটি গারীব। একাধিক রাবী শা'বী - ফাতিমা বিনত কায়স (রা.) সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢٢٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدَبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لاَ يَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ ، قَالُوْا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ ؟ قَالَ : يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاَءِ لِمَا لاَ يُطِيْقُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২২৫৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).....হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ নিজেকে অপদস্থ করা কোন মু'মিনের উচিত নয়। সাহাবীগণ বললেন ঃ নিজেকে অপদস্থ করবে কেমন করে?

তিনি বললেন ঃ এমন কঠিন বিষয়ে লিপ্ত হওয়া যার শক্তি তার নেই।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢٢٥٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا ، قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَصَرْتُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا ؟ قَالَ : تَكُفُّهُ عَنِ الظُّلْمِ فَذَاكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ : عَنْ عَائِشَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২৫৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম মুআদদিব (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ যালিম হোক বা মযলূম সর্বাবস্থায় তোমার ভাইকে সাহায্য করবে।

বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মাযলূম হলে তো সাহায্য করেছিই কিন্তু যালিম অবস্থায় তাকে সাহায্য করব কিভাবে?

তিনি বললেন ঃ যুলম থেকে ফিরিয়ে রাখা হল তাকে তোমার সাহায্য করা।

এ বিষয়ে 'আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ......... ।

٢٢٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا ، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ ، وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتَتَنَ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ : عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ .

২২৫৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ যে গ্রামে বাস করে সে হয় কঠোর, যে ব্যক্তি শিকারের পিছনে ঘুরে সে হয় গাফেল আর যে ব্যক্তি বাদশাহের দ্বারে যায় সে ফিতনায় নিপতিত হয়।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব। ছাওরী (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

٢٢٦٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّكُمْ مَنْصُوْرُوْنَ وَمُصِيْبُوْنَ وَمَفْتُوْحٌ لَكُمْ فَمَنْ أَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ وَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ ، مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২৬০. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)......আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ তার পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা অবশ্যই বিজয়ী হবে, ধনসম্পদ প্রাপ্ত হবে এবং অনেক অঞ্চল তোমরা জয় করবে। তোমাদের মধ্যে যে ঐ যামানা পাবে সে যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে, সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজের নিষেধ করে। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার উপর মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন জাহান্নামকেই তার আবাস বানিয়ে নেয়।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٢٦١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَحَمَّادٍ وَعَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ سَمِعُوْا أَبَاوَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْفِتْنَةِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا ، قَالَ حُذَيْفَةُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَالَ عُمَرُ : لَسْتُ عَنْ هٰذَا أَسْأَلُكَ وَلٰكِنْ عَنِ الْفِتْنَةِ الَّتِىْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ ؟ قَالَ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا ، قَالَ عُمَرُ : أَيُفْتَحُ أَمْ يُكْسَرُ ؟ قَالَ : بَلْ يُكْسَرُ ، قَالَ : إِذًا لاَ يُغْلَقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . قَالَ أَبُوْ وَائِلٍ فِىْ حَدِيْثِ حَمَّادٍ : فَقُلْتُ لِلْمَسْرُوْقٍ سَلْ حُذَيْفَةَ عَنِ الْبَابِ ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ : عُمَرُ .
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

২২৬১. মাহ্মূদ ইব্ন গায়লান (র.)......হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, 'উমার (রা.) একদিন বললেনঃ ফিতনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলে গিয়েছেন সে বিষয়ে তোমাদের কার বেশী মনে আছে ?

হুযায়ফা (রা.) বললেনঃ আমার। কোন ব্যক্তির পরিবার-পরিজন, ধন সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে যে ফিতনা অর্থাৎ ক্রটি-বিচ্যুতি হয় সে সবগুলোর তো সালাত, সাওম, সাদাকা, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদি নেক আমল দ্বারা কাফ্ফারা হয়ে যায়।

'উমার (রা.) বললেনঃ এ বিষয়ে আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি না। আমি তো জানতে চাই সেই ফিতনা সম্পর্কে যা সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় তরঙ্গ তুলে আসবে।

তিনি বললেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনার এবং ঐ ফেতনার মাঝে একটি রুদ্ধ কপাট আছে।

'উমার (রা.) বললেন ঃ তা কি খোলা হবে, না ভাঙ্গা হবে ?

তিনি বললেন ঃ না, তা ভাঙ্গা হবে।

'উমার (রা.) বললেন ঃ তা হলে তো কিয়ামত পর্যন্ত আর তা বন্ধ হবে না।

হাম্মাদ (র.) এর রিওয়ায়াতে আছে যে, আবূ ওয়াইল (র.) বলেন, আমি মাসরূককে বললাম, হুযায়ফা (রা.)-কে কপাটটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি তখন হুযায়ফা (রা.)-কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ তা হল স্বয়ং 'উমার (রা.)।

এ হাদীছটি সাহীহ্।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٢٦٢. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيُّ . حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِيْ حُصَيْنٍ عَنِ

الشَّعْبِيِّ عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعَةٌ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ ، فَقَالَ اسْمَعُوْا : هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِيْ أُمَرَاءُ ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُوَ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لَانَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ مِسْعَرٍ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، قَالَ هٰرُوْنُ : فَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، قَالَ هٰرُوْنُ : وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ وَلَيْسَ بِالنَّخْعِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ مِسْعَرٍ ۔

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ ۔

২২৬২. হারূন ইব্ন ইসহাক হামদানী (র.)........কা'ব ইব্ন 'উজরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হুজরা থেকে আমাদের কাছে বের হয়ে এলেন। আমরা সেখানে ছিলাম নয়জন। পাঁচজন আরব আর চার জন অনারব (বা এর বিপরীত)। তিনি বললেনঃ তোমরা শোন, তোমরা কি শুনেছ যে আমার মৃত্যুর পর অচিরেই এমন কিছু শাসক হবে, যারা তাদের কাছে যাবে এবং তাদের মিথ্যাচারকে সমর্থন করবে আর তাদের যুলুমে তাদের সহযোগিতা করবে তারা আমার নয় এবং আমিও তাদের নই। তারা হাওযে কাওছারে আমার কাছে পৌঁছতে পারবে না। কিন্তু যারা তাদের কাছে যাবেনা, তাদের যুলুমের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা করবে না এবং তাদের মিথ্যাচারের সমর্থন করবে না তারা আমার আর আমিও তাদের, তারা হাওযে কাওছারে আমার কাছে আসতে পারবে।

এ হাদীছটি সাহীহ-গারীব। মিসআর (র.) বর্ণিত হাদীছটি এ সূত্র ছাড়া আমাদের কিছু জানা নাই।

হারূন (র.) বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল ওয়াহহাব - সুফইয়ান -আবূ হুসাইয়ন - শা'বী - আসিম আদাবী - কা'ব ইব্ন উজ্রা (রা.) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হারূন (র.) বলেন ঃ মুহাম্মাদ (র.) এটিকে সুফইয়ান - যুবায়দ - ইবরাহীম, ইনি নাখঈ নন - কা'ব ইব্ন উজরা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মিসআর (র.)-এর রিওয়ায়াতের (২২৬০ নং) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এ বিষয়ে হুযায়ফা ও ইব্ন 'উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢٢٦٣. حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِيُّ بْنُ بِنْتِ السُّدِّيِّ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَاكِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اَلصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلَى دِيْنِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَعُمَرُ بْنُ شَاكِرٍ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ قَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .

২২৬৩. ইসমাঈল ইব্‌ন মূসা ফাযারী ইব্‌ন বিনত সুদ্দী কূফী (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মানুষের এমন এক যামানা আসবে যে যামানায় দীনের উপর সুদৃঢ় ব্যক্তির অবস্থা হবে জ্বলন্ত অংগার মুষ্টিতে ধারণকারী ব্যক্তির মত।

হাদীছটি এ সূত্রে গারীব। একাধিক হাদীছবিশেষজ্ঞ আলিম 'উমার ইব্‌ন শাকির (র.)-এর বরাতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইনি হলেন একজন বসরাবাসী মুহাদ্দিছ।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢٢٦٤. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ أَخْبَرَنِيْ مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا مَشَتْ أُمَّتِيْ بِالْمُطَيْطِيَاءِ وَخَدَمَهَا أَبْنَاءُ الْمُلُوْكِ أَبْنَاءُ فَارِسَ وَالرُّوْمِ سُلِّطَ شِرَارُهَا عَلَى خِيَارِهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ .

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ الْوَاسِطِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، وَلَا يُعْرَفُ لِحَدِيْثِ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَصْلٌ إِنَّمَا الْمَعْرُوْفُ حَدِيْثُ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، وَقَدْ رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ مُرْسَلًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

২২৬৪. মূসা ইব্‌ন আবদুর রহমান কিন্দী (র.)......ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মাত যখন দর্পভরে হাটবে এবং বাদশাহযাদারা অর্থাৎ ইরান ও রোম সম্রাটের বংশধররা তাদের খেদমতে নিয়োজিত হবে তখন তাদের উত্তম লোকদের উপর দুষ্ট লোকদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া হবে।

এ হাদীছটি গারীব। আবূ মুআবিয়া (র.) এটি ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ আনসারী (রা.)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল ওয়াসিতী (র.) ইব্‌ন 'উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

আবূ মুআবিয়া - ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ - আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার - ইব্‌ন 'উমার (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটির মূল সম্পর্কে কিছু জানা নাই। মূসা ইব্‌ন উবায়দা-এর রিওয়ায়াতটি (২২৬৪ নং) হল প্রসিদ্ধ। মালিক ইব্‌ন আনাস (র.) হাদীছটি ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র.)-এর বরাতে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। এ সনদে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার - ইব্‌ন 'উমার (রা.)-এর উল্লেখ করেন নি।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٢٦٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ : عَصَمَنِى اللّٰهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ : مَنِ اسْتَخْلَفُوْا ؟ قَالُوْا : ابْنَتَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ إِمْرَأَةً ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ تَعْنِى الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَصَمَنِى اللّٰهُ بِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২৬৫. মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র.).......আবূ বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এমন একটি বিষয় আমি শুনেছিলাম যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রক্ষা করেছিলেন। কিসরা নিহত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা কাকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছে ? লোকেরা বলল ঃ তার কন্যাকে। নবী ﷺ বললেনঃ যে সম্প্রদায় নারীকে কর্তৃত্বাধিকারী বানায় সে সম্প্রদায়ের কখনও কল্যাণ হতে পারে না।

এরপর 'আইশা (রা.) যখন (আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে সেনাদল নিয়ে) বসরা আগমন করেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঐ বাণী স্মরণ করলাম। তারপর এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে (আলী (রা.)-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে) বাঁচিয়ে নিলেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٢٦٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ عَلَى أُنَاسٍ جُلُوْسٍ فَقَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ ؟ قَالَ : فَسَكَتُوْا ، فَقَالَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا ، قَالَ : خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ ، وَشَرُّكُمْ مَنْ لاَيُرْجَى خَيْرُهُ وَلاَ يُؤْمَنُ شَرُّهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২৬৬. কুতায়বা (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার কিছু সংখ্যক উপবিষ্ট লোকের মাঝে এসে দাঁড়ালেন। বললেনঃ তোমাদের মাঝে সবচেয়ে মন্দ এবং সবচেয়ে ভাল কে সে সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করব কি ?

তিনি এরূপ তিনবার বললেন। শেষে একজন বললেনঃ অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাদের অবহিত করুন আমাদের সবচেয়ে উত্তম কে এবং সবচেয়ে মন্দ কে ?

তিনি বললেনঃ তোমাদের মাঝে উত্তম হল সেই ব্যক্তি যার কল্যাণের আশা করা হয় এবং যার অনিষ্ট থেকে

সকলেই নিরাপদ থাকে। আর তোমাদের মাঝে মন্দ হল সেই ব্যক্তি যার থেকে কল্যাণের কোন আশা করা যায়না এবং যার অনিষ্ট থেকে কেউ নিরাপদ বোধ করে না।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٢٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ حُمَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِ أُمَرَائِكُمْ وَشِرَارِهِمْ ؟ خِيَارُهُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَتَدْعُوْنَ لَهُمْ وَيَدْعُوْنَ لَكُمْ ، وَشِرَارُ أُمَرَائِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ حُمَيْدٍ وَمُحَمَّدٌ يُضَعَّفُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .

২২৬৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....'উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেনঃ তোমাদের সবচেয়ে ভাল শাসক এবং সবচেয়ে মন্দ শাসক সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করব কি? সবচেয়ে ভাল আমীর হলেন তারা যাদের তোমরা ভালবাস এবং যারা তোমাদেরকেও ভালবাসে, যাদের জন্য তোমরা দু'আ কর এবং যারা তোমাদের জন্য দু'আ করে। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট আমীর হল তারা যাদের তোমরা ঘৃণা কর এবং যারা তোমাদের ঘৃণা করে। যাদের তোমরা লা'নত কর এবং যারা তোমাদের লা'নত করে।

এ হাদীছটি গারীব। মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ হুমায়দ (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই। আর মুহাম্মদ তাঁর স্মরণ শক্তির দিক থেকে যঈফ বলে বিবেচ্য।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٢٦٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مُحْصِنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّهُ سَيَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ تَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ، فَقِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ لاَ : مَا صَلَّوْا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২৬৮. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.).......উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন: অচিরেই তোমাদের এমন কিছু শাসক হবে যাদের কিছু আমল তো হবে ভাল এবং তাদের কিছু আমল হবে মন্দ।

যে ব্যক্তি মন্দকাজের প্রতিবাদ করবে সে মুক্তি পেয়ে যাবে, যে ব্যক্তি তাদের ঘৃণা করবে সেও বেঁচে যাবে কিন্তু যে ব্যক্তি তার উপর সন্তুষ্ট হবে এবং তার অনুসরণ করবে (তারা মুক্তি পাবেনা)।

বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না?

তিনি বললেন: না, যতদিন তারা সালাত আদায় করবে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٢٦٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَشْقَرُ . حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالاَ : حَدَّثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ ، وَأُمُوْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَطْنِهَا ، وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلاَءَكُمْ ، وَأُمُوْرُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ صَالِحِ الْمُرِّيِّ ، وَصَالِحٌ الْمُرِّيُّ فِيْ حَدِيْثِهِ غَرَائِبُ يَنْفَرِدُ بِهَا لاَ يُتَابَعُ عَلَيْهَا وَهُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ .

২২৬৯. আহমাদ ইব্‌ন সাঈদ আশকার (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন তোমাদের সর্বোত্তম লোকরা হবে তোমাদের আমীর, ধনীরা হবে দানশীল, তোমাদের বিষয়াদি হবে পরামর্শ ভিত্তিক তখন যমীনের ভূ পৃষ্ঠ তোমাদের জন্য উত্তম হবে তার ভূতল থেকে হবে। আর যখন তোমাদের মন্দ লোকেরা হবে তোমাদের আমীর, ধনীরা হবে কৃপণ আর বিষয়াদি হবে মেয়েদের হাতে ন্যাস্ত তখন যমীনের উদর হবে তোমাদের জন্য এর উপরিভাগ থেকে উত্তম।

এ হাদীছটি গারীব। সালিহ মুররী (র.)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই। সালিহ-এর রিওয়ায়াত বহু গারীব, যার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। তবে তিনি একজন সৎ ব্যক্তি।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٢٧٠. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْجُوْزَجَانِيُّ . حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّكُمْ فِيْ زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ ثُمَّ يَأْتِيْ زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ .

২২৭০. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকূব জূযাজানী (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমরা এমন এক যুগে আছ যে, তোমাদের কেউ যদি নির্দেশিত বিষয়ের এক দশমাংশও ছেড়ে দেয় তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর এমন এক যুগ আসছে যে, কেউ যদি নির্দেশিত বিষয়ের এক দশমাংশও আমল করে তবুও সে নাজাত পেয়ে যাবে।

এ হাদীছটি গারীব। নু'আয়ম ইব্ন হাম্মাদ – সুফইয়ান ইব্ন 'উয়ায়না (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা।

এই বিষয়ে আবূ যার্র ও আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٢٧١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : هٰهُنَا أَرْضُ الْفِتَنِ وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ يَعْنِيْ حَيْثُ يَطْلُعُ جِذْلُ الشَّيْطَانِ أَوْ قَالَ : قَرْنُ الشَّيْطَانِ .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২৭১. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.)......ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে দাঁড়িয়ে পূর্বের দিকে ইশারা করে বললেনঃ ঐ দিকেই হল ফিতনার এলাকা যেখান থেকে শয়তানের শিং (কিংবা বলেছেন) সূর্যের কিনারার উদয় হয়।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٢٧٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : تَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ رَايَاتٌ سُوْدٌ لاَ يَرُدُّهَا شَيْئٌ حَتّٰى تُنْصَبَ بِإِيْلِيَاءَ .

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

২২৭২. কুতায়বা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ খুরাসান থেকে (মাহদী (আ.)-এর সমর্থনে) কৃষ্ণ বর্ণের পতাকাবাহী সৈন্যদল বের হবে। অবশেষে তা বায়তুল মুকাদ্দাসে স্থাপিত করা হবে। কোন কিছুই তা প্রতিহত করতে পারবে না।

এ হাদীছটি গারীব।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الرُّؤْيَا

স্বপ্ন অধ্যায়

بَابُ أَنْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিনের স্বপ্ন হল নবুওওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

٢٢٧٣. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ ، وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيْثًا ، وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَالرُّؤْيَا ثَلَاثٌ : فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللّٰهِ ، وَالرُّؤْيَا مِنْ تَحْزِيْنِ الشَّيْطَانِ وَالرُّؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَايَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيَتْفُلْ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ . قَالَ : وَأُحِبُّ الْقَيْدَ فِي النَّوْمِ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ الْقَيْدُ : ثَبَاتٌ فِي الدِّيْنِ .

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২৭৩. নাসর ইব্ন আলী (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন কিয়ামতের সময় সন্নিকট হবে তখন মু'মিনের স্বপ্ন খুব কমই মিথ্যা হবে, যে ব্যক্তি অধিক সত্যবাদী তার স্বপ্নও অধিক সত্য হবে। মুসলিমের স্বপ্ন হল নুবুওওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।

স্বপ্ন হল তিন ধরণের। সৎ স্বপ্ন হল আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ স্বরূপ। আরেক ধরনের স্বপ্ন হল শয়তানের পক্ষ থেকে মু'মিনের জন্য ক্লেশ স্বরূপ। অপর এক স্বপ্ন হল মানুষ মনে যা ভাবে তা স্বপ্নে দেখে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অপছন্দনীয় কিছু দেখে তবে সে যেন উঠে যায় এবং (বাম দিকে) থু থু নিক্ষেপ করে আর মানুষকে যেন তা না বলে।

তিনি আরো বলেন ঃ স্বপ্নে পায়ের বেড়ী দেখা আমি ভালবাসি। আর গলার বেড়ী দেখা আমার কাছে অপছন্দনীয়। পায়ের বেড়ী হল দীনের ক্ষেত্রে দৃঢ়তার প্রতীক।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٢٧٤.حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ. حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِيِّ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ قَالَ : وَحَدِيْثُ عُبَادَةَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

২২৭৪. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).....'উবাদা ইবনুস সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ মুমিনের স্বপ্ন হল নবুওওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আবূ রাযীন উকায়লী, আনাস, আবূ সাঈদ, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর, আওফ ইব্ন মালিক ও ইব্ন 'উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উবাদা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি সাহীহ।

بَابُ ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ

অনুচ্ছেদ ঃ নবুওওয়াতের যুগ চলে গিয়েছে তবে সুসংবাদ প্রদান এখনও বাকী।

٢٢٧٥.حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ . حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ . حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ قَالَ . حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِيْ وَلَا نَبِيَّ ، قَالَ : فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : لٰكِنِ الْمُبَشِّرَاتُ . قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ ؟ قَالَ : رُؤْيَا الْمُسْلِمِ وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَحُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ كُرْزٍ وَأَبِيْ أَسِيْدٍ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ .

২২৭৫. হাসান ইব্ন মুহাম্মদ যা'আফরানী (র.)......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রিসালত ও নবুওওয়াতের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। আমার পরে কোন রাসূলও নেই কোন নবীও নেই।

আনাস (রা.) বলেনঃ লোকদের কাছে বিষয়টি খুবই কঠিন মনে হল। তখন নবী ﷺ বললেন, তবে মুবাশ্-শিরাত এখনও বাকী আছে।

সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মুবাশ্শিরাত কি?

তিনি বললেন ঃ মুসলিমের স্বপ্ন। আর তা হল নুবুওওয়াতের অংশগুলির মধ্যে অংশ বিশেষ ।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, হুযায়ফা ইব্ন আসীদ, ইব্ন আববাস এবং উম্মু কুরয (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। মুখতার ইব্ন ফুলফুল (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্রে গারীব।

بَابُ قَوْلِهِ "لَهُمُ الْبُشْرَى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا"

অনুচ্ছেদ ঃ তাদের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে।

٢٢٧٦. **حَدَّثَنَا** ابْنُ أَبِىْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى (لَهُمُ الْبُشْرَى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) فَقَالَ : مَا سَأَلَنِىْ عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : مَا سَأَلَنِىْ عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْذُ أُنْزِلَتْ ، هِىَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ : عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

২২৭৬. ইব্‌ন আবূ 'উমার (র.)........জনৈক মিসরবাসী ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আবূ দারদা (রা.)-কে আল্লাহর বাণী (لَهُمُ الْبُشْرَى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) "তাদের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে" [সূরা ইউনুস ১০ ঃ ৬৪] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয়ে আমার প্রশ্নের পর আজ পর্যন্ত তুমি এবং আরেক জন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ আমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেনি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন ঃ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত তুমি ছাড়া আর কেউ আমার কাছে এ বিষয়ে জানতে চায়নি। সুসংবাদ হল, সত্য স্বপ্ন যা কোন মুসলিম দেখে বা তার সম্পর্কে অন্য কাউকে দেখানো হয়।

এ প্রসঙ্গে 'উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান।

٢٢٧٧. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ : أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالأَسْحَارِ .

২২৭৭. কুতায়বা (র.)......আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ সবচেয়ে সত্য স্বপ্ন হল সেহরীর সময়ের স্বপ্ন।

٢٢٧٨. **حَدَّثَنَا** حمَدُ بنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ . حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَعِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ : نُبِّئْتُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ (لَهُمُ الْبُشْرَى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) ؟ قَالَ : هِىَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ أَوْ تُرَى لَهُ .

قَالَ حَرْبٌ فِىْ حَدِيْثِهِ : حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ أَبِىْ كَثِيْرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

২২৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি (لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) আল্লাহ্‌ তা'আলার এ বাণী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ তা হল সত্যস্বপ্ন যা মুমিন দেখে বা তার সম্পর্কে অন্য কাউকে দেখানো হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِيْ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ–এর বাণী "যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখে সে অবশ্যই আমাকে দেখেছে"।

٢٢٧٩. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِيْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِيْ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ : عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ قَتَادَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ وَأَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيْهِ وَأَبِيْ بَكْرَةَ وَأَبِيْ جُحَيْفَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখে সে অবশ্যই আমাকে দেখেছে কারণ, শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আবূ কাতাদা, ইব্‌ন 'আব্বাস, আবূ সাঈদ, জাবির, আনাস, আবূ মালিক আশজাঈ তার পিতার বরাতে, আবূ বাকরা এবং আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান–সাহীহ।

بَابُ إِذَا رَأَى فِي الْمَنَامِ مَا يَكْرَهُ مَا يَصْنَعُ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে অপছন্দনীয় কিছু দেখলে কি করবে।

٢٢٨٠. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : الرُّؤْيَا مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ : عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ .

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২৮০. কুতায়বা (র.)......আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ভালো স্বপ্ন হল আল্লাহর পক্ষ থেকে আর দুঃস্বপ্ন হল শয়তানের পক্ষ থেকে। কেউ যদি স্বপ্নে অপছন্দনীয় কিছু দেখে তবে সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে, আর এর অনিষ্ট থেকে যেন আল্লাহর কাছে পানাহ চায়। ফলে তার কোন ক্ষতি করবে না।

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর, আবূ সাঈদ, জাবির ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِي تَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا

অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান।

٢٢٨١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ وَكِيْعَ بْنَ عُدُسٍ عَنْ أَبِيْ رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ ، وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَالَمْ يَتَحَدَّثْ بِهَا ، فَإِذَا تَحَدَّثَ بِهَا سَقَطَتْ .

قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ : وَلاَ يُحَدِّثُ بِهَا إِلاَّ لَبِيْبًا أَوْ حَبِيْبًا .

২২৮১. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).........আবূ রাযীন উকায়লী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মুমিনের স্বপ্ন হল নুবুওওয়াতের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। যতক্ষণ পর্যন্ত এ সম্পর্কে আলোচনা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ হলো পাখীর পায়ে ঝুলন্ত জিনিসের মত। আর এ বিষয়ে আলোচনা করা হলে তা যেমন পা থেকে পড়ে গেল অর্থাৎ তাবীর অনুযায়ী ফল ঘটবে।

আবূ রাযীন (রা.) বলেন ঃ আমার ধারণায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছিলেন, সুতরাং কোন বিবেকবান বা বন্ধু ছাড়া কারো সঙ্গে স্বপ্নের আলোচনা করবে না।

٢٢٨٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيْعِ بْنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِيْ رَزِيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : رُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَالَمْ يُحَدِّثْ بِهَا فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَأَبُوْ رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِيُّ اسْمُهُ لَقِيْطُ بْنُ عَامِرٍ . وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ : عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ فَقَالَ عَنْ وَكِيْعِ بْنِ حُدُسٍ . وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبُوْ عَوَانَةَ وَهُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيْعِ بْنِ عُدُسٍ وَهٰذَا أَصَحُّ .

২২৮২. হুসাইন ইব্ন আলী খাল্লাল (র.)......আবূ রাযীন (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মুসলিমের স্বপ্ন হয় নবুওওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয় কারো সঙ্গে আলোচনা না করে ততক্ষণ তা পাখির পায়ের ঝুলন্ত জিনিষের মত। কিন্তু কারো সঙ্গে আলোচনা করে ফেললে (প্রদত্ত তা'বীর অনুসারেই) তা ঘটে যায়।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবূ রাযীন 'উকায়লী (রা.)-এর নাম হল লাকীত ইব্ন 'আমির। হাম্মাদ (র.) এটি ইয়া'লা ইব্ন 'আতা (র.)-এর বরাতে রিওয়ায়াত করতে গিয়ে সনদে রাবী ওয়াকী'র পিতার নাম হুদুস বলে উল্লেখ করেছেন। আর

শু'বা, আবূ আওয়ানা এবং হুশায়ম ইয়া'লা ইব্‌ন আতা (র.)-এর বরাতে 'উদ্দুসরূপে উল্লেখ করেছেন। আর এটিই অধিকতর সাহীহ।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٢٨٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِيْ عُبَيْدِ اللهِ السُّلَيْمِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ . حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ : فَرُؤْيَا حَقٌّ ، وَرُؤْيَا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ ، وَرُؤْيَا تَحْزِيْنٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَمَنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ ، وَكَانَ يَقُوْلُ : يُعْجِبُنِي الْقَيْدُ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ الْقَيْدُ : ثَبَاتٌ فِي الدِّيْنِ وَكَانَ يَقُوْلُ : مَنْ رَآنِيْ فَإِنِّيْ أَنَا هُوَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِيْ ، وَكَانَ يَقُوْلُ : لَا تُقَصُّ الرُّؤْيَا إِلَّا عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ .

وَفِي الْبَابِ : عَنْ أَنَسٍ وَأَبِيْ بَكْرَةَ وَأُمِّ الْعَلَاءِ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَأَبِيْ مُوْسَى وَجَابِرٍ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২৮৩. আহমাদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ সুলায়মী বাসরী (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ স্বপ্ন তিন ধরনের। একটি হল সত্য স্বপ্ন, আরেকটি হল মানুষ মনে মনে যা ভাবে স্বপ্নে তা দেখে, আরেকটি হল শয়তানের পক্ষ থেকে দুর্ভাবনায় ফেলার জন্য। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি অপছন্দনীয় কিছু স্বপ্নে দেখে তবে সে যেন উঠে কিছু সালাত আদায় করে।

নবী ﷺ আরো বলেনঃ পায়ের বেড়ী স্বপ্ন দেখা আমার কাছে পছন্দনীয় কিন্তু গলার বেড়ী দেখা আমি পছন্দ করি না। পায়ের বেড়ী হল দিলের উপর দৃঢ়তার প্রতীক।

তিনি আরও বললেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখবে সে আমাকেই দেখবে। কারণ শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে সক্ষম নয়।

তিনি আরও বললেন ঃ বিজ্ঞ আলিম বা শুভাকাংখী ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকে তুমি স্বপ্ন বলবে না।

এ বিষয়ে আনাস, আবূ বাকরা, উম্মুল 'আলা, ইব্‌ন 'উমার, আইশা, আবূ সাঈদ, জাবির, আবূ মূসা, ইব্‌ন আব্বাস এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ فِي الَّذِيْ يَكْذِبُ فِيْ حُلْمِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি মিথ্যা স্বপ্ন বলে।

٢٢٨٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِيْ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ كَذَبَ فِيْ حُلْمِهِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدَ شَعِيْرَةٍ ·

২২৮৪. মাহ্‌মূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি স্বপ্ন-বিষয়ে মিথ্যা বলে কিয়ামতের দিন তাকে (শাস্তি হিসাবে) যবের দানা গিঁট লাগাতে বাধ্য করা হবে।

٢٢٨٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلٰى عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ·

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ·

وَفِي الْبَابِ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ شُرَيْحٍ وَوَاثِلَةَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَهٰذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيْثِ الْأَوَّلِ ·

২২৮৫. কুতায়বা (র.).........আলী (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এ বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা, আবূ শুরায়হ, ওয়াছিলা ইব্‌ন আসকা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ রিওয়ায়াতটি (২২৮৫ নং) প্রথমটি –(২২৮৪)–এর তুলনায় অধিক সাহীহ।

٢٢٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ . حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ وَلَنْ يَعْقِدَ بَيْنَهُمَا ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

২২৮৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).........ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বলবে কিয়ামতের দিন তাকে দু'টি যবের দানায় গিঁট লাগাতে বাধ্য করা হবে। অথচ কখনও সে তাতে গিঁট লাগাতে পারবে না।

এ হাদীছটি সাহীহ।

بَابٌ فِيْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ : اللَّبَنَ وَالْقُمُصَ

অনুচ্ছেদ ঃ দুধ ও জামা সম্পর্কে নবী ﷺ –এর স্বপ্ন।

٢٢٨٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِيْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالُوْا : فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : الْعِلْمَ ·

قَالَ وَفِي الْبَابِ : عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ بَكْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَخُزَيْمَةَ وَالطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ وَسَمُرَةَ وَأَبِيْ أُمَامَةَ وَجَابِرٍ ·

قَالَ حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ـ

২২৮৭. কুতায়বা (র.)......ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ আমি ঘুমে ছিলাম, এমন সময় আমার কাছে দুধের একটি পেয়ালা আনা হল। আমি তা থেকে দুধ পান করলাম এবং উচ্ছিষ্ট অংশ উমার ইব্ন খাত্তাব-কে দিলাম।

সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এর কি তাবীর করেন?

তিনি বললেন ঃ ইলম।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আবূ বাকরা, ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম, খুযায়মা, তুফায়ল ইব্ন সাখবারা, সামুরা, আবূ উমামা এবং জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি সাহীহ।

٢٢٨٨. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرَيْرِيُّ الْبَلْخِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُوْنَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ أَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ قَالُوْا : فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : الدِّيْنَ ـ

২২৮৮. হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মাদ জুরায়রী বলখী (র.)...... অনেক সাহাবী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি ঘুমে ছিলাম। দেখি, মানুষদেরকে আমার সামনে পেশ করা হচ্ছে। তাদের গায়ে জামা। এর কোনটি বুক পর্যন্ত পৌছেছে, আর কোনটি এর চেয়েও নীচ পর্যন্ত পৌছেছে। তারপর আমার সামনে উমার কে পেশ করা হল। আর তার গায়ে ছিল এমন একটি জামা যা তিনি হেঁচড়ে চলেছেন।

সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি এর কি ব্যাখ্যা করলেন ?

তিনি বললেন ঃ এ হল দীন।

٢٢٨٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ . قَالَ وَهٰذَا أَصَحُّ ـ

২২৮৯. 'আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এটি অধিকতর সাহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ الْمِيْزَانَ وَالدَّلْوَ

অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়ি-পাল্লা এবং বালতি সম্পর্কে নবী ﷺ-এর স্বপ্ন।

٢٢٩٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيْزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُوْ بَكْرٍ

فَرَجَحْتَ أَنْتَ بِأَبِيْ بَكْرٍ ، وَوُزِنَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُوْ بَكْرٍ ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيْزَانُ ، فَرَأَيْنَا الْكَرَاهِيَةَ فِيْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২২৯০. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.).......আবূ বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন বললেনঃ তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি?

এক ব্যক্তি বলল ঃ আমি দেখেছি। দেখলাম, একটি দাঁড়ি-পাল্লা আসমান থেকে নেমে এসেছে। এতে আপনাকে এবং আবূ বাকর-কে ওযন করা হয়। এতে আবূ বকরের চেয়ে আপনার ওযন হয় অধিক। পরে আবূ বাকর ও 'উমার-এর ওযন করা হয়। এতে 'উমারের চেয়ে আবূ বকরের ওযন হয় অধিক। এরপর 'উমার ও উছমানের ওযন করা হয় এতে উমারের ওযন হয় অধিক। এরপর দাঁড়ি-পাল্লা উঠিয়ে নেওয়া হয়।

তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারায় উদ্বেগ লক্ষ্য করলাম।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ

٢٢٩١ . حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ . حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ : عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ وَرَقَةَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ إِنَّهُ كَانَ صَدَّقَكَ وَلٰكِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أُرِيْتُهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذٰلِكَ .

قَالَ . هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ بِالْقَوِيِّ .

২২৯১. আবূ মূসা আনসারী (র.)........আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ওয়ারাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। খাদীজা (রা.) বলেছিলেন, ওয়ারাকা তো আপনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলেন। তবে আপনার প্রকাশ্যে দাওয়াতের পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ স্বপ্নে আমাকে তাঁকে দেখানো হয়। তাঁর পরনে ছিল সাদা রঙের পোষাক। তিনি যদি জাহান্নামী হতেন তবে তাঁর পোষাক অন্য রঙের হত।

এ হাদীছটি গারীব, রাবী উছমান ইবন আবদুর রহমান হাদীস বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিতে শক্তিশালী নন।

٢٢٩٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ . أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوْا فَنَزَعَ أَبُوْ بَكْرٍ ذَنُوْبًا أَوْ ذَنُوْبَيْنِ فِيْهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَنَزَعَ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِيْ فَرْيَهُ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ .

وَهٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ .

২২৯২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).....আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে আবূ বাকর (রা.) ও উমার (রা.) প্রসঙ্গে নবী ﷺ-এর স্বপ্ন সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি দেখলাম যে, মানুষ সব একত্রিত হয়েছে।-আবূ বাকর একটি কূপ থেকে এক বালতি বা দুই বালতি পানি টেনে তুললেন। তার মাঝে কিছু দৌর্বল্য ছিল। আল্লাহ্ তাঁর মাগফিরাত করুন। এরপর 'উমার দাঁড়ালেন, তিনি পানি টানা শুরু করলেন। বালতিটি একটি বিরাট আকার ধারণ করল। কোন শক্তিমান ব্যক্তিকে তার মত কাজ করতে দেখি নি। এমনকি লোকেরা সেখানে উটশালা বানিয়ে ফেলে।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এ হাদীছটি সাহীহ্। ইব্‌ন উমার (রা.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব।

٢٢٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ . أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ وَهِيَ الْجُحْفَةُ وَأَوَّلْتُهَا وَبَاءَ الْمَدِيْنَةِ يُنْقَلُ إِلَى الْجُحْفَةِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

২২৯৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).....আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে নবী ﷺ-এর একটি স্বপ্ন সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী ﷺ বলেছেন ঃ উসকু-খুসকু চুল বিশিষ্টা এক কাল বর্ণা নারীকে মদীনা থেকে বের হয়ে মাহইয়াআ অর্থাৎ জুহফায় গিয়ে দাঁড়াতে দেখলাম। তখন আমি ব্যাখ্যা দিলাম যে মদীনার রোগ-বালাই জুহফায় স্থানান্তরিত হয়ে গেল।

এ হাদীছটি সাহীহ-গারীব।

٢٢٩٤. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : فِي آخِرِ الزَّمَانِ لاَتَكَادُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيْثًا ، وَالرُّؤْيَا ثَلاَثٌ : الْحَسَنَةُ بُشْرَى مِنَ اللّٰهِ ، وَالرُّؤْيَا يُحَدِّثُ الرَّجُلُ بِهَا نَفْسَهُ ، وَرُؤْيَا تَحْزِيْنٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ .

قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: يُعْجِبُنِي الْقَيْدُ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ الْقَيْدُ : ثَبَاتٌ فِي الدِّيْنِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَيُّوْبَ مَرْفُوْعًا . وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ وَوَقَفَهُ .

২২৯৪. হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, শেষ যামানায়

মু'মিনের স্বপ্ন খুব কমই মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। যে ব্যক্তি বেশী সত্যবাদী হবে তার স্বপ্নও বেশী সত্য হবে। স্বপ্ন তিন ধরনেরঃ ভাল স্বপ্ন হল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুসংবাদ; আরেক স্বপ্ন হল একজন মনে মনে যা ভাবে; আরেক স্বপ্ন হল শয়তানের পক্ষ থেকে দুর্ভাবনায় ফেলার জন্য। তোমাদের কেউ যদি অপছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখে তবে সে যেন এর কথা কারো সাথে আলোচনা না করে, বরং তখন সে যেন উঠে কিছু সালাত আদায় করে নেয়।

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন ঃ আমার পছন্দ হল পায়ের বেড়ী দেখা। গলার বেড়ী দেখা আমি পছন্দ করি না। পায়ের বেড়ী হল দীনের উপর দৃঢ়তার প্রতীক।

তিনি আরো বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিনের স্বপ্ন নুবুওওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।

আবদুল ওয়াহহাব ছাকাফী (র.)-এর এ হাদীছটি আয়্যূব (র.) থেকে মারফূ' রূপে বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র.) এটি আয়্যূব (র.) থেকে মওকূফ রূপে বর্ণনা করেছেন।

٢٢٩٥. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ وَهُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِيْ يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَهَمَّنِيْ شَأْنُهُمَا فَأُوْحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَنْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا كَاذِبَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِيْ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا مُسَيْلِمَةُ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ وَالْعَنْسِيُّ صَاحِبُ صَنْعَاءَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২২৯৫. ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ জাওহারী বাগদাদী (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার দুই হাতে যেন দু'টো স্বর্ণের কঙ্কন। বিষয়টি আমাকে চিন্তিত করে তোলে। তারপর আমার কাছে ওয়াহী হল আমি যেন দু'টোতে ফুঁক দিই। আমি উভয়টির উপর ফুঁক দিলাম। ফলে এগুলো উড়ে যায়।

তখন এ দু'টির তাবীর করলাম যে, আমার পর দুই মিথ্যাবাদির অবির্ভাব হবে। একজন হল ইয়ামামার অধিবাসী মুসায়লামা আরেক জন হল সানআর অধিবাসী আনাসী।

এ হাদীছটি সাহীহ-গারীব।

٢٢٩٦. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّيْ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ ظُلَّةً يَنْطِفُ مِنْهَا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَسْتَقُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَرَأَيْتُ سَبَبًا وَاصِلاً مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَأَرَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَكَ فَعَلاَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَعَلاَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ فَقُطِعَ بِهِ ، ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلاَ بِهِ ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : أَيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ وَاللّٰهِ لَتَدَعَنِّيْ

اَعْبُرْهَا فَقَالَ : اَعْبُرْهَا ، فَقَالَ : أَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَأَمَّا مَا يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَهُوَ الْقُرْآنُ لِينُهُ وَحَلَاوَتُهُ، وَأَمَّا الْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ فَهُوَ الْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ مِنْهُ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ فَأَخَذْتَ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُوْ بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُوْ بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُوْ أَىْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَتُحَدِّثَنِّيْ أَصَبْتُ أَوْ أَخْطَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا ، قَالَ : أَقْسَمْتُ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّي لَتُخْبِرَنِّيْ مَا الَّذِيْ أَخْطَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لاَ تُقْسِمْ ·

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

২২৯৬. হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মাদ (র.)......ইব্ন আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) হাদীছ বর্ণনা করতেন যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখলাম, একটি ছায়া মেঘ, তা থেকে ঘী এবং মধু ঝরছে। আর লোকেরা তাদের হাত দিয়ে তা পান করছে। কেউ বেশী পাচ্ছে কেউ পাচ্ছে কম। আরো দেখলাম একটি রজ্জু আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত মিলানো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে দেখলাম রজ্জুটি ধরে উপরে উঠে গেলেন। আপনার পর আরেকজন ধরল সেও উঠে গেল, তারপর আরেক জন ধরল সেও উঠে গেল। এরপর অন্য একজন ধরল কিন্তু রজ্জুটি ছিড়ে গেল। তারপর আবার জোড়া লাগল তখন সেও উঠে গেল।

আবূ বাকর (রা.) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান, আল্লাহ্‌র কসম, এটির ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য আমাকে সুযোগ দিন।

তিনি বললেন ঃ আচ্ছা ব্যাখ্যা দাও।

আবূ বাকর বললেন ঃ ছায়া মেঘটি হল ইসলামের ছায়া। ঘী এবং মধু হল কুরআনের কোমলতা এবং মিষ্টতা। বেশী লাভকারী এবং কম লাভকারী হল কুরআন থেকে বেশী লাভকারী এবং কম লাভকারী। আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত লাগানো রজ্জুটি হল যে সত্যে আপনি প্রতিষ্ঠিত তা। আপনি সেটি ধারণ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এর মাধ্যমে উচ্চে উঠিয়ে নিয়েছেন ,পরে আরেক জন তা ধারণ করেছেন তিনিও উঠে গিয়েছেন, এরপর আরেক জন তা ধারণ করেছেন তিনিও উঠে গিয়াছেন। এরপর আরেক জন ধারণ করেছেন। কিন্তু এটি ছিন্ন হয়ে যায় পরে আবার জোড়া লাগল এবং তিনিও উঠে গেলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে বলুন, আমি সঠিক ব্যাখ্যা করেছি না তাতে ভুল করেছি?

নবী ﷺ বললেনঃ কিছু ঠিক বলেছ কিছু ভুল বলেছ।

তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান, আমি কসম দিয়ে বলছি আমি কি ভুল বলেছি তা আমাকে বলে দিন।

নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি কসম দিবেনা।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٢٩٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيْ رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا صَلَّى بِنَا الصُّبْحَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ وَقَالَ : هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَيُرْوَى هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَوْفٍ وَجَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيْ رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ قِصَّةٍ طَوِيْلَةٍ ، قَالَ : وَهٰكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيْرٍ مُخْتَصَرًا .

২২৯৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আমাদের নিয়ে ফাজরের সালাত আদায় করতেন তখন লোকদের প্রতি চেহারা ফিরিয়ে নিয়ে বলতেনঃ তোমাদের কেউ কি রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছ?

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আওফ ও জারীর ইব্‌ন হাযিম- আবূ রাজা - সামুরা (রা.) সূত্রেও এটি নবী ﷺ থেকে একটি দীর্ঘ হাদীছ-রূপে বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)ও এই হাদীছটি সংক্ষিপ্ত আকারে ওয়াহব ইব্‌ন জারীর (র.) এর বরাতে আমাদের রিওয়ায়াত করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

সাক্ষ্য অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ أَيُّهُمْ خَيْرٌ

অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম সাক্ষ্যদানকারী কে।

٢٢٩٨. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيْ عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ الَّذِيْ يَأْتِيْ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا .

২২৯৮. আনসারী (র.)......যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেনঃ আমি কি তোমাদের উত্তম সাক্ষ্যপ্রদানকারীর কথা বলব? সে হল ঐ ব্যক্তি যে সাক্ষ্য তলব করার আগেই সাক্ষ্য প্রদান করে।

٢٢٩٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ نَحْوَهُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ عَمْرَةَ قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَقُوْلُوْنَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ عَمْرَةَ .

وَاخْتَلَفُوْا عَلَى مَالِكٍ فِيْ رِوَايَةِ هٰذَا الْحَدِيْثِ، فَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِيْ عَمْرَةَ ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِيْ عَمْرَةَ، وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَهٰذَا أَصَحُّ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيْثِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ غَيْرُ هٰذَا الْحَدِيْثِ ، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ أَيْضًا ، وَأَبُوْ عَمْرَةَ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَلَهُ حَدِيْثُ الْغُلُوْلِ ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَقُوْلُوْنَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ عَمْرَةَ .

২২৯৯. আহমাদ ইব্‌নুল হাসান (র.)........মালিক (র.) থেকে এটি বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন আবূ আমরা (র.) বলেন ঃ এ হাদীছটি হাসান। অধিকাংশ মুহাদ্দিছ আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ 'আমরা

বলে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীছটির রিওয়ায়াতে রাবীগণ মালিক (র.) থেকে রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে মত পার্থক্য করেছেন। কেউ কেউ রিওয়ায়াত করেছেন আবূ 'আমরা বলে। আর কেউ কেউ রিওয়ায়াত করেছেন ইবন আবূ আমরা বলে। ইনি হলেন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ 'আমরা আনসারী। আমাদের মতে এটিই অধিক সাহীহ। কেননা মালিক (র.) ব্যতীত অন্য সনদে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ 'আমরা – যায়দ ইব্ন খালিদ (রা.) সূত্রের উল্লেখ রয়েছে। আবূ 'আমরা – যায়দ ইব্ন খালিদ (রা.) সূত্রে এটি ছাড়া অন্য হাদীছ বর্ণিত আছে। সেটি অবশ্য সাহীহ। আবূ 'আমরা হলেন যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম। আবূ 'আমরা (র.)-এর বরাতে তাঁর গনীমতে খিয়ানত করা সম্পর্কিত একটি হাদীছও বর্ণিত আছে।

٢٣٠٠. **حَدَّثَنَا** بِشْــرُ بْنُ اٰدَمَ بْنُ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ . حَدَّثَنَا أُبَىُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ . حَدَّثَنِىْ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَازِمٍ . حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ حَدَّثَنِىْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ عَمْرَةَ . حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا .

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৩০০. বিশর ইব্ন আদাম ইব্ন বিনত আযহার সাম্মান (র.)......যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ সর্বোত্তম সাক্ষী হল ঐ ব্যক্তি যে সাক্ষ্য তলবের আগেই সাক্ষ্য প্রদান করে।

এ হাদীছটি হাসান, এ সূত্রে গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ لاَ تَجُوْزُ شَهَادَتُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ যার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

٢٣٠١. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِىُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَــةٍ ، وَلاَ مَجْلُوْدٍ حَدًّا وَلاَ مَجْلُوْدَةٍ ، وَلاَ ذِىْ غِمْــرٍ لِأَخِيْهِ ، وَلاَ مُجَرَّبِ شَهَادَةٍ ، وَلاَ الْقَانِعِ أَهْلَ الْبَيْتِ لَهُمْ ، وَلاَ ظَنِيْنٍ فِىْ وَلاَءٍ وَلاَ قَرَابَةٍ .

قَالَ الْفَزَارِىُّ : اَلْقَانِعُ التَّابِعُ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ يَزِيْدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِىِّ وَيَزِيْدُ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ ، وَلاَ يُعْرَفُ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِهِ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْــدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْــرٍو قَالَ : وَلاَ نَعْــرِفُ مَعْنَى هٰذَا الْحَدِيْثِ وَلاَ يَصِحُّ عِنْدِىْ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ ، وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِىْ هٰذَا أَنَّ شَهَادَةَ الْقَرِيْبِ جَائِزَةٌ لِقَرَابَتِهِ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِىْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلَمْ يُجِزْ أَكْــثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ شَهَادَةَ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ ، وَلاَالْوَلَدِ لِلْوَالِدِ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا

كَانَ عَدْلاً فَشَهَادَةُ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ جَائِزَةٌ ، وَكَذَٰلِكَ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوْا فِيْ شَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيْهِ أَنَّهَا جَائِزَةٌ ، وَكَذَٰلِكَ شَهَادَةُ كُلِّ قَرِيْبٍ لِقَرِيْبِهِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَاتَجُوْزُ شَهَادَةٌ لِرَجُلٍ عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ عَدْلاً إِذَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ ، وَذَهَبَ إِلَى حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ صَاحِبِ إِحْنَةٍ ، يَعْنِيْ صَاحِبَ عَدَاوَةٍ ، وَكَذَٰلِكَ مَعْنَى هٰذَا الْحَدِيْثِ حَيْثُ قَالَ : لَاتَجُوْزُ شَهَادَةُ صَاحِبِ غِمْرٍ لِأَخِيْهِ ، يَعْنِيْ صَاحِبَ عَدَاوَةٍ .

২৩০১ কুতায়বা (র.).........আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় খিয়ানতকারী পুরুষের, খিয়ানতকারী নারীর, তুহমত আরোপের কারণে যে পুরুষ এবং নারীকে হদস্বরূপ বেত লাগান হয়েছে তাদের, বিদ্বেষ পোষণকারীর যার সম্পর্কে সে বিদ্বেষ রাখে, পরীক্ষিত মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীর, কোন পরিবারের পক্ষে তাদের সেবক ব্যক্তির এবং আযাদকৃত হওয়ার বা আত্মীয় হওয়ার সন্দেহযুক্ত ব্যক্তির।

বর্ণনাকারী ফাযারী বলেন ঃ اَلْقَانِعُ অর্থ اَلتَّابِعُ আশ্রিত। এ হাদীছটি গারীব। ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ দিমাশকী-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই। আর ইয়াযীদ হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ বলে গণ্য, তার সূত্র ব্যতীত যুহরী (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবেও এটি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি না। এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটির বিস্তারিত মর্ম সম্পর্কেও আমাদের কিছু জানা নাই এবং আমাদের কাছে এটি সনদের দিক থেকেও সাহীহ নয়।

আলিমগণের আমল রয়েছে যে, নিকট আত্মীয়ের পক্ষে আরেক আত্মীয়ের সাক্ষ্য প্রদান জায়েয। তবে সন্তানের পক্ষে পিতার সাক্ষ্য এবং পিতার পক্ষে সন্তানের সাক্ষ্য গ্রহণ করার বিষয়ে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ আলিম পিতার পক্ষে সন্তানের সাক্ষ্য এবং সন্তানের পক্ষে পিতার সাক্ষ্য জায়েয বল মত দেন না। কোন কোন আলিম বলেছেন যদি 'আদিল বা ন্যায়নিষ্ঠ হয় তবে সন্তানের পক্ষে পিতার সাক্ষ্য প্রদান জায়েয। এমনিভাবে পিতার পক্ষে সন্তানের সাক্ষ্য প্রদানও জায়েয।

ভাইয়ের পক্ষে অপর এক ভাইয়ের সাক্ষ্য প্রদান জায়েয হওয়ার বিষয়ে কোন ইখতিলাফ নেই। এমনিভাবে প্রত্যেক নিকট আত্মীয়ের পক্ষে তার কোন আত্মীয়ের সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রেও ইখতিলাফ নেই।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন ঃ যাদের পরস্পরে দুশমনী আছে তাদের একজনের বিরুদ্ধে আরেক জনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি আবদুর রহমান ইব্ন আ'রাজ (র.)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত এ হাদীছটিকে দলীল হিসাবে পেশ করেছেনঃ বিদ্বেষ পোষণকারীর সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য নয়। لَاتَجُوْزُشَهَادَةُ غِمْرٍ হাদীছটির মর্মও তাই।

حِنَة এবং غِمْرٍ এর অর্থ হল শত্রুতা, বিদ্বেষ।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ شَهَادَةِ الزُّوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান।

٢٣٠٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ فَاتِكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ : يَاأَيُّهَا النَّاسُ عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ إِشْرَاكًا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ بْنِ زِيَادٍ وَاخْتَلَفُوْا فِيْ رِوَايَةِ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ زِيَادٍ ، وَلاَ نَعْرِفُ لِأَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ سَمَاعًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَدِ اخْتَلَفُوْا فِيْ رِوَايَةِ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ زِيَادٍ .

২৩০২. আহমাদ ইব্ন মানী (র.)........আয়মান ইব্ন খুরায়ম (র.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে লোকেরা! মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকে আল্লাহ্র সঙ্গে শিরক করার সমপর্যায়ের বলে গণ্য করা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করলেন।

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ .

তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা বলা থেকে। [সূরা হাজ্জ ২২ঃ ৩০]।

সুফাইয়ান ইব্ন যিয়াদ (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবেই এ হাদীছটিকে আমরা জানি। সুফাইয়ান ইব্ন যিয়াদ থেকে এটির রিওয়ায়াতে বর্ণনাকারীদের মতপার্থক্য রয়েছে। আয়মান ইব্ন খুরায়ম (র.) কোন কিছু নবী ﷺ থেকে শুনেছেন বলে আমরা জানি না।

٢٣٠٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ الْعُصْفُرِيُّ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَسَدِيِّ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ : صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالشِّرْكِ بِاللّٰهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْآيَةَ : وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا عِنْدِيْ أَصَحُّ ، وَخُرَيْمُ بْنُ فَاتِكٍ لَهُ صُحْبَةٌ ، وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَحَادِيْثَ وَهُوَ مَشْهُوْرٌ .

২৩০৩. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.)......খুরায়ম ইব্ন ফাতিক আসাদী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করার পর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকে আল্লাহ্র সঙ্গে শিরক করার সমপর্যায়ের বলে গণ্য করা হয়েছে। তিনবার তিনি একথা বললেন। এরপর তিলাওয়াত করলেন وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এটিই আমার কাছে অধিকতর সাহীহ্। আর খুরায়ম ইব্ন ফাতিক সাহাবী। নবী ﷺ থেকে তিনি বেশ কিছু হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি প্রসিদ্ধ।

٢٣٠٤. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ أَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ قَالَ : فَمَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ .
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو .

২৩০৪. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র.)......আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বাকরা তার পিতা আবূ বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের আমি সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব কি? সাহাবীরা বললেনঃ অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ।

তিনি বললেনঃ আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা, পিতা-মাতার না ফরমানী করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া (কিংবা বলেছেন) মিথ্যা কথা বলা।

আবূ বাকরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এতবার কথাটি বলতে থাকলেন যে, আমরা ভাবতে লাগলাম, তিনি যদি চুপ করতেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابٌ مِنْهُ

এতদ্সম্পর্কে আরো একটি অনুচ্ছেদ।

٢٣٠٥. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثَلاَثًا ، ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِهِمْ يَتَسَمَّنُوْنَ وَيُحِبُّوْنَ السِّمَنَ يُعْطُوْنَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوْهَا .
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، وَأَصْحَابُ الْأَعْمَشِ إِنَّمَا رَوَوْا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .
حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ : وَمَعْنَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ يُعْطُوْنَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوْهَا إِنَّمَا يَعْنِي شَهَادَةَ الزُّوْرِ يَقُوْلُ: يَشْهَدُ أَحَدُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدَ .

২৩০৫. ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র.).......ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, সর্বোত্তম যুগ হল আমার যুগ, এরপর যারা হবে অব্যবহিত পরে।

এরপর যারা হবে অব্যবহিত পরে, এর পর যারা হবে অব্যবহিত পরে। এই তিনটি যুগের কথা তিনি বললেন।

পরবর্তীতে এমন এক সম্প্রদায় আসবে যারা হবে স্থূলকায় এবং যারা স্থূলকায় হওয়া ভালবাসবে। তারা সাক্ষ্য চাওয়ার আগেই সাক্ষ্য দিতে যাবে।

আ'মাশ – আলী ইব্ন মুদরিক (র.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীছটি গারীব। আ'মাশের অন্যান্য শাগির্দগণ এটিকে আ'মাশ – হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ – ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) সনদে রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ আম্মার হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র.)........ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এটি মুহাম্মাদ ইব্ন ফুযায়লের রিওয়ায়াত (২৩০৫ নং) থেকে অধিক সাহীহ।

কোন কোন আলিম বলেনঃ "তারা সাক্ষী তলবের আগেই স্বাক্ষ্য প্রদান করবে"-হাদীছে এ কথাটির মর্ম হল এরা মিথ্যা সাক্ষী দিবে। তিনি বলেন, সাক্ষী না হয়ে কারোর সাক্ষ্য প্রদান।

٢٣٠٦. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِىْ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَلاَيُسْتَشْهَدُ ، وَيَحْلِفُ الرَّجُلُ وَلاَ يُسْتَحْلَفُ ، وَمَعْنَى حَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ خَيْرُ الشُّهَدَاءِ الَّذِىْ يَأْتِىْ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا هُوَ عِنْدَنَا إِذَا أُشْهِدَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ أَنْ يُؤَدِّىَ شَهَادَتَهُ وَلاَ يَمْتَنِعَ مِنَ الشَّهَادَةِ ، هٰكَذَا وَجْهُ الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ .

২৩০৬. 'উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীছটিতে এর ব্যাখ্যা বিদ্যমান। তিনি বলেন ঃ সর্বোত্তম যুগ হল আমার যুগ, এরপর হল যারা অব্যবহিত পরে আসবে, এরপর হল যারা এদের অব্যবহিত পরে আসবে, এর পরবর্তীতে মিথ্যার প্রসার ঘটবে, এমনকি সাক্ষ্য না চাইলেও তারা সাক্ষ্য দিবে, কসম না দিলেও কসম করবে।

"সর্বোত্তম সাক্ষীদাতা হল যে ব্যক্তি তলবের পূর্বেই সাক্ষী দেয়" – নবী ﷺ-এর এই বাণীটির মর্ম হল কেউ যদি কোন ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকে, এবং তার নিকট ঐ বিষয়ে সাক্ষ্য চাওয়া হয় তবে সে সাক্ষ্য প্রদান থেকে বিরত থাকে না। কোন কোন আলিমের কাছে এটাই হল হাদীছটির ব্যাখ্যা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الزُّهْدِ

সংসারের প্রতি অনাসক্তি অধ্যায়

بَابُ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বাস্থ্য ও অবসর এমন দু'টো নিয়ামত যাতে বহু লোক ধোকায় নিপতিত।

٢٣٠٧. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَسُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ صَالِحٌ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ سُوَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ هِنْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ هِنْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ هِنْدٍ فَرَفَعُوْهُ وَأَوْقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ هِنْدٍ .

২৩০৭. সালিহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ এবং সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.).......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ দু'টো নিয়ামত এমন যে দু'টোর বিষয়ে বহু লোক ধোঁকায় নিপতিত - স্বাস্থ্য এবং অবসর।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).......ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এ বিষয়ে আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।একাধিক রাবী এটিকে আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ ইব্ন আবূ হিনদ (র.)-এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন। কেউ কেউ মারফূ রূপে এবং কতকে মাওকূফরূপে এটির বর্ণনা করেছন।

بَابُ مَنِ اتَّقَى الْمَحَارِمَ فَهُوَ أَعْبَدُ النَّاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে হারাম কাজসমূহ থেকে নিবৃত থাকে সে–ই সর্বপেক্ষা ইবাদাতকারী।

٢٣٠٨. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي طَارِقٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَأْخُذُ عَنِّي هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَقُلْتُ : أَنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا وَ قَالَ : اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَاتُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا ، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا هٰكَذَا رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ ، وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، قَالُوا لَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ النَّاجِيُّ عَنِ الْحَسَنِ هٰذَا الْحَدِيثَ قَوْلَهُ : وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৩০৮. বিশর ইবন হিলাল সাওওয়াফ (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কে আমার নিকট থেকে এই বিষয়গুলো গ্রহণ করবে, অনন্তর সে এগুলোর উপর নিজেও আমল করবে এবং যে আমল করবে তাকে সেগুলো শিখাবে?

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি আছি।

তিনি আমার হাত ধরলেন এবং পাঁচ পর্যন্ত গুণে গুণে বললেনঃ হারাম থেকে বাঁচবে তবে সর্বাপেক্ষা ইবাদতকারী লোক হিসাবে গণ্য হবে; তোমার তাকদীরে আল্লাহ্ তা'আলা যা বন্টন করে রেখেছে সে বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকবে, তবে সর্বাপেক্ষা অমুখাপেক্ষী লোক হতে পারবে; প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে তবে প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে; নিজের জন্য যা পছন্দ কর মানুষের জন্যও তা পছন্দ করবে তা হলে প্রকৃত মুসলিম হতে পারবে ; বেশী হাসবেনা, কেননা বেশী হাস্য–কৌতুক হৃদয়কে মুর্দা বানিয়ে দেয়।

হাদীছটি গারীব। জা'ফার ইবন সুলায়মান (র.)–এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

হাসান (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে কিছু শোনেন নাই। আয়্যূব, ইউনুস ইবন উবায়দ এবং আলী ইবন যায়দ (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। হাসান (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে কিছু শোনন নাই, আবূ উবায়দা নাজী (র.) রিওয়ায়াতটি হাসান (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ সনদে তিনি "আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে" এরূপ উল্লেখ করেননি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُبَادَرَةِ بِالْعَمَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ আমলের বিষয়ে প্রতিযোগী হয়ে এগিয়ে যাওয়া।

٢٣٠٩. حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنْ مُحْرِزِ بْنِ هٰرُونَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ

قَالَ : بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ إِلاَّ فَقْرًا مُنْسِيًا، أَوْ غِنًى مُطْغِيًا ، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا ، أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا ، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا ، أَوِ الدَّجَّالَ فَشَرٌّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ ، أَوِ السَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مُحْرِزِ بْنِ هٰرُوْنَ ، وَقَدْ رَوَى بِشْرُ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحْرِزِ بْنِ هَارُوْنَ هٰذَا . وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيْدًا الْمَقْبُرِيَّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَقَالَ : تَنْتَظِرُوْنَ .

২৩০৯. আবূ মুসআব (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ সাতটি বিষয়ের আমলের প্রতিযোগীতায় এগিয়ে থাকতে যত্নবান হও। তোমরা কি অপেক্ষায় আছ এমন দারিদ্র্যের যা আল্লাহ্‌কে ভুলিয়ে দেয় বা এমন ধনাঢ্য হওয়ার যা আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে লিপ্ত করে বা এমন রোগের যা স্বাস্থ্য বিনষ্ট করে দেয় বা এমন বার্ধক্যের যা একজনকে নিঃশেষ করে দেয় বা এমন মৃত্যুর যা হঠাৎ করে আপতিত হয় না দাজ্জালের? অদৃশ্য অমঙ্গলের অপেক্ষা করা হচ্ছে না কিয়ামতের? কিয়ামত তো আরো ভীষণ, আরো তিক্ত।

হাদিছটি হাসান-গারীব। মুহরিয ইব্‌ন হারূনের বরাত ছাড়া আ'রাজ - আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। মা'মার (র.) এ হাদীছটিকে যিনি সাঈদ আল-মাকবুরীর নিকট থেকে শুনেছেন তিনি - আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ذِكْرِ الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ : মৃত্যুর আলোচনা।

٢٣١٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ : عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ .

২৩১০. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা বেশী করে স্বাদ হরণকারী বিষয় অর্থাৎ মৃত্যুর আলোচনা করবে।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

এ বিষয়ে আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ : ....।

٢٣١١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ ، حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَحِيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ

هَانِئًا مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَىْ حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ ، فَقِيْلَ لَهُ : تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِيْ وَتَبْكِيْ مِنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ : وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا الْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ هِشَامِ بْنِ يُوْسُفَ .

২৩১১. হান্নাদ (র.)......উছমান (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম হানী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উছমান (রা.) যখন কোন কবরের সামনে দাঁড়াতেন তখন খুবই কাঁদতেন এমন কি তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে বলা হল, আপনার কাছে জান্নাত-জাহান্নামের কথা আলোচনা করা হলে আপনি কাঁদেন না অথচ এই ক্ষেত্রে এত কাঁদেন কেন ?

তখন তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আখিরাতের মানযিলসমূহের প্রথম মানযিল হল কবর। যে ব্যক্তি এখানে মুক্তি পেয়ে যাবে তার জন্য পরবর্তী মানযিলসমূহ আরো সহজ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এখানে মুক্তি পাবে না তার জন্য পরবর্তী মানযিলসমূহ আরো কঠিন হয়ে যাবে।

তিনি আরো বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমি এমন কোন দৃশ্য কখনও দেখিনি যার থেকে কবর আরো ত্রাসজনক নয়।

হাদীছটি হাসান-গারীব। হিশাম ইবন ইউসুফ (র.)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ

অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ভালবাসে আল্লাহ্ও তার সাথে সাক্ষাতকে ভালবাসেন।

٢٣١٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ : عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ وَأَبِيْ مُوْسَى . قَالَ : حَدِيْثُ عُبَادَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৩১২. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.) .....আনাস (রা.) উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ ভালবাসে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আইশা, আবূ মূসা এবং আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উবাদা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ إِنْذَارِ النَّبِيِّ ﷺ قَوْمَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ কর্তৃক তাঁর কওমকে ভয় প্রদর্শন।

٢٣١٣. حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِيُّ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاصَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّيْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا سَلُوْنِيْ مِنْ مَالِيْ مَاشِئْتُمْ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ : عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ مُوْسَى وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، هٰكَذَا رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ نَحْوَ هٰذَا وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً لَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ .

২৩১৩. আবূ আশআছ আহমাদ ইব্‌ন মিকদাম (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ আপনার নিকট আত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন করুন – এই আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তাঁর ফুফু প্রমুখকে) বললেন, হে আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা সাফিয়া, হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা, হে বানূ আবদুল মুত্তালিব ! আল্লাহ্‌র (আযাবের) বিষয়ে তোমাদের পক্ষে আমিতো কিছুই ক্ষমতা রাখি না। আমার সম্পদ তোমরা আমার কাছে যা ইচ্ছা চাইতে পার।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন আব্বাস, আবূ মূসা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। কোন কোন রাবী হিশাম ইব্‌ন উরওয়া – তৎ পিতা উরওয়া (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ فَضْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দনের ফযীলত।

٢٣١٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَسْعُوْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتَّى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ : عَنْ أَبِيْ رَيْحَانَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ وَهُوَ مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ ، رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ .

২৩১৪. হান্নাদ (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ দুগ্ধ

দোহনের পর আর তা যেমন পালানে ফিরিয়ে নেওয়া যায়না তেমনি যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে দাখিল হবেনা। আল্লাহ্‌র পথের ধূলো এবং জাহান্নামের ধূঁয়া কখনো একত্রিত হবে না।

এ বিষয়ে আবূ রায়হানা ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্‌। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান হলেন আলে তালহার আযাদকৃত গোলাম। তিনি মাদীনী এবং নির্ভরযোগ্য রাবী। শু'বা এবং সুফইয়ান ছাওরী (র.) তাঁর বরাতে হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً

অনুচ্ছেদঃ নবী ﷺ এর বাণী "আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে তোমরা খুব কমই হাসতে"।

٢٣١٥. **حَدَّثَنَا** أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ . حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنِّيْ أَرٰى مَالاَ تَرَوْنَ ، وَأَسْمَعُ مَالاَ تَسْمَعُوْنَ ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِيْهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّٰهِ ، وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا ، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُوْنَ إِلَى اللّٰهِ ، لَوَدِدْتُ أَنِّيْ كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى وَفِي الْبَابِ : عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ .

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَيُرْوٰى مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ : لَوَدِدْتُ أَنِّيْ كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ .

২৩১৫. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.)........আবূ যার্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেনঃ আমি যা দেখি তোমরা তা দেখ না, আমি যা শুনি তোমরা তা শোন না, আকাশ তো ক্যোঁচ ক্যোঁচ করছে আর এই শব্দ করার সে যোগ্য। সেখানে চার আঙ্গুল জায়গাও এমন নেই যেখানে কোন ফিরিস্তা তা কপাল রেখে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সিজদা করছেনা।

আল্লাহ্‌র কসম, আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তবে অবশ্যই তোমরা কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে। বিছানায় কোন নারীর আস্বাদ নিতে না। তোমরা অবশ্যই মাঠে-ময়দানে চলে যেতে এবং আল্লাহ্‌র কাছে কাকুতি-মিনতি করতে থাকতে। (আবূ যার্‌র বলেনঃ) আমার মন চায় আমি যদি একটি গাছ হতাম যা কেটে ফেলা হত।

এ বিষয়ে আইশা, আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন আব্বাস ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আবূ যার্‌র (রা.) বলেনঃ আমার মন চায় আমি যদি একটি গাছ হতাম যা কেটে ফেলা হত। আবূ যার্‌র (রা.) থেকে হাদীছটি মওকূফরূপেও বর্ণিত আছে।

٢٣١٦. **حَدَّثَنَا** أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُوْ بْنُ عَلِيٍّ الْفَلاَّسُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ

سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْراً ۔

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ۔

২৩১৬. আবূ হাফস আমর ইব্‌ন আলী (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে অবশ্যই হাসতে কম, কাঁদতে বেশী ।

হাদীছটি সাহীহ্।

بَابُ فِيْمَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ يُضْحِكُ بِهَا النَّاسَ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি লোকদের হাসানোর উদ্দেশ্যে কোন কথা বলে।

٢٣١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ . حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لاَ يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِيْ بِهَا سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فِي النَّارِ ۔

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ۔

২৩১৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি এমন কথাও বলে ফেলে যে বিষয়ে কোন অসুবিধা আছে বলে সে মনে করে না অথচ এর কারণে সে সত্তর বছর পরিমান জাহান্নামে গিয়ে পতিত হয়।

এই সূত্রে হাদীছটি হাসান-গারীব।

٢٣١٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ . حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : وَيْلٌ لِلَّذِيْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ ۔

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ۔

২৩১৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......বাহয ইব্‌ন হাকীম তৎ পিতা তৎ পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি লোকদের হাসানোর জন্য কথা বলতে গিয়ে মিথ্যা বলে ; ধ্বংস তার জন্য, ধ্বংস তার জন্য।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ......।

٢٣١٩. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ . حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنِ الْأَعْمَشِ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : يَعْنِي رَجُلٌ أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : أَوَلاَ تَدْرِيْ فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا لاَ يَعْنِيْهِ أَوْ بَخِلَ بِمَا لاَيَنْقُصُهُ ٠

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ٠

২৩১৯. সুলায়মান ইব্‌ন আব্দুল জব্বার বাগদাদী (র.).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ জনৈক সাহাবী মারা গেলে এক ব্যক্তি বলল, "জান্নাতের খোশখবর গ্রহণ করুণ"। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ তুমি কি জান, হয়ত সে অনর্থক কথা বলেছে বা যা দান করলে তার কোন ক্ষতি হত না, হয়ত তাতেও সে কৃপণতা করেছে।

হাদীছটি গারীব।

٢٣٢٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيْهِ ٠

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ٠

২৩২০. আহমাদ ইব্‌ন নাসর নীসাবূরী প্রমুখ (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ একজনের ইসলামী সৌন্দর্য ও গুণের অন্যতম হল অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করা।

হাদীছটি গারীব। আবূ সালামা – আবূ হুরায়রা (রা.) – নবী ﷺ সনদের হাদীছ হিসাবে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

٢٣٢١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيْهِ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَهٰكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ مُرْسَلاً ، وَهٰذَا عِنْدَنَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ ٠

২৩২১. কুতায়বা (র.).....আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ একজনের ইসলামী গুণাবলীর অন্যতম হল অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করা।

যুহরী (র.)-এর একাধিক শাগিরদ যুহরী – আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মালিক (র.)-এর হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৩২৩. কুতায়বা (র.)......সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ এই দুনিয়া যদি আল্লাহ্র কাছে একটি মশার পাখনার সমানও মূল্য রাখত তবে তিনি এ থেকে কোন কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি সাহীহ তবে এই সূত্রে গারীব।

٢٣٢٤. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ الرَّكْبِ الَّذِيْنَ وَقَفُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّخْلَةِ الْمَيِّتَةِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَتَرَوْنَ هٰذِهِ هَانَتْ عَلَى أَهْلِهَا حِيْنَ أَلْقَوْهَا ، قَالُوْا : مِنْ هَوَانِهَا أَلْقَوْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : فَالدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ عَلَى أَهْلِهَا .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ الْمُسْتَوْرِدِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

২৩২৪. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)......মুস্তাওরিদ ইব্ন শাদ্দাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ কিছু সংখ্যক সাহাবী নিয়ে পড়ে থাকা একটি মরা বকরীর বাচ্চার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমিও এই দলে ছিলাম। তিনি বললেনঃ তোমরা কি মনে কর, এই মরা বাচ্চাটির মালিক নিকৃষ্ট বলেই এটিকে ফেলে দিয়েছে? সাহাবীগণ বললেনঃ এর নিকৃষ্টতার এবং মূল্যহীনতার কারণেই তারা এটিকে ফেলে দিয়েছে ইয়া রাসূলাল্লাহ্।

তিনি বললেনঃ এটি তার মালিকদের নিকট যতটুকু নিকৃষ্ট আল্লাহ্র নিকট দুনিয়াটাই এর চেয়ে বেশী নিকৃষ্ট।

এই বিষয়ে জাবির ও ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

মুস্তাওরিদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٣٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبِ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ قُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ ضَمْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا إِلاَّ ذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا وَالاَهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২৩২৫. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম মুআদ্দিব (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহর যিকর এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সহায়ক অপরাপর আমল, আলিম এবং তালিবে ইলম ছাড়া দুনিয়া এবং এর মধ্য যা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢٣٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ . حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ . قَالَ : سَمِعْتُ مُسْتَوْرِدًا أَخَا بَنِيْ فِهْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا يَرْجِعُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَإِسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ وَوَالِدُ قَيْسٍ أَبُوْ حَازِمٍ اسْمُهُ عَبْدُ بْنُ عَوْفٍ وَهُوَ مِنَ الصَّحَابَةِ .

২৩২৬. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).......বানূ ফিহ্‌রের মুস্তাওরিদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া হল এতটুকুর মতই যে, তোমাদের কেউ যেন সমুদ্রে তার আঙ্গুল ডুবিয়ে বের করে আনল। সে লক্ষ্য করে দেখুক যে, সে তার আঙ্গুলে ভিজিয়ে সমুদ্রের কতটুকু পানি তুলে আনতে পেরেছে ?

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুনিয়া হল মু'মিনের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত।

٢٣٢٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو .

২৩২৭. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ দুনিয়া হল মু'মিনের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ مَثَلُ الدُّنْيَا مَثَلُ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ দুনিয়ার দৃষ্টান্ত চার জন লোকের উদাহরণ স্বরূপ।

٢٣٢٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيلَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ . حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ خَبَّابٍ عَنْ سَعِيْدٍ الطَّائِيِّ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ أَبُوْ كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : ثَلاَثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ ، قَالَ : مَانَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ اللّٰهُ عِزًّا ، وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ ، قَالَ : إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ : عَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ ، وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ ، وَيَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا ، فَهٰذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً ، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُوْلُ : لَوْ أَنَّ لِيْ مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا ، فَهُوَ يَخْبِطُ فِيْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لاَ يَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ ، وَلاَ يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا ، فَهٰذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ . وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللّٰهُ مَالاً وَلاَ عِلْمًا فَهُوَ يَقُوْلُ : لَوْ أَنَّ لِيْ مَالاً لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৩২৮. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল (র.).......আবূ কাবশা আনমারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ তিনটি বিষয়ে আমি কসম করছি এবং সেগুলির বিষয়ে তোমাদের বলছি। তোমরা এগুলোর সংরক্ষণ করবে।

অনন্তর তিনি বললেনঃ দান-সাদাকার কারণে কোন বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না। কোন বান্দা যদি কোন বিষয়ে মযলূম হয় আর তাতে সে ছবর অবলম্বন করে তবে এতে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তার ইয্যত বাড়িয়ে দেন। কোন বান্দা যখন যাঞ্চার দরজা খোলে তখন আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তার অভাবের দরজাও খুলে দেন। অথবা তিনি এই ধরণের কোন কথা বলেছেন।

তোমাদের আমি একটি কথা বলছি, তোমরা সেটির খুব হিফাযত করবে। এই দুনিয়া হল চারজনের : যে বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ ও ইলম দান করেছেন আর সে এই ক্ষেত্রে তার রবের ভয় করে এবং এর মাধ্যমে সে আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুন্ন রাখে ও তাতে আল্লাহ্র হক সম্পর্কেও সজ্ঞান, সেই বান্দার মর্যাদা হল সর্বোচ্চ স্তরের।

আরেক বান্দা হল যাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইলম দিয়েছেন কিন্তু তাকে সম্পদ দেননি অথচ সে সৎ নিয়্যাতের অধিকারী, সে বলে, আমার যদি সম্পদ থাকত তবে তাতে অমুক (প্রথমোক্ত) ব্যক্তির আমলের ন্যায় আমল করতাম। নিয়্যাত অনুসারেই এই ব্যক্তির মর্যাদা নির্দ্ধারণ হবে। সুতরাং এদের উভয়েরই ছাওয়াব হবে এক বরাবর।

অপর এক বান্দা হল যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু ইলম দেননি। সে তার সম্পদে ইলম

ছাড়াই বিভ্রান্তভাবে খাহিশাত অনুসারে ব্যয় করে, এই বিষয়ে তার রবের ভয় করেনা, তা দিয়ে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেনা এবং এই ক্ষেত্রে আল্লাহ্র হক সম্পর্কেও সজ্ঞান নয় এই ব্যক্তির স্থান হল সবচে' নিম্নস্তরে।

অন্য এক বান্দা হল যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদও দেন নি ইলমও দেন নি, কিন্তু সে বলেঃ আমার যদি সম্পদ থাকত তবে অমুক ব্যক্তির ন্যায় (প্রবৃত্তি অনুসারে) আমল করতাম। তার স্থান নির্দ্ধারিত হবে তার নিয়্যাত অনুসারে। সুতরাং এদের উভয়েরই গুনাহ হবে এক বরাবর।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْهَمِّ فِي الدُّنْيَا وَحُبِّهَا

অনুচ্ছেদ ঃ পার্থিব চিন্তা ও মোহ।

٢٣٢٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَشِيْرٍ أَبِيْ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ ، فَيُوْشِكُ اللّٰهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ .
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

২৩২৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কেউ যদি উপবাসে নিপতিত হয় আর সে মানুষের সামনে তা পেশ করে তবে তার এ উপবাস আর বন্ধ হবেনা। কেউ যদি উপবাসে নিপতিত হয় আর সে আল্লাহ্র সামনে তা পেশ করে তবে অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তার নগদ রিযক কিংবা অনাগত রিযক দান করবেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ......।

٢٣٣٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ قَالَ : جَاءَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِيْ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ يَعُوْدُهُ ، فَقَالَ : يَاخَالُ مَا يُبْكِيْكَ أَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ أَمْ حِرْصٌ عَلَى الدُّنْيَا ؟ قَالَ : كُلٌّ لَا ، وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا لَمْ آخُذْ بِهِ ، قَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيْكَ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَأَجِدُنِي الْيَوْمَ قَدْ جَمَعْتُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَقَدْ رَوَى زَائِدَةُ وَعُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهْمٍ ، قَالَ : دَخَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى أَبِيْ هَاشِمٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ·

২৩৩০. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)........আবূ ওয়াইল (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হাশিম ইব্‌ন উতবা (রা.) অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে দেখার জন্য মুআবিয়া (রা.) এলেন এবং বললেন, মামা,[১] আপনি কাঁদছেন কেন? অসুখের কষ্ট আপনাকে অস্থির করে তুলেছে না দুনিয়ার লোভে?

তিনি বললেনঃ একটাও না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার এক অঙ্গিকার নিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তা ধরে রাখতে পারিনি। তিনি বলেছিলেন ঃ একজন খাদেম এবং আল্লাহ্‌র পথের একটি পরিবহন – সম্পদের ক্ষেত্রে এতটুকুই তোমার জন্য যথেষ্ট। অথচ আজ আমি আমাকে সম্পদ পুঞ্জীভূতকারীরূপে দেখতে পাচ্ছি।[২]

যাইদা ও উবায়দা ইব্‌ন হুমায়দ (র.)ও এই হাদীছটিকে মানসূর – আবূ ওয়াইল, – সামুরা ইব্‌ন সাহম (র.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এই বিষয়ে বুরায়দা আসলামী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابٌ مِنْهُ

এতদ্‌সম্পর্কে আরো একটি অনুচ্ছেদ।

٢٣٣١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الأَخْرَمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوْا فِي الدُّنْيَا ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ·

২৩৩১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)........আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা জমি-জমা অবলম্বন করবে না। করলে দুনিয়ার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়বে।

হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي طُوْلِ الْعُمْرِ لِلْمُؤْمِنِ

অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিনের দীর্ঘজীবী হওয়া।

٢٣٣٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ ؟ قَالَ : مَنْ طَالَ عُمُرُهُ ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ ·

وَفِي الْبَابِ : عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ ·

---

১. ইনি সম্পর্কে মুআবিয়া (রা.)-এর মামা ছিলেন।
২. অথচ মৃত্যুর পর তার সমুদয় সম্পদ হিসাব করে দেখা যায় যে, মাত্র বত্রিশ দিরহাম মূল্যের সম্পদ তাঁর আছে। এর মধ্যে একটি পেয়ালাও ছিল যাতে তিনি আটা গুলতেন এবং পানি পান করতেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ٠

২৩৩২. আবূ কুরায়ব (র.).......আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত যে, গ্রামবাসী এক আরব একদিন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?

তিনি বললেনঃ যার জীবন হয় দীর্ঘ এবং আমল হয় নেক।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান, তবে এই সূত্রে গারীব।

بَابٌ مِنْهُ

এতদ্‌ সম্পর্কে আরো একটি অনুচ্ছেদ।

٢٣٣٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ، قَالَ : مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ ، قَالَ : فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ ؟ قَالَ : مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

২৩৩৩. আবূ হাফস আমর ইব্‌ন আলী (র.).........আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাকরা তৎ পিতা আবূ বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি একবার বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, লোকদের মধ্যে সবচে' ভাল কে?

তিনি বললেনঃ যার জীবন হয় দীর্ঘ এবং আমল হয় নেক।

লোকটি বলল ঃ সবচে' মন্দ লোক কে?

তিনি বললেনঃ যার জীবন হয় দীর্ঘ এবং আমল হয় খারাপ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ فَنَاءِ أَعْمَارِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى السَّبْعِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ এই উম্মতের বয়স ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে হওয়া।

٢٣٣٤. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : عُمُرُ أُمَّتِيْ مِنْ سِتِّيْنَ سَنَةً إِلَى سَبْعِيْنَ سَنَةً ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ٠

২৩৩৪. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সাঈদ জাওহারী (র.).........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মতের বয়স হল ষাট থেকে সত্তর বৎসর পর্যন্ত।

আবূ সালিহ - আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীছটি হাসান-গারীব। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَقَارُبِ الزَّمَانِ وَقِصَرِ الْأَمَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ যামানার নিকটবর্তী হওয়া এবং আকাংখা হ্রাস পাওয়া।

٢٣٣٥. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ ، فَتَكُوْنُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ ، وَتَكُوْنُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ ، وَيَكُوْنُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ ، وَتَكُوْنُ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَسَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ هُوَ أَخُوْ يَحْيَى بْن سَعِيْدٍ .

২৩৩৫. আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ দূরী (র.)..........আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতদিন না যামানা পরস্পর নিকটবর্তী হয়। একটি বছর হবে মাসের মত, মাস হবে সপ্তাহের মত, সপ্তাহ হবে দিনের মত, দিন হবে ঘন্টার মত আর ঘন্টা হবে প্রজ্জ্বলিত শুকনা কাঠের মত।

এই সূত্রে হাদীছটি গারীব, রাবী সা'দ ইব্ন সাঈদ (র.) হলেন প্রসিদ্ধ হাদীছবেত্তা ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আনসারী (র.)-এর ভাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قِصَرِ الْأَمَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ আকাংখা হ্রাস করা।

٢٣٣٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَعْضِ جَسَدِيْ فَقَالَ : كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِيْ أَهْلِ الْقُبُوْرِ ، فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ : إِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ فَإِنَّكَ لاَتَدْرِيْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ مَا اسْمُكَ غَدًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

২৩৩৬. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)........ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

আমার শরীরে ধরে বললেন, দুনিয়াতে এভাবে বসবাস করবে যেন তুমি একজন মুসাফির বা পথ অতিক্রমকারী। নিজেকে তুমি কবরবাসীদের মাঝে বলে গণ্য করবে।

মুজাহিদ (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) আমাকে আরো বললেনঃ সকাল হলে বিকালের জন্য নিজেকে অস্তিত্ববান মনে করবে না, বিকাল হলে সকালের জন্য নিজেকে অস্তিত্ববান মনে করবে না। অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতার এবং মৃত্যুর পূর্বেই তোমার জীবনের সুযোগ গ্রহণ কর। কারণ হে আবদুল্লাহ্, তুমি জাননা আগামীকাল কি অভিধায় তুমি অভিহিত হবে?

আহমাদ ইব্ন আবদা যাব্বী বাসরী (র.).....ইব্ন উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

আ'মাশ (র.)ও হাদীছটিকে মুজাহিদ – ইব্ন উমার (রা.) সূত্র অনুরূপ বর্ণনা করছেন।

٢٣٣٧. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا ابْنُ آدَمَ وَهٰذَا أَجَلُهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ قَفَاهُ ، ثُمَّ بَسَطَهَا فَقَالَ : وَثَمَّ أَمَلُهُ وَثَمَّ أَمَلُهُ وَثَمَّ أَمَلُهُ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ·

২৩৩৭. সুওয়ায়দ (র.).......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত পশ্চাতে রাখলেন এবং পরে প্রসারিত করে বললেনঃ এই হল আদম সন্তান আর এই হল তার পরমায়ূ। অনন্তর বললেনঃ আর ঐ হল তার আশা, ঐ হল তার আশা।

এ বিষয়ে আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

٢٣٣٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : مَرَّ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا ، فَقَالَ : مَا هٰذَا ؟ فَقُلْنَا قَدْ وَهَى فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ ، قَالَ : مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلاَّ أَعْجَلَ مِنْ ذٰلِكَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَأَبُو السَّفَرِ اسْمُهُ سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَيُقَالُ ابْنُ أَحْمَدَ الثَّوْرِيُّ ·

২৩৩৮. হান্নাদ (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তখন আমাদের একটি বাশের ঘর ঠিক করছিলাম, তিনি বললেনঃ এ কি করছ ?

আমরা বললামঃ ঘরটি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাই আমরা এটি ঠিক করছি।

তিনি বললেনঃ পরমায়ূ তো এর চেয়েও দ্রুত আগমনকারী।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। বর্ণনাকারী আবুস সাফার-এর নাম হল সাঈদ ইব্ন মুহাম্মাদ। তাঁকে ইব্ন আহমাদ ছাওরীও বলা হয়ে থাকে।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ فِتْنَةَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ فِي الْمَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ সম্পদ নিয়েই হল এই উম্মতের ফিতনা।

٢٣٣٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ . حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ .

২৩৩৯. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.)......কা'ব ইব্‌ন ইয়ায (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছিঃ প্রত্যেক উম্মতের একটি ফিতনা রয়েছে। আমার উম্মতের ফিতনা হল ধন-সম্পদ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব। মুআবিয়া ইব্‌ন সালিহ্ (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবেই এটিকে আমরা জানি।

بَابُ مَا جَاءَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَا بْتَغَى ثَالِثًا

অনুচ্ছেদ ঃ কোন আদম সন্তানের যদি দুই উপত্যকা ভর্তি সম্পদ হয় তবুও সে তৃতীয় উপত্যকাটির কামনা করবে।

٢٣٤٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ . حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَالِثٌ وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَابَ .

وَفِي الْبَابِ : عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي وَاقِدٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৩৪০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ (র.)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কোন আদম সন্তানের যদি এক উপত্যকা ভর্তি স্বর্ণ থাকে তবে অবশ্যই সে দ্বিতীয় আরেকটি চাবে। মাটি ছাড়া আর কিছুই তার মুখ ভর্তি করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ্ তার তওবা কবূল করেন।

এই বিষয়ে উবাই ইব্‌ন কা'ব, আবূ সাঈদ, আইশা, ইবনুয যুবায়র, আবূ ওয়াকিদ, জাবির, ইব্‌ন আব্বাস এবং আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এই সূত্রে গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي : قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দু'টো বিষয়ের ভালবাসায় বৃদ্ধের হৃদয় যুবকে পরিণত হয়।

٢٣٤١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُوْلُ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةُ الْمَالِ ‏.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ‏.

২৩৪১. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ বৃদ্ধের মন দু'টো বিষয়ের ভালবাসায় যুবক ঃ দীর্ঘ জীবন এবং সম্পদের আধিক্য।

এই বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

٢٣٤٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ ‏.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ‏.

২৩৪২. কুতায়বা (র.)........আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ আদম সন্তানের বয়স বাড়ে কিন্তু তাতে দু'টো বিষয় জোওয়ান হয়, জীবনের লোভ এবং সম্পদের মোহ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الزَّهَادَةِ فِي الدُّنْيَا

অনুচ্ছেদ ঃ দুনিয়া বিমুখতা।

٢٣٤٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ . حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ حَلْبَسٍ ، عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيْمِ الْحَلَالِ وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ وَلٰكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُوْنَ بِمَا فِيْ يَدَيْكَ أَوْثَقَ مِمَّا فِيْ يَدَيِ اللّٰهِ وَأَنْ تَكُوْنَ فِيْ ثَوَابِ الْمُصِيْبَةِ إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا أَرْغَبَ فِيْهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ ‏.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَأَبُوْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ اسْمُهُ عَائِذُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَعَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ ‏.

২৩৪৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র.)........আবূ যার্র (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ হালাল বস্তুকে হারাম করা এবং সম্পদ বিনষ্ট করার নাম দুনিয়া বিমুখিতা নয় বরং দুনিয়া বিমুখিতা হল আল্লাহ্র হাতে যা আছে এর তুলনায় তোমার হাতে যা আছে তার উপর বেশী নির্ভরশীল হবে না আর কোন মুসীবতে নিপতিত হলে এর ছওয়াবের আশার তুলনায় মুসীবতে নিপতিত না হওয়াটা তোমার কাছে প্রিয়তর হবে না।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আবূ ইদরীস খাওলানী (র.)-এর নাম হল আইযুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ। বর্ণনাকারী আমর ইব্ন ওয়াকিদ হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে মুনকার।

بَابٌ مِنْـهُ

এতদ্‌সম্পর্কে আরো একটি অনুচ্ছেদ।

٢٣٤٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدُ الْوَارِثِ . حَدَّثَنَا حُرَيْثُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ . حَدَّثَنِي حُمْـرَانُ بْنُ أَبَانَ ، عَنْ عُثْـمَانَ بْنِ عَفَّانٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِيْ سِوَى هٰذَا الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُوَارِيْ عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهُـوَ حَدِيْثُ الْحُرَيْثِ بْنِ السَّائِبِ ، وَسَمِعْتُ أَبَا دَاؤُدَ سُلَيْمَانَ بْنَ سَلْمٍ الْبَلْخِيَّ يَقُوْلُ : قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : جِلْفُ الْخُبْزِ يَعْنِيْ لَيْسَ مَعَهُ إِدَامٌ .

২৩৪৪. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র.)......উছমান ইব্‌ন আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ এই কয়টা বস্তু ছাড়া আর কিছুতে আদম সন্তানের কোন হক নাই ঃ একটি ঘর যাতে সে বসবাস করে, এতটুকু কাপড় যা দিয়ে সে তার সতর ঢাকে। এক টুকরা তরকারীহীন রুটি আর পানি।

এই সূত্রে হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। এটি হল হুয়ায়ছ ইবনুস সাইব (র.)-এর রিওয়ায়াত। (রাবী বলেন) আমি আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন সালম বালখী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, নাযর ইব্‌ন শুমায়ল বলেছেনঃ جِلْفُ الْخُبْزِ অর্থ হল তরকারীহীন রুটি।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢٣٤٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَـةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّـهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ : (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) قَالَ : يَقُوْلُ ابْنُ آدَمَ مَالِيْ مَالِيْ ، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৩৪৫. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).......মুতাররিফ তার পিতা আবদুল্লাহ (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মারফূ' রূপে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ সম্পদের আধিক্য মোহ তোমাদের গাফলতাচ্ছন্ন করে রেখেছে। আদম সন্তান বলে, আমার মাল আমার মাল। অথচ তুমি যা সাদকা করে আল্লাহ্‌র কাছে জমা করে রাখলে বা খেয়ে শেষ করে দিলে বা পরিধান করে পূরান করে দিলে তাছাড়া তোমার মাল বলতে কিছু আছে কি ?

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢٣٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ هُوَ الْيَمَامِيُّ . حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ . حَدَّثَنَا شَدَّادُ

بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَـةَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَا ابْنَ أٰدَمَ إِنَّكَ إِنْ تَبْذُلِ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ تُمْسِكْهُ شَرٌّ لَكَ وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَشَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يُكْنَى أَبَا عَمَّارٍ ۔

২৩৪৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ হে আদম সন্তান, তুমি যদি প্রয়োজনতারিক্ত আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে ফেল তবে তা তোমার জন্য উত্তম কিন্তু তা যদি জমা করে রাখ তবে তা তোমার জন্য অকল্যাণকর। তবে তোমার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু যদি জমা করে রাখ তবে তাতে কোন দোষ নেই। ব্যয়ের ক্ষেত্রে যাদের খোরপোষ তোমার যিম্মায় রয়েছে তাদের থেকে শুরু করবে। উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

শাদ্দাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র উপনাম হল আবূ আম্মার।

بَابٌ فِى التَّوَكُّلِ عَلَى اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা।

٢٣٤٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حَيْـوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِىْ تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ لاَ نَعْرِفُـهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْـهِ وَأَبُوْ تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِيِّ اسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَالِكٍ ۔

২৩৪৭. আলী ইব্‌ন সাঈদ কিন্দী (র.)......উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'আলার উপর যথাযথ তাওয়াক্কুল করতে পারতে তবে তোমরাও অবশ্যই রিযক পেতে যেমন পাখিরা রিযক পেয়ে থাকে। ওরা সকালে খালিপেটে যায় বের হয়ে আর বিকালে ফিরে আসে ভরপেটে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আবূ তামীম জায়শানী (র.)-এর নাম হল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিক।

٢٣٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْـدِ النَّبِيِّ ﷺ : فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِى النَّبِيَّ ﷺ وَالْاٰخَرُ يَحْـتَرِفُ فَشَكَى الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

২৩৪৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)........আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে দুই ভাই ছিলেন, তার একজন নবী ﷺ-এর খেদমতে আসতেন, থাকতেন। আর অপরজন উপার্জন করতেন। উপার্জনকারী ভাইটি একদিন নবী ﷺ-এর কাছে অপর ভাইটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তখন তিনি বললেনঃ হয়ত এর ওয়াসীলায়ই তুমি রিযক পাচ্ছ।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ.......।

٢٣٤٩. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ خِدَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالاَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ شُمَيْلَةَ الأَنْصَارِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَطْمِيِّ ، عَنْ أَبِيْهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ أٰمِنًا فِيْ سِرْبِهِ مُعَافًى فِيْ جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَحِيْزَتْ جُمِعَتْ . حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ . حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ . حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ نَحْوَهُ ٠

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ٠

২৩৪৯. আমর ইব্ন মালিক ও মাহমূদ ইব্ন খিদাশ বাগদাদী (র.)......সালামা ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন মিহসান খাতমী তৎ পিতা উবায়দুল্লাহ ইব্ন মিহসান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যার পরিজন নিয়ে নিরাপদে প্রভাত হয়, তার শরীর যদি হয় সুস্থ আর তার কাছে থাকে এই দিনের ক্ষুন্নিবৃত্তির মত খাবার তবে তার জন্য মরা পৃথিবীই যেন একত্রিত হয়ে গেল।

হাদীছটি হাসান-গারীব। মারওয়ান ইব্ন মুআবিয়া (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

حِيزَت অর্থ একত্রিত হল।মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (র.)........মারওয়ান ইব্ন মুআবিয়া (র.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে আবুদ-দারদা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَافِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যতটুকু প্রয়োজন তাতেই সন্তুষ্ট থাকা এবং এর উপর সবর অবলম্বন করা।

٢٣٥٠. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِيْ عِنْدِيْ لَمُؤْمِنٌ

خَفِيْفُ الْحَاذِ ذُوْ حَظٍّ مِنَ الصَّلاَةِ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِى السِّرِّ وَكَانَ غَامِضًا فِى النَّاسِ لاَ يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذٰلِكَ ، ثُمَّ نَفَضَ بِيَدِهِ فَقَالَ : عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ قَلَّتْ بَوَاكِيْهِ قَلَّ تُرَاثُهُ ، وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّيْ لِيَجْعَلَ لِيْ بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا ، قُلْتُ لاَ يَارَبِّ وَلٰكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوْعُ يَوْمًا وَقَالَ ثَلاَثًا أَوْ نَحْوَ هٰذَا ، فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ ، وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ .

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ ، هٰذَا هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَيُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، وَيُقَالُ أَيْضًا يُكْنَى أَبَاعَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ شَامِيٌّ ثِقَةٌ وَعَلِيُّ بْنُ يَزِيْدَ ضَعِيْفُ الْحَدِيْثِ وَيُكْنَى أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ .

২৩৫০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.)........আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার বন্ধুদের মাঝে আমার কাছে সবচে' ঈর্ষণীয় হল সেই মু'মিন ব্যক্তি যার অবস্থা খুবই হালকা এবং যে ব্যক্তি সালাতের স্বাদের অধিকারী। সে সুন্দরভাবে তার প্রভুর ইবাদত করে, গোপনেও তাঁর ফরমাবরদারী করে। মানুষের মাঝে তার কোন প্রসিদ্ধি নেই, অঙ্গুলি ইশারা করা হয় না তার দিকে। তার রিযক হল তার প্রয়োজন মত। আর এর উপরই সে সবর করে থাকে।

এরপর নবী ﷺ তাঁর অঙ্গুলি দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন শীঘ্র তার মৃত্যু হয়, তার জন্য ক্রন্দনকারীর সংখ্যা হয় কম আর তার মীরাছও হয় সামান্য।

উক্ত সূত্রেই নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ আমার জন্য মক্কার বুতহা অর্থাৎ বালুকাময় অঞ্চল স্বর্ণে পরিণত করে দিতে আল্লাহ আমার কাছে প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু আমি বললামঃ হে আমার রব না, তা নয়। বরং একদিন পরিতৃপ্তিসহ আহার করব আরেক দিন উপোস থাকব।এই কথাটি তিনি তিনবার বা তদ্রূপ বলেছেন।

যখন ক্ষুধার্ত হব তোমার কাছেই কাকুতি-মিনতি করব তোমারই স্মরণ করব আর যখন পরিতৃপ্তিসহ আহার করতে পারব তখন তোমার শোকর করব, তোমারই হামদ করব।

এই বিষয়ে ফাযালা ইব্‌ন উবায়দ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান।

বর্ণনাকারী কাসিম হলেন ইব্‌ন আবদুর রহমান। তাঁর উপনাম হল আবূ আবদুর রহমান। তিনি হলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়া-এর মাওলা। তিনি শামবাসী নির্ভরযোগ্য রাবী।

রাবী আলী ইব্‌ন ইয়াযীদ হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ। তাঁর উপনাম হল আবূ আবদুল মালিক।

٢٣٥١. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ أَيُّوْبَ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ شَرِيْكٍ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

২৩৫১. আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মাদ দূরী (র.)........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ. বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তি সফলকাম যে ব্যক্তি ইসলাম কবূল করেছে এবং প্রয়োজন পরিমান রিযক পেয়েছে আর আল্লাহ্ তাঁকে অল্পে তুষ্টি দান করেছেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

٢٣٥٢. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ . أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، أَخْبَرَنِىْ أَبُوْ هَانِئٍ الْخَوْلَانِىُّ أَنَّ أَبَا عَلِىٍّ عَمْرَ بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِىَّ ، أَخْبَرَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : طُوْبَى لِمَنْ هُدِىَ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ ، قَالَ : وَأَبُوْ هَانِئٍ اسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

২৩৫২. আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মাদ দূরী (র.)......ফাযালা ইব্‌ন উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছনঃ কতই না সৌভাগ্যবান সেই লোক যাকে দান করা হয়েছে ইসলামের হেদায়াত। তার জীবিকা হল প্রয়োজন মত আর ততটুকুতেই সে থাকে তুষ্ট।

আবূ হানী খাওলানী (র.)-এর নাম হল হুমায়দ ইব্‌ন হানী।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ فَضْلِ الْفَقْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ দারিদ্র্যের মর্যাদা।

٢٣٥٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نَبْهَانَ بْنِ صَفْوَانَ الثَّقَفِىُّ الْبَصْرِىُّ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ . حَدَّثَنَا شَدَّادُ أَبُوْ طَلْحَةَ الرَّاسِبِىُّ عَنْ أَبِى الْوَازِعِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ إِنِّىْ لَأُحِبُّكَ فَقَالَ : انْظُرْ مَاذَا تَقُوْلُ ، قَالَ : وَاللّٰهِ إِنِّىْ لَأُحِبُّكَ فَقَالَ : انْظُرْ مَاذَا تَقُوْلُ ؟ قَالَ وَاللّٰهِ إِنِّىْ لَأُحِبُّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِىْ فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا ، فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِىْ مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ ·

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ · حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ شَدَّادٍ أَبِىْ طَلْحَةَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَأَبُو الْوَازِعِ الرَّاسِبِىُّ اسْمُهُ جَابِرُ بْنُ عَمْرٍو وَهُوَ بَصْرِىٌّ ·

২৩৫৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নাবহান ইব্‌ন সাফওয়ান ছাকাফী বাসরী (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্ফাল (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি একবার নবী ﷺ-কে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আল্লাহ্র কসম, আমি তো অবশ্যই আপনাকে ভালবাসি। তিনি লোকটিকে বললেনঃ দেখ, কি বলছ ?

লোকটি তিনবার বলল ঃ আল্লাহ্র কসম আমিতো অবশ্যই আপনাকে ভালবাসি।

তিনি বললেনঃ তুমি যদি আমাকেই ভালবেসে থাক তবে দারিদ্র্যের জন্য বর্ম প্রস্তুত করে নাও। কেননা, পানির

ঢল যেমন তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ধেয়ে চলে আমাকে যে ভালবাসে তার দিকে দারিদ্র আরো দ্রুত ধেয়ে আসে।

নাসর ইব্ন আলী (র.).......শাদ্দাদ আবূ তালহা (র.) থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

আবুল ওয়াযি' রাসিবী (র.)-এর নাম হল জাবির ইব্ন আমর। ইনি হলেন বসরাবাসী।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ দরিদ্র মুহাজিরগণ ধনীদের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবেবেন।

٢٣٥٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَجَابِرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৩৫৪. মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা বাসরী (র.)......আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দরিদ্র মুহাজিরগণ ধনীদের পাঁচশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর এবং জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান, তবে এই সূত্রে গারীব।

٢٣٥٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَابِدُ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ اللَّيْثِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَأَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا يَاعَائِشَةُ لَا تَرُدِّى الْمِسْكِيْنَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، يَاعَائِشَةُ أَحِبِّى الْمَسَاكِيْنَ وَقَرِّبِيْهِمْ فَإِنَّ اللّٰهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

২৩৫৫. আবদুল আ'লা ইব্ন ওয়াসিল কূফী (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি মিসকীন হিসাবে জীবিত রাখ, মিসকীন হিসাবেই মৃত্যু দাও এবং কিয়ামত-দিবসে মিসকীনদের দলভূক্ত করেই আমার হাশর কর।

আইশা (রা.) বললেনঃ তা কেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ?

তিনি বললেনঃ কারণ, তারাতো ধনীদের চল্লিশ বছর পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। হে আইশা, কোন মিসকীনকে ফিরিয়ে দিওনা। একটি খেজুরের অংশ হলেও তাকে দিও। হে আইশা, মিসকীনদের ভালবাসবে এবং তাদেরকে তুমি তোমার নৈকট্যে রাখবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাকে তাঁর নৈকট্যে স্থান দিবেন।

হাদীছটি গারীব।

٢٣٥٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ نِصْفَ يَوْمٍ .

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৩৫৬. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ. বলেছেনঃ দরিদ্রগণ ধনীদের পাঁচশ বছর পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই পাঁচশ বছর হল আখিরাতের এক দিনের অর্ধেক।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

٢٣٥٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ .

وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৩৫৭. আবূ কুরায়ব (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ দরিদ্র মুসলমানগণ ধনীদের অর্ধেকদিন পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এই অর্ধেকদিন হল পাঁচশ বছরের সমান।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

٢٣٥٨. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّوْرِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ أَيُّوْبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : تَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

২৩৫৮. আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মাদ দূরী (র.).......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ. বলেছেনঃ দরিদ্র মুসলমানগণ ধনীদের চল্লিশ বছর আগেই জান্নাতে দাখেল হবে।

হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ مَعِيْشَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَهْلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ ও তাঁর পরিবারের জীবন-যাপন প্রসঙ্গে।

٢٣٥٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَدَعَتْ لِيْ بِطَعَامٍ وَقَالَتْ : مَاأَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِيَ إِلاَّ بَكَيْتُ قَالَ : قُلْتُ لِمَ ؟ قَالَتْ : أَذْكُرُ الْحَالَ الَّتِيْ فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الدُّنْيَا ، وَاللهِ مَاشَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِيْ يَوْمٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

২৩৫৯. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).......মাসরূক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা.)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমার জন্য খানা নিয়ে আসতে বললেন, পরে বললেনঃ আমি পেট পুরে কখনও খাইনি। আমি যদি তাতে কাঁদতে চাই তবে কাঁদতে পারি।

আমি বললামঃ তা কেন ?

তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করে গিয়েছেন, সে কথা মনে পড়ছে। আল্লাহ্র কসম, তিনি দিনে দুই বেলা কখনও রুটি-গোশত পেট পুরে খেতে পান নি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٣٦٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ . أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَاشَبِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ٠

২৩৬০. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত পরপর দুইদিন যবের রুটিও পেট পুর খেতে পান নি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٣٦١. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : مَاشَبِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : وَأَهْلُهُ ثَلاَثًا تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا ٠

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ٠

২৩৬১. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলা (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহলোক পরিত্যাগ করা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যগণ এক নাগাড়ে তিন দিন পেট পুরে আটার রুটি খেতে পান নি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। এই সূত্রে গারীব।

٢٣٦٢. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُوْلُ : مَاكَانَ يَفْضُلُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ : خُبْزُ الشَّعِيْرِ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِيْ بُكَيْرٍ هٰذَا كُوْفِيٌّ وَأَبُوْ بُكَيْرٍ وَالِدُ يَحْيَى ، رَوَى لَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ . وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ مِصْرِيٌّ صَاحِبُ اللَّيْثِ ٠

৭৯—

২৩৬২. আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মাদ দূরী (র.)........সুলায়ম ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ উমামা (রা.)-কে বলতে শুনেছিঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘরে যবের রুটি কখনও অতিরিক্ত হয় নি।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্‌, এই সূত্রে গারীব।

রাবী এই ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবূ বুকায়র (র.) হলেন কূফাবাসী। ইয়াহইয়ার পিতা হলেন আবূ বুকায়র। সুফইয়ান ছাওরী (র.) তার নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুকায়র (র.) হলেন মিসরবাসী। তিনি লায়ছ ইব্‌ন সা'দ (র.)-এর ছাত্র।

٢٣٦٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ . حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ مِنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَبِيْتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لاَ يَجِدُوْنَ عَشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيْرِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৩৬৩. আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুআবিয়া জুমাহী (র.)........ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যগণ পর পর কয়েক রাত্রি ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটত। তাদের জন্য রাত্রির আহারের সংস্থান হতনা, অধিকাংশ দিন যবের রুটিই ছিল তাদের খাদ্য।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্‌।

٢٣٦٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ . عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عِمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৩৬৪. আবূ আম্মার (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ হে আল্লাহ্‌, মুহাম্মাদ-এর পরিবারকে প্রাণ রক্ষার মত রিযক দান করো।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্‌।

٢٣٦٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَيَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً .

২৩৬৫. কুতায়বা (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আগামী দিনের জন্য কোন জিনিস জমা করে রাখতেন না।

হাদীছটি গারীব। জা'ফার ইব্‌ন সুলায়মান ছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারী এটিকে ছাবিত (র.)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

٢٣٦٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . أَخْبَرَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ

سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ عَرُوْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى خُوَانٍ وَلاَ أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتّٰى مَاتَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ عَرُوْبَةَ .

২৩৬৬. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত টেবিলে রেখে খানা খাননি এবং কখনও পাতলা রুটি খাননি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ, সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবা (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব।

٢٣٦٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْحَنَفِىُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ . أَخْبَرَنَا أَبُوْ حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قِيْلَ لَهُ : أَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّقِىَّ ، يَعْنِى الْحُوَّارَى ؟ فَقَالَ سَهْلٌ : مَا رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّقِىَّ حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ ، فَقِيْلَ لَـهُ : هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ : مَا كَانَتْ لَنَا مَنَاخِلُ ، قِيْلَ : فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ بِالشَّعِيْرِ ؟ قَالَ : كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيْرُ مِنْهُ مَا طَارَ ، ثُمَّ نُثَرِّيْهِ فَنَعْجِنُهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِىْ حَازِمٍ .

২৩৬৭. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.).......সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি কখনও ময়দা খেয়েছেন ?

সাহল (রা.) বললেনঃ আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করা (মৃত্যু) পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও ময়দা দেখেননি। বলা হলঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আপনাদের চালনি জাতীয় কিছু ছিল কি?

তিনি বললেনঃ না, আমাদের কোন চালনি ছিল না।

বলা হলঃ তাহলে যব নিয়ে কি করতেন ?

তিনি বললেনঃ আমরা তাতে ফুঁক দিতাম। এতে যা উড়ে যাওয়ার উড়ে যেত। এরপর পানি ঢেলে তা মন্ড করে নিতাম।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

মালিক ইব্‌ন আনাস (র.)ও এটিকে আবূ হাযিম (র.)-এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ مَعِيْشَةِ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের জীবন-যাপন।

٢٣٦٨. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِىْ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِىْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ : إِنِّىْ لأَوَّلُ رَجُلٍ أَهْرَاقَ دَمًا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَإِنِّى لأَوَّلُ رَجُلٍ رَمَى بِسَهْمٍ

فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِىْ أَغْزُوْ فِى الْعِصَابَةِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا نَأْكُلُ إِلاَّ وَرَقَ الشَّجَرِ وَالْحَبَلَةِ ، حَتّٰى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ أَوِ الْبَعِيْرُ ، وَأَصْبَحَتْ بَنُوْ أَسَدٍ يُعَزِّرُوْنِىْ فِى الدِّيْنِ لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِىْ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ بَيَانٍ ٠

২৩৬৮. আমর ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন মুজালিদ ইব্ন সাঈদ (র.)......রায়ান ইব্ন কায়স (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-কে বলতে শুনেছিঃ আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র পথে রক্ত ঝরিয়েছে, আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র পথে তীর নিক্ষেপ করেছে, আমি আমার এ অবস্থা দেখেছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ -এর সাহাবীগণের এক জামাআতের সঙ্গে এক অভিযানে ছিলাম। আমরা গাছের পাতা ও বাবলার ফল ছাড়া কিছুই আহারের জন্য পাইনি। এমন কি আমাদের এক একজন উট-ছাগলের মলের মত মলত্যাগ করত। আর এখন বানূ আসাদের লোক এসে দীনের ব্যাপারে আমার ত্রুটি ধরছে।[১] তা হলেতো আমি ব্যর্থ হলাম এবং আমার আমলও নিষ্ফল হল।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।বায়ানের রিওয়ায়াত হিসাবে-গারীব।

٢٣٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِىْ خَالِدٍ . حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : إِنِّىْ أَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ الْحُبْلَةَ وَهٰذَا السَّمُرُ ، حَتّٰى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُوْ أَسَدٍ يُعَزِّرُوْنِى فِى الدِّيْنِ ، لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِىْ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

وَفِى الْبَابِ : عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ ٠

২৩৬৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্‌শার (র.).......কায়স (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ ইব্ন মালিক (রা.)-কে বলতে শুনেছিঃ আমিই প্রথম আরব ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র পথে তীর ছুড়েছে। আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখেছি তখন বাবলা বৃক্ষ আর বুনো জাম ছাড়া আমাদের সঙ্গে আহারের কিছু ছিল না। এমন কি তা খেয়ে আমাদের এক একজন বকরীর মলের ন্যায় মল ত্যাগ করত। এরপর এখন বানূ আসাদরা দীনের বিষয়ে আমার ত্রুটি ধরতে আসে। এ যদি হয় তাহলেতো আমি ক্ষতিগ্রস্ত এবং আমার আমলও নিষ্ফল।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এই বিষয়ে উতবা ইব্ন গাযওয়ান (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٣٧٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ فَتَمَخَّطَ فِىْ أَحَدِهِمَا ثُمَّ قَالَ بَخٍ بَخٍ يَتَمَخَّطُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فِى الْكَتَّانِ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِىْ

১. উমার (রা.)-এর খিলাফতকালে তিনি কূফার গভর্ণর ছিলেন। তখন কূফার বানূ আসাদ গোত্রের কিছু লোক তিনি নামায জানেন না বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল। এই সময় তিনি এই কথা বলেছিলেন।

وَإِنِّىْ لَأَخِرُّ فِيْمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مِنَ الْجُوْعِ مَغْشِيًّا عَلَىَّ ، فَيَجِئُ الْجَائِىْ فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِىْ يَرَى أَنَّ بِىَ الْجُنُوْنَ ، وَمَا بِىْ جُنُوْنٌ وَمَا هُوَ إِلاَّ الْجُوْعُ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ·

২৩৭০. কুতায়বা (র.)........মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ হুরায়রা (রা.)-এর কাছে ছিলাম। তাঁর গায়ে তখন দুটো রঙ্গীন কাতান কাপড় ছিল। একটাতে তিনি নাক ঝাড়লেন। এরপর বললেনঃ বেশ বেশ, আবূ হুরায়রা আজ কাতান কাপড়ে নাক ঝাড়ছে। অথচ আমাকে দেখেছি যে, ক্ষুধায় কাতর হয়ে আইশার হুজরা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বরের মাঝে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছি। তখন একজন এসে আমার গর্দানে পা চাপা দিয়ে ধরছে। সে মনে করেছে আমাকে বুঝি পাগলামোয় পেয়েছে। অথচ আমার কোন পাগলামো রোগ ছিল না। এ তো ক্ষুধার জ্বালা ছাড়া আর কিছু ছিল না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। এই সূত্রে গারীব।

٢٣٧١. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ . حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، أَخْبَرَنِىْ أَبُوْ هَانِيءٍ الْخَوْلاَنِىُّ أَنَّ أَبَا عَلِىٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِىَّ أَخْبَرَهُ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِى الصَّلاَةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ حَتَّى يَقُوْلَ الأَعْرَابُ هٰؤُلاَءِ مَجَانِيْنُ أَوْ مَجَانُوْنَ فَإِذَا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَالَكُمْ عِنْدَ اللهِ لأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوْا فَاقَةً وَحَاجَةً ، قَالَ فَضَالَةُ : وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ·

২৩৭১. আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মাদ দূরী (র.)........ফাযালা ইব্‌ন উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন লোকদের নিয়ে সালাতে দাঁড়াতেন তখন কিছু লোক তীব্র ক্ষুধার জ্বালায় দাঁড়ানো থেকে সালাতের মাঝেই নীচে পড়ে যেতেন। এরা ছিলেন, 'সুফ্‌ফা'র সদস্য।[১] এমনকি তাঁদের এই অবস্থা দেখে মরুবাসী আরবরা বলতঃ এরা পাগল না কি!

রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করে এদের দিকে ফিরতেন। বলতেনঃ তোমরা যদি জানতে আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের জন্য কি নেয়ামত আছে তাহলে তোমরা আরো ক্ষুধার্ত থাকতে আরো অভাবী থাকতে ভালবাসতে।

ফাযালা (রা.) বলেন ঃ আমি ঐ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গেই ছিলাম।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٣٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ . حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِىْ إِيَاسٍ . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ

১. একদল সাহাবী তালীম ও নবীজী ﷺ -এর নির্দেশের অপেক্ষায় সব সময় হাযির থাকতেন। তাঁদের কোন বাড়ি-ঘর বা নির্দিষ্ট কোন কামাই-রোযগার ছিল না। তাঁরা সুফ্‌ফা বা মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় বসবাস করতেন। তাঁরা খুবই দরিদ্র ছিলেন, কাঠ কেটে বা কায়িক পরিশ্রম করে বা নবীজীর বদান্যতার ওয়াসীলায় তারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাদেরকে আহলে সুফ্‌ফা বলা হত।

بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ سَاعَةٍ لَا يَخْرُجُ فِيْهَا وَلَا يَلْقَاهُ فِيْهَا أَحَدٌ ، فَأَتَاهُ أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ : مَاجَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ فَقَالَ : خَرَجْتُ أَلْقَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَأَنْظُرُ فِيْ وَجْهِهِ وَالتَّسْلِيْمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَرُ ، فَقَالَ : مَاجَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ ؟ قَالَ : الْجُوْعُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذٰلِكَ ، فَانْطَلَقُوْا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيْرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَقَالُوْا لِامْرَأَتِهِ أَيْنَ صَاحِبُكِ ؟ فَقَالَتْ : انْطَلَقَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الْمَاءَ ، فَلَمْ يَلْبَثُوْا أَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعَبُهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ ﷺ وَيُفَدِّيْهِ بِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيْقَتِهِ فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنْوٍ فَوَضَعَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ، أَفَلَا تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ ؟ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوْا ، أَوْ قَالَ تَخَيَّرُوْا مِنْ رُطَبِهِ وَبُسْرِهِ ، فَأَكَلُوْا وَشَرِبُوْا مِنْ ذٰلِكَ الْمَاءِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : هٰذَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيْمِ الَّذِيْ تُسْأَلُوْنَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : ظِلٌّ بَارِدٌ ، وَرُطَبٌ طَيِّبٌ ، وَمَاءٌ بَارِدٌ ، فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرٍّ ، قَالَ فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا أَوْجَدْيًا فَأَتَاهُمْ بِهَا فَأَكَلُوْا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : هَلْ لَكَ خَادِمٌ ؟ قَالَ لَا ، قَالَ : فَإِذَا أَتَانَا سَبْيٌ فَأْتِنَا فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اخْتَرْ مِنْهُمَا ، فَقَالَ : يَانَبِيَّ اللّٰهِ اخْتَرْ لِيْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ ، خُذْ هٰذَا فَإِنِّيْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيْ وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوْفًا ، فَانْطَلَقَ أَبُوالْهَيْثَمِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : مَا أَنْتَ بِبَالِغٍ مَا قَالَ فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا أَنْ تَعْتِقَهُ ، قَالَ : فَهُوَ عَتِيْقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَاخَلِيْفَةً إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوْهُ خَبَالًا ، وَمَنْ يُوْقَ بِطَانَةَ السُّوْءِ فَقَدْ وُقِيَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

২৩৭২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ এমন এক সময় (ঘর থেকে) বের হলেন যে সময় (সাধারণত) তিনি বের হন না এবং এই সময়ে তাঁর সঙ্গে কেউ মুলাকাত করতেও আসে না। অনন্তর আবূ বাকর (রা.) তাঁর কাছে এলেন। তিনি বললেনঃ হে আবূ বাকর, তোমার আগমনের কারণ কি ?

তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলাম।তাঁর চেহারা মুবারকের দিকে তাঁকাব এবং তাঁকে সালাম পেশ করব।

কিছুক্ষণ না যেতেই উমার (রা.) এসে হাযির হলেন। তিনি বললেনঃ হে উমার, তোমার আগমনের কারণ কি?

তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, ক্ষুধার জ্বালায়।নবীজী বললেনঃ আমিও এই ধরণের কিছু পাচ্ছি।

এরপর তাঁরা সকলেই আবুল হায়ছাম ইব্‌ন তায়্যিহান আনসারীর বাড়ী চললেন। তিনি বহু খর্জুর বৃক্ষ ও ছাগলের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। তবে তাঁর কোন চাকর-নফর ছিল না। তাঁরা তাকে বাড়ী পেলেন না। তার স্ত্রীকে বললেনঃ তোমার সঙ্গী কই?

তার স্ত্রী বললেনঃ আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গিয়েছেন তিনি। অল্পক্ষণ পরেই আবুল হায়ছাম পানি ভর্তি মশক বয়ে ফিরে এলেন। এরপর তিনি মশকটি রাখলেন এবং জলদি এসে নবী ﷺ-কে জাপটে ধরলেন এবং তাঁর জন্য স্বীয় মা-বাপ কুরবান হোক কথাটি বললেন। এরপর তাঁদের নিয়ে তার বাগানে গেলেন এবং তাঁদের জন্য একটি বিছানা বিছিয়ে দিলেন। পরে গিয়ে একটি খেজুর গাছ থেকে একটি ছড়া পেড়ে সামনে এনে রাখলেন।

নবী ﷺ বললেনঃ আমাদের জন্য পাকাগুলি আলাদা করে নিয়ে আসতে পারলে না?

আবুল হায়ছাম বললেনঃ আমার ইচ্ছা হল, আপনারা কাঁচা পাকা যা ইচ্ছা পছন্দ করে নেন।

এরপর তাঁরা তা আহার করলেন এবং ঐ পানি পান করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এ-ও এমন এক নেয়ামত যে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রশ্ন করা হবে। এই শীতল ছায়া, সুস্বাদু পাকা টাটকা খেজুর আর ঠাণ্ডা পানি (কত নেয়ামত!)

পরে আবুল হায়ছাম (রা.) তাঁদের জন্য খানা প্রস্তুত করতে উঠে চললেন। তখন নবী ﷺ বললেনঃ দুধওয়ালা কোন পশু যবেহ করবে না।

তিনি তাঁদের জন্য একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করলেন এবং তা পাকিয়ে নিয়ে এলেন। এরপর সকলেই তা খেলেন। পরে নবী ﷺ তাঁকে বললেনঃ তোমার কোন খাদেম আছে কি ?

তিনি বললেনঃ নেই।

নবী ﷺ বললেনঃ যখন কোন বন্দী আসবে তখন আমার কাছে এসো।

পরবর্তীকালে নবী ﷺ-এর কাছে দু'টি দাস আসে। তৃতীয় আর কোন দাস সেই সাথে ছিল না। আবুল-হায়ছাম (রা.) তাঁর কাছে এলেন। নবী ﷺ বললেনঃ দু'টোর যেটি পছন্দ হয় নিয়ে যাও।

আবুল হায়ছাম (রা.) বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র নবী, আপনিই আমার জন্য একটিকে পছন্দ করে দিন।

নবী ﷺ বললেনঃ পরামর্শদাতাকে আমানতদার হতে হয়ে। এইটিকে নাও। একে আমি সালাত আদায় করতে দেখেছি। তার বিষয়ে আমি তোমাকে সদাচারের বিশেষ নছীহত করছি।

আবুল হায়ছাম (রা.) তাঁর স্ত্রীর কাছে গেলেন এবং নবী ﷺ -এর উক্তি সম্পর্কে তাকে জানালেন। তখন তাঁর স্ত্রী বললেনঃ তুমি একে আযাদ করে দেওয়া ছাড়া এর বিষয়ে নবী ﷺ তোমাকে যা করতে বলেছেন সে স্তরে পৌছতে পারবে না।

তিনি বললেঃ হ্যাঁ, এ এখন স্বাধীন।

নবী ﷺ বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন নবী বা খালীফা পাঠাননি যার দুইজন অন্তরঙ্গ পরামর্শদাতা নেই: একজনতো তাকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে থাকে। আরেকজন তার ক্ষতি করতে বিন্দুমাত্র কসুর করে না। আর যাঁকে মন্দ পরামর্শদাতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে তিনিই বেঁচে যেতে পেরেছেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব।

٢٣٧٣. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَذَكَرَ نَحْوَ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، وَحَدِيْثُ شَيْبَانَ أَتَمُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ عَوَانَةَ وَأَطْوَلُ ، وَشَيْبَانُ ثِقَةٌ عِنْدَهُمْ صَاحِبُ كِتَابٍ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا .

২৩৭৩. সালিহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)......আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র.) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবূ বাকর ও উমার বের হলেন....। অতঃপর তিনি উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই সনদে আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উল্লেখ নেই। শায়বান (র.)-এর রিওয়ায়াতটি (২৩৭১ নং) আবূ আওয়ানা (র.)-এর রিওয়ায়াতের (২৩৭২ নং) তুলনায় দীর্ঘতর এবং অধিকতর পূর্ণাঙ্গ। হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে শায়বান (র.) ছিকা এবং নির্ভরযোগ্য রাবী। তাঁর সংকলিত গ্রন্থও রয়েছে।

٢٣٧٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ . حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ قَالَ : شَكَوْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْجُوْعَ وَ رَفَعْنَا عَنْ بُطُوْنِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ ، فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ حَجَرَيْنِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৩৭৪. আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ যিয়াদ (র.)......আবূ তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অনাহারের অভিযোগ করলাম এবং আমাদের পেটের কাপড় সরিয়ে এক একটি পাথর (বাঁধা) দেখালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাঁর পেটে দু'টো পাথর বাঁধা দেখালেন।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই।

٢٣٧٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ : أَلَسْتُمْ فِيْ طَعَامٍ وَ شَرَابٍ مَا شِئْتُمْ ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ .

قَالَ : وَ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَرَوَى أَبُوْ عَوَانَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ نَحْوَ حَدِيْثِ أَبِي الْأَحْوَصِ . وَرَوَى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنْ عُمَرَ .

২৩৭৫. কুতায়বা (র.)......সিমাক ইব্ন হারব (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমরাতো এখন তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী পানাহার করতে পার অথচ তোমাদের নবী ﷺ-কে আমি দেখেছি যে, তিনি এমন কোন রদ্দী খেজুরও পাচ্ছেন না যা দিয়ে তিনি পেট ভরতে পারেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবূ আওয়ানা প্রমুখ (র.)....সিমাক ইব্ন হারব (র.) থেকে আবুল আহওয়াস (র.)-এর অনুরূপ (২৩৭৫ নং)

বর্ণনা করেছন।

শু'বা (র.)ও এই হাদীছটি সিমাক - নু'মান ইব্‌ন বাশীর - উমার (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ মনের ধনীই ধনী।

٢٣٧٦ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ قُرَيْشٍ الْيَامِيُّ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِيْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلٰكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ .
قَالَ أَبُوْعِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَأَبُوْ حُصَيْنٍ اسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَسَدِيُّ .

২৩৭৬. আহমাদ ইব্‌ন বুদায়ল ইব্‌ন কুরায়শ ইয়ামী কূফী (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বেশী মাল-সামান থাকার নাম ধনী হওয়া নয়। বরং মনের দিক থেকে ধনী হওয়ার নামই হল আসলে ধনী হওয়া।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।রাবী আবূ হুসায়ন-এর নাম হল উছমান ইব্‌ন আসিম আসাদী।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَخْذِ الْمَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ধনসম্পদ লাভ করা।

٢٣٧٧ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي الْوَلِيْدِ قَالَ : سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيْمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ النَّارُ .
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَأَبُو الْوَلِيْدِ اسْمُهُ عُبَيْدُ سَنُوْطَى .

২৩৭৭. কুতায়বা (র.).........হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা.)-এর স্ত্রী খাওলা বিনত কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলাল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ এই ধন-দৌলত হল শ্যামল-মনোরম ও মিষ্টি। যে ব্যক্তি এর হকসহ তা লাভ করে তার জন্য একে বরকতময় করে দেওয়া হয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এই সম্পদ যে ব্যক্তি তার মনের খাহেশ অনুসারে ব্যবহার করে কিয়ামতের দিন জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই সে লাভ করবেনা।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। রাবী আবুল ওয়ালীদ (র.)-এর নাম হল উবায়দ সানূতা।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢٣٧٨ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ

قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لُعِنَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ لُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا أَتَمَّ مِنْ هٰذَا وَأَطْوَلَ ·

২৩৭৮. বিশ্‌র ইব্‌ন সাওওয়াফ (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ দীনারের গোলামরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত। দিরহামের গোলামরা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত।

হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-গারীব। এই সূত্র ছাড়াও এটি আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আরো দীর্ঘ এবং আরো পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণিত আছে।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٣٧٩. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِيْ غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

وَيُرْوَى فِيْ هٰذَا الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلاَ يَصِحُّ إِسْنَادُهُ ·

২৩৭৯. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.).......ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক আনসারী তৎ পিতা কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ দু'টো ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে বকরীর পালে ছেড়ে দিলেও তারা এতটুকু ক্ষতি করতে পারে না একজনের অর্থ ও যশের মোহ তার দীনের যুতটুকু ক্ষতি করতে পারে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার (রা.)-এর সূত্রেও নবী ﷺ থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে। তবে এর সনদ সাহীহ নয়।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٣٨٠. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ . أَخْبَرَنِي الْمَسْعُوْدِيُّ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِيْ جَنْبِهِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً ، فَقَالَ : مَالِيْ وَمَا لِلدُّنْيَا ، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ

شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا ·

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

২৩৮০. মূসা ইব্ন আবদুর রহমান কিন্দী (র.)......আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি খেজুর পাতার চাটাইয়ে শুয়েছিলেন। পরে তিনি যখন জেগে দাঁড়ালেন তখন তাঁর পার্শ্বদেশে এর দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমরা বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার জন্য যদি আমরা একটি নরম বিছানা বানিয়ে নিতে পারতাম !

তিনি বললেনঃ আমার সঙ্গে দুনিয়ার কি সম্পর্ক ? আমিতো দুনিয়ায় সেই এক সাওয়ারের মত যে (পথ চলতে) একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিল পরে আবার সে তা পরিত্যাগ করে চলে গেল।

এই বিষয়ে ইব্ন উমার ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ......।

٢٣٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ وَأَبُوْ دَاوُدَ قَالاَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنِيْ مُوْسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ :الرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ·

২৩৮১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ মানুষ তার বন্ধুর রীতি-নীতির অনুসারী হয়ে থাকে সুতরাং লক্ষ্য করবে সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ وَعَمَلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আদম সন্তানের পরিবার, সন্তান, সম্পদ ও আমলের উদাহরণ।

٢٣٨٢. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثٌ ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

২৩৮২. সুওয়ায়দ (র.).........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির পশ্চাৎগমন করে থাকে। দু'টো ফিরে আসে কিন্তু একটি থেকে যায়। তার পিছন পিছন তার পরিবার-পরিজন, তার ধন-সম্পদ এবং তার আমল যায়। অনন্তর পরিবার-পরিজন এবং ধন-দৌলত ফিরে আসে কিন্তু আমল তার সাথে থেকে যায়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الْأَكْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ অধিক আহার অপছন্দনীয়।

٢٣٨٣. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ . حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ الْحِمْصِيُّ وَحَبِيْبُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ . بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكَلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَ ثُلُثٌ لِنَفْسِهِ .

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ نَحْوَهُ وَقَالَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيْ كَرِبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৩৮৩. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.)........মিকদাম ইব্‌ন মা'দীকারিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ পেটের চেয়ে মন্দ কোন পাত্র মানুষ ভরাট করেনা। পিঠের দাঁড়া সোজা রাখার মত কয়েক লোকমা খানাই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। আরো বেশী ছাড়া যদি তা সম্ভব না হয় তবে পেটের এক তৃতীয়াংশ খানার জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানির জন্য আরেক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।

হাসান ইব্‌ন আরাফা (র.).......ইসমাঈল ইব্‌ন আইয়াশ (র.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এই সনদে মিকদাম ইব্‌ন মা'দীকারিব (রা.) থেকে سَمِعْتُ النَّبِيَّ-এর স্থানে قَالَ النَّبِيُّ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ রিয়া এবং যশ কামনা।

٢٣٨٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ يُرَاءِيْ يُرَائِي اللهُ بِهِ ، وَ مَنْ يُسَمِّعْ يُسَمِّعِ اللهُ بِهِ قَالَ : وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللهُ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ جُنْدُبٍ وَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ·

২৩৮৪. আবূ কুরায়ব (র.).......আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যে লোক দেখানোর জন্য আমল করে আল্লাহ্ তার এই রিয়াকে প্রকাশ করে দেন। যে ব্যক্তি যশ লাভের জন্য আমল করে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সামনে তা প্রকাশ করে দেন।

তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মানুষকে রহম করেনা আল্লাহও তাকে রহম করেন না।

এই বিষয়ে জুন্দুব ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই সূত্রে হাদীছটি হাসান-গারীব।

٢٣٨٥. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيْدِ أَبُوْ عُثْمَانَ الْمَدَائِنِيُّ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ شُفَيًّا الْأَصْبَحِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ، فَقَالَ : مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالُوْا أَبُوْ هُرَيْرَةَ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ ، فَلَمَّا سَكَتَ وَخَلَا قُلْتُ لَهُ أَنْشُدُكَ بِحَقٍّ وَبِحَقٍّ لَمَا حَدَّثْتَنِيْ حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَقَلْتَهُ وَعَلِمْتَهُ ، فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَفْعَلُ ، لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيْثًا حَدَّثَنِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتُهُ ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ نَشْغَةً ، فَمَكَثَ قَلِيْلًا ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيْثًا حَدَّثَنِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي هٰذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِيْ وَغَيْرُهُ ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَى ، ثُمَّ أَفَاقَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ : لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيْثًا حَدَّثَنِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا وَهُوَ فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِيْ وَغَيْرُهُ ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَى ، ثُمَّ أَفَاقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ : أَفْعَلُ ، لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيْثًا حَدَّثَنِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِيْ وَغَيْرُهُ ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ نَشْغَةً شَدِيْدَةً ، ثُمَّ مَالَ خَارًّا عَلَى وَجْهِهِ فَأَسْنَدْتُهُ عَلَيَّ طَوِيْلًا ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ : حَدَّثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ ، فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُوْبِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْاٰنَ ، وَرَجُلٌ يُقْتَتَلُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَرَجُلٌ كَثِيْرُ الْمَالِ ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لِلْقَارِئِ : أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُوْلِيْ ؟ قَالَ : بَلَى يَارَبِّ قَالَ : فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيْمَا عُلِّمْتَ ؟ قَالَ : كُنْتُ أَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ كَذَبْتَ . وَتَقُوْلُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ . وَيَقُوْلُ اللّٰهُ : بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ إِنَّ فُلَانًا قَارِئٌ ، فَقَدْ قِيْلَ ذَاكَ وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ أَلَمْ أُوَسِّعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ ؟ قَالَ : بَلَى يَارَبِّ - قَالَ : فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيْمَا آتَيْتُكَ ؟ قَالَ : كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ ،

فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ كَذَبْتَ ، وَتَقُوْلُ لَهُ الْـمَلاَئِكَةُ كَذَبْتَ . وَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى : بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلاَنٌ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ذَاكَ . وَيُؤْتَى بِالَّذِىْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ : فِيْـمَاذَا قُتِلْتَ ؟ فَيَقُوْلُ : أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى لَهُ كَذَبْتَ ، وَتَقُوْلُ لَهُ الْـمَلاَئِكَةُ كَذَبْتَ . وَيَقُوْلُ اللّٰهُ : بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلاَنٌ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيْلَ ذَاكَ ، ثُمَّ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى رُكْبَتِىْ فَقَالَ : يَاأَبَا هُرَيْرَةَ ، أُوْلٰئِكَ الثَّلاَثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللّٰهِ تُسْعَرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

وَقَالَ الْوَلِيْـدُ أَبُوْ عُثْـمَانَ : فَأَخْبَرَنِىْ عُقْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ شُفَيًّا هُوَ الَّذِىْ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَخْبَرَهُ بِهٰـذَا . قَالَ أَبُوْ عُثْـمَانَ : وَحَدَّثَنِى الْعَلاَءُ بْنُ أَبِىْ حَكِيْمٍ أَنَّهُ كَانَ سَيَّافًا لِـمُعَاوِيَةَ فَدَخَلَ عَلَيْـهِ رَجُلٌ فَأَخْـبَرَهُ بِهٰـذَا عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : قَدْ فُعِلَ بِهٰــؤُلاَءِ هٰذَا فَكَيْفَ بِمَنْ بَقِيَ مِنَ النَّاسِ ؟ ثُمَّ بَكَى مُعَاوِيَةُ بُكَاءً شَدِيْدًا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ هَالِكٌ . وَقُلْنَا قَدْ جَاءَنَا هٰـذَا الرَّجُلُ بِشَرٍّ ، ثُمَّ أَفَاقَ مُعَاوِيَةُ وَمَسَـحَ عَنْ وَجْـــهِهِ وَقَالَ : صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ (مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْـهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْـهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ . أُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২৩৮৫. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.)........শুফাইয়া আসবাহী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার মদীনায় উপস্থিত হয়ে দেখলেন এক ব্যক্তিকে ঘিরে লোকেরা সমবেত হয়ে আছে। তিনি বললেনঃ ইনি কে ?

লোকেরা বললঃ ইনি আবূ হুরায়রা (রা.)।

(শুফাইয়া বলেনঃ) আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তার সামনে গিয়ে বসে পড়লাম। তিনি তখনও লোকদের হাদীছ শুনাচ্ছিলেন। তিনি যখন নিরব এবং একা হলেন আমি তাঁকে বললামঃ আমি আপনার কাছে সত্যিকার ভাবেই যাঞ্ছা করছি যে আপনি আমাকে হাদীছ শোনাবেন যা আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট থেকে শুনেছেন, বুঝেছেন এবং জেনেছেন।

আবূ হুরায়রা (রা.) বললেনঃ আমি তা করব। আমি অবশ্যই তোমাকে হাদীছ বর্ণনা করব যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বর্ণনা করেছেন এবং আমি যা বুঝেছি ও জেনেছি।এরপর আবূ হুরায়রা (রা.) কেমন জানি ভাব-তন্ময়গ্রস্ত হয়ে পড়লেন। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। এরপর তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন এবং বললেনঃ অবশ্যই আমি তোমাকে হাদীছ বর্ণনা করব যে হাদীছ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই ঘরে বর্ণনা করেছিলেন। আমাদের সঙ্গে তখন তিনি এবং আমি ছাড়া আর কেউ সেখানে ছিলনা।

এরপর আবূ হুরায়রা (রা.) আরো গভীরভাবে উন্মনা হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন এবং মুখ -মন্ডল মুছলেন। বললেনঃ আমি তা করব। অবশ্যই তোমাকে এমন হাদীছ বর্ণনা করব যে হাদীছ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি এবং আমি তখন এই ঘরে ছিলাম। তিনি এবং আমি ছাড়া সেখানে আমাদের সঙ্গে আর কেউ ছিলনা।

তারপর আবূ হুরায়রা (রা.) গভীরভাবে তন্ময়াভিভূত হয়ে পড়লেন এবং বেহুঁশ হয়ে উপুড় হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে দীর্ঘক্ষণ ঠেস দিয়ে রাখলাম। তারপর তাঁর হুঁশ হল। বললেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের মাঝে ফায়ছালার জন্য নাযিল হবেন। প্রত্যেক উম্মতই সেদিন থাকবে নতজানু। প্রথম যাদের তলব হবে তারা হল কুরআনের হাফিজ, আল্লাহ্র পথে শহীদ এবং প্রচুর ধন-দৌলতের অধিকারী একব্যক্তি।এরপর আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের পাঠক সেই ব্যক্তিকে বলবেনঃ আমার রাসূলের উপর যে বিষয় নাযিল করেছিলাম তোমাকে আমি কি সে বিষয়ের জ্ঞান দেই নাই ?

সে বলবেঃ হ্যাঁ, অবশ্যই দিয়েছিলেন, হে আমার রব।

আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ যে জ্ঞান তুমি লাভ করেছিলে তদনুসারে কি আমল করেছিলে ?

লোকটি বলবেঃ আমিতো রাত-দিন এই কুরআন নিয়েই কায়েম থেকেছি।

আল্লাহ্ বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ, ফিরিশ্তাগণও বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ। পরে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেনঃ তোমার নিয়্যত ছিল তোমাকে যেন বলা হয় "অমুক বড় ক্বারী"। আর তোমাকে তা বলাও হয়েছে।

এরপর ধনাঢ্য ব্যক্তিটিকে আনা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেনঃ তোমাকে কি আমি প্রচুর বিত্ত-বৈভব দেই নি ? এমন কি কারো প্রতিই তোমাকে মুখাপেক্ষী হিসাবে রাখিনি।

লোকটি বলবেঃ হ্যাঁ, অবশ্যই হে আমার রব।

আল্লাহ্ বলবেনঃ তোমাকে আমি যা দিয়েছিলাম তা দিয়ে কি আমল করেছ তুমি ?

লোকটি বলবেঃ তা দিয়ে আমি আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রেখেছি এবং সাদকা-খয়রাত করেছি।

আল্লাহ্ বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ, ফিরিশতাগণও বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ।

পরে আল্লাহ্ বলবেনঃ তোমার ইরাদা ছিল তোমাকে যেন বলা হয়, "অমুক ব্যক্তি খুব দানশীল"। আর তোমাকে তা বলা হয়েছে।

আল্লাহ্র পথে নিহত এক ব্যক্তিকে আনা হবে। আল্লাহ্ তাআলা তাকে বলবেনঃ কিসে তুমি নিহত হয়েছিলে?

লোকটি বলবেঃ আপনি আপনার পথে জেহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমি লড়াই করলাম। শেষে আপনার পথে নিহত হলাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ। ফিরিশ্তাগণও বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ।

পরে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ তোমার কামনা ছিল যে, তোমাকে যেন বলা হয় "অমুক ব্যক্তি বাহাদুর"। আর তা তোমাকে বলা হয়েছে।

তারপর নবী ﷺ আমার হাঁটুতে হাত চাপড়ালেন এবং বললেন ঃ হে আবূ হুরায়রা, এই তিনজনই হল আল্লাহ্র প্রথম মাখলূক যাদের দিয়ে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে।

মুআবিয়া (রা.)-এর তলওয়ার বরদার আলা' ইব্ন হাকীম (র.) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি মুআবিয়া (রা.)-এর কাছে এল এবং আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বরাতে এই হাদীছটি বর্ণনা করল। তখন মুআবিয়া (রা.) বললেনঃ এই তিন ব্যক্তির যদি এই অবস্থা হয় তবে অন্যান্য লোকদের কি হাল হবে ? এরপর তিনি এত প্রবলভাবে কাঁদতে লাগলেন যে, আমাদের ধারণা হল তিনি বুঝি হালাক হয়ে যাবেন। আমরা বললামঃ এই লোকটি আজ অমঙ্গল নিয়ে এসেছে।

পরে মুআবিয়া (রা.) আত্মসংবরণ করলেন এবং চেহারা থেকে অশ্রু মুছে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ সত্য বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ . أُوْلَٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

যে কেউ পার্থিব জীবন ও এর শোভা কামনা করে তবে দুনিয়াতে আমি তাদের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করি এবং সেখানে তাদের কোন কম দেওয়া হবেনা।

তাদের জন্য আখিরাতে জাহান্নাম ব্যতীত কিছুই নাই এবং তারা যা করে আখিরাতে তা নিষ্ফল গণ্য হবে আর তাদের কর্ম হবে নিরর্থক। [সূরা হূদ ১১:১৫,১৬]

হাদীছটি হাসান–গারীব।

٢٣٨٦ . حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنِي الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَيْفٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِيْ مُعَانٍ الْبَصْرِيِّ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ ؟ قَالَ وَادٍ فِيْ جَهَنَّمَ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ . قُلْنَا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَدْخُلُهُ ؟ قَالَ : الْقُرَّاءُ الْمُرَاءُوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২৩৮৬. আবূ কুরায়ব (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ জুব্বুল হুয্ন থেকে তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাও।

সাহাবীগণ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, জুব্বুল হুয্ন কি ?

তিনি বললেনঃ জাহান্নামের একটি উপত্যকা। এ থেকে খোদ জাহান্নামও প্রতিদিন একশ'বার পানাহ চায়।

বলা হলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, কে তাতে দাখেল হবে।

তিনি বললেনঃ ঐ সব ক্বারী যারা লোকদের দেখানোর জন্য আমল করে।

হাদীছটি হাসান–গারীব।

بَابُ عَمَلِ السِّرِّ

অনুচ্ছেদ ঃ গোপনে আমল করা।

٢٣٨٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ سِنَانٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُسِرُّهُ فَإِذَا اطُّلِعَ عَلَيْهِ أَعْجَبَهُ ذٰلِكَ ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَهُ أَجْرَانِ : أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلاَنِيَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَقَدْ رَوَى الْأَعْمَشُ وَغَيْرُهُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً . وَأَصْحَابُ الْأَعْمَشِ لَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى : وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ : إِذَا اطُّلِعَ عَلَيْهِ فَأَعْجَبَهُ فَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يُعْجِبَهُ ثَنَاءُ النَّاسِ عَلَيْهِ بِالْخَيْرِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنْتُمْ شُهَدَاءُ لِلّٰهِ فِي الْأَرْضِ فَيُعْجِبُهُ ثَنَاءُ النَّاسِ عَلَيْهِ لِهٰذَا لِمَا يَرْجُوْ بِثَنَاءِ النَّاسِ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا إِذَا أَعْجَبَهُ لِيَعْلَمَ النَّاسُ مِنْهُ الْخَيْرَ لِيُكْرَمَ عَلَى ذٰلِكَ وَيُعَظَّمَ عَلَيْهِ فَهٰذَا رِيَاءٌ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا اطُّلِعَ عَلَيْهِ فَأَعْجَبَهُ رَجَاءَ أَنْ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِ فَيَكُوْنُ لَهُ مِثْلُ أُجُوْرِهِمْ فَهٰذَا لَهُ مَذْهَبٌ أَيْضًا .

২৩৮৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, কোন ব্যক্তি কোন আমল গোপনে করে বটে কিন্তু অন্যরা যদি তা জেনে ফেলে তবে তা-ও তার ভাল লাগে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ এই ব্যক্তি দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে। একটি হল গোপন করার। আরেকটি হল তা প্রকাশ পাওয়ার।

হাদীছটি গারীব।

আ'মাশ প্রমুখ (র.) এটিকে হাবীব ইব্‌ন আবূ ছাবিত – আবূ সালিহ সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

কোন কোন আলিম এই হাদীছের ব্যাখ্যা করেছেন যে, "অন্যরা যদি তা জেনে ফেলে তবে তা তার ভাল লাগে"–কথাটির মর্ম হল, বিষয়টি সম্পর্কে মানুষের প্রশংসা তার ভাল লাগে। নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সাক্ষী। আর এই কারণে কাজটির উপর লোকদের প্রশংসা তার ভাল লাগে। (কেননা যারা এটি সম্পর্কে জেনেছে তারা এর সাক্ষী হবে।) কিন্তু সে ভাল কাজ করে তা মানুষের জানা এবং এতদ্‌কারণে তার সম্মান হবে মানুষ তাকে ইয্‌যত করবে এই জন্য যদি তা তার ভাল লাগে তবে এই বিষয়টি রিয়া বলে গণ্য হবে।

কোন কোন আলিম বলেনঃ তার আমলের কথা জেনে অন্যরাও এই ধরণের আমল করবে ফলে তারও ঐ লোকদের মত ছওয়াব লাভ হবে এই আশায় স্বীয় আমল সম্পর্কে মানুষের অবহিতি লাভ তার ভাল লাগে। হাদীছের উক্ত বাক্যটির এই ব্যাখ্যা গ্রহণেরও অবকাশ রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি যাকে সে ভালবাসে তার সঙ্গেই থাকবে।

٢٣٨٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى قِيَامُ السَّاعَةِ ؟ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ قِيَامِ السَّاعَةِ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ . قَالَ : مَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيْرَ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ إِلَّا أَنِّيْ أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ، فَمَا رَأَيْتُ فَرِحَ الْمُسْلِمُوْنَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَهُمْ بِهٰذَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ·

২৩৮৮. আলী ইব্ন হুজর (র.)........আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, কিয়ামত সংঘটিত হবে কবে ?

রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। সালাত সম্পাদন করে বললেনঃ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে প্রশ্নকারী কোথায় ?

সেই লোকটি বললঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি।

তিনি বললেনঃ এর জন্য তুমি কি প্রস্তুতি নিয়েছ ?

লোকটি বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, খুব সালাত বা সাওম নিয়ে আমি এর জন্য প্রস্তুত হতে পারি নাই তবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ যে ব্যক্তি যাকে ভালবাসে সে তার সঙ্গেই থাকবে। আর তুমিও তার সঙ্গেই থাকবে যাকে তুমি ভালবাস। [আনাস (রা.) বলেন] এই কথা শুনে মুসলিমদের যে আনন্দ হয়েছিল ইসলামের পর আর কোন বিষয়ে মুসলিমদেরকে এত আনন্দিত হতে আমি দেখিনি।

হাদীছটি সাহীহ।

٢٣٨٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَلَهُ مَا اِكْتَسَبَ ·

وَفِي الْبَابِ : عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، وَصَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ مُوْسَى ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ·

২৩৮৯. আবূ হিশাম রিফাঈ (র.)......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি যাকে ভালবাসে সে তার সঙ্গে থাকবে এবং তার জন্য তা-ই হবে যা সে অর্জন করেছে।

এই বিষয়ে আলী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ, সাফওয়ান ইব্ন আসসাল, আবূ হুরায়রা এবং আবূ মূসা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাসান বাসরী (র.) - আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছ হিসাবে হাদীছটি হাসান-গারীব।

٢٣٩٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ جَهْوَرِيُّ الصَّوْتِ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

نَحْوَ حَدِيْثِ مَحْمُوْدٍ ·

২৩৯০. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......সাফওয়ান ইব্‌ন আসসাল (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, উচ্চস্বরের অধিকারী জনৈক মরুবাসী আরব এসে বললঃ হে মুহাম্মাদ, একব্যক্তি কোন এক সম্প্রদায়কে ভালবাসে কিন্তু সে তাদের পর্যায়ে যেয়ে মিলিত হতে পারেনি। (তার অবস্থা কি হবে?)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ যে ব্যক্তি যাকে ভালবাসবে সে তার সঙ্গেই থাকবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আহমাদ ইব্‌ন আবদা যাব্বী (র.)......সাফওয়ান ইব্‌ন আসসাল (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মাহমূদ (র.) বর্ণিত হাদীছের (২৩৯০ নং) অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ সম্পর্কে নেক ধারণা পোষণ করা।

٢٣٩١. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ فِيَّ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِيْ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

২৩৯১. আবূ কুরায়ব (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা আলা ইরশাদ করেছেনঃ আমার সম্পর্কে বান্দার ধারণা অনুসারে আমি তার সাথে আচরণ করি। সে যখন আমাকে ডাকে তখন আমি তার সাথে থাকি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْبِرِّ وَالْإِثْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ নেকী ও বদী।

٢٣٩٢. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالْإِثْمُ مَاحَاكَ فِيْ نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ · حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ · حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ : قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

২৩৯২. মূসা ইব্‌ন আবদুর রহমান কিন্দী কূফী (র.).......নাওওয়াস ইব্‌ন সামআন (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নেক কাজ এবং বদ কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তখন নবী ﷺ বললেনঃ নেক কর্ম হল সদাচার আর বদ কাজ হল তোমার মনে যা দ্বিধা সৃষ্টি করে এবং মানুষ সেটা টের পাক তা তুমি অপছন্দ কর।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......আবদুর রহমান (র.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ-এর স্থলে سَأَلْتُ النَّبِيَّ বর্ণিত হয়েছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْحُبِّ فِي اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা।

٢٣٩٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ. حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِيْ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيْ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ . حَدَّثَنِيْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ : الْمُتَحَابُّوْنَ فِيْ جَلاَلِيْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَأَبُوْ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ثُوَبَ .

২৩৯৩. আহ্‌মাদ ইব্‌ন মানী' (র.)..........মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ আমার সম্মান ও পরাক্রমের খাতিরে যারা পরস্পরকে ভালবাসবে (কিয়ামতের দিন) তাদের জন্য হবে নূরের মিম্বর। নবী ও শহীদগণও তাদের মর্যাদা দর্শনে গিবতা (ঈর্ষা) করবেন। [১]

এই বিষয়ে আবুদ দারদা, ইব্‌ন মাসউদ, উবাদা ইব্‌ন সামিত, আবূ মালিক আশআরী ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবূ মুসলিম খাওলানী (র.)-এর নাম হল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ছাওব।

٢٣٩٤. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللّٰهِ ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ إِلَيْهِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذٰلِكَ وَتَفَرَّقَا ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ

---

১. الغبطة অর্থ কারো মর্যাদা দর্শনে বা কোন গুণ দেখে তা লাভের আশা করা। এখানে অর্থ হল নবী ও শহীদগণও তাদের এই মর্যাদার প্রশংসা করবেন। স্বীয় মর্যাদার সঙ্গে নিজের জন্য এই মর্যাদা লাভেরও তাঁদের প্রত্যাশা হবে।

حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ : إِنِّيْ أَخَافُ اللّٰهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَتَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَهٰكَذَا رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ مِثْلَ هٰذَا ، وَشَكَّ فِيْهِ وَقَالَ : عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ، وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَوَاهُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَلَمْ يَشُكَّ فِيْهِ يَقُوْلُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ .

حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ . حَدَّثَنِيْ خُبَيْبٌ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ بِمَعْنَاهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسَاجِدِ . وَقَالَ : ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ الْمِقْدَامِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ . وَالْمِقْدَامُ يُكْنَى أَبَا كَرِيْمَةَ .

২৩৯৪. আনসারী (র.)......আবূ হুরায়রা (বর্ণনান্তরে) অথবা আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যেদিন আল্লাহ্‌র ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবেনা সেইদিন তিনি সাত ব্যক্তিকে তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন–ন্যায়পরায়ণ ইমাম (রাষ্টনেতা), যে যুবক আল্লাহ্‌র ইবদাতের মাঝে বড় হয়েছে, মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর তাতে ফিরে না আসা পর্যন্ত যে ব্যক্তির হৃদয় মসজিদের সঙ্গেই লটকে থাকে, এমন দুই ব্যক্তি যারা পরস্পরকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসে, এই সম্পর্কেই তারা একত্রিত হয় এবং বিচ্ছিন্ন হয় ; এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করে আর তার চোখ দিয়ে পানি বেয়ে পড়ে। এমন এক ব্যক্তি যাকে বংশ মর্যাদা সম্পন্না এবং সুন্দরী কোন মহিলা দুষ্কর্মের আহ্বান করে কিন্তু সে বলে মহিয়ান আল্লাহকে আমি ভয় করি, এবং এমন এক ব্যক্তি, যে এমন গোপনে সাদাকা দেয় যে তার বাম হাত পর্যন্ত জানেনা ডান হাতে সে কি ব্যয় করছে।

হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

হাদীছটি মালিক ইব্‌ন আনাস (র.)–এর বরাতে একাধিক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা.) কিংবা আবূ সাঈদ থেকে অনুরূপ দ্বিধার সাথে এটির রিওয়ায়াত হয়েছে। পক্ষান্তরে উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (র.) এটিকে খুবায়ব ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.) সূত্রে দ্বিধাহীনভাবে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

সাওওয়ার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আম্বারী ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে মালিক ইব্‌ন আনাস (রা.)–এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে "যার হৃদয় মসজিদের সংগে সম্পর্কিত" এবং ذَاتُ حَسَبٍ –এর স্থলে ذَاتُ مَنْصَبٍ (মর্যাদাশালীনী)–এর উল্লেখ হয়েছে।

মিকদাম (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্–গারীব।

٢٣٩٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الْقَصِيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ نُعَامَةَ الضَّبِّيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا آخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْأَلْهُ عَنِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيْهِ وَمِمَّنْ هُوَ فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَلاَ نَعْرِفُ لِيَزِيْدَ بْنِ نُعَامَةَ سَمَاعًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا وَلاَ يَصِحُّ إِسْنَادُهُ ·

২৩৯৫. হান্নাদ ও কুতায়বা (র.)........ইয়াযীদ ইব্‌ন নুআমা যাব্বী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ এক ব্যক্তি যখন আরেক ব্যক্তিকে ভাই হিসাবে গ্রহণ করে সে যেন তখন অপর জনের নাম, পিতার নাম এবং তার কবীলার নাম জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়। কেননা, তা সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য অধিকতর কার্যকরী।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। ইয়াযীদ ইব্‌ন নুআমা (র.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সরাসরি কিছু শুনেছেন বলেও আমরা কিছু জানিনা।

ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীছটির অনুরূপ মর্মে রিওয়ায়াত আছে। তবে এটির সনদও সাহীহ নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمِدْحَةِ وَالْمَدَّاحِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ সামনে প্রশংসা করা পছন্দনীয় নয় এবং প্রশংসাকারী প্রসঙ্গে।

٢٣٩٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ فَأَثْنَى عَلَى أَمِيْرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ ، فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثُوْ فِيْ وَجْهِهِ التُّرَابَ وَقَالَ : أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَحْثُوَ فِيْ وُجُوْهِ الْمَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ ·

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَوَى زَائِدَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْمِقْدَادِ ، وَحَدِيْثُ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ أَصَحُّ ، وَأَبُوْ مَعْمَرٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَخْبَرَةَ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ هُوَ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو الْكِنْدِيُّ وَيُكْنَى أَبَا مَعْبَدٍ وَإِنَّمَا نُسِبَ إِلَى الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ تَبَنَّاهُ وَهُوَ صَغِيْرٌ ·

২৩৯৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)....আবূ মা'মার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কোন এক আমীরের প্রশংসা করতে শুরু করে। তখন মিক্‌দাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা.) তার মুখে বালু ছুড়ে মারলেন, আর বললেনঃ প্রশংসাকারীদের মুখে বালু ছুড়ে মারতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

যাইদা (র.)ও ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ-মুজাহিদ -ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। মুজাহিদ - আবূ মা'মার (র.) সূত্রে বর্ণিত সনদটি অধিকতর সাহীহ্।

আবূ মা'মার (র.)-এর নাম হল আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাখবারা। মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা.) হলেন মিকদাদ ইব্ন আমর কিন্দী। তাঁর কুনিয়াত হল আবূ মা'বাদ।

আসওয়াদ ইব্ন আবদ ইয়াগূছ তাঁকে শৈশবস্থায়ই পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন বলে আসওয়াদ-এর সাথে তাকে সম্পর্কিত করে মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ বলা হয়।

٢٣٩٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ سَالِمٍ الْخَيَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : أَنْ نَحْثُوَ فِي أَفْوَاهِ الْمَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ .

২৩৯৭. মুহাম্মাদ ইব্ন উছমান কূফী (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতি প্রশংসাকারীদের মুখে মাটি ছুড়ে দিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

আবূ হুরায়রা (রা.) সনদে বর্ণিত এ হাদীছটি গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صُحْبَةِ الْمُؤْمِنِ

অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিনের সংসর্গ।

٢٣٩٨. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ . حَدَّثَنِيْ سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ أَنَّ الْوَلِيْدَ بْنَ قَيْسٍ التُّجِيْبِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ سَالِمٌ أَوْ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : يَقُوْلُ : لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا ، وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৩৯৮. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)........আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ মু'মিন ছাড়া কারো সঙ্গী হয়ো না আর মুত্তাকী ব্যক্তি ছাড়া তোমার খানা যেন কেউ না খায়।

হাদীছটি হাসান। রাবী বলেন, আমি হাদীছটি কেবল এই একই সূত্রে জানি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْبَلاَءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসীবতে ধৈর্য ধারণ।

٢٣٩٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتّٰى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ ، وَإِنَّ اللهَ

إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ۔

২৩৯৯. কুতায়বা (র.).........আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর কোন বান্দার মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করেন তখন দুনিয়ায় তাকে অতি তাড়াতাড়ি বিপদ-আপদের সম্মুখীন করা হয়। আর যখন তিনি কোন বান্দার অকল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন তিনি তার গুনাহের শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকেন। অবশেষে কিয়ামতের দিন তাকে এর পরিপূর্ণ আযাবে নিপতিত করেন।

উক্ত সনদেই নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ বিপদ-আপদ হয় যত বড় তার প্রতিদানও হয় তত বড়। আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন তখন তাদের তিনি পরীক্ষায় ফেলেন। যে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে তার জন্য হবে (আল্লাহর) সন্তুষ্টি আর তাতে যে অসন্তুষ্ট হবে তার জন্য হবে (আল্লাহর) অসন্তুষ্টি।

হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

٢٤٠٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُوْلُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : مَارَأَيْتُ الْوَجَعَ عَلَى أَحَدٍ أَشَدَّ مِنْهُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

২৪০০. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).........আবূ ওয়াইল (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আইশা (রা.) বলেছেনঃ অসুস্থতায় রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অধিক কষ্ট হতে আর কাউকে আমি দেখিনি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

٢٤٠١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً ؟ قَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِيْنِهِ ، فَإِنْ كَانَ دِيْنُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسْبِ دِيْنِهِ ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِيْ عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأُخْتِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً ؟ قَالَ الْأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ ۔

২৪০১. কুতায়বা (র.).......মুসআব ইব্‌ন সা'দ তৎপিতা সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল, মানুষের মাঝে সর্বাপেক্ষা বেশী মসীবতের সম্মুখীন হয় কে?

তিনি বললেনঃ নবীগণ, এরপর যারা ভাল মানুষ তারা, এরপর যারা ভাল তারা। একজন তার দীনদারীর অনুপাতে পরীক্ষায় নিপতিত হয়। যদি সে তার দীনে মজবুত হয় তবে তার পরীক্ষাও তুলনামূলকভাবে কঠোরতর হয়; আর সে যদি দীনের ক্ষেত্রে দুর্বল ও হালকা হয় তবে সে তার দীনদারীর অনুপাতেই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়।

যাহোক এইভাবেই বান্দা বিপদ-আপদে পড়তে থাকে শেষ পর্যন্ত সে পৃথিবীতে এমন মুক্তভাবে বিচরণ করতে থাকে যে তার উপর আর কোন গুনাহর দায় থাকে না।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

٢٤٠٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى. حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِيْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৪০২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ মু'মিন পুরুষ ও নারী সবসময়ই তার নিজের ক্ষেত্রে এবং তার সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে নানা বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সঙ্গে এমনভাবে তার সাক্ষাৎ হয় যে, তার উপর আর কোন গুনাহের দায় থাকেনা।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা এবং হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান-এর বোন [ফাতিমা রা.] থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ ذَهَابِ الْبَصَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ দৃষ্টি শক্তি বিনষ্ট হওয়া।

٢٤٠٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ ظِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ : إِذَا أَخَذْتُ كَرِيْمَتَى عَبْدِيْ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ عِنْدِيْ إِلاَّ الْجَنَّةَ .

وَفِي الْبَابِ : عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَأَبُوْ ظِلَالٍ اسْمُهُ هِلَالٌ .

২৪০৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআবিয়া জুমাহী (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, দুনিয়ায় যদি আমি আমার বান্দার প্রিয় দুই চক্ষু (-এর দৃষ্টি) হরণ করে নেই তবে জান্নাত ছাড়া এর আর কোন বিনিময় আমার কাছে নেই।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান, এই সূত্রে গারীব।

বর্ণনাকারী আবূ যিলাল (র.)-এর নাম হল হিলাল।

٢٤٠٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ

هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৪০৪. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মারফূরূপে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌পাক ইরশাদ করেনঃ যার দুই প্রিয় চক্ষু আমি নিয়ে নেই সে যদি তাতে সবর করে এবং ছওয়াবের আশা রাখে তবে এর বিনিময়ে তাকে জান্নাত প্রদান ছাড়া আর কিছুতে আমি সন্তুষ্ট হব না।

এই বিষয়ে ইরবায ইব্‌ন সারিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٤٠٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ وَيُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَغْرَاءَ أَبُوْ زُهَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلاَءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُوْدَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيْضِ .

وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَوْلَهُ شَيْئًا مِنْ هٰذَا .

২৪০৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ রাযী ও ইউসুফ ইব্‌ন মূসা কাত্তান বাগদাদী (র.)........জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ দুনিয়ার যারা বিপদ-আপদে নিপতিত হয়েছে তাদেরকে যখন কিয়ামতের দিন বিনিময় প্রদান করা হবে তখন বিপদ-আপদ মুক্ত ব্যক্তিরা আশা করবে দুনিয়ায় যদি তাদের চামড়া কাঁচি দিয়ে টুকরা টুকরা করে ফেলা হত !

হাদীছটি গারীব। এই সনদে উক্তরূপ রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা।

কোন কোন রাবী হাদীছটিকে আ'মাশ - তালহা ইব্‌ন মুসাররিফ - মাসরূক (র.) সূত্রে এই ধরণের কিছু বিষয় বর্ণনা করেছেন।

٢٤٠٦. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوْتُ إِلاَّ نَدِمَ ، قَالُوْا : وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟

قَالَ : إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَنْ لاَ يَكُوْنَ ازْدَادَ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا نَدِمَ أَنْ لاَ يَكُوْنَ نَزَعَ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَيَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ شُعْبَةُ ، وَهُوَ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ مَدَنِيٌّ ۔

২৪০৬. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র.)..........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ এমন কেউ নেই যে মৃত্যুর পর অনুশোচনা করবেনা।

সাহাবীগণ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, কিসের অনুশোচনা হবে?

তিনি বললেনঃ যদি সৎকর্মশীল হয় তবে আরো বেশী কেন করলনা এইজন্য সে অনুশোচনা করবে। আর যদি দুষ্কর্মশীল হয় তবে কেন তা থেকে সে বিরত থাকলনা এইজন্য সে অনুশোচনা করবে।

হাদীছটিকে এই সূত্রেই কেবল আমরা জানি। ইমাম শু'বা এর রাবী ইয়াহইয়া ইবন উবায়দুল্লাহর সমালোচনা করেছেন।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٤٠٧. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ . أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَخْرُجُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُوْنَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ ، يَلْبَسُوْنَ لِلنَّاسِ جُلُوْدَ الضَّأْنِ مِنَ اللِّيْنِ ، أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكَّرِ ، وَقُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الذِّئَابِ ، يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبِيْ يَغْتَرُّوْنَ ، أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِئُوْنَ ؟ فَبِيْ حَلَفْتُ لَأَبْعَثَنَّ عَلَى أُولٰئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ۔

২৪০৭. সুওয়ায়দ (র.)..........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আখিরী যামানায় এমন একদল লোকের উদ্ভব ঘটবে যারা দুনিয়া হাসিলের জন্য দীন নিয়ে প্রবঞ্চনা করবে। তারা মানুষের সামনে ভেড়ার চামড়ার ন্যায় কোমল পোষাক পরবে। তাদের ভাষা হবে চিনি অপেক্ষা মিষ্টি কিন্তু হৃদয় হবে নেকড়ের হৃদয়ের মত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, এরা কি আমাকে নিয়ে ধোঁকায় পড়ে আছে? না আমার প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে? আমার কসম, এদের উপরই এমন ফিতনা ও বিপদ আপতিত করবে যে তা তাদের সবচে' সহিষ্ণু লোকটিকেও হয়রান পেরেশান করে ছাড়বে।

এই বিষয়ে ইবন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٤٠٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ . أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ . أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ أَبِيْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَالَ : لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقًا أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَقُلُوْبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ ، فَبِيْ حَلَفْتُ لَأُتِيْحَنَّهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا

فَبِىْ يَغْتَرُّوْنَ أَمْ عَلَىَّ يَجْتَرِئُوْنَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ·

২৪০৮. আহমাদ ইব্‌ন সাঈদ দারিমী (র.)........ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেনঃ আমি এমন মাখলূক সৃষ্টি করেছি যাদের যবান মধুর চেয়ও মিষ্টি কিন্তু তাদের হৃদয় তিক্ত ফলের রসের চেয়েও তিক্ত। আমার কসম, আমি অবশ্যই এদের উপর এমন ফিতনা আপতিত করব যা এদের সবচে' সহিষ্ণু লোকটিকেও হয়রান করে তুলবে। এরা কি আমার ব্যাপারে প্রবঞ্চণায় আছে না আমার প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে।

ইব্‌ন উমার (রা.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এই হাদীছটি হাসান-গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ حِفْظِ اللِّسَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ যবানের হিফাযত।

٢٤٠٩. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ . وَحَدَّثَنَا سُوَيْدٌ . أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا النَّجَاةُ ؟ قَالَ : أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ ، وَابْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ·

২৪০৯. সালিহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র.).......উকবা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, নাজাত কিসে নিহিত?

তিনি বললেনঃ তুমি তোমার যবানকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখবে, তামার ঘর যেন সুপ্রশস্ত হয় আর স্বীয় গুনাহর জন্য রোনাযারী করবে। হাদীছটি হাসান।

٢٤١٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْبَصْرِىُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِىْ زَيْدٍ عَنْ أَبِى الصَّهْبَاءِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَفَعَهُ قَالَ : إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُوْلُ اتَّقِ اللّٰهَ فِيْنَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ ، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا ·

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَلَمْ يَرْفَعُوْهُ ·

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِى الصَّهْبَاءِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ

الْخُدْرِيِّ قَالَ : أَحْسِبُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২৪১০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মূসা বাসরী (র.)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে মারফূ'রূপে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, আদম সন্তান যখন সকালে উপনীত হয় তখন তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বার কাছ মিনতী প্রকাশ করে এবং বলেঃ আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, আমরাতো তোমার ওয়াসীলায়ই আছি। তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকি আর তুমি বক্রতা অবলম্বন করলে আমরাও বক্র হয়ে যাই।

হান্নাদ (র.)....হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এটি মারফূ' নয়। এই সনদটি মুহাম্মাদ ইব্‌ন মূসা (র.)-এর বর্ণনা (২৪০৯ নং) অপেক্ষা অধিকতর সাহীহ।

হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ (র.)-এর সূত্র ছাড়া এই হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। একাধিক রাবী হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে এটি বর্ণনা করেছন কিন্তু তাঁরা এটি মারফূ' রূপে রিওয়ায়াত করেন নি।

٢٤١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ يَتَكَفَّلُ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ سَهْلٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ .

২৪১১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা সানআনী (র.)......সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার জন্য দুই চোয়ালের মাঝের বস্তু (জিহ্বা) এবং দুই পা-র মাঝের বস্তু (লজ্জাস্থান)-এর যামিন হবে আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হব।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٢٤١٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ . حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ وَقَاهُ اللّٰهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، أَبُوْ حَازِمٍ الَّذِيْ رَوَى عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ اسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ الْأَشْجَعِيَّةِ وَهُوَ كُوْفِيٌّ ، وَأَبُوْ حَازِمٍ الَّذِيْ رَوَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ هُوَ أَبُوْ حَازِمٍ الزَّاهِدُ مَدَنِيٌّ ، وَاسْمُهُ سَلَمَةُ بْنُ دِيْنَارٍ .

২৪১২. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ দুই চোয়ালের মাঝে যা আছে এবং দুই পা-এর মাঝে যা আছে তার মন্দ কাজ থেকে আল্লাহ যাকে রক্ষা করেছেন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে যে আবূ হাযিম (র.) হাদীছ রিওয়ায়াত করেন তিনি হলেন আবূ হাযিম যাহিদ মাদীনী। তাঁর নাম হল সালামা ইব্‌ন দীনার। আর যে আবূ হাযিম (র.) আবূ হুরায়রা

(রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেন তাঁর নাম হল সালমান আশজাঈ, আযযা আল-আশজা'ইয়্যা-এর আযাদকৃত গোলাম, ইনি কূফার অধিবাসী।

٢٤١٣. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَاعِزٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَدِّثْنِيْ بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ ، قَالَ : قُلْ رَبِّىَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ ، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَىَّ ، فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : هٰذَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ .

২৪১৩. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.)....সুফইয়ান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ছাকাফী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এমন একটি বিষয়ের কথা আমাকে বলুন যা আমি দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে পারি।

তিনি বললেনঃ তুমি বল, আমার রব হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ, তারপর এতে দৃঢ় হয়ে থেকো।

রাবী বলেন আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার বিষয়ে সবচে' বেশী কিসের আশংকা আপনি করেন?

তিনি তাঁর জিহ্বা ধরলেন এরপর বললেনঃ এটির।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। সুফইয়ান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ছাকাফী (রা.) থেকে এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ......।

٢٤١٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِىْ ثَلْجٍ الْبَغْدَادِىُّ صَاحِبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَفْصٍ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ الْقَلْبُ الْقَاسِىْ . حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى النَّضْرِ حَدَّثَنِىْ أَبُو النَّضْرِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَاطِبٍ .

২৪১৪. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ ছালজ বাগদাদী (র.)......ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর যিকর ব্যতীত কথা বেশী বলো না। কেননা আল্লাহর যিকর ছাড়া কথা বেশী বললে মন কঠোর হয়ে যায়। আর মানুষের মধ্যে কঠোর হৃদয় ব্যক্তিই আল্লাহর (রহমত) থেকে সবচে' দূরে থাকে।

আবূ বাকর ইব্‌ন আবুন নাযর (র.)......ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

হাদীছটি হাসান-গারীব। ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাতিব (র.)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ : ...... ।

٢٤١٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ خُنَيْسٍ الْمَكِّيُّ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ حَسَّانَ الْمَخْزُوْمِيَّ قَالَ : حَدَّثَتْنِيْ أُمُّ صَالِحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كُلُّ كَلاَمِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لاَ لَهُ إِلاَّ أَمْرٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ نَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرُ اللّٰهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ خُنَيْسٍ .

২৪১৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার প্রমুখ (র.).......নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী উম্মু হাবীবা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ এবং আল্লাহর যিকর ছাড়া সব কথাই আদম সন্তানের জন্য ক্ষতিকর। তা তার জন্য লাভজনক নয়।

হাদীছটি হাসান-গারীব। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন খুনায়স (রা.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ : ...... ।

٢٤١٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ . حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : آخَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَ بَيْنَ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ : مَا شَأْنُكِ مُتَبَذِّلَةً ؟ قَالَتْ : إِنَّ أَخَاكَ أَبَا الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا قَالَ : فَلَمَّا جَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ : كُلْ فَإِنِّيْ صَائِمٌ ، قَالَ : مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ ، قَالَ : فَأَكَلَ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لِيَقُوْمَ ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : نَمْ فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُوْمُ فَقَالَ لَهُ نَمْ فَنَامَ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ قَالَ لَهُ سَلْمَانُ : قُمِ الْآنَ فَقَامَا فَصَلَّيَا فَقَالَ : إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَأَتِ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَا ذٰلِكَ ، فَقَالَ لَهُ : صَدَقَ سَلْمَانُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ . وَأَبُو الْعُمَيْسِ اسْمُهُ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ أَخُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَسْعُوْدِيِّ .

২৪১৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......আওন ইব্‌ন আবূ জুহায়ফা তৎ পিতা আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ সালমান এবং আবুদ-দারদা (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক পাতিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন সালমান (রা.) আবুদ-দারদা (রা.)-এর সাক্ষাতে এসে উম্মুদ-দারদা (রা.)-কে সাধারণ বেশ-ভূষায় দেখতে পেয়ে বললেনঃ কি বিষয়, তুমি এমন নিরাভরণ সাধারণ বেশ-ভূষায় কেন?

তিনি বললেনঃ আপনার ভাই আবুদ-দারদার তো দুনিয়ার কিছু দরকার নেই।

উম্মুদ-দারদা (রা.) বলেনঃ পরে যখন আবুদ-দারদা (রা.) এলেন তখন তিনি (সালমান-এর সামনে) খানা পেশ করে বললেনঃ আপনি খান, আমি তো রোযাদার।

তিনি বললেনঃ আপনি না খেলে আমিও খাব না। রাবী বলেন, তখন আবুদ-দারদা (রা.)ও খানায় শরীক হলেন।

রাত্রি (একটু গভীর) হয়ে এলে আবুদ-দারদা (তাহাজ্জুদের) সালাতে দাঁড়াতে গেলেন। সালমান (রা.) তাঁকে বললেনঃ ঘুমান। ফলে তিনি ঘুমালেন। কিছু পরে তিনি আবার সালাতের জন্য উঠতে গেলে সালমান (রা.) তাঁকে বললেনঃ ঘুমান। ফলে তিনি আরো ঘুমালেন, শেষে সুবহে সাদেক ঘনিয়ে এলে সালমান (রা.) তাঁকে বললেনঃ এখন উঠুন।

অনন্তর তাঁরা উভয়ে উঠে সালাত আদায় করলেন। এরপর সালমান (রা.) বললেনঃ আপনার উপর আপনার নিজেরও হক রয়েছে। আপনার উপর আপনার প্রভুরও হক রয়েছে। আপনার উপর আপনার মেহমানেরও হক রয়েছে। আপনার উপর আপনার স্ত্রীরও হক রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক হকওয়ালার হক আদায় করে দিবেন।

পরে তাঁরা উভয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এলেন এবং তাঁর নিকট উক্ত বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেনঃ সালমান ঠিকই বলেছে।

হাদীছটি সাহীহ।

আবুল উমায়স (র.)-এর নাম হল উত্‌বা ইব্‌ন আবদুল্লাহ। তিনি হলেন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ মাসউদী (র.)-এর ভাই।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ......।

٢٤١٧. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الْوَرْدِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنِ اكْتُبِي إِلَيَّ كِتَابًا تُوصِينِي فِيهِ ، وَلاَ تُكْثِرِي عَلَيَّ ، فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِلَى مُعَاوِيَةَ : سَلاَمٌ عَلَيْكَ . أَمَّا بَعْدُ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : مَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ ، وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَتَبَتْ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

২৪১৭. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.)........মদীনাবাসী জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা.) একবার আইশা (রা.)-এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখেছিলেন যে, লেখার মাধ্যমে আমাকে কিছু নসীহত করুন, তবে পরিমাণে তা যেন খুব বেশী না হয়।

বর্ণনাকারী বলেনঃ অনন্তর আইশা (রা.) মুআবিয়া (রা.)-এর বরাবরে লিখলেনঃ

সালাম আলায়কা, আম্মা বা'দ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, মানুষের অসন্তুষ্টিতেও যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তালাশ করবে আল্লাহ তাআলা মানুষের অনিষ্ট থেকে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি তালাশ করবে আল্লাহ তাআলা তাকে মানুষের হাতেই সোপর্দ করে দিবেন।

ওয়াস্ সালামু আলায়কা

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মুআবিয়া (রা.) কে লিখেছিলেন....।

উক্ত মর্মে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তবে এটি মারফূ' নয়।

اَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ

কিয়ামত অধ্যায়

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ

কিয়ামত অধ্যায়

بَابُ فِى الْقِيَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামত প্রসঙ্গে।

٢٤١٨. **حَدَّثَنَا هَنَّادٌ.** حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى شَيْئًا إِلاَّ شَيْئًا قَدَّمَهُ ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى شَيْئًا إِلاَّ شَيْئًا قَدَّمَهُ ، ثُمَّ يَنْظُرُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقِيَ وَجْهَهُ حَرَّ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ يَوْمًا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ الْأَعْمَشِ، فَلَمَّا فَرَغَ وَكِيْعٌ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ : مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ فَلْيَحْتَسِبْ فِيْ إِظْهَارِ هٰذَا الْحَدِيْثِ بِخُرَاسَانَ لِأَنَّ الْجَهْمِيَّةَ يُنْكِرُوْنَ هٰذَا ، اسْمُ أَبِى السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ بْنِ سَلْمِ بْنِ خَالِدِ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ الْكُوْفِيُّ .

২৪১৮. হান্নাদ (র.)........আদী ইবন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার সঙ্গে তার রব কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তখন তার এবং তার রবের মাঝে কোন অনুবাদকও থাকবে না।

পরে সে তার ডান পার্শ্বে তাকাবে কিন্তু যা সে আগে করে পাঠিয়েছিল তাছাড়া আর কিছুই সে দেখবে না। এরপর সে তার বাম দিকে তাকাবে কিন্তু যা সে আগে করে পাঠিয়েছিল তাছাড়া আর কিছুই সে দেখবে না। অতঃপর সে তার সামনের দিকে তাকাবে সামনে তখন জাহান্নামকে পাবে সে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ একটি খেজুরের সামান্য অংশ দান করেও তোমাদের যে ব্যক্তি নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারে সে যেন তা করে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আবুস্ সাইব (র.) বলেন ঃ একদিন ওয়াকী (র.) এই হাদীছটি আ'মাশ (র.)-এর বরাতে আমাদের বর্ণনা করলেন।বর্ণনা শেষ করে বললেনঃ এখানে খুরাসানের যদি কেউ থেকে থাক তবে সেখানে এই হাদীছটি প্রচার প্রসারকে খুবই ছওয়াবের কাজ বলে গণ্য করবে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ জাহমিয়্যা মতাদর্শীরা এটা (আল্লাহর কালাম করা) অস্বীকার করে। (তৎকালে খুরাসানের অনেকেই জাহমিয়্যা অনুসারী ছিল।)

রাবী আবূ সাইব-এর নাম হল, সালম ইব্ন জুনাদা ইব্ন সালম ইব্ন খালিদ ইব্ন জাবির ইব্ন সামুরা কূফী।

٢٤١٩. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ . حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ أَبُوْ مُحْصِنٍ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ الرَّحَبِيُّ . حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لاَتَزُوْلُ قَدَمُ ابْنِ أٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهٖ حَتَّى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ : عَنْ عُمُرِهٖ فِيْمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَ أَبْلاَهُ ، وَمَالِهٖ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ الْحُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ وَحُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهٖ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ بَرْزَةَ وَأَبِىْ سَعِيْدٍ .

২৪১৯. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র.).......ইব্ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামতের দিন প্রভুর নিকট থেকে আদমসন্তানের পা সরবে নাঃ জিজ্ঞাসা করা হবে তার বয়স সম্পর্কে, কি কাজে তা সে অতিবাহিত করেছে ; তার যৌবন সম্পর্কে কি কাজে তা সে বিনাশ করেছে; তার সম্পদ সম্পর্কে, কোথা থেকে সে তা অর্জন করেছে আর কি কাজে তা সে ব্যয় করেছে এবং সে যা শিখেছিল তদনুযায়ী কি আমল সে করেছে ?

হাদীছটি গারীব। হুসায়ন ইব্ন কায়স-এর সূত্র ছাড়া নবী ﷺ থেকে ইব্ন মাসঊদ (রা.)-এর বরাতে বর্ণিত হাদীছ হিসাবে এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে হুসায়ন হচ্ছে যঈফ রাবী।

এই বিষয়ে আবূ বারযা ও আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٤٢٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِىْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْئَلَ عَنْ عُمُرِهٖ فِيْمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِهٖ فِيْمَ فَعَلَ ، وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسْمِهٖ فِيْمَ أَبْلاَهُ .

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُرَيْجٍ هُوَ بَصْرِيٌّ ، وَهُوَ مَوْلَى أَبِىْ بَرْزَةَ ، وَأَبُوْ بَرْزَةَ

اسْمُهُ نَضْلَةُ بْنُ عُبَيْدٍ ·

২৪২০. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.).......আবূ বারযা আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বান্দার পা (কিয়ামতের দিন) নড়বে না যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে তার বয়স সম্পর্কে যে, কি কাজে সে তা শেষ করেছে; তার ইলম সম্পর্কে তদনুযায়ী কি আমল করেছে সে; তার সম্পদ সম্পর্কে কোথা থেকে তা অর্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে; তার শরীর সম্পর্কে সে কিসে তা বিনাশ করেছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

সাঈদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুরায়জ (র.) হলেন আবূ বারযা আসলামী (রা.)-এর মাওলা বা আযাদকৃত গোলাম। আবূ বারযা আসলামী (রা.)-এর নাম হল নাযলা ইব্‌ন উবায়দ (রা.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شَأْنِ الْحِسَابِ وَالْقِصَاصِ

অনুচ্ছেদ ঃ হিসাব এবং অন্যায়ের বদলা।

٢٤٢١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ ؟ قَالُوا : اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ، وَيَأْتِيْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا ، وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا ، وَضَرَبَ هٰذَا فَيَقْعُدُ فَيَقْتَصُّ هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ ·
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

২৪২১. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা কি জান মুফলিস (কপর্দক শূন্য ব্যক্তি) কে?

সাহাবীগণ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের মাঝে মুফলিস তো হল সে ব্যক্তি যার কোন দিরহাম (মুদ্রা) নেই, কোন সম্পদ নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ আমার উম্মতের মুফলিস হল সে ব্যক্তি যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সালাত, সাওম, যাকাত বহু আমলসহ উপস্থিত হবে, এরই সঙ্গে ওকে সে গালি-গালাজ করেছে, তাকে সে অপবাদ দিয়েছে, অমুকের মাল আত্মসাত করেছে, তমুককে খুন করেছে, কাউকে মেরেছে ইত্যাদি ধরনের অপরাধসহও সে উপস্থিত হবে।

অনন্তর সে বসবে আর তার নেক আমল থেকে অমুককে তমুককে বদলা দেওয়া হতে থাকবে। তার যিম্মায় যে সব অপরাধ আছে সে সবের বদলা নেওয়া শেষ হওয়ার পূর্বেই যদি তার নেক আমল ফুরিয়ে যায় তবে ঐ সব মজলুম ব্যক্তিদের গুনাহসমূহ এনে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। শেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

٢٤٢٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوْفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِيْ خَالِدٍ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِيْ أُنَيْسَةَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : رَحِمَ اللّٰهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَخِيْهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِيْ عِرْضٍ أَوْ مَالٍ ، فَجَاءَهُ فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ وَلَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ حَمَّلُوْهُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

২৪২২. হান্নাদ ও নাসর ইব্‌ন আবদুর রহমান কূফী (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ রহম করুন বান্দার উপর, যার যিম্মায় তার কোন ভাইয়ের সম্মান ও সম্পদ বিনষ্ট করার মত যুলম জনিত অপরাধ রয়ে গেছে সে যেন এই অপরাধ গুলো পাকড়াও হওয়ার আগেই মাফ করিয়ে নেয়। সেখানে (কিয়ামতের ময়দানে) কোন দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) বা কোন দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) থাকবে না। যদি তার নেক আমল থাকে তবে (যুলমের বদলায়) তার নেক আমল নিয়ে যাওয়া হবে। আর তার যদি নেক আমল না থাকে তবে মযলুমদের বদ আমল এনে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

মালিক ইব্‌ন আনাস (র.)-সাঈদ মাকবুরী -আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٤٢٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُنَيْسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَحَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৪২৩. কুতায়বা (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক হকওয়ালার হক অবশ্যই আদায় করা হবে। এমনকি শিংহীন ছাগলের পক্ষে শিংওয়ালা ছাগল থেকেও বদলা নেওয়া হবে।

এই বিষয়ে আবূ যাররু ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٤٢٤. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ . حَدَّثَنِيْ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ . حَدَّثَنَا الْمِقْدَادُ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُدْنِيَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى تَكُوْنَ قِيْدَ مِيْلٍ أَوْ اِثْنَيْنِ ، قَالَ سُلَيْمٌ : لَا أَدْرِيْ أَيَّ الْمِيْلَيْنِ عَنَى ؟ أَمَسَافَةَ الْأَرْضِ ، أَمِ الْمِيْلَ الَّذِيْ تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ ، قَالَ فَتَصْهَرُهُمُ الشَّمْسُ ، فَيَكُوْنُوْنَ فِي الْعَرَقِ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ ،

فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى عَقِبَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى حِقْوَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ إِلْجَامًا ، فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُشِيْرُ بِيَدِهِ إِلَى فِيْهِ : أَىْ يُلْجِمُهُ إِلْجَامًا ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ ۔

২৪২৪. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.).......রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী মিকদাদ (রা.) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন সূর্য বান্দাদের নিকটবর্তী হয়ে যাবে এমনকি তা এক মাইল বা দুই মাইল নিকটে নেমে আসবে।

রাবী সুলায়ম ইব্‌ন আমির বলেনঃ এই মাইল বলতে যমীনের দূরত্ব জ্ঞাপক মাইল বুঝানো হয়েছে না চোখে সুরমা লাগানোর সলা বুঝানো হয়েছে জানি না।

নবীজী ﷺ বলেনঃ সূর্যতাপে তারা গলতে থাকবে। তারা স্ব স্ব আমল অনুসারে ঘামের প্রবাহে অবস্থান করবে। কারো তো গোড়ালী পর্যন্ত, কারো দুই হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত কারো মুখ পর্যন্ত ঘাম পৌঁছে লাগামের মত বেষ্টন করবে।

মিকদাদ (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি তিনি তাঁর হাত দিয়ে মুখের দিকে ইশারা করলেন অর্থাৎ লাগামের মত বেষ্টন করাকে বুঝিয়ে দিলেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ ও ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٤٢٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِىُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَمَّادٌ : وَهُوَ عِنْدَنَا مَرْفُوْعٌ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ : يَقُوْمُوْنَ فِى الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ ۔

২৪২৫. আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহইয়্যা ইব্‌ন দুরুস্ত বাসরী (র.)......ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ - যেদিন লোকেরা রাব্বুল আলামীনের জন্য দাঁড়াবে (মুতাফ্‌ফিফীন ৮৩ঃ৬)- প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ কানের অর্ধেক পর্যন্ত ঘামের মধ্যে তারা দাঁড়াবে।

রাবী হাম্মাদ (র.) বলেনঃ উক্ত রিওয়ায়াতটি আমাদের মতে মারফূ'

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

হান্নাদ (র.)....ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ شَأْنِ الْحَشْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাশরের হাল।

٢٤٢٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ

سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً كَمَا خُلِقُوْا، ثُمَّ قَرَأَ : كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ ، وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى مِنَ الْخَلاَئِقِ إِبْرَاهِيْمُ، وَيُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِيْ بِرِجَالٍ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ ، فَأَقُوْلُ : يَارَبِّ أَصْحَابِيْ ، فَيُقَالُ : إِنَّكَ لاَتَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ، إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ، فَأَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৪২৬. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন খালী পা, খালী গা এবং খাতনাহীন অবস্থায় যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল তেমনিভাবে মানুষের হাশর হবে।

এরপর তিনি পাঠ করলেনঃ

كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ .

যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; ওয়াদা পালন আমার উপর ন্যস্ত, আমি তা পালন করবই। (আম্বিয়া ২১ ঃ ১০৪)

সমস্ত সৃষ্টির মাঝে প্রথম ইবরাহীম (আ.)-কে কাপড় পরান হবে। আমার সঙ্গীদের কতক লোককে ধরে ডানে বামে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব, হে আমার রব, এরা তো আমার সঙ্গী। আমাকে তখন বলা হবে, আপনি জানেন না আপনার পর এরা কি যে বেদআত ঘটিয়েছে! যেদিন থেকে আপনি এদের থেকে পৃথক হয়েছেন সে দিন থেকেই এরা মুরতাদ হয়ে পশ্চাতে ফিরে যেতে থেকেছে।

অনন্তর আমি আল্লাহর নেক বান্দা (ঈসা আ.)-এর মত বলবঃ

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

আপনি যদি এদেরকে শাস্তি দেন তবে এরা তো আপনারই বান্দা, আর যদি এদের ক্ষমা করে দেন তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।(মাইদা ৫ ঃ ১১৮)।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র.)...মুগীরা ইব্‌ন নু'মান (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٤٢٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ. أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ رِجَالاً وَرُكْبَانًا ، وَتُجَرُّوْنَ عَلَى وُجُوْهِكُمْ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

২৪২৭. আহমাদ ইব্‌ন মানী (র.).......বাহয ইব্‌ন হাকীম তার পিতা তার পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, পায়ে হেঁটে, আরোহী অবস্থায় তোমাদের হাশর হবে। তোমাদের অনেককে চেহারার উপর উপুড় করে ছেছড়িয়ে টেনে নিয়ে আসা হবে।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَرْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থাপন।

٢٤٢٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرْضَاتٍ ، فَأَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيْرُ ، وَأَمَّا الْعَرْضَةُ الثَّالِثَةُ : فَعِنْدَ ذٰلِكَ تَطِيْرُ الصُّحُفُ فِي الْأَيْدِيْ ، فَآخِذٌ بِيَمِيْنِهِ وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَلَا يَصِحُّ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَلِيِّ الرِّفَاعِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ·

২৪২৮. আবূ কুরায়ব (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে মানুষকে তিনবার পেশ করা হবে। প্রথম দুইবারের উপস্থাপন তো হবে বিবাদ ও উযর সংক্রান্ত। আর তৃতীয়বারের উপস্থাপনের সময়েই হাতে হাতে আমলনামা উড়তে থাকবে। কেউতো ডান হাতে তা ধরবে আর কেউ ধরবে বাম হাতে।

হাদীছটি সাহীহ নয়। কারণ হাসান (র.) সরাসরি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে কিছু শুনেন নি।

কেউ কেউ এটিকে আলী ইব্‌ন আলী রিফাঈ - হাসান - আবূ মূসা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابٌ مِنْهُ

এতদ্বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ।

٢٤٢٩. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ ، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَقُوْلُ : فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا ، قَالَ ذٰلِكَ الْعَرْضُ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ حَسَنٌ : وَرَوَاهُ أَيُّوْبُ أَيْضًا عَنِ ابْنِ أَبِىْ مُلَيْكَةَ ٠

২৪২৯. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ যার চুল-চেরা হিসাব নেয়া হবে সে তো ধ্বংস হয়ে যাবে।

আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ তো ইরশাদ করছেনঃ

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا ٠

আর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে তার হিসাব-নিকাশতো সহজেই হবে। (সূরা ইনশিকাক ৮৪ ঃ ৭, ৮)।

তিনি বললেনঃ এতো হল সামনে পেশ করা মাত্র।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আয়্যুব (র.)ও এটিকে ইব্ন আবূ মুলায়কা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ مِنْهُ

এতদ্বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ।

٢٤٣٠. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ . أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يُجَاءُ بِابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ . فَيُوْقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ : أَعْطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ ، فَمَاذَا صَنَعْتَ ؟ فَيَقُوْلُ : يَارَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِىْ آتِكَ بِهِ ، فَيَقُوْلُ لَهُ : أَرِنِىْ مَاقَدَّمْتَ ، فَيَقُوْلُ يَارَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ ، فَارْجِعْنِىْ آتِكَ بِهِ ، فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا ، فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَوْلَهُ وَلَمْ يُسْنِدُوْهُ ، وَإِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ٠

وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَأَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ٠

২৪৩০. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে ভেড়ার বাচ্চার মত অসহায় অবস্থায় আনা হবে। তাকে আল্লাহর সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ তোমাকে তো (জীবন-স্বাস্থ্য ও সুখ) দিয়েছিলাম। তোমাকে চাকর-নফর, ধন-দৌলত দিয়েছিলাম। আরো বহু নিয়ামত দিয়েছিলাম কি আমল করে এসেছ তুমি?

সে বলবেঃ তা সব সঞ্চয় করেছি, তা বৃদ্ধি করেছি এবং যা ছিল তার চেয়েও অনেক বেশী রেখে এসেছি। আমাকে (দুনিয়ায়) ফেরত যেতে দিন সেই সব কিছুই আপনার কাছে নিয়ে আসছি।

আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ আগে কি নিয়ে এসেছ তা আমাকে দেখাও, সে বলবেঃ হে রব, আমি তো সব সঞ্চয় করেছি, তা বাড়িয়েছি এবং যা ছিল তার চেয়েও অনেক বেশী রেখে এসেছি, আমাকে ফেরত যেতে দিন, সবকিছু আপনার কাছে নিয়ে আসছি।

অনন্তর বান্দার অবস্থা যখন এই হবে যে সে কোন নেক আমল আগে পাঠায়নি তখন জাহান্নামেই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ একাধিক রাবী হাদীছটি হাসান (র.) থেকে তার বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এটিকে মুসনাদ করেন নি। ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছ।

٢٤٣١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ أَبُوْ مُحَمَّدٍ التَّمِيْمِيُّ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالاَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ : أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَمَالاً وَوَلَدًا ، وَسَخَّرْتُ لَكَ الْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ ، وَتَرَكْتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلاَقِيْ يَوْمَكَ هٰذَا ؟ قَالَ : فَيَقُوْلُ لاَ ، فَيَقُوْلُ لَهُ الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِيْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ الْيَوْمَ أَنْسَاكَ يَقُوْلُ الْيَوْمَ أَتْرُكُكَ فِي الْعَذَابِ هٰكَذَا فَسَّرُوْهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هٰذِهِ الْآيَةَ (فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ) قَالُوْا إِنَّمَا مَعْنَاهُ الْيَوْمَ نَتْرُكُهُمْ فِي الْعَذَابِ.

২৪৩১. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ যুহরী বাসরী (র.)......আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ কিয়ামতের দিন এক বান্দাকে আনা হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেনঃ তোমাকে আমি কি চোখ-কান দেইনি, ধন-দৌলত-সন্তান-সন্ততি দেইনি, পশু-সম্পদ ও শস্য-সামগ্রী তোমার করতলগত করিনি ; তোমাকে তো সরদারী করতে, লোকদের সম্পদের এক চতুর্থাংশ ভোগ করতে ছেড়ে রেখেছিলাম। তুমি কি ধারণা করতে যে, আজকের এই দিনে আমার সঙ্গে তোমার মুলাকাত করতে হবে?

সে বলবে ঃ না।

আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ আজ তোমাকে আমি ভুলে গেলাম যে ভাবে আমাকে তুমি ভুলে গিয়েছিলে।

হাদীছটি সাহীহ-গারীব।

"তোমাকে আমি ভুলে গেলাম"-কথাটির মর্ম হল তোমাকে আজ আযাবে ছেড়ে দিলাম।

কোন কোন আলিম فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ (আজ তাদের ভুলে গেছি - আল আ'রাফ ৭ ঃ ৫১) আয়াতটির উক্তরূপ তাফসীর করেছেন। তারা বলেনঃ তাদেরকে আমি আযাবে ছেড়ে রেখেছি।

بَابٌ مِنْهُ

এতদ্বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ।

٢٤٣٢. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ أَيُّوْبَ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا) أَتَدْرُوْنَ

مَا أَخْبَارُهَا ؟ قَالُوا : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُوْلَ عَمِلَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ فَهٰذِهِ أَخْبَارُهَا ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ·

২৪৩২. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ. তিলাওয়াত করলেন, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (সেদিন পৃথিবী তার খবর বিবৃত করবে – যিলযাল ৯৯ ঃ৪)। বললেনঃ পৃথিবীর বৃত্তান্ত কি তা জান?

সাহাবীগণ বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেনঃ এর বৃত্তান্ত হল, প্রত্যেক বান্দা ও বান্দীর সে এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে তারা তার উপর কি আমল করেছে? বলবে, অমুক অমুক দিনে সে অমুক অমুক আমল করেছে।

এই হল তার বৃত্তান্ত প্রদান, এই হল তার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ এর এগুলিই হল তার বৃত্তান্তসমূহ।

হাদীছটি হাসান–গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شَأْنِ الصُّوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ শিঙ্গা।

٢٤٣٣. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَسْلَمَ الْعِجْلِيِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ شَغَافٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : مَا الصُّوْرُ ؟ قَالَ : قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيْهِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ . عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَلاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِهِ ·

২৪৩৩. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মরুবাসী আরব নবী ﷺ–এর কাছে এসে বললঃ শিঙ্গা কি?

তিনি বললেনঃ একটি শিঙ্গা যাতে ফুৎকার দেওয়া হবে।

হাদীছটি হাসান–সাহীহ।

একাধিক রাবী এটিকে সুলায়মান তায়মী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

٢٤٣٤. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ . أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلاَءِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : كَيْفَ أَنْعَمُ . وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الْإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ فَكَأَنَّ ذٰلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ : قُوْلُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ·

২৪৩৪. সুওয়ায়দ (র.)........আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমি কি করে আনন্দ উপভোগ করতে পারি অথচ শিঙ্গা ওয়ালা ফিরিশ্‌তা মুখে শিঙ্গা লাগিয়ে রেখেছেন এবং কখন তাঁকে শিঙ্গা ফুৎকারের নির্দেশ দেওয়া হবে আর তখনই তিনি তাতে ফুৎকার দিবেন সে জন্য কান পেতে আছেন!

সাহাবীদের জন্য বিষয়টি কঠিন ভীতিপ্রদ অনুভুত হল। তখন তিনি তাদেরকে বললেনঃ তোমরা বল,

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ·

আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, কত না উত্তম কর্মবিধায়ক তিনি। আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করছি।

হাদীছটি হাসান।

এই হাদীছটি একাধিকভাবে আতিয়্যা – আবূ সাঈদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شَأْنِ الصِّرَاطِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিরাত।

٢٤٣٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : شِعَارُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الصِّرَاطِ : رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحٰقَ· وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ·

২৪৩৫. আলী ইব্‌ন হুজর (র.).......মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ সিরাতের উপর মুমিনদের বিশেষ সংকেত হবে, رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ (হে রব রক্ষা করো, রক্ষা করো)।

হাদীছটি গারীব। আবদুর রহমান ইব্‌ন ইসহাক (র.)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٤٣٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ . حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ . حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُوْنَ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو الْخَطَّابِ . حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَشْفَعَ لِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ أَنَا فَاعِلٌ . قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيْنَ أَطْلُبُكَ ؟ قَالَ : اُطْلُبْنِيْ أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِيْ عَلَى الصِّرَاطِ . قَالَ : قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ ؟ قَالَ : فَاطْلُبْنِيْ عِنْدَ الْمِيْزَانِ . قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيْزَانِ ؟ قَالَ : فَاطْلُبْنِيْ عِنْدَ الْحَوْضِ فَإِنِّيْ لاَ أُخْطِئُ هٰذِهِ الثَّلاَثَ الْمَوَاطِنَ ·

إِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي قَدْ كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ فَذَكَرَهُنَّ أَبُوْ حَيَّانَ فِي الْحَدِيْثِ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، إِذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِيْ إِذْهَبُوْا إِلَى مُوْسَى فَيَأْتُوْنَ مُوْسَى فَيَقُوْلُوْنَ : يَا مُوْسَى أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَضَّلَكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ عَلَى الْبَشَرِ إِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُوْلُ : إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّيْ قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُوْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ ، إِذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِيْ إِذْهَبُوْا إِلَى عِيْسَى فَيَأْتُوْنَ عِيْسَى فَيَقُوْلُوْنَ : يَا عِيْسَى أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَ كَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ إِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُوْلُ عِيْسَى : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا ، نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ إِذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِيْ إِذْهَبُوْا إِلَى مُحَمَّدٍ ، قَالَ : فَيَأْتُوْنَ مُحَمَّدًا فَيَقُوْلُوْنَ : يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِيْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَخِرُّ سَاجِدًا لِرَبِّيْ ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِيْ ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ إِرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ فَأَقُوْلُ : يَا رَبِّ أُمَّتِيْ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ ، فَيَقُوْلُ : يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذٰلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ وَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ بُصْرَى .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ، وَأَنَسٍ ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَأَبُوْ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ بْنِ حَيَّانَ كُوْفِيٌّ وَهُوَ ثِقَةٌ وَأَبُوْ زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ اسْمُهُ هَرِمٌ .

২৪৩৭. সুওয়াইদ ইবনে নাসর (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একবার কিছু গোশত আনা হল। তাঁর কাছে কোটি সামনের রান তুলে ধরা হল। তিনি তা খেতে লাগলেন। সামনের রানের গোশত তাঁর পছন্দনীয় ছিল। তিনি তা থেকে এক কামড় খেলেন। পরে বললেনঃ কিয়ামতের দিন আমিই হলাম সকল মানুষের সর্দার। তোমরা কি জান তা কেন? অগ্রের এবং শেষের সব মানুষকে আল্লাহ্ তাআলা একই মাঠে একত্রিত করবেন। একজনের আওয়াজ সকলের শ্রুত হবে এবং একজনের দৃষ্টিতেই সকলে পরিলক্ষিত হবে। সূর্য তাদের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। এমন উদ্বেগ-পেরেশানী ও কষ্ট লোকদের হবে যা তাদের সহ্য হবে না এবং যা তারা বইতেও পারবে না। লোকেরা একে অপরকে বলবে তোমাদের কী যাতনা পৌঁছেছে লক্ষ্য করছ না? এমন কাউকে দেখ না যিনি তোমাদের প্রভুর কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশ করবেন।

লোকেরা পরস্পর পরস্পরকে বলবেঃ চল, আদম (আঃ)-কে গিয়ে ধর।

তারা আদম (আ.)-এর কাছে আসবে; বলবেঃ আপনি মানবকুলের আদি পিতা। আল্লাহ আপনাকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর রূহকে আপনার মাঝে রূহ ফুঁকেছেন, ফিরিশ্‌তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাই তারা আপনার সিজদা করেছিল। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর দরবারে সুপারিশ করুন। আপনি কি লক্ষ্য করছেন না আমরা কী অবস্থায় আছি? আপনি কি দেখছেন না কষ্টের কোন্ সীমায় আমরা পৌঁছেছি?

আদম (আ.) তাঁদের বলবেনঃ আমার পরওয়ারদিগার তো আজ এমন ক্রোধান্বিত যে পূর্বেও কখনও এমন ক্রোধান্বিত হননি ভবিষ্যতেও কখনও এমন ক্রোধান্বিত হবেন না। তিনি তো আমাকে একটি বৃক্ষ সম্পর্কে নিষেধ করেছিলেন কিন্তু আমি তা লংঘন করে ফেলেছি, নাফসী, নাফসী, নাফসী-আজ আমার চিন্তায়ই আমি পেরেশান। তোমরা অন্য কারো নিকট যাও, তোমরা নূহের কাছে যাও।

তারা নূহ (আ.)-এর নিকট আসবে। বলবেঃ হে নূহ, আপনি পৃথিবীর প্রথম রাসূল। আল্লাহ আপনাকে "আবদান শাকূরা"-চিরকৃতজ্ঞ বান্দা বলে উপাধি দিয়েছেন। আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না আমরা কি অবস্থায় আছি? আমরা কষ্টের কোন্ সীমায় পৌঁছেছি ?

নূহ (আ.) তাদের বলবেনঃ আজ আমার পরওয়ারদিগার এত ক্রোধান্বিত আছেন যে এর পূর্বেও এমন ক্রোধান্বিত হননি এবং পরেও এমন ক্রোধান্বিত আর কখনও হবেন না। তিনি আমাকে একটি দুআ কবূলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; তা আমি আমার কওমের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে ফেলেছি। নাফসী, নাফসী, নাফসী-আজ আমার চিন্তায়ই আমি পেরেশান। তোমরা অন্য কারো নিকট যাও, তোমরা ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে যাও।

তারা ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট আসবে। বলবেঃ হে ইবরাহীম, আপনি আল্লাহর নবী, পৃথিবীবাসীদের মধ্যে আপনি আল্লাহর খলীল ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। আপনি আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন; আপনি কি দেখছেন না, আমরা কোন্ অবস্থায় আছি?

ইবরাহীম (আ.) তাদের বলবেনঃ আমার পরওয়ারদিগার আজ এত ক্রোধান্বিত অবস্থায় আছেন যে আগেও এমন ক্রোধান্বিত কখনও হন নাই আর পরেও কখনও এমন ক্রোধান্বিত হবেন না। আমার পক্ষ থেকে তিনটি (বাহ্যিক) অসত্য কথন হয়ে গিয়েছিল। নাফসী, নাফসী, নাফসী-আজ আমার চিন্তায়ই আমি পেরেশান। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মূসার কাছে যাও।

তারা মূসা (আ.)-এর কাছে আসবে। বলবেঃ হে মূসা, আপনি আল্লাহর রাসূল, তিনি আপনাকে তাঁর রিসালাত ও কালাম প্রদান করে মানুষের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কোন্ অবস্থায় আছি ?

মূসা (আ.) বলবেনঃ আজ আমার রব এত ক্রোধান্বিত অবস্থায় আছেন যে, পূর্বে এমন কখনও ক্রোধান্বিত হন নাই আর পরেও কখনও এমন ক্রোধান্বিত হবেন না। আমি তাঁর হুকুম ছাড়াই এক ব্যক্তিকে কতল করে ফেলেছিলাম; নাফসী, নাফসী, নাফসী-আজ আমার চিন্তায়ই আমি পেরেশান। তোমরা অন্য কারো নিকট যাও, তোমরা ঈসার নিকট যাও।

এরপর তারা ঈসা (আ.)-এর নিকট আসবে; বলবেঃ হে ঈসা, আপনি আল্লাহর রাসূল, আপনি আল্লাহর দেওয়া বাণী যা তিনি মারইয়াম (আ.)-এর গর্ভে ফেলেছেন; আপনি তাঁর দেওয়া আত্মা, দোলনায় অবস্থানকালেই আপনি মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন। আপনি আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কোন্ অবস্থায় আছি?

ঈসা (আ.) বলবেনঃ আজ আমার পরওয়ারদিগার এত ক্রোধান্বিত অবস্থায় আছেন যে, এরূপ ক্রোধান্বিত পূর্বে

কখনও ছিলেন না এমন ক্রোধান্বিত পরে কখনও হবেন না। উল্লেখ্য যে, ঈসা (আ.) এখানে নিজের কোন অপরাধের উল্লেখ করবেন না। নাফসী, নাফসী, নাফসী–আজ আমার চিন্তায়ই আমি পেরেশান। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও, তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাও।

তখন তারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে আসবে। বলবেঃ হে মুহাম্মাদ, আপনি আল্লাহর রাসূল, শেষ নবী, মাফ করে দেওয়া হয়েছে আপনার পূর্বাপর সব ত্রুটি। আপনি আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট আমাদের জন্য শাফা'আত করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কোন্ অবস্থায় আছি?

এরপর আমি (সুপারিশ করার জন্য) যাব এবং আরশের নীচে এসে আমার পরওয়ারদিগারের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হব। আল্লাহ তাআলা আমার জন্য তাঁর হামদ ও সর্বোত্তম প্রশংসার এমন কিছু উদ্ভাসিত করে দিবেন যা আমার পূর্বে আর কারো জন্য উদ্ভাসিত করা হয়নি। অতঃপর বলা হবেঃ হে মুহাম্মাদ, আপনার মাথা উত্তোলন করুন। প্রার্থনা করুন আপনার প্রার্থনা কবুল করা হবে, শাফা'আত করুন আপনার শাফা'আত গ্রহণ করা হবে।

অনন্তর আমি মাথা তুলব। বলবঃ ইয়া রাব্বি উম্মাতী, ইয়া রাব্বি উম্মাতী, ইয়া রাব্বি উম্মাতী–হে পরওয়ার–দিগার, আমার উম্মতকে রক্ষা করুন।

আল্লাহ বলবেনঃ হে মুহাম্মাদ, আপনার উম্মতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব নাই তাদেরকে জান্নাতের দরওয়াজা ডানদিকের দরওয়াজা দিয়ে জান্নাতে দাখিল করে দিন। অবশ্য অন্যান্য দরওয়াজার ক্ষেত্রেও তারা অপরাপর লোকদের সঙ্গেও জান্নাতে দাখিল হতে পারবে।

এরপর নবী ﷺ বললেন, কসম সেই যাতের যাঁর হাতে আমার প্রাণ, জান্নাতের দুই চৌকাঠের মধ্যকার দূরত্ব মক্কা ও হাজারের দূরত্বের মত এবং মক্কা ও বুসরার দূরত্বের মত।[১]

এই বিষয়ে আবূ বাকর সিদ্দীক, আনাস, উকবা ইব্ন আমির এবং আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীছটি হাসান–সাহীহ।

রাবী আবূ হাইয়ান তায়মীর নাম হল ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ ইব্ন হাইয়ান কূফী। তিনি বিশ্বস্ত। আর আবূ যুরআ ইব্ন আমর ইব্ন জারীরের নাম হল হারিম।

بَابٌ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ।

٢٤٣٨. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَفَاعَتِيْ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِيْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ .

২৪৩৮. আব্বাস আম্বারী (র.)........আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীদের জন্য আমার শাফা'আত রয়েছে।

এ হাদীছটি হাসান–সাহীহ। তবে এই সূত্রে গারীব।

এই বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

---

১. হাজার–বাহরাইনের একটি শহর; বুসরা – দামিশ্কের অদূরবর্তী একটি শহর।

٢٤٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : شَفَاعَتِيْ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِيْ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : فَقَالَ لِيْ جَابِرٌ : يَا مُحَمَّدُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ فَمَا لَهُ وَلِلشَّفَاعَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيْثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ .

২৪৩৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার শাফা'আত হল আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীদের জন্য।

বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইব্ন আলী (র.) বলেনঃ আমাকে জাবির (রা.) বলেছেনঃ হে মুহাম্মাদ, যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহকারী নয় তার (গুনাহ্ ক্ষমা করার জন্য) শাফা'আতের কি প্রয়োজন?

হাদীছটি হাসান। এই সূত্রে গারীব।

بَابٌ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ।

٢٤٤٠. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : وَعَدَنِيْ رَبِّيْ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعِيْنَ أَلْفًا لَاحِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُوْنَ أَلْفًا وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২৪৪০. হাসান ইব্ন আরাফা (র.)........আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ আমার রব আমার সঙ্গে ওয়া'দা করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসাবে এবং বিনা আযাবে জান্নাতে দাখেল করবেন। প্রত্যেক হাজারের সঙ্গে হবে আরো সত্তর হাজার করে এবং তৎসহ আরো হবে আমার পরওয়ারদিগারের তিন অঞ্জলী পরিমাণ লোক।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

٢٤٤١. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَهْطٍ بِإِيْلِيَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ أَكْثَرُ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ، قِيْلَ : يَارَسُوْلَ اللهِ سِوَاكَ؟ قَالَ : سِوَايَ . فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ مَنْ هٰذَا؟ قَالُوْا : هٰذَا إِبْنُ أَبِي الْجَذْعَاءِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

وَابْنُ أَبِي الْجَذْعَاءِ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ لَهُ هٰذَا الْحَدِيْثُ الْوَاحِدُ .

২৪৪১. আবূ কুরায়ব (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈলিয়ায় (বায়তুল মুকাদ্দাস) একটি দলের সঙ্গে আমি অবস্থান করছিলাম। তাঁদের একজন বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে

শুনেছি যে, আমার উম্মতের জনৈক ব্যক্তির সুপারিশে বানূ তামীমের[১] লোক সংখ্যার চেয়েও বেশী লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে।

জিজ্ঞাসা করা হল; হে আল্লাহর রাসূল, আপনি ছাড়া অন্য কারোর সুপারিশে ?

তিনি বললেনঃ হাঁ, আমি ছাড়া।

রাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (র.) বলেন, তিনি যখন উঠে দাঁড়ালেন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে ?

তারা বললঃ ইনি হলেন, ইব্‌ন আবুল জাদ' আ (রা.)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব। ইব্‌ন আবুল জাদ' আ হলেন আবদুল্লাহ (রা.)। তাঁর থেকে এই একটি হাদীছই জানা যায়।

٢٤٤٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيْدَ الْكُوْفِيِّ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ جِسْرٍ أَبِيْ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَشْفَعُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ مِثْلِ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ .

২৪৪২. আবূ হিশাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ রিফাঈ কূফী (র.)........হাসান বাসরী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ উছমান ইব্‌ন আফফান কিয়ামতের দিন রাবীআ ও মুদার গোত্রের সমপরিমান লোকদের জন্য সুপারিশ করবেন।

٢٤٤٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ . أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِئَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيْلَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

২৪৪৩. আবূ আম্মার হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র.)........আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মতের এমনও ব্যক্তি আছে যে বহু লোকের জন্য সুপারিশ করবে, এমনও ব্যক্তি আছে যে, কোন কবীলার জন্য সুপারিশ করবে। এমনও ব্যক্তি আছে যে কিছু সংখ্যক লোকের জন্য সুপারিশ করবে, এমনও ব্যক্তি আছে যে এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে শেষ পর্যন্ত এই সুপারিশে তারা জান্নাতে দাখেল হবে।

হাদীছটি হাসান।

بَابٌ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ।

٢٤٤٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَتَانِيْ آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّيْ فَخَيَّرَنِيْ بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لاَيُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ رَجُلٍ آخَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ .

---

১. লোক সংখ্যার আধিক্যের জন্য গোত্রটি প্রসিদ্ধ ছিল।

وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

২৪৪৪. হান্নাদ (র.)......'আওফ ইব্‌ন মালিক আশজাঈ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আগন্তুক আমার কাছে এলেন এবং আমার অর্ধেক উম্মাতকে জান্নাতে প্রবেশ করানো এবং শাফা'আত করার অধিকার এ দুইটির একটি গ্রহণের আমাকে এখতিয়ার দিলেন। আমি শাফা'আত করার অধিকারকেই আমি ইখতিয়ার করলাম। এ শাফা'আত হল তার জন্য যে আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুর শরীক না করা অবস্থায় মারা গেছে।

এ হাদীছটি আবুল মালীহ (র.) থেকে অপর এক সাহাবী (রা.)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। এ সনদে 'আওফ ইব্‌ন মালিক (রা.)-এর উল্লেখ নাই। হাদীছটিতে আরো দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ الْحَوْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাউযে কাওছার।

٢٤٤٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِيْ حَمْزَةَ . حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ فِيْ حَوْضِي مِنَ الْأَبَارِيْقِ بِعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৪৪৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার হাওযে আসমানের তারার সংখ্যা পরিমাণ কুঁজা রয়েছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। এ সূত্রে গারীব।

٢٤٤٦ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ نَيْزَكَ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً ، وَإِنِّيْ أَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، وَقَدْ رَوَى الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ وَهُوَ أَصَحُّ .

২৪৪৬. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন নীযাক বাগদাদী (র.)......সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ প্রত্যেক নবীরই একটি হাওয আছে। কার হাওযে কত বেশী পিপাসার্তের আগমন হবে এই নিয়ে তারা পরস্পর গৌরব করবেন। আমি আশা করি আমার হাওযেই সর্বাধিক সংখ্যক লোকের আগমন ঘটবে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

আশআছ ইব্‌ন আবদুল মালিক (র.) এ হাদীছটিকে হাসান (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছন। এতে সামুরা (রা.)-এর উল্লেখ নাই। এটিই অধিক সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ أَوَانِي الْحَوْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাউযে কাওছারের পাত্রের বর্ণনা।

٢٤٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِيْ سَلَّامٍ الْحَبْشِيِّ قَالَ : بَعَثَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَحُمِلْتُ عَلَى الْبَرِيْدِ قَالَ : فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَقَدْ شَقَّ عَلَى مَرْكَبِي الْبَرِيْدُ ، فَقَالَ : يَا أَبَاسَلَّامٍ مَا أَرَدْتُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ وَلٰكِنْ بَلَغَنِيْ عَنْكَ حَدِيْثٌ تُحَدِّثُهُ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَوْضِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُشَافِهَنِيْ بِهِ . قَالَ أَبُوْ سَلَّامٍ : حَدَّثَنِيْ ثَوْبَانُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : حَوْضِيْ مِنْ عَدَنَ إِلَى عَمَّانَ الْبَلْقَاءِ ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَكَاوِيْبُهُ عَدَدُ نُجُوْمِ السَّمَاءِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا ، أَوَّلُ النَّاسِ وُرُوْدًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ ، الشُّعْثُ رُؤُسًا ، الدُّنْسُ ثِيَابًا ، الَّذِيْنَ لَايَنْكِحُوْنَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السُّدَدِ .

قَالَ عُمَرُ : لٰكِنِّيْ نَكَحْتُ الْمُتَنَعِّمَاتِ ، وَفُتِحَ لِيَ السُّدَدُ ، وَنَكَحْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمَلِكِ ، لَاجَرَمَ أَنِّيْ لَا أَغْسِلُ رَأْسِيْ حَتَّى يَشْعَثَ ، وَلَا أَغْسِلُ ثَوْبِي الَّذِيْ يَلِيْ جَسَدِيْ حَتَّى يَتَّسِخَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَبُوْ سَلَّامٍ الْحَبَشِيُّ اسْمُهُ مَمْطُوْرٌ وَهُوَ شَامِيٌّ ثِقَةٌ .

২৪৪৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র.).....আবূ সাল্লাম হাবশী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.)[১] (তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে) সংবাদ পাঠালেন। আমাকে খচ্চরে আরোহন করান হল।

পরে তিনি যখন তাঁর কাছে এলেন তখন বললেনঃ হে আমীরুল মুমিনীন, খচ্চরে আরোহন করতে আমার বেশ কষ্ট হয়েছে।

তিনি বললেনঃ হে আবূ সাল্লাম, আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনি। কিন্তু আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে হাওযে কাওছার সম্পর্কে একটি হাদীছ ছাওবান (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আপনি বর্ণনা করে থাকেন সেটি আপনি আমার কাছে জবানী শুনাবেন তাই আমি বড় পছন্দ করি।

আবূ সাল্লাম (র.) বললেন, ছাওবান (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার হাওয হল আদন থেকে আম্মান আল-বালকা পর্যন্ত[২] বড়। এর পানি দুধ থেকেও সাদা এবং মধু থেকেও মিঠা। আকাশের তারকার সংখ্যার ন্যায় এর পানপাত্র। যে ব্যক্তি তা থেকে এক ঢোক পানি পান করতে পারবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। এতে সর্বপ্রথম পানি পান করতে আসবে দরিদ্র মুহাজিরগণ — যাদের মাথার চুল উষ্কখুষ্ক, কাপড় চোপড় ধূলিমলিন, যারা ধনবতী মহিলাদের পানি গ্রহণ করেনি, যাদের জন্য দরজা খোলা হয় না।

উমর (র.) বললেনঃ কিন্তু আমি তো ধনবতী মহিলা বিয়ে করেছি, আমার জন্য তো দ্বার খুলে দেওয়া হয়। (উমায়্যা খলীফা) আবদুল মালিকের কন্যা ফাতিমাকে আমি বিয়ে করেছি যা হোক উষ্কু-খুস্কু না হওয়া পর্যন্ত আমি আমার মাথা ধৌত করব না এবং আমার শরীরের কাপড়ও ময়লা না হওয়া পর্যন্ত ধৌত করব না।

---

১. বিখ্যাত উমায়্যা খলীফা।

২. এডেন থেকে শামের আম্মান পর্যন্ত।

হাদীছটি এ সূত্রে গারীব।

মা দান ইব্ন আবূ তালহা – ছাওবান (রা.) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে এ হাদীছটি বর্ণিত আছে।

আবূ সাল্লাম হাবশী (র.)-এর নাম হল মামতূর। তিনি শাম দেশের অধিবাসী এবং বিশ্বস্ত।

٢٤٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ ؟ قَالَ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا فِيْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ مُصْحِيَةٍ مِنْ آنِيَةِ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ آخِرَمَا عَلَيْهِ عَرْضُهُ مِثْلُ طُوْلِهِ مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِيْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَابْنِ عُمَرَ وَحَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ وَالْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ . وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : حَوْضِيْ كَمَا بَيْنَ الْكُوْفَةِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ .

২৪৪৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)........আবূ যারর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলেছিলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, হাওযের পাত্রের পরিমাণ কি?

তিনি বললেনঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, হাওযের পাত্র হবে জান্নাতের পাত্র এবং তার সংখ্যা হবে মেঘমুক্ত আঁধার রাতের আকাশের তারার চেয়েও বেশী। এ থেকে যে ব্যক্তি পানি পান করবে সে আর পিপাসার্ত হবে না। এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমান। তা হল আম্মান থেকে আয়লা পর্যন্ত বড়। এর পানি দুধ থেকেও সাদা এবং মধু থেকেও মিঠা।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

এ বিষয়ে হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর, আবূ বারযা আসলামী, ইব্ন উমার, হারিছা ইব্ন ওয়াহব, মুস্তাওরিদ ইব্ন শাদ্দাদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ আমার হাওয কূফা থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত বড়।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢٤٤٩ حَدَّثَنَا أَبُوْحُصَيْنٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوْنُسَ كُوْفِيٌّ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ . حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ . لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ جَعَلَ يَمُرُّ بِالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّيْنَ وَمَعَهُمُ الْقَوْمُ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّيْنَ وَمَعَهُمُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّيْنَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ أَحَدٌ حَتّٰى مَرَّ بِسَوَادٍ عَظِيْمٍ ، فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا ؟ قِيْلَ مُوْسٰى وَقَوْمُهُ وَلٰكِنِ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَانْظُرْ . قَالَ : فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ قَدْ سَدَّ الْأُفُقَ مِنْ ذَا الْجَانِبِ وَمِنْ ذَا الْجَانِبِ ، فَقِيْلَ هٰؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَسِوٰى هٰؤُلَاءِ مِنْ أُمَّتِكَ سَبْعُوْنَ أَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، فَدَخَلَ

وَلَمْ يَسْئَلُوْهُ وَلَمْ يُفَسِّرْ لَهُمْ فَقَالُوْا نَحْنُ هُمْ ، وَقَالَ قَائِلُوْنَ : هُمْ أَبْنَاؤُنَا الَّذِيْنَ وُلِدُوْا عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْإِسْلَامِ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ : هُمُ الَّذِيْنَ لَايَكْتَوُوْنَ وَ لَايَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ، فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ أَنَامِنْهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ نَعَمْ، ثُمَّ قَامَ أٰخَرُ فَقَالَ أَنَا مِنْهُمْ ؟ فَقَالَ : سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ .

২৪৪৯. আবূ হুসায়ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস কূফী (র.).........ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে যখন রাত্রিকালিন সফর মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তিনি এমন নবী ও নবীদের জামাআতের পাশ দিয়ে গিয়েছেন যাদের সঙ্গে আছে একদল, এমন নবী ও নবীদের জামাআতের পাশ দিয়ে গিয়েছেন যাদের সঙ্গে আছে একদল উম্মত, এমন নবী ও নবীদের জামাআতের পাশ দিয়ে গিয়েছেন যাদের সঙ্গে কোন একজনও নেই। শেষে তিনি বিরাট এক দলের পাশ দিয়ে গেলেন।

(তিনি বলেন) আমি বললামঃ এরা কারা ?

বলা হলঃ মূসা ও তাঁর কওম। আপনি আপনার মাথা তুলে দেখুন।

তিনি বলেনঃ আমি দেখি অগণিত মানুষের মহা এক সমাবেশ, এ দিগন্ত সে দিগন্ত পূর্ণ করে রেখেছে। বলা হল, এরা আপনার উম্মত। এরা ছাড়াও আপনার উম্মতের সত্তর হাজার লোক হিসাব ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এরপর নবীজী হুজরায় চলে গেলেন। সাহাবীগণ এ সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসা করেন নি আর নবীজীও এ বিষয়ে তাঁদের কোন ব্যাখ্যা দেন নি। তারা নিজেরা নিজেরা বলাবলি করতে লাগলেন। একদল বললেনঃ এরা হলাম আমরা। একদল বললেনঃ এরা হল ঐসব সন্তান ইসলাম ও ফিতরতের উপর যাদের জন্ম হয়েছে।

কিছুপর নবী ﷺ বের হয়ে বললেনঃ এরা হল তারা যারা লোহার দাগ দেয় না,[১] ঝাড়-ফুঁক করে না, শুভাশুভের লক্ষণ মেনে চলে না, আর তাদের পরওয়ারদিগারের উপর তারা সদা নির্ভরশীল।

তখন উক্কাশা ইব্‌ন মিহসান উঠে দাঁড়ালেন, বললেনঃ আমি কি তাদের মধ্যে হব, ইয়া রাসূলাল্লাহ ?

তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।

এরপর আরেকজন এল, বললঃ আমি কি তাদের থেকে হব?

তিনি বললেনঃ এ মর্যাদা লাভে উক্কাশা তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে ইব্‌ন মাসঊদ, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .....।

٢٤٥٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ . حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيْعِ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ الصَّلَاةُ قَالَ : أَوَلَمْ تَصْنَعُوْا فِيْ صَلَاتِكُمْ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ .

---

১. জাহিলী যুগে কুসংস্কার ছিল যে গায়ে লৌহ পুড়ে দাগ দিলে ভূত-প্রেতের আছর ও বিভিন্ন রোগ থেকে শরীর মুক্ত থাকে।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَنَسٍ .

২৪৫০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন বাযী' আল-বাসরী (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে দীনের যে অবস্থায় আমরা ছিলাম বর্তমানে এর কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা। আমি বললাম ঃ সালাতের অবস্থা কোন পর্য্যায়ে। রাবী আবূ ইমরান জাওনী (র.) বলেনঃ সালাতের বিষয়টি তো আছে?

তিনি বললেনঃ তোমরা তোমাদের সালাতে তা করনি যা তোমরা জান ?

এ হাদীছটি হাসান, এ সূত্রে গারীব।

এটি আনাস (রা.) থেকে অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে।

٢٤٥١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ . حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنِيْ زَيْدٌ الْخَثْعَمِيُّ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةِ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَخَيَّلَ وَاخْتَالَ وَ نَسِيَ الْكَبِيْرَ الْمُتَعَالَ ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدَى وَنَسِيَ الْجَبَّارَ الأَعْلَى ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ سَهَا وَلَهٰى وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلَى ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَتَا وَطَغَى وَنَسِيَ الْمُبْتَدَا وَالْمُنْتَهَى ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدِّيْنَ بِالشُّبُهَاتِ ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ طَمَعٌ يَقُوْدُهُ ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ هَوًى يُضِلُّهُ ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ رَغَبٌ يُذِلُّهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ .

২৪৫১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া আযদী বাসরী (র.)......আসমা বিন্‌ত উমায়স খাছ'আমিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ কত মন্দ সেই বান্দা যে নিজেকে বড় মনে করে আর গর্ব করে অথচ মহান সমুচ্চ আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যায়। কতইনা মন্দ সেই বান্দা যে স্বেচ্ছাচারী হয় এবং সীমালংঘন করে অথচ পরাক্রমশালী সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী আল্লাহকে ভুলে যায়। কতই না নিকৃষ্ট সেই বান্দা যে সত্যবিমূখ হয় এবং অনর্থক কাজে লিপ্ত হয় অথচ কবর ও হাড় মাটিতে মিশে যাওয়াকে ভুলে যায়। কতইনা মন্দ সেই বান্দা যে অবাধ্য হয় এবং নাফরমানী করে অথচ তার শুরু ও শেষ পরিণতিকে ভুলে যায়। কত মন্দ সেই বান্দা যে দীনের বিনিময়ে দুনিয়া অর্জনের কৌশল অবলম্বন করে। কত মন্দ সে বান্দা যে সন্দেহ জনক বিষয়ের উপর আমল করে দীনের বিষয়ে ত্রুটি সৃষ্টি করে। কত নিকৃষ্ট সেই বান্দা যাকে লালসা পরিচালনা করে। কত মন্দ সেই বান্দা যাকে প্রবৃত্তি পথভ্রষ্ট করে। কত খারাপ সেই বান্দা যাকে বস্তুর আকর্ষণ লাঞ্ছিত করে।

হাদীছটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই। এটির সনদ শক্তিশালী নয়।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٤٥٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ . حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أُخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ . حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارُوْدِ الأَعْمَى وَاسْمُهُ زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوْعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ. وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ . وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِنًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ مَوْقُوْفٌ، وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدَنَا وَأَشْبَهُ .

২৪৫২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম মুআদ্‌দিব (র.)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কোন মুমিন যদি আরেক মুমিনের ক্ষুধায় অন্ন যোগায় তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের ফল আহার করাবেন। কোন মুমিন যদি অন্য কোন মুমিনের পিপাসায় পানি পান করায় তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে "রাহীক মাখতুম" সীল করা জান্নাতী পানীয় পান করাবেন। কোন মুমিন যদি অন্য কোন বস্ত্রহীন মুমিনকে বস্ত্র পরিধান করায় তবে আল্লাহ্ তাআলা তাকে জান্নাতের সবুজ বস্ত্র পরিধান করাবেন।

এ হাদীছটি গারীব।

এটি আতিয়্যা-আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে মওকূফরূপেও বর্ণিত আছে। আমাদের মতে এটিই অধিক সাহীহ এবং সামঞ্জস্যশীল।

٢٤٥٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى النَّضْرِ . حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَقِيْلٍ الثَّقَفِىُّ . حَدَّثَنَا أَبُوْ فَرْوَةَ يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ التَّمِيْمِىُّ . حَدَّثَنِىْ بُكَيْرُ بْنُ فَيْرُوْزَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِى النَّضْرِ .

২৪৫৩. আবূ বাকর ইব্‌ন আবুন নাযর (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ভয় করে, সে সাহ্‌রীর আওয়াল ওয়াক্তে সফর করে। আর যে ব্যক্তি সাহ্‌রীর আওয়াল ওয়াক্তেই সফর করে সে তার মানযিলে পৌঁছে যায়। জেনে রাখ, আলাহ্‌র পণ্য খুবই দামী। শোন, আল্লাহ্‌র পণ্য-সামগ্রী হল জান্নাত।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। আবুন নাযরের রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢٤٥٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى النَّضْرِ. حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَقِيْلٍ الثَّقَفِىُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَقِيْلٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ . حَدَّثَنِىْ رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ وَعَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لاَيَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتَّى يَدَعَ مَالاَ بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৪৫৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবুন নাযর (র.)......নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী আতিয়্যা সা'দী (রা.) থেকে

বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীদের স্তরে পৌছাতে পারবেনা যতক্ষণ না সে ক্ষতিজনক কাজে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে অক্ষতিজনক কাজকেও পরিত্যাগ না করে।

হাদীছটি হাসান-গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ...... ।

٢٤٥٥. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ . حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَوْ أَنَّكُمْ تَكُوْنُوْنَ كَمَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِيْ لَأَظَلَّتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيْدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ .

২৪৫৫. আব্বাস আল-আম্বারী (র.)......হানযালা আল উসায়দী(রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ আমার কাছে থাকা অবস্থায় তোমরা যেমন থাক সেই হালে যদি তোমরা সবসময় থাকতে পারতে তবে অবশ্যই ফিরিশতারা তাদের পাখনা দ্বারা তোমাদের ছায়া দিয়ে রাখতেন।

হাদীছটি হাসান। এ সূত্রে গারীব। হানযালা উসায়দী (রা.) থেকে এ হাদীছটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ...... ।

٢٤٥٦. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُوْ عُمَرَ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً ، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوْهُ ، وَإِنْ أُشِيْرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَلَا تَعُدُّوْهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فِيْ دِيْنٍ وَ دُنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللّٰهُ .

২৪৫৬. ইউসুফ ইব্ন সালমান আবূ আমর বাসরী (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ. বলেছেনঃ প্রতিটি বস্তুরই জোয়ার আছে; আবার প্রতিটি জোয়ারেরই ভাটা আছে। এখন সেই আমলের অধিকারী ব্যক্তি যদি সোজা পথে চলে এবং প্রান্তিকতা ছেড়ে মাঝা-মাঝি পথ অবলম্বন করে চলে তবে তার সাফল্যের আশা

করতে পার। আর তার দিকে যদি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা হয় (অর্থাৎ লোক দেখানোভাবে সে আমল করে) তবে তাকে (সালিহীনের মাঝে) গণনা করবে না।

এ হাদীছটি হাসান; এ সূত্রে গারীব।

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, যার দিকে দীন বা দুনিয়ার বিষয়ে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা হয় তার অকল্যাণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। তবে আল্লাহ্ যাকে রক্ষা করেন তার কথা ভিন্ন।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ..... ।

٢٤٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ يَعْلَى عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : خَطَّ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ فِي وَسَطِ الْخَطِّ خَطًّا وَخَطَّ خَارِجًا مِنَ الْخَطِّ خَطًّا وَحَوْلَ الَّذِيْ فِي الْوَسَطِ خُطُوْطًا فَقَالَ : هٰذَا ابْنُ آدَمَ وَهٰذَا أَجَلُهُ مُحِيْطٌ بِهِ ، وَهٰذَا الَّذِيْ فِي الْوَسَطِ الْإِنْسَانُ ، وَهٰذِهِ الْخُطُوْطُ عُرُوْضُهُ إِنْ نَجَا مِنْ هٰذَا يَنْهَشُهُ هٰذَا ، وَالْخَطُّ الْخَارِجُ الْأَمَلُ ،

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

২৪৫৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশশার (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের জন্য একটি চতুর্ভুজ চিত্র আকলেন। চতুর্ভুজটির মধ্যভাগে একটি রেখা টানলেন। আর চতুর্ভুজটির সীমা অতিক্রম করে একটি রেখা টানলেন। আর মাঝের রেখাটির চতুর্থাংশে অনেকগুলি রেখা টানলেন। পরে বললেনঃ এ হল আদম সন্তান আর এটি হল তার জীবন-সীমা যা তাকে পরিবেষ্টন করে আছে। এই মাঝের রেখাটি হল মানুষ আর এর পার্শ্বের রেখাগুলো হল তার আপদ-বিপদ। একটি থেকে যদি সে মুক্তি পায় তবে আরেকটি তাকে কামড়ে ধরে। (সীমা অতিক্রমকারী) রেখাটি হল মানুষের আখাঙ্খা।

এ হাদীছটি সাহীহ।

٢٤٥٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَ يَشُبُّ مِنْهُ اثْنَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৪৫৮. কুতায়বা (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ আদম সন্তান বৃদ্ধ হয় আর দু'টো জিনিস তার মধ্যে জওয়ান হয় - সম্পদের মোহ এবং বাঁচার লোভ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٤٥٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُوْ قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ وَهُوَ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مُثِّلَ ابْنُ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ مَنِيَّةً إِنْ أَخْطَأَتْهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ·

২৪৫৯. আবূ হুরায়রা মুহাম্মাদ ইব্ন ফিরাস বাসরী (র.)......মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন শিখ্খীর তার পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন শিখখীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ নিরান্নব্বুইটি আপদ-বিপদ যুক্ত করে আদম সন্তানকে রূপায়িত করা হয়। বিপদগুলি যদি কেটে যায় তবুও সে বার্ধক্যে পতিত হয়।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢٤٦٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . وَ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اُذْكُرُوا اللّٰهَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ ، قَالَ أُبَيٌّ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِيْ ؟ فَقَالَ : مَا شِئْتَ . قَالَ : قُلْتُ الرُّبُعَ ، قَالَ مَا شِئْتَ ، فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ، قُلْتُ : النِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ . فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ، قَالَ : قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ ، قَالَ مَاشِئْتَ ، فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ، قُلْتُ : أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِيْ كُلَّهَا قَالَ : إِذًا تُكْفٰى هَمَّكَ ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

২৪৬০. হান্নাদ (র.)......তুফায়ল ইব্ন উবায় ইব্ন কা'ব তার পিতা উবায় ইব্ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাত্রির দুইতৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠে দাঁড়াতেন। বলতেনঃ হে লোক সকল, তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর, তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর। প্রথম শিংগা ধ্বনির সময় আসছে তাকে অনুসরন করবে পরবর্তী শিংগা ধ্বনি। মৃত্যু তার সব ভয়াবহতা নিয়ে সমাগত, মৃত্যু তার সব কিছু নিয়ে সমাগত।

উবায় (রা.) বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার উপর অধিক হারে দরূদ পাঠ করে থাকি। আমার সময়ের কতটুকু আপনার প্রতি দরূদ পাঠে ব্যয় করব?

তিনি বললেনঃ তোমার যতটুকু ইচ্ছা।

আমি বললামঃ একচতুর্থাংশ সময়?

তিনি বললেনঃ তোমার ইচ্ছা। কিন্তু যদি আরো বাড়াও তবে ভাল।

আমি বললামঃ অর্ধেক সময়?

তিনি বললেনঃ তোমার যা ইচ্ছা; তবে আরো বৃদ্ধি করলে তা-ও ভাল।

আমি বললামঃ দুই-তৃতীয়াংশ সময়।

তিনি বললেনঃ তোমার ইচ্ছা; তবে আরো বাড়ালে তাও ভাল।

আমি বললামঃ আমার সবটুকু সময় আপনার উপর দরূদ পাঠে লাগাব?

তিনি বললেনঃ তাহলেতো তোমার চিন্তামুক্তির জন্য তা যথেষ্ট হয়ে যাবে আর তোমার গুনাহ্ মাফ করা হবে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٤٦١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ إِسْحٰقَ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اسْتَحْيُوْا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ . قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا نَسْتَحْيِيْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ، قَالَ : لَيْسَ ذَاكَ ، وَلٰكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى ، وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى ، وَمَنْ أَرَادَ الْاٰخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ اَبَانَ بْنِ إِسْحٰقَ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ مُحَمَّدٍ .

২৪৬১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র.)......আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা কর, আমরা বললামঃ ইয়া নাবীআল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা তাঁকে অবশ্যই লজ্জা করি।

তিনি বললেনঃ তা নয়, আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করার অর্থ হল, তুমি মাথা এবং তাতে যা সংরক্ষিত তা রক্ষা করবে; পেট এবং তাতে যা জমা আছে তা হিফাযত করবে; মৃত্যু ও হাড্ডি চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার কথা স্মরণ রাখবে ; যে ব্যক্তি আখিরাতের অভীপ্সা রাখে সে দুনিয়ার আড়ম্বর পরিত্যাগ করে।

যে ব্যক্তি এই কাজগুলি করল সেই আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করল।

এ হাদীছটি গারীব। আবান ইব্ন ইসহাক - সাব্বাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (র.) থেকে বর্ণিত এ সূত্রটি সম্পর্কেই কেবল আমাদের পরিচয় আছে।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٤٦٢. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ . وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللّٰهِ .

قَالَ:هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. قَالَ:وَمَعْنَى قَوْلِهِ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ يَقُوْلُ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يُحَاسَبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : حَاسِبُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوْا ، وَ تَزَيَّنُوْا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ ، وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا .

وَ يُرْوَى عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:لَايَكُوْنُ الْعَبْدُ تَقِيًّاحَتّٰى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيْكَهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ.

২৪৬২. সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী (র.) ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহ্‌মান (র.).......শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ বুদ্ধিমান হল সে ব্যক্তি যে ব্যক্তি স্বীয় নাফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যুর পরের জন্য আমল করে।

অক্ষম হল সে ব্যক্তি যে ব্যক্তি স্বীয় নাফসের চাহিদার অনুসরণ করে চলে আর সে আল্লাহর কাছে অলীক আশা পোষণ করে।

হাদীছটি হাসান।

مَنْ دَانَ نَفْسَهُ-এর মর্ম হল কিয়ামত দিবসের হিসাবের পূর্বেই দুনিয়াতেই সে নিজের নাসফের হিসাব-কিতাব নেয়।

'উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ তোমরা নিজেদের হিসাব নাও, হিসাবের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে। (কিয়ামত দিবসের) মহা উপস্থাপনের জন্য নিজদের সাজিয়ে নাও। যে ব্যক্তি দুনিয়াতেই নিজের হিসাব নিবে কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির হিসাব হালকা হবে।

মায়মূন ইব্‌ন মিহ্‌রান (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ একজন অংশীদারের যেমন হিসাব নেয় তেমনি ভাবে খাদ্য ও বস্ত্র কোথা থেকে সংগ্রহ হল ইত্যাদি নিজের হিসাব যতক্ষণ না নিবে ততক্ষণ কোন বান্দা মুত্তাকী হতে পারবে না।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ : ....

٢٤٦٣. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدُّوَيْهِ . حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعُرَنِيُّ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ الْوَصَّافِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ : دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُصَلاَّهُ فَرَأَى نَاسًا كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُوْنَ قَالَ : أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتُ . لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى فَأَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ . فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلاَّ تَكَلَّمَ فِيْهِ فَيَقُوْلُ : أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ ، وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ ، وَأَنَا بَيْتُ الدُّوْدِ ، فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ : مَرْحَبًا وَأَهْلاً أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَحَبَّ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى ظَهْرِيْ إِلَيَّ ، فَإِذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيْعِيْ بِكَ قَالَ : فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ . وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ : لاَ مَرْحَبًا وَلاَ أَهْلاً أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَبْغَضَ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى ظَهْرِيْ إِلَيَّ ، فَإِذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيْعِيْ بِكَ قَالَ : فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَضْلاَعُهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : بِأَصَابِعِهِ ، فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِيْ جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ : وَ يُقَيِّضُ اللّٰهُ لَهُ سَبْعِيْنَ تِنِّيْنًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا فَيَنْهَشْنَهُ وَ يَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضِيَ بِهِ الْحِسَابُ

قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৪৬৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ, ইনি হলেন ইবন মাদ্দুওয়াহ (র)......আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ (জানাযার) সালাতে দাঁড়ালেন। এমন সময় কিছু লোককে হাসাহাসি করতে দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, শোন, তোমরা যদি স্বাদ বিনষ্টকারী বিষয়টির বেশী আলোচনা করতে তবে তোমাদের যে অবস্থা দেখছি তা থেকে তোমাদের বিরত রাখত। (দুনিয়ার) স্বাদ বিনষ্টকারী বিষয় মৃত্যুর কথা বেশী স্মরণ করবে। কেননা এমন কোন দিন যায় না যে কবর এ কথা না বলে ঃ আমি অপরিচিতের ঘর, আমি একাকী থাকার ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকা-মাকড়ের ঘর।

যখন কোন মু'মিন বান্দাকে দাফন করা হয় তখন কবর তাকে বলে ধন্যবাদ তোমার, আপনজনের মাঝে এসেছ তুমি। শুন, আমার পৃষ্ঠে যারা চলা- ফেরা করত তাদের মাঝে তুমিই ছিলে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, আজ যখন তুমি আমার তত্ত্বাবধানে এসেছ এবং আমারই তুমি হয়ে গেছ তখন তোমার সঙ্গে আমি কি আচরণ করি তা অচিরেই তুমি দেখতে পাবে। এরপর দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত কবর তার জন্য বিস্তৃত হয়ে যায় এবং জান্নাতের দিকে তার একটি দরজা খুলে দেওয়া হয়।

আর যখন কোন কাফির বদকার বান্দাকে দাফন করা হয় তাকে কবর বলে : তোমার জন্য কোন মারহাবা নেই, তুমি তোমার আপনজনের কাছে পৌঁছ নাই। আমার পিঠে যারা বিচরণ করত তাদের মধ্যে তুমিই ছিলে আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য। আজ যখন তুমি আমার কবজায় এসেছ এবং আমার কাছেই চলে এসেছ তখন তোমার সঙ্গে আমার কি ব্যবহার হবে তা অচিরেই দেখতে পাবে।এরপর কবর তার উপর চেপে যায় ফলে তার পাঁজরের হাড্ডিগুলি একটি আরেকটির ভেতর ঢুকে পড়ে।

আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, এ স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর একহাতের আঙ্গুল আরেক হাতের আঙ্গুলে ঢুকিয়ে ইশারা করে দেখালেন।

তিনি বলেন : তার উপর সত্তরটি বিরাট সাপ নিযুক্ত করে দেওয়া হয়। এর একটিও যদি দুনিয়ায় ঢুস দেয় তবে দুনিয়া যতদিন বাকী থাকবে ততদিনও আর তাতে কিছুই উৎপাদিত হবে না। হিসাব-নিকাশের দিন পর্যন্ত এ সাপগুলি তাকে কামড়াতে থাকবে। খামচাতে থাকবে।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কবর তো হল জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান কিংবা জাহান্নামের গহ্বর সমূহের একটি গহ্বর।

হাদীছটি এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٤٦٤ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ ثَوْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : أَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيْرٍ ، فَرَأَيْتُ أَثَرَهُ فِيْ جَنْبِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ .

২৪৬৪. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র.)........ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্‌নুল-খাত্তাব (রা.) বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি একটা চাটাইর উপর কাত হয়ে শোয়া ছিলেন। তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইর বুনুনের দাগ পড়ে গেছে। হাদীছটিতে দীর্ঘ এক কাহিনী রয়েছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....

٢٤٦٥ . حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ وَ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ ، وَهُوَ حَلِيْفُ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ فَقَدِمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، وَ سَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُوْمِ أَبِيْ عُبَيْدَةَ ، فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ ، فَتَعَرَّضُوْا لَهُ ، فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَاٰهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ قَالُوْا أَجَلْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : فَأَبْشِرُوْا وَأَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلٰكِنِّيْ أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৪৬৫. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.).....রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং আমির ইব্‌ন লুওয়াই গোত্রের হালীফ আমর ইব্‌ন আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ উবায়দা (রা.)-কে (বাহরায়নের দিকে) প্রেরণ করেন। পরে তিনি বাহরায়ন থেকে মাল নিয়ে ফিরে আসেন। আনসারী সাহাবীরা আবূ উবায়দা (রা.)-এর আগমনের সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সালাতে এসে শামিল হলেন। রাসূলাল্লাহ ﷺ সালাতের পর যখন ঘুরে বসলেন তখন তারা সবাই তাঁর সামনে এসে গেলেন। তাঁদের দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্মিত হাসলেন। বললেনঃ আমার মনে হয় আবূ উবায়দা কিছু নিয়ে এসেছেন বলে তোমরা শুনেছ?

তাঁরা বললেনঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ।

তিনি বললেনঃ তোমরা খোশ খবরী গ্রহণ কর, তোমাদের যা আনন্দিত করবে এমন বিষয়ের আশা পোষণ কর। আমি তোমাদের দারিদ্র্যের আশংকা করিনা। আমি তো আশংকা করি যে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য যেমন দুনিয়া প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছিল তোমাদের জন্যও তেমনিভাবে দুনিয়া বিস্তৃত করে দেওয়া হবে। অনন্তর তারা যেমন এর প্রতিযোগিতায় মত্ত হয়েছিল তোমরাও সেভাবে এর প্রতীযোগিতায় মত্ত হবে। শেষে এ যেমন তাদের ধ্বংস করেছিল তেমনি তা তোমাদেরও ধ্বংস করবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ : ....

٢٤٦٦. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَكِيْمِ بْنَ حِزَامٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَعْطَانِيْ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِيْ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِيْ ، ثُمَّ قَالَ يَاحَكِيْمُ إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَرَكْ لَهُ فِيْهِ ، وَكَانَ كَالَّذِيْ يَأْكُلُ وَلَايَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى فَقَالَ حَكِيْمٌ : فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا ، فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدْعُوْ حَكِيْمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْبٰى أَنْ يَقْبَلَهُ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبٰى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّيْ أُشْهِدُكُمْ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى حَكِيْمٍ أَنِّيْ أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هٰذَا الْفَيْئِ فَيَأْبٰى أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيْمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى تُوُفِّيَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

২৪৬৬. সুওয়ায়দ (র.).........হাকীম ইবন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (কিছু মাল) যাচঞা করেছিলাম। তিনি আমাকে তা দিলেন। পরে আবার চাইলাম। তখনও তিনি তা আমাকে দিলেন। তারপর আবার চাইলাম। এবারও তিনি আমাকে তা দিলেন। এরপর বললেনঃ হে হাকীম, এ সম্পদতো সবুজ-শ্যামল ও লোভনীয়। কেউ যদি তা হৃদয়ের বদান্যতার সাথে গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় করে দেওয়া হয়। আর কেউ যদি তা মনের লোভে গ্রহণ করে তবে এতে তার জন্য কোন বরকত হয় না। ঐ ব্যক্তির মত অবস্থা হয় যে ব্যক্তি খায় কিন্তু পেট ভরে না। আর উপরের হাত (দানের হাত) নীচের হাত (গ্রহীতার হাত) থেকে উত্তম।

হাকীম (রা.) বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ দুনিয়া যতদিন ত্যাগ করে না গেছি ততদিন আপনার পর আর কাউকে কিছু চেয়ে তার সম্পদ হ্রাস ঘটাব না।

পরে আবূ বাকর (রা.) হাকীম (রা.)-কে কিছু দিতে ডেকেছিলেন কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এর পর উমার (রা.)ও তাঁকে কিছু দিতে ডেকেছিলেন। কিন্তু তিনি কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তখন উমার (রা.) বললেনঃ হে মুসলিম সম্প্রদায়, হাকীমের বিষয় আমি তোমাদিগকে সাক্ষী রাখছি যে, ফাই সম্পদ থেকে তাঁর প্রাপ্য হক আমি তার কাছে পেশ করেছিলাম। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন।

যা হোক, নবী ﷺ-এর পর মৃত্যু পর্যন্তও হাকীম (রা.) আর কারো কাছে কিছু গ্রহণ করেন নি।

হাদীছটি সাহীহ।

٢٤٦٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُوْ صَفْوَانَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

بْنِ عَوْفٍ . قَالَ ابْتُلِيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالضَّرَّاءِ فَصَبَرْنَا ، ثُمَّ ابْتُلِيْنَا بِالسَّرَّاءِ بَعْدَهُ فَلَمْ نَصْبِرْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

২৪৬৭. কুতায়বা (র.)........আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে অনেক কষ্ট ও বিপদ-আপদের দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছি কিন্তু আমরা তাতে ধৈর্যধারণ করতে পেরেছিলাম। অতপর তাঁর ইন্তিকালের পর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরীক্ষায় পড়েছি কিন্তু এতে আমরা সবর করতে পারিনি।

হাদীছটি হাসান।

٢٤٦٨ . حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ صَبِيْحٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبَانَ وَهُوَ الرَّقَاشِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ كَانَتِ الْاٰخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللّٰهُ غِنَاهُ فِيْ قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللّٰهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَاقُدِّرَ لَهُ .

২৪৬৮. হান্নাদ (র.)........আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আখিরাত যার একমাত্র চিন্তা ও লক্ষ্য আল্লাহ্ তা'আলা তার হৃদয়কে অভাবমুক্ত করে দেন এবং বিক্ষিপ্ত বিষয়াবলিকে সমাধান করে দেন এবং তার কাছে দুনিয়া তুচ্ছ হয়ে আসে। পক্ষান্তরে যার চিন্তা ও লক্ষ্য হয় দুনিয়া আল্লাহ্ তা'আলা তার দু' চোখের সামনে অভাব তুলে ধরেন, তার সমস্যাগুলোকে বিক্ষিপ্ত করে দেন আর যতটুকু তার জন্য নির্দ্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে এর অতিরিক্ত দুনিয়া সে পায় না।

٢٤٦٩ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ . أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ نُشَيْطٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَقُوْلُ : يَا ابْنَ اٰدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِيْ أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدُّ فَقْرَكَ ، وَإِلاَّ تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَأَبُوْ خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ اسْمُهُ هُرْمُزُ .

২৪৬৯. আলী ইব্ন খাশরাম (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান, আমার ইবাদতের জন্য তুমি নিজেকে ফারেগ করে নাও আমি তোমার হৃদয়কে অভাব মুক্ততা দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব বন্ধ করে দিব। আর তা যদি না কর তবে তোমার দু' হাত আমি ব্যস্ততা দিয়ে ভরে দিব আর তোমার অভাব দূর করব না।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

বর্ণনাকারী আবূ খালিদ ওয়ালিবী (র.)-এর নাম হল হুরমুয।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢٤٧٠ . حَدَّثَنَا هَنَّادٌ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَنَا

شَطْرٌ مِنْ شَعِيْرٍ فَأَكَلْنَا مِنْهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ ، ثُمَّ قُلْتُ لِلْجَارِيَةِ كِيْلِيْهِ ، فَكَالَتْهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ فَنِيَ قَالَتْ : فَلَوْ كُنَّا تَرَكْنَاهُ لَأَكَلْنَا مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ، وَمَعْنَى قَوْلِهَا شَطْرٌ : تَعْنِيْ شَيْئًا .

২৪৭০. হান্নাদ (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ইন্তিকাল করেন তখন আমাদের ঘরে মাত্র সামান্য কিছু যব ছিল। তা থেকে আল্লাহ্ যতদিন চাইলেন আমরা আহার করতে থাকলাম। পরে একদিন পরিচারিকা মেয়েটিকে বললামঃ মেপে দেখ তো ? সে তা মাপল। এরপর আর বেশী দিন তা রইলনা বরং তা শেষ হয়ে গেল।

তিনি (আইশা [রা.]) বললেনঃ আমরা যদি তা না মেপে এমনিই ছেড়ে রাখতাম তবে আরো বহুদিন তা খেতে পারতাম।

হাদীছটি সাহীহ।

شَطْرٌ অর্থ সামান্য কিছু যব।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٤٧١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ لَنَا قِرَامُ سِتْرٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ عَلَى بَابِيْ ، فَرَآهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ انْزَعِيْهِ فَإِنَّهُ يُذَكِّرُنِي الدُّنْيَا ، قَالَتْ : وَكَانَ لَنَا سَمَلُ قَطِيْفَةٍ تَقُوْلُ عَلَمُهَا مِنْ حَرِيْرٍ كُنَّا نَلْبَسُهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৪৭১. হান্নাদ (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দরজায় একটি রঙ্গীন পাতলা পর্দা ছিল। এতে কিছু চিত্র আঁকা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ এটি খুলে ফেল, কারণ এটি আমাকে দুনিয়া স্মরণ করিয়ে দেয়।

আইশা (রা.) আরো বলেনঃ আমাদের একটি পুরানো চাদর ছিল। এতে অলামত হিসাবে সামান্য রেশম ছিল। আমরা তা পরিধান করতাম।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব।

٢٤٧٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ وِسَادَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِيْ يَضْطَجِعُ عَلَيْهَا مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

২৪৭২. হান্নাদ (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে বিছানাটিতে শুইতেন

সেটি ছিল চামড়ার আর ভিতরে ছিল খেজুর গাছের ছাল।

হাদীছটি সাহীহ।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢٤٧٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ أَبِيْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ ذَبَحُوْا شَاةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بَقِيَ مِنْهَا ؟ قَالَتْ : مَا بَقِيَ مِنْهَا الاَّ كَتِفُهَا قَالَ : بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَأَبُوْ مَيْسَرَةَ هُوَ الْهَمْدَانِيُّ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيْلَ .

২৪৭৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).........আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সাহাবীরা একটি বকরী যবাহ করেছিলেন। নবী ﷺ বললেনঃ এর কি অবশিষ্ট আছে ?

আইশা (রা.) বললেনঃ এর কাঁধের অংশ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। (সবকিছুই দান করে দেওয়া হয়েছে।)

তিনি বললেনঃ কাঁধের অংশ ছাড়া আর সবকিছুই বাকী আছে।[১]

হাদীছটি সাহীহ।

রাবী আবূ মায়সারা (র.) হলেন হামাদানী। তাঁর নাম হল আমর ইব্‌ন শুরাহবীল।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢٤٧٤. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ إِسْحٰقَ الْهَمَدَانِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنْ كُنَّا آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ نَمْكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ الْمَاءُ وَالتَّمْرُ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

২৪৭৪. হারূন ইব্‌ন ইসহাক হামদানী (র.)........আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মাদ ﷺ -এর পরিবারের লোকেরা এক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম এ অবস্থায় যে, আমরা আগুন জ্বালাতাম না। আমাদের আহারের জন্য পানি আর খেজুর ছাড়া আর কিছুই থাকত না।

হাদীছটি সাহীহ।

٢٤٧٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ أَبُوْ حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ . حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أُوْذِيْتُ فِي اللهِ

---

১. কারণ আল্লাহ্‌র পথে যা দান করা হয় তা-ই বান্দার জন্য বাকী থাকে। আল্লাহ্ তাআলা কখনও তা ধ্বংস করেন না।

وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلاَثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَالِيْ وَلِبِلاَلٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ إِلاَّ شَيْءٌ يُوَارِيْهِ إِبِطُ بِلاَلٍ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ۔

وَمَعْنَى هٰذَا الْحَدِيْثِ : حِيْنَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ هَارِبًا مِنْ مَكَّةَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ إِنَّمَا كَانَ مَعَ بِلاَلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَحْمِلُهُ تَحْتَ إِبِطِهِ ۔

২৪৭৫. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.).......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ্‌র পথে আমাকে এত ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যে আর কাউকে এত ভয় প্রদর্শন করা হয় নি। আল্লাহ্‌র জন্য আমাকে এত যাতনা দেওয়া হয়েছে যে, আর কাউকে এত যাতনা দেওয়া হয় নি। এক নাগাড়ে ত্রিশটি দিন ও রাত্র এমনও অতিবাহিত হয়েছে যে বিলালের বগলের তলে রক্ষিত সামান্য খাদ্য ছাড়া আমার ও বিলালের জন্য এতটুকু খাদ্যও ছিল না যা কোন প্রাণী খেতে পারে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এটি হল সেই সময়কার কথা যখন নবী ﷺ বিলাল (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, ঐ সময় বিলাল (রা.) এর সাথে কেবল এতটুকুই খাদ্য ছিল যতটুকু তিনি বগলের নীচে করে নিতে সক্ষম ছিলেন।

٢٤٧٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ . حَدَّثَنِيْ مَنْ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ يَقُوْلُ : خَرَجْتُ فِيْ يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، وَقَدْ أَخَذْتُ إِهَابًا مَعْطُوْبًا ، فَحَوَّلْتُ وَسَطَهُ فَأَدْخَلْتُهُ عُنُقِيْ ، وَشَدَدْتُ وَسَطِيْ فَحَزَمْتُهُ بِخُوْصِ النَّخْلِ ، وَإِنِّيْ لَشَدِيْدُ الْجُوْعِ وَلَوْ كَانَ فِيْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَعَامٌ لَطَعِمْتُ مِنْهُ فَخَرَجْتُ أَلْتَمِسُ شَيْئًا فَمَرَرْتُ بِيَهُوْدِيٍّ فِيْ مَالٍ لَهُ وَهُوَ يَسْقِيْ بِبَكَرَةٍ لَهُ فَاطَّلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ ثُلْمَةٍ فِي الْحَائِطِ . فَقَالَ مَالَكَ يَا أَعْرَابِيُّ ؟ هَلْ لَكَ فِيْ كُلِّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ فَافْتَحِ الْبَابَ حَتَّى أَدْخُلَ فَفَتَحَ فَدَخَلْتُ فَأَعْطَانِيْ دَلْوَهُ فَكُلَّمَا نَزَعْتُ دَلْوًا أَعْطَانِيْ تَمْرَةً حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتْ كَفِّيْ أَرْسَلْتُ دَلْوَهُ وَقُلْتُ حَسْبِيْ فَأَكَلْتُهَا ثُمَّ جَرَعْتُ مِنَ الْمَاءِ فَشَرِبْتُ ثُمَّ جِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِ ۔

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ۔

২৪৭৬. হান্নাদ (র.).......আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক শীতের দিনে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘর থেকে বের হলাম। লবন লাগানো একটি কাঁচা চামড়া নিয়ে এর মাঝে ছিদ্র করে এটিকে গলার ভিতর ঢুকিয়ে দিলাম এবং খেজুরের একটি পাতা দিয়ে কমরের মাঝে তা বেঁধে দিলাম। আমি তখন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলাম।রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘরে যদি সামান্যতম খাদ্যও থাকত তবে অবশ্য তা থেকে আমি কিছু খেতে পেতাম। তাই আমি কিছু খাদ্যের তালাশে বের হয়ে পড়লাম। একটি ইয়াহূদীর বাগানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়

দেখি সে কাঠের একটা গোলপাত্র দিয়ে তার বাগানে পানি দিচ্ছে। বাগানের দেয়ালের একটি ছিদ্র দিয়ে আমি তাকে দেখলাম, সে বলল, হে বেদুঈন, কি চাও ! এককেটি খেজুরের বিনিময়ে এক এক বালতি পানি সেচ করতে প্রস্তুত আছ ?

আমি বললামঃ হ্যাঁ, দরজাটি খোল যাতে আমি ভেতরে আসতে পারি।

সে দরজা খুলল, আমি ভিতরে আসলাম। সে তার বালতিটি আমাকে দিল। এককেক বালতি পানি তোলার সাথে সাথে সে আমাকে একটি করে খেজুর দিতে লাগল। যখন খেজুরে আমার দুই হাত ভর্তি হয়ে গেল আমি তার বালতি ছেড়ে দিলাম। বললামঃ এই আমার জন্য যথেষ্ট। এরপর আমি তা খেলাম। তারপর কয়েক ঢোক পানি পান করলাম। পরে মসজিদে আসলাম। সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পেলাম।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

٢٤٧٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ جُوْعٌ فَأَعْطَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : تَمْرَةً تَمْرَةً .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৪৭৭. আবূ হাফস আমর ইব্ন আলী (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার তাঁদের ক্ষুধায় পেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে একটি একটি করে খেজুর দিয়েছিলেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٤٧٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ ثَلَثُمِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَفَنِيَ زَادُنَا حَتَّى إِنْ كَانَ يَكُوْنُ لِلرَّجُلِ مِنَّا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ ، فَقِيْلَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ وَأَيْنَ كَانَتْ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ : لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَقَدْنَاهَا وَأَتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا نَحْنُ بِحُوْتٍ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَا أَحْبَبْنَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى . هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَتَمَّ مِنْ هٰذَا وَأَطْوَلَ .

২৪৭৮. হান্নাদ (র.).........জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণ করেন। আমরা ছিলাম তিনশত জন। আমাদের পাথেয় আমাদের কাঁধেই ছিল। এক পর্যায়ে আমাদের পাথেয় শেষ হয়ে যায়। এমন কি সারাদিনে আমাদের এক এক জনের জন্য এক একটি করে খেজুর বরাদ্দ হয়।

তাঁকে তখন জিজ্ঞাসা করা হল, হে আবূ আবদুল্লাহ ! একজনের জন্য একটি করে খেজুর কেমন করে যথেষ্ট হত?

তিনি বললেনঃ এ-ও যখন শেষ হয়ে যায় তখন একটি খেজুর না পাওয়ার কি ক্ষতি তা আমরা টের পেয়েছিলাম। অতঃপর আমরা সমুদ্রের নিকট এলাম। সেখান আমরা হঠাৎ একটা মাছ পেলাম। সাগর তা নিক্ষেপ

করেছিল। আমরা ইচ্ছামত আঠারো দিন পর্যন্ত তা আহার করলাম।

এ হাদীছটি সাহীহ। অন্য সূত্রে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে এটি বর্ণিত আছে। মালিক ইব্‌ন আনাস (র.) এটিকে ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন কায়সান (র.) সূত্রে আরো পূর্ণাঙ্গ ও দীর্ঘরূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٤٧٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ . حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ . حَدَّثَنِيْ مَنْ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ يَقُوْلُ إِنَّا جُلُوْسٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ طَلَعَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ مَا عَلَيْهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ لَهُ مَرْقُوْعَةٌ بِفَرْوٍ فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : بَكَى لِلَّذِيْ كَانَ فِيْهِ مِنَ النِّعْمَةِ وَالَّذِيْ هُوَ الْيَوْمَ فِيْهِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : كَيْفَ بِكُمْ إِذَا غَدَا أَحَدُكُمْ فِي حُلَّةٍ وَرَاحَ فِيْ حُلَّةٍ وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ وَرُفِعَتْ أُخْرَى وَسَتَرْتُمْ بُيُوْتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ ؟ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنَّا الْيَوْمَ نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ وَنُكْفَى الْمُؤْنَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَأَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَيَزِيْدُ بْنُ زِيَادٍ هُوَ ابْنُ مَيْسَرَةَ وَهُوَ مَدَنِيٌّ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَيَزِيْدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ الَّذِيْ رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ رَوَى عَنْهُ وَكِيْعٌ وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَيَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ زِيَادٍ كُوْفِيٌّ .

رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ .

২৪৭৯. হান্নাদ (র.).........আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে একদিন মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় মুসআব ইব্‌ন উমায়র এলেন। তাঁর গায়ে চামড়ার তালি লাগান একটি চাদর ছাড়া কিছুই ছিল না। তিনি একদিন যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনে ছিলেন আর বর্তমানে যে অবস্থায় তিনি রয়েছেন সে জন্য তাঁকে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ কেঁদে দিলেন। পরে তিনি বললেনঃ সে দিন কেমন হবে যেদিন তোমাদের একজন সকালে এক জোড়া কাপড় পরবে এবং বিকালে পরবে আরেক জোড়া, তার সামনে (খাদ্যের) একটা পেয়ালা রাখা হবে আরেকটি তোলা হবে। কা'বা ঘরকে যেভাবে গিলাফ দিয়ে আবৃত রাখা হয় সে ভাবে তোমরা তোমাদের ঘর আবৃত করবে।

সাহাবীরা বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজকের তুলনায় সে দিন আমরা ভাল থাকব। কারণ আমরা ইবাদতের জন্য অবসর পাব এবং জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ না, সে দিনের তুলনায় তোমরা আজ অনেক ভাল আছ।

হাদীছটি হাসান।

এ ইয়াযীদ ইব্‌ন যিয়াদ হলেন ইব্‌ন মায়সারা, মাদীনী। মালিক ইব্‌ন আনাস (র.) সহ বিশেষজ্ঞ আলিমগণ

তাঁর বরাতে হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন, আর যিনি যুহরী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তার থেকে ওয়াকী' ও মারওয়ান ইব্ন মুআবিয়া (র.) হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন তিনি হলেন ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ দিমাশকী। অপর পক্ষে সুফইয়ান, শু' বা, ইব্ন উয়ায়না প্রমুখ হাদীছ বিশেষজ্ঞ ইমামগণ যাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন ইনি হলেন ইয়াযীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ কূফী।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ........।

٢٤٨٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ . حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ . حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا يَأْوُوْنَ عَلَى أَهْلٍ وَلَا مَالٍ ، وَاللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ إِلَّا هُوَ اِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِىْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوْعِ وَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِىْ مِنَ الْجُوْعِ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيْقِهِمُ الَّذِىْ يَخْرُجُوْنَ فِيْهِ فَمَرَّبِىْ أَبُوْ بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ أٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا أَسْأَلُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِىْ فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّبِىْ عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ أٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا أَسْأَلُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِىْ فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَتَبَسَّمَ حِيْنَ رَاٰنِىْ وَقَالَ : أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ : الْحَقْ وَمَضَى فَاتَّبَعْتُهُ وَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَاسْتَأْذَنْتُ فَأَذِنَ لِىْ فَوَجَدَ قَدَحًا مِنْ لَبَنٍ فَقَالَ : مِنْ اَيْنَ هٰذَا اللَّبَنُ لَكُمْ ؟ قِيْلَ أَهْدَاهُ لَنَا فُلَانٌ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَبَّيْكَ . فَقَالَ : الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ وَهُمْ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ لَا يَأْوُوْنَ عَلَى أَهْلٍ وَمَالٍ إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيْهَا فَسَاءَنِىْ ذٰلِكَ وَقُلْتُ مَا هٰذَا الْقَدَحُ بَيْنَ أَهْلِ الصُّفَّةِ . وَأَنَا رَسُوْلُهُ إِلَيْهِمْ فَسَيَأْمُرُنِىْ أَنْ أُدِيْرَهُ عَلَيْهِمْ فَمَا عَسَى أَنْ يُصِيْبَنِىْ مِنْهُ وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُوْ أَنْ أُصِيْبَ مِنْهُ مَا يُغْنِيْنِىْ وَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَطَاعَةِ رَسُوْلِهِ ﷺ ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَأَخَذُوْا مَجَالِسَهُمْ فَقَالَ : أَبَا هُرَيْرَةَ ! خُذِ الْقَدَحَ وَأَعْطِهِمْ فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُنَاوِلُهُ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُّهُ فَأُنَاوِلُهُ الْاٰخَرَ حَتَّى انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ رَوِىَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ : أَبَا هُرَيْرَةَ إِشْرَبْ فَشَرِبْتُ ثُمَّ قَالَ اشْرَبْ فَلَمْ اَزَلْ إِشْرَبْ وَيَقُوْلُ إِشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا . فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَسَمَّى ثُمَّ شَرِبَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৪৮০. হান্নাদ (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফ্‌ফাবাসী[১] সাহাবীগণ ছিলেন মুসলিমদের মেহমান। তাদের কোন ঘর-সংসার বা ধন-সম্পদ ছিল না। আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই, ক্ষুধার জ্বালায় আমি আমার বুক মাটিতে চেপে ধরতাম ; এমনিভাবে ক্ষুধার তাড়নায় আমার পেটে পাথর বাঁধতাম। সাহাবীরা যে পথ দিয়ে (মসজিদ-এর উদ্দেশ্যে) বের হতেন তাদের সে পথে একদিন আমি বসে গেলাম। আবূ বাকর (রা.) আমার পাশ দিয়ে গেলেন। আমি তাঁকে আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি তাঁর সঙ্গে (তাঁর ঘরে) আমাকে নিয়ে যাবেন এই আশা নিয়েই কেবল আমি এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু তিনি চলে গেলেন। আমাকে সাথে নিয়ে গেলেন না। এরপর উমার (রা.) এই পথ দিয়ে গেলেন। তাঁকেও আমি আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি যেন আমাকে (তাঁর ঘরে) সঙ্গে নিয়ে যান এই আশা নিয়েই আমি প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি চলে গেলেন কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিলেন না। পরে আবুল কাসিম ﷺ এই পথে যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই মুচকি হাসলেন। বললেনঃ আবূ হুরায়রা!

আমি বললামঃ লাব্বায়কা, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

তিনি বললেনঃ সঙ্গে চল।

এরপর তিনি চলতে লাগলেন। আমিও তাঁর পিছনে পিছনে যেতে লাগলাম। তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। আমিও প্রবেশর অনুমতি চাইলাম। আমাকেও প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হল। তিনি ঘরে একটি দুধের পেয়ালা পেলেন। বললেনঃ তোমাদের জন্য এই দুধ কোথা থেকে এসেছে?

বলা হল অমুক ব্যক্তি আমাদের জন্য হাদিয়্যা পাঠিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেনঃ আবূ হুরায়রা!

আমি বললামঃ লাব্বায়কা।

তিনি বললেনঃ সুফ্‌ফাবাসীদের কাছে যাও এবং তাদের ডেকে নিয়ে এস।

এরা ছিলেন মুসলিমদের মেহমান। এদের কোন ঘর-সংসার বা ধন-সম্পদ ছিল না। নবীজী ﷺ-এর কাছে কিছু সাদাকা আসলে তিনি তা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন, এর থেকে নিজে কিছু গ্রহণ করতেন না। আর যদি তাঁর কাছে কিছু হাদিয়্যা আসত তবে তিনি তাদের কাছে পাঠাতেন এবং নিজেও তা থেকে গ্রহণ করতেন এবং এতে তাদেরকেও শরীক করতেন।

এতে আমি মনক্ষুণ্ণ হলাম। মনে মনে বললাম, সুফ্‌ফাবাসীদের মাঝে এই এক পেয়ালায় কি হবে ? আর আমি তাদের নিকট সংবাদবাহক হচ্ছি। সুতরাং নবীজীতো আমাকেই তাদের সামনে তা পরিবেশন করতে হুকুম দিবেন। হয়ত আমার ভাগ্যে কিছু নাও জুটতে পারে।

অথচ আমি আশা করেছিলাম যে ক্ষুধা নিবারণের মত অংশ পাব। কিন্তু আল্লাহর আনুগত্য ও রাসূলের আনুগত্য ছাড়া কোন উপায় নেই, তাই আমি তাঁদের কাছে গেলাম এবং তাঁদেরকে ডেকে নিয়ে এলাম। তাঁরা এসে নিজ নিজ স্থানে বসে গেলে তিনি বললেনঃ আবূ হুরায়রা, পেয়ালাটি নাও এবং তাদের পরিবেশন কর।

আমি পেয়ালাটি নিলাম এবং এক একজনকে তা পরিবেশন করতে লাগলাম, তিনি তা থেকে পরিতৃপ্তির সাথে পান করছিলেন এবং আমাকে তা ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। আমি তখন তা অপরজনকে দিচ্ছিলাম, শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তা নিয়ে পৌঁছলাম। ইতিমধ্যে উপস্থিত পুরা সম্প্রদায় পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ পেয়ালাটি নিয়ে হাতে রাখলেন এবং এর পর মাথা তুলে মুচকি হাসলেন। বললেনঃ আবূ হুরায়রা, পান কর। আমি তা পান করলাম। পুনরায় বললেনঃ আরো পান কর। আমি পান করতে থাকলাম তিনি বলতে থাকলেন "তুমি পান কর"। শেষে আমি বললাম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সেই সত্তার কসম, আমি আর এর জন্য কোন পথ পাচ্ছি না।

---

১. মসজিদে নববীর চত্বরে বসবাসরত কিছু সংখ্যক দরিদ্র সাহাবী।

তিনি তখন পেয়ালাটি নিলেন, আল্লাহর হামদ করলেন এবং বিসমিল্লাহ বলে তা পান করে নিলেন।

এ হাদীছটি হাসান–সাহীহ।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ...... ।

٢٤٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى الْبَكَّاءُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ .

২৪৮১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ রাযী (র.).....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে ঢেকুর তুলল। তিনি বললেনঃ আমাদের থেকে তোমার ঢেকুর ফিরিয়ে রাখ। কেননা যারা দুনিয়াতে অধিক পরিতৃপ্ত হবে তারা কিয়ামতের দিন অধিক ক্ষুধার্থ হবে।

এ হাদীছটি হাসান; এ সূত্রে গারীব।

এ বিষয়ে আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٤٨٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : يَا بُنَيَّ لَوْ رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَصَابَتْنَا السَّمَاءُ لَحَسِبْتَ أَنَّ رِيْحَنَا رِيْحُ الضَّأْنِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

وَمَعْنَى هٰذَا الْحَدِيْثِ : أَنَّهُ كَانَ ثِيَابَهُمُ الصُّوْفُ ، فَإِذَا أَصَابَهُمُ الْمَطَرُ يَجِيْئُ مِنْ ثِيَابِهِمْ رِيْحُ الضَّأْنِ .

২৪৮২. কুতায়বা (র.).......আবূ বুরদা ইব্‌ন আবূ মূসা তার পিতা আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি তার পুত্রকে বলেছিলেনঃ হে বৎস, নবী ﷺ-এর সঙ্গে বৃষ্টি ভেজা অবস্থায় যদি তুমি আমাদের দেখতে তবে অবশ্যই তুমি আমাদের শরীরের গন্ধকে ভেড়ার গন্ধ বলে মনে করতে।

এ হাদীছটি সাহীহ।

হাদীছটির মর্ম হল, তাঁদের কাপড়–চোপড় ছিল পশমের। বৃষ্টিতে ভিজলে তা থেকে ভেড়ার গন্ধ আসত।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٤٨٣. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ أَيُّوْبَ عَنْ

أَبِىْ مَرْحُوْمٍ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلّٰهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوْسِ الْخَلاَئِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَىِّ حُلَلِ الْإِيْمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا ‏.‏

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ‏.‏

وَمَعْنَى قَوْلِهِ حُلَلِ الْإِيْمَانِ : يَعْنِىْ مَا يُعْطَى أَهْلُ الْإِيْمَانِ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ‏.‏

২৪৮৩. আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ দূরী (র.)......সাহল ইব্ন মুআয ইব্ন আনাস জুহানী তার পিতা মুআয ইব্ন আনাস জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিনয়ে মূল্যবান পোষাক পরা পরিত্যাগ করবে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টির সমক্ষে তাকে ডাকবেন এবং ঈমানদারদের যে কোন লেবাস তিনি পরিধান করতে চান তাকে পরিধান করার ইখতিয়ার দেওয়া হবে।

এ হাদীছটি হাসান।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ..... ।

٢٤٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِىُّ . حَدَّثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ بَشِيْرٍ هٰكَذَا قَالَ شَبِيْبُ بْنُ بَشِيْرٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَبِيْبُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِلاَّ الْبِنَاءُ فَلاَ خَيْرَ فِيْهِ ‏.‏

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ‏.‏

২৪৮৪. মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ রাযী (র.)........আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ ইমারত নির্মাণের ব্যয় ছাড়া বাকী সব ব্যয় আল্লাহ্র রাস্তার ব্যয় বলে গণ্য। ইমারত নির্মাণে কোন কল্যাণ নাই।

এ হাদীছটি গারীব।

মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ (র.) তাঁর সনদে রাবীর নাম শাবীব ইব্ন বাশীর বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ ইনি হলেন, শাবীব ইব্ন বিশ্র (র.)।

٢٤٨٥. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ : أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُوْدُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ : لَقَدْ تَطَاوَلَ مَرَضِىْ ، وَلَوْلاَ أَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لاَ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُ ، وَقَالَ : يُؤْجَرُ الرَّجُلُ فِىْ نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلاَّ التُّرَابَ أَوْ قَالَ فِى الْبِنَاءِ ‏.‏

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ‏.‏

২৪৮৫. আলী ইব্‌ন হুজর (র.)........হারিছা ইব্‌ন মুযাররিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা খাব্বাব (রা.)-এর অসুস্থতার সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসলাম। তখন তিনি তাঁর শরীরে লোহার সাতটি দাগ লাগিয়ে রেখেছিলেন। তিনি বললেনঃ অনেক দিন থেকে আমি পীড়িত। "তোমরা মৃত্যু-কামনা করবে না" -- নবীজী ﷺ-এর উক্ত বাণীটি যদি আমি না শুনতাম তবে আজ অবশ্যই আমি মৃত্যু কামনা করতাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেনঃ নির্মাণ কাজ ব্যতীত অন্যান্য ব্যয়ে ব্যক্তিকে ছওয়াব দেওয়া হয়।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ : ....।

٢٤٨٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُو الْعَلاَءِ . حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ قَالَ : جَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلسَّائِلِ اَتَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ : أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ : وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ : سَأَلْتَ وَلِلسَّائِلِ حَقٌّ ، إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْنَا أَنْ نَصِلَكَ ، فَأَعْطَاهُ ثَوْبًا ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا إِلاَّ كَانَ فِيْ حِفْظٍ مِنَ اللّٰهِ مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৪৮৬. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).......হুসায়ন (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ কোন এক ভিক্ষুক ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর কাছে এসে কিছু সওয়াল করল। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) তাকে বললেনঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা বূদ নাই?

সে বললঃ হ্যাঁ।

তিনি বললেনঃ মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল তুমি কি এরও সাক্ষ্য দাও?

সে বললঃ হ্যাঁ।

তিনি বললেনঃ রমাযানের সিয়াম পালন কর ?

সে বললঃ হ্যাঁ।

তিনি বললেনঃ তুমি আমার কাছে কিছু চেয়েছ। সওয়ালকারীর অবশ্যই হক রয়েছে। তোমাকে কিছু দান করা অবশ্যই আমাদের উপর কর্তব্য।

এরপর তিনি তাকে একটি কাপড় দিলেন। পরে বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, কোন মুসলিম যদি অপর কোন মুসলিমকে বস্ত্র পরিধান করায় তবে যতদিন পর্যন্ত এর একটি টুকরাও বাকী থাকবে সেই (দাতা) ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হিফাযতে থাকবে।

হাদীছটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ : ....।

٢٤٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ

سَعِيْدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِىْ جَمِيْلَةَ الْأَعْرَابِىِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ الْمَدِيْنَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَقِيْلَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجِئْتُ فِى النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا اسْتَثْبَتُّ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ وَكَانَ أَوَّلُ شَىْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ : أَفْشُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصَلُّوْا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

২৪৮৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় এলেন তখন লোকেরা দ্রুত তাঁর দিকে ছুটে গেল। বলাবলি হতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসেছেন। লোকদের মধ্যে আমিও তাঁকে দেখতে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা যখন আমার সামনে প্রতিভাত হল আমি চিনে ফেললাম যে, এ চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। তিনি তখন প্রথম যে কথা উচ্চারণ করলেন তা হলঃ হে লোক সকল, তোমরা সালামের প্রসার ঘটাবে, লোকদের খাদ্য দিবে, মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকবে (শেষ রাতে) তখন (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করবে। তাহলে তোমরা শান্তি ও নিরাপদে জান্নাতে দাখেল হতে পারবে।

এ হাদীছটি সাহীহ।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....

٢٤٨٨ . حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِىُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ الْمَدَنِىُّ الْغِفَارِىُّ . حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২৪৮৮. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ শুকর-গুযার আহারকারীর মরতবা হল ধৈর্যশীল সাওম পালনকারীর মত।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....

٢٤٨٩ . حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِىُّ بِمَكَّةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ عَدِىٍّ . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ أَتَاهُ الْمُهَاجِرُوْنَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ :مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثِيْرٍ وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيْلٍ مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ وَأَشْرَكُوْنَا فِى الْمَهْنَاءِ حَتَّى لَقَدْ خِفْنَا أَنْ يَذْهَبُوْا بِالْأَجْرِ كُلِّهِ . فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : لَا مَا دَعَوْتُمُ اللّٰهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৪৮৯. হুসায়ন ইব্ন হাসান মারওয়াযী (র.)........আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন মদীনায় এলেন তখন মুহাজিরগণ তাঁর কাছে এসে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা যে জাতির কাছে এসেছি তাদের মত প্রাচুর্যের অবস্থায় এবং অপ্রাচুর্যের অবস্থায় (আল্লাহ্র পথে) এত ব্যয় করতে এবং এত উত্তম সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে আর কাউকে আমরা দেখিনি। তাঁরা আমাদের সকল প্রয়োজনে যথেষ্ট ছিলেন এবং তাঁদের শ্রমলব্ধ সম্পদে আমাদের অংশীদার বানিয়েছেন।এমন কি আমাদের আশংকা হচ্ছে যে সব ছওয়াব তাঁরাই নিয়ে যাবেন।

নবী ﷺ বললেনঃ শোন যতদিন তোমরা তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে দুআ করবে এবং তাদের প্রশংসা করবে (ততদিন তোমাদেরও ছওয়াব হতে থাকবে)।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢٤٩٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو الأَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ : عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ·

২৪৯০. হান্নাদ (র.)........আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কে জাহান্নামের জন্য হারাম এবং কার জন্য জাহান্নাম হারাম সে খবর তোমাদের দিব কি ? সে হল যে মানুষের নিকটবর্তী এবং সহজ-সরল ও কোমল।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

٢٤٩١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَكُوْنُ فِيْ مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قَامَ فَصَلَّى ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

২৪৯১. হান্নাদ (র.).......আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ হে আইশা, নবী ﷺ যখন ঘরে আসতেন তখন কি করতেন ?

তিনি বললেনঃ পরিজনের কাজে থাকতেন। সালাতের সময় হলে উঠে যেতেন এবং সালাত আদায় করতেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢٤٩٢. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَيْدٍ التَّغْلِبِيِّ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ لاَيَنْزَعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُوْنَ الرَّجُلُ الَّذِيْ يَنْزَعُ،

وَلاَ يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِىْ يَصْرِفُهُ وَلَمْ يُرَ مُقَدِّمًا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَى جَلِيْسٍ لَهُ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ·

২৪৯২. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.).......আনাস ইব্‌ন মালিক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে যখন কারো সাক্ষাৎ হত এবং সে তাঁর সঙ্গে মুসাফাহা করত তখন ঐ ব্যক্তি নিজে তার হাত টেনে না নেওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর হাত ঐ ব্যক্তির হাত থেকে টেনে নিতেন না, ঔ ব্যক্তি নিজে তার চেহারা ফিরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর চেহারা ঐ ব্যক্তির চেহারা থেকে ফিরিয়ে নিতেন না, তিনি তাঁর সামনে বসা লোকদের দিকে কখনও পা বাড়িয়ে বসতেন না।

এ হাদীছটি গারীব।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢٤٩٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِيْ حُلَّةٍ لَهُ يَخْتَالُ فِيْهَا ، فَأَمَرَ اللّٰهُ الْأَرْضَ فَأَخَذَتْهُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيْهَا ، أَوْ قَالَ يَتَلَجْلَجُ فِيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ·

২৪৯৩. হান্নাদ (র.)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের জনৈক ব্যক্তি তার মূল্যবান এক জোড়া পোষাক পরে গর্বিত বেশে বের হলে আল্লাহ তাআলা যমীনকে নির্দেশ দিলেন ফলে যমীন তাকে গ্রাস করে নেয়, সে কিয়ামত পর্যন্ত এতে প্রোথিত হতে থাকবে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ হাদীছটি সাহীহ।

٢٤٩٤. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِيْ صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَيُسَاقُوْنَ إِلَى سِجْنٍ فِيْ جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُوْلُسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِيْنَةَ الْخَبَالِ ·

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ·

২৪৯৪. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.)......আমর ইব্‌ন শু'আয়ব তার পিতা তার পিতামহ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন অহংকারীদিগকে মানুষের সূরতে পিপীলিকার ন্যায় একত্রিত করা হবে। সবদিক থেকে তাদের লাঞ্ছনা আচ্ছাদিত করে ফেলবে। জাহান্নামের বূলাছ নামীয় বন্দীখানায় তাদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কঠিন অগ্নি তাদের গ্রাস নিবে। জাহান্নামীদের পূতি গন্ধময় পুঁজ রক্ত ইত্যাদি তাদের পান করান হবে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٤٩٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ قَالاَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ أَيُّوْبَ . حَدَّثَنِيْ أَبُوْ مَرْحُوْمٍ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ عَلَى رُؤُوْسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِيْ أَيِّ الْحُوْرِ شَاءَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২৪৯৫. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ ও আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মাদ দূরী (র.)......সাহ্‌ল ইব্‌ন মুআয ইব্‌ন আনাস তার পিতা মুআয ইব্‌ন আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ ক্রোধ কার্যকরী করার ক্ষমতা থাকা সত্বেও যদি কেউ তার ক্রোধ সংবরণ করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষের সমক্ষে তাকে ডাকবেন এবং যে কোন হূরকে সে চায় তা গ্রহণের তাকে ইখতিয়ার দিবেন।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

٢٤٩٦. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْغِفَارِيُّ الْمَدَنِيُّ . حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ رِفْقٌ بِالضَّعِيْفِ وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ ، وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوْكِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ الْمُنْكَدِرِ هُوَ أَخُوْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ .

২৪৯৬. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যার মাঝে এই তিনটি গুণ আছে আল্লাহ তাআলা তার উপর স্বীয় রহমতের বাজু প্রসারিত করবেন এবং তাকে জান্নাতে দাখেল করবেন। গুণগুলি হলঃ দুর্বলদের সাথে নরম ব্যবহার, পিতামাতার উপর মায়া প্রদর্শন এবং দাসদের প্রতি সদ্ব্যবহার।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

٢٤٩٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَسَلُوْنِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ ، وَكُلُّكُمْ فَقِيْرٌ إِلاَّ مَنْ أَغْنَيْتُ فَسَلُوْنِيْ أَرْزُقْكُمْ ، وَ كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ ، فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّيْ ذُوْ قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِيْ غَفَرْتُ لَهُ وَلاَ أُبَالِيْ ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِيْ مَازَادَ ذٰلِكَ فِيْ مُلْكِيْ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ إِجْتَمَعُوْا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِيْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِيْ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ

أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَاسَأَلَ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِيْ إِلاَّ كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيْهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ ذٰلِكَ بِأَنِّيْ جَوَادٌ مَاجِدٌ أَفْعَلُ مَا أُرِيْدُ عَطَائِيْ كَلاَمٌ وَعَذَابِيْ كَلاَمٌ إِنَّمَا أَمْرِيْ لِشَيْئٍ إِذَا أَرَدْتُهُ أَنْ أَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مَعْدِيْكَرِبَ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

২৪৯৭. হান্নাদ (র.)........আবূ যারর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

হে আমার বান্দাগণ, তোমরা তো সবাই পথহারা যাকে আমি হেদায়াত করি সে ব্যতীত। তোমরা আমার কাছেই হেদায়াত চাও তোমাদের আমি হেদায়াত করব। তোমরা তো সবাই অভাবী আমি যাকে ধনবান করেছি সে ছাড়া। তোমরা আমার কাছেই প্রার্থনা কর আমি তোমাদের রিযক দান করব। তোমরা তো সবাই গুনাহ্গার যাকে আমি রক্ষা করি, সে ছাড়া। সুতরাং তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি এই কথা জানে আমি ক্ষমার শক্তি রাখি এবং যে আমার কাছেই ক্ষমা চায়। আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।

আর আমি পরওয়া করিনা। যদি তোমাদের প্রথম এবং শেষ জন, জীবিত ও মৃত, স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল সকলেই মিলে আমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায় তা একটি মশার পাখনা পরিমাণও আমার রাজ্যে বৃদ্ধি ঘটাবে না। আর তোমাদের প্রথম ও শেষ ব্যক্তি, জীবিত ও মৃত, স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল সকলে মিলে যদি আমার বান্দাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট হৃদয়াধিকারী ব্যক্তির মত হয়ে যায় তবে তা একটা মশার পাখনা পরিমানও আমার রাজ্যে হ্রাস ঘটাতে পারবে না। তোমাদের প্রথম ও শেষ জন, জীবিত ও মৃত, স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল সবাই যদি একই ময়দানে একত্রিত হয় আর প্রত্যেকেই যদি তার কামনা-বাসনার চূড়ান্ত মত আমার কাছে প্রার্থনা করে আর আমি প্রত্যেককেই তার প্রার্থনানুসারে দেই তবে তা আমার রাজ্যের কিছুই কমাতে পারবে না। কেবল ততটুকুই পারবে তোমাদের কেউ যদি সমুদ্র অতিক্রম করে আর তাতে একটি সূঁচ ঢুকায় এরপর তা উঠিয়ে নেয় তবে যতটুকু সমুদ্রের পানিতে হ্রাস ঘটবে। কারণ আমি তো দানশীল, অভাবমুক্ত ও মহান। যা ইচ্ছা তা করি। আমার দান হল আমার কথা, আমার আযাব হল আমার নির্দেশ। আমার ব্যাপার তো হল যখন কিছুর ইরাদা করি তখন বলি "হও" আর তা হয়ে যায়।

এ হাদীছটি হাসান। কোন কোন রাবী এ হাদীছটিকে শাহর ইবন হাওছাব....মা'দীকারিব.....আবূ যারর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٤٩٨. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِيْ . حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّازِيِّ عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلاَّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَلٰكِنِّيْ سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ لاَ يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ ، فَأَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّيْنَ دِيْنَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا ، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ

الرَّجُلِ مِنْ امْـرَأَتِهِ أَرْعَدَتْ وَبَكَتْ ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيْكِ أَأَكْـرَهْتُكِ ؟ قَالَتْ : لاَ وَلٰكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ قَطُّ ، وَمَا حَمَلَنِيْ عَلَيْهِ إِلاَّ الْحَاجَةُ ، فَقَالَ : تَفْعَلِيْنَ أَنْتِ هٰذَا وَمَا فَعَلْتِهِ ؟ إِذْهَبِيْ فَهِيَ لَكِ ، وَقَالَ : لاَ وَاللّٰهِ لاَ أَعْصِي اللّٰهَ بَعْدَهَا أَبَدًا ، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوْبًا عَلَى بَابِهِ : إِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ ٠

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ قَدْ رَوَاهُ شَيْبَانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَ هٰذَا وَرَفَعُوْهُ ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ فَلَمْ يَرْفَعْهُ ٠ وَرَوَى أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْأَعْمَشِ فَأَخْطَأَ فِيْهِ ، وَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرٍو وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّازِيُّ هُوَ كُوْفِيٌّ وَكَانَتْ جَدَّتُهُ سُرِّيَةً لِعَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ ٠ وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّازِيِّ عُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ ٠

২৪৯৮. উবায়দ ইব্ন আসবাত ইব্ন মুহাম্মাদ কুরাশী (র.).......ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এক-দুইবার বা পাঁচ-সাত বার নয় বরং এরচেয়েও বেশীবার আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, বানূ ইসরাঈলের কিফল নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে কোনরূপ গুনাহের কাজকে ছাড়ত না। একবার এক মহিলা (অভাবে পড়ে) তার কাছে এলে সে ব্যভিচারের শর্তে তাকে ষাট দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দেয়। সে যখন ঐ মহিলার সঙ্গে বদকাজ করতে উদ্যত হল তখন মহিলাটি (আল্লাহ্র ভয়ে) প্রকম্পিত হয়ে কেঁদে ফেলল। লোকটি বললঃ কাঁদছ কেন ? তোমাকে কি আমি যবরদস্তী করছি ?

মহিলাটি বললঃ না, তবে এ গুনাহর কাজ আমি কখনও করিনি। আজ কেবল অভাবের তাড়নায়ই এতে বাধ্য হচ্ছি।

লোকটি বললঃ অভাবের তাড়নায় পড়েই তুমি এসেছ অথচ কখনও তা করনি ? যাও, তোমাকে ছেড়ে দিলাম। দীনারগুলোও তোমারই। সে আরো বললঃ আল্লাহ্র কসম, এরপর আর কখনও আমি আল্লাহ্র নাফরমানী করব না।

পরে এ রাতেই কিফল মারা যায়। সকালে তার ঘরর দরজায় লেখা ছিল, "আল্লাহ্ তাআলা কিফলকে মাফ করে দিয়েছেন।"

এ হাদীছটি হাসান।

শায়বান (র.) প্রমুখ এটিকে আ'মাশ (র.)-এর বরাতে মারফূ'রূপে বর্ণনা করেছেন। কোন কোন রাবী আ'মাশ (র.) থেকে তা বর্ণনা করছেন। তবে তারা এটিকে মারফূ' করেননি। আবু বাকর ইব্ন আয়্যাশ (র.) ও এটিকে আ'মাশ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তাতে ভুল করে ফেলেছেন। তিনি তার সনদে বলেছেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আবদিল্লাহ - সাঈদ ইব্ন জুবায়র - ইব্ন উমার (রা.)। এটি মাহফূজ বা সংরক্ষিত নয়।

আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ রাযী হলেন কূফী। তাঁর পিতামহী ছিলেন আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.)-এর দাসী। আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ রাযী (র.)-এর বরাতে উবায়দা যাব্বী, হাজ্জাজ ইব্ন আরতাত প্রমুখ হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

২৪৯৯. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ بِحَدِيْثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْأٰخَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ

عَبْدُ اللهِ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوْبَهُ كَأَنَّهُ فِيْ أَصْلِ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ تَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوْبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ .

قَالَ بِهِ هٰكَذَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْحٰرِثِ بْنِ سُوَيْدٍ .

২৪৯৯. হান্নাদ (র.).......হারিছ ইব্‌ন সুওয়ায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) দু'টো বিষয় রিওয়ায়াত করেছেন। একটি তাঁর পক্ষ থেকে আরেকটি করেছেন নবী ﷺ থেকে। আবদুল্লাহ (রা.) বলেনঃ মুমিন তো তার গুনাহকে এমন ভয়াবহ মনে করে যে, সে যেন একটি পাহাড়ের গোড়ায় বসে আছে আর সেটি তার উপর নিপতিত হচ্ছে বলে সে আশংকা করছে। আর ফাসিক-ফাজির ব্যক্তি তার গুনাহকে মনে করে যে, একটি মাছি যেন তার নাকে বসেছে আর সেটিকে সে হাতে ইশারা করল আর উড়ে গেল।

٢٥٠٠. حَدَّثَنَا قُطَارٌ ، وَقَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَللّٰهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضٍ دَوِيَّةٍ مُهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَضَلَّهَا فَخَرَجَ فِيْ طَلَبِهَا ، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِيَ الَّذِيْ أَضْلَلْتُهَا فِيْهِ فَأَمُوْتُ فِيْهِ ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَفِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৫০০. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বান্দার তাওবায় আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক ব্যক্তির চেয়েও বেশী আনন্দিত হন যে ব্যক্তি গাছ-পালা ও পানি বিহীন বিজন ভয়াবহ এক মরুভূমিতে যাত্রা করেছে। তার সাথের বাহনটিতে সে তার পাথেয় খাদ্য, পানীয় এবং আরো যা যা তার দরকারী জিনিষপত্র রেখেছে। কিন্তু হঠাৎ সে তার বাহনটি হারিয়ে ফেলল। সে তার তালাশ করতে লাগল কিন্তু সে (তা না পেয়ে) যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে পড়ল ভাবল যেখান থেকে সেটিকে হারিয়েছিলাম ঐখানেই ফিরে যাই এবং সে স্থানে গিয়েই মরি। অনন্তর সে ঐস্থানে ফিরে এল। একসময় (ক্লান্তিতে) তার চোখ বুজে এল। হঠাৎ জেগে দেখে তার বাহনটি মাথার কাছে দাঁড়ান। তার খাদ্য, পানীয় ও দরকারী জিসিষপত্র সবই তাতে রয়েছে। (এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি যতটুকু আনন্দিত হবে আল্লাহ্ তাআলা কোন বান্দার তাওবায় এতদপেক্ষা অনেক বেশী আনন্দিত হয়ে থাকেন।)

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, নু'মান ইব্‌ন বাশীর ও আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)......নবী ﷺ থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٥٠١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ . حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُلُّ ابْنِ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيِّ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ قَتَادَةَ .

২৫০১. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ আদম সন্তানদের প্রত্যেকেই গুনাহগার। আর গুনাহগারদের মধ্যে তওবাকারী ব্যক্তিরা হল উত্তম।

এ হাদীছটি গারীব। আলী ইব্‌ন মাসআদা – কাতাদা (র.) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٥٠٢. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ وَأَبِيْ شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ الْكَعْبِيِّ الْخُزَاعِيِّ وَاسْمُهُ خُوَيْلِدُ بْنُ عَمْرٍو .

২৫০২. সুওয়ায়দ (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ্ এবং শেষ দিনের উপর যার ঈমান আছে সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর যার ঈমান আছে সে যেন ভাল কথা বলে তা না হলে যেন চুপ থাকে।

এ হাদীছটি সাহীহ্।

এ বিষয়ে আইশা, আনাস, আবূ শুরায়হ কা'বী (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে। এই আবূ শুরায়হ্ কা'বী হলেন আদাবী, তার নাম হল খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আমর (রা.)।

٢٥٠٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَمْرٍو الْمُعَافِرِيِّ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ صَمَتَ نَجَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ لَهِيْعَةَ وَأَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيُّ هُوَ عَبْدُاللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ .

২৫০৩. কুতায়বা (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে চুপ রইল সে নাজাত পেল।

ইব্‌ন লাহীআ-এর সূত্র ছাড়া এই হাদীছটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ........ ।

٢٥٠٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِيْ حُذَيْفَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : حَكَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلاً فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِيْ أَنِّيْ حَكَيْتُ رَجُلاً وَأَنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَا وَقَالَتْ : فَقُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ صَفِيَّةَ امْرَأَةٌ وَقَالَتْ بِيَدِهَا هٰكَذَا كَأَنَّهَا تَعْنِيْ قَصِيْرَةً ، فَقَالَ : لَقَدْ مَزَجْتِ بِكَلِمَةٍ لَوْ مَزَجْتِ بِهَا مَاءَ الْبَحْرِ لَمُزِجَ .

২৫০৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একজনের আচরণ নকল করে দেখিয়েছিলাম। তখন তিনি বললেনঃ আমাকে এত এত সম্পদ দেওয়া হলেও কারো আচরণ নকল করে দেখানো আমাকে আনন্দ দেয় না।

আইশা (রা.) বলেনঃ আমি একদিন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সাফিয়্যাতো এতটুকু এক মহিলা। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে তাকে বেঁটে বলে দেখালেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তুমি এমন এক কথা দ্বারা তোমার আমলকে মিশ্রিত করে ফেললে যে কথা সমুদ্রের পানির সাথে মিলালেও তা তাকে দুষিত করে ফেলবে।

٢٥٠٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِيْ حُذَيْفَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا أُحِبُّ أَنِّيْ حَكَيْتُ أَحَدًا وَأَنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَأَبُوْ حُذَيْفَةَ هُوَ كُوْفِيٌّ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَيُقَالُ اسْمُهُ سَلَمَةُ بْنُ صُهَيْبَةَ .

২৫০৫. হান্নাদ (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমাকে এত এত মাল দিলেও আমি কারো ব্যঙ্গ করে নকল করা পছন্দ করি না।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

রাবী আবূ হুযায়ফা (র.) হলেন কূফী এবং ইব্‌ন মাসঊদ (রা.)-এর শাগরিদ। তাঁর নাম সালামা ইব্‌ন সুহায়বা বলে বর্ণিত আছে।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢٥٠٦. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ مُوْسَى .

২৫০৬. ইবরাহীম ইব্‌ন সাঈদ জাওহারী (র.).........আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সর্বোত্তম মুসলিম কে ?

তিনি বললেনঃ যার যবান ও হাত থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।

হাদীছটি সাহীহ। আবূ মূসা (রা.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢٥٠٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِيْ يَزِيْدَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَعْمَلَهُ ، قَالَ أَحْمَدُ :

مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَرُوِىَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّهُ أَدْرَكَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَمَاتَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فِىْ خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ رَوَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذٍ غَيْرَ حَدِيْثٍ .

২৫০৭. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.)......মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কেউ যদি তার কোন (মুসলিম) ভাইকে কোন গুনাহর জন্য লজ্জা দেয় তবে এই গুনাহে সে নিজে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মারা যাবে না।

ইমাম আহমাদ (র.) বলেনঃ অর্থাৎ এমন গুনাহর উপর লজ্জা দেয় যা থেকে সে তওবা করেছে।

এ হাদীছটিহাসান-গারীব। এর সনদ মুত্তাসিল নয়। রাবী খালিদ ইব্‌ন মা'দান (র.) মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.)-এর সাক্ষাৎ পান নি। খালিদ ইব্‌ন মা'দান (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সত্তর জন সাহাবী (রা.)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর খিলাফত আমলে ইনতিকাল করন।খালিদ ইব্‌ন মা'দান মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.)-এর বহু শাগিরদ থেকে মুআয (রা.) সূত্রে বেশ কিছু হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ : ....।

২٥٠٨. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُجَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ح قَالَ : وَأَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ . حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَذَّاءُ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيْكَ فَيَرْحَمُهُ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيْكَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَمَكْحُوْلٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَأَبِىْ هِنْدٍ الدَّارِيِّ ، وَيُقَالُ إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلاَّ مِنْ هٰؤُلاَءِ الثَّلاَثَةِ وَمَكْحُوْلٌ شَامِيٌّ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ وَكَانَ عَبْدًا فَأُعْتِقَ وَمَكْحُوْلٌ الْأَزْدِيُّ بَصْرِيٌّ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَرْوِيْ عَنْهُ عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : كَثِيْرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ مَكْحُوْلاً يُسْئَلُ فَيَقُوْلُ نَدَانَمْ .

২৫০৮. উমার ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন মুজালিদ ইব্‌ন সাঈদ হামদানী ও সালামা ইব্‌ন শাবীব (র.)....ওয়াছিলা ইব্‌ন আসকা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তুমি তোমার ভাইয়ের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করবে না। তা'হলে, আল্লাহ তার উপর রহম করবেন আর তোমাকে সে মুসীবতে পাকড়াও করবেন।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

ওয়াছিলা ইব্‌ন আসকা, আনাস ইব্‌ন মালিক ও আবূ হিনদ আদ-দারী (রা.) থেকে মাকহূল (র.) হাদীছ শুনেছেন। বলা হয় যে, এ তিনজন ছাড়া আর কোন সাহাবী থেকে মাকহূল রিওয়ায়াত শুনেন নি।

মাকহূল শামী (র.)-এর উপনাম হল আবূ আবদুল্লাহ। তিনি দাস ছিলেন, পরে তাঁকে আযাদ করা হয়। পক্ষান্তরে মাকহূল আযদী (র.) হলেন বাসরী (বসরার অধিবাসী) তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে হাদীছ শুনেছেন। আর উমারা ইব্ন যাযান (র.) তার কাছ থেকে হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন।

'আলী ইব্ন হুজ্র (র.).......'আতিয়্যা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মাকহূল (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে অনেক সময়ই আমি তাঁকে "নাদানাম (জানিনা)" বলে উত্তর দিতে শুনেছি।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٥٠٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْمُسْلِمُ اِذَا كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِيْ لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ .

قَالَ أَبُوْ مُوْسَى : قَالَ ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ : كَانَ شُعْبَةُ يَرَى أَنَّهُ ابْنُ عُمَرَ .

২৫০৯. আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র.)........জনৈক প্রবীণ সাহাবী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ. বলেছেনঃ মুসলিমদের মাঝে যিনি লোকদের সঙ্গে মেশেন না এবং তাদের কর্তৃক কষ্ট প্রদানের উপর ধৈর্যধারণ করেন না তদপেক্ষা উত্তম হলেন তিনি যিনি মানুষের সঙ্গে মেশেন এবং তৎকর্তৃক কষ্ট প্রদানের উপর ধৈর্যধারণ করেন।

রাবী ইব্ন আদী (র.) বলেনঃ শু'বা (র.) ঐ প্রবীণ সাহাবী বলতে ইব্ন উমার (রা.)-কে মনে করতেন।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٥١٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُخَرَّمِيُّ هُوَ مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَسُوْءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَسُوْءَ ذَاتِ الْبَيْنِ إِنَّمَا يَعْنِى الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ، وَقَوْلُهُ الْحَالِقَةُ يَقُوْلُ : إِنَّهَا تَحْلِقُ الدِّيْنَ .

২৫১০. আবূ ইয়াহইয়া মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রাহীম বাগদাদী (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমরা পরস্পর বিদ্বেষ সৃষ্টি থেকে বিরত থাকবে, কেননা এ-ই হল দীন বিধ্বংসকারী বিষয়।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীছটি সাহীহ। এই সূত্রে গারীব।

سوء ذات البين -এর মর্ম হল পরস্পরের বিদ্বেষ ও দুশমনী।

الحالقه-এর মর্ম হল, দীন বিধ্বংসকারী।

٢٥١١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ، قَالُوْا بَلَى ، قَالَ : صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ، وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : هِيَ الْحَالِقَةُ لاَ أَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ ، وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ .

২৫১১. হান্নাদ (র.).......আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ (নফল) সিয়াম, সালাত ও সাদাকা অপেক্ষাও উত্তম আমলের কথা তোমাদের বলব কি ?

সাহাবীগণ বললেনঃ অবশ্যই বলুন।

তিনি বললেনঃ পরস্পর সু সম্পর্ক স্থাপন করা। কেননা পরস্পর সম্পর্ক বিনষ্ট করা হল দীন বিধ্বংকর বিষয়।

এ হাদীছটি সাহীহ।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ এ হল মুণ্ডনকারী বিষয়। আমি বলি না যে, তা মাথা মুণ্ডন করে বরং তা দীনকে মুণ্ডন করে দেয়–বিনষ্ট করে দেয়।

٢٥١٢. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ يَعِيْشَ بْنِ الْوَلِيْدِ أَنَّ مَوْلَى الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ ، هِيَ الْحَالِقَةُ ، لاَ أَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ . وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا ، وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا ، أَفَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ قَدِ اخْتَلَفُوْا فِيْ رِوَايَتِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ فَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ يَعِيْشَ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنِ الزُّبَيْرِ .

২৫১২. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী (র.).......যুবায়র ইব্ন আওওয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের রোগ তোমাদের মাঝেও সংক্রমিত হবে। তা হল হিংসা ও বিদ্বেষ। এ হল মুণ্ডনকারী। আমি বলি না যে, তা চুল মুণ্ডন করে বরং তা দীনকে মুণ্ডন (ধ্বংস) করে দেয়। যাঁর হাতে আমার জান সেই সত্তার কসম, তোমরা মু'মিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে দাখেল হতে পারবে না। আর তোমারা মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালবেসেছ। এই ভালবাসা কেমন করে সুদৃঢ় হয় তা তোমাদের বলব কি ?

তা হল পরস্পর সালামের প্রসার ঘটাও।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٢٥١٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ

قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللّٰهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَـةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

২৫১৩. আলী ইব্‌ন হুজর (র.).....আবূ বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ আখিরাতে শাস্তি সংরক্ষিত রাখার সাথে সাথে দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক শীঘ্র শাস্তি প্রদানের জন্য ব্যভিচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার মত আর কোন গুনাহ্ নাই।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢٥١٤. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيْهِ كَتَبَهُ اللّٰهُ شَاكِرًا صَابِرًا ، وَمَنْ لَمْ تَكُوْنَا فِيْهِ لَمْ يَكْتُبْهُ اللّٰهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا ، مَنْ نَظَرَ فِيْ دِيْنِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلَى مَافَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ كَتَبَهُ اللّٰهُ شَاكِرًا صَابِرًا ، وَمَنْ نَظَرَ فِي دِيْنِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ ، وَنَظَرَ فِيْ دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَأَسِفَ عَلَى مَافَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكْتُبْـهُ اللّٰهُ شَاكِرًا وَلَاصَابِرًا ٠ أَخْبَرَنَا مُـوْسَى بْنُ حِزَامٍ الرَّجُلُ الصَّالِحُ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحٰقَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْـهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْـوَهُ . قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَلَمْ يَذْكُرْ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ عَنْ أَبِيْهِ ٠

২৫১৪. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছিঃ দু'টি গুণ এমন যার মধ্যে এ দু'টি গুণ পাওয়া যায় তাকে আল্লাহ তাআলা শুকর-গুযার এবং ধৈর্যশীল হিসাবে লিখে নেন। আর যার মধ্যে এ দু'টি গুণ নেই তাকে তিনি শুকরগুযার এবং ধৈর্যশীল হিসাবে লিখেন না। তা হল, দীনের ব্যাপারে যে ব্যক্তি তার উপরের জনের দিকে তাকায় এবং এ ক্ষেত্রে সে তার অনুসরণ করে। আর তার জাগতিক ব্যাপারে সে তার নিজের স্তরের দিকে তাকায় এবং এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তজ্জন্য সে আল্লাহর প্রশংসা করে। আল্লাহ তাআলা তাকে শুকরগুযার এবং ধৈর্যশীল হিসাবে লিখে নেন।

যে ব্যক্তি দীনের ব্যাপারে তার নীচের স্তরের দিকে তাকায় আর জাগতিক ব্যাপারে তার উপরের স্তরের দিকে তাকায় এবং পার্থিব সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় সে আফসোস করে আল্লাহ তাআলা তাকে শুকরগুযার ও ধৈর্যশীল হিসাবে লিখেন না।

মূসা ইব্‌ন হিযাম (র.)......আমর ইব্‌ন শুআয়ব তার পিতা তার পিতামহ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ হাদীছটি গারীব। সুওয়ায়দ তাঁর সনদে 'তার পিতা থেকে' শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

٢٥١٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أُنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ، وَلاَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ .

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

২৫১৫. আবূ কুরায়ব (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ (দুনিয়ার ব্যাপারে) তোমরা তোমাদের চেয়ে যে ব্যক্তি নিকৃষ্ট তার দিকে তাঁকাবে। তোমাদের চেয়ে যে ব্যক্তি উপরের স্তরের তার দিকে তাঁকাবে না। এতে তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র যে নেয়ামতসমূহ আছে তা তুচ্ছ মনে হবে না।

এ হাদীছটি সাহীহ্।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ : ....

٢٥١٦. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ ح : وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَزَّازُ. حَدَّثَنَا سَيَّارٌ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ أَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيْدِيِّ وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِىْ بَكْرٍ وَهُوَ يَبْكِىْ، فَقَالَ : مَالَكَ يَا حَنْظَلَةُ ؟

قَالَ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا أَبَا بَكْرٍ ، تَكُوْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأْىَ عَيْنٍ ، فَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْأَزْوَاجِ وَالضَّيْعَةِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا ، قَالَ: فَوَاللّٰهِ إِنَّا لَكَذٰلِكَ ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقْنَا ، فَلَمَّا رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَالَكَ يَا حَنْظَلَةُ ؟ قَالَ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، نَكُوْنُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأْىَ عَيْنٍ ، فَإِذَا رَجَعْنَا عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالضَّيْعَةَ وَنَسِيْنَا كَثِيْرًا ، قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْتَدُوْمُوْنَ عَلَى الْحَالِ الَّذِىْ تَقُوْمُوْنَ بِهَا مِنْ عِنْدِىْ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ فِىْ مَجَالِسِكُمْ ، وَفِىْ طُرُقِكُمْ، وَعَلَى فُرُشِكُمْ ، وَلٰكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ وَسَاعَةٌ وَسَاعَةٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৫১৬. বিশর ইব্‌ন হিলাল বাসরী ও হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বায্‌যায (র.).......রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অন্যতম লিপিকার হানযালা উসায়দী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন কাঁদতে কাঁদতে আবূ বাকর (রা.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আবূ বাকর (রা.) বললেনঃ হানযালা, কি হয়েছে তোমার ?

তিনি বললেনঃ হে আবূ বাকর, হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে থাকি আর তিনি যখন আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা উল্লেখ করে নসীহত করেন তখন মনে হয় যেন সেগুলো চোখের সামনে ভাসছে। কিন্তু যখন তাঁর নিকট থেকে আমরা ফিরে আসি আর স্ত্রী-পুত্র ও বিষয়-সম্পদ-এর ধান্দায় পড়ে যাই তখন ভুলে যাই অনেক কিছুই।

আবূ বাকর (রা.) বললেনঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের অবস্থাও তো এরূপই। আমাদের নিয়ে চল, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যাই।

অনন্তর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দেখলেন, বললেনঃ হানযালা, কি হয়েছে তোমার ?

তিনি বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, হানাযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। আমরা যখন আপনার কাছে থাকি আর জান্নাত-জাহান্নামের কথা বলে যখন আপনি আমাদের নসীহত করেন তখন মনে হয় এগুলো যেন চোখের সামনে ভাসছে। কিন্তু যখন আপনার এখান থেকে ফিরে আসি আর স্ত্রী পুত্র ও বিষয় সম্পদ-এর রোযগারের ধান্দায় পড়ি তখন তো অনেক কিছুই আমরা ভুলে যাই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ আমার কাছে থাকাবস্থায় তোমাদের যে অবস্থা হয় সবসময় যদি তোমাদের সেই অবস্থা থাকত তবে তোমাদের মজলিসসমূহে, তোমাদের বিছানায়, তোমাদের পথে-ঘাটে ফিরিশতারা এসে তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত। কিন্তু হে হানযালা, সেই অবস্থা কখনও কখনও হয়।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

٢٥١٧. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

২৫১৭. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ মু'মিন হবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করে।

এ হাদীছটি সাহীহ্।

٢٥١٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ . حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ . حَدَّثَنِيْ قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمًا ، فَقَالَ : يَا غُلاَمُ إِنِّيْ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ ، وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الْأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৫১৮. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মূসা ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি নবী ﷺ-এর পিছনে (আরোহী) ছিলাম। তিনি বললেনঃ ওহে বালক, আমি তোমাকে কিছু কালেমা শিখিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহ্‌র (বিধানসমূহের) হিফাযত করবে। তিনি তোমার হিফাযত করবেন; আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্য রাখবে তাঁকে তোমার সামনে পাবে। যখন কিছু চাবে তখন আল্লাহ্‌র কাছেই

চাবে, যখন সাহায্য চাবে তখন আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাবে। জেনে রাখ, সমস্ত উম্মতও যদি তোমার কোন উপকার করতে একত্রিত হয়ে যায় তবে আল্লাহ্‌ তোমার তাকদীরে যা লিখে রেখেছেন তা ছাড়া কোন উপকার তারা তোমার করতে পারবে না। আর সব উম্মত যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে একত্রিত হয়ে যায় তবে তোমার তাকদীরে আল্লাহ্‌ তাআলা যা লিখে রেখেছেন তা ছাড়া তোমার কোন ক্ষতি তারা করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে আর লিখিত কাজগসমূহও শুকিয়ে গেছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ....।

٢٥١٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ . حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ أَبِيْ قُرَّةَ السَّدُوْسِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ ، أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ ؟ قَالَ : اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ .

قَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ يَحْيَى : وَهٰذَا عِنْدِيْ حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ لَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا .

২৫১৯. আবূ হাফস আমর ইব্‌ন আলী (র.)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌, উট বেঁধে রেখে তাওয়াক্কুল করব না তা ছেড়ে দিয়ে তাওয়াক্কুল করব ?

তিনি বললেনঃ বেঁধে রেখে তাওয়াক্কুল করবে।

আমর ইব্‌ন আলী (র.) বলেন, ইয়াহইয়া (র.) বলেছেনঃ আমার মতে এ হাদীছটি মুনকার।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আনাস (রা.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাদীছটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

আমর ইব্‌ন উমাইয়্যা যামরী (রা.) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٥٢٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : دَعْ مَايَرِيْبُكَ إِلَى مَالَا يَرِيْبُكَ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِيْنَةٌ ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

قَالَ : وَأَبُو الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيُّ اسْمُهُ رَبِيْعَةُ بْنُ شَيْبَانَ .

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُخَرَّمِيُّ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২৫২০. আবূ মূসা আনসারী (র.).......আবুল হাওরা সা'দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি হাসান

ইব্‌ন আলী (রা.)-কে বললামঃ আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কি কি বিষয় স্মরণ রেখেছেন?

তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে স্মরণ রেখেছি যে, যাতে তোমার দ্বিধা আছে তা পরিত্যাগ করে যাতে তোমার দ্বিধা নাই তা গ্রহণ কর। সত্য হল প্রশান্তি আর মিথ্যা হল দ্বিধা।এ হাদীছটিতে আরো বর্ণনা রয়েছে,

হাদীছটি সাহীহ। আবুল হাওরা সা'দী (র.)-এর নাম হল রাবীআ ইব্‌ন শায়বান।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......বুরায়দ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٥٢١. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيْرِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ نُبَيْهٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِعِبَادَةٍ وَاجْتِهَادٍ ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ أٰخَرُ بِرِعَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لاَ تَعْدِلُ بِالرِّعَةِ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَهُوَ مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৫২১. যায়দ ইব্‌ন আখযাম তায়ী বাসরী (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী ﷺ-এর কাছে জনৈক ব্যক্তির ইবাদত ও মুজাহাদার কথা এবং আরেকজনের পরহেযগারীর কথা আলোচনা করা হল। নবী ﷺ বললেনঃ পরহেযগারীর সমান কিছু নয়।

রাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফার (র.) হলেন মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (র.)-এর বংশধর। তিনি মাদানী, হাদীছ বিশেষজ্ঞদের নিকট বিশ্বস্ত।

এ হাদীছটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

٢٥٢٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَأَبُوْ زُرْعَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : أَخْبَرَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ مِقْلاَصٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا ، وَعَمِلَ فِيْ سُنَّةٍ ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللهِ : إِنَّ هٰذَا الْيَوْمَ فِي النَّاسِ لَكَثِيْرٌ ، قَالَ : وَسَيَكُوْنُ فِيْ قُرُوْنٍ بَعْدِيْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، مِنْ حَدِيْثِ إِسْرَائِيْلَ .

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّوْرِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ بُكَيْرٍ عَنْ إِسْرَائِيْلَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ إِسْرَائِيْلَ وَلَمْ يَعْرِفِ اسْمَ أَبِيْ بِشْرٍ .

২৫২২. হান্নাদ, আবূ যুরআ প্রমুখ (র.)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি হালাল খাদ্য আহার করে, সুন্নাত অনুসারে আমল করে এবং যার নিপীড়ন থেকে লোকেরা নিরাপদ থাকে সে জান্নাতে দাখেল হবে।

জনৈক ব্যক্তি বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ ধরণের লোক তো বর্তমানে অনেক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ আমার পরবর্তী যুগেও এমন লোক হবে।

এ হাদীছটি গারীব। ইসরাঈল (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ (র.)......হিলাল ইব্ন মিকলাস (র.) থেকে কাবীসা - ইসরাঈল (র.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٥٢٣. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّوْرِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ مَرْحُوْمٍ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : مَنْ أَعْطَى لِلّٰهِ ، وَمَنَعَ لِلّٰهِ ، وَأَحَبَّ لِلّٰهِ ، وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ ، وَأَنْكَحَ لِلّٰهِ ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيْمَانَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

২৫২৩. আব্বাস দূরী (র.)......সাহল ইব্ন মুআয জুহানী তার পিতা মুআয জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই দান করে এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই মানা করে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই ভালবাসে এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই শত্রুতা পোষণ করে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই বিয়ে-শাদী করে, সে তার ঈমান পরিপূর্ণ করল।

এ হাদীছটি হাসান।

٢٥٢٤. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى. أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالثَّانِيَةُ عَلَى لَوْنِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُوْنَ حُلَّةً يَبْدُوْ مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৫২৪. আব্বাস দূরী (র.).....আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের রূপ হবে পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় ; দ্বিতীয় দলটির রং হবে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র থেকেও সুন্দর ; তাদের প্রত্যেক পুরুষের জন্য থাকবে দু'জন স্ত্রী। প্রত্যেক স্ত্রীর পরনে থাকবে ৭০টি জোড়া, যার উপর থেকে তার পায়ের গোছার মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

ইফাবা (উ) ১৯৯১-৯২/অঃসঃ ৪৩৯১—৩২৫০